# স্থচীপত্র।

विसंग्र।	٠	<b>श्</b> ष्ठी ।	
र्थान स्व	***	৩৭৯,	
অশ বিন্দু উপহার	•••	\$65 <b>,</b>	
কাগ্যনী (১)	•••	<b>&gt;</b> 58,	
व्यार्थभनी (२)	***	जनद,	
আমার বুম ভেকেছে	••	<b>9</b>	
আমি কি ?	***	৯৪,	•
া আর একটি প্রস্তাব		₹•,	
<b>चानी</b> तंत्र	*	<b>50</b>	
हेटबम्बाम खाक्ष्येन	•••	©≠,	
ঈশ্বর প্রীতি		₹9,	
<b>উদাসিনী</b>	***	¢83,	
উথ। ও সরুপ		٥٠,	
<b>अञ्चलका विकीश</b>		8>0, «&a,	
এক হাতে তালি বাছে কি		<b>৬ ১</b> ৫,	
কত ঘৃত্যি শ্বন		৬৯ ন,	
কভার উপকথা		ಿನ್,	
কপিল বস্তু নগরের <b>উৎপত্তি</b>	***	٠,	
10 AN	• • • •	১৭৩, २४७ <b>, ७</b> २१, ३७५, ४४४, ४४२,	
কাজিজাতির বিবাহ-পদ্ধতি		<b>৬</b> ৯৭ <b>,</b>	
কাৰা জগং		১৩৫, ২১৪, ৩২६, ৪০৭, ৫৮৬, ৬৩৬,	
কাব্য। সাই এবং অসাই	•••	42 <b>9</b> ,	
কাহিনী	•••	\$9¢,	
কিরণের মৃত্যু	•••	<b>&amp;</b> 6 <b>₹</b> ,	
कूरान	•••	8 - 6, 85 -, 469,	
কুমার তীম সিংহ	***	હક,	
ক্ষাণ কবি বাৰ্স্	***	908,	
গুকু বাণী	•••	>88,	
11a	•••	૭૧৯,	
গাধ্লি	•••	858,	

विषय ।		शृष्ठः ।
চির দিন	• • •	<b>૭</b> ૯,
की वन भदन	•••	5ar,
कीनस्तत भीना क्तारना	•••	tis,
, জোৎহা গতে	400	*5÷,
ত হৃদ্দি	•••	₹ <b>₺</b> ₿,
ভারণ বী	•••	\$ - 8 <sub>9</sub>
मन्ति कथा		÷ 54.
ছইটি প্ৰাণী কৰ		÷65,
হুঃখের গান	***	ક લ <b>ક</b> ,
দেওগরে অমৃত ঘটনা	***	\$\$5°,
দৈৰ ঘটনা		÷ ' >,
े देशस्त्रातः व्यदेशस्त्रातः	• • •	5×9, 85%,
<b>বৈভবাদ এবং</b> আদৈত বাদেব	भागम्	684,
কৌ পী		5 h-,
জৌপদী (প্রতিবাদ)	• • •	2.40,
ধুশের নিয়ম্		۶ <b>۵</b> ٦,
<b>E</b> TA'S	• • •	884,
धीरत धीरन	***	86°.
নক্ষা		<b>७</b> 8⁴.
নবৰ্ষ		<b>;</b>
ৰানা কথ।	***	>b*•,
নাদিক হইভে	11.	ં ૭૨૭,
নুতন বংসরে ভাষ্টী	. # 4	<b>5</b> ,
, পঞ্জাব ভ্ৰমণ		२१०, ७३६, ४४०, ४२१, ७२१, ७२४,
ুপঠদশাম বিবাহ	•••	àb,
পথে কে চলেছে গায়ি	***	২৩৮,
পাধীর পাণক	• • •	२७६,
পাড়া গাঁ	474	600,
পিয়ার ও ণ্যারী	. ,	<b>७</b> ७२,
পুরস্বার		<b>इ</b> केद <sup>्</sup> १ <b>१७,</b>
গুতিবাদ 🦠	e Cal	<b>৬২৩,</b>

विवन् ।		. पृष्ठी।
প্রত্যুত্তর	•••	v85,
প্রবাদ পত্র	•••	°b°,
প্রয়াগ যাত্রা		ь,
প্রয়াগে	•••	b·a,
প্রেয়াগ দশন	* • •	३९१, २०२,
প্রীতি উপহার	***	<del>০</del> ৯৬,
প্রেম কোট।	•••	818,
दक्ष ভाषा मध्यक हुई এक है	ক থা	২৩৯,
दलनः भीन		&%×,
ৰদ্ভ দৃশীত		৬৯৬,
रामण वा हावात छावा	***	\$5 <b>4</b>
বিভাপুর	•••	રફત. ૭૧૦, ૪૭૧,
বির্থীর পঞ		o; 8,
বিশাদের ম্ল ও জড় জগং	•••	÷82,
বিখাদের মূল ও অভ্যান্থ (	উত্তর)	৩৩%,
गीत काहिनी	• • •	98%, 502, 864, 466, 885, 9.5,
বোষাই নহর	, , ,	459, € iØ,
রক্ষদেশের আচার বাবহার	,	<b>&amp;</b> 4,
The second section at the fig.		•
		•
		•
মহারাজা নন্দক্ষার ও প্রঞ্জী		>88, २२२ <b>, २१४, ७४२,</b> 88 <b>३, ६७०, ६৯৯, ७६৯, १२७</b> ,
মহারাজা নন্দক্ষার ও <b>স্থ</b> ী মাধ্বাচার্যা	মকেটি	১৪৪, ২২২ <b>, ২৭৮, ৩৮২,</b> ৪৪৪ <b>, ৫৩০, ৫৯৯, ৬৫৯, ৭২৩,</b> ২৯৫,
মহারাজা নন্দকুমার ও স্থঞ্জী মাধ্বাচার্যা মান্ত্র ঘুড়ি	মকেটি	১৪৪, ২২২, ২৭৮, ৩৮২, ৪৪৪, ৫৩০, ৫৯৯, <b>৬৫৯</b> , ৭২৩, ২৯০, ২৬৮,
মহারাজা নন্দকুমার ও স্থঞ্জী মাধ্বাচার্যা মাধ্য খুড়ি মিটিন না তৃষা	মকেটি	১৪৪, ২২২, ২৭৮, ৩৮২, ৪৪৪, ৫৩০, ৫৯৯, <b>৬৫৯</b> , ৭২৩, ২৯০, ২৬৮, ৬৭৪,
মহারাজা নন্দকুমার ও স্থঞ্জী মাধ্বাচার্যা মাধ্য খুড়ি মিটিন না তৃষা মিটন	মকেটি	১৪৪, ২২২, ২৭৮, ৩৮২, ৪৪৪, ৫৩০, ৫৯৯, ৬৫৯, ৭২৩, ২৯৫, ২৬৮, ৬৭৪, ২১,
মহারাজা নন্দকুমার ও স্থঞী মাধ্বাচার্যা মাস্থ খুড়ি মিটিন না তৃষা মিধন যদুনা	নি কোট	১৪৪, ২২২, ২৭৮, ৩৮২, ৪৪৪, ৫৩০, ৫৯৯, <b>৬৫৯</b> , ৭২৩ ২৯৫, ২৬৮, ৬৭৪, ২১,
মহারাজা নলকুমার ও পুঞী মাধ্বাচার্যা মামূষ ঘুড়ি, মিটিন না তৃষা মিগন যদুনা ঘাত্রা	নি কোট	>88, २२२, २१४, ७४२, 888, ६००, ६৯৯, ६६৯, १२० २००, २०५, ७१६, २১,
মহারাজা নলকুমার ও প্রপ্রী মাধ্বাচার্যা মাধ্ব ঘুড়ি, মিটিন না কুষা মিথন যদুনা ঘাত্রা রজাবলী রফে বাট-পাড়	নি কোট	>88, २२२, २१४, ७४२, 888, ६००, ६৯৯, ७६৯, १२०, २००, २७४, ७१६, २১, ७১১, ६८२,
মহারাজা নলকুমার ও প্রঞ্জী মাধ্বাচার্যা মাপ্তর খুড়ি, মিটিন না তৃষা মিলন যদুনা যাত্রা রজাবলী রফে বাট-পাড় রাজ নৈতিক আলোচনা	নি কোট	>88, २२२, २१४, ७४२, 883, ६००, ६৯৯, ६६৯, १२०, २৯०, २०५, ६४४, १४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४
মহারাজা নলকুমার ও প্রপ্রী মাধ্বাচার্যা মাধ্ব ঘুড়ি, মিটিন না কুষা মিথন যদুনা ঘাত্রা রজাবলী রফে বাট-পাড়	 	>88, २२२, २१४, ७४२, 888, ६००, ६৯৯, ७६৯, १२०, २৯०, २००, ७१६, ७४५, १४, ७४५, १४४, ७६६, ७६६, ७६६, ७६५, २७५, २७५, २७५,

विषय ।			<b>श्</b> षे।।	•
শ্রীপঞ্মী		•••	৫ <b>৬৩,</b>	K
. <b>नका</b> ।		***	<b>5</b> 52,	
সর উইলিয়ম জোক		•••	V₹,	
সহজে গান অভ্যাদ			६४, २२४, २४१, ७६२, ६४४, ७४७,	·
<b>সং</b> স্থার	,	, ,	по <b>ъ</b> ,	
সংক্ষিপ্ত সমালোচন		••	५५, ५२७, ५५३, ७६६, ६५२, ७५८,	
সিন্ধু-কাহিনী		• ·	१७, ३२१, ३३३,	
<b>সৌর জগ</b> তে কত চাঁদ		• • •	५५२,	
শ্বন		•••	६ ० ७,	
, শ্বৃতি	•	•••	৬০১,	
হগলির ইমাম বাড়ী			4.5,	
হেঁয়াণি নাট্য	8\$,	\$ <b>25,</b> 5	.१८, २७०, ७५७, ६१८, ४११, ६६४, ७५५,	136 o 936,
ঞ্চিদ্র রমণী		·	\$28,	

# ভারতী 🧸 বালক।

#### মূতন বংসরে ভারতা।

তৃই বংসর পূর্ণে ভারতীব জীবনে একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আজ আর একটি পরিবর্তন,—সে দিন তিনি বাণিকা বেশে গৃহ হইতে গৃহাস্থরে পদার্থণ করিরাছিলেন — আফ তিনি বাণক জোডে আর এক ন্তন বেশে দেখা দিলেন। আজ হইতে "বাদক" ভারতীর সহিত দিগিত হইল।

পাঠকেরা মনে কবিবেন না, ইংতি ভারতীর গান্তীর্য্য নই হইল—কিন্তা ইংগা উদ্দেশ্য হতত হইলা পড়িল। কারণ, "বালক" নামে মাত্র বালক ছিল—প্রক্তান কাই ইংটা ব্যৱস্থ পাঠকবিগেলই উপ্যোগী হইলা উঠিলছিল, এরপন্তালে এই মিলনে ভারতীয় বন্ধ প্রি হইবে আশা ক্রিলা আগরা স্থী হইতেছি, ভরদা করি পাঠকেরাও তথা হইবেন। এই উপ্রেক্তার ক্রেন্ডের বৃদ্ধিকরা গোল।

#### নববর্য।

আকাশ তলে, সগের জলে
পেতে বিশাস রঙ্গ ভূমি—
নেচে নেচে পেরে গেরে
দিচে দেখা কে আজ ভূমি ?
ভবিষ্যতের আধার-কোলে
তোমার সকল অঙ্গ ঢাকা,
আশার চোখে দেখ্টি কেবল
মুখ্থানি ও হাসি মাখা!
আস্চ ব'লে ভূমিই কি হে
নব দুর্জাদলে মিলে,

মাঠে ঘাঠে হরিদ্রণ
আসনগুলো বিছিয়ে দিলে 

শুল তরু লতাগুলা
বনের মাঝে সাজিয়ে মঠ,
চার-দিকেতে খুলে দিলে
নানা রঙের দৃশ্য পট 

ভিতর খেকে বেরিয়ে এল
চেনা চেনা পাখীগুলি,
শভিবাদন কর্তে কি তাহি
দিরে কিচির মিচির বুলি 

শি

এস এস নব বর্ষ।

মোরাও স্থা তোমার দেখে,
হাসি-মানা মুখ্ট কিন্ত
ভাইণানেতে এস রেখে।

लक्द्रे जोड़ा गांव राज अर्थे কোলাগুলি কর্পে হলে, এমেছিল লেও অবিকল (छ,शांते पछ शांगा मुल्ला) রুদ্ধত কর্বে খ'লে হোভ নেখালে পত শত, প্রবৃত্তি ভার এগিয়ে জ্যে मुनाभिते यह भूग्रत कड . গান শোনাতে অ'ল এন রূপ সেশারত ভল-ব'লা, न्डा अन (सम्बें) होत्य भागात एउत्तर द्यानहाँगः । এই রকমে চোন সে চকুর দক্ষে নে তার দলী কটা, कुछ পুটে नागिविছ्न অভিনয়ের বক্ত ঘটা। গেল যথন দেখি তথন হিদেৰ ক'রে কি ছাই বুলো, অভিনয় সে ক'রে গেছে বিয়োগান্ত নাটক ওলো ৷ হাতে মাথা রাখ্তে গিয়ে দেখ্রু, হয়ে চকু ফুটো **७ श** जल त ननी व'रम . ভিজে গেছে খণ্ড হটো মাথায় আবার ছোট বড় এক শ আওন ছেলে দেছে,

বুকের মাঝে হাত দে দেখি कि-त्यन-कि शतिता लिए ! ७३ व'रन गा अक्टी ७४ অধ্যান্তর এল কত, কালের গালে আঁচেড ংবংখ शकिता तथा (काउन पर) व्याभाव य'त्र पूर क्रांति कान्तिस्त व हिनित्र कृति, এক শ চোধের মান্তবাদেনতে व्यापन पता करान इति ! তাই বনি, দুই লেগ্ড দেশিলে আৰু কেন ভাই জালাস্ মিছে, আছুও খাদার অল্চেপ্রাণ কামতে থেছে কানের বিছে। क्रव्वि इंड अभा ता इ হান্তে আমার নাইড বালি, মনের মত হয় হদি তোর --अकड़े। कथा य'रन जारित -त्रम ८.८त रोजि स्पास दशम कार्यात कित्रि परत, জামিত হব চোরের চেলা ब्यायाय दन याम् गदन कदत । मार्क्ट इंद कराय यनि पृष्ठित्र पिद साँडि जान,--व्यामा ग्रथम मिन्नी भाज আমিও তথন চোরের তাম। পর ভেবে মোধ পারে ঠেলে ্ যাস্নে ফেলে বল্তেছি তাই, তোম আমায় সমন বড় চোরে চোরে মাসতুত ভাই। **बिन्दरकृषः** ভडीচार्या।

# কপিল-বস্তু নগরের উৎপত্তি।

#### ্ কান্তন মাদে প্রকাণিত শাক্ষাবংশের উৎপত্তির পর।)

হাজাত রাজার নির্জাদিত পুত্রেরা বছলোক সমতিবাদারে বিশালরের উৎশঙ্গতাদেশে কপিল ঋষির আশ্রম-নিকটন্থ শাকোট বনে বাস করিলে, ক্রমে তথার
অন্যান্য নোক গতারাত আরম্ভ করিল, নানা দেশীর বিশ্বি তথার গতিবিধি করিতে
আলিল। তথন তাহারের ইচ্ছা হইল মে, আমনা এই ছালেই থাকিব, অন্য কোথাও
আইব মা। এলানে বথন বহলোকের গ্রমাণ্যন আরম্ভ হুইবাছে, তথন এই স্থানেই
আমাদের নগর নির্দ্ধান করা সহজ্ঞ হুইবে; ক্রিন্ত কপিল শবির আন্তান বাতীত আমরা
আমাদের নগর নির্দ্ধান করা সহজ্ঞ হুইবে; ক্রিন্ত কপিল শবির আন্তান বাতীত আমরা
আমাদের নগর নির্দ্ধান করিছে করিছে পারির না। এলি বলি আমাদিগকৈ এই
আনে নগর নির্দ্ধান করিছে দেন, তাহা হুলেই আনরা নগর নির্দ্ধান নির্দ্ধান করিছে
লারিব, আন্যাথা পারিব বা। কুমারগণ এইজল মন্যার প্র থবির নির্দ্ধান করিছে
লারিব, আন্যাথা পারিব বা। কুমারগণ এইজল মন্যান্ত প্র থবির নির্দ্ধান করিছে
লার আভিনান বাক্ত করিলে, ঝি তাহাতে অনুমোদন করিছেন। অন হর উহিবা সেই শাবোটি বন কর্তন করিলা অতি উত্তন এক নগর প্রেন্তত করিছেন। ব্রিন্ত নির্দ্ধান জ্বারগণকে বাস্থান নির্দ্ধাণ করিছে করিছে। এই ল্ডান্ডানী বৌদ্ধান

"তেবাং দানি জুমারানাং **এতদ ভ**বং" : ইত্যাদি।

অক্ষাদ। ফিছদিন পরে ক্ষারের মনে করিনেন, আমরা এই শাকেটিবনে দিশাব বচনা করিব। বহু নত্বা এখানে আগ্যন করিতেছে; এজন্য নিশ্চিত আমরা এই ছানে নগর প্রস্তুত করিতে পারিব। পরে কুমারেরা কপিব থারে নিকট গমন করিবেন ভাঁহারা ঋষির পদে বন্দন করিবা গনিলেন, যদি ভগবান্ কলিব অলুমতি দেন, ওাই ইলৈ আমরা এই ছানে ঋষির নামে কলিগ-বন্ত" নামে নগর নিগাণ করি। খানি বলিলেন, যদি আমার এই আশ্রম জোমরা নগর করিবা রাজধানী কর, তাইটি ইলৈ আমি অলুমতি দিই। কুমারগণ ঋষিকে বলিলেন, বাহা ঋষির অভিপ্রাম তাহাই করিব। এই আশ্রম রাজধানী করিয়া নগর প্রস্তুত করিব। ঋষি তথন কমগুলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া রাজপুত্রদিগের বাসের জন্য আগনার ক্ষেই আশ্রমপুত্রদিগকে দান করিলেন। কুমারেরাও জামে দেই স্থানে রাজধানী ও নগর প্রস্তুত করিবে। কপিল ঋষি রাজপুত্রদিগকে বসতি করিতে দিলেন, তৎকারণে সেই প্রস্তুত-নগর কপিলবন্ধ নামে খ্যাত হইল। এইরপে কপিলবন্ত নগর স্থাণিত

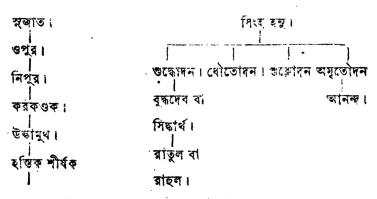
हरेल, क्रांस छोहा ममृष्क हरेल, द्रिष्ठ भारिए नागिन, ऋत्थेत छोन हरेल, ऋिक हरेल, क्रांकीन हरेल, धनीत वागशान हरेल, क्रांतक भित्रियात हरेल, एक विधाण हरेल, छे०मत-मूक हरेल, मनाजनक हरेल, এक में ख्यान वाणिका छोन छ विभिन्न विभिन्न छोन हरेल।

কপিল থিবির নামে কপিলবস্ত নগর ও রাজধানী প্রস্তত হইলে তথায় পূর্বোক্ত স্বাজপুর্গণের সর্বজ্যেষ্ঠ "ওপুর" অভিনিক্ত-রাজা হইলেন।

"ওপ্রক্য রাজোপুতো নিপুরো নিপ্রস্থ রাজোপুতো করকওো করকওবা রাজোপুতো উলামুখণ উলামুখণ পুতে হাজিকশীর্ষো হতিকশীর্ষক পুতে। বিংহ হয়ঃ। কিংহহয়্য রাজো চলালিপুতাঃ ভারতারনে। ধৌতরনো ওরেনদ্নো অন্তোরনো অনিতা চলাম লাবিপা।"

রাজা ওপুরের পুর নিপুর, নিপুরের পুত্র করক ওক, করকও কর প্র ইন্তায়ণ, উলামথের পুত্র হতিকশীর্ষক, হতিকশীর্থের পুত্র রাজা সিংহহয় । এই সিংহহয়র চারি
পুত্র হইরাছিল এবং এক কন্যাও ইইরাছিল। পুত্রগণের নাম ভংজানন, থৌতদন,
ভরোদন, ও অমৃতৌদন এবং কন্যাও ইরাছিল। ভারের নাম ভারেন সর্বভারে বলিয়া
সিংহহয়ব পরবোকের পর গৈচক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই ভঙ্গানন রাজার উর্সে
ও কোলীর বংশীর ভার্যা মার্চিল্লির গর্মে ভগ্রান্ত্র জ্যুবান্ত্র জ্যুবান্ত্র

ইকাক্বংশীর "প্রকাত" রাজার জোর পুত্র "ওপার" বিশ্বাত শান্য বয়াশার মূল। এই মূল পুরুষের অধস্তন ষ্ঠ পুরুষ অতীত হইলে মুখায়া শাক্য স্নির উপন ইইয়াছিল।



়শাক্য সিংহের মা<mark>তামহ</mark>কুলের ইতিহাস।

শাকাসিংহের মাতামহ কুনের ইতিহাস নিতান্ত অভূত। রাজা ওরিনাদন বে জুনে বিবাহ ক্ষেন্ত ক্লাফা লে বংশ শাকা হইলেও তাঁছার পাণিগৃহীতী ভাঁহাা "কো-মিম" কংলা, দৌহিনী হিলেন। এই জোনির কুল বা কোলির বংশ শাকা বংশের ক্সা হইতে উৎপন্ন হইরাছিল। এক পরিত্যক্ত শাক্ষকনাার পর্তে কোল নামক জনৈক ঋষির ঔরসে এই বংশের মূল প্রুষ উৎপন্ন হইরাছিল, ইহা আমরা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে গোইতেছি। কোনিয় বংশ উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপঃ—

"স্থলত রাজার পুত্রেরা ও তৎ সহাগত অন্তান্ত ক্রিরেরা শাক্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে তাহাদের বংশ বিস্তার হইল। ফরকওক শাক্যের রাজ্যকালে কোন এক শাক্যকন্যার গলৎ কুঠ ব্যাধি হইয়ছিল। বৈদ্যেরা অনেক চেটা করিল, কিছুতেই তাহার ব্যাধি শান্তি হইল না। ক্লাটীর অঙ্গ প্রত্যন্ত সমস্তই একরাণ হইয়া গেল, কোনও স্থান অঞ্চত থাকিল না। হতভাগিনী ক্যা গলৎকুঠিণী হইয়া প্রত্যেক লোকের ঘণার্হ হইলেন। তাহার ভাত্গণ তাহাকে পর্বতে পরিত্যাগ করা বিধের বোব করিলেন। অনন্তর তাহার ভাত্গণ তাহাকে এক শকটে আরোহণ করাইয়া হিলালয় স্মাণিশ লইয়া গেল। হিমান্সের ত্রোড়-পর্বতের একটা গুহার মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া, তন্মধ্যে প্রভূত থাদ্য, বহুতর ভক্ষ, প্রচুর পানীয়, কতক্ষ্যিত ক্ষণ ও অন্তবিধ শ্যা প্রদান করিয়া গুহার মুখ কাঠ্রাশির ঘারা প্রচ্ছের ক্রতঃ বালুকারাশির ঘারা তাহার ছিদ্র ভাগ বন্ধ করিয়া দিয়া কশিল বন্ধ নগরে ফিরিয়া আরিল।

"ত্যাদিনি দারিকারে তবিং গুছায়ে বস্তীয়ে তেন নিবাতেন চ সংরোধেন চ ততা গুছারে উল্লেচ স্কৃতি সুঠি ব্যাধিং বিজ্ঞান্ত শরীরং চৌকং নির্বাণ সংমৃতং উত্তনরূপ স্পাতং নাপি জ্ঞায়তে মাছ্যিকা এবা তি।"

মৃতকলা শাকা ছহিতা করেক দিবদ সেই গুহা মধ্যে বাদ করিলা, বায়ুলীন আনে বাদের দার। অথবা তাদৃশ নিরোধের দারা কিংবা সেই গুহার উন্ধার দারা তারের সন্দার বাদি দারিলা গেল, শরীর কলন্ধ শূনা হইল, তা শূনা হইল, অধিকত্ত তারের এরপ ন্তন শরীর ও এরপ মনোহর রূপ হইল যে, দেখিলে তাহাকে আর মান্ধী বিলিয়া বিবেচনা হয় না। \*

ফকির প্রথমে রোগীর গাত্তে একপ্রকার ভন্ম মাথাইয়া দেয়। তৎপরে রোগীর গাত্র এক, কথনো বা ছই থণ্ড কম্বলের দ্বারা আচ্ছাদিত করে। অনস্তর তার্কাকে পর্জত পর্কত ওহার মধ্যে শোরাইরা দেয়। রোগীর গাত্র হইতে অধিক পরিমাণে মর্মা নির্মাত হইলে রোগী ধখন অসহু যাতনা অমুভব করে, তথন তাহাকে বাহিছে আনিরা গাত্রের কম্বল খ্লিয়া দেয়। তৎপরে তাহার আহারের ব্যবস্থা করে। ৩৪ দিন ব্যবস্থা মত আহার করাইয়া বাটী যাইতে দেয়।

একদা এক বাজি বদুছাক্রমে দেই হানে আসিলে, অত্যুত্তম সন্থ্য গন্ধ তাহাকে বাক্লিত করিল। কথিত আছে যে, পতরা গন্ধের দারা জানিতে পারে। ব্যাদ্র আজ মতুবা গন্ধ পাইয়া গুহামধ্যে মানুষ আহে, ইহা অনুমান করিল। মনুষা-লোলুপ ব্যাব গুহার মুখস্তি পাংগুরাশি পদের ছারা আকর্ষণ করিতে প্রবৃত হইল। ক্রমে সনন্ত ৰালুকা পদের ছারা প্রক্রিপ্ত করিল। এই স্থানের অনতি মুরে 'কোল" নামে জনৈক রাজ্বি হাস ক্রিতেন। ঋষি হৃত আহরণার্থে সেই স্থানে আনিয়া দেখেন, এক ব্যাদ্র গুহারণত পাংক রাশি অপকর্ষ করিতেছে। তদ্ধনে খ্রির কৌতুহন জ্যাসি, **जिनि** कृत्य लाहात निक्षेत्रांची हरेतार। **अधित প্रजा**त कांध शनावर कतित्त, अधि সেই ওহা নারে শিলা দেখেন, ভগ্রানার বালুকারাশি আন কর্তুর উৎসারিত হই-श्रीष्ठ, किस कडक छनि कार्ष्ठत होटा अपूड न ब्लाइ । अपि प्याव ब बुज्रकी देशेरणन, হইরা কাঠগুলি একে একে উৎবালিত করিলেন। বেথিনেন, তভাগো নেন এক পেব-কলা উপন্থি নাতে। খণি নিজাগা করিলেন, তুরি কে গা করা প্রভারত করিল, আমি কপিল্যত্ত নগরের অমুক শন্যারের কন্তা; আনার গ্রহটে গ্রের ইইরাছিল, তৎকারণে আমার প্রতি আমার আভ্নতের স্থা ম্তলত আখালে এই তানে জীবিতা-বস্থার বিষয়ন দিয়া বিষ্ণাভিত্য; কালকনিন মধ্যে কবিবার সে রোগ সারিলা সিরাছে। একণে আপ্রার অভূপতে আলি মহলা মুখ দেখিবা পুর্ভাক ভূপা বোধ কলিবাম।

রাজার কোন সেই কল্পা জান নাম ইইলোন, জামে ভালার পানি, জান, ব্যক্তই জাতুরিত ঘটান, ভিনি সেই শাসা কাল লইলা আগ্রান পার্কিত করিছে লগ্নিনেন।

জমে সেই গাকা স্থিতার গাড় ,হাল ঋষির ওঁলাল লাজ জনে ১৬ সন্থান জনিল। ঋণি পুরেরা যথন পদল এই লোগালু বালা আছি করিছা; তথন তাহালের দাতা তাহালিগকে কণিবলন্ত নগারে কংগ্রেছ জনা অভ্রোধ কলিল। "প্রান্ত, কবিলন্ত নগানের অভ্রাধ কলিল। "প্রান্ত, কবিলন্ত নগানের অভ্রাধ কলিল। "প্রান্ত, কবিলন্ত নগানের অভ্রাধ কলিল। "প্রান্ত, আনুক তোনাদের মাত্রি অভ্রাধ আনিল পিতা, তোনাদের মাত্রিছ অস্ক, অনুক তোনাদের মাত্রিজ আনিল ভালা; এফালে লোল্লা গেই স্থানে উল্লেখ্য নিজন বাত্রিভাল করিছেন। তোনার মাত্রিছ লগে সহ্লাপ, অবশাই তাহারি। তোনাদিগকে গ্রহণ করিবেন্ত।

শাকা কন্যা ঐরপ বলিয়া পুন্তবিচাক শাকাবংশের আতার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম শাকাই উপদেশ করিলেন। তাহাত সাত্**কুলের** আতার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিল

এই চিকিৎসা প্রণাণীর সহিত উপরি উক্ত আগ্যায়িকার স্পূর্ণ মিল আছে। ফকির বোধ হয় আগ্যায়িকাটী জানিতেন, তাই তিনি উক্ত প্রকার অনুমান-চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈদাক প্রছেও উক্ত প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দুই ব্রা

.

বস্তু নগরে গমন করিল। আক্র্যা-অবিক্ষার আগমন করিতে দেশিরা পৃথিমধ্যে জনস্থান তিপন্তিত হইল। অবি বালকেরা ক্রমে শাক্যদিগের মহাসভা স্থানে গমন করিল। মাতার্র নিকট যেরপ যেরপ শিক্ষা করিয়াছিল সেইয়প নেরমে শাক্য-সভাব প্রবেশ করিল ও আরা পরিচয় প্রদান করিল। শাক্যগণ ঝিরক্ষারগণের শাক্যাচার নেথিয়া বিভিত্ত হইয়া জিজাসা করিলেন, ভোমরা কোণা হইতে আসিত্তেছ, এবং কাহার বংশধর ? ভায়ারা প্রভাতর করিল, আমরা কোলাশ্রম হইতে আসিয়াছি আমানের মাতা অমুক্ষাক্রার কনাা, আমানের পিতা কোল শ্বি। আমানের যাতার কুঠ ব্যাধি হইলে অমুক্ষালা ভায়কে গিরি গহরবে পরিত্যাণ করেন অনন্তর তিনি অরোগিনী হইলে রাজর্বি কোল ভায়াকে বিবাহ করেন। আসরা ভায়ানের পুত্র। মাতামহ মাতুল্দিগকে দেখিতে আসিয়াছি।

ুক্তি বালকর্দের মাতামহ এপথান্ত জীনিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুর পৌত্রামেই সভার উপস্থিত ছিলেন। ক্ষিত রুজান্ত শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বিশ্বিত ও
বানিন্তিত হইলেন। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, রাজ্যি 'কোলকে তাঁহারা চিন্তেন। রাজ্যি কোন বারাণ্যার রাজা! তিনি জোর্চপুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ ক্রিটা হিমালরে তপদার্থ গ্যন করিয়ালিনেন। তাঁহার কতৃক শাক্য কন্যা পরিগৃহীত ইট্যাভে এবং তাঁহারই ওরুসে দৌহিত উৎপন্ন হইরাছে ইহা অবশ্রই আনন্দের বিষয়।

শ্বোগণ তথন প্রতি ইইরা সেই দৌহিত্র ও ভাগিনেরদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বংশানিত রুভি প্রদান করিলেন। সে বালকের যে নাম, সেই বালককে সেই নামে এক একখানি ক্ষুত্র গ্রাম ও কিছু কিছু রুষি যোগা ভূমি প্রদান করিলেন। বাহার নাম করভত্র, ভাগিকে করভত্রনিগম এই নামের গ্রাম দেওয়া হইল; সে সকলগ্রাম তাহাদের স্থা স্থাম প্রসিদ্ধ হইল এবং তাহারা কোল ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া "কোলীয়" নামে থাতি ইইল।

এইরপে শাক্য কন্যা ইইতে কোলিয়া বংশ উৎপন্ন হইয়ছিল। স্থভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক- স্থলরী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তদমর্ভে নাম দেবীয় জন্ম হয়।

্পিল বস্ত নগরের অদ্বে "দেবড়হো" নামকগ্রামে স্কৃতিশাক্য বাস করিতেন।
মন্ত এই গ্রামের অধিপতি ও শান্তা। ইনি পূর্ব্বোক্ত করভদ্র গ্রামের কোলীর কূলের
শেকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, স্কৃতি সেই কোলির ক্সার গর্বে লাভ ক্সা উৎপাদ্ধ
করিয়াছিলেন; পুত্র হইরাছিল কি না, তাহা জানা যার না। কন্যাগুলির নাম ষ্থাক্রেমে
বিভিত্ত ইল। ষ্থা—মারা, মহামারা, অতিমারা, অনন্তমারা, চুলীরা, কোলীসোরা ও
মহাপ্রজাপতি।

बाका निःश्रेश भवत्नांक ग्रमन कवितन भव, छोश्व आई भूज अरहामन बाका-

के विश्वास के विश्वास के विश्वास के दिनीय 5259

ধিকার প্রাপ্ত হইরা, উপরি উক্ত অভৃতি পাকেরে প্রথমা কন্যা নায়া, তাহার ক-নিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাপতি এই ছই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাভূগণ তডির মহামারা, অতিমারা, অনভ্যায়া, চুলীয়া ও কোলীগোলার ইহাঁদিগকে বিবাহ করি-बाहित्यम । अहे दिनाद्दत चान्न वर्ष भटत सहातात्र अवहानत्मत छेत्रतम । सांचा तनवीत **१८र्ड** ७१वान् भौकातिश्ट्य छेमश हरेशाहिल। \*

গ্রীরামদাস সেন।

#### ্রাগ যাতা।

ি কিছু দিন হুইতে মনে করিলা অভি—পু**জার ছুটিতে** এলাহাৰাদ্যবিৰ, কি**ন্ত ক**ৰে মহিব कि इंडे इस्मिना इंडोर अक्षिन विकारत डिंक इंडेस, कांग सहित।

পর দিন জিনিন পতা পোলানর এনবস্ত, চাকর দারীনের ভাক হাক, তেলেনের প্রাণ-ভরা আনন্দের ছুটাডুটির পভারতির অবি এমনি ব্যস্ত হইলা পড়িবান, কাজের ভার-**নাম এমনি পিত্রত হইবা পড়িবান—বে তার উপর অধিক কাজ কর। আর আমার** কিছুতেই গোষ্টিয়া উটিন লা। তে নাম্প বন্ন নাছৰেলা আমার সভিত লেখা ক্রিতে আবিরাহিরেন, স্বায় দিন এ গাঁলের সাহিত বিত্রানার ব্যারা, প্রভূত্রা, গান করিলা, আর মিনিটের মধ্যে পাঁচ পূর্ব হার্ড করিছে আন্তেম্বরের অভাব, কাজের ভিড় ও ব্যস্তভার পরিমাণী। ভাষাবের সংস্কৃত্য করিতে প্রস্থা পাইর। কেনটো এক রক্ষার . গুজর করিয়া বিসাম। এই চেকে আমার জন্য যে কাজ কর্ম পরিলে রহিস ভাষে। মহে, আমি ছাড়াও গোছান পাজুনি সৰ পদৰক্ষে হইবা গো। এ একন মুক্ত কলেই যদি, মনে মনে বাত হইয়া, আর প্রেণ প্রথার কাঁটার ভালিলা ক্রিলিলে ভালান বাইত— ত বড় স্থানিধা হইত, তাল হংগে পাটে ওইবা ভইবা আনি প্রাণ বালাও করিতে পারিতাম--কিছ একেবারে গদা আলা কলাবতে রাজি নাইইলে নাজি খাট ভালবার কোন লোক মেলে না, কাড়েই বিষয়ে দেলাটা কটেখ্ৰটে উঠিলা ছ একটা ডাক হাঁকে আর ত্ব একবার এবর ওবর পার্জানিব ধনকে, ধাইবার শেষ বন্দবস্তলী নারিয়া ফোলিলা বন্ধুবান্ধব-দিগকে শইরা বিদার পর্জ ফাঁরিরা অভিনাম । বাঙ্গালী অরের নেরে, ছেনেরেলাতেই ই'চড়ে পাৰিবাছি, এখন ভাগ শৈষ না হইকে ভোৱিখানা ছন্দোপুতকের পাতা উল্টাইরা ছেলে-**्वला हंदेल्डेर म**टम अवने विद्यात स्थिताहर्**य अध्यक्त निर्देश वित्रांटात मारामा शाटक ना.** 

 এই ইতিহাস বৌদ্ধদিসের মহাবস্ত অবদান গ্রন্থে সংকলিত আছে। বৌদ্ধদিশের পাথা-ভাষা নিতাত চুবোধা ও কক্ৰ। এজনা ইহার মূল গুলি উদ্ধ ত ক্রিলাম না।

হুতরাং বিস্তর স্ক্রাশা করিয়া, গন্ধীর মূখে--'জন্মের মত বিদার,' "এই দেখা শেব দেখা" ইত্যাদি নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিরা দিলাম। ছঃখের কথা বলিব কি, হিতে বিপরীত হইলা উঠিন, ইতিপূর্মে ধাহার চোথে জল পড় 'পড়' হইলা উঠিয়া ছিল—সামার কণার তাহ। পর্যান্ত নিঁনাইয়া সোল। আমার সমস্ত আশ। ভর্মা লোপ পাইন। আহি আর এক<sup>়ি</sup>রুক্ম ভাবিতাম-–মামি জানিতাম, বালালীর জ্লুয়ে আর্ণাশোণিতের অভাব হইমাছে বটে, কিন্তু ভাহার ক্লে বাঙ্গালিনীয় ধ্যনীতে ধ্যনীতে আধ্যা-অঞ এত বাড়িরা উঠিয়াছে—বে এগন কুলের ঘামে তাহা যেমন উথলিয়া উঠে, আগে কঠিন অস্ত্র-ম্পর্শেও তেমন হইও না। অনেক ভুক্তভোগী লোক এলপও বলিয়া থাকেন যে একবার কেছ ইছার জোর-বেগ ভোছের মুখে পড়িলে ছাড়ে ছাড়ে সেই লোনা ভলে মঞ্জিলা এখন চটিনি বলিটা যায় বে তখন আনৈ তাহাতে ৰাজ্যা বলিয়া কেনে গৰাৰ্থ থাকে নাঃ স্নতলাং সম্দেল মধ্যে বসাইয়া বিধাতা আমার অদুঠে এক খোঁটা জল বিলাইলোন না, কালাইৰ কি — দেই ছঃথ ভাবিলা আপনিই আজ কাঁদিয়া মরিতেছি, — দে দিন জানিতাম না যে জাতীয় মানট। শেষে আমা হইতেই আজ বজায় থাকিরা ষ্টিবে) কিন্তু দে দিন আর এ কথাটা ঠিক এমন করিয়া মনে আদে নাই, দে দিন ভাষারাও হাদিতে হাদিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমিও আমার ভবিষ্যতের ৰ ষ্ট-স্বৰূপ-স্বৰূপিনী পুত্ৰ কন্য। সুইটিকে লইৱা হাদিতে হাদিতে ৰোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। আন্ত্র বুতি চটার সময় আনাদের গাড়ীখানা ছাবড়া ঔেসনের সমূথে আসিয়া লাগিল. कि এकठी जीदन अंबे श्राटनत मरना अभिना शिक्ताम, वाजीनिरगत मोकात्नीकि, मूटके-্দ্র ছুট্ডুট —জিনিস্পুর বোঝাই হাত গাড়ীর ঠেলাঠেলি, লোকজনের চীৎকার কোলা-হুসুখটুরবের একটা অভুল পাধানের মধো বেন পঢ়িরা গেলাম। সঙ্গে ছ একজন বাঁহারা चानियाजितन - जैदारा शाजी इटेट मधीया जिन्तिया नागारेख नागितन, जाि ভাগিতে লাগিগাম—প্রাটকর্মণ ভব্যাগর পার হইয়া কি করিয়া প্রাণে প্রাণে তিনটি নিল্লার প্রাণী বেলগাতীর কামরায় পিরা উঠি; ভাবনাটা এমন বলবৎ হইলা দীড়াইপ ষে শেষ উইলের বলেগ্রত প্রাত্ত মনের সধ্যে আদিলা গেল। এমন সময় একজন मारहतरक सामारतत तिरक साधनत शहरा राष्ट्रियाम,- किन गारहतर निकटी सामिता माज ভাহার ছাটকোটের খোল্যের মধা হইতে সক্রেটিন দাদার পরিচিত বাঙ্গাণী মুখ্টি. এবং দে মুখের নীরব আফোলনটা পর্যান্ত যেই চোখে পড়িয়া গেল — সমনি মনে মনে अप्तक्ठी खत्रवात छत्य इहेल, छाशांत्र शत **डांशांत्र मत्य मत्य** निर्सित्त यथन गांड़ीत कामतात शिवा छेठिदा विश्वाम - जबन मत्न दहेन - स्रामिज स्राधा नाती; अक्तात हाडा একশবার ঐ প্লাট ফর্মটা প্রদুক্ষিণ করিরা স্থানিতে পারি। তথন স্থাসেকার সভোচটা मत्न कतिया कांत शामिता वाहि ना।

वहेशात जालाउउः जना क्या दायिता नत्किनित नामात वक्षे पतिहत पत्रा नहे,-

কেন না ইংকে ছাড়িরা এথানে আর যাহা বলিতে যাইব—তাহা জন্য সব হইতে পারে কেবল যাত্রার কথা হইবে না,—ইনি আমাদের সঙ্গে করিয়া প্রদাগ পৌছাইরা দিতে সক্ষত না হইলে এ যাত্রা আমাদের ভাগ্যে অযাত্রা বই আর কিছু ঘটত কি না সক্ষেত্র।

এখন পরিচয়টা আরপ্ত করি কোখা ইউতে ? নামেই লোকের প্রধান পরিচয়, সেটাত আগেই বলিয়া সারিয়াছি। তবে এএটা বিষয় চুক করিয়াছি এই, ইচ্ছা ছিল—নামটা বলিবার আগে নামের স্পষ্টিকর্তার পরিচয়টা আগে দিয়া লইব—সেইটিই ভূল করিয়া বিদিয়াছি। কেন না-—নামটি ভালত ছাড়াই হউক—আর ফলেশ বংসলভার অভাব প্রভৃতি অনা যে পোষই প্রকাশ কলা —নামধারীর পক্ষে গে ইয়া কি রূপ উপযুক্ত হইরছে তাহা বাংসার তাহাকে ভালন—তাহারাই বুকিতে গারিবেন। তাই বলিতে ছিলাম—সে প্রশংলাটা শুনিবার আগে বলিয়া রাখিলেই হইত—নামটি অয়প্রাশনের নহে—আমার দেওরা। যাক্ ভারতে ক কতি দেখিতেছি না, জানী ব্যক্তিরা আয়-প্রশংলা হের জান করেন।

এখন বাজে কথা ছাড়িয়া,—দত্য সতাই ইহাঁর মত নিংকোন প্রানহিত্ব মান্তব আমি আর কথনো দেখি নাই, আমি কেন, - কেহু মারিতে কাটিতে আন্তিত কানিতে ক্র দুল ক্র নাম হাত ধরা ছাড়া কেই ইহাঁকে রাগ করিতে কেনে নাই। আমি কথনো ইহাঁর ক্র দুল ক্রনাতে পর্যন্ত আনিতে পারিলাম না—তাই আনি ইহাকে বাললার সক্রেটিন বনি। জিলু এই এক নামেই ইহার প্রিচয় শেন হল না ইহাঁর এমন অনেক নাম আছে। আর একজন ইহাঁর নাম রাখিয়াছেন—ব্যন্তবালীশ। কেন না ইনি বেখানে মান—গ্রিমাই ঘড়ি খুলিয়া মাই আরম্ভ করেন—আর অগাধ কাজের হিসাবে খুলিয়া রেল গাড়ির সহিত নিজের জীবনের জুলনা করিতে বেনেন। সমগ্রের মূল্য তাঁহার মত আর কেহু বোনে না—তাই তিনি একবার যেখানে গিয়া বলেন—গেইখানেই দিনটা কাটাইর। আগ্রন।

তাহার বাততা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—তাহার কাল সম্বন্ধেও এই কথা খানে।
তিনি কাল করেন অনেক অবচ সচ্নাচর যাহাকে কাজের লোক বলে তিনি তাহা
নহেন। কেন না পরের জনা মাথা বাবা করিতে তিনি যত সময় দেন নিজের জনা
তাহার সিকি দিতে পারিলে পৃথিবীতে একটা নাম রাখিয়া ঘাইতে পারিতেন।
কাহারো বাম হইয়াছে দেখ—সক্রেটিদ দাদা সেইখানেই পড়িয়া আছেন—কাহারো চাকরী নাই—তাহাকে আসিয়া ধরিয়াছে—তিনি এ সাহেবের কাছে ও সাহেবের কাছে
ভাহার উমেদারীতে ঘ্রিতেছেন, কাহারো মকলামা হয় না—তাহাকে জানাইয়াছে—তিনি না থাইয়া দাইয়া তাহার ভদবিরে বেড়াইতেছেন। কোন একটা
বিট্টিং করিতে হইবে—কিমা কাহাকেও সম্মান দিতে হইবে, সে ভার সক্রেটিদ
ভাগার উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিত্ত হইয়া জিসিয়া থাক, তিনি রাতকে দিন করিয়া

তাহা সম্পন্ন করিবেন। ইহা ছাড়া-ভাহার হাতে নিতা নিভারত বার্থাছ্যের কর —হতুকে ব্যাপারের ভারের ত অভাব নাই। স্থতরাং ১৬ আনার মধ্যে তাঁহার জীয় त्नत >६ माना जिन भग्नना-भरबद्द नथरन। त्करन जिनि मरहन-डाहान विनिम्नु ্বাড়ী ঘরও তাঁহার মত সাধারণের অবৈতনিক কর্মচারী। তিনি নিজে বেমন গদাই পরের কাবে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহার গাড়ী বোড়াগুলিও সেইরূপ অপরতে বহন क्तियारे थात्र (बादत । जारात त्य किनित्र कात्मात्र धकरात्र कांच शद् - जारा जात्र उाहात निरमत थारक न!-- मात बक्षि मना बहे-- डाहात जिनिम्मव मूक हर के बहुन ক্রিয়া-সকলে তাঁহাকেই বাধিত করে, এ পর্যান্ত একনা তাঁহার নিকট কেই বাধিত কান করে নাই। এমন কি — তাঁহার নিজের বাড়ী বরও তাঁহার কি না বলিয়া এক এক সময়ে সন্দেহ জন্মে, কেন না সেধানে অন্যদের ত্কুম, ইচ্ছা যত দুর চলে--- ঠাছার नित्कत इकूम-निःक्त दें छा त्मक्ष हिन्छ थात्र तथा वात्र ना।

ইহার সম্বন্ধে এমন আরো অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ এই ্ষ্মানেই থামা ৰাউক, তবে এই মাত্ৰ এথানে বলিয়া লই বে—ৰভটুক উপত্নে বলিলাম— তাংার একটুও বাড়ান নহে, সকলি খাঁটি সত্য কথা।

हैं हैं व कार्य द्वांक विका अकी नाम चार् वर्ष कि कर कह कहें हैं हैं कि वरन ছভুকে। আমিও ত তাই বলি —এরূপ লোককে কাজের লোক বলিকে কথাটার অর্থই যে লোপ পাঁর। কিছ এ জন্য যে তিনি বড় একটা অসভট তাহা নহেন, নিজেই তিনি দিনের মধ্যে দশবার করিয়া আপনাকে ছছুকে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেই। এ নামের সার্থকতা আমরা এবার বিশক্ষণ দেখিতে পাইলাম। আমার অপরাধের মধ্যে মাত্রার আগের দিন আমি তাঁহাকে বৃলিয়াছিলাম—"এবার পুলার ভিভের সমর যাইতেছি—আমরা চার জন হইলেও এ সময় এবার অন্য লোকে গাড়ীতে উঠিছে পারে—এবার কি রিজার্ভ করিতে হইবে" তিনিত গুনিরা প্রসাহস্ত,—বলিয়া বসিলেন— "আমি থাকিতে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে—বল না কেন আমি বাঁদর।" আমি णाविलाम-मर्वा के वीमन ना हरेएक हरेलाई वाँकि।" कि देशान व्यामिना किलाम কথাটা ওল্পন না করিয়া তিনি বলেন নাই। আমরা আসিবার আগেই তিনি ত টেসনে আসিয়াছিলেন.—এখানে আসিয়া টেসন মাষ্টারের সঙ্গে আপ্যারিত করিয়া লইয়ঃ আগে হইতেই কাল অনেকটা গোছাইয়া রাখিয়াছিলেন,—আমরা আসিবা মাত্র তাজা তাড়ি গাড়ীর একটা কামরার দিনিস পত্র বোঝাই করিয়া আমাদের সলে স্থামালেই বাঁহারা পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন—ভাহাদের ওছ গাড়ীতে উসাইয়া—এমন थको हकूक कतिता जुनित्तन त चना त्कर चीत त शाकीत नित्क चश्रमत रहेन नि (डेमन माडीत भर्गाख त्मरे चांज्यत्व अमन कांना इरेबा श्रात्मन त्व चना कांबात्कक তিনি আমাদের গাড়ীর হিকে বঁটাক্ষণাত পর্যন্ত করিতে বিদেন সা। রথন প্রথম

क्की পिंक्त, आयोषित आंत्र मकरन नामित्रा रिश्न-रिडेमन मोडीत नूरत हिनता शिलनन, কেবল আমরা চারজন মাত্র রহিলাম, তথম সক্রেটিব দাদাকে বলিলাম "এই টেসনে যেন क्रका शांख्या (शन-व्यना (हेन्दन यनि दक्रे व्यादन" १.

তিনি লাঠি গাছা দেখাইয়া হাঁসিয়া বলিলেন—"আসিবে বই কি, একবার হাবড়া ছাড়াইলে হর তাপর আমার এই লাঠি আছে।"

অবক্রের মধ্যেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল-আমরা তথনকার মত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি-লাম, সক্রেশিস দাদা জিনিস পত্র থিতাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন—আমরা তিন करन आँकू राकू कतिया চातिनिरकत सानाना छिन थूनिया निया सानानात शास्त আসিয়া বসিলাম।

অন্ধকার রাত, উপরে অনস্ত আকাশে অনস্ত নক্ষত্র, নীচে আশে পাশে একটা शांक अक्षकांत-आंत्र त्म अक्षकार्तंत्र वृत्क मात्य मात्य क्षानाकीत्मत्र नृत्कांकृती तथना, हैश हाफ़ा आत कि हुहै (मक्षा योग्न ना; आत या (मक्षा योग्न-त्म (कवन हातिमिटकत ध-কটা ছুটাছুটি ভাব। আকাশে আলোকের ছোট ছোট মুথ গুলি ফুটাইয়া নক্জেরা ছুটিয়া চলিয়াছে, গাড়ীর হুই পাশ দিরা হুইটা ভীম অন্ধকার নি:শব্দ হুকারে ছুটিয়া চলিয়াছে—ক্ষুত্র জোনাকীর দল সে অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে একবার কোমর বাঁধিরা অগ্রর হইতেছে আবার সভরে হটিয়া পড়িতেছে—কাহারো বিরাম নাই,— কাহারো বিশ্রাম নাই, চারিদিকে জাবন সংগ্রাম, চারিদিকে পাল্লা পালি। অথচ আমাদের মত আমাদের এই রেলের গাড়ীর মত উহাদের ডাক হাঁক গর্জন নাই, মুধে একটা পরিপ্রমের চিহুও নাই, নি:স্তব্বে নি:শব্দে উহারা কাজ করিয়া চলিতেছে, ভাই ঐ অবিশ্রাম্ভ গতির মধ্যেও কি স্থগভীর স্তব্ধতার ভাব, শান্তির ভাব বিরাজমান।

हिंगे शूर्विति दिनार किनार मीमानात-विकास विकृति माना व्यात्नाक दिनार क পাইলাম, ভাল করিয়া দেখিলাম চাঁদ উঠিতেছে। গাছ পালার মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া মুক্ত নীগাকাশে চাঁদ ফুটিয়া উঠিল-অন্ধকার গাছপালার অবয়ব ক্রেমে স্থাপ্ত হইয়া উঠিল, গাছের তলায় তলায় ছায়া পড়িল, প্রদারিত ক্ষেত্র প্রান্তর জ্যোৎ-স্বাময় হইয়া উঠিল। একটা জলাশয়ে জ্যোৎসা পড়িয়া চিকচিক করিতে লাগিল, ভাহার একপার্থে চাঁদের প্রতিবিধ নৃত্য করিতে লাগিল—আমাদের গাড়ীর এক ধানা আয়নায় সেই প্রতিবিধিত আলোক পড়িয়া চোথ বলদিয়া দিবার উপক্রম করিল— चौत्रना थाना चामवा नामाहेश निवाम। उनहे ब्लांश्या-मीश मूक त्मोन्नर्ग मःन्नात्र्म আমার হানর ক্পাট আন্তে আন্তে মুক্ত হইয়া গেল-প্রকৃতির সেই সর্ব্বগ্রাসী সৌল্প-ব্যের মধ্যে আমি আন্তে আন্তে হারাইয়া গেলাম, কত দিনের পুরাণ কথা, পুরাণ গান স্থামার মনের ভিতর ইংবর তান তুলিল।

স্থার একদিন এইরপ রেশের গাড়ীর স্থানালার ধারে বৃদিরা কি আনন্দ হইয়াছিল,

সেই কথা মনে পড়িয়া গেল, সে আৰু কড় দিনের কথা ? তাহার আগে আর কথনো বাড়ীর বার হই নাই—কথাটা ঠিক হইল না, হ্এক বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণে ঘাই-তাম—আর একবার দিন কতক গঙ্গার ধারের একটা বাগানে গিয়া বার করিয়া-ছিলাম। স্বতরাং তথন আমার কাছে ভূগোলের সীমা ঐপর্যান্ত। তাহার পর থেদিন প্রথম, আমার কার্যান্ত্রক চক্ষের সামনে বিশ্বের অনস্ত প্রণারিত মুর্ত্তি বিভা-দিত হইল, প্রভাতের মৃক্ত আকাশে বে দিন প্রথম স্বর্যা উঠিতে দেখিতে পাইলাম, উদার বিস্তৃত শ্যামল দিগন্ত পার্থে মেঘের ন্যায় ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণীর উপর বে-দিন প্রথম স্বর্যা কিরণ প্রতিফলিত হইতে দেখিলাম, সে দিন কি আনন্দ! আমার সে আহলাদ দেখিয়া—যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়ালইয়া যাইতেছিলেন—তাহার প্রশাস্ত দেবোপম মুখখানি যখন জ্বিয়া উঠিল তখন যে আমার আনন্দ শতগুণ বেগে উথলিত হইয়া উঠিয়াছিল! তিনি কি তাহা ব্রিতে পারিয়াছিলেন ? তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন—সে কেবল বাহিরেরই সৌন্দর্যা দেখিয়া। তাহার পর কত দিন গিয়াছে—কিন্তু এখনো তাহার সে মুখছবি মনে পড়িলে হাদয়ে একটা স্থের তরক্ষ উঠে। তারপর কতবার রেলে চড়িয়াছি, কত ন্তন দৃশ্য দেখিয়াছি—কিন্তু তেমন আনন্দ আর কথনো হয় নাই।

সে দিনের প্রতি কথা আমার মনে অন্ধিত আছে, সেদিন বৃহস্পতিবার, মা সেজনা কতই ভাবিমাছিলেন, একেলে ছেলে মেরেরা কিছুই মানে না বলিয়া কত কথাই বলিয়াছিলেন—সহস্র বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেও এখন কেহ আর তেমন করিয়া ভাবে না—তাঁহার স্বেহ তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে।

আর,—আর একজন—আপনার বোন হইতেও আপনার যে একজন—বুকফাটা চোথের জলে বুক ভিজ্বাইয়া বিদায় দিয়াছিল—কোথার গৈল সে? তার আপনার বর চিরদিনের জন্য অস্কবার করিয়া—ব্রোথায় কোন বর সে উজ্জল করিতে গিয়াছে। যে জালা সে সে দিন কাঁদিয়াছিল জ্বাধন আনি সারাজীবন সেই কালা কাঁদাইয়া সে নিষ্ঠুরের মত চলিয়া যাইবে!

কি কথা বলিতে কি কথা আসিয়া পড়ে, শ্বৃতির আলোক সহসা মেবে ঢাকিয়া যায়— আনন্দের গীত শোকাশ্রু হইয়া পড়ে—গীত গান আপনা হইতেই থামিয়া আসে, তবে থাক পুরান গান এই থানেই ভূলিয়া যাই।

গাড়ী একটা বড় টেসনে আসিয়া লাগিল, এতক্ষণ আমরা একটা কামরায় নির্কিবালে রাজত্ব করিতে ছিলাম এইখানে তুই জন সম্রাস্ত বাজালাকে গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গেল, ভাবিলাম যাঃ এইবার আমাদের রাজত্ব যার ব্বি—আমরা তিনজনে মহা জড়সড় হইরা পড়িলাম—কিন্ত সক্রেটিন দাদার সে ভাব দেখিলাম না; ক্রিনিড আমাদের দিকের জানালা গুলা কেলিয়া দিতে ইক্তিত করিয়া, নিশারোয়াভাবে মুখ টিপিয়া

একবার হাসিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ইংরাজি কোট ও হাটটা পরিয়া লইলেন—অমনি সে সোনার কাটির স্পর্শে তাঁহার বাঙ্গালীম্ব যেন ঘুচিয়া গেল, তিনি দশ হাত শরীর আব্বোদশ হাত ফুলাইয়া হএকটা গন্তীর হন্ধার ছাড়িয়া গাড়ীর দর্জায় মুথ বাহির করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দে সাহেবি বেশভূষা আর অভুত ভাবভঙ্গী দেখিয়া ছেলেগুণা হাসিয়া আকুল হইল, আমিও যে বড় বাদ পড়িয়াছিলাম এমন বলিতে পারি না। ভদ্রলোক ছুইটি কামরার মধ্যে একবার চাহিয়া নাদেখিয়া মেমসাব মেমসাব করিয়া নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন—সাহেবের আড়ম্বর দেখিরাই আর কি তাঁহাদের চক্ষুত্তির।

টেসন ছাড়াইয়া তিনি সে পোষাক ছাড়িলেন। কিন্তু হুএকটা ষ্টেসনের পর শাবার তাঁহার সাজসজ্জা করিতে হইল-এবার হাট কোট নয়-চাপকান টুপী পরিয়া বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া লইলেন—কেন না এবার ছইজন ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ এই দিকে আদিতেছিল। সজেটিদ দাদার বিশ্বাস বাঙ্গালীর গাড়ীতে পারত পক্ষে ইংরাজ উঠিতে চাহে ন। এ বিখাদের মৃশ্য কত-দূর জানি না, তবে সে ইংরাজেরা আমা-দের গাড়ীতে বৈঠিল না বটে, জেনানা জেনানা করিয়া অন্য কামরা দেখিকে চলিয়া গেল। ইহার পর সমস্ত রাত অ'র কেহ আমাদের গাড়ীর দিকে আদে নাই, কিন্ত তাই বলিয়া যে সক্রেটিস দাদার অশোয়াস্তি কিছু কমিয়াছিল তাহা নহে, পরদিন ভনিলাম তিনি প্রায় সারারাত ধরিয়া জাগিয়া পাহারায় ছিলেন –শেষরাতে ভইরা পড়িয়াছেন।

আমরা আর সকলেই সকাল সকাল ওইয়া পড়িয়াছিলান, আর একেবারে সকাল ছইলে উঠিলাম। মাঝের সময়টা যে একে বাবে এক ঘুনে কাটিয়া গিরাছিল এমন বলিতে পারি না। প্রথমতঃ গাড়ীর ঘুনকে কিছু স্নার ঘুম বলা যায় না। রেল পাড়ীর বছবড়ানীর অবিশান্ত দ্মতান শকে মাথার মধ্যে ভাবনা গুলা স্বর বলিয়া মনে হয়, স্থাপ্তান ভাবনার আকার ধারণ করে, শেষে উভয়ে মিশিয়া একরকম জড়ভরত করিয়া ফেলে, দে অনেকটা বুঁমের মত বটে, কিন্তু যতকণ কোন মুনি এরপ অব-স্থাকে যুম বলিয়াছেন বলিয়া কোন নজীর নাপাইতেছি ততক্ষণ আমি অস্ততঃ ইহাকে - খুম বলিতে পারি না। যাহোক্ ঘুমাইয়া না পড়ি—রাতের মধ্যে বেশীবার জাগিয়া উঠি নাই। ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিলে চারি দিকের ডাক হাক গগুগোলে প্রায় এক একবার **জা**গিয়া উঠিতে হয়—তাহার পর' গাড়ী ছাড়িয়া দিলেই আবার যে কে সেই। একবার বেশী রাতে একটা ষ্টেদনে গাড়ী থামিলে এক অছত আওয়াজ ওনিয়া ঘুম ভালিয়া গেল-কিছ কথাটা কি ঠিক ধরিতে পারিলাম না-চোথ মেবিয়া চাহিয়া দেখিলাম সক্রেশিস দাদা তথনো শোন নাই—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বলিতেছে" ? জিক্লি-স্বলিলেন—"পাণিপাঁড়ে"। জিজ্ঞাসা করিলাম "মানে কি" ় তিনি আমার এই অজ্ঞতায় এত দুর শোকাষিত হইয়া পড়িলেন যে খানিককণ তাঁহার মূখে কোনই কথা ফুটিল না।

শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বলিয়া দিলেন—"পানি পাঁড়ে অর্থাৎ বামুনের জল।"

রাত্রের মধ্যে এই যা এক ঘটনা হইয়াছিল --তারপর যথন চোথ মেলিলাম, তথন 🚉কেবারে সকাল। প্রভাতের আলোকে বাহিরের পরিফ ুট খ্রামল দৃগু যথন চোথে পড়িল 🛶 তথন কি মধুর বলিয়া মনে হইল, চতুকোন ক্লেত্রে সবুজ শ্যা, প্রকাণ্ড প্রান্তরে সবুজ ঘাস, সবুজ গাছপালা, সবুজ লতা পাতা, আশে পাশে যে পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছে –তাহাও সবুজ পাছে গাছে আগা গোড়া ঢাকা,—ঠিক যেন তাহা গাছেরি পাহাড়—পাহাড়গুলি এত কাছে যে তাহার প্রত্যেক পাতাটি পর্যান্ত চোথে পড়ে, কিন্তু তাহার নীচে যে কঠিন জমি আছে তাহার একটুও দেখা যায় না। যেখানে গাছপালা কিছুই নাই, যে চষা জ্বনা টুকুতে এখনো একটি শ্ব্য অঙ্গ্রিত হয় নাই, সেন্থানটিও কি তক্তক ঝর ঝর করিতেছে— তাহারো কি একটা কাঁচা কাঁচা — কি একটা নবীন ভাব। গাছ পালার মধ্য হইতে বে ৰাতাসটুকু মুখে চোখে ঝাপটা দিয়া যাইতেছে—তাহারও যেন কি একটা নৃতনতর নবানত্ব আছে। এই নবীন, শ্যামল দুশ্যের মধ্যে অধিককণ থাকিলে কলিকাতার সেই কঠিন ওক ভাব ক্রমে যেন ভূলিয়া যাইতে হয়। প্রাতঃকাল আন্দাঞ্জ ৬ টার সময় আমরা লক্ষীসরাই পৌছিলান, এইথানে হঠাৎ দৃশ্যটা পরিবর্ত্তন হইরা গেল, স্থলের পরিবর্ত্তে চারিদিক জলে জলময় দেখিতে পাইলাম। গাড়ীটা আমাদের একটা উচ্চ রাঁন্ডা দিয়া চণিতেছে তাহা ছাড়া চারিদিকে অকুল-সমুদ্র। যত দূর দেখা যার, আর কিছু না, কেবল জল কেবল জল, জলের সীমানা দিগস্তে গিয়া এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম সেই অগাধ জলের এক স্থলে একটা শকুনি পাথা ছড়াইয়া বদিয়া আছে, সে যেন তাহার সেই কুদ্র পাথার মধ্যে দেই প্রকাণ্ড জল রাশিটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চার। দেখিরা আমার প্রলয়ের দৃশ্য মনে হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শকুনি অদৃশ্য হইয়া গেল। . মাঝে মাঝে জলে ডোবা গাছের এক একটা আগা চোখে আদিয়া পড়িতে লাগিল। দূর হইতে তাহা স্থল বলিয়া ভ্রম হয়, আবার গাড়ী নিকটে আসিবামাত্র দে ভ্রম দুর হইয়া যায়। ত্র এক জায়গায় সভ্য সভ্যই জল সরিয়া একটু দ্বীপের মত হই-য়াছে। কি ভয়ানক বন্যা। দেখিরা হাসি খুসী সব দূর হইয়া গেল। আন্দাঞ্জ ৭॥•টার সমন্ত্র মোকামা ছাড়াইয়া আমরা উচ্চ ভূমিতে উঠিগাম—আর জল দেখিতে পাইলাম না। আবার সেই পুরাতন দৃশ্য,-গাছ পালা-পাহাড় মাঠ ক্ষেত্র, ঢেঁউ খেলিতে খেলিতে চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একটা কথা বলা হয় নাই, পাহাড় দেখিয়া ছেলে ছইটির আনন্দ ধরে না—বড়টি আগেই পাহাড় দেখিয়াছিলেন-ছোটটির এই অথম হাতে ধড়ি,—স্থতরাং পাহাড় দেধিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি-लन-"अिक अिक" आिम विननाम-"अ शाहाए"। आमि जाविमाहिनाम-এইशीनिहे-তাঁহার জিজ্ঞানা তৃঞাটা নিবৃত্তি হইবে—কিছ তিনি বলিলেন—"এই পাহাড়। তা

পর্বতও কি এই রকম ?" কি উত্তর দিই মুদ্ধিলে পড়িলাম, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িল, তথন পাহাড় পর্বত কল্পনা করিতে গেলেই—আমাদের বাগা-নের দেই ছোট মাটির ঢিবিটা মনে পড়িত—আর চিরকাল কাব্যে আকাশের সহিত সমুদ্রের তুমনা করিতে দেখিয়াছি—স্থতরাং সমুদ্র ভাবিতে গেলেই আকাশ ভাবিয়া বসিতাম-অথচ আকাশটা মাটিতে কি করিয়া আসিবে-সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে মহা গশুলোল বাধিয়া যাইত, শেষ কালে বিরক্ত হইয়া থুকু রাল্টিকে কোলে লইয়। জিজানা করিতাম — "সমুদ্র কেমন বল দেখি —" সে ছোট ছোট কচি আঙুলগুলি গোল কবিয়া দেখাইত-"এমনি"। তথন তাহাকে চুমো খাইয়া খাইয়া আমার সমুদ্র দেখিবার আশ মিটিয়া যাইত। যাইহোক অনেক দিন হইতে সেরূপ বুঝাবুঝির দার এড়াইরাছি, —তাহার পর পাহাড় পর্বত সমুদ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ক্তির নিজের আনা-ড়ীত যদিবা ঘুচিল-আবার আর এক আনাড়ীর হাতে পড়িয়া গেলাম; আমার পাহাড় দেখা ঘুরিয়া গেল—আমি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চোথ বুজিয়া বলিলাম— দাঁড়া একটু ভাঁবিতে দে" কি জানি এত হাদির কথা কি বলিলাম, মেরেটিত ইহাতে হাসিয়া অনর্থ করিয়া দিলেন। পাশেই তাঁহার বিজ্ঞ দাদাটি বসিয়াছিলেন—তাঁহার এ উচ্ছাদটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইল। এ সম্বন্ধে ছোট বোনের সহিত বড় ভাইরের মতের সম্পূর্ণ অনৈকা, কেন না জাঁহার সকল সময় সকল কুথায় এরপ হাসি আবে না, তাঁহার উজ্ঞাসের প্রকৃতিটাই কিছু স্বতন্ত্র ভিনি পুচ্রের ভোবা নৌকাখানা জ্বলে ডুবিয়া তুলিবেন, বেহুরো হারুমোনিয়মটাকে সারিতে গিলা একে-বারেই সারিয়া কেনিবেন—বড়িটা খারাব হইলে তাহাকে ভাল করিবার সংপ্রিভ ইক্তা সত্ত্বেও তাহাকে ভাঙ্গিয়া বৃদ্বিন, গ্যানোর ফিজিক্র্থানা দিনের মধ্যে দশবার নাড়া চাড়া করিয়া—নানা রূপ কল করিবার ফলাতে আমাকে বিব্রুত করিয়া তুলিবেন —তবে তাঁহার আমোদ হইবে। বলিব কি তাঁহার কলের ফ্যাসাদে —বাড়াটার বাড়ীয় ঘুচিয়া গিয়াছে (ঘরের ঘণ্টা কলের দড়িদড়া চারিদিকে পড়িয়া বাড়ীটা বেন জাহাজেয় মত দেখিতে হইরাছে) আর আমার যত কিছু অস্ক্রবিধা তাহাও একেবারে এমন দেশ ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহাকে সম্ভষ্ট করিবার জন্য আবশ্যক হইলেও (নুতন স্ষ্টিনা করিলে) আর তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়। যায় না।

ইহাঁরি মত স্টিছাঁড়া রকমের ইহার যে তু একটি বন্ধু আছেন—তাঁহাদের পাইলে আবার সোনায় সোহাগা, সে দিন উচ্ছাদের আতিশয়ে—পুকুরের জন বাগানে আদে, বাগানের মাটী পুকুরে যায়, আর আমার যে সকল অস্থবিধা আমি কথনো জানিতাম না—তাহা পর্যন্ত সে দিন রাশি রাশি আবিদার হইরা পড়ে। যাইহৌক কিরির মত কোন একটা কাণ্ডকারধানা হেলাম ছজ্জুত কিয়া হ চারিটা বন্ধু বাহব না পাইলে—তাঁহার উচ্ছাদটা বড় জমে না,—স্তরাং নিরীহ ছাট্ট খাট্ট একটা

ব্যাপারে—কি কথার তাঁহার বোনটিকে হাসিতে দেখিলেই তিনি বলিয়া বসেন— "তোর দকল তাতেই হাসি--"

বাস্তবিক মেরেটির এই অতিরিক্ত উচ্ছাগটা কমাইতে পারিলে আমিও পীরের কাছে সিরি দিয়া আসি। মেয়ের জন্য দিদিমাদের কাছে তিরকার থাইতে থাইতে মারের পর্যান্ত প্রাণ ওঠাগত হয়। কেন না-তিনি শত্রু মূপে ছাই দিয়া (কথাটা ঠিক সার্বভৌমিক ভালবাসার কথা নহে—বলা উচিত ছিল মিত্রের মুখে ফুল চন্দন দিয়া। পাঠকেরা কথাটা বদলাইয়া লইবেন) এখন আর ঠিক খাঁটি ছই চারি বৎসরের মেয়েট্ নাই; তবু এখনো তাহার বরসোচিত দেশোচিত বিজ্ঞতা হইণ না! (আমি বলিডেছি 'হইল ना' ाक्ख मिनियाता रामन-यारवर निकार लाख रहेन ना। त्यकान त्निकात अपन বুথা অপবাদ দেন নাই)। তাঁহার বিজ্ঞতা যে একেবারে নাই—তাহা বলিতেছি না,— তবে তাঁহার যেরপ বিজ্ঞতা দেখা যার সেও এমন নৃতন্তর যে সে ফ্যাসানটা বিজ্ঞতার বাজারে এখনো চলে নাই। স্থতরাং সে বিজ্ঞতাটুকু কাহারো চোখে পড়ে না—তাহার অভাবটাই সকলে দেখিতে পান। তিন চার বছরের ছোট ছেলে মেয়ে পাইলে তিনি-এখনো তাহাদের সহিত থেলা করিতে বদেন-পরিচিত অপরিচিত সকল লোকের কাছেই, কোন দিন ,খরে বেগুণপোড়া দিয়া ভাত থাইয়াছি —এবং তাহার কোনটা বা কানা ছিল, তাহা অসকোচে প্রকাশ করেন। আর হাসির কথাত আগেই বলিয়াছি, थमन कि-छे (माठक कथा कहिएक अनित्न आत दानातामतक दाँ हिना यादेख (मिथान) পর্যান্ত তিনি হাসিয়া, কুটি কুটি হন। কেবল ইহা হইলেও রক্ষা ছিল, বিশ্বের কাহারো বাহাতে হাসি আসে না-এমন অনেক বিষয় তাঁহার মহা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। ঝকমারী করিয়া একবার আমি গল্প করিয়াছিলাম যে প্রথম যথন আমি রেলের গাড়ীতে উঠি তথন পাকী গাড়ীর কাছে নামাইয়াছিল—আমি পালকী হইতে গাড়ীতে চড়িলাম' এই গল্পটা তাঁহার এতদুর অভ্ত ঠেকিয়াছে দে সে কথা মনে পড়িলে এখনো: তিনি হাসিয়া বাঁচেন না। তাঁহার মতে এমন হাসির কথা এমন সজ্জার কথা ভূতা-রতে নাই।

প্লাটফর্মে পালকীথানার প্রতি রাজ্যের লোকের চোথ পড়িয়া বে একটা অভূত वााशांत रहेबाहिन-डाराट दर आमि न जाब मतिबा यारे नारे-हेराट डिनि আশ্র্য্য হন। এবড় নৃতনতর লজ্জা। আমরাত এরপ লজ্জার মর্ম গ্রহণ করিতে: পারি। আমরাত জানি লোকের মধ্যেই লজা করে। আমার মনে আছে প্রথম বে রাত্রে লোকজন জনতার মধ্যে আমি ষ্টেসনে নামি, আমার কিরূপ লজা কিরূপ <sup>छ९कला</sup> इरेनाहिन, त्वज़ारेवान मन्न <del>छश</del>्के। त्वन क्षक मुद्दार्ख क्रक्वारन अस्तर्शिक हरे-মাছিল। তাহার পর এতবার গাড়ী উঠিয়াছি, এখনো ষ্টেশন দিয়া গাড়ীতে উঠি বার সময় কেমন যে একটা অনুশায়ান্তি উপস্থিত হয়—ভাহা কোন ক্রমেই কাটা-

ইরা উঠিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে সমাজে কি পরিএর্ডন! কে জানে দিনকতক পরে জারো কি হইবে!

এখন বাজে কথা ছাড়িয়া আসলে আদি। মেরেটির হাসি গুনিয়া সক্রেটিস क्षांना-कि व्याभाव विवशं भेषा हरेट गांटकांथान कवित्वन। कि ভाविशाहित्वन जिनिहे जातन, गांत्रिमिटक गांदिश आश्रेष्ठ इहेशा (इटलामत काट्ड मानिशा विमालन, ভারপর নানারপ ভণিতা করিয়া গর আরম্ভ করিলেন, তাঁহার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া মেয়েটির ত কথাই নাই, ছেলেটি গুদ্ধ হাসিয়া অন্থির হইল, হাসির এই অট্রগোলে আগে-কার কথাটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গৈল, আমি নিশ্চিত হইয়া উঠিয়া বদিলাম। দেখিলাম চারিদিকে বেশ রোদ হইয়াছে। দূরে গাছ পালার ভিতর পাতার কুটার গুলি পার গার ঘেঁ দাঘেঁ দি করিয়া রোদ পোহাইতেছে; বাতাদের শৈতাটা ইহার মধ্যেই এত মৃত্তর—এত কোমলতর হুইরা পড়িয়াছে যে ঠিক যেন বসত্তের বাতাস বলিয়া বনে হইতেছে। বাবে মাঠের মধ্যে পাশাপাশি চতুকোন তিন চারিটি কেত্র ক্ষমীতে ছুই জন করিয়া ক্ল্যক হাতে গোল গোল ছোট ছোট দাণ্ডা ধরিয়া এক একু জ্বোড়া বলদকে লাকল চৰাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহাদের লাকুল মলিতে মলিতে গান ধরি-তেছে। ডাইনে ঠিক গাড়ীর রাস্তার পাশে একজন ক্বৰক বালক একপাল গরু-পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ীর পানে চাহিয়া আছে, বুঝি গাড়ীটা চলিয়া গেলেই সে এই রাল্ডা দিয়া চলিয়া যাইবে। স্থানে স্থানে কেমন ঐ তাল গাছের কুঞ্জ, সরু সরু লম্বা ভালের আগায় বড় বড় পাতার মুক্ট-কি হুন্দর দেখিতে। স্থবিত্ত মাঠে কোথার বা বড় বড় গাছের দলে দলে আলিঙ্গন, কোথার বা এক একটি বড় গাছ স্থবিস্তীর্ণ কেত্র সমুক্তের মধ্যে দিশাহারা একাকী দাঁড়াইয়া।

দেখিতে দেখিতে একটা 'ছোট পাহাজকাটা রাস্তা দিয়া ট্রেন চলিয়া গেল, একটা নদী ছাড়াইয়া আসিলাম, সমূথে ঐ একটা জলাশয় রৌজ কিরণে চিকচিক করিতেছে। মরলা কাপড় পরা মোটাসোটা নথ নাকে একজন ধোপানি জলে হাঁটু ডুনাইয়া একখানা কাঠের উপর ধপাস ধপাস করিয়া কাপড় কাচিতেছে। পরের দোষ ধরা লোকের মত সে পরের ময়লা পরিকার করিয়াই জীবন কাটায়, নিজের ময়লা ধূইবার আর আবস্যক দেখে না। পুকুরটাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ক্ষপ করিয়া একটা ডুব দিয়া আসি—তকু এখনো গাড়ীটা কিছুই গরম হয় নাই—কিছ পর্মের সময় রেলগাড়ীতে বসিয়া নদী পুকুর দেখিলে কি ভয়ানকই য়ান করিতে ইছো য়ায়।

এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি, গাছণালা জলা-শর প্রান্তর সমস্ত লইরা দিগন্ত চক্রাকারে যেন আমাদের সঙ্গে স্থানিরা ভুরিরা চুক্লিভেছে।

<sup>&</sup>gt;> টার সময় আমরা দানাপুর পৌছিলাম। দানাপুরে আলে হইতেই আমা-

দের অন্ত ভাত ব্যল্পন প্রস্তাকরিয়া রাখিতে বলা হইয়াছিল, গাড়ী টেসনে লাগি-তেই হাঁড়ি হাঁড়ি অন বাঞ্চন আসিয়া উপস্থিত। সক্রেশিস দাদা হাঁড়িগুলি দরজার ধারে গুছাইয়া রাথিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসনে স্নান করিতে নামিলেন-এখানে আধ यन्ते। आन्तास शाफी थाटक। यनि । गानि हार्तिनिटकत सानाना नत्रसा सामादनत বন্ধ ছিল তবু ভন্ন হইতে লাগিল কেহ পাছে আদিয়া পড়ে। মরের হাঁড়ি ক্লসিওলা যে আমাদের রক্ষকের কাব্দ করিতেছে তাহা তথন জানিতাম না। একটু পরে একবন हे : ताक नतका है। जांधरथाना कतिवारे नतका है। जांचात क्य कतिवा किना निन। चरतत ভিতর কে আছে বা কি আছে তাহা দেখা পর্যান্ত কে আবশাক বোধ না করিয়া জেনানা জেনানা করিয়া চলিয়া গেল। আর কিছু নহে সমুখের হাঁড়ি কলদি গুলা তাহার নকরে পড়িয়াছিল। দানাপুর ছাড়াইয়া ছপুরের পর আমরা ভাত থাইতে বদিলাম — কিঙ্ক द्रात्वत यन यनानि आत क्यवात खँ जा ७ गत्रम वाजान थाँदेशा পেটএमन ভतिया शिवाहिन. বে আর কিছু থাইবার বড় আবশ্যক ছিল না, ইহা ছাড়া সকালবেলা আমরা অর স্বর ছধ कृष्ठि थारेखा नरेबाहिनाम। मानाभूत्वत्र भन्न वकमान, धरेथात्नरे व्यामात्मन त्नात्भेतन्छे গতর্ণরের বালালার সীমা, কিন্তু আসল বাললা অনেক আগে ছাড়াইয়াছি। এখানে আমাদের বামে বছদুর বিস্তৃত শ্যামল ঘাস পূর্ণ প্রান্তর দেখা যার—এইখানে আগে গভর্ণ-মেণ্টের ষ্টাডব্রেড খোড়ার কারথানা ছিল। যাইহৌক হুপুরটা ত কাটিয়াছে শ্রেলিস দাদার ষ্টেসনে ষ্টেসনে বছরূপী সাজা দেখিরা আর ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হইয়া বিকালটাও এক রক্ষে কাট কাট হইল। মুল্লাপুর পৌছিয়া আমরা এলাহাবাদে নামিবার জন্য প্রস্তুত हरेव ভাবিলাম কিন্তু अ छो। मनुत महिल ना, চুনারে গাড়ী থামিবামাত্র আমর। নামি।ার উদ্যোগ আরম্ভ করিলাম; চুনারের আসল নাম চণ্ডালগড়। চণ্ডালগড় পাহাড়ের উপর একটি চমৎকার ছুর্গ, এই ছুর্গে দিলীপ সিংহের মাকে ইংরাজরা বন্দী করিয়া রাখেন। চুনারে বড় স্থলর মাটির পুতুল-মাটির জিনিস পত্র পাওয়া যায়। চুনারের পর মূজাপুর। মূজাপুরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একথানি ধ্বধবে কি স্থলর বাড়ী ৷ ক্রমে যতই রোদ পড়িয়া আসিতে লাগিল যতই এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমাদের কথা-বাৰ্ত্তাও তত কমিয়া আসিতে লাগিল,শেষাশেষি সকলেই নিঃঝুম নিস্তন্ধভাবে ওৎস্থক্য পূৰ্ণ ষ্পায়ে বিসিয়া কেবল ষ্টেসন গুণিতে লাগিলাম। গাড়ীতে ষ্টেসনই ছডির কাজ করে। क्य मन्ता रहेन, गांफ़ी नहेनि हांफ़ारेबा चानिन, रहीर अक्हा नुखन तकम गंखीत खम ভ্ৰম শব্দ আমাদের কাণে গেন, বুঝিলাম যমুনা পুলের উপরে গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে— पिश्लाम नीर्फ वम्नात काल कल थरे थरे कत्रिराज्य — जावात रम नक शामिश रमन-रम

জল অদৃশ্য হইল, আমরা এসাহাবাদ ভেদনে আসিরা প্রছিলাম। \*

<sup>\*</sup> প্রবন্ধটি গত আখিন মান হইতে আমাদের কাছে আছে, স্থানাভাবে এত কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। ভাং সং

### আর একটি প্রস্তাব।

গত বৈশাথ মাসের ভারতীতে 'একটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে লেখিকা দেশের স্থালোকদের স্থালিকার উপর দেশের উরতি কন্তদ্র নির্ভর করে তাহা দেখাইয়া সাধারণ স্থাশিকার ভিত্তি ও উপায় স্বরূপ আমাদের দেশের শিক্ষিতা ও অন্তঃপুর বন্ধা মহিলাদিগের পরস্পার মেলামেশা সম্ভাব বৃদ্ধির জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। করেকটি কৃতবিদ্য মহিলা সেই প্রস্তাবটি উৎসাহ পূর্ণ স্থাদরে গ্রহণ করিয়া সেই উদ্দেশে এই বৈশাখ হইতে স্থিস্টিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিতেছেন। এই সমিতি আজ সাধারণের নিকট 'আর একটি প্রস্তাব' লইয়া আসিয়াছে। •

অল্লবয়কা হিন্দু বিধবাদের ছন্যে সকলেই চিন্তিত। অনেকে তাঁহাদের হঃথে দয়ার্জ চিন্ত হইয়া তাঁহাদের বিবাহ দিবার নিমিত্তে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। অনেক বিধবা অল্ল সক্তিপল্ল গৃহস্তের গলগ্রহ স্থলপ; গৃহস্থ অতি কৈষ্টের সহিত বিধবাকে অল্লবন্ত দান করেন; বিধবাও চোথের জল ফেলিতে ফেলিতে সেই দান গ্রহণ করেন; একটুতেই ছই জনের মধ্যে খিটি খিটি বাধিয়া যায়; গৃহস্থ ভাবেন, আমি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ইহাঁর ভাত কাপড় যোগাইতেছি তথাপি কিছুতেই ইনি সম্ভষ্ট হন্'না; বিধবা ভাবেন, হায়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট, একমুটা ভাতের জন্তে এত লাগুনা সহ্য করিতে হই-তেছে!

একণে দ্মিতির প্রস্তাবটি এই বে, জন্ধ বয়স্থা হিন্দু বিধবারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া, অন্তঃপুরে দ্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অনাথা বিধবাগণ এইরপ সংকার্য্য বারা জীবিকা নির্কাহে সক্ষম হইলে তাঁহারা অনেক লাঞ্চনা, গঞ্জনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহাদের আত্মীর স্বজনেরাও সন্তই থাকিবে। যে সকল বিধবারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আমরা নিষেধ করিতেছি না। বাঁহারা হিন্দুশাল্লাহ্যায়ী ধর্মাচরণে বৈধব্যকাল অতিবাহিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকেই এই জহুরোধ করিতেছি। ইহাতে হিন্দুরীতি নীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দান, ধর্মই শাল্লাহ্যাদিত বৈধব্যোচিত কর্ম। বিদ্যাদানের পর দান আর নাই। পরোপকার পরম ধর্ম। হিন্দুবিধবারা অন্তঃপুর-শিক্ষার ভারত্রহণ করিলে অশেষ উপকার দর্শিবে। এক্ষণে খৃইধর্মাবলন্ধী স্ত্রী-লোক বারা এই শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্মের জন্যে অনেক পরিবার মধ্যে ইইাদের প্রবেশ নিষেধ। ইইারা বান্ধলা ভাল জানেন না। অন্যান্য বিষয়েও

ভারতীর উক্ত প্রবন্ধটির সহিত সম্বিতির উদ্দেশ্য ও নিরমাবলী একত্রে পুস্তিকা-কারে প্রকাশিত হইতেছে। বাঁহারা দেখিতে চাঁহেন, ভারতী কার্যাধ্যকের নিকট চাহিয়া শাঠাইলেই পাইবেন।

ইহারা যেরূপ শিক্ষাদান করেন তাহা বড় সস্তোষ জনক হয় না। আর বিশে-যতঃ আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া এখন অতান্ত আবশ্যক इहेबाइ त्मक्र निका हेरीत्मत्र चात्रा जामत्वहे इत्र ना। त्व निकात्र खीत्नाकत्मत्र मतन হিলুভাব বজার রাখিয়া দেশাত্বাগ প্রজ্ঞলিত করিয়া দিতে পারে, সেই শিক্ষাই এখন সর্বাপেকা অধিক আবশ্যক। কি মেয়ে, কি প্রুষ সকল মান্তবেরই বাল্য শিক্ষা স্ত্রী-লোকের নিকট হইতে। বাল্য শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তি ভূমি। স্ত্রীলোকদের মনে প্রবল দেশামুরাগ প্রজ্ঞলিত হইলে তাহা অতি ক্রত দেশময় ছাইয়া পড়িবে। এ শिका वित्तनो खीलाक दाता कथनर सम्भन्न रहेल भारत ना। এर सना हिन् বিধবাদিগকে আমরা বারবার অনুরোধ করিতেছি বে, তাঁহারা সমস্ত অন্ত:করণের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মূর্ত্তিমতী দেশাহরাগের ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করুন, অন্তঃপুর সকল তাঁহাদের ভাবে পরিপূর্ণ कक्रन। ইহাতে তাঁহাদের বৈধব্যোচিত धर्मभागन हहेत्त; निष्कृत मन्नग, आश्रीय चलतत मुक्रम, ममख प्राप्त मक्रम रहेरवं।

यि (कान अन्नवयुक्षा, मञ्जिक्शीन विधवा, एम्मेश्जिकत कार्या भीवन छे९मर्ग कतिरवन এইরূপ দুঢ় নিশ্চয় ক্রিয়া শিক্ষা পাইতে চাহেন ত তাঁহাকে সাহায্য করা এই সমিতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিপ্রায়ে এই সমিতিতে দান সংগ্রহ করা হইতেছে. ইহার মধ্যেই যতটা অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে আপাততঃ কয়েকটি বিধবাকে বেথুন স্কুলে দিতে পারা যায়। বেথুনস্কুলে দেওয়া অপেকাকৃত অল্পব্যয়-সাধ্য আর সেখানে থাকিলে এই সমিতির কর্ত্রীগণ সর্ব্বদা তত্তাবধারণ করিতে পারেন, এই জন্যই বেথুন স্কুলে দিবার কথা বলিতেছি। বিধবারা স্কুলে বাস না করিয়া শুদ্ধ পড়িবার নিমিত্তে দেখানে যাতায়াত করিলে বোধ করি তাহাতে ধর্মবিরোধী আচরণ ঘটবে না। তাঁহা-দের নিজের শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহারা যথন অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন 

এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বিধবাদের নিজের এবং তাঁহাদের আস্থীয় সঞ্জনদিগের বক্তব্য তনিবার নিমিত্ত আমরা বড়ই উৎস্থক রহিলাম।

#### মিলন।

#### (বালকের রচনা)

জগতের প্রত্যেক বন্ধর মধ্যে একটা মজ্জাগত মিলন আছে। প্রতি বড়<sup>'</sup>বড় জিনিবের মধ্যে একটি মিলন আছে আর প্রতি ছোটখাট জিনিবের মধ্যেও একট ক্ষিলন আছে। পৃথিবীর সহিত চক্রের একটা মিলন আছে আবার পৃথিবীর সম্ভানেরও তাহার

সঙ্গেল থকটা মিলন ভাব আছে। বথন চক্রের প্রেমের হাসির উজ্জ্বল অথচ সধুর রিজিগুলি পৃথিবীর বক্ষে প্রতিবিধিত হইরা আবার চক্রে গিরা গঁছছার আর তাহার দলে
গলার প্রেমের হাসি নৌকার প্রেমে প্রতিবিধিত হইরা পৃথিবীর প্রেমের একটি কোঁটা

হইরা গিরা চাঁদের প্রেমের সহিত গাঢ় আলিজন করে তথনই বুঝা বার বে জগতে
প্রেমের কিরুপ মিলন, অগাধপ্রেমের সহিত কণা প্রেমের কি মধুর সম্বন্ধ। আরও

পুঁটাইরা দেখিতে গেলে আরও মধুর ভাব দেখিতে পাইবে। এই প্রেমের মধ্যে সহক্র
প্রেমকণা ভাসিতেছে। এইরূপে ক্রমে দেখিবে যে অসংখ্য প্রেমকণা অসংখ্য প্রেমসমূক্রে
মিলাইরা গিরা মধুরে মধুর মিশাইতেছে।

জ্যেৎসা রাত্রে যদি নদী তীরে দাঁড়াইয়া থাকা যায় আকাশের নিবিড় নীলিমার মাঝে চাঁদের মুখের পানে এক একবার চাহিয়া দেখা যার তাহা হইলে জগতের অনস্ত প্রেমের কিরূপ মিলন তাহার কভকটা আভাদ পাওয়া বাইতে পারে। তুমি বদি থানিক ক্ষণ চাঁদের দিকে এক মনে চাহিয়া দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে চাঁদ তাহার সহস্র কিরণ-হস্ত বাড়াইয়া দিয়া তোমাকে—শুদ্ধ তোমাকে কেন সমস্ত পৃথিবীকে "কোনে আয়" বলিয়া ডাকিতেছে। জগতে যদি প্রেমের মিলন না থাকিত প্রেমের উৎস না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর সম্ভানকে কি কথনও চাঁদ স্নেহের চুক্কে প্রেমের চক্কে দেখিতে পারিত। আরও দেখ সে সমরে তোমার হয়ত চাঁদের কোলে বাইতে ইচ্ছা ছইবে তথাপি যাইতে পারিবে না। কেন পারিবে না ? জগতে প্রেমের মিলন আছে আকর্ষণী শক্তি আছে তাই পারিবে না। চাঁদ তোমাকে প্রেম ভরে মেহ ভরে ডাকিতেছে বটে কিন্তু পৃথিবীও তোমাকে তাহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অনেক সময় আমরা পৃথিবীর স্লেহের গভীর তল স্পর্শ করিতে পারি না—মায়ের গভীর ভালবাসা হলরকম করিতে গারি না। সন্তান হইলেই যদি মায়ের গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারিত তাহা হইলে মিঠাইএর লোভে ছোট ছেলে ভূলিত না। কিন্তু সকলে বুঝে কি ? এ স্নেহের গভীর জলে সকলে ভুবিতে পারে কি ? সকলের সে ক্ষুতা কোথার ? সে মহত্ব কোথার ? এই জন্য অনেক সময় আমরা পৃথিবীর ত্বেহ প্রেম ভাল त्रकम ना दुविज्ञा हैरिए यारेटि, १६था बाइटि, त्रथा बाइटि हिंडी कति। किड পৃথিবী নাকি আমাদিগকৈ তাহার প্রেমে বিরম জোরে বাঁধিয়া রাথিয়াছে তাই বাইতে পারি না-খানিক পরে আবার পৃথিবীর ক্রেমের গভীরতা ব্রিতে পারিয়া নিরন্ত হই। এইরপ জগতের প্রতি অণুপরমাণু পর্যান্ত প্রেমের বন্ধনে বাধা আছে –কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

গলা বমুনা উভরেই হিমালরের কন্যা, কিন্তু ভিন্ন পাত্রে সমর্পিতা,—স্তরাং উভরের মধ্যে সাক্ষাৎ হওরা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু প্রেমের এমনি মিলন, হলরের বথার্থ ভাল বাসার এমনি মিলন বে বমুনা গলাকে ছাড়িরা থাকিতে পারিক না—সে গলাভে

আসিয়া মিশিল, ছুই ভগিনী একত হইল। এ দৃশ্য কি মধুর! আবার দেখ মুরশিদাবাদে আসিয়া গ্রন্থার কত সন্তান সম্ভতি হইল। তাহারা এ এদিকে ও সেদিকে করিয়া বিছিন্ন इहेल- शत्रम्भतत्क हाफिया हिलान। जुमि बिलाद ध मृना वफ कर्कात- धमृत्मा वफ् নিঠুরভাব বড় স্কীর্ণতা, জগং বদি প্রেমমন্ত্র হাহা হইলে জগতে এরপ দৃশ্য থাকিতে পারে না, ইহাতে প্রেমের মাধুরী একটুও নাই। কিছ বাস্তবিক তাহা নছে এ দুশ্যে অতিশর মাধুর্য্য আছে, প্রেমের কোমলভাব আছে, উদারভাবের পরিচয় আছে। মুরশিদাবাদে আসিয়া তাহারা কেন বিচ্ছিন্ন হইল, একতা কেন রহিল না ? ইহার কারণ তাহারা উদারতার ভাণ জানে না, উদারতার মধ্যেও যে সন্ধীর্ণতা করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। তুমি একটা ছোট কার্য্যে হাত দিতে রাজি নহ কারণ তোমার মনে সঙ্কীৰ্ণভা বিদামান। তুমি চাহ বে কিসে একটা মন্ত নামওয়ালা কাজ করিব, काल यक रहोक् ना रहोक नाम हटेर्द, जेनावजाब कार्या केंद्र ना कर बावकक जेनावजा উচ্চারণে তোমার জিহবার ব্যায়াযটা করিতে পারিবে। ইহাদের সে উদ্দেশ্য নহে,পৃথিবীয় উপকার করিতে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইনা পড়িয়াছে —কার্য্য শেষ হইলেই আবার একত্র মিলিত হইবে। সমুদ্রের ধারে গিরা ইহাদের কার্য্য শেষ হইরাছে, ইহারা ক্ষ্যুত্রের কোলে মিলিত হইয়াছে। ভূদরের অস্তত্তলে বর্ণার্থ প্রেমের বীজ না থাকিলে এক্লপে মিলিত হইতে পারে না। জগতের প্রতি ছোটবড় জিনিবের মধ্যেই এইরূপ অন্ন বিশ্বর প্রেমের ছটা দেখিতে পাওয়া যার, প্রেমের মিলনের চমংকার মাধুর্ব্য অফুভব করিতে পারা যায়। এই প্রেম আছে বলিয়াই জগং টিকিয়া আছে নয়ত সে নিতাপ্ত মকুভূমি বা খাশানের স্থায় হইত।

প্রী বলেক্সনাথ ঠাকুর।

## ঈশ্বর প্রীতি।

শি। দেখ, দিখন প্রীতি বুরিতে হইলে প্রথমতঃ প্রীতি কথাটির অর্থ বুরিতে হইবে। भामता गाशास्य जानवामा विन तम्हे जानवामात्र स्वत मक्नस्टलहे এक त्रकम नरह। পুত্ৰ পিতাকে বে ভাবে ভাল বাসে, জ্বা স্বামীকে বে ভাবে ভাল বাসে, ভাই ভূমিনীকে ফে ভাবে ভাল বালে এই সকল ভালবাসার মধ্যে পুরুষ্পর প্রভেদ আছে ইহা সকলেই বুঝিতে পাব্লেন। আবার পারিবারিক প্রেমের সহিত গুরু শিব্যের সম্বন্ধ তুলনা করিয়া मिथ একটি প্রভেদ দেখিতে পাইবে। ভালবাসার স্থর यथन সকলহলেই এক রক্ষের নয় তথন ঈশ্বর প্রেমের হুর কিরূপ তাহা প্রথমে সকলেরই ভাবিরা দেখা কর্তব্য। 🕳 🦠 ভালবাদার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই স্তাটি বুঝিতে পারিবে। ভালবাদার

বেরপ স্থরে আমার নিজের হানয় তন্ত্রী বাঁধা আছে আর একজনের হানয় তন্ত্রী যদি সেইরূপ স্থারে বাঁধা থাকে তবেই পরস্পারে পরস্পারের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্র বলে দেবভাবাপন্ন না হইলে দেবতা পূজা দ্বারা দেবতার সহিত মিলন সম্ভবে না। (না দেবো দেবমর্চন্নেৎ-- বশিষ্ঠ) অস্তব ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে অস্তরগণ আরুষ্ট হন, পিশাচ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে পিশাচের সম্বন্ধেই থাকিতে হয়। যিনি ঈশবোপাদনা করিতে চান তাঁহাকে ঈশবভাবাপন্ন হইতে হইবে ঈশর প্রীতির স্থরে স্বাত্মাকে বাঁধিতে হইবে তবেই ঈশ্বরের সহিত প্রীতি সম্বন্ধে বন্ধ হইতে পারিবেন।

আমরা সাধারণ লোকে ভালবাসার বে সকল স্থরের সহিত পরিচিত, ঈশ্বরপ্রীতির স্থর তাহাদের অপেক্ষা যে কত বেশী গভীর তাহা তুনি আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ম্বভাবতঃ অন্তরে যে স্থরের অর্ফুরাগ প্রবল, ঈশ্বর উপাদন। করিতে গেলে সে স্থর বদলাইতে হইবে। সচরাচর অস্তরে যে অমুরাগরুত্তি প্রকাশ পায় তাহাই প্রথর করিতে পারিলেই তাহার স্থর বদলায় না। ঐশ্বরিক ভাব কি তাহা বুঝিয়া,সেই র্কম ভাবে হৃদয় যন্ত্র বাঁধিতে হইবে তবেই নিরাকার **ঈশ্বরের সম্বন্ধে আ**সিতে পারিবে।

মন্ত্র্যা এই সংসার চক্রে পড়িয়া পত্নীপ্রেম পুত্রস্তেহ এই স্কুল সন্ধীর্ণতর অনু-রাগে বদ্ধ হুইয়া পুরিতে থাকে ৷ কিন্তু যিনি ঈশ্বরামুরাগের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি খানা দকল ভুচ্ছ প্রেমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন জানিও। দর্কতি সমদশীতা এই ভালবাসা-আস্বাদনের ফল। আমার পুত্রকে আমার পিতাকে আমার মাতাকে অন্য লোকের অপেক্ষা বেশী ভাল বাসি এ জ্ঞান যত দিন থাকিবে ততদিন আমার জানা উচিত যে আমি ঈশ্বর প্রীতির আস্বাদন পাই নাই। আমার দেশকে আমার ধর্মকে অন্য দেশ অন্য ধর্ম অপেক্ষা," আমার পূজা পদ্ধতিকে অন্যের পূজা পদ্ধতি অপেক্ষা যত দিন বেশা ভাল বাসিব ততদিন আমার ঈশ্বর প্রীতি অন্তরে জন্মায় নাই ইহা নিশ্চয় জানিও। আবার ইহাও জানিও যে যতদিন আমার স্ত্রী পুত্র অথবা অন্য কোন প্লদার্থ অপেক্ষা ঈখরকে বেশী ভাল বাসি মনে করিব ততদিন আমার সমত্ব জ্ঞান জ্ঞায় নাই তত দিন আমার ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই।

ঈশ্বর প্রীতি যে বড় স্থগভার ইহা স্মরণ রাখিও। বাস্তবিক ঈশ্বর প্রীতি অতি বিরল পদার্থ। অনেক কটে অনেক যত্নে মনের স্বাভাবিক প্রেমভাবের স্থর ক্রমে ক্রমে वननारेमा তবে नेश्वत ভক্তি-ভাব অন্তবে উদিত করিতে হয়। नेश्वत প্রীতি যে কি পদার্থ তাহা এক কুদ্ধদেবের ন্যায় লোকেই ব্ঝিতে পারেন; তুমি আমি তাহার কি বুঝিব বল।

যদি প্রীতি মার্গ অবলম্বনে ঈশবোপাদনা করিতে চাও তবে প্রেমের সম্বীর্ণতা. ঘুচা-ইতে শিখ। প্রেমের প্রথরতা জন্মিলেই সঙ্কীর্ণতা ঘুচে না এটি যেন বেশ স্মরণ থাকে। -প্রেম প্রধান উপাসনায় যদি প্রেমের সঙ্কীর্ণতা যেমন তেমনি থাকে, •যাহাদের ভালবাসি

তাহাদের প্রতি ভালবাসাটাই প্রথর হইতে থাকে তবে উপাসনার কোন ফর্গ ফলে দাই জানিও। প্রতাহ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিও তোমার ভালবাসা-ভাব উন্নত হইতেছে কি না। ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষার দ্বারা নিজের ভালবাসা বৃত্তি সঙ্কীর্ণ তাহা বৃত্তিতে চেষ্টা কর; যিনি ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষা করিতে চান না তিনি উন্নত হইতে সক্ষম হন না। নিজের ভক্তি বৃত্তি একটু তীক্ষ দেখিয়াই যিনি আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া বৃত্তিয়া লন তিনি নিজের উন্নতির পথে কাঁটা দেন।

মন্থাের অন্থরের ভাব স্থাবস্থায় যেখন প্রকাশ পার জাগ্রতাবস্থায় সামাজিক নিয়মের বশে থাকা নিবন্ধন সেরূপ প্রকাশ পায় না। স্থতরাং আপনাকে পরীক্ষা করি-বার সময় নিজের স্থাবস্থার ঘটনা সবল আলোচনা করিয়া দেখিবে। যে পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে প্রেম-বৃত্তির স্কীর্ণতা ঘুচে না তাহা কথনই ঈশ্বরাপাসনা নহে।

বেদাস্ত শাল্পে মন্ত্রাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইরাছে। মনুষ্য, অন্নময় কোষ প্রাণমর্ম কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই কয়েকটি পদার্থের সমষ্টি।

মনুষ্টিকে তাঁহারা যেমন এই পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন সেইরপ মনুষ্টের অনুরাগ বৃত্তিও পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেনে স্থুল শরীরান্থরাগ, প্রাণান্থরাগ, মনের অনুরাগ, বৃদ্ধির অনুরাগ, আনন্দান্থরাগ বা ঈশ্বান্থরাগ। এখন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণরের ভালবাদা সম্বন্ধীয় ভাবগুলি কিরপ ত'হা মোটামুটি বৃষ্টেই শুন।

পাতপ্রলি যোগশাস্ত্রের হতে অত্রাগ কথাটি সম্বন্ধে বলিরাছেন যে "হ্রথার্শরী রাগঃ।" অর্থাং যাহা পাইলে আমাদের হ্রথ হয় আমরা ভাহাকেই ভাল বাদিয়া থাকি। মাত্র্ব মাত্রেই হ্রথ খুজিয়া বেড়ান এবং যিনি যে জাতীয় হ্রথ খুজিতে সদাই ব্যস্ত ভাঁহার অত্রাগ বৃত্তিকেও সেই জাতীয় অত্রাগ বলা যাইতে পারেঃ।

থিনি সূল শরীরের স্থৈ মুগ্ধ, তাঁহার ভালবাসা সূল জাতীয়। থিনি কেবল গায়ের জাের বাড়াইবার জন্যই ব্যস্ত, দিন রাত গায়ের জােরের জন্য আহারের তরির করিতেভিন, ব্যায়াম করিতেছেন, আার কোনও বিষয়ে লক্ষ্য নাই তাঁহার ভাল বাসা সূল শরীরের ভাল বাসা।

প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু এবং হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেক্তিয় লইয়া প্রাণময় কোষ। ছা। প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু কি কি ?

শি। বেদান্ত মতে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়্। প্রাণ বায়্র স্থান বক্ষঃস্থল, অপানের স্থান পায়্দেশ, সমানের নাভি দেশ, উদানের স্থান কণ্ঠ এবং ব্যানের সর্বাশরীর ব্যাপী। প্রাণ পূর্ব্বগমন শীল, অপানের গতি অংধাদিকে, উদানের উদ্দিকে, সমান বায়্র দ্বারা সমীকরণ হয় এবং ব্যান বায়্ সর্বদেহে গমনক্ষ্।

ছা। প্রাণ বায়্ প্রভৃতি কথা গুলিতে কি ভাব ঠিক বুঝায় তাহার কিছুই ব্রিত্তে

শি। বাতি ইতি বায়ু:। যাহা বহে ভাহার নাম বায়ু; আজ কালকার পাশ্চাত্য পশ্চিতগণ animal electricity ও Nerve aura কথায় যেরপ পদার্থ বুয়েন আমাদের শরীরস্থ বায়ু কথায় অনেকটা সেই রকম অর্থ বুয়ায়। শরীরস্থ বায়ুর গতি এই কথাটি আর ইংরাজী nerve current এই কথাটির অর্থ একইরপ। যেরপ সায়বীয় ক্রিয়া ইইতে আস প্রখাসের কার্য্য হইতে ভাহা প্রাণবায়ুর কার্য্য। যেরপ সায়বীয় ক্রিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভুক্ত পদার্থ সকল রক্তে পরিণত হয় তাহা সমান বায়ুর কার্য্য। যে জন্য শরীরের সর্ব্যের রক্ত সঞ্চারিত হইতেছে তাহা ব্যান বায়ুর কার্য্য এবং বাক্য উচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্যের চেন্টা উদান বায়ু হইতে জন্মে। হিন্দু দার্শনিকগণ ইহা বলেন যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু একই পদার্থ তবে ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জিন কর্প কর্ম্মে চেন্টা জন্মান বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমান পাইয়াছে এবং এই এক পদার্থ সাধারণতঃ প্রাণ নামেই অভিহিত হইয়া পাকে।

প্রাণ পদার্থটি কোন জাতীয় তাহা যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের কথাত্যায়ী না বুঝাইলে বুঝিতে না পার তবে আমি সেই রকমে প্রাণ কথার অর্থটি বুঝাই শুন।

লোহা একটি স্থল জড় পদার্থ, কিন্তু সেই লোহাকে চ্ম্বকে পরিণত করিলে উহা লোহা হইতে ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। রিসনব্যাক নামে একজন পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে চ্ম্বকে এফন এক প্রকার ন্তন রকমের পদার্থ আছে যাহা লোহায় নাই। এই ন্তন পদার্থটি বায়ু অপেক্ষাও স্ক্র পদার্থ। যাহাদের অহুভূতি শক্তি (Sensitiveness) একটু স্ক্র তাঁহারা চ্ম্বকের ছই প্রাপ্ত হইতে দীপদিখার ন্যায় একটি আলোক বহির্গত হইতে দেখিতে পান; যদি ফুঁ দেওয়া যায় তবে দীপদিখার ন্যায় এই আলোক দিখাও চঞ্চল হইতে থাকে। এইরূপে আলোক উদ্ভিদ শরীর হইতে এবং জীব শরীর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। কিসনব্যাক্ এই উজ্জ্বল পদার্থের, অভ্ এই নাম দিয়াছেন। আজ কালকার সাইকিক্যাল রিসার্ট সোমাইটির গবেষণায় এই অভ্ নামক স্ক্র পদার্থের অভিন সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের প্রাণ পদার্থ আর রিসনব্যাকের অভ্ পদার্থ বোধ হয় একই। রিসন ব্যাক বলেন যে এই অভ পদার্থই উদ্ভিদ্ ও জীবের জীবনী শক্তির কারণ এবং আমাদের প্রাণ কথাতেও ঐ অর্থ ব্রুমায়। কোন কোন লোক এই পদার্থকে সায়বীয় আভা (nerve aura) নাম দেম।

হস্তপদ, পায়, উপস্থ ও বাগেলিয়ে ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেনিয়। এই সকল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের চেটা প্রাণ হইতেই জন্ম। যে কর্মেন্দ্রিরে এই প্রাণ পদার্থের আধিক্য উপস্থিত হয় সেই ইন্দ্রিয় তথন উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই ইন্দ্রির সঞ্চালনের চেটা জন্ম। এবং সেই ইন্দ্রির সঞ্চালিত হইনে, উক্ত প্রাণ পদার্থ কথন বা স্থলাকারে পরিণত হইয়া কখন বা স্থলাকারেই, কর্মেন্দ্রিয় পথ দিয়া দেই হইতে বাহির হইয়া থাকে। কর্মেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে কর্ম্ম লার। যে ত্বথ লাভ হয় তাহাই প্রাণময় কোয়ের ত্বথ ( Pleasures of organic Sensations)। উচ্চহাস্য, অনর্থক বাক্যব্যয়, মাদক দ্ব্য সেবনে প্রাণের

উত্তেজনা, ইত্যাদি হইতে যে স্থপ লাভ হয় তাহা প্রাণময় কোষের স্থাপের উদাহরণ। বিনি এই জাতীয় স্থায়েষণেই রত তাঁহার অনুরাগ প্রাণের অনুরাগ।

এইবারে মনোময় কোষের কুরণে কিরপ স্থেচ্ছা জন্মে তাহা বিগ তন। পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয় ও মন এই লইরা মনোময় কোষ। দর্শনেক্রিয়, শ্রবণেক্রিয়, রসনেক্রিয় এবং স্পর্লেক্রিয়
ইহারা জ্ঞানেক্রিয়। স্থামাদের সংকর ও বিকর যাহা হইতে জন্মে তাহার নাম মন। কি
করিব কি না করিব এই বিষয়ে একটি মত বুব ঠিক করার নাম সংকর, বিকর কথার অর্থ
পাতপ্রলি বলেন যে "শলার্থ জ্ঞানামূপাতো বস্তুপ্ন্য বিকরঃ "অর্থাৎ বস্তু নাই অ্থচ শব্দের
অর্থ জ্ঞানামূসারে চিত্তের যে অবস্থা জন্মে তাহার নাম বিকর। ইহা হইতে এই বুঝা যায়
যে আমরা যাহাকে করনা বলি (Imagination) দর্শনশান্তে তাহাকেই বিকর বলে।

মনোময় কোষের ক্রণে যে স্থেচ্ছা জন্মে তাহা' তিন প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে; ইন্দ্রিয় স্থ, সংকল্প স্থ এবং বিকল্প বা কল্পনার স্থ। রূপ রসাদি বিষয় হইতে যে অথ জন্ম তাহার নাম ইন্দ্রির স্থা; সংক্রান্ত্রায়ী কার্য্য সমাধা করিতে পারিলে বে ত্রখ তাহার নাম সংকল্প স্থ ; আরে মনে মনে একটি সৌন্দর্যা গড়ার যে স্থুখ তাহা কল্পনার স্থা। যে অনুরাগ যে জাতীয় স্থানুশ্রী তাহাকে সেই জাতীয় অনুরাগ বলিতে পারি। ছেলেটি দেখিতে ভাল বলিয়া তাহাকে যে ভাল বাসি তাহা ইক্সিয়ক ভালবাসা; কৈন্তু একটি ছেলেকে আমি এই ধরণে শিক্ষা দিতে চাই, এই রকমে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাই—এইরূপ সংকর প্রথমে স্থির করিয়া যদি ছেলেটাকে মনের মতন করিতে পারি তবে তাহার উপর যে ভালবাদা জ্বন্মে তাহা সংক্রাত্মক ভালবাদা আর কবির কলনার অনুকুল পদার্থের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে কলনায়ক অনুরাগ বলিতে পারি। মনোময় কোষের ক্রণের পর বিজ্ঞানময় কোষের ক্রণ হইয়া থাকে; বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানে ক্রিয়া বিজ্ঞানময় কোষ, অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিক। বৃত্তির নাম বৃদ্ধি। বৃদ্ধির ক্ষুরেণে নিশ্চয় কি, মতা কি এই অমুস্দিৎসা প্রবল হয়, একটা জ্ঞানলালসা জন্মে, তথন অন্য কোন প্রকার নিম্ন দরের স্থাথে বড় আহা থাকে না। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল রূপরসানি বিষয় ভোগ করিবার জ্বনা উৎস্কুক থাকে না, তথন জ্ঞানেজ্রিয় স্কুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। বিভিন্নতার মধ্যে একতা অহুসন্ধান করাই বৃদ্ধির কাজ; জ্ঞানেন্দ্রির সকল অগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দেখাইয়া দেয় এবং বৃদ্ধি দারা আমরা তাহাদের মধ্যে একতা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই, এবং এইরূপে ব্যাপৃত হওরার নামই বিজ্ঞান চর্চা; বিজ্ঞানময় কোষের ফুরণে বিজ্ঞান চর্চাতেই স্থথ এবং যাছা এই বিজ্ঞান চর্চার অনুকৃগ আমরা তথন তাহাদেরই ভাল বাসিয়া থাকি। এই বিজ্ঞানময় কোষের অনুরাগও সর্কোৎকৃষ্ট নূতে। বিজ্ঞানময় কোষের ক্ষুরণের পর স্থানন্দময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে, তথন চিত্তের ে স্বস্থা জন্মে তাহা সনানন্দ অবস্থা; এই আনন্দকেই ব্ৰহ্মানন্দ বলে।

বৃদ্ধি ও আত্মা গইরা আনন্দময় কোষ। যে স্তে তুলদেহ, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি একত্রে গাঁথা আছে, যে শক্তি নিবন্ধন উহাদের মধ্যে পরস্পর একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়া রহি-য়াছে তাহারই নাম আত্মা। মহব্যের আনন্দকোষের ফুরণে বৃদ্ধি আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে টিৎস্লুক হয়। আমি কি, আমার মন, আমার বৃদ্ধি, আমার কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে পর-ম্পর কি সম্বন্ধ, আমার অস্তরের সহিত বহির্জগতের কি সম্বন্ধ-এই সকল বিষয়ের নিশ্চিং সত্য জানিবার জন্য আগ্রহতা জন্মে। আগ্র-তত্তনে পিপাদা প্রবল হইলে অন্য সমন্ত পিপানা দ্রে চলিয়া যায়, সর্বভূতে সমান অহুরাগ উপস্থিত হয়। তাঁহার স্থিত চেত্তন অচেত্তন পদার্থ সকলের কি সম্বন্ধ এই বিষয়ক জ্ঞান যেখানে পান সেই খােই তাহার অন্তরাগ জন্ম অন্য কোন রূপ অনুরাগে তিনি মুগ্ধ হন না; এইরূপ জ্ঞান চঞা করিতে করিতে ক্রমে 'তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সহিত সকল পদার্থেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে স্থতরাং দকল পদার্থ হইতেই তিনি তাঁহার আনন্দদায়ক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন; তাঁহার জ্ঞান পিপাসা নিবারক অমৃত সকল পদার্থেই দেখিতে পান; যদি কেহ তাঁহার শত্রুতাচরণ করে তবে শত্রুর মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া সেখান হইতেও জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, তাঁহার অভিলয়িত সুখ প্রদানে সর্কভূতই অফুকুলতাচুরণ করে সেই জন্য দকল পদার্থকেই তিনি সমান ভাল বাসেন। তাঁহার ভালবাসার ইতর বিশেষ থাকে না এইরূপ সমদশীতাকেই ঈশ্বরাত্রাগ' বলা যায়। এইরূপ আনন্দময় কোষের ক্রুরণ জনিত আনন্দ নাকি অনির্বাচনীয়।

পবিত্রতামর শান্তিস্থমর এই আনন্দ যে কি রূপ তাহার আস্বাদন পাইবার জন্য যত্ন করি এস; এই আনন্দের নাম শুনিয়া মন মাঝে মাঝে উহার জন্ম ব্যুগ্র হয়; কিন্তু চঞ্চল মন অন্য অনুরহগে আবার ফিরিয়া আনে, এস ছজনে মিলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি, আমি যদি হতাশ হইরা ফিরিতে চাই তবে তুমি আমাকে উৎসাহ দিবে আর তুম যথন হতাশ হইবে আমি তোধাকে সাংখ্যা করিব। যে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া প্রীক্ষণ ও বৃদ্ধদেব জগং মাতাইয়া গিয়াছেন তাহার কগামাত্র পাইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। এই আনন্দের কোষের শান্তিময় ভাব যতদূর কল্পনা করিতে পারা যায়, ঈশ্বর কথাটির সহিত সেই ভাব সংশ্লিষ্ট করিতে শিথ; যথন সঙ্কীর্ণ অনুরাগের প্রাধান্য অন্তরে জনিবে তথন ঈশ্বাবা, ইহা ভাবিতে ভাবিতে যেন বিষরামূরাগ দুরে চলিয়া যায়, আর পবিত্র সমদ্দীতা ভাব—বৃদ্ধির ভাব অন্তরে উদয় হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর মন্ত্র সাধনা।

ছা। আপনি অহুরাগ বৃত্তিকে যে কয় প্রকারে ভাগ করিলেন তাহা আমি বড় ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না।

শি। ভালবাদার ছটি অঙ্গ, একটি বিরহ ও অন্তটি মিলন; বিরহে ভিতরে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, মিলনে সেই চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয়। প্রীতিতক্ত আলোচনা করিবার জন্য নিজের ভিতরের চাঞ্চন্য কথন কিরূপ:মিলনে শাস্তিভাব পায় তাহা প্র্যালোচনা করিয়া দেখিবে।

যথন দেখিবে যে শরীরে কোন রোগ নাই অথচ অন্তর চঞ্চল হইতেছে এবং কোন না কোন কর্মেন্ত্রির চালনার সেই চাঞ্চল্য নিবারিত হইল তথন উচাকে প্রাণমর কোষের চাঞ্চল্য ব্ থবে। কিন্তু যথন তাহাতেও চাঞ্চল্য থানে না কিন্তু রূপ দর্শন বা সঙ্গীতাদিতে ব্যাপৃত থাকার সে চাঞ্চল্য নিটিয়া যায় তথন উচাকে ইন্ত্রিয়ের চাঞ্চল্য বিলিয়া বুঝিতে হইবে; যথন তাহাতেও আকাক্রা মিটে না, নিজের সংক্রান্ত্রায়ী অপর কাহাকেও চালাইতে ইচ্ছা জন্ম—এবং তাহা না করিতে পারিলে বিরক্তি জন্মে—তথন মনের চাঞ্চল্য উপাত্রত হইয়াছে। কিন্তু যথন দাস দাসী পুত্র কলত্র বন্ধু সকলেই তোমার সংক্রান্ত্রায়ী চলিতেছে অথচ নিজের কর্মনায় নিজে আর তৃপ্ত হইতেছ না—একটা জ্ঞান পিপাসা ভিতরে উদয় হইয়াছে, কাহার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে পার, গেই অমেষণে ব্যস্ত হইয়াছ তথন বুদ্ধির অমুরাগ উদয় হইতেছে বুঝিতে হইবে। শেষে সেই অমুরাগ উৎকর্ষতা পাইলে ঈশ্বা প্রীতি জন্মে। বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিলে কি রূপ চাঞ্চন্যকে বুদ্ধির চাঞ্চল্য বলে তাহা বুঝা যায়।

ক্রমে ক্রমে নির্মাণিকের ভালবাসার চক্র হইতে উপরের চক্রে উঠিতে হয়, যিনি মাঝের কোল চক্রে বদ্ধ হয়া ঘুরিতে থাকেন তিনি ঈশ্বর প্রীতির আস্থান পাইতে সক্ষম হইবেন না। যদি ঈশ্বর প্রীতি কি তাহা শিখিতে চাও তবে প্রেমের যথন যে চক্রে পতিত হইবে তাহাতে আনক্র হইও না নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে চেট্টা কর। কি রূপে সেই চক্র হইতে উদ্ধার হইতে পার সতত তাহারই অবেষণ কর, সমত্তাব ভিন্ন অন্য সকল প্রকার প্রেমে বৈরাগ্যই ঈশ্বর প্রীতির লক্ষণ্। ঈশ্বর প্রীতি ভিন্ন আর সকল প্রকার প্রীতিই সাঁকার, সমত্ব ভাব ভিন্ন অন্য প্রেমচাঞ্চল্য উদ্দীপিত করিয়া যে উপাসনা করা যায় তাহা নিরাকার ঈশ্বরের কাছে প্রভায় না।

ছা। প্রীতি আবার সাকার নিরাকার কি?

শি। যাহার রকম ভেদ আছে তাহার তিন্ন ভিন্ন আকার আছে, আর যাহা একাকার তাহাই নিরাকার। আ = সম্যক ক্রেয়তে অভিব্যঞ্জতে অনেন ইতি আকার। যাহা দ্বারা একটি পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক ভাবে ভাবা যায় তাহাই আকার। যেখানে পৃথকত্ব আছে তাহারই আকার আছে। ইংরাজী ফরম (form) কথাটি আর আকার কথাটির অর্থ একই রূপ। একজনের উপর তোমার যে আকারের ভাগবাসা আর একজনের উপর সে আকারের ভাগবাসা নাই, এইরূপ কথা যথন প্রয়োগ করি তথন এই অর্থ বুঝি যে তোমার ভাগবাসার রকম ভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির রকম ভেদ নাই, ঈশ্বর প্রীতি একাকার, যাহা একাকার তাহাই নিরাকার। দেথ বুদ্ধির কাজ বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুস্কান করা। প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন আকার সক্ল আলোচনা

করিয়া তাহাদের ভিতর যিনি একাকার দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ঈশ্বর প্রীতি কি রূপ বুঝিতে পারেন।

এই দকল বুঝিয়া ঈ খরোপাদনার পথে অগ্রদর হইতে শিখ।

**একিফধন মুখোপাধ্যায়**।

### ইরেসমাস ডাক্ইন।

( विवृर्जनवारमत्र षाविष्ठजी )

There are more great men in the world than we know of—Max muller (quoted from memory)

পৃথিবীস্থ নানা প্রকার জীব, জন্ত, পতঙ্গ, উদ্ভিদ ইত্যাদি প্রথমেই তাহাদের বর্ত্তমান আফুতি ও অবস্থা লইয়া স্পষ্ট হয় নাই। আদিতে কেবল একটা বা কয়েকটা মাত্র বীঙ্গ ছিল, যাহা হইতে ক্রমিক উন্নতি ও অবস্থার পরিবর্তনে এই সমুদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ষেমন ডিম্বেতে পক্ষী শাবকের সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিণতি ও বিকাশ—তাহার চকু, কর্ণ, ডানা, স্থল্ব স্থল্ব পাথা ইত্যাদির মূল নিহিত থাকে তেমনি এক অথবা ততোধিক चानि বীজে এই পৃথিবী গত সময়ে যাহা ছিল, এখন যাহা এবং পরে যাহা হইবে— তাহার হেতু বর্ত্তমান ছিল। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাই বিবর্ত্তনবাদের (যাহার ইংরাজী নাম theory of Evolution) মূল সতা। কিন্ত এই কথাগুলি সাহসের সহিত প্রচার করিবার পূর্দ্ধে বৈজ্ঞানিকদিগকে অনেক দেখিতে শুনিতে হইয়াছে, অনেক চিন্তা করিতে হইয়ার্ছে। হঠাৎ কোন দৈবঘটনা ক্রমে কাহারও মনে তাহা প্রকাশিত হয় নাই i ইহা বলিলে অত্যক্তি হইবে না যে বৈজ্ঞা-নিকেরা যতদুর পারিয়াছেন যত রকম প্রাণী ও যত রকম উদ্ভিদ আছে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। কেবল তা নয়; অনেক যুক্তি তর্কের পর তাঁহাদিগকে উপয়োক্ত মীমাংসাতে উপনীত হুইতে হইয়াছে। আমরা যত সহজে তাহা উল্লেখ করিলাম, বাস্তবিক "বিবর্ত্তন বাদ" তত সহজ নয়। সম্পূর্ণ রূপে কারণাদি প্রদর্শন করিয়া এই মত বিবৃত করিতে কেবল অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ডারুইন অথবা তাঁহার স্থযোগ্য টীকাকার স্থাসিদ্ধ অধ্যাপক হক্স্লিই পারেন। এমন কি, সাধারণতঃ সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা সকলেতে বিবর্তনবাদ যে রূপ বিস্তৃত যদিও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ ও অবোধগম্য ভাবে বর্ণিত হইরা থাকে, তত্ত্বপ পারাও আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়।. তবে আসল বিষয় ব্দবতারণা করিবার জন্ত মোটামোটি ভাবে কিছু বলা গেল।

नकरन याहारक विवर्त्तन वारान्त्र आविक्त विषया आरन, जाहात नाम हार्नन छात्र-ইন। এই শতাকার প্রারম্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই দিন মাত্র ৮৩ খৃষ্টাবেদ তাঁথার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর অনেকে হয়ত বলিবেন 'ইরেসমাস ডারুইন বিব-র্ভনবাদের আবিষ্ণতা। তিনি আবার কে ?"

জগতের কোন আবিষ্মাই কোন এক জন লোকের—তাঁহার বৃদ্ধি শক্তি ও বিদ্যা शकात अभागाना इडेक ना त्कन - এकटा हिंदा शोत्रवन्दन नट्ट। विकान, नर्गन, भिन्न, সাহিত্য, ধর্ম প্রত্যেক বিষয়ে যদিও এক একটা সত্য এক একজন মহাপুরুষের নামের সহিত সংশ্লিপ্ত হইরা প্রচারিত হইরাছে, তথাপি তাহা তাঁছার পূর্ববর্ত্তী এক বা অধিক লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তবে যে এক সন্ই ঐ সত্যের উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিয়া প্রদিদ্ধ তাহার কারণ এই যে তাঁহার পূর্ব্ধ দাম্বিক ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও তাহা অন্তকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার প্রাচুর ক্ষমতা ছিল না। সচরাচর আমরা কি দেখিতে পাই ? এক কথাই সনেক লোকে জানে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার, কি গ্রন্থ বিরুদ্ধ করিবার শক্তি কেবল ছই এক জনের আছে। অমুক স্থুলের অমুক শিক্ষক খুব বিদ্বান লোক বটেন। কিন্তু ছেলেদিগকে কোন একটা বিষয় ভাগ করিয়া বুঝান' তাঁহার পক্ষে মুফিল'। অনুক উকীল আইন বেশ বুঝেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে না, থেহেতু বিচারপতির সমক্ষে গিয়া তিনি নিজ বিদ্যা খাটাইতে পারেন না। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যেও দেইরপ।

কিন্ত কেবল এই বুঝাইবার শক্তি বলেই যে একজন লোক আর একজন লোকের সমান বিদান হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক প্রদিন্ধ হয় তাহা নহে। ইহার অন্য কারণও আছে। এই ছই জন যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক হয়, তাহা হইলে ইহা সহজ্ঞেই দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্যাত্ত স্থবিধা সমান থাকিলেও যিনি পরবর্ত্তী তাঁহার পূর্ব-বর্ত্তী জন অপেকা; কেবল সময়ের দকণই বেশী স্থবিধা। অগ্রবর্তী জন যাহা বাছির করিয়াঁ গিয়াছেন, পরবর্ত্তী জন তাহা বিনা আয়াসে পাইয়া আরও নৃতন কিছু আবিকার করিতে থাকেন। প্রতিভার ক্লোরেও অনেকটা হয়।

এই সকল নানা কারণে, কোন সত্যের আদি আবিষ্ঠা থে কে মানুষ তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে না। যদিও সেই এক জ্ঞান বাহির করিতে অনেকে খাটিয়াছেন ও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেকা অধিক কৃত-কার্য্য হইয়াছেন ও বাঁহার অন্যকে বুঝাইবার শক্তি আছে, তিনিই একমাত্র প্রশংসা-ভাজন হইয়া থাকেন।

বিবর্ত্তনবাদের ইতিহাসে ঠিক তাহাই ঘটয়াছে। এই মহাসত্যের প্রাকৃত পিতা Erasmus Darwin। কিন্তু তাঁহার মতগুলি পদ্যচ্ছন্দে লিখিত হওয়াতে লোকে কবি ভার রসাস্বাদন করিয়াই কান্ত রহিয়াছে। অতি অন্ন লোকই ভন্নিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক

মতামতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। তাঁহার সময়ের বড় বড় পণ্ডিত লোকেরা প্রাস্ত তাঁহার গ্রন্থ সমূহকে কবির কলনা প্রস্তুত কাব্য ছাড়া অধিক কিছু মনে করি-তেন না i

ইরেসমাস ডাক্রইনকে এই কবিতা লেখন-প্রিয়তার জন্য অনেক ভোগিতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাঁহারে ভাগা ভাল যে বর্ত্তমান সময়ে লোকে যাঁহাকে বিবর্ত্তন বাদ জাবিষ্ঠার করিবার গৌরব দেয়, তিনি ইরেসনাসের পৌত্র বই আর কেছ নন। এবং পৌত্র ডাকুইন এমন স্লাশ্র, স্ক্রেরিত্র এবং ন্যায়বান ছিলেন যে তিনি আপনা আপনি পিতামহের মহত্ত্বের কথা শত মুথে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই জনাই আরো আমরা এই প্রবন্ধের যে নাম দিয়াছি, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। বরং বাহারা ইরেদমাদকে তাঁহার যথার্থ প্রাপ্য দিতে চান, তাঁহারা দকলেই স্বীকার করেন যে চার্লস তাঁহা অপেক্ষা অনেক অংশে বড়। "পিতামহ যাহা কাচের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, পৌত্র তাহা দাক্ষাৎ চোখের দান্নে দেখিয়াছেন"।

ইরেসমাস ডারুইন যে কেবল বিজ্ঞানে তাঁহাদের সময়ের লোকদের 'অগ্রবর্ত্তী ছিলেন তা নয়। তাঁহার দৈনিক জীবন ও কার্য্যে এই অগ্রবর্তীত্ব আরো অধিক পরি-মাণে লক্ষিত হইত। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার আমিষ ভক্ষণ ও মদ্যপানের প্রতি **ট**নতিক বিষেষ ছিল। মদ্যপান কোন সময়েই করেন নাই, বড় হইয়া সাছ মাংসও ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিয়মিত রূপে নিরানিধভোজী হইয়াছিলেন। বিলাতের, কেবল বিলা-তের কেন পশ্চিম জগতের লোকেরা, এই শেষোক্ত আত্মত্যাগের জন্য কোন সময়েই বড় প্রাসিদ্ধ হন নাই। এখন যে সেদিকের সংবাদ পত্রে আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এত লেখালেখি হইয়া থাকে, তবুও মাছ মাংদ খায় না 'এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প. ইরেসমাদের সময়ের ত কথাই নাই। এমতাবস্থায় তাঁহার এইরূপ ত্রন্ধচর্য্যের ভাব দেখিয়া বাস্তবিকই স্থামাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় ও ভক্তিরদে হলয় পূর্ণ হয়।

কিন্ত ইরেসমাসের গুণের কথা এখনও ফুরায় নাই। ইংরাজ ও ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতির মধ্যে এখনও নগর অথবা প্রামের চতুঃ দীমানার মধ্যে মৃত দেহ ক্বর দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক বলিয়া তিনি তিৰিক্লমে তীত্ৰ প্ৰতিবাদ করেন। এ ছাড়া পাগল লোকদিগের প্ৰতি দুৱালু ব্যবহার. স্ত্রীশিক্ষার বছল প্রচলন ইত্যাদির ওচিত্য, ও উপকারিত্ব গ্রব্দেণ্ট ও দেশীয় লোক-দিগকে বুঝাইয়া দিতে তিনি যাবজ্জীবন উদামশীল ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার ক্বত এক পৃত্তিকা জার্মেণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। জার্মেণ দেশবাদীরা তাঁহাকে এ বিষয়ে Authority বলিয়া মানিত। তাঁহার উক্ত মত সকল নিজ পরিবারে কার্য্যে পরিণত করিতে ইরেশমাস এতদ্র অগ্রসর হইয়াছিলেন যে প্রচলিত কুসংস্থারের বিরুদ্ধে আপন কন্যাদিগকে সাঁতার শিক্ষা দিতেন।

রাজনীতিতে তিনি ঘোর সংস্কারবাদীছিলেন—ইংরাজীতে যাহাকে Radical বলে। ঠাহার ধর্মমতও অত্যন্ত উদার ও উন্নত ছিল। তিনি যীত খ্রীষ্টের দেবতে বিশ্বাস না করিয়া স্বকৃত গ্রন্থ সকলের নানাস্থানে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিয়া গোঁড়া লোকগুলি তাঁহার উপর এত চটিয়াছিল যে তাহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে সঙ্কুচিত হইত না আজ কাল যেমন इंडेनिए तिशानि गिरक वरन।

ইংলণ্ড, এবং ইয়ুরোপের অন্তান্ত স্থানের বড় বড় লোকদিগের মধ্যেও তাঁহার অনেক বকুছিলেন। প্রতিবাদীরাও তাঁহাকে যথোচিত সন্মান করিত। কিন্তু ইরেসমাস সর্বা-পেক্ষা গরিব ছংখীদের অধিক প্রিমপাত্র ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে দানশীল এই আখা দিত।

লিচফিল্ড নামক'এক লোকবিরল স্থলে তিনি ডাক্তারি করিতেন এখানে তাঁহার বিত্তর পদার হয়। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁহার পারদশাতার কথা **ভনি**য়া তাঁহাকে শণ্ডন নগরে আসিয়া বাস করিতে অমুরোধ করেন। কিন্তু ধন মান কিছু-তেই ইরেসমাসের আস্ক্রি ছিল না। এ সকল পরিমিত পরিমাণে পাইলেই তিনি সম্ভষ্ট থাকিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল লোকের নিকট লগুনের কোলা-হল অপেক্ষ লিচফিল্ডের নির্জ্জনতা অধিক ভাল লাগিত।

ইরেসমাস ভারুইন ৭০ বংসর (১৭৩১ ১৮০২) বংসর জীবিত ছিলেন। চার্ল্স ভারুইন তাঁহার তৃতীয় পুত্র রবার্ট ডাক্সইনের সম্ভান। উপযুক্ত দাদার উপযুক্ত নাতি।

এক জন জার্ম্মেন স্থলেথক ইরেসমাস ডাক্সইনের মহত্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব ১

''আমি অচিরেই বুর্ঝিতে পারিয়াছিলাম যে এই মহাপুরুষ যিনি একাধারে দরি-দ্রের বন্ধু, চিকিৎসক; প্রকৃতিতত্ত্বিদ, দার্শনিক এবং কবি ছিলেন, ভবিষ্যৎবংশীরেরা তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা করেন নাই। এই নানা গুণের মধ্যে যাহা তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয় তাহাই তাঁহার সমসাময়িকেরা ভাল করিয়া হানয়ঙ্গম করিতে দক্ষম হন নাই। একশত বংশর পরে এখন আমরা তাঁহার একজন বংশধরের পরিশ্রমের গুণে, জীবতত্ত্ব তাঁহার কতদ্র গভীর ও স্কল দর্শন ছিল তাহা প্রকৃত পক্ষে জানিতে দক্ষম হইতেছি। তাঁহার পৌত্রের স্থায় তাঁহাতেও অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা ও भीवज्य छानम्मुहा विमामान हिन । এवः ইहा विनाम किहूरे व्यन्ताम वना दम ना বে পৌত্র পিতামহ-রক্ষিত জ্ঞান-সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইয়াছেন \* এবং তিনি प कार्या थानानी (programme) किंक कतिया शियाष्ट्रितन, जाहारे कार्या शतिनुष করিয়াছেন।

**এই कथा छिन यथन निधि उदा, उथन ठार्नम छाक्र हैन छो**विङ्कितन।

"ছোট ডারুইন যে যে বিষয়ে গ্রন্থ করিয়াছেন তাহার প্রায় সকল বিষয়েই বড় ডারুইনের গ্রন্থে এক এক অধ্যায় আছে ··· ··· তিনিই প্রাক্ত পক্ষে বিবর্ত্তনবাদের স্ষ্টেকর্তা।"

# কুমার ভীমসিংহ।

#### ঐতিহাদিক উপন্যাদ।

মিবারের রাণা রাজিসিংহ, একাকী বিশ্রাম কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, সন্ধ্যা আতিবাহিত হইয়াছে, মহারাজের আদেশ মতে ভ্তোরা একটি দীপ মাত্র প্রজ্ঞানত রাখিয়া গৃহের অন্য দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে মৃহু আলোক প্রশস্ত ঘরে এমন একটি স্লিগ্ধতা আনিয়া ফেলিয়াছে বে তাহাতে লাত হইয়া মহারাজের এতক্ষণ কার চিস্তা গুলিও ক্রমে স্লিগ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছে। কুমার জয়সিংহের রাজ্যাভিষেকের দিন নিকটে,—প্রজারা এঘটনাটি কিরপ চিত্তে গ্রহণ করিবে, একথা আর তাঁহার মনে নাই, উৎসবের দিন সকলের কিরপ আনন্দ হইবে, সকলের অর্থাৎ জয়সিংহের মাতার সে দিন কিরপ হর্ষের উচ্ছাস হইবে, জয়সিংহ কিরপ প্রকুল হইয়া উঠিবে—অন্য কথা ভ্লিয়া মহারাজ এখন কেবল এই রক্ম কথাই ভাবিতেছেন। হঠাৎ গৃহ লারটি অয়ে অয়ে মৃক্ত হইয়া গেল, মহিষী কমল কুমারী তাঁহার সল্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বেন বিশ্বিত হইলেন, ওটস্থ ভাবে শয়্যায় উঠিয়া বিয়য়া তাঁহাকে নিকটে বসিতে ইলিত করিলেন। মহিষী পার্ষে অগ্নিয়া বসিলে বলিলেন—"একি এ সময়ে যে গুণ

মহিষী বলিলেন—"না আসিয়া কি করি ? ডাকিলেত আর দেখা গাই না" রাজা একটু অপ্রস্তত হইলেন, আজ দিনের মধ্যে ছই তিন বার মহিষী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া গাঁঠাইয়াছিলেন—তাহা মনে পড়িয়া গেল; আত্তে আত্তে বলিলেন—"মহিষি, আমি ভ্লিয়া গিয়াছিলাম।" মহিষী মনে মনে বলিলেন—"আমার কপাল ক্রমে অনেক দিন ভ্লিয়াছ—সে কি আর আজ নৃতন"—কিন্তু মুখে আর সে কথার কোনকপ উল্লেখ না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ একট কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। যা গুজুর উঠিয়াছে তাহা কি সত্য ?" একেবারে উত্তরটা দিতে কেমন মহারাজের রাধিয়া গেল, বলিলেন—"কি গুজুর ?"

মহিষী। "ভূনিতেছি তুমি থাকিতে তোমার সিংহাসন জনসিংহ অধিকার করিবে, কথাটা কি সত্য ? তাহা হইলে এ বে দেখিতেছি মুসলমানের রাজ্য হইন্না পড়িল" ৮

জন্মসিংহের প্রতি এ কটাক্ষটা রাজার ভাল লাগিল না, তিনি বলিলে ন—"কথাটা সম্পূর্ণ সভ্য নহে। জন্মসিং সিংহাসন অধিকার করিতেছে না, আমার সিংহাসন আমি তাহাকে দান করিতেছি" মহিনী একটু তীত্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দিতেছ ? ইহারি মধ্যে ? কেন এত দীঘ্র বনে বাইবার সময় হইরাছে কি ?" রাজা উৎসারিত ক্রোধ ম্বরো দমন করিয়া বলিলেন।" "মহিনি ইহাতে হাসির কিছুই নাই, রাজা হইলে অনেক বিবেচনা করিয়া, অনেক ভবিষাৎ চিস্তা করিয়া কাজ করিতে হয়, ভাবিয়া দেখ রাজার উপর কত শত পরিবারের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমি থাকিতে থাকিতে রাজ্যের একটা বন্দবস্ত করিয়া না গেলে শেষে এই অধিকার লইয়া লাতায় লাভায় বিবাদ বাধাইয়া রাজ্য ছারখার করিয়া তুলিবে"।

মহিষী। "কিন্তু আমি ত বুঁঝতেছি, তুমি লাতায় লাতায় বিবাদ মিটাইতে গিয়া, বিবাদের স্ত্রপাত করিয়া দিতেহ, রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া রাজ্য ছারশার করিবারই বন্দবস্ত করিতেছ। তুমি থাকিতে যদি পুত্রকে রাজা করাই বিধেয় মনে কর তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা না কর কেন ? তাহার স্তায্য অধিকার অন্যায় রূপে হরণ করিয়া সে শিংহাসনে কনিষ্ঠকে বসাও কি বনিয়া"?

কথাগুলি বড় দত্য, কিন্তু রাজার গুনিতে ভাল লাগিল না, অনেক সুময় সভ্য কথা গুনিতে বড় কট্ট কর। রাজা বিরক্তির ভাবে বলিলেন—"ভীমিদিংই ও জয়দিংই এত অল সময়ের ছোট বড় যে সে জন্য জ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীমিদিং রাজ্য দাওয়া করিতে পারে না। ছই জনে একই দিনে জন্মিয়াছে, একই সময়ে জন্মিয়াছে বলিলেও বেশী বলা হয় না, এরূপ স্থলে তাহাদের মধ্যে যে যোগ্য অধিক তাহারি রাজ্যে অধিকার। আমি জয়িদিংহকেই অধিক উপযুক্ত মনে করি।"

রাণী হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দেখিতেছি কালের নিয়ম উলটাইয়া ফেলিতে চাঞ, নহিলে ছোটকে ছোট না বলিয়া সমান,ৰলিবে কেন? হথের মধ্যে তোমার কথার কালের নিয়ম ভাঙ্গিবে না। এক দণ্ড দ্রে থাক, এক মৃহুর্জ্ আগেও যে জল্পিবে সেও ৰড়র অধিকার লইয়া জল্পিবে। নব কুল ত য়মজ লাতা, তবে নবই কেন পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইলেন? আর জিজ্ঞাসা করি—মহারাজ, জয়সিংহ ভীমসিংহ হইতে উপযুক্তই বা কিসে? শৌষ্যে বীর্ফ্যে বৃদ্ধি সততায় কিসে ভামসিংহ জয়সিংহের উপরে? কাহার সাহসে সৈন্যগণ ৰশীভূত ? সভাসদেরা কাহার সততার মৃয় ? প্রজারা কাহাকে তাহালের রাজা রূপে বরণ করিতে চায় ? সকলকে জিজ্ঞাসা কর কে উপযুক্ত ভূনিতে পাইবে। তবে যদি ভোমার প্রিয়মহিষীর পুত্র ও প্রিয় পুত্র বলিয়া জয়সিংহ উপযুক্ত হয় ত বলিতে পারি না।" এই বিজ্ঞাপ রাজার মর্ম্মে মর্মে বিদ্ধ হইল—তিনি ক্রদ্ধ শ্বরে বলিলেন "তবে তাই" রাণীও ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"ওকথা তবে স্পষ্ট না বলিয়া পাঁচ রক্ম কথার ভাগ কর কে। সাজা হইয়া সত্য কথা বলিতে ভয় হয়

নাকি"? রাজা বলিলেন—"কে আমাকে আমার মনের কথা জিজাসা করিয়াছে—আমি তাহার কাছে সত্য লুকাইয়াছি।" মহিষী বলিলেন—"কুমারদের জন্ম দিনের কথা মনে পড়ে কি '?' বলিতে বলিতে মহিযীর কথা বাধিয়া গেল, আর বলিতে পারিলেন না, মুহুর্ত্তে বিশ বৎসর যেন পিছাইয়া পড়িল, সেই দিনকার ঘটনা নৃতন হইয়া তাঁহার মনে জা-গিয়া উঠিল। সেদিনকার সরলা বিশ্বস্তহ্মরা অভিমানিনী বালিকা-বধুতে আর আজিকার এই প্রোঢ়া, স্বামী প্রেম-বঞ্চিতা, দলিত-প্রাণা রাজরাণীতে কত তফাং। আজিকার এ মূর্মা-হত গৰ্কিত কমল কুমারী নয়—সে দিন যেন আর এক কমল কুমারী—নব প্রস্থত সস্তান কাছে করিয়া—প্রেমপূর্ণ উৎস্থক-হৃদয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন,প্রসবের যন্ত্রনা আর তাঁহার মনে ছিল না, পুত্র মুখ দেখিয়া স্বামী কতনা আহলাদিত হইবেন—কিরূপ উৎফুল্ল হৃদয়ে নাজানি তিনি ন্বশিশুকে ক্রোড়ে লইবেন—এই ভাবিয়া হৃদয়ে স্থের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যথন পল গেল, দণ্ড গেল, স্বামী আসিলেন না, তথন দে স্থা কটে পরিণত হইল, মহিষী শ্রিয় মান, কাতর হইয়া পড়িলেন। ছই দণ্ড পরে এক कन नामी आमिया विनन-"तानी ठक्षन कूमातीत এই मूटूर्ख এक পूज इहेन, महाताक তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দিতেছেন। সেইখান হইতে এখানে আসিবেন।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দেওয়া মিবার-রাজকুল পদ্ধতি। ইহা দারা পিতার, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার ভবিষ্য-উত্তরাধিকারী বুলিয়া গ্রহণ করা হয়। কমল কুমারী যথন শুনিলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে অন্যায়রূপে কনিষ্ঠের পায়ে তিনি সেই কবচ বাঁধিয়াছেন—তথন একটি তীত্র কর্তে তাঁহার হৃদয় জলিয়া উঠিল, মাতার অক্রজনে সে দিন নবশিশুর প্রথম অভিষেক হইল। মহিষী সেই প্রথম ব্রিলেন স্বামীর হৃদয়ে আর তাঁহার স্থান নাই, স্বামী তাঁহাকে ভাল বাদেন না। স্বাদে কথন কথন मत्न এक्रभ मत्नर त्यं जात्म नार्टे जारा नत्र, किस नित्मत्य जारा हिना शियाह, अहे সন্দেহের জন্য আপনাকে দোষী ভাবিয়া শেষে আপনাকেই তিরস্কার করিয়াছেন-কিন্ত আজ সে সলেহ সতারূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, মর্মাহত হইয়া মহিষী মুমূর্য হইয়া পৃতিলেন। স্বামী যথন পুত্রকে দেখিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কমল কুমারী একটি কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া উঠিল। ইহার কিছু দিন পরে একটা গুজব গুনিলেন যে মহারাজ জানিয়া গুনিয়া কনিষ্ঠকে কবচ পরান নাই, ভৃত্যদের কথার গোলমালে চঞ্চলকুমারীর পুত্রই অত্যে জনিয়াছে বুঝিয়া ভুল ক্রমে তাহাকে কবচ পরাইয়াছেন। একথা সত্য কি না তাহা কিন্তু কমল কুমারী এপর্য্যন্ত কথনো রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। বাহার ভাল বাসায় বিশ্বাস নাই, যাহার কাছে গেলে নৃতন কণ্টের কারণ পাইয়া হদয় ব্যথিত হইয়া পড়ে, তাহাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে মনের বল থাকে কি ? যতবার তিনি একণা তুলিতে গিয়াছেন তাঁহার এত কট **ংই**য়াছে যে ততবা<mark>রই তিনি সে কথা অন্য দিনের জন্য রাখিয়া</mark>

জনা কথা বলিয়া ফিরিয়া আদিয়াছেন। কিন্তু এত দিন পরে যথন কবচ বন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না, যথন গুনিলেন সত্যই জয়সিংহকে মহারাজ সিংহাসন দিতেছেন, তথন আর তাঁহার স্ত্রীর অভিমান মনে রহিল না, তথন তাঁহার কেবল মনে রহিল তিনি ভীমিসিংহের নাল, তাঁহার মত অভাগীর গর্ভে জনিয়া সে অভাগা সম্ভান তাহার ন্যায়া অধিকান ২ইতে বঞ্চিত হইল! সেই দিন মহিষার কঠ ক্রোধে পরিণত হইল, নেই দিন তিনি ফার নক্ষ ভুলিয়া সভানের পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে দাড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেন। কিন্তু কথায় কথায় যথন আবার পুত্রের জন্ম ঘটনাটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তথন হঠাৎ তিনি এমন বিহবল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার নয়নের ক্রোধ-জ্যোতি আবার অভিমানের অশ্রুজলে মলিন হইয়া গেল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার দেভাব রহিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম সম্বরণ করিয়া মহিধী ক্রদ্ধত্বরে বলিলেন—"তুমি যুদ্দি সত্য বলিতে না ডরাও তবে জেণ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য কবচ কনিষ্ঠকে পরাইবার প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া লোককে অন্যরূপ বুঝিতে দিলে কেন ? "

রাজা রাগিয়া বলিলেন—''আমি কথন কি ভাবিয়া কি কাজ করি—তাহা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ান আমার একটা কর্তব্যের মধ্যে নহে। তবে লোকে যদি আমার মনের কথা আঁচিতে গিয়া এক বুঝিতে আর বুঝিয়া লয়—সে জন্য আমি দায়া হইতে পারি না। লোকভয়ে সেদিন যদি সত্য কথা লুকাইতাম তাহা হইলে আজও লোক্লভয়ে জয়-সিংহকে রীজন্ব দিতে কুণ্ঠিত হইতাম। তথন যদি কোন রকমে লোকে ভুল বুঝিয়া থাকে, এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার রাজ্য আমি যাহাকে ইচ্ছা দিব— সে জন্য আমি লোকের ভয় করি না, লোকের তাহাতে কথা কহিবার **অধিকার**ও নাই।"

মহিধীর আর দহা হুইল না, শ্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কঠে বলি-লেন—"না মহারাজ তাহা মনে করিও না, রাজ্য তোমার বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা দিবার তোমার ক্মতা নাই, তুমি বিচারক বলিয়া অবিচার করিতে তোমার ক্ষমতা নাই, রাজা বলিয়া তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিতে পার না, রাজা হইয়া যে নিয়ম ভঙ্গ করে যে অবিচার করে সে রাজা নহে, সে স্বেচ্ছাচারী, সে অধর্মচারী। তাহার দান আর যে গ্রহণ করে করুক আমার পুত্র তাহা গ্রহণ করিবে না। নিজ বলে যথন সে তাহার, প্রাপ্য-রাজ্য অধিকার করিবে তথনই এ রাজ্য তাহার। নহিলে তুমি .দিতে চাহিলেও এথন তোমার হাত হইতে এ রাজ্য দে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু মহারাজ তোমার এই অন্যায়া-চরণ হইতে যথন শত সহস্র নির্দোষী প্রজাদের রক্তে প্লাবিত হইয়া ৫দশ উৎসন্ন যাইবে, ভাতৃ রক্তের কলঙ্কে মিবারের ভবিষ্যন্ধণ চিরদিনের জন্য কালীমাথা হইয়া পড়িবে, তথন অন্যকে দোষী করিও না, তথন মনে থাকে যেন—তাহা তোমারি কার্য্যের ফল, তোমারি পাপের ফল। মহারাজ, যে হুর্ঘ্য বংশের রাজা দশর্থ সত্যের জন্য

ন্যান্ত্রের জন্য ব্রুপাণসম পুত্র রামকে বনবাস দিয়াছিলেন সেই স্থ্য বংশে না তোমার জন্ম ? আজ তুমি সে বংশের নাম ডুবাইলে—কিন্তু যত দিন আকাশে চক্ত স্থ্য আছে, ততদিন অন্তার দিয়া ন্যায়কে ডুবাইতে পারিবে না, সত্যের জয়ে বাধা দিতে তোমার ক্ষমতা নাই।"

স্থুস্পষ্ট ঘুণার স্বরে কথা গুলি বলিয়া ধীর পদক্ষেপে গর্ন্ধিতা রমণী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে আর তিনি ভীমিদিংহের সহিত দেখা করিলেন না, ভাবিলেন পরদিন তাঁহাকে সকল বলিবেন।

₹

মহিষী চলিয়া গেলেন, তাঁহার তিরস্কার বজ্ঞের স্থরে রাণার মাথার মধ্যে অবি-শ্রাস্ক বাজিতে লাগিল—অবিশ্রান্ত তিনি শুনিতে লাগিলেন "যে বংশে দশর্থ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য প্রাণসম পুত্রকে বনবাদ দিয়াছিলেন দেই বংশে নাকি তোমার জন্ম ১'' রাণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ রাণা রাজিদিংহ আ্জ ক্ষুত্র শিশুর মত অধীর হইয়া বলিলেন "ছি ছি কি করিয়াছি সত্যের বংশে জনিয়া মেহের পদতলে ন্যায় বিদৰ্জন দিয়াছি ? ভগবান ! এই অকলম্ব স্থ্যবংশে কালীদিবার জন্যই কি এই কুলপোরকে এ বংশে প্রেরণ করিয়াছিলে !

মহারাজের অন্ধ নম্বন আজ হঠাৎ কুটিয়া উঠিয়াছে, এতদিন তিনি একথা এরূপ করিয়া কখনো ভাবেন নাই, তিনি ভাবিতেন যথন ভীমিদিংহ জয়িসিংহ এক দিনেই জ্মিরাছে তখন বড় ছোট হিসাবে কাহারে৷ রাজ্যে অধিকার জন্মে নাই, তাঁহার রাজ্য তিনি ষাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। স্নেচে অন্ধ হইয়া তিনি যে ইহার আর এক দিক একে-বারেই দেখিতেছেন না এ কথা তাহার মনেই আসে নাই, আজু অতি ভীষণরূপে সে ভ্রম সে মোহ তাঁহার ঘুচিয়া গেল। সমস্ত রাত রাজসিংহের নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত ছট ফট করিয়া তাঁহার কাটিয়া পেল। প্রভাত হইবা মাত্র প্রহরীকে বলি-লেন—"যুবরাজ ভীমিসিংহকে এথানে আসিতে বল'' "যুবরাজ ভীমিসিং!" প্রহরী আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহারা জয়দিংহকেই যুবরা**জ** বলিয়া জানে। সে যো তুকুম মহারাজ্ঞ বলিয়া বাহিরে আসিয়া একবার আশ্চর্য্য ব্যঞ্জক 'ছ্ম' করিয়া লইল, তারপর গুন্দ জোড়ায় সজোরে তা দিতে দিতে ভামিসংহের নিকট গমন করিল। পিতা ডাকিতে-ছেন শুনিয়া ভীমিশিংহেরও আশ্চর্য্য লাগিল, ঠাহার কাছে, ইহা বড় নূতন। পিতা তাঁহাকে ' আর কোন দিন ডাকিয়াছেন, বলিয়া কই মনে পড়ে না। ভীমিসিংহ ভাবিলেন "এ আবাৰ কি ? জয়সিংহকে ব্ৰাজা করিয়া আমাকে তাহার ভূত্য করিবার প্রস্তাব হইকে নোকি ? কিন্তু এহন্তে অসি ধরিবার ক্ষমতা যতদিন থাকিবে ততদিন যে জয়সিংহ সিংহাসনে বসিবে না তাহা বুঝি এখনো তিনি জানেন না" পিতার পক্ষপাতিতা স্থারণ করিয়া

ভীমসিংহ কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, একবার ভাবিলেন—'যাইব না' আবার ভাবিলেন 'না পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না—তাঁহার সমন্দে দাঁড়াইয়া আজ মুক্তকণ্ঠে মনের কথা প্রকাশ করিব"—ভীমসিংহ একরাশি ক্রোধ লইয়া পিতার নিকট আগমন ক্রিলেন— কিন্তু যথন রাণার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িন, রাজমুখে অস্বাভাবিক বিষয়তা দেখিতে পাইলেন, পিতার চিস্তাকুল নয়নের স্নেহ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি স্থাপিত দেখিলেন,--তথন ভীমসিংহ সে ক্রোধ কোপায় ফেলিয়া দিবেন যেন ভাবিয়া পাইলেন না ৷ ক্রোধ, প্রতি-শোধস্পহা তথন তাঁহার নিমেষে লয় পাইয়া গেল, সমস্ত হৃদয়ে কেবল একটি কটের ভাব হঃথের ভাব বই তথন আর কিছুই রহিল না। ভীমিসিংহের সেই ক্রোধহীন, প্রশান্ত, সম্মান-পূর্ণ ভাব দেখিয়া রাজা অবাক হইয়া গেলেন। তিনি এতক্ষণ যে ভীম-मि: इटक (मिशदन ভाविया ছिल्मन, तम **ভौमिन: इटक ना दम्थिया अवाक इ**हेया त्मद्रम । তাঁহার অন্যায়ের বিচারক, বদ্ধ ক্রকুটি, ক্রদ্ধ মুথ ভীমসিংহের পরিবর্তে তাঁহার আপনার স্লেহময় বালক সন্তানকে পূর্ণ সন্মান ভরে আভব!ে করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন ৮পুত্রের সে সন্মান সে প্রশাস্ততা সে ভক্তির ভাব রাণার হৃদয়ে যেরূপ অত্যতাপের অনল জালিয়া দিল—ভীমদিংহের সহস্র ক্রকুটি ্স্র ক্রোধও তাহা পারিত না। লজায় ্রতাপে রাজা আর তাহার দিকে চাহিতে পারিলেন না, মুথ নত করিয়া লইয়া ধীরেধীরে বলিলেন—"বৎস ভীমসিংহ ?" সেই স্নেহের স্বরে ভীম ি র চমকিয়া উঠিলেন। মহারাজ ত কখনো তাঁহাকে এরপ আদর করিয়া ডাবেন নাই! এ পর্য্যন্ত তিনি পিতার কাছে অনাদরই পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মনে আছে, বাদক কালে এক দিন ছই ভাইব্নে উদ্যানে থেলা করিতেছিলেন, রাণা সেই উদ্যান দিয়া যাইবার সময় জয়সিংহকে আদর করিয়া গেলেন — কিন্তু তাঁহার সহিত একটি কথাও কহিলেন না, অভিমানী বালক সেথান হইতে চলিয়া গিয়া মাশ্লের কোলে মুথ লুকাইয়া কতনা কাঁদিয়াছিল—কিন্তু কাঁদিবার কারণ মাকেও দে বলে নাই। তাহার পর বড় হইয়া পদে পদে পিতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া আসিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও রাণা সম্মানংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া পুরাইয়া দিয়াছেন। ভীমিসিংহের জন্য তাঁহার পিতার হৃদয়ে যে একবিন্দু স্লেহের স্থান আছে তাহা ভীমিসিংহ এ পর্য্যস্ত মনেই করেন নাই—হঠাৎ এতদিনের পর আজ যথন পিতা স্নেহভরে ডাকিলেন—"বংস ভীমিসিংহ!" তথন তাঁহার হানয় তোলপাড় হইয়া উঠিল, কম্পিতকঠে ভীমিদিংহ বলিলেন—"পিতঃ"। এতদিন তিনি মহারাজ বলিরাই সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বৎস আমি তোরার উপর অত্যন্ত অন্যায় করিষাছি—আমাকে ক্ষমা কর''—ভীমসিংহের বীর নেত্র দিয়া অশ্রবিন্দু পড়িল, এ অশ্রু সম্ভানের অভিমানাশ্র। পিতা তাহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছেন এত দিন পরে যে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, এত দিন পরে যে তিনি তাহাকে পুত্রের স্নেহ দিলেন—সেই আহ্লাদে তাঁহার অভিমান আর রহিল না।

এরপ ভাব আগে কখনো তিনি অমূভব করেন নাই। উথলিত-চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন—"পিতঃ তোমার স্নেহে সন্দেহ করিয়া এতদিন দূরে দূরে যদি না থাকিতাম ভাহা হইলে কি সে স্নেহ হারাই পিতা ? সে জন্য আমিই তোমার কাছে দোষী, তুমি আ-মাকে ক্ষমা কর"। ভীমিসিংহকে নীরব দেখিয়া রাজা বলিলেন —"বংস তুমি ক্ষমা করিতে না পার—আমি এই আবাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমার অন্তর-দেবতার নিকট, আমার ঈশ্বরের নিকট দোষমুক্ত হইব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ন্যায্য অধিকার আমি তোমাকেই দান করিব, রাজ মুক্ট তোমারি মন্তকে বংদ শোভিত হইবে। কিন্ত আমি দিলেও সন্মুথে একটি প্রতিবন্ধক, বাহা জন্মদিংহের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, আমারি দোবে দে তাহা পাইবার আশা করিতেছে, এখন হঠাৎ নিরাশ হইয়া সে অল্লে ছাড়িবে না-রাজ্য লোভে দেশ অরাজ্ক করিয়া তুলিবে-ইহার প্রতিকার এক ভিন্ন অন্য নাই।''—বলিয়া রাজদিংহ কটি হইতে অদি কোষমুক্ত করিয়া উঠাইয়া ধরিলেন। প্রভাত রশি তাহার উপর চক চক করিরা উঠিন, তিনি তাহা ভীমসিংহের হাতের কাছে ধরিয়া বলিলেন—"লহ বৎস—এই অসি তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া এস। এক জনের রক্তে শত শত প্রাণীর রক্ত পাত নিবৃত্তি হউক, অন্যায়ের পতনে নির্কিবাদে ন্যায়ের জন হউক। বৎস শিহরিয়া উঠিও না, কংঠার কর্তব্যের নিকট পিতা মাতা ভাই ভগিনী পদ্দী পুত্র সৈহ মমতা কাহারো স্থান নাই"—রাজিসিংহের স্বর কাঁপিয়া আসিল, এ সত্যের ভীষণতা তিনি মর্ম্মে আজ অনুভব করিতেছিলেন। ভীমিদিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজের মনের দারুণ অবস্থা ছবির মতন তাহার নিকট স্থাপ হিল, কর্তুবোর জন্ম তিনি যে আপনার অধিক স্নেহের ধনকে বিসর্জন দিতে-ছেন—তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, পিতার সে উদারতা, সে মহত্ব পুত্রের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার পিত্ভক্তি সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল, ভামিদিংহ ব্ঝিলেন, রাণা যে অসি জয়সিংহের বুকে বিধাইতে দিতেছেন তাহা প্রক্ত পক্ষে তাঁহার নিজের বুকেই বিধাইতে দিতেছেন। মুথে আর ভীমিদিংহের কোন কথা ফুটিল না, মর্নে মনে বলিলেন—"পিতা তুমি দেবতা।"

রাজিদিংহ পুত্রকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন—"বৎদ শিহরিয়া উঠিও না, এ হত্যায় পাপ নাই, ভারদিদ্ধির জভ, দেশের মঙ্গলের জভ ভূমি একাজ করিতেছ—যদি ইহাতেও পাপ হয়, যেঁপাপ তোনাঁর নহে, সে পাপ আমার। আমার আদেশে তাহা তুমি সম্পন্ন কর"। ভীমসিংহের কথা ফু**টিল—ভী**মসিংছ পিতার হস্ত হইতে অসি লইরা তাঁহার চরণতলে রাথিয়া বলিলেন—"পিতঃ অসি ফিরাইয়া লউন—ইহাতৈ আম।র আবিশ্যক নাই। আপনি আমার প্রতি বে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রায়-'শ্চিত্ত করিয়াছেন, আপনার কর্ত্তব্য আপনি পুর্ণমাত্রায় পালন করিয়াছেন—এখন আমার কর্ত্ব্য আমি পালন করিব, আমা হইতে যাহাতে রাজ্যের একবিন্দু শোণিত পাত না হয়, যাহাতে কণা মাত্র পাপ চিস্তাও ক্ষাসিংহকে স্পর্শ না করে তাহাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিব। আপনি আজ আমাকে বে অধিকার দান করিলেন— আমার সেই অধিকার আমি আজ জয়সিংহকে দান করিলাম। আজ হইতে রাজ্য ন্যায্য রূপে তাহার হইল। এখানে থাকিলে কি জানি যদি মোহবশত কখনো রাজ্যে লোভ আসিরা পড়ে—আমি মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আজ আপনি বে স্নেহ দিয়াছেন, যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন সেই হুর্নভ সম্পত্তি হৃদয়ে লইয়া আমি আজই জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব—ইহার যদি অন্যথা হয় ত আমি আপনার সন্তান নহি,"।

রাণাকে কথা কহিবার—বাধা দিবার সময় না দিয়া ভীমসিংহ পিতৃচরণ স্পর্শ করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন—মহারাজ স্তম্ভিত হইরা দাঁড়াইরা রহিলেন।

সেই দিনই ভীম সিংহ স্বহস্তে জয়সিংহকে রাজমুক্ট পরাইয়া দিয়া ওাঁহার প্রিয় বৈন্য সামস্ত দলবল লইয়া দেশ ত্যাপা করিয়া চলিয়া গৈলেন—আর্র কথনো ফিরিয়া আসিলেন না। অনেক দিন পরে তাহার সঙ্গীরা অনেকে মিবারে ফিরিয়া আসিল কিন্ত ভাঁহাকে ব্লইয়া নহে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া।

मगाश्च ।

## হেঁয়ালি নাট্য।\*

নিমন্ত্রণ সভায় চণ্ডীচরণ বাবু ও কেবলরাম।

কেবল রাম। মশায় ভাল আছেন ?
চণ্ডী। "ভাল আছেন" মানে কি ?
কেবল। অর্থাৎ স্বস্থ আছেন।
চণ্ডী। স্বাস্থ্য কা'কে বলে ?

<sup>\*</sup> হেঁমালি বাহির করিবার নিয়ম এই; সমস্ত হেঁমালি নাট্যটার মধ্যে এমন একটা কথা রাথা হর, বাহা হই তিন ভাগে ভাগে করিলেও প্রত্যেক ভাগের একটা ভার্থ পাওয়া বায়। বেমন—মনে কর পাগোল শব্দ। এই শব্দকে পা এবং পোল এই হই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে একটা অর্থ থাকে। এথন হেঁয়ালি নাট্যের মধ্যে স্থানে হানে কোথার পা শব্দ কোথাও গোল শব্দ, এবং কোথাও বা পাগল শব্দের সমস্ত টা ব্যবহার করা বায়। ইহা হইতে আদল কথাটি আন্দান্ধ করিয়া পাঠকদের ব্রিয়া লইতে ইইবে।

গত বাবের বালকের হেঁরানি নাট্যের উত্তর 'নানা'। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চক্র সান্ধ্যাল ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পুগুরীক ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

কেবল। আমি জিঞাসা কর্ছিলেম মশায়ের শরীর গতিক-

চঞী। তবে তাই বল। আমার শরীর কেমন আছে জান্তে চাও। তবে কেন বিক্তাসা করেছিলে, আমি কেমন আছি ? আমি, আর আমার শরীর কি একই হল ?

(करन। चांद्ध नां, এक (क रहा ?

**छ**थी। তবে ? তবে কেন जिब्बाना कतल आदि कमन आहि। आदि क आति সেইটে বল।

কেবল। আজে, ভাপনি চণ্ডীচরণ বাবু।

চণ্ডী। "শে বিষয়ে গুরুতর তর্ক উঠ্তে পারে।

কেবল। তর্ক কেন উঠ্বে । এ কথা সকলেই জানে। আপনি বরঞ্চ আপনার পিতাঠাকুরকে জিজাসা করে দেখুবেন।

চণ্ডী। একটা কথা উঠুলে তোমরা কেবল তার পল্লব গ্রহণ করে কান্ত থাক, তার मून अञ्चनकान करत्र रनथ ना। नाम जिनिष्ठी कि ? नाम जूमि कारक वन ?

কেবল। (বহু চিস্তার পর) নাম হচ্চে মাতুষের পরিচয়ের—

চণ্ডী। নাম কি কেবল মাহুষেরই আছে, অন্য প্রাণীর নাম নেই!

टकरन। ठिक कथा। माञ्च जर अन्ताना थानीत পরিচরের ←

চণ্ডী। কেবল মাত্রৰ এবং প্রাণীর ছাড়া আর কিছুর নাম নেই ? বস্কর নাম নেই ?

কেবস। ঠিক বলেচেন—মাতুষ, প্রাণী, এবং বস্তর—

চণ্ডী। কেবল কি তাই ? শল, স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই ?

েকেবল। তাও ড বটে। মামুষ, প্রাণী, বস্তু এবং শব্দ স্বাদ, বর্ণ, প্রভৃতি অবস্তর—

কেবল। আরও "এবং" আছে १

চণ্ডী। সামাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির-

কেবল। এবং আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির—

চণ্ডী। এবং যাবতীর পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার-

কেবল। এবং বাৰতীয় পরিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

(क्वन। (क्वां इरेब्रा) "ववं:" ना विन्ना विश्वान वक्वा "रेडांनि" वना याक् ना!

हा। आहा, रेजानिहे वन। **এখन সমস্টা कि माँजान' अ**नि!

কেবল। (মাথা চুল্কাইয়া) আমার শ্বরণ নেই। তবে মর্ম্বটা কতক্টা বলবার চেষ্টা কর্ত্তে পারি।

**छ**ो। बाक् जाई वन।

Сच्चन। नाम इ.क., माल्यावत अदः अवस्तत, ना वस्त, ना वस्त अदः अवस्तत, • अवः

যাবকীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাল ভিন্ন ভিন্ন যাবকীয়—না—বাবজীয় কিমা ভিন্ন ভিন্ন, কিমা বাবতীয় অবস্থা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন এবং যাবতীর অবস্থা কিলা ঠিক তার বিপদীত – দূর হোক সমস্ত গোলমাল হরে বাচ্চে – বড় বড় বাঙ্গলা কণা जामात मूर्थ ठिक जारम ना। अक कथात्र, नाम इस्क्र मानूरवत्र अवः आनीत्र अवः - एत কর – মাহুষের এবং প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচরের উপার।

চণ্ডী। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক ওঠে। পরিচয় কাঁকে বলে ?

কেবল। (ব্যাকুল ভাবে) আমি কিছু জানিনে; মশায় বলুন।

চঙী। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিয়া অপদার্থের প্রভেদ অবগত হরে তাদের স্বতম্ব করে ছানা। এই ঠিক কি না ?

কেবল। হাঁ, এইত ঠিক কথা।

চণ্ডী। তুমি তা হলে অস্বীকার করচ ন!।

কেবল। আজেনা।

চণ্ডী । যদি অস্বীকার কর, তা হলে এ সম্বন্ধে গুটিকত তর্ক আছে।

কেবল। না আমি কিছুমাত্র অস্বীকার কর্চি নে!

**छ**ी। মনে কর यहिंहे कता

কেবল ৮ (ভীত ভাবে) আজে না, মনে করতেও পারিনে।

চণ্ডী। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে !

(कदन। कांत्र नांधात्न रे एव करत्र। अपन क्रः नांश्तिक एक आहि।

চণ্ডী। আচ্চা এটা যেন স্বীকার করলে; তার পরে; নামই যদি পরিচরের এক-মাত্র উপায় হবে, তবে কি আমার' চেহারা আমার পরিচ্যের উপায় নয়? আমার অন্যান্য নানা লক্ষণ আমার পরিচয়ের উপায় নয় 📍

কেবল। আমি আজ সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেচি বে, নাম কা'কে বলে তা আমি কিছু-মাত্র জানতুম না। আপনি অত্প্রহ করে বলে দিন।

চণ্ডী। ভাষার দারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্রা নির্দিষ্ট করবার একটি কুত্রিম উপায়কে বলে নামকবল। একথা যদি অস্ত্ৰীকার কর -

কেবল। না, জামি অস্বীকার করিনে।

हा। क्वन जर्कत अबूद्धारि यनि अबीकांत्र करं -

কেবল। তর্কের অপুরোধ কেন বাবার অমুরোধেও অস্বীকার করতে পারিনে।

চণ্ডী। 'এর কোন একটা অংশও যদি অসীকার কর।

কেবল। এক্ট অক্ষরও অস্বীকার কর্ত্তে পারিনে।

हिं । **बेहें मत्न कंद्र, "कृ** जिम" कथा नयत्त्र नामा छर्क छेर्ट्ड शांद्र !

েকেবল। ঠিক তার উল্টো, ঐ কথাতেই সকল তর্ক দূর হয়ে যার।

চণ্ডী। আছো, তাই যদি হল তাহলে এস এখন মীমাংসা করা বাক্, আমার নাম কি ?

কেবল। (হতাশ ভাবে) আপনিই মীমাংসা করুন। আমার ক্ষিধে পেরেছে।
চণ্ডী। আমার শত সহস্র নাম আছে, তার মধ্যে কোন্ নামটা তুমি গুন্তে চাও!
কেবল। যেটা আপনি পছন্দ করেন।

চণ্ডী। প্রথমে বিচার কর্ত্তে হবে কিসের দক্ষে আমার প্রভেদ নির্দেশ কর্ত্তে চাও। যদি পশুর সহিত আমার প্রভেদ নির্দিন কর্ত্তে চাও তবে আমার নাম মানুষ। যদি খেত পীত প্রভৃতি পদার্থের সহিত আমার প্রভেদ নির্দেশ কর্ত্তে চাও, তবে আমার নাম—

(कवन। कारना।

চণ্ডী। না, শামলা। যদি ছেলের দক্ষে আমার প্রভেদ নির্দেশ কর্ত্তে চাও, তবে

**टक्वा** वूड़ा।

চণ্ডী। না, মধ্যবয়সী। যদি রোগার সঙ্গে চাও তবে আমার নাম—

কেবল। মোটা।

চণ্ডী। না দোহারা।

কেবল। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশার।

চণ্ডী। একটি মনুষ্য বিশেষের মধ্যে, একটি উজ্জল শ্যামবর্ণ মনুষ্য-বিশেষের মধ্যে, একটি পূর্ণযৌবন হুইপুই মনুষ্য বিশেষের মধ্যে এবং উক্ত উজ্জলশ্যাম পূর্ণযৌবন হুইপুই মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া মে দকল পরিবর্ত্তন অহরহ সংঘটিত হইতেছে, সেই দকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করিতেছে, তাহাকেই একদল লোক চণ্ডীচরণ নামে নির্দেশ করে।

কেবল। মশার, বেলা বিস্তর হল, অত্যম্ভ কুধাহতব হয়েছে, এবং আহারও প্রস্তুত, চলুন আহার কর্তে যাওয়া যাক্।

চণ্ডী। রোদ, (হাঁত চাপিয়া ধরিয়া) এখনো আদল কথাটার মীমাংদা হল না।
তুমি জিজ্ঞাদা কর্ছিলে, আমি ভাল আছি কি না। এখন প্রশ্ন এই, তুমি কি জান্তে
চাও ? আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জান্তে চাও না মহুষ্য কেমন আছে
জান্তে চাও, না—

কেবল। গোড়ার কি জানতে চেরেছিলুম তা বলা ভারি শক্ত। কিঁছ আপনার সঙ্গে কথা করে এখন এইরকম অনুমান হচ্চে যে, আপনার "সজ্ঞান ঐক্য" কেমন আছেন এইটে জানাই আমার অভিপ্রায় ছিল।

চত্তী। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

क्विता। आमात अभवाध रामात, मांभ करून, आमि (थट गरि, आरादित भूटर्स এরকম প্রশ্ন আমি আপনাকে আর কথনও জিজ্ঞাসা করব না।

চণ্ডী। (মনোযোগ না করিয়া) "আমি ভাল আছি কি না" জিজ্ঞাসা কর্লে প্রথমে দেখা আবশাক—আমি কে, তার পরে দেখা আবশাক ভাল মন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির কর্তে হবে আমার দম্বন্ধে ভালই বা কি আর মন্দই বা কি ! তার পরে দেখতে হবে, বৰ্ত্তমানে যা ভাল তা —

কেবল। মশায়। আপাততঃ আমার ক্ষিধে পেয়েছে আমাকে ছেড়ে দিন। বরং "আপনি কেমন আছেন" এ কঠিন প্রশ্নের জ্বাব আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিনস্থির করে দিন — আমি যে নিতান্ত বাল্ড হয়েছি তা নয় — আড়াই সপ্তাহ পরে দিলে ও আপনি নিশ্চয় জানবেন ভবিষ্যতে এরকম কটিন প্রশ্ন আপনাকে আর কথনও জিজ্ঞাসা করব না !

#### গান অভ্যাস।

রে স্থর কোমল হইলে রে না লিখিয়া রি লিখিতে হইবে। গা স্থর কোমল হইলে शा ना निथिया (महे ऋत्न श त्नथा याहेरव। धा खत्र कामन हहेतन धा ना निथिया ध निशिष्ट इटेरवे नी कामन इटेरन नीर्प नी'त পরিবর্তে नि निशिष्ट इटेरव। म सूत्र कि इरेल म ना निथिया मा निथित्व रहेत्व।

মধ্য সপ্তকের স্থরে কোন চিহ্ন থাকিবে না, উপরের সপ্তকের স্থরের মাথায় কিন থাকিবে এবং নিম্নপ্তকের স্থারের নীচে কসি থাকিবে।

গানের পদের একেকটা ভাগের পর একেকটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে এবং একে-কটি পদের পর ছইটা করিয়া দাঁড়ি থাকিবে। একেকটি স্থর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে ততগুলি কসি চিহ্ন তাহার পার্ষে স্থাপিত হইবে। অর্দ্ধ মাত্রার স্থলে ক্ষির পরিবর্ত্তে বিন্দু চিহু ব্দিবে। সহজে একটি অক্ষুর উচ্চারণ, করিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। তালের-->, ২, ৩, ৽, যথাস্থানে স্থরের মাথার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

গানের যে অংশটুকু ছুই বিন্যুক্ত দাঁড়ির মধ্যে (॥: :॥) লিখিত হুইবে তাহা ছুইবার করিয়া গাহিতে হইবে।

যে স্থরের নীচে হসন্ত চিহ্ন থাকিবে সেই স্থ্র স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে মাত্র। "তুমি হে ভরদা মম" এই গানটীর তাল ঝাঁপতাল। ইহাতে চারিটি করিয়া তাল থাকে। ইহার প্রত্যেক ভাগে ছটা তাল থাকে এবং সেই ছটা তাল পাঁচটি মাত্রা লইয়া থাকে। প্রথম ও তৃতীয় তাল প্রত্যেকে তিনটা মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ তাল প্রত্যেকে ছইটা মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। \*

#### রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

ক্রমি হে ভরদা মম, অকুল পাথারে; আর কেহ নাহি যে, বিপদ ভর বারে, এ আধারে যে তারে।

এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে; কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে। করিয়ে ত্থ অস্ত স্থ্বসন্ত হুদে জাগে, যথনি মন আঁথি তব জ্যোতি নেহারে। জীবন স্থা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা, ভৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে।

#### রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

भ-গ-রে-রে-রে-। **२**॰রে॰भ॰রে॰भ-পা-পা-। (সানিধানি)--নি॰ধা• তুমি হে সা य ম নি-পা-। म-গ-म-गं॰म॰भ-॥ म-গ-গ-রে-রে-। **91** • থা রে আ হ मा--। मा-मा-नी-मा-द्र-। मा॰नि॰शः॰नि॰नि॰शं॰नि-পা-। म-नि-এ আঁ বি य বা রে <sup>1</sup>नि॰श॰नि—शं—। म-গা—म-গा॰म॰शा—। म-গ-রে-রে-রে-। म॰রে॰ তুমি হে . রে তা - রে বে (प्रानिधान) - - नि॰धा नि - शा - । মূ —গা —ম -91 তু মি 9 **I** গ ভ য় मा-नि-नि-शं नि--। शं नी-नी-मा-मा-शं-। नी-नी-मा-मा-স† মি ব্রে

<sup>\*</sup> পূর্ব্বে বালকে গান অভ্যাদের সঙ্কেত বিস্তারিত রূপে প্রকাশ হইরা গ্রিরাছে, কিন্তু ভারতীর পাঠকগণ সম্ভবতঃ দে সঙ্কেত পড়েন নাই, তাই তাঁহাদের স্থবিধার জন্য সেই বিস্তারিত সঙ্কেত সংক্ষেপে এইথানে এবার সমাবিষ্ট হইল। যদি তাঁহাদের ব্বিবার পক্ষে এ সঙ্কেত স্থস্পষ্ট হয় নাই এমন বুঝিতে পারি ত অন্য বারে বালক হইতে সেই বিস্তারিত সঙ্কেতি পুনঃ প্রকাশিত করা বাইবে।

—নী—সা—রে—গ্সা—। সা—নি—নি•ধা•নি•পা•—। পা—সা—নী—সা— গ ত সং সা রে কে ম নে ব \_\_\_\_\_ ১ ২ ,৩ • জ গ ত সং (त-। (मानिशानि) - - धा-भा-म-। भा०धा नि०मा नि०धा नि०भा-। य-ল দী নজন ছা ড়ে তো মা २ ७ গা—ম—গা॰ম॰পা—। ম—গ—রে—রে—রে—। ম৽রে৽ম৽রে৽ম—পা—পা—। **जूमि एक् त**्रागम य রে . . . (সানিধানি)— —নি•ধা•নি—পা—। य—গা—ম———॥ ॥: পা—সা—নী—সা— কু ল পা থারে করিয়েছ \_ ° ১ ২ ৩ ° ° ১ ર  $\overline{(3-1)}$  (त्रीनिशनि) - - श-- श-- श - ।  $\overline{(3--7)}$  - श - ।  $\overline{(3--7)}$  - - ॥ = । অ স্বস্ত স্<sup>∸</sup>দে জা গে • ১ ২ ৩ ٥. मा-मा-त्र-त्र-त्र- । य॰ द्र >य॰ द्र ॰ यं-भा-भा-। नि॰ धा॰ नि-नि॰ धा॰ नि-य थ निमान जाँ थि छ ব জো छ 🗀 🔹 ১ পা-। म-गा-म-गा-म-शा-। म-ग-त्त-त्त-त-। म-त्र-मे-त्र-म-নে হারে যথনিম ন আমাঁ থি ২ ৩ ১ ২ ર পা-পা-। नि॰ था॰ नि-नि॰ था॰ नि-शा-। म-शा-म--। शा॰ म॰ शा-ব জ্যো তি নে হা রে পা—পা—ধা—। সা॰नी॰সা—সা—न। সা॰नी॰সা—গ॰রে॰গ—রে—। সা— ব ন স ,থা তুমি বাঁচিনা তোমা •o জী বনস **ধা** তুমি \* ১ . ২ ৩ বি না সা॰নী॰সা—গ॰রে॰গ—রে—। সা—নি—নি—নি৽ধা৽নি৽পা৽। পা—সা—নী— ম-গা-ম-গা • ম • পা- ॥ মারে। ঞ্জীমতী প্রতিভা দেবী।

# त्जीशनी।

দশ বংসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি ুদ্রৌপদী চরিত্র সমালোচনা করিয়া ছিলাম।
অন্যান্য আর্য্যনারী চরিত্র হইতে দ্রৌপদী চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথা
সাধ্রদেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তন্ধ, তাহার কোন
কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তথন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ
হয় সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

ে তত্ত্তার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্—এক নারীর পঞ্চামী, অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জদ্যের সামঞ্জদ্য কোথা হইতে হইল ?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারত-বর্ষীয়েরা বর্মর জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্মকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চপাণ্ডরের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক না থাকুক্ এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথা গুলা বলিতে বড় মজুবুত।

ইউরোপারেরা এ দেশীর প্রাচীন গ্রন্থ দকল কিরূপ ব্রেন, তিরিবরে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইরাছিল। আমার এই বিশ্বাস হইরাছে, বে সংস্কৃত লাহিত্য বিবরে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কত, বেদ স্বৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কার্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না; আর মুর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসন্ধিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত ন্তন
ন্তন গ্রন্থ আবিস্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থ গুলির তুলনায়, অস্ততঃ আকারে, ইউ-রোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়ন,
যেমন বটব্রক্ষের তুলনায় উইলো কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিদ্ধু গোদাবরীর তুলনায়
গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্ক্তী নির্মারিনী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একথানি
ইউরোপায় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষ্দ্, গৃহাস্ত্র,
শ্রোত স্ব্র, ধর্মস্ত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, প্রাণ, ইতিহাস
স্বৃতি, কাব্য, অলক্ষার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত
গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাজ্বন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্রনীয় প্রাচীন-

ভত্ত সমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুনাক্ষরে এমন কথা নাই, যে প্রাচীন আর্যিদিগের মধ্যে ন্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্সামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্তা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না-দীতা, দাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়স্ত্রী প্রভৃতি খণ্ডর ভাস্করের সন্মুথে নগাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতে ছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য সংসারে হুর্লভ।

দ্রোপদীর পঞ্চমানী হইবার স্থল তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীনাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয়, যে এ কথাটা আদে ঐতিহাসিক, না কেবল কবি কল্পনা মাত্র ? সত্য সত্যই জৌপদীর পঞ্জামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন ? মহাভারতের বে ঐতিহানিক ভিত্তি মাছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাদিক ইহা দিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রকিপ্ত, তাহা ঐতিহাদিক নহে-এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু জৌপদী চরিত্র প্রক্রিপ্ত বলা যার না—জৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত! তা হৌক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে সঁকলেই যে ঐতিহাদিক, এবং সত্য, ইহা বলাও ছঃসাহসের কাব। যে সময়ে কবিই ইতিহাস বেতা, ইতিহাদবেতাও কবি, দে সময়ে কাব্যেও ইতিহাদ বিমিশ্রন বড় সহজ। সত্য কথাকে কবি স্বৰূপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। ক্রোপদী যুধিষ্ঠিরের মহিধী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল-তিনি যে পঞ্চপাণ্ডবের মহিধী ইহাও কি ঐতিহাসিক দত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সমুদ্র মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্ঘ্য-স্ত্ৰীলোক অন্য বিবাহ করিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে কোন মনুষ্যের প্রতি হত্তে ছয়টি করিয়া, ছই হত্তে ছাদশ অসুনি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে কোন মহুষা চকুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্ঠান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে মহুষ্যঞ্জাতির হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মহুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি জৌপদীর বছবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, বে পূর্বে আর্য্যনারীগণ-মধ্যে বছবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ, যে এরপ প্রথা ছিল না, কেন না জৌপদী সম্বন্ধে এমন মলৌকিক ব্যাপার কেন ষ্টিল, তাহার কৈফিরং দিবার জন্য মহাভারতক:র পূর্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা ক্রিতে বাধ্য হইরাছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাগুরদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে, কবি এমন একটা কথা, তর্বশেষকে পরিক্ট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চয়ামীর ঔরসে পঞ্চপুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে ক্ইটি কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। ফাহারও ঔরস নিম্পল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বখামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্কেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দেশ বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্ম, ঘটোৎকচ, বক্রবাহন কেমন জীবস্তা!

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি জৌপদীর পঞ্চবিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি জৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আবে চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা, জানি কিছ নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, যে তাঁহানের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিছির ও ভীমার্জুনের জীবনী ; অন্য ছই পাণ্ডব তাঁহানের ছায়া মাত্র—কেবল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাল করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারায়্মক নহে। জৌপদীর পঞ্চ বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেকায়ত অনেক ভারতর।

এখন, যদি দ্রোপদীর পঞ্চ বিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্মাকরী কল্পনার অমুবর্তী হইলেন ? বিশেষ কোন গৃঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটল পথে যাইবেন কেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি ? পাচক যদি ইং-রেজদিগের মত বলেন "Tut! clear case of polyandry!" তবে সব ফ্রাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগুঢ় তত্ত্ব অমুসন্ধান করিতে হইবে। •

সেই তত্ত্ব অমুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাম্পদ লেথকের একটি উক্তি
আমি উদ্বৃত করিব! কথাটা প্রচারে প্রকাশিত "ক্ষচরিত্র"কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ইইয়াছে—

বুঝাইতেছি।

"গ্রীকৃষ্ণ মর্ত্তা শরীর ধারণ পূর্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত-প্রণয়নের পূর্মকাল হইতেও যে, প্রীকৃষ্ণে একটা অভি-মানুষ ঐশী শক্তির আবিভাব লোকের বিশ্বদিত হইয়াছিল; তাহাও প্রামাণিক বিশিয়া বোধ হয়। স্নতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থের যে সেই বোধের একটা অপূর্ম প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমা-দের বোধ হয়, মহাভারতরচরিতা কর্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রাভৃতি তাঁহার বছবিব উদ্দে-(भार मध्य अर्जून এবং ভদ্রাকে **আদর্শ-নর-নারী ক**রিরা বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশরে অচনা ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশবের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটা বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখা-ইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে **এশী শক্তিটী কোন** পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন ক্ৰিক ৰ্ভুক্ট কথন খুত হয় নাই। আদি ক্ৰি বাল্মীকিও তাহা ধ্রিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দূর সম্পন্ন হইতে শারে, তত দুর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম ''নির্লিপ্ততা"। এক্লিঞ্চ মনুষ্যরূপী 'নির্লেপ'।"\* এই "নির্লেপ," বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে বাহাকে "বৈরাগ্য" বলে, তাহা নহে। আৰ্কি ইহার মর্ম বতদ্র বৃঝি, গীতা হইতে একটি লোক উদ্ভ করিয়া তাহা

> . রাগদেষবিমুকৈস্কবিষয়ানিঞ্জিকিস্করন্। আব্যবশোর্বিধেয়াআ প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

আসক্তি বিষেষ রহিত এবং **আন্মার বশীভূত ইন্দ্রির সকলের দার। (ইন্দ্রিরের)** বিষর সকল উপভোগ করিয়া সংয**তায়া পু**রুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষরের উপভোগ বর্জন নিপ্রয়োজন। এবং বর্জনে সংলেপীই ব্ঝায়। বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই ব্ঝায় যে ইন্দ্রিয়ে এখন আঞালিপ্ত আছে—বর্জন ভিন্ন বিছেদ এখনও অসাধা। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগাথাকিয়াও তাহাতে অনুরাগ শুনা, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুঠেয়ক সন্দ্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ঠ নহে। তিনি পাপ ও ছঃখের অতীত।

এইরপ "নির্লেপ" বা "অনাগঙ্গ" পরিক্ষৃ ট করিবার জন্য হিন্দুশান্তকারের। একটা কৌশল অবলম্বন করিরা থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রার ইক্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেটিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী প্রাণকারের। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের লাধন প্রাণ্ডান

এতুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাথ ১২৯০।

লীতে এত বেশী ইক্রিয়ভোগ্য বস্তব আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাদঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপিনী। তৎ স্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকার্চা। পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্মাত্মার নিকট বছ দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানির নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাদ্য, তেমনি পঞ্জামী অনাসঙ্গুক্তা দৌপদীর নিকট এক মাত্র ধর্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষা-পক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি গৃহধর্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অমু-ছেয় কর্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দৌপদী চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম অতিহঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় ক্ষতি হইয়াছে যে দৌপদীর অর্জ্জুনের দিগে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপ ফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

'বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায়, যে জৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন ? হিন্দু শাস্ত্রামুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অব্ধর্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা দিদ্ধ হর। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্মার্থে निर्द्धासनीय—त्करन देखिय पृथित कन मार्ज। किन्न त्जीभनी देखियस्थ निर्विश ; ধর্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐক্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিল্ল হইল। স্বামীর ধর্মার্থ দ্রোপদী সকল স্বামীর ঔরদে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশত: আর সম্ভান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্যা।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি কেহই এমন বুঝিবেন না যে যে স্ত্রীলোক অনা-সঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্ত দ্ধি হইয়াছে, মহা-পাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদুষ্টে যাহা घिषा ছिन, ज्ञीत्नात्कत्र शत्क त्यम महाशाश आत कि हूरे नारे। कि स त्योशनीत हिन्द-শুদ্ধি জ্যারাছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্মে পরিণত ক্রিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেথাইয়াছি, যে দ্রৌপদী ধর্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; দে দর্শ কথন ক্থন ধর্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জরের কোন অসামঞ্জন্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কান ধর্ম সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা। শ্ৰীবৃদ্ধিমচক্র চট্টোপাধায়।

# হুগলির ইমামবাড়ী।

### চতুঃত্রিংশ পরিচেছদ।

যে সন্ধার মুলা নৌকার স্বামীর উদ্দেশে গমন করিতেছিল, সেই সন্ধার মহম্মদের নৌকা হুগলী হইতে তিন চার ক্রোশ দূরের একটি গ্রাম-তীরে আসিয়া লাগিল, ঝড় বৃষ্টিতে মাঝিরা কোন মতে নৌকা আর বেশী দূরে লইয়া হাইতে পারিল না। কিন্তু বাডীর এত নিকটে আসিয়া নৌকায় বন্ধ হইয়া বসিয়া থাকা মহম্মদের পক্ষে নিতান্ত ক্রত্রর হইয়া উঠিল, বাড়ী যাইতে তিনি এত অধীর হইয়া পড়িলেন যে ঝড় নিবৃত্তির জন্য কোন মতে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, . সেই ছর্যোগের মধ্যেই নৌকা হইতে নামিয়া স্থল পথে বাড়ী যাত্রা করিলেন, ভাবিলেন ছগলিত এখান হইতে অধিক দরে নহে, দ্রুতপদে চলিয়া অতি শীঘ্রই বাড়ী গিয়া পঁছছিবেন। কিন্তু অল্লুর গিয়াই তাঁহার সৈ ভ্রম দূর হইল, বৃষ্টি বাতাদে প্রতিপদে বাধা পাইতে লাগিলেন, অন্ধকারে পথ বিপথ তাঁহার চক্ষে দব একাকার হইয়া যাইতে লাগিল। এই দব বাধা বিদ্ন অতি-ক্রম করিয়া অনেক করে, অনেক পরিশ্রমে—তিনি যথন গৃহ দ্বারে আসিয়া পাঁছছিলেন— তথন প্রাক্ত প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু এথানে পাঁছছিয়া তাঁহাদের সেই পুরাতন পরিচিত বাড়াটা যথন তাঁহার চোথে পড়িল-তিনি শ্রান্তি অবসাদ দকল ভুলিয়া গেলেন, বহু-দিনের পর মুল্লাকে দেখিবার আানন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি কম্পিত হৃদয়ে ক্রত পদে মুলার গৃহে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু মুলা কোথার ! দেখিলেন তাহার শ্যা অমনি পড়িয়া আছে, অনেক দিন যেন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই, একটা কপ্তের বিহাৎ—একটা ভীষণ ছাশ্চস্তা তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া গেল,—তিনি দে ঘর ফেলিয়া আকুল হৃদয়ে অন্য ঘরে ঘরে মুনাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কোথাও তাহাকে পাওয় গেল না, মহম্মদ বিদীর্ণ হৃদয়ে অজ্ঞানের মত ভোলানাথের বাড়ী আসিয়া উপ-श्चि हरेलन, (ভाলানাথও নাই, उाँहात खी महत्रनरक ममख वार्गात श्र्विया विल्लन। ভনিয়া তিনি উন্মত্তের হত তৎক্ষণাৎ জাহাখাঁর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। দ্বার দেশে হঠাং ভোলানাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ভোলানাথ হুই দিন পরে সেইমাত্র নবাব বাটী হইতে বাহির হইতেছিলেন। ভোলানাথ যদিও আগেই কারামুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হইলে কি হয়, জাহাথাঁর অমুরোধে পড়িয়া তাহার পর এ ছদিন তাঁহার নবাঁব বাটীতেই থাকিতে হইয়াছিল—ছই দিন ধরিরা জাহাখা তাঁহার নিকট অন্তাপ ক্রিয়া ক্রমা প্রার্থনা ক্রিয়া কাটাইয়াছিলেন। জাহাঝাঁর সেই কণ্টের অবস্থায় তাঁহার অন্তুরোধ রক্ষা না করিয়া ভোলানাথ থাকিতে পারেন নাই, বিশেষ, মুলা নিরাপদ জানিয়া তিনি মনে মনে বেশ নিশ্চিঞ্জ ছিলেন।

হঠাৎ মসীনকে দেখিয়া তাঁহার কিভাব হইল বলা বাহুল্য। কিন্তু যথন মসীন তাঁহাকে भूबात कथा जिल्लामा कतिलान, व्यानक कांद्रे जांशात यथन शनमन्त्र हरेन य भूबारक পাওয়া ঘাইতেছে না, তথন তাঁহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, "তাইত পাওয়া যাইতেছে না, সে কি কথা ?" মদীন বলিলেন, "আর কি ? জাহা খাঁ লুকাইয়া রাখিরাছে" ভোলানাথ বলিলেন "দেও কি, হয় ! এমন কাজ আর নবাব শা করিবেন না, শান্তি তাঁর যথেষ্ট হইয়াছে।" এই অবদরে ভোলানাথ নবাবশার অনুতাপের কাহিনী মহম্মদকে বলিতে ছাড়িলেন না। ছঃখের বিষয় তাহাতে মদীনের সমস্ত দলেহ তিরোহিত হইল না। তিনি বলিলেন "জাহাখাঁর সহিত একবার দেখা না করিলে তাঁহার সে সন্দেহ মিটিবেনা।'' ভোলানাথের সে কথা মনে লাগিল না, তাহার মনে হইল, মিছা সময় নষ্ট। তিনি একটু দুঢ়তার স্বরে বলিলেন, "ছজুর বলেন কি, একবার নিদেন আমাকে বাড়ীটা খুজিতে দিন।" ভোলানাথের কেমন মনে হইতে লাগিল, মুন্না এতক্ষণ বাড়ীতে আদিয়াছেন। মজ্জ্যান ব্যক্তি তৃণ গাছটিও আঁকড়িয়া ধরে, ভোলানাথের কথায় মহম্মদেরও কেমন একটু আশার সঞ্চার হইল—ভাবিলেন "হয়ত তবে তাড়া-ভাড়ি বাড়ীটা ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই, হয়ত বা আবার গিয়া দেইথানেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন।" মসীন ভোলানাথের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার দিয়া তাঁহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, বাড়ীর কাছাকাছি আদিয়া সহসা হুইজনে অভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণ বিবর্ণ এলায়িত কুন্তল, কেও রমণী রক্ষ তলে পড়িয়া? **তাঁহারা** ক্রতপদে রুদ্ধানে বৃক্ষতলে আদিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইবা মাত্র সন্ন্যাসীর তেজস্বী মুর্ত্তি নেত্রপথে পড়িল, গাছের ব্যবধান বশতঃ দূর হইতে এতক্ষণ তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। সন্ন্যাদী ক্ষ-শক্তিরভাম স্তম্ভিত ভাবে মুনার শিগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহা-দিগকে नीवर थाकिएं देशिक कविरानन, छांशावा प्रमाव निमीलिक निर्मीत मिनन মুথের পানে চাহিয়া নিস্তব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই অষুপ্ত মুথে কি বিশা-মের ভাব! কি স্বর্গীয় প্রশান্তি! মহম্মদ মুরার মূথে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাই-লেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠিল, কতদিন আগে এক দিন বাসনার মোহে বে জাগন্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন মনে পড়িয়া গেল, আজ দে স্বপ্ন স্বপ্ন না, আজ তাহা সত্য ঘটনা। যাহা সত্য হইবার জন্য এত দিন প্রাণপণে প্রার্থনা করিয়াছেন, আজ তাহা সত্য হইল, আজ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল,--কিন্তু কি নিদারুণরূপেই পূর্ণ হইল ! হায় • ! তিনি কি এই দিনের জনাই এতদিন লালায়িত হইয়াছিলেন ? তিনি যে মুলার শাস্তি চাহিয়াছিলেন, সে কি এই শাস্তি? তিনি যে কতদূর ছইতে ছুটিয়া মুলাকে দেখিতে আদিয়াছেন, সে কি মুলার এই মৃত মুখ 📍 স্লেহময় ভাতার প্রাণ একবার মৃত বোনের গলা ধরিয়া, কাঁদিয়া, আদর করিয়া ডাকিবার জন্য আছে হটা উঠিল, যেন সে সেহের স্পর্শে সে সেটের ডাকে মৃত মুলাও সাড়া দিয়া

উঠিবে। অথচ মহম্মদ অবশের ভাষে সেই খানেই গাঁড়াইয়। রহিলেন, মুলার নিকট অগ্রসর হইতে যেন তাহার ক্ষমতা নাই। কিছুক্ষণ পরে সন্তাদী বলিলেন, "বৎস মুলাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাও, এ নিদ্রা আপনা হইতে যতক্ষণ না ভাঙ্গে তোমরা ভাঙ্গাইও না, যথন এ নিদ্রা ভাঙ্গিবে মুন্না সবল স্কুত্বকায় হইয়া উঠিবে।" তবে কি মুলামৃত নহে—নিদ্রিত! সে কথা যেন মহল্মদের হাদরঙ্গম হইল না, অতদূর আশা করিতে তাঁহার ভরসা হইল না। তিনি কেবল কাতর দৃষ্টিতে সন্ন্যাসির দিকে চাহিয়া রহিলেন—সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—"বংস মুন্নাকে তুলিয়া লইয়া যাও" মহম্মদ কিছু যেন না বুঝিয়া, শূন্য বাষ্পাকৃল দৃষ্টিতে মুন্নার প্রতি একবার চাহিয়া তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

#### পঞ্চ ত্রিংশং পরিচেছদ।

মুরার প্রথম ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র মধীনের স্নেহময় করুণ দৃষ্টি যথন তাহার চোথে পড়িল, তাহার ত্ব্রিকটাক্ষ সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল—বদ্ধান্ধকার শুক্ষ শীর্ণ মুখ হঠাং উজ্জল হুট্রা উঠিল,সে তুথনি আবার চকু মুদ্রিত করিল, তাহার মনে হুইল সে স্থপ্প দেখিতেছে। মুনাকে জাগিতে দেখিয়া, তাহার মৃতপ্রার দেহে জীবন ফিরিতে দেখিয়া, মুনীনের আহলাদের শীমা রহিল না। গাছতলা হইতে যেদিন তাহাকে তিনি গৃহে আনিয়াছেন সেই দিন হইতে কতনা আগ্রহের সহিত এই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন, সে দিন হইতে কত না আশস্কায়,কষ্টে,কত না উৎকণ্ঠায় দিন গুলে। অতিবাহিত করিতেছেন। কত যুগ পরে যেন আজ দেই প্রত্যাশিত দিন আদিয়াছে, আহ্লাদে আকুল হইয়া তিনি মুলা মুলা করিয়া তাহার হাত ছুইখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন, এত দিন ছু:খের কালা কাঁদিয়াছেন, আজ নেত্র দিয়া দর দর করিয়া আহ্লাদের অশ্বারা বহিতে লাগিল। তাঁহার স্নেহের স্বরে, স্নেহের স্পর্শে মুনা আবার চোথ মেলিল। আত্তে আন্তে বিশ্বরের স্থবে ৰলিল "মদীন ? একি স্বপ্ন দেখিতেছি," মদীন উদ্বেলিত স্নেহ ভরে আর একবার কেবল মুলা মুলা করিয়া উঠিলেন, মুলাও নীরব উথলিত হাদয়ে তাঁহার মুথ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অনেককণ পরে ঘথন তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হইল, তথন মুলাও আত্মস্থ হইয়াছে, তথন তাহার আগেকার কথা মনে পড়িয়াছে, সই রাত্রের ঝড় বৃষ্টি, তাহার স্বামীর ব্যবহার, তাহার একাকিনা অবস্থা--্সে সকলই মনে পড়িয়াছে, তাহার পর ? তাহার পর আরো একটা যেন স্বপ্ন স্বপ্ন-ধ্যা ধ্যা দৃশ্য তাহার চোথের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ তাহা কি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না। মুন্না স্বপ্নটা মনে করিতে চেষ্টা ক্রিল, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ যেন সমস্তটা তাহার মনে পড়িয়া গেল— মুলা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"মসীন—পিতা ?" মুলা জানিতে চাহে দে বাহা স্বপ্ন মনে করিতেছে তাহা সত্যই স্বপ্ন — কি প্রকৃত ঘটনা। হঠাৎ সে প্রশ্নে মসীন থতমত থাইয়া গেলেন, মুলার এই অবস্থায় কি করিয়া তাহাকে পিতার মুহাসংবাদ দিবেন ? তিনি নিৰুত্তর হইয়া রহিলেন। মুলা বলিল —"বুঝিগাছি স্বপ্ন নহে—সকলি সত্য। আমার কাছে পুকাইবার আবশুক নাই আমি তোমাদের সক্স ক্থা গুনিরাছি।" মুরা অবিচলিত কঠে, নির্ঞ নেতে কথা কহিলা গেল। মহমদ বুঝিলেন মুলার ঘুমন্ত অবস্থার ভোলানাথের সহিত তাঁহার যে কথাবার্তা হইয়াছিল,তাহা মুলা সকল গুনিয়াছে। কিঙ তাহার দেই পাষাণ ভাব দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন, কাতর হইয়া পড়িলেন; আ-বার পাষাণ মূর্ত্তি কথা কহিল-মূলা আপন মনে বলিল, "যে ভালবাদার উপর স্থায়ী বিশ্বাস বাঁধিয়াছিলাম তাহাও ত একটা স্বপ্নের মত ভাঙ্গিয়া গেল, তবে যাহা পাই নাই, তাহার জন্তই বা ছুঃখ কি ৃ পাইলেই বা কি হইত, আর একটা মিথ্যা বিশাসকে জড়াইয়া থাকিতাম বই আর কিছুই নয়।" মুলার মনের যথার্থ **অবস্থা মহম্মদ** এইবার বুঝিতে পারিলেন, তাহার সেই যোর বৈরাগ্য তাঁহার মর্মে মর্মে প্রবেশ করিল। তিনি বলিলেন – "মুলা, এথানে যাহা নিলিলনা তাহা অন্যত্র গিয়া পাইবে। ভগবান্ চিরছঃথ কাহারো অদৃষ্টে লিখেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার করণামর নামে দোষ জন্ম।"

মুলা একটু অবিধাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা কে জানে ? কে জানে যে অন্যত্র গিয়াও এই নিপা৷ সুথ ছুঃথ হাসি তামাসা আমাদের জন্য অপেকা করিতেছে না; যেমন এই জন্মের উপর আমার হাত ছিলনা, আপনার ইচ্ছায় আদি নাই, একটা অদৃষ্ট চক্রে পড়িয়া অনবরত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছি, কে জানে যে ইহার পরও আবার এইরূপ মিথ্যা বাদনা কামনা লইয়া হাহা করিয়া বেড়াইতে হইবে না;" মসীন যেন চমকিয়া গেলেন, মুল্লা এ নব কোণা হইতে শিথিল! ধীরে ধীরে বলিলেন "তাহা যদি হয় তবে এই মিথ্যাই সত্য, তোমার আমার মত লোকের এ মিথ্যা হইতে তাণ পাই-বারও শীঘ্র আশা নাই" মুল্লা বলিল—অতি দৃঢ় বিশ্লাদের ভরে বলিল, "তাহা হইতে পারে না। সত্য আছে —জগতের পর পারে সত্য লুকাইয়া আছে, আমরা বাহা দেখিতেছি তা-হার বাহিরে আশা লুকাইয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া সংসারের স্থুণ ছঃথের বাহিরে গিয়া তবে তাহা লাভ করা যায়" থানিকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল, ওকথা বেন এথানেই শেষ হইল,—অনেকক্ষণ পরে মুলা বলিল, "মদীন আমার কাছে কিছু শুকাইও না, যা কিছু আছে এখনি বল, আমি সকলি সহ্য করিতে পারিব।" মদীন সঙ্গল নেত্রে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার পীড়ার অবস্থা, তাঁহার মৃত্যু ব্যাপার आंत्माशीख नमछ पठेना विनया यशिष्ठ नागित्नन, मूना त्यन वक्त निया क्रम्य वैाधि-श्राष्ट्र, नीत्रव निम्लन्नाट्य रम मकन खनिया यांटेरा नानिन। कथा कहिरा कहिरा যথন মহম্মদ একবার থামিলেন—তথন মুল্লা একবার চোথ বুজিয়া ত্ই হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "পিতা তুমি শাস্তির আশ্রমে গিয়াছ, আমার অশ্রন্তন বেন তোমার

দে স্থাথ আর ব্যাঘাত না দেয়" মুলার স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল — মুলা দৃঢ় ভাবে প্রাণ প্ৰে উথ্লিত অশ্ৰুকে ক্ষম করিতে চেষ্টা করিল, যথন ক্বতকাৰ্য্য হইল, তথ্ন চক্ষু উন্মীলিত ক্রিয়া ম্সীনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তার পর তিনি কি বলিলেন ?"

ম্পীন উত্তর করিলেন, "বলিলেন, 'বংস মুলার ছর্দশা ঘটিবে তাহা জানিতাম, জানিয়া ভাগার অসময়ের জন্য কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছি। মুন্নাকে তথন একথা জানা-ইলে ইহাও লামাতার হাতে যাইবে-এই ভয়ে তখন তাহাকে ইহা জানাই নাই'।" মুলার পাংও মুথ আরো পাংও হইয়া উঠিল: মুলা আর চ'থের জল রাথিতে পারিল না — মনে মনে বলিল —"মৃত্যুকালেও এই হতভাগী তোমাকে শাস্তিতে মরিতে দেয় নাই পিতা -" মাবার কিছুক্ষণ ছই জনেই চুপলাপ হইয়া পড়িলেন—তাহার পর মহ-খদ বলিলেন, "মুলা, পিতা তোমাকে যে ক্ষা কবঁচ দিয়াছেন, তাহা কই ? তিনি তাহা পুলিরা দেখিতে বলিয়াছেন।'' মুলা বাছ হইতে তাহা খুলিরা মদীনকে দিয়া বলিল, "তিনি বাইবার সময় এথানি দিয়া বলিয়া যান, তাঁহার অবর্তমানে সহত্র বিপ-দের মধ্যেও ইহা আমাকে রক্ষা করিবে, যেন কখনো কাছ ছাড়া না করি। তাঁহার আজা আনি পালন করিয়াছি, এ কবচ আমাকে রক্ষা না করুক সহ্ত্র বিপদেও আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। আজ আবার তাঁহার আজ্ঞাতেই ইহা উন্মোচন করিলাম।" মহম্মন কবচঁথানি তুলিয়া লইলেন, উলটিয়া পালটিয়া তাহার চারিদিক দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, এক জারগার টিপিয়া খুলিবার একটা কল রহিয়াছে, তিনি তাহা টিপিয়া ক্রচের একদিক খুলিয়া ভিতরে একথানি কাগজ দেখিতে পাইলেন, বাহির ক্রিয়া পড়িয়া দেখিলেন উহা একথানি দান পত্ৰ, তাঁহার বাগানের একস্থানে রুক্ষতলে স্বর্ণ মুদ্রা-পূর্ণ কতকগুলি কলদ পোঁতা আছে ঐ পত্রে দে কণার উল্লেখ করিয়া তাহাই মতাহার মুলাকে দান করিয়া গিয়াছেন। পড়িয়া মহম্মদের মুখে হর্ষের ভাব ফুটিয়া উঠিল, মহম্মদ এখন নির্বন, তাঁহার এই দৈন্য দশা মুলার আার একটা অস্ত্রখের কারণ হইবে মহম্মদের মনে এই বছ ভাবনা ছিল, আজ এই দানপত্র দেখিয়া তাহা দূর হইন—তিনি বলিলেন, "মুলা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দাও, অসহায়ের যিনি সহায় তাঁহারই এ করুণা।"

মুলা ভক অধরে একটু ক্ষীণ হাদি হাদিয়া বলিল—"ভাই অসহায়ের যিনি সহায়, তাঁহার যে কত করুণা, তাহা ধনহারা হই**রা আমি যেমন বুঝি**য়া**ছি ধ**ন থাকিতে তেমন বুঝি নাই। ঐথর্যাহীন হইয়া আমি যে শান্তি, যে অমৃত লাভ করিয়াছি সহত্র শম্পদও তাহা দিতে পারে না, তবে আজ এই সামান্য ধনের জন্য নৃতন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ কি দিব ? আমার ধন কাড়িয়া লইয়া তিনি আমাকে যে করুণা ক্রিয়াছেন তাহার জন্য আমার সর্বাস্তঃকরণ তাঁহাকে আগেই দান ক্রিয়াছি"।

মুলা ৰলিতে বলিতে একবার দম লইতে থামিল, পরে বলিল—"মদীন, আমি ধনের প্রত্যাশী নহি। ধন রত্ন লইয়া আমি কি করিব ? যেদিন একমৃষ্টি অলের জন্য ছারে

খারে ভিক্ষা করিয়াছিলাম, দেদিন হয়ত এই ঐখর্ব্য পাইলে সম্ভট হইতাম, কিন্তু সে िष्न चात्र नारे, त्म दिन त्य **डिकातिशी हिन चान्न** त्म ममामिनी। छारे अर्थार्या कि কাহাকে স্থী করিতে পারে, এতদিন কি আমাদের এখাগ্য ছিল না ? কিন্তু কত স্থী ছিলাম বল দেখি ?" মহল্মন কোন কথা কহিলেন না, জাঁছার মনে স্থধ কি ছঃথ কি ভাব বহিয়া গেল কিছুই বোঝা গেল না—তিনি কেবল আশ্চর্য্য নেত্রে মুন্নার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুলা বলিল-"ভাই তুমি এই ধন গ্রহণ কর, যাহা কিছু আমার মনে কট चाहि, भाष्टित मर्रा रा किছूं अभाष्टि जानिया जामारक रामना राम, राम रामन তোমার জন্য। ভাই তুমি এই অর্থে বাড়ী ঘর বিবাহ করিয়া স্থথে থাক, সংসারে এই আমার একমাত্র ইচ্ছার অবশিষ্ট আছে।" বড় বড় গুই ফোটা জল মদীনের চোধ হইতে মাটীতে পড়িল, এ তাঁহার কটের অঞ্চ নহে, এ তাঁহার স্নেহ-ছদমের আনলাঞ। তিনি বুঝিলেন মুনা এত দিন পরে সভ্য পথ পাইয়াছে, এখন আর সংসারের শোক তাপ তাহাকে পাড়া দিতে পারিবে না। এত দিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ষদীন কম্পিতকঠে বলিলেন—"মুলা ভোর যা দশা, আমারও তাহাই হইবে। তুই সংসার ত্যাগ করিতে চাদ আমারো সংসারে ইচ্ছা নাই, অনেক দিন হইতে আমার ভোগ তৃষ্ণা মিটিয়া গিয়াছে, সংসারে অনিচ্ছা জনিয়াছে, কেবল তোর জন্যই তবু এত मिन आमि मः नाती ছिलाम — जूरे यनि मः नात ছाङ्टि চान् आमारक वाँ थिता ताथिवात **তবে किছू**रे नारे, आमि अश्मात हा ज़ित, এ धन यि छात्र ना रव, रेहा आमारता नरह, তবে ইহা দেবতার হউক।" সন্ন্যাসী র সৌমামূর্তি সহসা তাঁহাদের নেত্র পথে পতিত হইল, ভিনি সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাহাই হইল, নব অধিকৃত ধনে সলেউন্দীনের বন্দকী বিষয় মুক্ত ক্রিয়া লইয়া তাহা তাঁহারা ধর্ম কার্য্যে অর্পণ করিয়া আপনার। প্রাতা ভগিনীতে সামান্য অবস্থায় ঈশ-রের চিন্তার জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভোলানাথও ভাঁহাদের স্পী হইলেন। মুরার আর আকাজকা রহিল না অভৃতি রহিল না, তাহার হৃদরে মহাশাতি বিরাজ করিতে লাগিল, সংসার হারাইয়া মুলা হৃদরে স্বর্গ ধারণ করিল।

প্রতি দিন উষাকালে তাঁহারা নদী তীরে আসিয়া বসেন্, ধীরে ধীরে সুর্য্য উঠে, আবার সন্ধ্যা কালে নদীর পারে ভূবিয়া বার, নদী গান করিতে করিতে জাগিয়া উঠিয়া পান গাহিয়া গাহিয়া সন্ধাকালে আবার বুমাইরা পড়ে, সুল হাসিতে হাসিতে ফুটিয়া আবার হাসিতে হাসিতে ওকাইরা বার, ভাঁহারা তিন জনে সেই অদীম দৌলব্যু হালয় ভরিয়া পান করেন, প্রাণ ভরিয়া জগৎ সংসারকে ভালবাসা বিভরণ করেন, বিশ্বপাভার গুণ গান করেন—তাহার পর সন্ধা হইলে গৃহে চলিয়া যান। যথুন ভ্রাতা ভগিনীতে ছজনে ওদ্ধ প্রাণে ওদ্ধ পবিত্র মূর্তি লইরা একটি বৃক্ষ তলে আসিরা বসেন সমস্ত স্থানটা এক অপুর্ব বিতদ্ধ গাভীর্য্যে ছাইলা পড়ে। তাঁহাদের দেখি বার জন্য কতদ্র হইতে বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা ছুটিয়া আদে, তাঁহারা এখন জাতিক্লের অতীত, মুদলমান বিলয়া হিন্দুরা তাঁহাদের স্পর্ণ করিতে আর ভয় করে না। তাঁহারা দমন্ত প্রাণের দহিত আগন্তকদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্কাদ করেন, কত বাখিত-হৃদয় তাঁহাদের দেই পবিত্র উপদেশে শান্তি পাইয়া, কত পীড়িত-দেহ তাঁহাদের হাতের পবিত্র স্পার্শ হেইয়া গৃহে গমন করে। মুয়া এইয়পে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করিয়া পরোপকারে প্রাণ ঢালিয়া—ঈশ্বরে জীবন দিয়া যে এক অসীম স্ব্র্ণ পাইয়াছে—তাহার সংদারী অবস্থার তীব্রম স্ব্রেগ্র সহিত্ত এস্থের তুলনা হয় না।

তাঁহাদের ন্যায় তাঁহাদের ধন ঐশ্বর্যাও অনাথদিশের শান্তির উপায় হইল। সেই ধনে কত অতিথিশালা, কত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই ধনে শত শত দরিদ্রের জন্য বৃত্তি স্থাপিত হইল, সেই ধনে হুপলির ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইল। (হুগলির কলেজও গতর্গনেণ্ট পরে মহম্মদ মদীনের সম্পত্তির টাকা হইতেই স্থাপন করিয়াছেন।) তাহার পর শত শত বংসর চলিয়া গিয়াছে এখনও হুগলি, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাজেসাগুলি তাহার নানের টাকা হইতে চলিতেছে, এখনো কত শত ছাত্র কত গরীব তাঁহার টাকার প্রতিপালিত হইতেছে, আর এখনো কারকার্য্য-খচিত বৈচিত্র ইমামবাড়ী উর্দ্ধিস্থকে তাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

#### উপদংহার।

উপসংহারে আমরা ক্তজভার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, প্রীযুক্ত মহেক্সচন্দ্র মিত্রের ইংরাজি বক্তার সার অবলম্বনে প্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের বে বাঙ্গলা জীবন চরিত লিখিয়াছেন, 'হুগলির ইমামবাড়ি' লিখিবার, সমন্ব আমরা সেই বইখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে পাঠকগণ আমাদের আখ্যায়িকার সহিত ঐ জীবন চরিতের আখ্যায়িকার অনেক হুলে অমিন দেখিতে পাইবেন। উক্ত জীবন চরিতের দেখা থাব থৈ, মুন্না বিবাহিত হইয়া যত দিন স্থবা ছিলেন স্থামীর সহিত বেশ স্থে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, পরে বিধ্বা হইয়া পুত্রাদি না থাকার মহম্মদকে বিষয়সম্পত্তির অভিভাবক করেন—ও মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সমন্ত দান করিয়া যান। কিন্ত হুগলি নিবাসী একজন সম্লান্ত বাক্তির নিকট আমরা অন্যক্রপ গল্ল গুনিয়াছি, তিনি বলেন—"মুনার স্থামী বড় বিলাসপ্রির ছিলেন, স্থরাপানে উন্মন্ত হইয়া তিনি সমন্ত বিষয় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, মতাহার তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কন্যাকে দেয় হুর্দ্ধশা হইতে বাঁচাইবার জন্য অবলিষ্ট লুকান সম্পত্তি মৃত্যুকালে তাবিজের ভিতর করিয়া দানপত্ররূপে কন্যাকে দিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পরে সত্যই যথন মুনার এমন অবস্থা আসিল যে তাহার ভিক্ষা করিতে হইল—তথন সেই অবস্থায় একদিন হঠাৎ তাবিজের ভিতর হইতে সেই দানপত্র বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু তখন তাহার মন এতই বৈরাগ্য-পূর্ণ হইয়াছে

**6** 

বে সে তাহা গ্রহণ না করিয়া ভাতাকে দান করিল। মদীন তাহা লইলেন বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম কার্য্যের জন্য দান করিয়া তিনিও ভগিনীর ন্যায় ককির বেশে তাহার সহিত একল বাদ করিতে লাগিলেন।

এই ছুইটি গরের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা জানি না, তবে শেষেরটিই নাকি জন-প্রবাদ। তাই আমরা ভগলির ইমামবাড়ী'তে শেষের গলটিই বদল সদল করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

**बि वर्गकू मात्री (मरी)।** 

## আশীর্বাদ।

ইহাদের কর আশীর্কাদ।
ধরার উঠেছে ফৃটি শুত্র প্রাণ শুনি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্কাদ।

ছোট ছোট হাসি মুথ

ছানে না ধরার হুথ,

হেসে আসে তোমাদের ছারে।
নবীন নয়ন তুলি

কৌতুকেতে ছলি ছলি

চেরে চেরে দেখে চারিধারে।
সোনার রবির আলো

কত তার লাগে ভালো,
ভাল লাগে মারের বদন।
হেথায় এসেছে ভূলি
ধ্লিরে আনে না ধ্লি
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে
এ বেন কেঁদে না ফেরে
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,

বুকের মাঝারে নিম্নে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে ইহাদের কর আশীর্নাদ।

তোমার কোলের কাছে
কত সাধে আসিয়াছে,
তোমা-পরে কতনা বিখাস।
ওই কোল হতে থ'সে
এ বেন গো পথে ব'সে
একদিন না ফেলে নিখাস।
নতুন প্রবাসে এসে
সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে
এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ গুধাইডে।
ধেথা তুমি লয়ে যাবে
কথাটি না ক'রে যাবে
সাথে যাবে ছায়ার মতন,

তাই বলি—দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো পাথারে দিওনা বিসর্জন!

কুজ এ মাথার পর
রাথ গো করুণ-কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা !
এ বোর সংসার মাঝে
এগেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে ভধু থেলা !
দেথে মুথ শতদল
চোথে মোর আদে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বৃঝি,
পাহে স্কুমার প্রাণ
ছিঁতে হয় থান্ থান্,
জীবনের পারাবারে যুঝি !

এই হাদিম্থ শুলি
হাদি পাছে যার ভূলি,
পাছে ঘেরে অঁখার প্রফাদ!
উহাদের কাছে ডেকে
বৃকে রেথে, কোলে রেথে
তোমরা করগো আশীর্কাদ।
বল, "স্থথে যাও চোলে
ভবের তরঙ্গ দ'লে
স্থর্গ হতে আস্লুক্ বাতাদ,—
স্থু হুঃথ কোরো হেলা
সে কেবল চেউ-থেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ!"

এীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

### मःकिथ मगालाइन।।

প্রদীপ (গীতি কবিতাবলী). } কনকাঞ্জলী (গীতি কাব্য) }

ত্রী অক্ষরকুমার বড়াল<sub>্</sub> প্রণীত।

অনেক দিন পরে কবির মধুর সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, জনেক দিন শরে কীবিতা পড়িয়া আমাদের প্রাণ তৃপ্ত হইল।

অনেকেই কবিতা লেখেন বটে, কিন্তু কি করিয়া কবিতার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না—তাই তাঁহাদের শুক নির্জীব কবিতা পাঠকদিগের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে না; অক্ষয়কুমার বড়াল কবিতার জীবনসঞ্চারী সেই কৌশলটি জানিয়াছেন তাই তিনি কবি। তাঁহার কাব্য হুই থানি সাধারণ লয় তানে বাধা নহে, কবির প্রাণের হুরে বাধা তাই পাঠকেরা ইহাতে মুগ্ধ! কিন্তু কেবল হয় ভাল ইইলেই বেমন গান ভাল হয় না, গানের রচনা ভাল হওয়া চাই, মূর্ত্তি জীবস্ত হইলেই বেমন চিত্র ভাল হয় না, তাহা হুল্পর হওয়া চাই, তেমনি বেমন তেমন করিয়া অসাজস্ত অমানস্ত ভাবে কতকগুলা ভাব একত্র জড় করিলেও কবিতা হয় না, ভাবগুলি হুল্পর ছবির আকারে পরিক্রেট করিয়া তোলা চাই। কবি

হইতে গেলে চিত্রকরও হইতে হইবে। লেখক ভাবের চিত্রকর তাই ইনি কবি, ইহার অধিকাংশ কবিতাই ভাবের এক একটি ছবি।

এই ছবি আঁকিতে লেথকের যে আকুলি ব্যাকুলি, কবির মনের ভাব ভাষায় প্রকা-শের যে আকুলতা, তাহাই এই কবিতার কবিছ, কবি ভাষায় যাহা না ফুটাইতে পারিয়াছেন, এই আকুলতায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কনকাঞ্চলীতে এই আকুলতা ফলের সৌরভের ন্যায় অতি লিখা, বসন্তের বাতাসের মত ইহা পাঠকদিগকে উলসিত করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু প্রদীপের 'প্রেম গীতি' 'পুনর্ম্মিলনে' প্রভৃতি উৎরুষ্ট কবিতা শুলির যে আকুলতা তাহা মধুর অথচ জ্বলম্ভ, কোমল অথচ তেজোমর, পাঠকের জদয়ে ইহার ঝাঁজ যেন অনেককণ লাগিয়া থাকে।

স্থান থা কিলে আমরা উভয় পৃস্তক হইতেই এক একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-দিগকে এইখানে উপহার দিতাম, কিন্ত স্থানাভাবে কনকাঞ্জলীর একটি কুদ্র কবিতা মাত্র এই থানে উঠাইয়া দিলাম।

#### অবশিপ্ত।

ধীরে ধীরে নেমে নেমে থামিয়া গিয়াছে গান, বুকে খোরে পথহারা এখনো একটু তান ! কবিতা গিরাছি ভূলে, হটোছত্র মনে হলে ! মুছিয়া ফেলেছি অঞ,এখনো আকুল মাঁথি! অজানা নিশ্বাস পড়ে,শুনো চাই থাকি থাকি! শুকায়েছে ফুল হার, একটু স্থবাদ তার, থেকেথেকে কেঁপেকেঁপে এখনো উঠিছে বারে। যে যাহার গেছে চলে.আমি পড়ে তরু তলে। নিবিয়াগিয়াছেজ্যোৎয়া,আমিশাধারেরছায়ে! ছথ-সঞ জলে ঢাকা কয়না-কবিতাক্তি।

ডুবিল পশ্চিমে রবি, মেখেতে সাঁঝের বেলা, ছটো শেষরশ্মি রেখা থেলেত মরণ থেলা ! আকাশে চক্রমা হারা,পড়ে থাকে ওকতারা। विक्रनी हिना यात्र, कार्प त्या अतिकति ! বসস্ত চলিয়া যায়, থাকে গুদ্ধ পাতা পড়ি! স্বপন চলিয়া যায়, তব্রা করে হায় হায়। ভালবাদা চলে গেছে পড়ে আছে স্থ স্বৃতি

শ্রীমাধবচক্র মিত্র বিদ্যারত্ব প্রণীত। সতী বিলাপ।

সাধারণের ভার বশোলিঙ্গা কিম্বা কবিতা লেখার সাধমিটান এ পুত্তক রচনার উष्मिना नरह. त्वथरकत्र উष्मिना गजीतः

সাবিত্রী সীতা দময়ত্তী প্রানৃতি প্রাচীনকালের সাধ্বী ভারত রমণীগণের চরিত্র দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও "বিজাতার শিকা বলে বিক্লক্ত ভাবাপর নরনারীগণের সংসর্গ ও তদীয় চরিতামুকরণবশতঃ ইদানী মন র্মণীগণের অনেককেই বিলাসপ্রিয়তা ও অযথা আমোদ প্রমোদে যত তৎপর দেখা যায়, লজালুভা পতিভক্তি, ধর্মনিঠা, অধর্মে দেষ ও গুরুজনের প্রতি সমাক সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি ব্লীজনোচিত সদ্পুণ সমূহের আচরণে ভত স্বত্ন দেখা যায় না —" "এই সকল পর্যালোচনা করিয়া" লেখক "সতী স্ত্রী কাহাকে বলে, তিনি পতির প্রতি কি রূপ আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধাও ভালবাদা প্রদর্শন করেন, স্বামীর হুণ ও ছঃথের অংশভাগিনী হইয়া কিরূপ ধীরভাবে ছায়ার ন্যায় ভাঁহার অফুগমন করেন, এবং হাজার অবস্থা বিপর্যায়েও তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা কিরপ অটল ও অবিকৃত থাকে, এবং পতি বিয়োগে তাঁহার কিরপ বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়, ইদানীস্তন নারীগণকে এইগুলি স্পটরূপে বৃঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এই কৃত্র প্রক্থানি লিখিয়াছেন। উদ্দেশ্যটি পড়িয়া আমরা বড় আশা করিয়া প্রক্থানি খুলিয়াছিলাম—বলিতে কট্ট হইতেছে —তেমনি নিরাশ হইয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইল। সতী বিলাপের সতী স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু আদর্শ ভাব দেখিলাম না—যাহার দৃষ্টান্তে অন্য মহিলাদের চরিত্র উচ্চ হইতে পারে। লেখক তাঁহাকে যেরপ করিয়া বিলাপ করাইয়াছেন —সাধারণ সকল স্ত্রীলোকেই তাহা করিয়া থাকে—তবে অসাধারণের মধ্যে, লেখকের সতী স্ত্রী গাছ, লতা, পাখী যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই ধরিয়া ধরিয়া আপনার ছঃখ জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য মিনতি করিতেছেন —এবং বিলাপছলে আপনার বিদ্যা বৃদ্ধি জ্ঞানের পরিচয়টা দিয়া লইতেও কস্তর করিতেছেন না—সাধারণ পতিশোকাত্রাদের মধ্যে এই অন্তৃত্ব টুক দেখা যায় না বটে। এই বিলাপ মাঝে মাঝে কিরপ হাস্যকর হইয়াছে তাহা পাঠকেয়া নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে ব্ঝিতে পারিবেন। সতী স্ত্রী এক স্থানে পাথীকে মিনতি করিয়া এইরপে তাহার স্থামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"বিক্রুয় করিতে যদি হয় **অলহার** তথাপি দোণার বাটী পাথিরে তোমার গড়াব স্থলর কায়, হধ ভাত মাছ তায় প্রতিদিন রেথে দিব ছাতের উপরে, মনের আনন্দে তুমি খাবে পেটভরে। বলরে কালাতিপাত করিও না আর বলরে কোথায় এবে জীবন আমার।"

ইত্যাদি।

লেথকের আদর্শ সতীর গহনার প্রতি কিছু অতিরিক্ত ঝে<sup>\*</sup>াক, আর এক স্থলে তিনি

পূর্দ্ধ কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,
"আর এক দিন নাথ হয় কি স্মরণ,
হয়েছিল কার্যাবশে তব প্রয়োজন,
শতাধিক মুদ্রা, হাতে ছিল না বলিয়া—
হাসিতে হাসিতে আসি লক্ষিত হইয়া,
চেয়েছিলে একথান মুম্ম সলস্কার,
বন্দক রাথিয়া টাকা ক্রিবারে ধার।

কিছ কি ছম্মতি মন হইল তথন,
মিত বিক্সিত মুখে করিনি অর্পন।
শুধু তাই নয়, আরও করি উপহাস,
নামটি দিবার নাই লইতে প্ররাদ"
শুনিয়া অপ্রিয় কথা না করি উত্তর,
সেই দিনই না বলিয়া গেলে স্থানাস্তর।

ইত্যাদি।

আদর্শ মহিলার কথা দূরে থাক্ — নিতান্ত সামান্য প্রকৃতির মহিলাগণ না হইলে অল-স্বাবের জন্ত স্বামীর প্রতি কেং এরূপ ব্যবহার করেন তাঁহা মনেই করা যায় না।

অবশেষে বক্তব্য এই, মৃত্যুর পর পত্নী এইরূপে বিলাপ করিবে—ভাবিয়া কোন তেমন তেমন স্বামীর ইহাতে হয়ত একটু অহঙ্কার পরিতৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ আদর্শ চরিত্র শিখাইতে হইলে এরূপ বিলাপের উর্দ্ধে উঠাইতে শিখান আবশ্যক। আপনার উচ্চ্বৃসিত শত কটকে ক্ষম রাখিয়া যে রুমণীগণ পরের জন্য জীবন তিৎসর্গ করিতেছেন তাঁহাদের প্রাময় নি: স্বার্থ চিত্রই সাধারণ রমনীগণের সম্মুধে ধরা আবশ্যক। এরূপ প্রলাপময়, স্বার্থময়, হাস্যময় বিলাপে সে উদ্দেশ্যের যে কেবল হানি হয় এমন নহে, বিলাপ কারিণীকে লোকের চক্ষে সংসাজান হয়, আর তাহাই হইয়াছে, এ প্তকে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হওয়া দুরে থাকুক, এমন গন্তীর বিষ্মপ্ত হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

### পাঠকদিগের প্রতি নিবেদন।

ভারতীর কলেবর বৃদ্ধি হইয়াও এবার ইহাতে রাজনৈতিক আলোচনার স্থান হইল না। তাই বাধ্য হইয়া আমরা তাহা অন্য বারের জন্য রাখিয়া দিলাম।

আর একটি কথা, এবার নার নুজন বন্দোবন্তে অর্থাং ভারতীর সহিত বালক মিলিজ হইল বলিয়া—পত্রিকা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে—ভরষা করি ইহাতে পাঠকেরা কিছু মনে করিবেন না—ভবিষ্যতে এরপ হইবার সন্তাবনা নাই।

ভারতী ও বালক কার্য্যাধ্যক্ষ।

### বিজ্ঞাপন।

#### হারিল্ড এণ্ড কোম্পানি।

হারমনি ফুলুট অথবা	৩ অফ্টেভ্,	১ পৈযুক্ত বাকদ্ স	হিত নেট নগদ মূল্য	8 0/
বাক্স হারনোনিয়ম	৩ ক্র	ऽ के के	ঐ ঐ (উৎকৃষ্ট)	6-1
,	৩ ক্র	৩ ষ্টপযুক্ত ঐ	ত্র ত্র	94
•	<del>०३</del> जे	১ ষ্টপ ঐ	ক ক '	201
	०३ व	৩ ষ্টপ ঐ	ক ক	>4
হ্যারল্ড এবং কোম্পা-	এফ্ হইতে এ	দ্ পৰ্যাস্ত ৩ অক্টে	ভ্উৎকৃষ্ট কাঠের কেয	<b>न्</b>
নির "ফেলোডিনো"	এবং নি-সোম্বে	ল যুক্ত—নেট নগ	ন মূল্য .	96
े के के	ভাপিয়া ছোট	করা যায় এবং ভ্র	মণ কালীন সঙ্গে লইং	T)
<b>\$</b>	যাইবার উপযু	ক্ত বাকো—নগদ মূ	ना	F0,
স্থারন্ড কোম্পানীর 🔰 এফ্ হইতে এফ্ পর্যায় ৪ অক্টেভ্, উত্তম কাঠের কেদ				
হারমোনিনো \int	ও নি-সোয়েল	যুক্ত—নগদ মূলা		201
			ং ভ্ৰমণ কালীন সং	<b>अ</b>
		উপযুক্ত বাক্স সহি		>000
উপরোক্ত শত্মগুলি প্রক্লত পক্ষে ছোট ছোট হারনোনিয়ম। ইহার স্থর অতি মধুর ও				
গমগমে এবং নি-দোবেল দারা স্থবের হ্লাদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।				
অন্য কাহারও সাহায়্ বিনা হার্মান ফুলুট বাজাইতে শিক্ষা করিবার পুস্তক				
প্ৰতি থ	· •		০ টাকা।	
অন্ত লোকের সাহায্য বিনা মেলোডিনো অথবা হারমোনিনো বাজাইতে শিক্ষা				
	া পুস্তক্ প্রতি		० होका।	
''হাারও ফুলুট'' ৰাঙ্গলা এবং হি দুভানী গং ৰাজাইবার উপযুক্ত				
	টভ, ৪ ষ্টপয়্ক		<b>२२६ होका।</b>	
०३ व	के के		<b>२६०</b> जिंका। • .	
হ্যারল্ড কোম্পানির সমস্ত যন্ত্রেই তাঁহাদিগের নাম লেখা আছে।  যাহাতে  "হ্যারও				
এও কে।" লেখা নাই, তাহা সামানের নহে।				

হারন্ড এণ্ড কোঁং। ৩নং ডেলহাউসী স্বরার, কলিকাতা।

## চিরদিন।

(3)

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চক্র স্থা তারা,
কোবা আসে কোবা যায়, কোথা বসে জীবনের গেলা,
কোবা হাসে কোবা গায়, কোথা থেলে হাসয়ের থেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পাস্থ, কোথা পথহারা 
ংকোথা থ'সে পড়ে পত্র জগতের মহারক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে যুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কাল বায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুদ্ধ পত্র শ্যাক্ষ-পত্রে মিলে !
এত ভাঙ্গা, এত গড়া, আনাগোনা জীবস্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কালা এত কলরব—
কোথা কোবা—কোথা সিন্ধু—কোথা উন্মি—কোথা তার বেলা;—
গভীর অসীম গর্ভে নিকাসিত নিকাপিত সব !
জন পূর্ণ স্থবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ গম্বজে শুধু বসে আছে দীর্ঘ "চির-দিন" ।

প্রলায়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন!
কার দ্র পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ!
চির-বিরহীর মত চির-রাত্তি রহিয়াছ জাগি।
অসীম অতৃথি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিথাদ,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলম্বনাতাদ,
জগতের উর্ণান্ধাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি!
অনম্ভ আঁধার মাঝে কেই তব নাহিক দোদর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হদয়ের আশ,

সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজ্ঞন প্রবাস, সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশদের ঘর,

কি লাগিয়া বদে আছু, চাহিনা রয়েছ কার লাগি !

(2)

ত্রীব্রনাথ ঠাকুর।

হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কালা, মায়া, আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া! (৩)

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আনে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?
সূগ যুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শ্ন্যতায় !
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অক্ষবারি ধার ?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভ্বনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাশী শুনে চলিয়াছে, সে কি হায় বুথা অভিসার !
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্থপন কাহার স্থপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?
(১)

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগং আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হর অবসান।
যত ফুল দের ধরা তত ফুল পার প্রতি দিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বার্ডিয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান প্রদান!
কার পারে দের ধরা শ্যামল বৌবন উপহার,
নিমেবে নিমেবে তাই কিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, কোখা সেই প্রেমের পাখার!
প্রাণ দিলে প্রাণ আনে,—কোখা সেই অনস্ক জীবন!
ক্রম্ম আপনারে দিলে, কোখা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন আরু অর্কার!

### ব্রহ্ম দেশের আচার ব্যবহার।

-সূতিকা গৃহ। পুত্র জন্মিবার অব্যবহিত পরেই, প্রস্তি কিয়ং পরিমাণে হুত্ত ছইবা মাত্র ধাত্রী তাহাকে হরিদ্রা মাধাইতে থাকে। হিন্দুর স্থতিকা গৃহে ধাত্রী বেমন স্ক্ষয় কর্ত্রী, ব্রহ্মদেশেও ধাত্রীর সেই প্রকার স্মাদর। আমাদের দেশে যদিও, ছুই এক দল শিক্ষিতাভিমানী নব্য বাবুদের ঘারা ধাত্রীদিগের অব্যাহত ক্ষমতা ক্রমণঃ- বাধা शाहेट ज्राह्म अब्देश विकास कार्या नारे। आमारिक रिंग अब्देश विकास मार्थी বেমন বিশ্বাদ যে ধাত্রী বিধাতা পুরুষের গমনাগমন পর্যান্ত জানিতে পারে ও সময়-বিশেষে সে বালকের অদৃষ্ট লিপি মর্মজও হয়, ত্রাক্ষে ধাতী সম্বয়ে এ প্রকার বিশ্বাস আরেও দৃঢ়তর। পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে, বাটীর কর্তাধাত্রীর উপর সমস্ত নির্ভর করেন। দশমাদ দশদিন গর্বারণ জনিত অবতা ক্লেশ সহ্য করিয়াই, জননী যে নিম্ভিলাভ করেন, তাহা নহে। প্রবাধের ধর তাহার অনেক ভোগ হইয়া থাকে। হারির মাধান আরম্ভ হইলে প্রস্তিকে তাপ দিবার জন্য, একটা প্রকাণ্ড অগ্লিকুণ্ড ক্রাহ্র। অগ্রির তাপও অনেক সমলে প্রচুর মনে না করিয়া কথল বা অন্য প্রকার, তাপোংপাদক বস্ত **যার। প্রস্**তির গাতাচ্ছাদন করা হয়। **আছাদনে**র এতবুর পরিপাটা, যে বোধ হয় তাহাতে শত শত কম্পজ্জর নিবারিত হইতে পারে। ইংার পর ধাত্রী প্রস্থৃতিকে দরবং পান করিতে দেয়। এই দরবং কোন প্রকার বন্য উভিজের নিধিক সারাংশ মাত্র। এই পৃতিগন্ধনয়, বিক্লুত স্বাদ যুক্ত সরবং সাত্দিবস অন্বর্ত পান করিতে হয়। ইহার পর প্রস্তিকে ক্রমাগত তাপ দেওরা ইইতে থাকে। তাপ দেওয়া শেষ হইৰে, ধাুত্ৰী অন্য এক প্ৰকাৰ ঔষধিৰ বৃত্তিকা প্ৰস্তুত কৰিয়া প্ৰস্তু-তিকে খাওরাইতে আরম্ভ করে। হলুদটা নিতাম্ভ আবশাকীয় বলিয়া, এসময়েও ফাঁক তর না। মধ্যে মধ্যে হলুদ-খণ্ড, বাংগোল। হলুদ প্রস্তিকে পান করান ইয়া থাকে। সাত্দিনের পর প্রস্তি স্তিকাগার হইতে বাহির হইতে সমর্থ। ইয়েন ও প্রদ্র গৃহ হটতে বাহির হইয়া শীতল ও উষ্ণ জলে মান করিয়া তিনি যথেছে৷ কার্যা করিতে পারেন।

জনিবার ১৫ দিবস পরেই সন্তানের নামকরণ আরম্ভ হয়। এই নামকরণ প্রথার অর্টানের দিনে আত্মীয় কুট্র ও প্রতিবৈশীগণ নিমন্তিত হইয়া থাকেন। এই নিমন্তবের এবনি ধুম যে, কথন করন ইহা দিন রাত ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে। উপযুক্ত দৈবজ্ঞ ছারা নামকরণের দিন ছির হয়। সেই দিবস, নিমন্তিত্বলের সম্মুখে, ধাত্রীর প্রস্তুত এক প্রকার পাচন ছারা শিশুকে প্রথম লান করান হয়। পরে সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে, বিশার্ক ও বিজ্ঞান্তের একজন, শিশুর নির্দিষ্ট নাম্টী সকলের স্মুখে প্রকাশ করিয়া

বলেন। ইহার দঙ্গে দেসে দেই নাম রাথার জন্য কোন কোন্ ব্যক্তি ভবিষ্যতে স্থী **इहेबाएइ, जाहां अपने हुए।** देशाय **भन्न मग**रवज वाक्तिगंग आहारत छे भविष्ठे इन। আহারান্তে সকলেই সম্ভষ্ট মনে, তামুল চর্কন ও চুরট টানিতে থাকেন। বালকের বয়স । ৬ বৎসর হইলে তাহার জন্ম কোষ্টি প্রস্তুত হয়। এই সময়ে দৈবজ্ঞ মহাশয় আসিয়া থড়ি পাতিয়া বালকের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাব গণনা করেন। কোঁষ্টী অনুসারে ইহাদের মতে মানব সচরাচর ১০৮ বংসরের অধিক বাঁচিতে পারে না। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক মানবের জীবনে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের ক্ষমতা স্থার হইয়া থাকে। আমাদের ন্যায় ইহারাও শনিগ্রহকে বড় ভয় করে। ইহাদেরও মতে শনির প্রাহর্ভাব হইলে, মানব হতমান, হত-সর্ক্ত্রিও বিপদ গ্রস্ত হইরা থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রাদির সঞ্চার গণনার সহিত যে জন্মকোঠী প্রস্তুত হয় তাহা ইহাদের নিক্ট অত্যস্ত चानत्त्रत जिनिम, माधामत्त्र देशाता तमरे जमात्कांधीत পरिज्ञा तका कतित्व मत्त्रहे रय, ও জীবনের শেষ দিবস পর্য্যস্ত তংহার তত্ত্বাবধারণ করে। কোন ব্যক্তির মৃহ্য ইইলে ভাহার মতি নিক্টস্থ আমীয়গণ, সেই মৃত ব্যক্তির নিদর্শন স্বরূপ ভাহার পরিতাক্ত জন্মকোষ্ঠা অতিশয় সমাদরের সহিত রক্ষা করিয়া গাতে ।

শিক্ষা-প্রণালী। একদেশবাদীদিগের খদেশীর ভাষা শিক্ষার বিশিষ্ট ইপায় আছে। প্রত্যেক নগরে, এামে, রাজধানীতে, ধর্মধাজকদিগের বিদ্যালয় আছে। ধর্মবাজকদিগকে অক্লেদশীয়েরা ফুঁজী বলিয়া থাকে। হকল ফুঁজীরই বিদ্যালয় ও বিদ্যাভিমান আছে। ইহারা হরিদা রঙ্গের কাপড়-পরিয়া থাকে। এই বিন্যালয়েই পিতা মাতা, পাচ-যোগ্যবরস্ক পুত্রদিগকে প্রেরণ করেন . ওভদিন দেখিলা বিদ্যালীয়ে প্রবেশ করিতে হয়। নূতন প্রবিষ্ট বালক একথানি শ্লেটার উপর লিখিত, এমভাষার সমস্ত বর্ণমালা প্রথম পাত্য পুস্তক স্বরূপে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রত্র কলকে বিভিত্ত বর্ণমাল, সে উটেভঃস্বরে পাঠ করিতে থাকে। বর্ণ পরিচয় হইতে ইহাদের কথন কথন এই বংসরও কাটিয়া যার। আমাদের ওরুমহাশয়ের পাঁঠশালার নমেতা পড়ার মত, এফাদেশীর পাঠশালায় সমস্ত বালক, একপ্রেণীতে উপবিষ্ট হইয়া সমস্বরে চাংকার করিয়া বর্ণ মালাও পুত্তকাদি পাঠ করিতে থাকে। যে বিদ্যালয়ে বালকদিগের পাঠ কোলাগল স্কাপেক্ষা অধিক, তাহাই উংক্ট বিদ্যালয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম ও নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা ব্রহ্মবাসীরা বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছে। এক-বিদ্যাপ্রে পাঠ্য পুস্তক সম্দার প্রায়ই ধর্ম পুস্তক। ৰালকের অক্ষর পরিচয় হইলেই শিক্ষক ভাহাকে, নানাবিধ নাভি উপদেশ-পূর্ণ পুত কাদি পাঠ করিতে দেন। তংপরে, দেশপ্রচণিত কঠিন ও উচ্চদরের ধশ্ম পুত্তক ও শাস্ত্র সকল, শেষ করান হয়। এই সকল শাস্ত্রে ও ভাষার দুক হইলে—সমাজে বিশ্বান ব্যব্যাং পোকে প্রতিষ্ঠা, ও ব্যান লাভ করিতে স্মর্থ হয়। বস্তুতঃ আংক, গতিব্রিন

শিক্ষার দক্ষে জাতীয় ধর্মালোচনার উপায় থাকিবে, ততদিন পর্যান্ত বৈদেশিক ধর্মে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের কিছুই অনিষ্ঠ বা মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার আশ্চর্য্য গুণ ! স্বাধীন ত্রন্ধে ধর্ম্ম বিষয়ের প্রকৃষ্ট আলোচনা হইলেও, ত্রিটশাধি-ক্লত দক্ষিণ ত্রন্মে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তৃতি হওয়াতে এই বছকাল প্রচলিত দেশীয় প্রথার প্রতি, তথাকার অধিবাদীরা ক্রমশঃ অনাস্থা দেখাইতেছে।

বিবাহ। ত্রন্ধ দেশে স্ত্রী সাধীনতা প্রচলিত বটে, কিন্তু তাহা ইউরোপীয় সভ্য-তানুমোদিত স্বাধীনতার ন্যায় নহে। ব্রহ্ম দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা যে পরিমাণে প্রচলিত ন্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ততদূর নহে। শতকরা ১০ জন স্ত্রীলোক যদি শিক্ষা লাভ করিল তাহা ইইলেই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ত্রহ কিছুই নাই। পুরুষেরা বেমন ধর্ম শাস্তে আগাগোড়া শিক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও তদ্রপ। ইংলাদের মতে, স্ত্রীলোকেরা যদি, বেশ বিন্যাস, ও অঙ্গলেষ্ঠিব সাধনে সম্যুক ্বতকার্য্য হইল, তাহা হইলে তাহাদের আর কিছু শিথিবার নাই। স্ত্রীলোকেরা অনেক সুন্ত্রে পুরুষ্দিগের অবর্ত্তমানে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় অবাধে সম্পন্ন করিয়া গ্রকে, 'এ সকল কার্য্যে তাহাদের দক্ষতাই প্রকাশ পায়, বিদ্যা শিক্ষার-বিমল-স্কুথে বঞ্চিত বাল্যা ক্রমন ও তাহারা এই প্রকার কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এরপ শোনা গিয়াছে, ্য, স্বামীর অনুপাস্তিতে থানাদারের পত্নী, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নগরের উপযুক্ত হু ান প্রকৃষ্টা সংগ্রহণ, ও স্বামীর কার্য্যের অন্যান্য আছুষ্ঠিক তত্ত্বিধারণ করিয়াছে। তিন প্রকার মতে, স্বাধীন একো বিবাহ প্রথা সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম মতে,

প্রারই ক্রারে উপর সমস্ত অধিকার, তিনি ইচ্ছা করিয়া যাহার হস্তে ক্রাকে স্ম-প্র জারবেন, তার্তেই স্বামা বালয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা স্থানেকাংশে স্বামানের দেশীর প্রথার নত বটে। বিভায় মতাহুসারে কোন,পুক্ষ বা স্ত্রীলোক ঘটক বা ঘটকী রূপে সহজ করিল। বিবাহ ব**টাইয়া দেয়। তৃতীয় প্রথানুসারে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক,** উভরেই স্বেচ্ছানতে স্থানী ও ব্রা মির্কাচন করিয়া বিবাহ করিতে পারে। শেষোক্ত ৪ইটা প্রথান্ত্রসারে বিবাহ হইলেও, তাহাতে কন্যার পিতা বা অন্য কোন অভিভাব-কের নম্মতি থাকা চাই। পিতামাতার পূর্বে এমত ক্ষমতা ছিল, যে যদি কোন পুরুষ, छाहारात्र व्यवस्त, भावीरक जुलाहेबा रामाखरत्र शिवा नुकाहेबा विवाह कत्रिज, এवः পেই বিবাহে কন্যার হুই তিন্টা সন্তান জন্মত, এবং ঘটনাক্রমে পিতা যদি **এ সন্ধান** পাইতেন, তাহা **হইলে দেই ক্সাকে** কাড়িয়া লইয়া তিনি স্বাধীন মতে অপর কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিতেন।

পূরের ২৪।২৫ বৎসর বন্ধসে ব্রেক্ষে পুরুষদিগের বিবাহ হইত। কিন্তু এক্ষণে, বাল্য বিবাহের অভিশয় প্রচলন হইয়াছে। প্রাথ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের বিবাহেচ্ছা হইলে ভাষারা সেই ইছো, বার্টার ক্র্পকের নিকট জ্ঞাপন করেন। কর্তৃপক্ষও, ক্যা কড়ার

বাটীতে গিল্লা এই প্রস্তাব করেন, এবং উভন্ন পক্ষের মত হইলে, বিবাহের আলো-জন হইতে. থাকে। পাত্রও এই সমর হইতে কুমারী ক্লার বাটীতে গিয়া অহংরহ ভাছার সহিত আলাপ করিতে থাকেন। তাঁছাদের পরস্পরের মনোমিলন হইলে বিবা-হের যৌতুকাদি স্থির হয়। পরে গুভ দিনে গুভক্ষণে বিবাহ হইয়া থাকে। ফলতঃ কোর্টশিপ্ প্রথা যে ব্রন্ধে প্রচলিত, ইহা উপরোক্ত ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে। বিলাতের রমণী অপেক্ষা ব্রহ্ম রমণী বিবাহের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। বিলাতে हम्भाजित मानामानिमा परितन, जांशाता भवम्भात्वत विकास आनानरक नानिम कवित्रा, ডাইভোর্শ (বিচেছদ) প্রার্থনা করিয়া খাকেন। ব্রুক্ষে সাধারণতঃ তাহা হইবার যো नारे। विवादित मगर, कना। त्य त्योजूक वहेत्रा चारीपाट आहेत्म, जारा हहेत्ज এক কপর্দকও স্বামীর থরচের অধিকার নাই। দেশ প্রচলিত নিয়মানুদারে ইহা खीत खीधन। यथन मम्माजित माधा मानामानिना घटि, ज्यनह त्म এই अर्थ-वत्न वनी ছইয়া সরিয়া পড়ে। আদালতে এই কারণে নালিশ প্রায়ই হয় না। এবং এ প্রকার ব্যবহার প্রচলিত হইলে—সমাজে দাধারণতঃ যে বিশৃত্যগতা ঘটিবার সন্তাবনা তাথাও ষটে না।

ব্ৰহ্মে কোটশিপের একটা বিশিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত আছে। দিবদে কোন মতেই এই প্রকার বিশ্রভালাপ হইবার যো নাই। ইহাদের বিখাস, যে রণণাগন প্রাতঃকালে স্বভারত:ই, কুল্ল হইরা থাকে। নধ্যাকে তাহাদের কোলন-প্রস্ত বাদ্ধত হয়। কিন্তু রাত্রিকালে, তাহারা মনোহারিণা স্বভাব বারণ করে। এই বিধানের সভ্রোবে, রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ই এই প্রকার বিশ্রন্থালাপের প্রান্ত সন্ত। এই সময়ে বর ছই একটা বনু লইযা, কন্যার বাটার সন্নিকটে প্রচালনা করিতে পাকে। বাটাঃ অন্যান্য সকলে নিজিত হইলে, যুবক ধারে গ্লারে গুহে প্রবেশ করে। কন্যার পিতানাতা **অবশ্য** সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারেন। বালিকা পুষ্পাভাগে দাছিতা হট্যা, স্থুনার রূপে বেশবিন্যাশ করিয়া, গৃহসজা করিয়া পাত্রের জন্ম অপেকা করিয়া থাকে। পাত্র উপাহত হইলে, তাহাদের মধ্যে প্রণয়াশাপ চলতে অলেভ হয়। বর, কন্যাকে প্রণয় নিদর্শন স্বরূপ, এক খণ্ড কাগ্রন্থ বা বস্তে মুদ্রিত কবিত্যবলা উপহার দিয়া থাকেন। কৰিতাগুলি সমস্তই প্ৰণয় ঘটিত। কন্যাও প্ৰতিদান স্বৰূপে, পত্ৰেকে প্ৰচুৱ তাছুল ও চুফট প্রদান করেন। পরে আলাপাদি দ্যাপ্ত হইলে, পাত্র প্রভান করে।

বিবাহের দিনে পাত্র, আগ্রীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। বিবাহ ছইয়া গেলে, পাত্র ও পাত্রা এক পাত্রে ভোজন করে ও সাতে দিন পর্যাস্ত এক নির্জ্জন গৃহে, পরস্পারের আবাপ পরিওর চলিতে থাকে। বিবাহ হইকে আমাদের দেশের ন্যার ইহাদেরও হাতে হাতে সমর্পণ প্রণা প্রচলিত আছে। বিবাহে**র কতিপর দিবস** পরে পাত্র সপত্নী আসিয়া ক্ষার বিভার গৃহে ছই তিন বৎসর বাদ করেন। বভুরের সংসাল হইতে, এই সময়ে আলাহিদা ইইবার চেষ্টা করিলে, লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। স্থতরাং এই হানে থাকিয়া স্বামী, পত্নীর ভরণপোষণের জ্বন্ত উপায়াদি অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

বহু বিবাহ প্রথাও ব্রন্ধে অপ্রচলিত নহে। স্বরং ব্রন্ধাধিপ দশ কুড়িটা বিবাহ করিয়া থাকেন। ভূতপূর্ব্ব ব্রন্ধ-রাজ থিব, কেবল এই প্রকার বহু বিবাহ দোষে দোষী নহেন। তিনি যদিও গোপনে স্বন্য ছুই একটা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধানা রাজ্ঞী স্থপায়ালাতের কৌশলে দেই নির্দোষী বালিকারা শীঘ্রই নিহত হুইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি যে জন্ম কোঠী ইহাদের সকল কার্য্যে আবশ্যক হয়। বিবাহের পূর্বে বালিকাদের মধ্যে এক প্রকার কর্ণবেধ প্রথা প্রচলিত আছে। কর্ণবেধ প্রথার ও বিবাহের শুভ দিন নিদারণ এই জন্মকেটীর দারা হইয়া থাকে। তাহাদের বিশাস ইহার বিক্লমে কার্য্য করিলে, দম্পতী কথনও স্থী হয় নাও বিবাহ ঘটলে অচিরাং মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিচার বিভাগ। একোর মধ্যে রাজাই দর্ক-প্রধান বিচারক। তিনি ইচ্ছা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। রাজার নিমে, "হতদা" নামক বিচারক সম্প্রদায়ণ হতদাই, একানেশের স্থাম কোট। ইহাতে চারিজন উল্পী, বা প্রধান মন্ত্রী নিয়ক্ত হন। প্রত্যেক নত্রীর দাহায়েরে জন্য, উন্দক নামক লেখক সম্প্রদায় স্ক্রি-দাই তাহাদের সঙ্গে দক্ষে থাকে। লেখাপড়ার সমস্ত কার্য্যই ইহাদের ছারা স্পান্ন হয়। রাজপ্রাসাদ্বের মধ্যবর্ত্তী একটা প্রশৃত্ত দালানে "হতদার" অধিবেশন হয়।

রাজক। যা সম্পার নিকাহের জনা, ত্র প্রকার মন্ত্রী সম্প্রদার ব্রহ্মে নিযুক্ত থাকি-তেন। ত্তদার মন্ত্রীগণ বিচার কার্যা ছাড়া, রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে শান্তিরক্ষার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত করিতেন। ব্রহ্মে চৌদ প্রকার মন্ত্রী সম্প্রদার আছে, কার্যা স্থানারে ইহাদের পদবিভাগ হইয়া থাকে। রাজ প্রাদাদের সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য ও রাজার ত্রুমাদি সাধারণকে জানাইবার জন্য, একটী গুপ্ত সমিতি আছে। এই গুপ্ত সমিতি, রাজার ত্রুমাদি তত্তদার মন্ত্রীপণকে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা তাহা সাধারণে প্রচার করেন। খন কোন রাজ বংশীয় বিচারক, আদালতে বিচার কার্য্যে ব্রতী হন, তথন স্থোনে সাধারণে উপস্থিত হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উকীল ও বাদী প্রতিবাদী কেবল মাত্র উপস্থিত থাকেন। বাদী সবুজ বর্ণের ও প্রতিবাদী লালবর্ণের পোষাক পরিয়া বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত হন। এই সমস্ত পোষাক রাজ সরকার হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল রাজ বংশীয় বিচারকদিগের সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে হইকে, এই প্রকার বিদ্যারকদিগের সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে হইকে, এই প্রকার বিদ্যারক্ষর আবশ্যক হইয়া থাকে।

নিয়উন বা মিরমান নামক আর এক প্রকার রাজকর্মচারী বন্ধের সর্বতিই বিরাজ-শান। দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভরবিধ ক্ষমতাতেই ইহারা ক্ষমতাবান। রাজস্ব বন্দো-বস্ত ও তাহার আদায়ের স্থেশুখাসা সংসাধন করাই মির্জনদিগের প্রধান কার্য্য। ইহারা স্বরং আবার সমস্ত কার্য্য না করিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ দারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কর্মচারীরাও, যে কোন উপারেই হউক, মিয়উনের নিকট থাজানা আদার করিয়া পাঠাইয়া থাকে। সাধারণ গরিব প্রজা এই সমস্ত কর্মচারীদিগের হস্তে কতদ্র যে অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে তাহার আর ইয়ভা নাই। বস্ততঃ Judicial এবং Executive ক্ষমতা, এক ব্যক্তির হস্তগত হইলে কতদ্র অনিও হইতে পারে, এই কার্য্য-প্রণালীই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের ভারতবর্ষেও এ প্রকার শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মিয়উনগণ, ধরিতে গেলে ব্রহ্মদেশের এক একটা বিভক্ত অংশের সম্পূর্ণ অবীধির। রাজার নিমে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ইহারা ভোগ করিয়া গাকেন। তেনা ন্দ্রাসভা কর্ত্বক ইহারা নিযুক্ত হইয়া কার্যো ব্রতী হন। কৌজদারি নোকস্বারে বিচারই আবক্ষাংশ ইহাদের হস্তে। ইহাদের মোকদ্মার উপর যত আপীল হয় ভাষার সমস্তই প্রধান মন্ত্রীগণ-সমক্ষে বিচারিত হয়। ব্রহ্মদেশে, নিম-শ্রেণীর দেওলানী আলালতের বিচারক-দিগকে "ভায়াথ্" বা "ভায়াথ্জী" বলিয়া থাকে। এই ভায়ার্শিগণ কেবল সেওলানা বোকদ্মার বিচার করিয়া থাকেন ও তাহার আপিলাদি হত্বা-সভা করুক বিচারিত হয়।

দৈব প্রীক্ষা। এক্ষের বিচারকগণ, সচরাচর মোকদ্মাগুলি বাহাতে আপোষে মিটিয়া যায় ও উভয় পক্ষই বিচারে সম্ভষ্ট হয় তাহার চেটা করিয়া থাকেন। অনাত্র, সামান্য জরিমানা ও আদায় করা হইয়া থাকে। কিন্তু যথন কোন পক্ষই সুহজে রফা করিতে চাহে না, তথন মোকদ্মা অতিশয় শুরুতর হইয়া উঠে। সেই সময় বিচারক গন্তীর ভাবে, উভয় পক্ষকে আহ্বান করিয়া তাহাদের উকীলের মুথে, উভয় পক্ষের মোকদ্মা সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা ওনেন। পরে সাক্ষাদিগকে, পরীক্ষা করিবার জন্য এক দিন স্থির করা হয়। এক্মদেশে সাক্ষা দেওয়া বড় বিপদজনক কাল, আমাদের সভ্যদেশ সম্ত্রে যেমন হলপ্ প্রথা প্রচলিত আছে, এক্ষেও সেইরূপ।

ব্রন্ধে মোকদ্রমার সময় হলপ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাক্ষী হলপ করিয়া বাহা বলে, বস্ততঃ তাহা কোন অংশেই মিথ্যা হয় না। ইহাদের ধর্মভ্য মতিশয় প্রবল, স্থতরাং কোন ক্রমেই তিলমাত্র মিথ্যা কথা বলিতে ইহারা সাহলী হয় না। শপথের দিন স্থির হইলে, সাক্ষীগণ বৃদ্ধ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বেদী স্পর্শ করিয়া শপথ করে, যে তাহারা কোন প্রকারে মিথ্যা কথা বলিবে না। পরকালের ভয় সকলেরই আছে, বিশেষতঃ ইহাদের এই ভয় অতিশয় অধিক, স্থতরাং সমস্ত সত্য ঘটনা বলিয়া তাহারা শপথের দোষ হইতে মুক্তি লাভ করে। সকলেই ইচ্ছা করিলে সাক্ষী শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে না। যাহারা মোকদ্রমায় উভয় পক্ষের মহিত কোন প্রকার আশ্বীয়তায় লিপ্ত, তাহারা সেই মোকদ্রমার সাক্ষী হইতে পারে না। যাহাদের সহিত, বাদী বা প্রতিবাদীর কোন প্রকার শক্ষতা শাহে তাহারাও এ মোকদ্রমার সাক্ষী

হইতে পারে না। বিশেষত: বাচাল, রুগ্ন, বালক, ভিকুক, গায়ক, অভিনেত্রীগণ, কুচরিত্রা স্ত্রীলোক, নিমুজাতীয় ও কৃষ্ম প্রকৃতির লোক, চোর, গর্ত্তিণী স্ত্রীলোক ও চিকিৎ সক, ইহাদের কাহারও কোন পক্ষে দাক্ষ্য দিবার ক্ষমতা নাই ও ইহারা শপথ করিতেও সমর্থ নহে। মোকদমার রায় প্রকাশ হইলে, বাদী ও প্রতিবাদী তৎক্ষণাৎ মিলন-জ্ঞাপক কোন প্রকার সরবৎ বা চা পান করিয়া থাকে। যদি উভয় পক্ষের কোন পক্ষ এই প্রকার সরবৎ পান না করে, তবে বুঝিতে হইবে যে মোকদমার বিচারে সে সম্ভট নহে। তথন দৈব পরীক্ষার আয়োজন হইয়া থাকে। প্রথম পরীক্ষা-মতে বাদী ৃও প্রতিবাদী উভয়ে, এক একটা বর্ত্তিকাও কুস্কমরাশি লইয়া প্রকাশ্য রূপে দেবালয়ে গমন করে ও সেথানে পুরোহিতের সমকে পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার বেদী সজ্জিত করিয়া সেই হুইটী বাতি এক সময়ে জালিয়া রাথিয়া দেয়। পুরোহিত সমস্ত রাত্রি চৌকী দিয়া বদিয়া থাকেন। পর দিবদ **তাঁহার দাক্ষ্য অন্মনারে উভয় পক্ষের মধ্যে যাহার বাতী আগে** নিভিয়া গিয়াছে প্রমাণ হয়, তাহারই মোকদমায় পরাজয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীর প্রকার দৈব পরীক্ষা অতিশয় ভয়ানক। এই প্রথানুসারে, বাদী ও প্রতিবাদীর হস্তের বুদ্ধাপুলি, কোন প্রকার গলিত ধাতুর মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়, এই নিমজ্জন জনিত-ক্ষতাংশ, যাহার অথ্রে আরান হইয়া যায়, দেই ব্যক্তিই মোকদ্মার জয় লাভ করিয়া थार्क। इंडीय अथाते आर्त्रा ज्यानक, उत्नामहर्षक। এই अथाक्यायी नानी उ প্রতিবাদী উ্ভয়কেই জল মধ্যে যুগপৎ নিনজ্জিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অধিকক্ষণ ললে ভূবিরা থাকে, সেই বিচারে জ্বী হইরা থাকে। স্ব স্ব নির্দোষিতা প্রমাণ করি-বার জন্ত অনেক হতভাগ্য অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপে জলমধ্যে থাকাতে, অকালে কালগ্রানে পতিত হইয়াছে।

क्यिपाती वान्तावस्य । अंत्रजवार्य विश्वयात्र निष्यास्त्राति, स्रमी मः कास মহাদি সাব্যস্ত হইয়া থাকে, ত্রন্ধে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে, রাজাই প্রকৃত ভূমাধিকারী, ভূমির উপর তাঁহার সকল প্রকার স্বন্ধাদি বর্ত্তমান ও তিনি স্বেচ্ছা অমু-ারে থেমন সমস্ত জমী বিলি করিয়া থাকেন, ত্রন্ধে সেরপ নহে। ত্রন্ধ রাজ্যের নিয়-মাদি সঙ্কলয়িতা মতুর মতে, রাজার জমীর উপর কোন প্রকার বিশেষ স্বত্ব নাই ও ধাকিবার আবশ্যকতা নাই। প্রজা সমস্ত জমি দখল করিবে, কর্মণ করিবে, শস্যোং-পাদন করিবে ও তাহার 🛵 দশমাংশ রাজাকে রাজস্ব স্বরূপে প্রদান করিবে। রাজা রাজস্ব স্বরূপে শস্যের এক দশমাংশ যেমন পাইবেন, তেমনি বাগানের ফল ও অন্য প্রকার বাণিজ্য দ্রব্যের উপরও তাঁহার ঐ প্রকার স্বত্ব থাকিবে। মহুর এই নির্মাহসারে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক সমস্ত কার্য্যাদি বছকাল হইতে এন্দো চলিয়া আসিতেছে, ও রাজাও বরারর এই নিয়মা**ত্মনারে রাজ্য পাই**রা থাকেন। এই প্রকার নিয়ম ত্রন্ধে প্রচলিত বলিয়া যে রাজার কিছুমাত্র অমী স্বদ্ধলে নাই, ও জমী স্বন্ধে কেবল তিনি

রাজ্য বের ভাগী এমত নহে। রাজার থাসে অনেক সম্পত্তি আছে। পতিত, ও উত্ত-রাধিকারীহীন বিষয়-সমস্ত রাজার নিজের সম্পত্তি। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বেছামত রাজ্য মধ্যে যে কোন স্থান নির্কাচন করিয়া দথল করিতে পারেন। ব্রহ্মরাজ কথনও কথনও নিজ দথলী জমী দকল দানও করিয়া থাকেন। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, বিষাসী রাজভ্ত্য, ও বিচক্ষণ সৈন্যাধ্যক্ষ কখন কথনও রাজার নিকট হইতে তাহাদের কার্যের জন্য কৃত্র জায়গীর পাইয়া থাকেন। প্রজাগন ইচ্ছা করিয়া জমী ক্রয় বিক্রেয় বা দানাদি করিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। যদি কোন প্রজা জঙ্গল কাটাইয়া পরিকার করিয়া লয়, বা অপরের পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারীহীন জমীর উপর তাহার হয়। বংগরের দখল সাব্যস্ত করিতে পারে তাহা হইলে সেই জমী তাহার হয়।

कामार्रात्व रहरू रव अकात निवरम क्यी विज्ञ हरेगा थारक बन्न रहरू किक সেরপ নহে। ধরিতে গেলে, ত্রহ্মদেশের জমী কোন কালেই প্রকৃত রূপে বিক্রয় হয় না। এই প্রকার বিক্রয়কে বন্ধকী বলা যাইতে পারে। জ্মীর অধিকারী, যথন কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া জমী হস্তান্তর করিতে উদ্যত হয়, তথন সে প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া নিজের জমী ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেয়। ক্রেতা দেই জমী ভোগ দথল করিতে পারে, কিন্ত হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক দিতে পারে না। এবং বিক্রেতা যদি ছই তিন বংসর পরে কর্জের টাকা ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবে নিজ সম্পত্তি প্নরায় ফিরাইয়া পায়। ৱালাও ইচ্ছামুসারে নিজাধিকত জমীতে চাষ করিয়া থাকেন। এই কার্য্যের জনা **ভাঁহার কতকগুলি দাস চিরঞ্জীবনের জন্য নিযুক্ত আছে। যথন চাধ করিবার জন্য** বেশী লোকের আবশ্যক হয় তথন প্রকাশ্য রাজাজা দারা উচ্চপদত্ত কর্মচারিগণ, মঞ্জুর সংগ্রহ করিরা পাঠাইয়া দেন। যাহারা এই প্রকারে, রাজ কার্য্যে খাটিতে অধীকার করে, তাহারা শান্তি পাইয়া থাকে। অতিরিক্ত লোকদিগকে, অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, তবে সময়ে সময়ে কোন না কোন প্রকারে তাহারা সামান্য রূপ রাজপ্রসাদ লাভ করে। এই প্রকার সম্পত্তি ছাড়া, রাজার নিজ অধীনে অনেক বড় বড় সেগুণ কাঠের অরণ্য জমা থাকে। তিনি উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া এই সমস্ত বনপ্রদেশ রহ্মণাবেহ্নণ করিয়া থাকেন। ব্রন্ধে যে সকল Forest Law প্রচলিত আছে তাহা উল্লন্থন করিলে, রাজা দোবী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেন। রাজকীয় অরণ্যের মধ্যে, গমনাগমন, বৃক্ষচ্ছেদন বা অপহরণ করিলে কঠিন রাজদত্তে দ্বিত হইতে হয়। এই সেওণ কাঠের বন লইয়াই বন্ধে-বৰ্মা ট্রেডিং কোম্পানির সহিত, ভূতপূর্ব্ ত্রন্ধাধীপ থিবর মনোমালিন্য যে বর্ত্তমান ত্রন্ধ যুদ্ধের প্রধান কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

শেত হত্তী। ব্রক্ষের খেত হত্তীর কথা বোধ হয় অনেকে গুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মরাজের খেত হত্তী একটা বিশিষ্ট সমান্ত্রের বস্তুও রাজার ওভাগুভ অনেক পরি-

মাণে এই খেত হন্তীর উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মে সাধারণ লোকে কথনও কোন প্রকার হন্তীতে চড়িতে পার না। শিকারীগণ কোন প্রকার হাতী ধরিলে তৎকণাৎ তাহা রাজাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র রাজার অহমতি লইয়া, রাজ বংশোন্তব কুমারগণ ক্ষকার হন্তীর উপর চড়িতে পারেন। খেত হন্তী চড়িতে একমাত্র ব্রহ্মারগণ ক্ষকার হন্তীর উপর চড়িতে পারেন। খেত হন্তী চড়িতে একমাত্র ব্রহ্মারগণ ক্ষকার প্রকারে ক্ষমতাবান। খেতহন্তীর নির্বাচন প্রধা অভি চমৎকার। খেতহন্তী বলিলে, পাঠকগণ, হ্রহ্মেণ নিত খেতবর্ণ ব্রিবেন না। ধ্সর বর্ণের হন্তীর অপেকা খেতহন্তীর বর্ণ অপেকারত খেতবর্ণ। খেত হন্তী পরীকা করা সাধারণের কার্য্য নহে, এ পরীক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ পুন্তক আছে, ধর্ম পুন্তকের বচনাত্র্যায়ী অনেক শ্লোকও তাহার ভিতর নিহিত। যে খেতহন্তীকে স্নান করাইলে তাহার শরীরের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ হয়, ও যে হন্তীর প্রত্যেক পায়ে পাঁচটী করিয়া ন্য আছে, তাহাই প্রকৃত খেতহন্তা। এই প্রকারে খেতহন্তা নির্বাচন করিবার জন্য কতকণ্ডলি লোক রাজ সংসার হইতে নিযুক্ত আছে।

রাজার নীচে, এক্ষরাজ্যে খেতহতী ভিন্ন আর কাহারও অধিক সন্মান নাই। ইহার বাদের নিমিত্ত মনোহর প্রাদাদ, প্রদাদের চারিদিকে পাহারা দিবার জন্য শত জন প্রহরী হন্তী রাজের দেবা করিবার জন্য হিশ জন চাকর, আহারের সংস্থানের জন্য, একটা বৃহৎ বিষয়ের আয়ে বরাদ আছে।

হতীরাজ্করজতময় শৃষ্থলে আবদ্ধ থাকেন, ও স্বর্ণপাত্তে আহার করেন। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ভিন্ন তাঁহার সংসার চলে না। চন্দন মিশ্রিত জল না হইলে তাঁহার সান হয় না। প্রত ব্রহ্মাধীপ, তাঁহার কাছে গিলা, দাঁড়াইলা আদর না করিলে, সমান বৃদ্ধি হয় না। এনন কি, একজন মন্ত্রী হতীরাজের প্রাসাদের কার্যা সমুদায় দেখিবার জন্য ব্রহ্মরাজ করুক নিয়োজিত হইতেন।

ইহা ছাড়া, হস্তী রাজের মন্যান্য বাদনা ওলি পরিত্প করিবর জন্য নানাবিধ উপায় করা হইত। হস্তারাজকে ঘুম পাড়াইবার জন্য গায়কেরা স্থমধুর স্বরে মৃত্ করাট্য যোগে গান ধরিত, নর্ত্তনীরা তালে তালে নৃত্য করিত, এই সকল রাজ-দেবায় হস্তীরাজ এত দূর অভাত্ত হইয়াছিলেন—যে একদিন ঘটনা জন্মে কিছু মাজ জাট হইলে কোন মতেই রক্ষা ছিল না। কিন্তু খেত হস্তার স্থা, ব্রহ্মরাজের রাজ্যচাতির সঙ্গে সংক্ষেই জন্মের মত ফ্রাইয়া গিরাছে। আজ প্রভুরও যে দশা, হস্তারাজেরও দেই দশা।

খেত হন্তার উপর রাজারই যে কেবল এই প্রকার যত্ন তাহা নহে। প্রজারা খেত-হন্তীকে রাজ্যের মঙ্গল গনক ও জাতীয় গৌরব বলিয়া জানিত। স্বরং ব্রহ্মাধীপ তাহাকে বে সন্ধান প্রার্শন করিতেন,তাহার শতগুণে অন্যেরা তাহাকে গন্মান প্রদর্শন করিত। ব্রহ্ম-বাদীদিগ্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে খেতহন্তা বৃদ্ধদেবে ব অবতার মাত্র। যথন বৃদ্ধদেব মায়া- দেবার গর্ভে জন্ম লইবার জন্য প্রবেশ করেন, তথন তিনি এই খেতহন্তী রূপ ধারণ করিরাছিলেন। এই বিশেষ কারণেই ব্রন্ধে খেতহন্তীর এত সমাদর ও সন্মান। দেবতাজ্ঞানে,
ব্রন্ধবাসীরা খেতহন্তী দর্শন করিতে যায় ও হন্তীপ্রাসাদে চুকিবার পূর্ব্ধে জুতা খুলিয়া
যাইতে হয়। ব্রন্ধারীপ রাজপথ দিয়া গমন করিবার পূর্বে যেমন রাজপথ মার্জিত ও
জলসিক্ত হয়, খেতহন্তী বাহির হইবার পূর্বেও ঠিক সেইরপই হইয়া থাকে। যথন
খেতহন্তী রাজ পথ দিয়া গমন করিতে থাকে, তথন ছই ধারের লোক, প্রণত হইয়া
সন্মান প্রদর্শন করে।\*

ত্রীহরিসাধন মুখোপাধাায়।

## সিন্ধু কাহিনী।

#### প্রথম ভাগ।

সিদ্দেশের কি ছ্র্লাগ্ । ভারতবর্ষের মোহাড়ায় তার অধিষ্ঠান স্থতরাং আত্তারীদের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপরে গিয়াই পড়ে। প্রাচীন কাল হইতে প্র্নাপর তাহার উপর দিয়া কত উৎপাত কত ধাকাই গিয়াছে। প্রথমে সেকলর বাদ্বেক্লার উপর দিয়া কত উৎপাত কত ধাকাই গিয়াছে। প্রথমে সেকলর বাদ্বেক্লার সাহের সিদ্ধু আক্রমণ দেখ। পারস্যাধিপতি দরায়ুসকে ধন প্রাণে বিনাশ করিয়া সেকলর সা সৈন্য সামস্ত সম্ভিব্যাহারে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া হিল্কুর্ব পর্বত উল্লেভ্যন ও থাইররের ছর্গম পথ অতিক্রম পূর্বক ভারতাভিমুখে বাজা করিলেন, অবশেষে তাহার রণমত্ত সৈন্যাগণ সিদ্ধুতীরন্থিত আটকে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আটকের বাধা না মানিয়া মাসিডন-বার সিদ্ধুপার হইয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবে তক্ষশালের প্ররোচনার বার শ্রেষ্ঠ পুকুরাজের সহিত্তভাহার যে মৃদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এস্থলে বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই। আশ্চর্যা এই যে, যে রণক্ষেত্রে গ্রাক্ত ও হিলু এই ছই প্রতিদ্বন্দী বীরদলের সন্মিলন হইয়াছিল সেই স্থলেই ছই সহস্রাধিক বংসরাস্তে ইংরাজ ও শিথদের মধ্যে ঘোরতর মৃদ্ধ সংঘটন হয়। ছবারই পঞ্জাবীদের পরাজয় কিন্ত সে পরাজয়ে শক্ররাও তাহার বীরত্বের প্রশংসানা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। বন্দীয়ত পুকুরাজের সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার

<sup>\*</sup> গত চৈত্ৰ সংখ্যক ভারতীর ব্রহ্মে-ইংরাজ নামক প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীযুক্ত ইরিসাধন মুখোপাধ্যায় না ২ইয়া ভূলক্রমে শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় হুইয়া গিয়াছে।

করিয়া সেকলর তাঁহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন, বিজয়ী গ্রীক্রাজ জয়স্থলে নগর দ্বয় পত্রন করিয়া চেনাব ও রাবী নদী পার হইলেন। এই সময়ে মগধ রাজের বিপুল কীর্তি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ৬ লক্ষ পদাতিক ও সহস্র সহস্র অশ্ব গজারোহী সেনা যে রাজার সৈন্যবল তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্রে জয়ন্তভ নিথাত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার লোভের অন্ত নাই, কিন্ত বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাংও লভ্য ফলে উদ্বাহ বামনের নাায় তাঁর দশা হইল। রেয়াস নদী পর্যাস্ত পৌছিয়া তাঁহার প্রাস্ত ক্লান্ত দৈন্য দল কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চায় না। সম্রাট তাহা-নের বশ করিতে কত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সকল সাধ্য সাধনা নিক্ষল,—ভৎ সনা গঞ্জনা কাকৃতি মিনতি কিছুতেই কিছু হইল না, স্নতরাং এখানে রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে অগত্যা তিরিতে হইল।

প্রকরাজের হত্তে সপ্রবাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দর তাঁর সৈন্য সামস্ত লইয়া ঝীলমে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রণতরী সজ্জিত হইল। অনস্তর তিনি সৈন্যদের ছই দলে বিভক্ত করিলেন। দেনাপতির অধীনে একদল পুথক পাঠাইলেন আর আপনি একদল रेमना लहेश। शक्कारतत्र नमी वाहिशा मिक्सू नमी मिश्रा ममुखां छिमू (थ हिलालन । এই যাত্রার কতিপয় মাস সিদ্ধুদেশ সেকলরের বীরদর্পে কম্পিত ও রাজ্যে নিপুল বিপ্লব সমুখিত হয়।

দেকল্পত্র বাদসার সিন্ধু আক্রমণের হিন্দু লেখ্য কিছুই নাই—যাহা কিছু পাঁওয়া যায় তাহা গ্রীক্ভাষায় লিখিত। এই হেতু নাম লইয়া বড় গোল। গ্রীক্ও চীন লেখ-কেরা এদেশের নামাবলির যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে দেশের প্রকৃত নাম সকল উদ্ধার করা সহজ নহে। গ্রীক্রাজ যেখানে যুদ্ধে জয়লাভ করেন সেখানে নগর হর্গ প্রভৃতি কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়া যান—গ্রীক্ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা, কিন্ত এক্ষণে এদেশে সেই সকল কীর্ত্তিকলাপের কোন নাম গল্প নাই—কোথাও যদি, তাহার চিহু থাকে .তাহা কেবলি অমুমান ও কল্পনা।

প্রাকালে আলোর সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীক গ্রন্থে এরূপ কোন নাম পাওয়া যায় না। "মৃষিকাতুদ্" নামক এক রাজার সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বর্ণনা আছে मध्रवा आलात जांशात ताक्यांनी। आत बक्त थानीन महरतत नाम बाक्यांचान। আক্ষাণাবাদ করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দু নগর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।— ইংার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড ছর্মের চিছ্ল-সকল অদ্যাপি বিদ্যমান। 'এই স্থান গ্রীক্ ইতিহাসে হর্মতে লিয়া (ব্রাহ্মণ-স্থল) বলিয়া অভিহিত ও ক্থিত আছে এখানে সেকল্বের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হন। শাবার ইতিহাদেও ব্রাহ্মণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রোথিত ) সিন্ধু হাইদ্রাবাদের কিয়ৎ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্দে একটা প্রোথিত নগরের ভগ্ন স্তৃপ আবিয়ত হইয়াছে। আবিষ্ঠা বেলাশীস সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবুত্তের চিরপরিটিত ভ্রাহ্মণাবাদের ভগাবশেষ, প্রবাদ এই যে এই নগর হুট পাজা দলুরায়ের পাপাচারে ভূমিকম্পে বিধ্বংস হয়। সিদ্ধী ইতিহাসে তার বিবরণ এই:---

श्रात्नात त्राक्षांनी विन्श हरेत भन्न मनुत्राम बाक्षणावात श्राप्तिमा वाम करतन। ছোটা আমরাণী নামক তাঁহার এক লাভা মুসলমান ধরে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার বিরাগ ভাজন হইয়া পড়েন। এই ছোটা সাথেব তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়া মকা হইতে একজন सूननमानी विवाह कविशा ज्ञातन। काठिमा मिन्द्रात्म भनार्भण कविशा ज्यवि मनुवारमञ् হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ছোটা এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জ্রীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইলেন। এমন সময় দৈববাণী উঠিল "ব্রাহ্মণপুরী যায় ্যায়—সাবধান!" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম রাত্রে একজন বুড়ী চরথা কাটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহাতেই নগর রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় রাত্রে একজন কলুর সতক্তায় নগর রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন হ্রযোগ পাইয়া পুরী একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন—তাহার একটী মাত্র **হর্গ-স্তম্ভ দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবশের** রাইল।

বেলাবিস্সাহের এই ভয় তৃপ ধনন ও বিভয় অৱস্ফানের পর ছির করিহাছেন যে নগরী ভূকপান প্রভৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহনা এইরূপ প্রণয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেলাসিস্ সাহেবের খননে ভূমিকম্পই ব্রাহ্মণের প্রলয়ের কারণ বলিয়া সপ্রমাণ হয়। তিনি যে সকল নরকল্পাল দেখিতে পান তাহ। প্রধানতঃ দারম্থে—কতকগুলি ঘরের কোণে;—যেন লোকেরা কেন্ত প্রাণ ভয়ে পালায়নোব্যত—কেন্ত বা ভয়ে জড় সড় হইয়া এক কোণে বাসরা মরণ প্রতাক্ষা করিতেছে। কথিত আছে এই ভগ্নস্কুপে **চंत्रशाय উপবিষ্টা একটা স্ত্রালোকের কত্বাল পাও**য়া গিয়াছে **যেন স্ত্রীলোকটা চর**থা কাটিতে কাটিতে হঠাং চাপা প,ড়রা মৃত্যু মূপে পতিত। অগ্যুৎপাতে এরপ হয় নাই, কেন না কয়লা, দগ্ধকাৰ্ভ প্ৰভৃতি এমন কোন পদাৰ্থ পাওয়া যায় নাই যাহাতে আথের উপদ্রব স্থাতিত হয়। প্রাচীরে দহনের কোন চিহ্ন নাই।

এই সকল ভগরাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের বাসন, গ্রুদন্ত, পিতল ও কাটের আভবণ, বৌপা ও তামুদুলা—ধান্যের জালা—সতরঞ্চি ও পাশা খেলার সামগ্রা—অর গো উট্ট কুকুর কুকুট মানব অন্তি সকল আবিষ্কৃত হইখাছে। অন্থি সকল জীর্ণ দশা প্রাপ্ত, অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই ममस पृष्टि बान्नावान এककारन धनधाना शूर्व जनाकीर्व विस्तरित नगत जिल তাহা নিঃদল্লেহ প্রমাণ হয়। বেলাদিদ্ সাহেব এই স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিরাছেন "এই সমস্ত ভগ্ন রাশির মধ্যে অনেকগুলি থোলা জায়গা বা বেঞ্চি দৃষ্ট হইল—দে সকল হয়ত পুরাণ নগরের হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। ইহাদের কোন কোনটা দীর্ঘান্তন—কেলার ভিতর দিয়া গিরাছে। কলনা একটুকু ছাড়িয়া দেও, দেখিতে পাইবে এইখানে সৈন্যদের বারাক, এই থোলা ময়দানে তাহাদের প্যারেড হইত। এই পোদারের টাকা কড়ি বিনিময়ের দোকান। এই নগরের প্রবেশ দার, যেখানে মালের উপর কর আদায় হইত। আবার সহজে মনে করিতে পারা যায় এই প্রাচীরের পার্শ দিয়া পুণাবতা সিল্নদী মহাস্রোতে কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে—নানাজাতীয় তরণী তাহার বক্ষের উপর এখনকার মত শোভা পাইতেছে—ধীবরেরা পল্লামৎস্য ধরিতে কলসীর উপর ভর্মিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন মনে কর এই নদা তীরে, এই প্রাচীরতলে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রকাণ্ড কারখানা—এইখানে কত মাল বোঝাইনিকা নোঙ্ছ করিয়া আছে—এই হলে নানান্ বাণিজ্য সামগ্রী বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ার্থ রাশীক্রত ও বেমন এখন দেখা যায়—শ্রামন্ত হিল্ সওদাগরগণ ক্রম বিক্রয়ের হটুগোলে ব্যাপ্ত।"

হাল, এই খ্রীসমৃদ্ধি সম্পন্ন জীবস্ত নগর এফণে মৃত্যুপাশে চির নিজিত। ইহার প্রবল কেলা ছর্গ ভূমিসাং হইয়াছে। সবে একটা মান ব্রুজ অরণ চিল্ল অরপি অবশিষ্ট—ইহার প্রাসাদ অন্তালিকা গৃহাবলী ইপ্তক ধূলি ও বালুরাশিতে পরিণত, "পেচক ও বাত্ত, শুগাল ও শুন্দ্রের আবাস স্থান।" নদী তীরে এককালে যে সকল অর্মা স্থানর উদ্যান কানন নগরের শোভা সম্পাদন করিত তাহা কণ্টকারত বন জঙ্গলে অদৃশ্য ইইয়া গিয়াছে। সে স্লোভ্যতা আর নহে তাহার প্রবাহ অনাত্রে বিবর্ত হইয়া শিয়াছে, চতুদ্দিক শুদ্ধ নীরস মর্ভ্যা। \*

### দৈতীয় ভাগ।

এবার মুসলমানদের হিল্-আক্রমণ পানা। সেকলর বাদসা চলিয়া যাইবার পর দিল্দেশ অনেককাল পর্যান্ত হিল্রাজাদের অধীন ছিল, মুসলমান ইতিহাস লেথকেরা বলেন রাজপুত বংশীয় পঞ্রাহী সিল্দেশে ১৪০ বংসর রাজত্ব করেন। আলোর তাঁহাদের রাজতানী ও তাঁহাদের রাজত্ব কালে প্রজাসকল স্থুথ স্প্রুল্ফে দিনপাত করিত। খুটালের সপ্তম শতালীতে রাহী সাহসীর মৃত্য হয়। তাঁহার কোন পুত্র সপ্ততি ছিল না। রাজ্ঞীর এক ব্রাহ্মণ উপপতি ছিল তাহার নাম কচ্ছ। ক্থিত আছে যে ন্যায় উত্তরাধিকারীগণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাণী স্বায় প্রণয়ী কচ্ছের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। অনশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলে বলে কৌশলে পরাজয় করিয়া কচ্ছ রাজা

<sup>\*</sup> Cunningham's ancient Geography of India (Western India.)
The Buried city of Brahmanabad By H., M. Birdwood (Bombay C. S.)

) অন্যায় লব্ধ সিংহাসনে হস্থির হইয়া বসিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বংসর ডাহীর ∫ বাজত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ডাহীর সিংহাদনে অধিকঢ় হয়েন। †

্ডাহীরের রাজত্বকালে দিলুদেশ ধর্মান্ধ যবনদল কর্তৃক আপ্লুত হয়। আরবেরা প্রাচীন কাল হইতে ভারত এর্ধ বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদের একটা জাহাজ ‡ দেওয়াল বন্দরে ধত হওয়াতে রাজ: ভাহিরের নিকট তাহা প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করা হয়। রাজা সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন—এই সামান্য কারণে যুদ্ধের স্ত্রপাত। ৭১১ মহম্মদ ) খৃষ্ঠান্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের का শিম ∫ বালক বৈ নয়) একদল দৈনা লইয়া দেওয়াল বন্দরে উপনীত হন। প্রথমে একটা মন্দিরের উপর তার যত সাক্রোশ। ইহা বন্দরের প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তর প্রাচার বেষ্টিত একটা বিখ্যাত হিন্দু দেবালয়—অন্তরে ব্রাহ্ণণ বনতি ও রাজপুত দৈন্য ক র্কি সুরক্ষিত। মন্দিরের একটা স্তম্ভের উপর এক নিশান উড়িতেছিল। কাশিম তাহার প্রতি বানপ্রয়োগ করিয়া ধরাশালা করিলেন। পতাক। পতনের বালে বালে বালে কলিগের এমান ভয়ের স্ঞার হইল যে তাঁহাদেরও যবন হত্তে পতনের আর বিলম্ব রহিল না। মন্দির অধিকার করিয়া ত্রাহ্মণদের বলপূর্বক মুদলমান কর। এই কাশিমের প্রথম কাল। তাহাদের অসমতি দেখিরা কাশিম এমনি ক্রন্ধ হইনেন যে বর্ক্ষ পুরুষদের সম্প্ निशां , वानक अ जीत्नांकरनत नामच मृश्वांन वसरनत आरम् आती श्रेन।

মন্দির পতনের পর বন্দর শাঘ্রই যবনদের হস্তগত হইল ও তদন ওর কাশিম নিরণ-কোট (এক্ষণকার হাইদ্রাবাদ) দেওয়াল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান সধিকার করিয়া লইলেন।

এপর্য্যন্ত কাশিনের ভাগ্য স্থপ্রসন্ধ —অনস্তর ডাহিরের রাজধানী আলোরের নিকট এক মহাযুদ্ধ হয়। রাজা'কলং ৫০ দহত্র দৈনা সম্ভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানী দংরক্ণার্থে অগ্রসর হইলেন। কাশিম পারসা হইতে ন্বাগত ২০০০ স্থারোহী ও পূর্ক্কার অবশিষ্ট বল লইয়া হিন্দু সেনার আক্রমণ প্রতাকা করিয়া রহিলেন। রাজা যে গ্রুপ্ত আর্চু ছিলেন নৈব্ৰটনায় এক অগ্নি:গালা তাহার উপর পাড়গা ছলগুল বাধাইয়া দিন, অবাধ্য হক্তী রণভূমি হইতে রজেতেক লইয়া পলায়ন করিল। এই ঘটনায় মুদ্ধের পরিণাম হটিত হইল। রাজা মধারত হইয়া বান জর্জারিত দেহে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার' কোন ফল হইল না, রণোয়ত আরব দৈন্য-মাঝে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কাল কবলে পতিত হইলেন।

<sup>+</sup> Burton's Sindh.

<sup>‡</sup> Elphinstone বলেন দেওয়াল করাচীর নিকটবর্ত্তী কোন বলুর ছিল।

এই শঙ্কটের সময় রাজ্ঞীর অসাধারণ সাহ্য ও বারত্বের পরি-বীরক্ষেনা চর পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্রিত করিয়া সেই রাজমহিষী বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণাবাদ র্ফার একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, যতক্ষণ পারিগেন শক্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, পরিশেবে অল্লাভাবে নৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। আর তাহারা তিটিতে পারে না। পরে তাহারা রাজপুত বীরোচিত 'জোহর' বতে ্রতী হহয়াস্ত্রী পুৰ্ববিগ্রেক জলস্ত চিতানলৈ আছতি প্রদান করিল—পুরুষেরা নগর ছার খলিয়া তরবার হত্তে অরিদলে প্রধিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ছোঠীরের রাজ্য নুসলমানদের চরণতলে ন্যন্ত হইল। মূলতানে যবন জ্বপতাকা रुखीन ब्हेग।

ক্রমে হিন্দ ও অারবলের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার স্ত্রপাত হইল। হিন্দু শেসীরা ্বান্কে কর বিতে স্বাস্ত হইলেন কিন্তু এই সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। হিন্দু নেবাল্য উচ্ছন্ন –পূলাঠনা বন্ধ হইৱা পৌড্লিকতার উচ্ছেদ সাধন হইৱাছে – আন্ধাদের ্দ্রতা একার ভূমি সম্পত্তি কাজিয়া লওয়া হইলাছে – করদ রাজ্যে কি **এই সকল অবিচার** প্রতাপ্য করা ব্টেতে পারে ? তাহা হট্টে কি পেট্ডিলি মতার প্রাঞ্জ দেওয়া হয় ন। ? কর্মনের মনে এবিচয়ে সন্দেহ উপ্তিত হওয়াতে তিনি **তাঁ**হার **প্রভুর স্**নিধানে ্রিজ্ঞানা করিলা পাঠান। দেখান হইতে হিল্লের প্রীতিজনক উত্তর পাওয়া গেল। প্রাং এই কে, যে সকল হিন্দু করনানে প্রতিশত তাহার। করন রাজ্যের প্রজার ন্যায় ন্মস্ত অধিকারে পাইবার যোগ্য। তাহালা দেবালয় পনা স্থাপন করিয়া পূজার্জন। কুকুক ভাহাতে কোন আপত্তি নাই, অসমত ভূমি সম্পত্তি ত্রানাগনিগকে প্রত্যুপ্ত করা হটক – হিন্দু রাজার আন্ত্রে তাহাদের যাং ন্যাব্য পাওনা তাহা হইতে তাহারদিগকে ব্ভিত করান। হয়।

কাশিম জনলাতে ক্ষীত হইয়া হিন্দুধান আজনণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন মনর হঠাথ ভীকার ভাগা কিরিল। ভাহিবের পরাজয় ও পতনের পর আঁহার পরমা-ী কন্যার্য ব্রন্দের হতে পতিত হইল।

রাজকুনারী 
কাশিম রাজকুমারীদিগকে দমাস্কদের কালিফের নিকট উপহার অরূপ প্রেরণ কবিলেন। কালিফের সন্মুথে আনীত হইলে গোটা যিনি তিনি অশ্পূর্ণ নয়নে নিবেদন করিলেন "আমি মহারাজের যোগ্য নাই-কাশিম আমাকে বিদায় করিবার পুর্বের আমার প্রতি ব্যভিচার করিয়াছে।" কালিফ রচেত্রমারীর রপলাবনো মুগ্ধ হইয়। ভূতোর প্রতি রোধানলে প্রজ্ঞলিত হইলেন। রাগের মাথার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন "কাশিমকে কাঁচা-চর্ম্ম থলিতে পুরিয়া দেলাই করিয়া এথনি আমার সম্মুধে হাজির কর।" কালিফের আদেশ সম্পন্ন হইলে পর রাজকুমারীকে ভাকিয়া আনিয়া কাশিমের মৃত দেহ দেখাইলেন। রাজকুমারী আহলাদে উৎফুল্ল হইনা বলিলা উঠিলেন "মহারাজ! কাশিম বাস্তবিক নিরপরাধী—স্সামার পিতার মৃত্যু ও কুল কলছের এই প্রতিশোধ! \*

শ্রীসত্যেক্তনাথ ঠাকুর।

# সর উইলিয়ম জোন্স †।

১৭৪৬ খুষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উইলিয়ম জোন্সের জন্ম হয়। তিন বংসর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে মাতার উপর তাঁহার শিক্ষার ভার পতিত হয়। এই রমণী অসাধারণ গুণ সম্পন্না ছিলেন। শৈশবেই উইলিয়ন অলোকিক পরিশ্রম করিতেন; এবং তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এইরূপ ক্থিত আছে, যথন তাঁহার বয়স তিন কি চারি বংসর মাত্র তথন তিনি মাতার নিকট কোন বিষয়ে কিছু জানিতে চাহিলে, তাঁহার মাতা সর্বাদাই এই উত্তর দিতেন "পড়, তবেই জানিতে পারিবে।" এইরূপে পুস্তকের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব অনুরাগ জনিয়া তাহা বয়োবৃদির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর দৃঢ় হইতে লাগিল। হেরো (Harrow) বিদ্যালয়ে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া, তিনি ১৭৬৪ খৃঠান্দে অক্সফোর্ডের ইউনিবর্গিটি কলেনে প্রবেশ করিলেন। স্কুলে থাকিতে তাঁহার অসানান্য কার্য্যপ্রিতা দর্শনে চমংকৃত হইয়া জনৈক শিক্ষক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"তাহাকে সল্স্বেরির ময়লানে উলঙ্গ ও অস-स्रोत्र অবস্থার ছাড়িয়া দিলেও দে যশস্বী ও ধনী হইতে পারিবে।"

লাটন ও এীক তিনি পূর্কেই সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অল্লকোটে আসার পর, পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ আদিয়ার ভাষা শিখিতে ইচ্ছুক.হইয়া, এলেপো (Aleppo) নগর হইতে আগত এক ব্যক্তিকে আরবী ভাষার উচ্চারণ শিথাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মাতাকে নিজের শিক্ষা ব্যর ইইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি এক জন্ত ধনী লোকের পুত্রকে পড়াইতেন। এইরূপে চারি বৎসর গেল। ১৭৭০ অব্দে তিনি "নাদির সাহের জীবনী" নামক এক পার্দ্য গ্রন্থ জ্বাদী ভাষায় তরজনা করেন এবং এই বৎসর তাঁহার আইন পড়াও আরম্ভ হয়। চারি বৎসর পরে আদিয়ার ভাষা-দকরের কবিত। সম্বন্ধে এক গ্রন্থ প্রাণ্যন করেন। ১৭৮০ **অব্দে আ**রবী ভাষা হইতে কতক্ত্রণি কবিতা তাঁহা,কর্ত্ক অমুবাদিত হয়।

১৭৭৪ অবেদ তিনি উকীল হইয়। অচিরেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তথ্নকার

<sup>\*</sup> Elphinstone's History of India.

<sup>†</sup> মাল্লাজের মানিক পত্রিকা Progress হইতে অনুবাদিত।

ক্লিকাতার স্থপ্রিনকোর্টে (বাহা বর্ত্তমান হাইকোর্টে পরিণত হইরাছে) একটা জ্ঞিয়তি আৰু করা তাঁহার সর্কা প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৭৮০ অব্দে এই পদ ও সর উপাধি লাভ ক্রিয়া এদেশে আগমন করেন। একে ত বিচারকার্য্যে কত পরিশ্রম, তাতে আবার সেদনায়ে আজকালকার মত বিচারকার্য্যের বন্দবন্তের এত স্কুশুআলা ও স্কবিধা ছিল না. ভূৰাজ শাসন ও ৰিচার কার্য্যের কেবল মাত্র সেই স্থ্রপাত ইইয়াছে। এমতাবস্থায় সার উইলিয়ন জোন্স তাঁহার আফিনের কার্য্য মনোযোগের সহিত স্থপন্সকরিয়া, এদেশে আসিবার অনু দিন পরেই আবার যে "রয়েল আসিরাটিক সোগাইটি অব বেঙ্গল" নামক তভা সংস্থাপন করিবার সময় পাইলেন ইহা বড় কম আশ্চর্যোর বিষয় নয়। এই সভার উদ্দেশ্য তাহার নিজের কথায়:—"আবিয়া ভূখণ্ডের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিতা গৰাক অনুস্থান করা"। সভার জন্ম হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যান্ত তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন। এই সভার জন্মদাতা হইয়া এবং এই মুভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকাতে ল্নাবিধ অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত কবিয়া তিনি জগতে অক্ষম নাম রাথিরা গিয়াছেন। \*

গাধান্নতঃ তিনি কলিকাতা হইতে পাঁচ মাইল দুরে গদাতীরবর্ত্তী বাটাতে বাদ ক্রিটেন। তাঁহার জীবনচ্রিত লেথক লর্ড টেইন মর্ডেথ লিখিয়াছেন—"প্রত্যুহ স্থাা-ত্ত্র পর তিনি এম্বানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এবং নিদ্রা হইতে এত প্রত্যুবে উঠি-্তন যে উষারস্থেই পদ্ভাজে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে পৌছিয়া, কাছারি খুলিবার পূর্ম্ব কয় ঘটা প্রত্যাহ নিয়মিত রূপে অধায়নে কাটাইতেন।'' কিন্তু ছুটীর সময় তাঁহাঁর কুঞ্চ-নগুরে থাকা ইইত। এথানে ১৭৮৫ অব্দে কিরুপে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার একটা বিবরণ পাওলা যায়। প্রাতে একথানা চিঠি লিখিয়া বাইবলের দশ অধ্যায় পাঠ. ভার পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও হিন্দু আইন অধ্যয়ন; ছই প্রহরের পর ভারতবর্ষের ভূগোল ও ্রাম নগরের ইতিহাস পাঠ, দিবদের শেষ কার্য্য ক্ষেক বান্ধি দাবা থেলা এবং এরিষ্টোর কিয়দ পাঠ।

১৭৮৯ এবং ১৭৯৪ অন্দে তিনি ছুই খানি কঠিন ও উৎক্লষ্ট সংস্কৃত পুস্তক ইংরাজীতে T. বার্ণ করেন—শকুন্তলা ও মতুর ধর্মলান্ত।

সর্বংশ্যে, এদেশে বিচার কার্য্যের স্থাম হওয়ার জন্য তিনি হিন্দু ও মুস্লমান আইন টাকা সনেত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাঁকে সাতিশয় পরিশ্রম করিতে হুইরাছিল। ইহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে একবার মধ্যে ইউরোপে গমন করেন। ১৭৯৪-অন্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই মুভার বাসন্থান কলিকাতাতেই। ইহা এখনও জীবিত থাকিয়া সর উই-িরম জোন্স কর্তৃক নি। দ্বস্তু উদ্দেশ্য সাধনে পুর্ব্বের ন্যায় যত্নবতী। আমাদের দেশের ু প্রান্ত্র পাণ্ডত ভাক্তার রাজেজলোল মিত্র গত বংসর ইহার সভাপতি ছিলেন। তিনি ४१३। अपनायमित्रत मृत्या आत क्रिट अभिया अटे मचान लाख करतन नारे।

বিদেশীয় ভাষায় অধিকার লাভে তিনি যেরপে কৃতকার্য ইইয়াছিলেন, অতি অন্ন লোকই জজ্ঞপ ইইয়াছেন। অন্ন আটাইশটি ভাষ'তে তাঁহার দখল ছিল। এবং ইহাদের অনেকগুলিতেই যে তাঁহার অসাধারণ নৈপুনা ছিল, তাঁহার কৃত অনুবাদ সকলই ভাহার দৃষ্টাস্ত স্থল। ইহার পর যথন ভাবিয়া দেখি, যে শ্রমসাপেক্ষ বিচারকার্য দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়া, তবে তিনি লেখা পড়ার সময় পাইতেন তথন তাঁহার প্রতি আমাদদের সন্মান শতগুণে বাড়িয়া যায়।

তিনি যে এত মহংকার্যা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে. কতকগুলি সহজ উপদেশ পালন করিতে তিনি দুদুপ্রতিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটা এই, উন্নতি করিবার যত স্প্রেম্যাগ উপত্তিত হয়, তাহার একটাকেও অবহেলা করিতে নাই। লর্ড টেইন মর্ডেখ বলেন—"যাহা তিনি একবার করিতে আরত্ত করিতেন, শত বাধা বিপত্তি উল্লেখন করিতে হইলেও তাহা সমাধানা করিয়া ছাড়ি-Con ना। देश ठाँशांत की बत्तत अक्षी अप मठा हिन - देश दरेट क्यनहे ठिनि ইচ্ছা করিয়া বিচ্যুত হইতেন না। কিন্তু তিনি যে নিজের ও পরের উপকারার্থ ঠাহাব বিদ্যাবৃদ্ধি এতদুর নিয়োজিত করিতে সক্ষম হত্যাছিলেন, তাহার বিশেষ্ত্র কারণ এই যে, তিনি সমরকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ভাগ করিয়া, কার্ট্য কবিবার সময় সেই ভাগের যাহাতে বিলুমাত ব্যতিজ্ঞানা হয় তংগ্রতি দুরু দুটি রাখিতেল। এ-জন্য তাঁহার সকল পড়াখন। নিরব্ছিল গ্রিতে চলিত। আমি ইয়াও না ব্রিয়া থাকিতে পারি নাথে, গুণ ও শিক্ষার ভেদাভেদ নাকরিয়া সকল প্রকার লোকের প্রতিই তিনি, সম্থিক সর্লতা ও প্রবন্ধতার স্থিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন। তিনি যথার্থ ই বলিতেন, অশিক্ষিত বর্জনের নিকট হইতেও অতান্ত আবশাকীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় সকল জানা যাইতে পারে, এংং তিনি এই দিকৈ যে কিছু স্যোগ পাইতেন, তাহার সন্বাবহার করিতেন।"

ধন লাল্যা তাঁহার মধ্যে একেবারেই ছিল্লনা। একবার তাঁহার বেতন র্কির প্রস্তাব হইলে তিনি এই রূপ লিথেন—"বাস্তবিক আমার যাহা সম্পতি আছে তাহা বৃদ্ধি করিবার কোন আবশ্যক নাই। যাহা আছে তাহাই আমার পক্ষে প্রচুর। বিটাশ সাম্রাজ্যের সমগ্র ব্যবস্থাপক সভা যদি আমাকে আমার বর্ত্তমান পদ হইতে পৃথক একটা পদ অর্পণ করেন, আমি কৃতজ্ঞ সদয়েও বিনীত অক্তরে তাহা গ্রহণ করিতে অনম্মত হইব। তাঁহার জীবনচরিত লেথক বলেন নিজ চরিত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন এবং বাহাদের উন্নতি ছিলেন যে তাঁহার যে সকল বন্ধ্দিগকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন এবং বাহাদের উন্নতি দেখিলে স্থী হইতেন—ভাহাদিগের কাজের জন্যও ক্থনও উপর্থগালাদিগকে অন্তর্গ্রেধ ক্রিতেন না।"

কিন্তু সর্ভইলিয়ম জোলোর চরিত্তের প্রধান ভূষণ, মানব জাতির উপকার করিবার

জন্য প্রবল ইচ্ছা। এই উচ্চাভিলাৰ সমৃদ্ধে তিনি সমস্ত নীচ প্রাৃত্তি বিদর্জন করিতে পারিতেন। জ্ঞান বে কেবল মাত্র উপার কিন্তু উদ্দেশ্য নর, জ্ঞান মধ্যাকে প্রকৃত স্থাধীনতা, সত্য উপার্জনের পথ দেখার, ইহা মনে রাধিরা তিনি জ্ঞানকে ভাল বাসিতেন।

ইংলগু এবং ভারতবর্ষ উভয় দেশেই তাঁচার স্মরণার্থ সম্মান স্কৃচক নিদর্শন আছে। ইপ্টইগুয়া কোম্পানির মধ্যক্ষেরা লগুন নগরন্থ সেন্টপলের গির্জাতে একটি এবং কলি-কাতায় একটা প্রস্থারমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

र, ठ, ति।

### প্রয়াগে।

আমাদের বাঙ্গালার কাছাকাছি একটি মন্দির আছে, সে দিন ভোরের বেলায় সেই মন্দিবের রদানটোকিতে প্রভাতরাগিনী বাজিয়া উঠিমাছিল, এখনো বাজে, কিন্তু দে নিন্দেই গানে সদয় যেমন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না।

দে দিন সে রাগিনীতে ছোট তিনট ভাই বোনের মধুর কণ্ঠতান ওনিতে পাইয়া-্রিনাম, তাহাদের ক্দয়ের আনন্দ প্রবাহ সেদিন সঙ্গীত হইয়া ঐ গানের প্রাণে তরঙ্গ তুলিয়াছিল—তাই সেদিনকার প্রভাত রাগিণী তেমন মধুর লাগিয়াছিল,— অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া তেমন উথলিয়া উঠিয়াছিল;—তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহা-দের সঙ্গের সে হাসি, গান, আমোদ আহ্লাদ—যাহাতে প্রধানকার সকলি মধুর হইয়া, আলো হইয়াছিল—তাহা সঙ্গে লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে তাই ঐ বাঁশি আর প্রথন ভেনন স্বরে বাজে না, প্রভাতে প্রথন আর তেমন সৌন্দর্যা নাই।

তাহারা আর বাহা সঙ্গৈ আনিয়াছিল—সব লইয়া পেণ, কেবল আমাকে একাকী কেলিয়া পোল। সময়ের আজ্ঞা বড় সিদারুণ, তাহার কাছে সেহ মমতা নাই। তাহা-দের সময় হইয়াছিল—ডাই তাহারা আমার জন্য অপেকা করিতে পারিল না; আমার সময় হয় নাই—আমি এখনো পিছনে পড়িয়া আছি; উৎস্ক প্রাণে সময়ের ম্থপানে চাহিয়া সেই স্থের মিলনের দিনের জন্য অপেকা করিতেছি, আর সেইরপ আর একটা দিন বে চলিয়া গিয়াছে তাহার কথা মনে করিতেছি।

সেদিনকার প্রভাত কি মধুর প্রভাত, সে দিন সৈহ প্রেম ভক্তি একত মিলিয়া বাগানের রাশি রাশি গোলাপ ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়ছিল, সে দিন প্রেমপূর্ণ হদরের আনশ্দ কিরণ তরুণ স্থ্যরশ্বিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া, বাগানের লতা পাতার ফুল-ফলের শিশির কণার উপর ঝলমল করিয়া উঠিয়ছিল, সে শিশিরকণাও যেমন আর বিছ্ল নহে, বহুদিন পরে প্রিয়জন মিলনের বিমল প্রেমাঞ্চা সেইদিনকার সেই

সৌন্দর্যামর, লাবণ্যমর প্রেনমর প্রভাতে ফুলের পরিমলের সঙ্গে আমার জনরও অনস্থ পরিমলের রাজ্যে উত্থিত হইরাছিল তাই সে দিন এত মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সেই এক প্রভাত, আর আজ এই এক প্রভাত। আজও প্রভাত হইসাছে, কিয় যাদের দইরা প্রভাতের সৌন্ধ্য, এ প্রভাতে তাদের কিছুই নাই, প্রভাতের সে ফুল নাই নৈ মধুর বাতাদ নাই, দে উবার হাদি নাই। প্রভাতের আলো-প্রভাতের প্রাণ যে স্থ্য-দে আজ মেৰের মধ্যে লুকাইয়া, অথচ প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের এই ছর্দশা দেখিয়া আমার গুদ্ধ প্রাণ কেমন করিয়া উঠিতেছে। আজ বলিয়া নহে, ক্রমাগত আৰু ৮ ১১ দিন হইতে এইরূপ মেঘের মধ্যে সূর্য্য উঠিয়া মেঘের মধ্যেই আতে ঘাইতেছে। সাধারণত: উত্তর পশ্চিম অঞ্চল মেব বৃত্তি বাদল বাসলা বেশ অপেক্ষা একেই অনেক কম, তাহার পর বীতকালে ক্রমাগত এতদিন ধরিয়া এরূপ রুষ্ট হওয়া এদেশের পক্ষে নিতান্তই নুতন ব্যাপার, গরীব ছঃখী গরু বাছুরের কি ত্যানক কষ্ট। সারাদিনই প্রায় বৃষ্টি হইতেছে, তুপর বেলা বৃষ্টি একটু ধরে, আকাশটা **একটু পরিছার দেখায়, নিরাশ জ্নয়ের আশার মতন** চারিদিকট। একটু প্রদর **(एथांत्र, किस अहम्मर्शत मर्साहे आ**र्वात त्य तक त्महे हहेवा भरह। अहे हासिहींन, আলোহীন অন্ধকার প্রভাতের মুখের পানে ত আর চাওয়া বার না, এই মনিন দিন শুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমরাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, প্রতিদিন ক্রেয় মুখ দেখিবার জন্ত আকুল হইয়া উঠিতেছি, প্রতিদিনই নিরাশ হইয়া প্রারিনের জন্য আবার আশার থাকিতেছি। আশার এই অনিশ্চিত্তার মধ্যে পড়িয়া আশাটাও এমন কষ্টকর বোধ হইতেছে যে—'আশাতেই নাম্ববের হ্রথ' এই যে পুরাতন জানী বচনটি ইহার প্রতিও আর আছা রাণিতে পারিতেছি না, বর্ঞ বিপর্তিই মনে হইতেছে, মনে **হইতেছে এরপ আশা অপেকা একেবারে নিরাধাও ভাল।** আনি যদি বৃষ্টির প্রথমেই জানিতে পারিতাম যে এক আধ দিন নয় এমন গোটা দশ দশ দিন —িক আহো বেশী— এই অন্ধকারের মধ্যেই বাদ আমার অদৃত্ত লিখন, তাহা হইলে আর কিছু না হউক প্রতি দিনকার এই আশার স্থ্য ভোগ হইতে রেহাই পাইয়া বাচিতাম। আমি ত বলি শিশ্চিং **কট বাহা সহিতে হইবেই জানি—**তাহা অপেকা অনিশ্চিতের কও আরো ভ্রানক, মৃত্যুভর পার কি সেই জনাই প্রেষ্ঠ ভয়।

তবে আমার এইরপ মনে হইতেছে —বলিয়া সকলেরই যে এইরপ মনে হইবে তাহা নাও ইইতে পারে। এমনও লোক থাকিতে পারেন—বিনি অনবরত দশ দিন এই অন্ধ-কারের মধ্যে থাকিতে হইবে আগে থাকিতে জানিলে একেবারেই চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন। তিনি বলিতে পারেন—"আশা আছে বলিয়াই নিরশোর বির্ভিন্দিং মহা যাম— আদৃষ্টের অন্ধকার জানা হইতে না জানাই ভাল। ইত্যাদি "

किंद जिनि वनित्त आभि त्य कथां है मानिता नहें व अमन बबेट वहे शास्त्र ना। बाँद

পক্ষে কথাটা সত্য হইতে পারে, লোকেও একথাটা যুক্তির আকারে দেখিতে পারে— কিন্তু যতকণ আমি ইহা সভা বলিয়া নামানি ওতক্ষণ ইহা সভাই হইতে পারে না। বরঞ আমি ইহা হইতে এইরূপ সীকার করিব—যে, একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার সাজে ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখিতে পাওরা যায়, তাহা ভিন্ন একথার অন্য কোনরূপ গুরুত্ব আছে ইহা আমি আদপেই মানিনা। লোকে আমার এই দুঢ়তাকে একগুরৈমি, কুতর্ক, স্ত্রীলো-্কর যুক্তি, প্রভৃতি নানারূপ নামে অভিহিত করিয়া থাকে,কিন্ধ আমি ইহাকে মনুষাত্ব বলি: আর ধাহারা এই উচ্চ মন্ত্র্যাত্ব হইতে বঞ্চিত তাহারা যে কেবল হিংসার জালাতেই এইরূপ করিয়া বলে বে বিষয়েও আমার সংশয় মাত্র নাই, বৃদ্ধিমান মাত্রেরই সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু আমার একটি ঝগড়াটে গবন্ধ আছেন তিনি বৃদ্ধিমান—ঠিক হইন না—বুদ্ধিসতী ইই াও আমার এ কথা মানিতে েহন না, (ই**হাতে এই প্রমাণ হইতেছে**— আমার কণায় বাঁহারা সংশয় করেন—তাঁহারা নির্দোধ ওধু নন্—আবার ঝগড়াটে) আন্ত্র এই কথা ওনিলেই তিনি এমন অধৈ চা হইয়া উঠেন, তাঁর তর্কের বন্দটা এমন ্রেজিত হইরা উঠে—যে তথন তাঁহার ছোট ছোট ঠেটে ছথানির ভিতর দিয়া অন্বরত থট ফুটতে থাকে, আর বড় বড় চেপে ছটি উত্তরোত্তর লাল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে ভরাইয়া আমি যে আমার মতের তিল-চুল তকাতে গিয়া পড়ি এমন নয়। ত্রের সে চোথ রাঙ্গানির একটা ফল হয় এই, তাহা দেখিলে আমার কলিকাতার একট গ্রম করিয়া তোলে, স্ত্তরাং অবকলে পাইলেই মাঝে মাঝে আমি তাঁহার নহিত তর্ক **ক**রিতে বসি।

আন এখনো নৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই কিছ নাকাশে মেদ, আর নীচে চারিদিকে ব্রুলা, এ বড় বিত্রী অন্ধ্রার, অন্ধ্রানের ঠিক এ বক্ষ একগ্রে শুম্পা মূর্ত্তি কলিকভার দেখিবছি মনে এর না। রৌজের দিনে ৬ শানের বাঙ্গনার মাঠের সীমান্তে বড় গাহগুলি কেন্দ্র চক্রাকারে স্থানর সালিব থাকে—আজ তাদের চিত্রও নাই। কেন্দ্র অরহর, ভ্যারেগুল, যওগারির বিস্তরিবন একেবারে ধুমাচ্ছর, এই ধ্ম সমুদ্রের নধ্যে আনাদের বাঞ্গাটা যেন একটা জাহাল বাল্পাম । হইতেছে। সমুখ্রের পাত মুমাটা ইতে চাকরদের কলিকলে জল ত্লিবার অবিশ্রান্ত ঘড়বড়ানি, আর নিকট দিরা নিন বাইবার ধন্দ্রকানিতে এই জাহালি শ্রেন্টা বেন মনে জারো ভাল করিয়া নিন্তিছে। জানালা দিলা বাঙ্গলার আশে পাশের যে তুই একটা আম পেরারার গছে চোপে পজিতেছে—মনে হইতেছে, উহারা যেন এক একটা দ্বীপ, আর বাগানের ধারের ঐ বে কাশ বনের মাগার সালা সালা শিবগুলি কুয়াসা মাধা হইলা অপ্পাইরপে মাঝে স্থাৎ ছলিয়া ত্লিয়া উঠিতেছে, উহা যেন অদ্পা নৌকার পাল, উহার প্রশিকে আর বি স্তরেই দৃষ্টি চলে না।

দিনটা এমনি বিশ্রী, পাধীপথালি গুলাও আজ ঘরের বাহির হইতে চার না, পরিকার স্থিনে ব্রাজ এ সমর সমুথের ঐ আম গাছে একট কেমন রংচকে পাথী লম্বা পুরু নাচাইরা শিব দিত, কদিন হইতে তাহাকে আর মোটেই দেখিতেছি না। আমি রোজ সকালে জানালার সন্থে ছোলা ছড়াইরা দিই, রাজ্যের পাথী আদিরা থাইতে আরম্ভ করে, আজ অনেককণ হইতে ফেথানকার ছোলা সেই থানেই পড়িয়া আছে, একটি কাকও তাহা থাইতে আদে নাই, কেবল ছ একটা কাঠবিড়ালি মাঝে মাঝে ঐথানে আসিয়া চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক পানে চাহিয়া ছুই একটা ছোলা মুথে লইয়া পলাইছেছে।

এই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পূর্ব্বে কি পশ্চিমে বলিতে পারিনা—একটা কনকনে বাতাদের নাপটাও বহিতে আরম্ভ হইল, বাতাদের সঙ্গে কুরাদাগুলা মেঘের মত কেমন উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে, বাতাদে আমার হাত এমনি কনকন করিয়া অবশ হইয়া পড়িতেছে, যে মাঝে মাঝে বেখা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, —হাত খানিককণ গরম না করিয়া আর লেখা যায় না,—মনে হইতেছে ঘরে আগুণ থাকিলে ভাল হইত, কিয়া মুড়ি মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া যদি দিনটা কাটাইতে পারিতাম তাহা হইলেও মানু কুটা আমি আর কথনো এরপ শীত ভোগ করিয়াছি এমন মনে পড়ে না, সীর্মে একটা লেপ—একটা বালাপোর, ছই জোড়া কয়ল—(আসলে চারখান হইল) পারে দিয়াও আমার শীত ভাঙ্গে না—আবার থানিক রাতে তার উপর আর কিছু চাপাইতে হয়। কলিকাতায় বদিয়া এশীত ঠিক বুঝা যায় না, তরল হলয় মুখী বাজিরা মুখের রাজ্যে বিদিয়া যতটুক পরের ছঃখ অমুভব করিতে পারে —আমার মনে হয় —কলিকাতায় বিদয়া এ শীত ততটুকুর বেশী আর বুঝা যায় না। যাহারাইংলওে গিয়াছেন তাঁহায়া বলেন, বুঙের শীতকাল অনেকটা এই রকম। এই কথাটা গুনিয়া অবধি এত ঠাগুার মধ্যেও আরো একটু বেশী রকম ঠাগুা হইয়াছে, হইনই বা বুষ্টি বাদেশ কুয়াশা শীত,—ইংলঙে না গিয়াও ইংলও ভোগ করিতেছি —এ কি কম সৌতাগৈরে কগা।

কিন্ত এখানকার শীতে আমার যন্তক্ট হুর —এ দেশের লোকেয় তা হয় না - তাহারা আমার শীত দেখিয়া অবাক হয়। এই শীতে এদেশে অনেকে একেবারে বাহিরে পড়িরা থাকে। দেখিয়া আমার অত্যন্ত কঠ হয়, কিন্তু বাঁহারা অনেক দিন, এদেশে আছেন তাহারা বলেন, এদেশের ছোট লোক বলিরা নহে, বড় লোকেরাও ঘরের ভিতর শোন্ন না। মোটা মোটা লেপ মুড়ি দিয়া খোলা বারান্দার শোভরা এখানকার একটা দস্তর, ছেলেবেলা হইতে এ দেশের সকলের এইরূপ অভ্যান। তবে যাহারা গরীব তাহারা অনেক সময় গাছতলার থাকে বড় লোকেরা বারাপ্তার থাকে এইমাত্র নাধি তফাৎ।

এই শীতের উপর রাতে আর এক উৎপাৎ—চোরের ভয়। এদেশের লোকের বাঁচিয়া কি সুথ আমি ত ভাবিয়া পাই না। তবে আমি ভাবিয়া পাই আর নাই পাই তাহাতে যে তাহাদের কিছু আসে যার না, তাহাতে যে তাহাদের বাঁচিবার কোন ব্যাঘাত



জন্মে না, বা তাহাদের জীবনের মৃদ্য ধনীদিগের অপেকা একতিসও কমিয়া যায় না, এমন প্রমাণ প্রত্যহ অজস্র পাইতেছি, আর ইহা হইতে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই দি দিদ্ধান্তে আদিয়াছি—বে, স্থই জীবন অর্থাৎ স্থাথের জন্মই জীবন এ কথাটা ঠিক কথা নহে, জীবনের জন্মই জীবন অর্থাৎ বাঁচাতেই স্থাইহাই খাঁটি কথা, নহিলে এত দীন হুংথী আতুর এত দিনে মরিয়া যাইত।

আমাদের বাকলাটা আবার যেরূপ মাঠের মধ্যে তাহাতে এথানে চোরের ভরটা মারো কিছু জবর রকম। শুনিতে পাই চারি দিক হইতে চুরি করিরা আনিরা আনাদের বাকলার পূর্কিনিকের মাঠে আদিরা চোরেরা ছাগ বাটরা করিত, এস্থানটা তাদের একটা আডোগেন। আর পুলিস ইহা জানিরাও তাহাদের কিছু বলে না। সেই জত্ত প্রথম প্রথম এই বাসালার লোক আদিশেই চোরেরা উৎপাৎ করিরা তাড়া-ইরা দিতে চেটা করিত। তবে বলুকের তরে ও গৃহ-বামীর সতর্কতার এবারটা তাহারা কিছু জলে পড়িয়াছে, তর নাকি আমরা আদিবার আগে থোল চৌকিনারকে লাঠি মারিরা তাহার ঘর হইতে চুরি করিয়া লইরা গিয়াছে। যাই হৌক আমরা আদিরা অবধি এপর্যন্ত আমাদের বাজলার চুরী হর নাই, তবে জ্যাটা যে ছাড়িতেছে তাহা নহে, কেননা চাকর-দের কাছে চোর আদিয়া পগাইবার কথা আর তাহা ছাড়া আমাদের বাড়ীর কাছের অর্থনার বেচারী প্রীবদের ঘর হইতে চুরী যাইবার কথা প্রায়ই ত শীতে পাই। এইরূপ চুরীরু কথা শুনিলেই আমার মনে হর যে চোরগুলা নিছান্তই বোকা চোর, যদি চুরীই করিতে হয় ত তাহারা লাট সাহেবদের ঘরে চুরি না করিয়া—বেচারা গরীবদের ঘর চুরী করে কেন ? শুনিশাম তাও নাকি চোরেরা বাকী রাখেনাই, একবার নাকি এধানকার লেণ্ডেনেণ্ট গ্রণ্রের ক্যাম্পের বড় আশ্রের ক্যান্তর্য রকম চুরী হইরাছিল।

মক্ষণের এক বিভার্গ নাঠে ছোট লাটের ক্যাম্প পড়িয়াছে, মেলাই তামু, উট, ঘোড়া, বল, গাড়া বিপাই পাডিরি --লোকজনে ক্যাম্প ভরপুর। ক্যাম্পের বাব্দের দালক্ষাল পাগেবদের ঘড়ি চেন, টানির বাদন, ভাল ভাল কাপড়, জিনিদপত্র, নগদ টাকা—এই দ্ব নেথিয়া • চোরেদের মহা লোভ পড়িয়া গোল। কিন্তু থোদ লাট সাহেবের ঘরে চুরি ক্যাত সহজ কথা নয়, অঠপ্রহর শক্ষধারী প্রহরীরা চারিনিক চৌকি দিতেছে, তামুর কছোকাছি এমন জললটুকও নাই যাহাতে লুকাইয়া ক্রানের জ্ঞাও প্রহরীদের দৃষ্টি এছান যাইতে পারে—স্ক্রাং চোরেরা মহা মুক্তিলে পড়িল, কিন্তু ক্লাশ হইল না। ছচার দিন ধরিয়া ক্যাম্পের বাহিরে দ্বে দ্বে ঘ্রেয়া ঘূরিয়া স্নান ও উপায় বাহির করিতে লাগিল—তাহার পর একদিন অন্ধকার রাতে এক একটা মন্ত মন্ত গাছের ভাল কাটিয়া, তাহা হাতে লইল, এবং এক এক জনে স্বতম্ব হইয়া সেই বিতীর্ণ মাঠে এক একটা ছোট গাছের মত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা পাহারার মধ্যে আদিয়া পড়িবার আগেই ক্যাম্পের কুকুরেরা চাৎকার করিতে

ক্রিতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, কুকুরের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আগে হইতেই চোরেরা উপায় ভাবিয়া আদিয়াছিল, বেই কোন কুকুরকে তাহাদের কাছাকাছি আদিতে দেখে ভাহারা বিষমাধান মিটায় ফেলিয়া দেয় কুকুর তাহা থাইতে আরভ করিয়া চুপ করে, তাহার পর একেবারেই চুপ হইরা পড়ে। সিপাইরা কুকুরদের প্রথম চীৎকারে একবার এদিক ওদিক দেখে, গাছছাড়া আর কিছুই দেখিতে গার না, বিশেষ কুকুরদেরও পরে চুপ করিতে দেখিয়া তাহাদের আর সলেত্ত থাকে না। এইরূপে ভাহারা কুকুরদের হাত ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে প্রহরীদেরও হাত ছাড়াইল। প্রবীরা পায়চালি করিয়া পাহারা দিতে দিতে যথন চোরেদের স্তুথান হইয়া চলে তথন চোরেরা নিস্তকে গাছের মত দাঁড়াইয়া থাকে আর যেই প্রহরারা মুখ ফিরাইয়া চলিতে থাকে ভাহার। অমনি অগ্রসর হয়। এইরপে তাহার। কলে কৌশলে প্রহরীদের নিরস্ত করিয়া খোদ লেপ্টেনেণ্ট গ্রণ্রের তামু হইতে চুরি করিয়া স্বচ্ছলে নাকি পলায়ন করিল। শোনা ৰায় একবার এখানে মিউনিসিপালিটির আফিস হইতেও এইরূপ একটা ভয়ানক চুরি হইরা ধার। মিউনিসিপাল আফিসের নিকটেই মেজিট্রেট কালেক্টর প্রভৃতির আফিস, পুলিস পাহারার স্থান,—তবু স্বচ্ছ:ল চোরেরা আকিসের ভিতর হইতে—আট দশ জন লোকের তুলিতে কট হর, এমন একটা লোহার সিন্ধ্ক তুলিয়া দূর মাঠে আনিয়া ফেলিয়া ব্রাথিয়া যার।

এই চোরের হেঙ্গামে এখানে রীতিমত চৌকিদার চাকর না রাথিলে চলে না।
পাশি বলিরা এক রকম ছোট জাত আছে, তাহারাই নাকি বেশীর ভাগ চোর ডাকাতি
করে, আর তাহারাই আবার চৌফিদার। যাদের ঘরে তাহারা চাকর থাকে তাদের
ঘরে নাকি চোরের উৎপং২ হত না, এইরপ ত লোকেদের একটা বিখাদ। আমাপের
ছইটা চৌকিদারই পাদি। তাহাদের মধ্যে একজন চৌকিদারের জীবনটা নিতান্ত নভেলি
রক্ম।

একদিন ঘরে বসিয়া আছি, জানানার কাছ দিয়া একটি যুবতী স্ত্রীলোক করণ ঘরে কাঁদিরা চলিরা গেল। তাহাকে আগে কথনো দেখি নাই, তাহার কারার স্বরে তাহার প্রতি বড় মায়া উপস্থিত হইল, মনে হইল, সে কারা বেন কোন একটা বিশেষ কটের কারা, আমি আমাদের সর্লার চাকরকে (জাতিতে কত্রিয়) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি-লাম—"ও কে? কেন কাঁদিতেছে" সে বলিল "ও মাধব চৌকিদারের ছোট স্ত্রী, হই এক দিন হইল দেশ হইতে আসিয়ছে। স্বামী উহাকে রাধিতে চাহিতেছে না, তাই কাঁদিয়া বাইতেছে—" এই উপলক্ষে চৌকিদারের ছই স্ত্রী হইবার ঘটনা শুনিলাম। চৌকি-লার করেক বৎসর পূর্বে ফাঁদে পড়িয়া মরিসদে কুলি হইয়া যায়। অনেকদিন ধ্রিয়া বাড়ীতে তাহার আর কোন খোঁল খবর রহিল না, স্ত্রী অরাভাবে মহা কঠে পড়িল। শেবে ৫ বৎসর পরে স্বামীর আশা ছাড়িয়া স্বামীর বড় ভাইকে স্বাবার-সে বিবাহ করিল। তাহাদের সন্তান সন্ততি হইল। এদিকে ইহার কিছুদিন পরে মাধব জনেক ধন কড়ি লইয়া দেশে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তথন আর তাংগর ধন ভোগ করিবার কোন लाक नारे, जारात जी आत जारात जी नारे। माधव हातिमिक मना मिथन, जारात স্ত্রীরও কটের দীনা রহিল না। কিন্তু তথন আর উপায় ফি, মাধব কিছু দিন পরে আবার বিবাহ করিয়া ঘর করা করিতে লাগিল। ইহার মান নিন পরে মাধবের ভাই মরিয়া গেল। তাহার স্ত্রী (মাধবের বড় স্ত্রী) নিতান্ত ছর্দশায় পড়িয়া মাধবের কাছে কাদিরা পড়িল। তাহার কঠ দেখিরা মাধ্ব আর সমস্ত কথা ভূলিরা তাহাকে আবার র্দ্রা রূপে গ্রহণ করিয়াছে। গুনিয়া বড় আশ্চর্যা হইলাম। এতথানি উদারতা-এত-থানি অকৃত্রিম মমতা একজন ভদ্র নামধারী ব্যক্তিতেও ত ছম্প্রাপ্য। এই কথা শুনিরা আন ছোট স্ত্রীকে আমার কাছে জানালায় ডাকিতে বলিলাম, সে আদিয়া তাহার ছঃখ জানাইতে লাগিল, তাহার স্বামী দেখিল বেগতিক, সেও আসিয়া তাহার ষ্ত্রণা নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল, অবশেবে ছঙ্গনেই গৃহস্বামীকে সালিসি মানিয়া বসিল। তিনি খাঁটি বিচার ক্ষিণে দিলেন, বলিলেন--যদি দেশে পাঠাইতে হর—ত ছ স্ত্রীকেই দেশে পাঠাও-এক জনকে এথানে রাথিবে-এক জনকে দেশে পাঠাইবে সে হইতে পারে না। আর দেশে পাঠাইলেও উহাদের ভরণপোষণের ঘতা তোমার আর্দ্ধক মাহিনা প্রতিনাসে উহাদের ছ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও।"

এই বিচারে দক্র পক্ষই এমন সম্ভাই হইল, ঝগড়াটা এমন মিটমাট হইলা গেল,— যে হুই স্থী বাড়ী যাইবে ঠিক করিয়া কেহই বাড়ী গেল না, ছ জনেই স্থামীর দর করিছে লাগিল।

ত্ এক দিন তাহাদের বেশ চলিল, তাহার পর আবার সেই চুলা চুলি ঝগড়া ঝাঁটি, কানীর সঙ্গে গওগোল। মাধ্ব দেবার ত্ই জনকে বিদায় না করিয়া আর নিছতি পাইন না।

হৃত্ব প্রী লইরা মাধবের ত এই রূপ হর্দ্দা, ভাগের স্বামী হইয়ালে গঙ্গা যাত্রারও উপার পাইতেছে না। স্ত্রীদেরও কটের সীমা নাই, স্ত্রীরা ঝড়ের মত একবার করিয়া আদিতেছে—আবার তাড়া থাইয়া চ্ই দিকে ছন্ধনে সরিয়া পড়িতেছে, অনবরত এই রূপই ঘটতেছে। তাহাদের এই যাতারাতের মধ্যে একটুথানি এই মঙ্গা আছে,—ছ্ই স্ত্রীর বাপের বাড়ী এক জায়গায় নহে, অথচ একজন মদি স্বামীর কাছে আসে—অক্ত অনও যেন ভারে থবর পায়, ছ এক দিনের মধ্যে সেও আসিয়া পড়ে। এথানে আসিবার পর প্রথম ছ,চার দিন দেখি সত্তীনে স্ত্রীনে বড় ভাব, বড় ছোটর চুল বাধিয়া দিতেছে, ছ্ই জনে হানিয়া গল্প স্বল্প করিতেছে, ছেটে সারাদিনই বড়র ছেলেকে কোনে করিয়া আছে—এই রক্ম। কিন্তু একবার যথন কগড়া করিতে আরম্ভ করে তথন আর রক্ষা নাই, স্বামী মারিয়াও তাছাদের—বিশেষ বড় জ্বীকে থামাইতে পারে না। ছোট স্ত্রী বেচারী

ভাল মাহ্য,—েদে জানে বে সে তাহার স্থামীর ছ্রারাণী—কাজেই অল্লেতেই চুপ চাপ করিয়া যায়, বড় মনে জানে যে স্থামী তাহার স্থতরাং মনের জোরে গলাটা তাঁহার ক জেই বিগুণ হইয়া পড়ে। তাহাদের এই ঝগড়াঝাটি আমাদের গুল্ধ এমন বিরক্ত করিয়া তোলে যে ইচ্ছা করে বল্ধিম বাব্র দেবী চৌর্রাণীর আদর্শটা তাহাদের চোথের সন্থে ধরিয়া সভীনে সভীনে কিল্লপ ভাব করিতে হয় শিশাই। ছংথের মধ্যে ভাহা ভাহারা বৃথিবে না। চৌকিদারের এই কটে সকলেরই তাহার উপর সহামুভূঙি, কিছা ইহাতে যে তাহার কট কত দুর নিবারিত হয় তাহা বিশিতে পারি না।

ছোট জাত বলিয়া নহে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও এ দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল বিধবা বিবাহ নম বিধবারা স্বামীর ভাইকে অনামানে বিবাহ করিতে পারে। আমাদের যে ক্ষত্রিয় চাকর আছে তাহার বড় ছেলে মরিয়া গেলে তাহার সেই বিধবা পুত্রবধ্কে তাহার মেঝ ছেলে বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু বধু তাহাতে কোন মতেই সন্মত হইল না, পুত্র তাহাতে জুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। কিন্তু খণ্ডর ন্যায়ের পক্ষ হইয়া বধুকে তাড়াইতে দিল না, তথন পুত্র রাগ করিয়া নিজেই বাপের বাড়ী ত্যাগ করিয়। চলিয়া গেল। সেই বধু কিছু দিন পরে অন্য এক-জনকে ৰিবাহ করিল, তাহার সম্ভানাদি হইল, তাহার পর আবার বিধবা হইয়া কষ্টে পড়িরা পূর্বে খণ্ডরের নিকট আসিয়া আশ্রর প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধের ছেলেরা সকলেই তাহাতে নারাজ কিন্ত বৃদ্ধ নিরাশ্রর পুত্রবধ্কে আবার আশ্রর দান করিয়াছে। ক্ষত্রিয় জাতির এত অ্বন্তিষত্ত্বেও উহাদের মধ্যে এখনো কতদূর উদারতা আছে তাহা এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায়। ক্ষত্রিয়দের আরও ছই একট বিশেব গুণ দেখিলাম, তাহারা বড় বিখাদী,আর তাহারা মন আনংগ স্পর্শ করে না মছে মাংদের ত কথাই নাই। ক্ষতিয়দের যে মদ্য পান করিতে নাই, তাহা জানিভান না, বামুনরা এ দেশে নাকি আবার তামাক পর্যান্ত থায় না। কিন্ত ইহা গুনিয়া আনার একটু গোল বাধিয়াছে। কলি-কাভার পশ্চিম হইতে যে ব্রাহ্মণেরা আদিরা ধারবান হয়—তাহারা ত পুব তামাক থায়। বামুনদের ভিতর এদেশেও বিধবা বিবাহ নাই। বোধ করি ক্ষত্রিয় ছাড়া—এদেশের व्यना উচ্চ জাতির মধ্যেও বিধবা বিবাহ নাই।

এ দেশের ভদ্র লোকের পরিবারের নধ্যে জানানা নিয়ন বড় কড়াক্কড়—বন্ধের মত নর। এই সকল দেশই কি না মৃদুল্মানদের প্রধান আড্ডা স্থান ছিল। এখানকার এক-জন সম্ভ্রাস্ক ব্যক্তি—কুমার—সিংহের স্ত্রা আমার সহিত দেখা করিতে আদিয়াছিলেন, আমিও প্রতি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কুমার বিলাত প্রত্যাগত এক্জন ব্যারিত্রার। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া সমাজে (ইংরাজ স্মাজে) মিশাইতে চাহেন, তাই একজন মেম রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষাটা শেষ হইলেই সমাজে আনিবেন বলেন,—কিন্তু কবে শেষ হইবে—তাহাই কিছু সমস্যা; এখনো তিনি এত দ্ব

পরদানিশান যে ব্যাম হইলে ডাক্কারও তাঁহার মুখ দেখিতে পার না পরদার ভিতর হইতে তিনি ডাক্কারকে হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ইংরাজ ডাক্কার হইলে তাহার সহিত দেখা কবেন। কুমারিণীর নিকট তিবি কালে কালেক কথা গুলিলামা। অনেকটা আনাকিব কালেক কলেক তার প্রকৃতি বিভিন্ন। তাঁহাদের বিবাহ ফদিও বাব্যাফালে হয়, কিছু আনাদের কালক তার প্রকৃতি অপেক্ষা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্ম অনেক ভাল। বলুবা না হইলে বিবাহিত হইয়াও কন্যা শ্রুর গৃহে আদেন না। এ দেশের কি ভদ্র—কি ছোটলোক সর্প্র সাধারণের মধ্যে—ক্রালোকদের নৃত্য গাতটা বিশেষ প্রচলিত, সকলের ঘরে ঘরে ঢোলক থাকিবেই, আমাদের একজন বন্ধুর বাড়ী একজন বান্ধা ভ্রুতা আছে, তাহার নব বিবাহিত পুত্রধ্নাচিতে জানে শুনিয়া শ্রুর মহাসন্তই হইয়া তাহাকে বুয়ুর গড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে একখাটা কিরপ শোনায় প কেবল এ বেশ বলিয়া নয় —ভারতবর্ষের সর্প্রেই প্রায়—মেন্তেদের গান বাজনাটা একটা দম্ভাব্য মধ্যে দেখিতে পাই—কেবল বঙ্গদেশেই ইহা দোষের মধ্যে পরিগণিত। জেন যে আন্য নেগে—এলপ অনার্য অস্বাভাধিক প্রথা চলিত হইল তাহা ত বুঝিতে প্রার না—কেহ কি বাব্য স্থানেন প্

ভানতে গাই, এ দেশে এ৪শ ঘর পরিবারওয়ালা ভদ্র বাঙ্গালী বাসেস্তা আছেন। কিন্ত দানার ধহিত এনেশে বৈশা নেয়ের যে আলাপ হইয়াছে তাহা নহে। এথানে আমার যে একটি পুরাতীন বন্ধু আছেন—তাদের বাড়াতে ন্তন ছ **একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে**— তাহা ছাড়া আর একটিমাত্র পরিবারের সঙ্গে আমার এবার বিশেষ দৌহার্দ্ধ্য জনিয়াছে। আ:ম যে পুরাতন বর্র কথা বালতে ছ—তাহার সহিত আমার অনেক দিনের বন্তা, বংন প্রথম বার এদেশে আদি—তথনই তাংচকে**প্রথম দেখি,সেই প্রথম দেখাতেই (তাঁহার** কং। জানি না) আমি ভাশ বাদিতে আরম্ভ কার। প্রথম হইতেই তাঁহার সেই মিষ্টি মুখ্যানির মিষ্টি হাসি—আরে ছৃষ্টুম পোরা—আরো মি**টি কথাগুলি আমাকে বৃদ্দরি**-য়াছিল। তিনি বলিয়া নহেন আনার য**চ বন্** হইয়া**ছে প্রায়ই প্রথম দাক্ষাতে। এবার** ীবার কথা বলিতেছি তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ। হান একজন স্থানিকত মহিলা, ইহাঁর পিতা স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগী (তাই বলিয়া ইনি আন্ধ বাবিলাত ফেরত নহেন) শিকার ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিরূপ ফুটিয়াছে, ইহার সালাবিক বিন্দী ভাব—অমানিকতা প্রভৃতি গুণ কিরূপু মধুরতর রূপ ধরিয়াছে তাঁহা रेशेटक ना प्रिथिटन त्या यात्र ना। आमात हेम्हा कदत जी निकात विशक लाकिनिगटक একবার ইহাড়ে দেথাই। ক্ষেত্র ভাল হইলে কর্ষণে **কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে** তাহারা বুঝিতে পারেন।

এক এক বিবিয়ে আমাদের দেশের লোকদিগের এক একটা অস্তুত রকম কথা শুনিলে। অবাক ইইতে হয়। শেথাপড়া জানেন, এমন মহিলাগণের যদি তাহারা কোনরূপ একটু আন্টু লোষ দেখিতে পান ত লে লোখটা সবই লেখা পড়ার ঘাড়ে চাপাইয়া বসেন। এরূপ যুক্তি দেখিলে হাসি আসে।

বদি লেখা পড়া শিথিলেই লোকে নির্কাষ হইত তাহা হইলে আজ কালকার ইয়্নিভর্গিটির বিএ এমেরা সকলেইত দেবতা হইলা ঘাইত। আসল কথা জভাব। যদি অভাব ভাল হয়—ত তাহার উপর শিক্ষা জ্বাল নির্কেপ, তালা পড়া না শিথিয়াও বে শত সহল্র দোব রহিরাছে, সেটা কি কেহ দেখিতে নে নাং বরং চ তেমন তেমন শিক্ষা হইলে অভাবও কিছু ভাল হইতে পারে। আমার বর্ষর বাপের মত যদি সকলেই মেরেদের এইরূপ শিক্ষা দিতেন কি ভাল হইত। ইইাদের বাড়ীতে ইহার একটি সমবয়সী ভাল আর ইহার মাও মাসী আছেন। ভালটি যদিও ননদের মত লেখাপড়া জানেন না তব্ অভাব ইহারও বড় ক্ষেক্ষর। ইহারা সকলেই বড় অমায়িক। সেই জনা ইহানের পরিবার একটি ক্ষণী পরিবার। ইহাদের মত ক্ষণী পরিবার ত আমি বালালী ঘরে কম দেখিরাছি। যে দিন তাঁহারা এখানে আসেন—সে দিন বাঙ্গলটো আনক্ষে যেন ভরপূর হইরা উঠে। গৃহিণীদের সেই সরল স্বেহ পূর্ব ভাব, আর বৌটিও মেয়েটির আনল পূর্ব হাসি, ভালবাসার উচ্ছাস বিশেষ মেয়েটির প্রাণ ঢালা বিখাস ও বলুও আমার স্বতিটা পূর্ব করিরা রাথিরাছে, যখন এখান হইতে চলিয়া যাইব—তথন হয়ত এখানে আর যাহা দেখিলায় কালে তাহা মন হইতে মুছিয়া যাইবে—-কিন্তু আনার্গ প্রাতন বন্ধুও নৃতন বন্ধুওলির ভালবাসার যে শ্বতি লইয়া যাইতেছি তাহা আর মুছিবে না।

## আমি কি ?

আমি দিবারাত্র আমি এই শক্ষী ব্যবহার করিয়া থাকি—আমি বলি আমি সেবার্ক্তি গিরাছিলাম, আমি অমুক কর্ম করিয়াছি আমি শাত বোধ করিতেছি, আমি শুকুক বন্ধ দেখিরাছি, আমি রাগ করিয়াছি, এই সকল ও সন্যান্য হলে আমি শক্ষের অর্থ কি? কেহ বলেন আমার দেহই আমি, কেহ বলেন আমি যে সকল বিষয় উপলব্ধি করি সে সকলের সমষ্টিই আমি—তন্ধাতীত অন্য কিছু আমি নহে, আবার কেহ বলেন আমি দেহও নহি, উপলব্ধি-সমষ্টিও নহি—আমি দেহ ও উপলব্ধি সমাষ্ট হইতে একটা স্বতন্ত্র বন্ধ উপলব্ধি করে, এই স্বতন্ত্র বন্ধ একবার দেহের, উপর কার্য্য করে, একবার দেহ ঐ স্বতন্ত্র বন্ধর উপর কার্য্য করে, একবার দেহ ঐ স্বতন্ত্র বন্ধর উপর কার্য্য করে। আনি এন্থলে এই গৃঢ় প্রান্তর্মীমাংসার উদ্যুত হইরাছি, কতন্র সফল হইব পাঠক বিবেচনা ক্রিবেন—কিন্তু এই উদ্যুদ্ধর একটী স্কেল এই ইটতে পারে বে বাহারা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সবিশেষ চিষ্টা

করেন নাই, জাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই বিবন্ধে চিস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

় আমার দেহই আনি—আমি বলিতে এমন একটা বস্তু বুঝার ধাহা আমাতে বরা-বর রহিয়াছে; আমার দেহের কোনু অংশ আমাতে বরাবর রহিয়াছে? আমি সেই কুত্র ভিল হওতে জলায়ু ধইলাছি, জলায়ু হইতে শিও হইয়াছি, শিও হইতে বালক হই-যানে, বাসক হহতে বয়ঃপ্রাপ্ত মন্ত্রা ব্যা**ছি—এই সকল অবস্থায় আমার দেহের** অভিচান আশ্চর্য্য পারবর্ত্তন ঘটিলাছে। আমি **জানি যে আমার দেহঃস্থিত অধিকাংশ** क्ना छालद्र घन घन भादवर्तन इट्याट्ड-श्रुवाजन क्ना छाल क्क्यना इट्या अिम्बाट्ड আর তাহাদিগের স্থান থানাদ্রব্য হহতে নৃত্ন কণা স্থাপিত হইয়াছে। যাহারা বলেন जामात त्रहरे जामि, उँ।हानिजात कथात अर्थ এই य जामात हून त्रहरे जामि-किस याभात कुल त्नर बताबत এक तटर नारे, अथि आमि बताबत এक तरिवाहि। आमि অতি শৈশব কালে যে সকল কাৰ্য্য করিয়াছি দে সকলও আমার কার্য্য করিয়াছি আবার আমি গত কলা যে সকল কাষ্য করিবাছি সে সকলও সেই আমারই কার্য। আমার जामिय এकरे जारह, किंद्र जानात दून तिर अक्तरह नारे-जिड्ड जामात कूनतिर আনি নহে। আবার, আমি বলিতে এক মবিভাষ্য বস্ত বুঝার, কিন্ত আমার দেহ অবি-ভাজা বস্তু নহে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে দেহের হস্তু পদ মস্তকাদি ভিন্ন ভিন্ন অংশ অলহে, তাহার পর দেখা যাইতেছে যে এই সকল অংশের প্রত্যেকের আবার- অন্তি, महत्रालमा, बक्तवाहा विभा याष् अङ्घिक्ष अश्म आद्ध, शूनक तिथा बाहेरक त्य এই সকল কুদ্র অংশের আবার কুক্রতর ও তাহা হইতে কুদ্রতর ইত্যাদি ক্রমে অগণ্য অতি ফুদ্র ফুদ্র অংশ আছে। স্কুতরাং আলার দেহ আমি হইতে পারে না। আবার অবশেবে দোৰ আমার দেহ আমার নিকট একটা বাহ:ছিত পদার্থ মাত্র—বুক্ক, লতা, প্রস্তর, অন্থি, শব যেমন আমার নিকট বাং স্থিত পদার্থ, আমার দেহও সেইরপ আমার নিকট বহিঃাত্ত পদার্থ। বৃক্ষ লতা প্রভাত হইতে আমার বেরূপ কতকগুলি ইক্সিয়জ জ্ঞান লাভ रत, आभात (नर १३८७७ आभात (नरेक्न पे कठक श्रान हे खित्र आपन नां करें दे क्र ने ने এ হতির বর্ণ আছে, আকৃতি আছে, গন্ধ আছে, বৃক্ষণতা প্রভৃতি হইতে আমার দেহের যাহা কিছু বিভেদ আছে তাহা এই যে, বুকলতাদিগকে আমি দুরে রাখিয়া যাইতে পারি, পিত্ত আমার দেহের সর্বাংশ বর্ত্তনান অবস্থায় আমি দুরে রাখিয়া ঘাইতে পারি না। योश र डेक ভाविया (नशितन हेटा अने वृतिराज भावा गांत-त्य आमात तिरुष्ठे একটা বহি:ছিত পদার্থ মাত্র, আমি নহে। কেই কেই আবার এইরূপ বলেন দেহ ও यन এই উভরই কলনা মাত্র—আমার দেহও নাই, আমার মনও নাই—আমার আছে কেবল রূপ রূস গন্ধ স্পর্শাদি কতকগুলি (ইন্দ্রিয়জাত) বোধ, সুথ ছঃখ বাগ লোভ ঈর্ষা ্ৰেই দ্যা ভক্তি ইত্যাদি কৃতক ওলি অহুভূতি, সমান অসমান পূৰ্ববৰ্তী প্ৰবৰ্তী ব্যাপ্তি

ইত্যাদি কতকগুলি, কত্তকগুলি জ্ঞান আরু ইচ্ছা লালসাদি, কতকগুলি কার্য্যোদীপক প্রের্ত্তি। এই সকল ক্রমাণত এখন কতকগুলি, তখন কতকগুলি, পরমূহূর্ত্তে কতকগুলি আবিভূতি হইতেছে—এই সকলের সমষ্টিই আমি, আমার উপলব্ধি সমষ্টিই আমি। আমি যাহা কিছু জানি, সে কেবল আমার উপলব্ধি —পূর্কেই বলা হইয়াছে দেহ ও মন করনা মাত্র। এইরপ বাদের উত্তরে আমি এই বলি বে উপলব্ধি ক্রিয়া বিশেষ, সকল ক্রিয়ানরই কর্ত্তা আছে, কিন্তু উপলব্ধি আছে অখচ উপলব্ধি কর্ত্তা নাই ইহা অবোধা। প্রশ্বত আমি যদি এইরপ ভালমান —উপলব্ধি —সম্টি হই, আমার তলায় যদি কিছু না থাকে —তবে তখনকার আমি আর এখনকার আমি এ হই এক নহে; অখচ আমি ববাবরই এক। অতএব আমার উপলব্ধি সমষ্টি আমি নহে। উপলব্ধি ক্রিয়া বিশেষ এই কথার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন উপলব্ধি ক্রিয়া নহে, ঘটনা মাত্র। তাহা হইলেও আমি বলি ঘটনা আছে অথচ ঘটনার কোন গৃঢ় কারণ নাই ইহা অবোধ্য।

পরিশেষে আমি তৃতীয় মতে উপস্থিত হইতেছি। আনি দেহ ও উপল্কি সম্প্ত ছইতে একটা স্বতম্ব বস্তু। কেহ কেহ বলেন সামার মনই আনি, আযার মন এক প্রকার বস্তু আর আমার দেহ আর একপ্রকার বস্তু। আমার মনের কাশ্য হইতেই আমার উপলব্ধির উৎপত্তি; আমার দেহ ও মনের মধ্যে এই স্থক বে, কথনও আমার মন দেহের উপর কার্য্য করে আর কথনও আমার দেহ মনের উপর কাব্য করে। কিন্তু এত্বলে এক অতি গভীর সমদা উপস্থিত হইতেছে—মানার মন ও দেহ যদি বিভিন্ন প্রকারের বস্তু হয় তবে একে মন্যের উপর কিন্তবে কান্য করে। মানরা সাধারণতঃ দেখি যে জড় পদার্থ জড়পদার্থের উপর কার্য্য করে — এম্বলে উভরই এক জাতির—কিন্তু মনও দেহ যদি বিভিন্ন জাতির বস্তু হয় তবে উল্লিখের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কার্য্য কিরুপে সম্ভবপর হর ? ইহার উত্তরে এন এন প্রত এই ব্লিয়াছেন যে ঈশ্বরের সাহায্যে ওরূপ কার্যা ঘটে। এই মতের বিক্তা প্রথা লাগ্রি এই যে এই মত অনুসরণ করিলে অতি যংসামান্য কার্যাগুলিও কৈব বটন। বলিব। নানিতে হ্য —বেমন আমি হাত তুলিতে ইচ্ছা করিলাম, আমি হাত তুলিলান—এই মতেইলা একটা দৈব দটনা; দ্বিতীয় আপত্তি এই যে যাহা সম্ভবপর নহে তাহা ঈশ্বরের সাহাধ্যে ঘটে বলিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। মন ও দেহের মধ্যে কার্যা ঈশবের কনতার ঘটে বলিলে মন ও দেহের উভয়েরই সহিত সমপ্রকৃতির একটা বস্তু ক্রনা করিতে হয়—কিন্তু একই বস্তু কিরুপে মন ও দেহের ন্যায় বিভিন্ন প্রাকৃতির বস্তু হইবে। আর একজন পণ্ডিত বলেন, মন ও দেহের মধ্যে পূর্বেই হইতেই এক সামঞ্জন্য সংস্থাপিত হটয়া রহিয়াছে—আর সেই সামশ্লস্য গুণেই এখন মন ও দেহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কার্য্য দংঘটিত হয়। কিন্তু এই সামঞ্চদ্য কিন্ধপে সংস্থাপিত হইতে পারে তাহা না বৃঝাইয়া দিলে এই মত প্রাহ্য হইতে পারে না। ভূতীর পক্ষে একজন পণ্ডিত বলেন দেহ -কল্পনা মাজ্—মনই

একমাত্র বস্ত্র — স্থতরাং মন ও দেহ এতত্তরের মধ্যে কার্য্য কিরুপে সম্ভবে এই প্রশ্ন আর রহিল না। কিন্তু আমি যে কারণে মনের অন্তিত্ব স্বীকার করিব, দেই কারনেই দেহের অন্তিম স্বীকার করিতে হইবে। স্বামি আছি ইহা স্বীকার করিলে অন্যান্য মনুষ্য আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে—কারণ তাহাদিগের কার্য্য আমার কার্য্যের সদৃশ। আবার ইতর জন্তরা মনুষ্যের সহিত কার্য্যে সদৃশ বলিয়া ইতর জন্তরাও আছে খীকার করিতে হইবে, ইতর জন্তদিগের মন্তির স্বীকার করিলে তাহাদিগের সদৃশ আমু-বাক্ষণিক জন্তুদিগের অস্তিম্ব স্বীকার করিতে হইবে। আতুধীক্ষণিক জন্তুদিগের অস্তিম খাকার করিলে আর্বীক্ষণিক উদ্ভিদ্দিগের অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে-কারণ ঐ তুই পক্ষের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আবার আতুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্দিণের অভিত্র স্বীকার করিলে আমুবাক্ষণিক 'অচেতন' পদার্থেরও অভিত্র স্বীকার করিতে হইবে। আনুধীক্ষণিক উদ্ভিদ ও আমুবীক্ষণিক 'অচেতন' পদার্থের অন্তিম্ব স্বীকার করিলে অন্যান্য সন্দর্য উদ্ভিদ ও 'অচেতন' পদার্থেরও অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আমি একণে ্দ্পিতে পাইতেছি যে আমার যেরূপ কার্য্য, অন্যান্য সমুদর মন্ত্র্যের, সমুদর জন্তুর, সমুদ্র উদিদের ও সমুদর 'অচেতন' প্রার্থেরও কার্য্য—কোন পক্ষে অধিক, কোন পক্ষে অল্ল— কভক গুলি বিষয়ে দেইরূপ। সতএব আমার অন্তিম্ব যে কারণে স্বীকার করিতে হইবে গনাংনা প্রাথের অভিনেও সেই কারণে স্বীকার করিতে হইবে—ভদ্ধ যে ইহাদিগের অভিদ সীকার করিতে হইবে এমত নহে, আমি যেরূপ বস্তু ইহারাও সেইরূপ বস্তু ইহাও সীকার করিতে হইবে। আমি চি**ন্তাশীল কার্য্যক্ষম বস্তু, ইহারাও অধিক পার্মাণেই হউক** আর অল পরিমাণেই হউক আমার নাায় চিন্তাশীল কার্যাক্ষম বস্তু। স্কুতরাং যে সকল গ্রাগ্রিগকে আমরা 'অচেতন' বলি তাহারা বাস্তবিক অচেতন নহে—আমাদিগেরও ালাদিগের মধ্যে এই প্রভেদ যে আমরা অধিক চেতন, তাহারা অল্প চেতন। আর এখন 'আমি কি' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না, আমি চিন্তাশাল কার্যক্ষম বন্ত-আনার দেহও আনার সহিত একই জাতির বস্তু তবে আমা হইতে নিকুট। আমি. আমারে • দেহ, জগতের সমুদর পদার্থই একই বস্তু সকলেই সকলের কুটুর—স্কুতরাং ক্থন ও বা আমি আমার দেহের উপর কার্য্য করি, ক্থনও বা আমার দেহ আমার উপর কার্য্য করে ইহা **আশ্চর্য্য নহে। ধরিতে গেলে আমরা দকলেই একই বস্তুর** ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তি; জ্ঞানের নিয়ম বশতঃ আমাদিগের মধ্যে আমি, তুমি, সে, এইরূপ প্রভেদ-বোধ উদয় হয়। ুস্থামি বরাবর পাকিব, জগংসংসারও বন্ধাবর থাকিবে।

किक्षिक्षण मूर्थाभाषायं।

## পঠদশার বিবাহ।

**এীথুক্ত বাবু রসিকলাল দেন ১২৯১ সালের ফান্তন মাদের ভারতীতে বাল্যবিবাহ** সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন; প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁহার চিত্তাশীলতার স্বিশেষ প্রিচ্য দিয়াছেন কিন্তু তিনি বাল্য বিবাহ-প্রথা রহিত করার বিক্রম্বে যে সকল যুক্তি দেখা-ইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে পক্ষণাত-শূন্য বলিতে পারি না। রসিক থানু যে বাল বিবাহ রহিত করার বিক্রম পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি সমাজস্থ ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রকার বড়ই পক্পাতী। মাালাবারী যে সময় বাল্যবিবাহ সম্বন্ধীয় দোষ সকল কীর্ত্তন করিয়া রাজ্ঞীয় কোন আইনের সাহায্যে কালেজের এবং স্থূলের ছাত্রদের বাল্যবিবাহ রহিত ক্রিবার জন্য यञ्चवीन् হন রসিক বাবুর প্রাবন্ধটি দেই সময়ের লেখা। রসিক বাবু তাঁহার প্রবদ্ধে বলেন বে **"এখন আমাদের দেশে সমাজ** ই ব্যক্তিগণের বাল্যবিবাহ করা না করা এবিবয়ে সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা আছে। আইন দারা বাল্যবিবাহ রহিত করিয়া এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-টুকু হয়। করা উচিত কিনা ভিষিত্যে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকায় সমাজের এতই অনিট হইতেছে যে এই স্বাধী-নতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্তই আবশ্যক কিন্তু বাস্তবিক কি বাল্য-বিবাহ জনিত অনিষ্টের ওজৰ এতই অধিক ?" রসিক বাবু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বালাবিবাহ জনিত অনিষ্ট বড় গুরুতর নহে, বাল্যবিবাহের যা কিছু দোষ আছে সে জন্য "পিতা হইতে পুত্রের বিবাহের স্বাধীনতা হরণ করা" যুক্তি সমত নহে। কিছু আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, ানিক বাবু যে ব্যক্তিগত সাধীনতার পক্ষপাতী সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বন্ধার রাথিবার জ্ঞুই বাল্যবিবাহ রহিত কর। নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কথাটির সর্থ এইখানে পরিকার করা যাক। আনার ভাল কিসে হয় এবং আমার মন্দ কিসে হয় ইহা যথন আমি ভাবিতে শিথিয়া সেইরপ বৃদ্ধি অর্ঘারী জীবনের কর্ম করিতে চাই, তথন তাহাতে যদি কেহ প্রতিব্যক্ত তাচরণ করেন তবেই তিনি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিতে প্রস্তুত্ত। সমাজের লোকে সকলেই আপনার আপনার বৃদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি চালনা করিয়া আপন আপন ইচ্ছাত্র্যায়া কার্য্য করিতে পারেন ইহা বছই প্রার্থনীয়, আর তাহা না হইয়া যদি লোকে তাহায় নিজের সম্বন্ধে নিজের বিবেচনা হয়ায়ী কার্য্য করিতে বাধা পায় তাহা হইলে সমাজের উন্নতির দিকে বে বাধা শেওয়া হয় ইহা বছ ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলিয়া যাহায় বৃদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি সমাক্ ক্রিতে হয় নাই সে যদি বাহা ইচ্ছা তাহা করিতে বায় আর তাহাকে সেই কর্মে গ্রাম্ব ক্রিতে হয় নাই সে যদি বাহা ইচ্ছা তাহা করিতে যায় আর তাহাকে সেই কর্মে গ্রিক ক্রেমা হয় তবে যে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হয়ণ

করা হয় একথা বলা যায় না। কেননা যাহার বৃদ্ধি ও বিচার শক্তি ক্রিত হর নাই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা তথনও জন্মে নাই। স্বাধীন ইচ্ছাত্মারী কাল করা আর বথেচ্ছা-চারী হইয়া কাজ করা এই ছইটি কথার মধ্যে বে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা দকলেরই लाना कर्दवा। य टेप्टा आमात वृद्धित अवीन जाराटे आधीन टेप्टा। এবং य टेप्टा বুদ্ধির অধীন নয় তাহার নাম কাম। স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্রম দেওয়ায় সমাজের উপকার হয় আরু কামাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশায় দেওগায় সমাজে উচ্ছ অলতা জন্ম।

যাহাকে যথাৰ্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিতে পারি সমাজে তাহা যত বজায় থাকে তি श्विराय (ठिष्ठ) कता मकल्लत्रहे कर्खवा धवा (महे बनाहे वाला विवाह बहिछ कतिवात জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। যে পিতা পুত্রকে বাল্যকালে বিবাহ দেন ভিনি পুত্রের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধন একেবারে হরণ করেন। বিবাহরূপ একটি কর্ম্মের উপর মনুষা জীবনের প্রধান প্রধান কর্মগুলি নির্ভর করে স্কুতরাং পুত্রের বিবাহ পুত্রের স্বাধীন ইক্টানুনায়ী হওয়াই কর্ত্রা। পুত্রের বথন স্বাধীন ইচ্ছা জ্বনিবে তপ্তন তাহার অভিমতামু-যান্ত্রী কর্ম সকল দে বাহাতে করিতে পার তাহারই **মনুকুল কার্য্য করাই** পিতার কর্ত্তবা। িও পিত। যদি বাল্যকালে পুত্রের বিবাহ দেন আর পুত্র ভবিষ্যতে যে দকল কার্য্য ভারে কাল্য সমস্তই দেই বিবাহরূপ কর্মের উপর নির্ভর করে, তবে পুত্রের স্বাধীন ৈছিলবালী কল্প করা 'ছইল কই ? পিতা যদি ছেলেবেলায় পুত্রকে এমন বাঁধনে গুর্মিয়া দেন বৈ পরে যথন পুত্র ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিবে তথন তার্হাকে েই বাধনের জানায় অভির হইতে হইবে তবে পিতা কি পুত্রের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ১ চণ কার্বোন না ? যতাদন বালকের হিতাহিত বিবেচনা না জন্মে—ততদিন ঘাহাতে বানক আন্নান ভাল মন্দ ভালত্রপ বিচার করিতে সক্ষম হয় সেইত্রপ শিক্ষা দেওয়াই ্ভিভাবকের কর্ত্তর। যথন বালকের স্বাধীন ইচ্ছা চালনার সময় হয় নাই—তথন ভারতে কোন বিষয়ত্বপর্তার কমে—বাহার উপর ভাহার ভবিষাৎ জীবন নির্ভর कीटा दक्षा कर्म अनुष्ठ कहा शक्त जनाम वदार मि ममस यपि वानक विश्व स्था-িলাবজ-কোন কম্মে নিযুক্ত ২ইতে যায় তবে তাহা হইতে তাহাকে প্ৰতিনিবুক্ত কাহ অভিভাবকের কর্ত্তব্য কর্ম। যিনি এইরূপ করেন তিনিই মুণার্থ ব্যক্তিগত স্বাধী-তা রকার পক্ষপাতী।

হিলুশাল্ত মতে পুত্রের অন্নপ্রাসন উপনয়ন প্রভৃতি কর্মগুলি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম, আর পুত্রের বিবাহ পুত্রের নিজের কর্ম্ম; ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্রকারগণের মতে পুত্রের বিবাহ করা না করা পুত্রের স্বাধান ইচ্ছাতুষায়ী হওয়াই কর্ত্তর্য এবং বাহাতে ভবিষাতে ্ম হিতাহিত বিবেচনা করিতে সম্যক্সক্ষম হইয়া <mark>আপনার কর্মমার্গ আপনি প্রস্তুত</mark> উলিয়া লইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহার ভরণ পোষণ এবং শিক্ষাদানাদি কর্মই ণিতার কর্ত্তব্য কর্ম। এই সকল কথা একটু বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়

বে যথন পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছা জন্মে নাই--অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতা জন্মে দাই তখন পিতা যে পুত্রকে বিবাহ বাঁধনে বাঁধিয়া দিবেন সে বিষয়ে পিতার ধর্মতঃ কোন व्यथिकात नारे। वानाविवार अथात विक्रास कान वित्यय वारेनजाती कता रहेला অভিভাবকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় একথা আদৌ স্বীকার করা যায় না। কেননা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি দীমা আছে; যে কর্ম্মে আমার ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা থাটাইতে গেলে আর এক জনের স্বাধীনতা নষ্ট হয় সে কর্ম আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমার বাহিরে; অভিভাবকের যে কর্ম বারা বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয় সে কর্ম অভিভাবকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমার বাহিরে।

যদি বলেন যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোন আইন জারী করিলে বালক তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পাইবে না স্থতরাং এরপ আইন দারা তাহার থাধীনতাটুকু হরণ করা হয়: তাহার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে যাহাকে বালক বলিতেছি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা তথনও জন্মায় নাই, কাম আর স্বাধীন ইচ্ছা এই হুইটি কথার শে প্রভেদ বলিয়াছি তাহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। একটু বয়স হইলে বালকের ইক্সিয় সুখভোগাভিনাষ জন্মিতে পারে কিন্তু যত দিন তাহার বৃদ্ধি পরিপক হয় নাই ততদিন তাহার স্বাধীন ইচ্ছা জনিয়াছে বলা যায় না। আনাদের দেশে লোকের গডে ২৪ বৎসর বয়সের পর তবে ীষ্থিক ভাল মন্দুরিবার ক্মতাজ্যো। যে ার মতলব ক্রমাগত বদল হৈইতে থাকে—আজ এক রকম কাল এক রকম হয়—দেই বন্নসের পর বালকের বালকর ঘুচে; ইহার পূর্বের বালককে যা ইচ্ছা তাই করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বাল্যবিবাহের বিক্লেক কোন আইন জারি করিলে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না; কিন্তু এখন কথা এই যে বাল্যবিবাহের জন্য আমাদের সমাজে এতই কি অনিষ্ট ঘটতেছে যে তাহার প্রতিবিধান না করিলে নর 🕈 রসিক বাব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাদ্যবিবাহে যে সকল অনিষ্ট ঘটতেছে তাহা বড় শুকুতর নহে। বাল্যবিব, ই যে অনেক স্থলে গুভক্লপ্রদ ইহাও তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যেমন বালিকা বউ খভরবাড়ী থাকিয়া স্বামীর আগ্নীয়গণের সহিত বেশ মিশিয়া যাইতে পারে; বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে এক্তে ধাকিতে থাকিতে ভাহাদের মনের ভাব এক রক্ষ হইয়া বার, সেই জন্য আত্ম কলহ ঘটে না ইত্যাদি। এই সব কথা গুলি ওনিতে বেশ এবং বলিতে বেশ কিড কথাগুলি প্রাকৃত ঘটনার সহিত ঠিক মিলে কি না সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আগছে। "বেউ ভাল'' একণা ত অঞ্জলনকার খা ভড়ীর মূখ হইতে প্রায়ই ওনা যায় না, তবে যে শানে বউ ভাল বলিয়া প্রতিপন হইরাছে সেধানে বউ।এর স্বাভাবিক প্রকৃতি হর বড়

নম কিমা খাওড়ী ভাল গিরি; এমন ছলে বউ বদি বড় বরুদে 'পরিবার মধ্যে ঢুকিতেন তাহা হইলে যে পরিবারের মধ্যে মিশিতে পারিতেন না একথা কেমন করিয়া বলিতে পারি। যাই হউক মেরেদের অল্প বয়সে বিবাহ হওরা উচিত কি না সে সম্বন্ধে আমি বড় বেশী কিছু বলিতে চাই না-কেন না যে ধর্মশান্ত্রের উপর হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়াছে যদি কেহ সেই ধর্মশাস্ত্রের উপর সমস্ত বিষরে একান্ত নির্ভর করিয়া तकःचना रहेवात शृद्ध कन्यात विवाह मिख्या कर्खवा दित करतन छारात विकास আমার কোন কথা বলিবার নাই। তবে তাঁহাকে এই কথা বলিতে চাই যে अञ्ज বয়দে বিবাহিতা কন্যা অপরিপকাবস্থায় গর্ভবতী হইয়া চির জীবনের জন্য স্বাস্থ্য ও স্থ হারাইতেছে। এ বিষয়ের প্রতি **তাঁহারা বেনসতত নজর রাখেন এবং শাস্ত্র সঙ্গত** যদি কোন উপায়ে ইহার নিবারণ হইতে পারে তাহার জন। মাঝে মাঝে যেন একটু আদটু ভাবেন।

কন্যার ছেলেবেলায় বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত হইলেও পুরুষের বাল্যবিবাহ দিতে হইবে এ কথা শাস্ত্রে ত কোথাও নাই বরং শাস্ত্রের আসল মর্শ্ন গ্রহণ করিতে গেলে ২৪ বৎসরের পুরের পুরুষের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

> जिः मदर्या वरहद क्याः हामाः वामम वार्षिकीः আই বর্ষাটে বর্ষাং বা ধর্মে দীদতি সন্থরঃ॥ মহু।

ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবা ছাদশবর্ষীয়া এবং ২৪ বৎসরের যু ; অন্তমবর্ষীয়া কন্যা विवाह করিবে। পূর্বে হিলুসমাজে পুরুষের বাল্যবিবাহ স বড় প্রচলিত ছিল না ান্ত দকল হইতে তাহার আনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পুরুষের বালাবিবাহ িলুশান্তাত্সারে যদিও একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না কিছ পঠদশায় বিবাহ হিনুশান্ত এবং হিন্দু আচার অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচর্ষ্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হইলে তবে শিষা গুরুগৃহে স্থান পাইতেন। আল কাল ঐ প্রথার ভেঙান অর্থাৎ হালের উপনয়ন প্রথা এখন আমাদের স্মাজের একটি প্রধান ধক্ষকশ্ব। আমি এই প্রস্তাবে ইহাই বিশেষ বলিতে চাই যে যদিও কোন কোন স্থলে বাল্যবিবাহের নিতান্ত কুফল দেখা যায় না কিছ পঠদশায় বিবাহ যে বাল্যবিবাহ— তাহার ফল সকৰ স্থলেই বড় ভয়ানক বিষময়। যাঁহাদের পঠদশায় বিবাহ হয় যৌবনে তাহাদের কর্মক্ষমতা একেবারে থাকে না, নির্বীষ্য এবং উৎসাহহীন হইয়া পড়েন কর্মে উৎসাহ না থাকায় **ভাঁহাদের একটি ভারময় জীবন বছন করিতে হয়।** র**সিক বা**বু বাল্যবিবাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলেন বে "আমাদের দেশের বিবাহিত ছাত্তেরা কি ইংলণ্ডের অবিবাহিত ছাত্রদের অপেকা শিকা বিষরে কম পটুডাও যত্ন দেশাইরা থাকে ?" শিক্ষা বিষয়ে কম পটুতা দেখাক আর নাই দেখাক আমাদের দেশের ছাত্তেরা <sup>য্থন</sup> স্মাক্ষিত হইয়া সংসারে **প্রবেশ করেন আর ইংলণ্ডের ছাত্রেরা যথন** সংসারে <sup>প্রবেশ</sup> করেন, তথন এই উভয় দলের কর্মক্ষমতা আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে

পাই বে বাবুরা আমাদের একটি নিরীছ ভেকের ন্যায় আপন আপন গর্ভে প্রবেশ করেন, কাজের মধ্যে গর্ত্তের ভিতর হইতে কথন কথন গলাবাজী করেন আর একটি ইংরাজ বালক তেজন্বী সিংছের ন্যায় সংসারারণ্যে বিচরণ করিতে থাকে।

সাংসারিক স্থুধ কামনা হইতে মহব্যের সাংসারিক কর্মে উৎসাহ জলো। কিন্তু বাল্যকালে বিবাহিত মনুষ্য যখন যৌবনে সংসারে প্রবেশ করেন তখন তিনি সকল স্থাই এক রকম পরিভৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে তাঁহার সম্ভান হহয়াছে যদি ক্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের সংস্থান থাকে তবে তাঁহার আর কিছুরই অভাব থাকে না, তিনি দেখেন যে তাঁহার জীবনের সকল কর্মাই একরকম শেষ হইয়াছে কেবল মরিতে বাকি আছে আর যদি ভরণপোষণের সংস্থান না থাকে তবে স্ত্রী পুত্র লইয়া বডই ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন, এক রকম আধ খেপা হইয়া कीवने । त्यारक यादि का विदेश तिन । यिन वा कथने अमारक माना गंगा हरेव এरे क्र একটা কামনায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন তবে নিজের ক্রম শরীর স্ত্রী পুত্রের ক্লগ্ন শরীরের জালায় অন্থির হইয়া শীঘ্রই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন।

আমার সহিত একটি বাঙ্গালী বাবুর আলাপ হইয়াছিল; তাঁহার বুদ্ধি বড় তীক্ষ. विक थोडीह्या এक है यन निर्माण कतिया जिन किनकाजा म अकिनियान शाहीन : সেইরপ, অভাভ যন্ত্র বিলাত হইতে উক্ত প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল কিছ পরীফার বালা-লীর যন্ত্রটিই সর্বশ্রেষ্ঠ হইল। সেই নির্মাণ-কৌশলটি কিনিয়া লইবার জন্য অনেক ফারম হইতে তাঁহার নিকট চিঠি আসে, ফারমওয়ালারা অনেক টাকা দিয়া উহা কিনিয়া লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু উক্ত বাঙ্গালী বাবু উহা বিক্রুয় করিতে অস্বীফার করেন। তথন তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে নিজে ঐ যন্তের ব্যবসা করিবেন। কিন্তু আছে ৩ বং-সর হইল সেই একটি যন্ত্র ব্যতীত আর একটী নির্মাণ করা তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। কারণ ব্রিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে ছেলে মেয়ের ব্রন্থ সদাই ব্যস্ত আৰু এর অস্তুথ কাল তার অন্তথ আজ নিজের অন্তথ এই স্কল নানা কারণে ঐ যন্তের ব্যবসা করা ভাঁহার ঘটিয়া উঠিতেছে না। আদল কথা, বাল্যবিবাহে তাঁহার কর্ম্বোৎদাহ হরণ করিয়াছে, সেই জন্ত তীক্ষ বৃদ্ধি হইয়াও দেই বৃদ্ধি কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছে।

পঠকশায় বিবাহে অর্থাং মৃত্তিক চালনার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন প্রেমের বীজ রোপন করার বালকের অবস্থা অতি শোচনীয় হইরা উঠে। বালকের যে শক্তিটুকু আছে তাহা ছুই দিলে ভাগ হইয়া যায়, শরীরের স্নারবীয় স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস হইয়া যায়, শরীর मार्गाना कातरारे कथ रहेता १८६, करम स्नान हुई। जात त्थामहुई। উভয় বিষয়েই একটা ওদাস্য ভাব আসিয়া পড়ে। যখন বৃহসের পরিপক্তা জন্মে নাই তথন বালকের শক্তি এই ছই ভাগে ভাগ করিতে গিয়া যে তেজঃকর হয় বালকের স্বায়ু মণ্ডলী তাহা

বাহির হইতে প্রণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। সায়মগুলী একবার আরা হইয়া বেস্থরা হইয়া পড়িলে তাহাকে আর কিরিয়া স্থরে গাঁথা বার না। মন্তিক হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে এই জন্য কোন কর্মেই আর উৎদাহ থাকে না। অনেক সময় বাল্যবিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুয় দৃষ্ট হয় ইহা রসিক বাব্ স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে "এ বিষয়ে দোষটা বাল্য বিবাহের না দম্পতীর অভিভাবকগণের তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক" তিনি আরও বলেন যে "শাস্ত্র সম্মত বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিলে সভন্ত: নৈমিত্রিক বাল্য বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তা আরো নানারূপ মন্দকল জ্য়াইবে এবং তৃজ্জ্ম বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা অবস্থায় বালক বালিকার মন ও শরীর হুওয়ার যেরূপ কথা ছিল তথনও প্রায় সেইরূপ হইতে থাকিবে। ইংল্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বোর্ডিং স্কুল ও কালেজের ছেলেদের যেরূপ চরিত্রের কথা ওনিতে গাই তাহা হইতে আমাদের দেশের বাল্য কালে বিবাহিত ছেলেদের স্বভাব সহস্র গুলে ভাল। যদি বল অভিভাবকগণ যত্ন লইলেই এ সকল নিবারিত হইতে পারে, আমি বালি অভিভাবকগণ যত্ন লইলে বাল্যবিবাহেও কোন হানি হইতে পারে না"।

রাসক বাবুর কথাগুলির উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে ছেলেরা যে সকল দোবে দ্বিত হইতে পারে অভিভাবকণণ একটু মনো-যোগী হইলেই ত দে সকল দোব নিবারিত হইতে পারে; একটু সংশিক্ষা এবং ধর্মভন্ন বালকের মুনে সঞারিত করিতে পারিশে ঐ সকল দোব সহজে নিবারিত হইতে পারে, কেননা যাহা সকলে দুব্য বলিয়া জানে তাহার উপর বিবেব জন্মান অভিভাবকের অন্ন চেষ্টার দাধিত হইতে পারে কিন্তু বিবাহ দিয়া ছেলেকে স্ত্রীর সম্পর্কে আদিতে না দেওরা অভিভাবকের পক্ষে বড় ছ্রহ ব্যাপার হইয়া উঠে। স্ত্রীর সহিত একত্র বাদে বন্মত: কোন দোব নাই তথন বালকের প্রেমবৃত্তি উদীপিত করিয়া অভিভাবক কি বলিয়া বালককে তাহার স্ত্রীর সহিত সম্পর্কে থাকিতে নিবেধ করিতে পারেন। অভিভাবক যদি ঐরূপ করিতে চান তবে বালক লজার থাতিরে দিন কতক চুপ করিয়া থাকিবে, ভাহাত্ম ফল অনবরত স্ত্রী সম্বন্ধীয় চিন্তা উপস্থিত হইবে, জ্ঞান চর্চা দুরে চলিয়া যাইবে, শেষে বালক আপনিই লজ্জায় শৃত্রল ছিঁড়িয়া ফেলিবে তথন অভিভাবক কি বলিয়া ছেলেকে উপদেশ দিবেন বুনিতে পারি না; তথন যদি অভিভাবক ছেলেকে বুঝাইতে যান বে পঠদশায় স্ত্রীর সম্পর্কে থাকিতে নাই তাহাহইলে ছেলেও বলিতে পারে যে সেইটী ব্রিয়া বিবাহ না দিলেই ছিল ভাল।\*

<sup>\*</sup> আরো একটি কথা এই, বাল্যে বিবাহিত হইয়াও স্বামী স্ত্রী যত দিন না যৌবন-প্রাপ্ত হয়—হিত দিন সেই যদি তাহাদের তফাৎ থাকিতেই হইল—তাহা হইলে বাল্য বিবাহের যে সকল স্থেবিধা রসিক বাবু দেখাইয়াছেন—প্রাক্ত পক্ষে তাহা আর রহিল কই? "বালক স্বামী, বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকিতে থাকিতে তাহা-

পঠদশায় ছেলেরা যাহাতে প্রকৃত ব্রদ্ধচর্য্য অবলম্বন করে এ বিষয়ে সকল অভি-ভাবকেরই সমাক যত্নকরা কর্ত্তবা। এই সম্বন্ধে হিন্দুদের কি স্থলর নিয়ম ছিল কিন্ত কালে সেই নিয়মগুলির নাম মাত্র আছে, নিয়ম পালন করে এমন লোক নাই। পুত্রের উপনয়ন সংস্কার ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির লোকের একটি প্রধান ধর্ম কর্ম। এই উপনয়নের উদ্দেশ্য পুত্রকে জ্ঞান চর্চার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীকিত क्ता। किंद्र आक्रकानकात हिन्तू नामशाती कार्युक्रवर्गण এই প্রধান धर्म कर्म्मिट উপেক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। গলায় একটা স্থতা ঝুলাইয়া দিরা বাহারা মনে করেন যে তাঁহারা পুত্রের উপনয়ন কর্ম সমাধা করিলেন, বাঁহারা উপনয়ন সংস্কারের সময় পুত্রকে ত্রহ্মচর্য্য खाउत माहाबा अनवन्त्र कताहेबा ना तन उाहाता कि धार्य পতिত नाहन ? हिन्त-ধর্মানুসারে উপনয়নের পর, ত্রন্ধচারীছাতের পঠদশা শেষ হইলে পর, জ্ঞানোদয় হইয়া হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করা কিমা সংসারাশ্রম অবলম্বন করা তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ছিল; কিন্তু বড় হুংখের বিষয় যে আজকালকার হিন্দুরা সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পরাঅুধ একণে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, যে বিধির উপর হিন্দু সমাজ গঠিত হিন্দুগণ বাহাতে সেই বিধি অনুসারে কার্য্য করেন দে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। পঠদশার বিবাহ করা হিন্দু-সমাজে পূর্বের প্রচলিত ছিল না ইহা উপনয়ন সংস্থারের প্রধা হইতে ম্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যে এখন সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে 'ইহা সমাজের অধঃপতনের অবস্থার ফল। যে সময় সমাজে জ্ঞান চর্চা একেবারে লুপ্ত প্রার হইয়াছিল সেই সময় হইতেই বাল্যবিবাহের স্ত্রপাত হইয়াছে। কিন্ধ একণে যথন দেশে জ্ঞানচর্কার পুনরভাদয় হইতেছে তথন দলে দলে পঠদশায় বিবাহ প্রথাটিও উঠাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। পঠদশায় বিবাহ **আর কিছুকান প্রচলিত** থাকিলে সন্তানগণ মাথার ব্যারাম দইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে আর সমাজে পাগলের সংখ্যাটা কিছুবেশী হইরা উঠিবে।

বাল্যবিবাহের একটি মহৎদোৰ আছে কিছ সে বিষয়টি যে কৃতদূর গুরুতর তাহ। এখনও অনেকে বুঝেন না। সে বিষয়ে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা অভি সংক্ষেপে বলিব। দোবটি এই, যেদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সে দেশের পুদ্ধেরা खीलां कि प्रभाग वाथिए कान ना। त्य त्मर्न खीलां कि वा शूक्षण कईक मभाक् আদৃত হন না সে দেশের এবিদ্ধির আশা নাই; বাল্যবিবাহের দোবে ভারতবাদীরা তাহাদের গৃহলন্দ্রীর প্রাকৃত আদর ভূলিয়া গিয়াছে এবং সেই পাপেই তাহারা লন্দ্রী ছাড়া হইরাছে।

দের মনের ভাব এক হইয়া যায়" –ইত্যাদি কথার তাহা হইলে আর সাধকতাই থাকে না। স্তরাং—বাল্যকালে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়া বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ভাহাদের क्यार ताथ । अहे कथा विनिधा तिक तात् निरमक कथारे निरम काणिबारक्न। छाः मः।

यांश क्षण जारात वड़ आंगत थाटक ना ; अजार नमाक् वृशिवात शृटलंहे यहि दक्ष महे अভाব দুর করিরা দের, তবে সেই অভাব পুরণকারী পদার্থের মাহাত্ম বর্ড বুকা যায় না। স্ত্রী সন্মিলনের জন্ম সমাক আগ্রহ জন্মাইবার পূর্কে বিবাহিত হওরার বাল্যবিবাহিত-পুরুষগণ বিবাহের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে অকম হন; আগুন জ্লিবার পূর্বে মত অর্পিত হওয়ায় আগুন তেমন জলে না কেবল ধুঁয়া হইতে থাকে; এই ধ'রার জালায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই চোধজালায় সারা হইতে থাকেন। একবার বাঙ্গলার ঘুর ঘুর অনুস্কান ক্রিয়া দেখুন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে বাল্যবিবাহের দোকে ন্ত্ৰী আর আত্র কাল পুরুবের সহধর্মিণী নহে, রিবাহের সহিত; পবিত্র ধর্মভাব সংলিষ্ট নাই—স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়াছে; সমাজের লক্ষ্মী স্বরূপিণী রমণীগণ হতাদৃত হওয়াতেই সমাজ লক্ষীছাড়া হইয়াছে; আমার এই কথাট যে কত দূর সত্য সে বিষয়ে যদি কেহ সন্দি-হান হন তবে আমি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অবস্থা সকল একবার পর্যালোচনা कतिट अवामर्ग निरे, जारा रहेत्वरे पिथिट अरियन त्य त्यथान जीत्वात्कव मर्गाना আছে শেই থানেই সমাজ ক্ষমতাপর। প্রাচীন ভারত বধন সৌভাগাশালী ছিল তথন शुक्रवशन व्रमनीभन्दक दनवी चक्रभा दन्धिक, महधर्षिनी दनवीं मछावदन मछाविका इहेट इन কিন্তু আজ কাল আর সে কাল নাই আজ কালকার ভারতবাসীগণ ইন্দ্রির সুধ চরিতার্থ করা ভিন্ন স্ত্রীর সহিত অন্য যে কোন সম্বন্ধ আছে ইহা হয়ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আगात এह कैथा अनि अनिशा अति क इत्र व वितिष्य ति या यानि अहे त्य कथा अनि বলিলান ইহা প্রকৃত ঘটনার সহিত ঠিক মিলে না, স্ত্রীগণ হতাদৃত হওয়া দূরে থাক স্ত্রী আত্তকলে পুক্ৰের মাথার মণি হইরা দীড়াইরাছে; পুরুষণণ জীর বশতাপর হইরা প্রবহ হারাইতে বিদিরাছে; এমন অবস্থায় প্রবে জীর মধ্যাদা বুঝে না একবা বলা সঙ্গত হয় না। বাহারা এইরূপ কথা বলেন তাঁহারা স্ত্রীলোকের প্রকৃত মর্য্যাদ। কিনে রক্ষা कता रह रहि ठिक वृत्वन ना। जीकि मानीत यक्षण छान कतात (बक्रण जीत मधाना तका कता द्वाना, जीत नाम चक्रम कावन कार्टेटिंग 9 मिटेक में जीत श्रेक व मंत्रानात हानि कता एत। প্রবৃত্তির বলে জীর অত্থাত হইলে জীর মর্যাদা রক্ষা করা হর না। জীকে উন্নত ক্রিবার চেটা করাই পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম। যিনি এই কর্ত্তব্য পালনে সভত বছবান তিনিই ত্ত্রীর মর্যাদা বুঝিতে দক্ষম হইরাছেন; ত্ত্রীকে উন্নত করিবার চেষ্টা দারা পুরুষ নিজে ক্রমে জ্মে উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, একের উন্নতির উপবু স্পান্ন এক্সনের উন্নতি নির্ভর করে; স্ত্রীর মানসিক বৃত্তি সমূহের উন্নতি সাধনের চেটা বারা নিজের উন্নতি সাধন क्तारे विवाद्य श्राकुछ উल्लाम, धवर धरे यहर छेल्लमा नायन बना विनि चीटक छान वीरमन जिनिहे यथार्थ खीत मर्गामा सारमन ; किंद है स्थित सूच চतिजार्थ कतात्र कना <sup>যিনি</sup> স্ত্রীর সম্পর্কে থাকিতে চান তিনি পত্তর স্বরূপ,তিনি স্ত্রীর মর্য্যাদা কেমন করিয়া বুঝি-<sup>(বন।</sup> জীলোকের প্রকৃত মর্বালা, বিরাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য পুক্ব বতদিন না ব্রিতে

भारतन ७७ मिन जिनि रान कोन त्रमनीरक हित्र सीवरनत छत्त्र विवाह वस्तान वीधिया চিরকালের জন্য তাহাকে অন্তথী না করেন। সমাজ ফতদিন না স্ত্রীলোকের প্রকৃত - মর্ব্যালা বুকিবে ততদিন সমাজের জীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য বলি বাল্যবিরা-হের পক্ষে বাঁহারা তর্ক করিয়া থাকেন তাঁহাদের এই একটি কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য বে তাঁহাদিগের অভিভাবক গণ যদি তাঁহাদিগের ছেলেবেলার ব্রহ্মচর্য্যে আন্থা জন্মাইয়া দিরা পূর্ণ যৌবনে বিবাহের ব্যবস্থা করিতেন ভাহা হইলে ভাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুখী হইতেন কি অধিকতর কট পাইতেন ?

জনৈক মীমাংসা-প্রার্থী ভারতীতে বাল্যবিবাহের সপকে যে সকল কথা বলিয়াছেন দে সকল কথায় কোন জোর নাই স্থতরাং সে বিষয় লইয়া বেশী তর্ক করিতে চাই না। বাল্যবিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার বাাধাত হয় ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে মেরেদের আধুনিক প্রণালীতে শিকানা হওয়াই ভাল; আমি পুর্মেই বলিয়াছি যে ৰাল্যবিবাহ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চার পক্ষে একাম্ভ বিরোধী, পুরাণ প্রণালীতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করিতে গেলে বাল্যবিবাহ ছারা যে কি উপকার পাওয়া যায় সেটাত কিছুই বুঝিতে পারি না; তবে বাল্যবিবাহে যে কিছুই শিক্ষা হয় না একথা বলিতে পারি না; মাত্র কত রকম যন্ত্রণা ভোগ করিতে সক্ষম হয় বাল্যবিবাহ হইতে দেই শিকাটি বেশ ভাল-রকম প্রাওরা যার। মীমাংদাপ্রার্থী-মহাশর ইহা,স্বীকার করেন যে বাল্যবিবাহের সম্ভান मकन क्या ७ की नकांत्र व्या किन्छ ज्यांनि जिनि वानाविवाद्य मनत्क कथा कहिएक হইবে বলিয়াই নানা উদ্ভাট কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন; + ম্যালেরিয়ায় লোকে ভুগিতেছে অরাভাবে লোকে কট পাইতেছে তাই আমাদের দেশের লোকেরা এত হীনবল হইয়া পড়িরাছে তিনি এইরূপ নানা কথার অবতারণা করিরাছেন। বেশ, আমাদের দেশে ষদি হীন ৰল হইবার এতই কারণ আছে তবে তার উপর আবার বাল্যবিবাহ দিয়া দেই সব কারশের সঙ্গে আর একটা গুরুতর কারণ যোগ করিবার আরশ্যক কি ? বাল্যবিবাহে ৰধন সন্তান সকল ৰুৱ ও ক্ষীণকায় হওয়াই সম্ভব তথন বাল্যবিবাহ দিবার জন্য এত মাণা ব্যথা কেন ? শালে বলে "পুতার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সেই পুত্রই যদি ক্রয় ও ক্ষীণকায় হুইল তবে বাল্যবিবাহের দোষের আর বাকি কি রহিল বুঝিতে পারি না। আর भीभाः मार्थार्थी महानव त्य अवाजात्वव कथा विविद्याद्य वागाविवाद राहे अवाजावि ৰাজিৰে কি কমিৰে দেটিও একবার ভাবিরা দেখা উচিত।

বেশী কতকণ্ডলা কথা বলিয়া কোন কল নাই; পাঠকগণ একবার আপনার আপ-নার অবস্থা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখুন, যে জন্য আপনারা ভূগিতেছেন

<sup>•</sup> ১৫৭ পৃষ্ঠা ভারতী প্রাবণ ১২৯২

ছেলেদের বেন সেজনা ভূগিতে না হয় ইহার জন্য আগনারা সভত সচেট থাকেন আমার একান্ত এই প্রার্থন।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যার।

-----

## রাজ নৈতিক আলোচনা।

আর একটি বংশর অতীত হইল, কিছ গত বংশরে আমরা কি করিলাম তাঁহার সমালোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই বে অক্সান্ত বংশর অপেকা একটু বেশি কাজ করা হইরাছে বটে, কিছ আশার্থারিক কিছুই করা হর নাই। আমরা কেবল মাত্র এক এক এক এক থানি বাক্যের জাহাল মাত্র, কার্থাকেত্রে অবতীর্ণ হইলেই আমাদের বিদ্যা বৃদ্ধি সকলই বাহির হইরা পড়ে। যদি প্রকৃত পক্ষে আমরা কেবল লাভার সমালোচনার প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদের সমালোচনার কার্য্য অভিশর লম্ব। ছুই,ট বিষর দেখিতে পাই বাহা বারা কতকটা লাভীয় উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

> লালমোহন বোষের পার্নিয়ামেণ্টে নির্মাচন সময়ে বাললা, মাজাজ ও বোছাইরের অনেকগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঐক্যবন্ধন, ও ইহাদের উদ্যোগে বিলাভে প্রভিনিধি প্রেরণ।

২। জাতীর সমিতির (National congress) সংস্থাপন।

বিস্তৃত মণ্ডুমির মধ্যে একটু দামান্ত জনাশন্ন দর্শনে যেরূপ ভ্ষণাভূর পথিকের আনন্দ হয়, আমাদেরও দেইরূপ এই দামান্য কার্যা ছইটি দেখিয়াই বিস্তর আশার উদ্য হইয়াছে। এবং ইছার মধ্যেই এই আশার ফল কিঞ্ছিং পরিমাণে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বারলা প্রদেশে নাদনাল লিগ স্থাপিত হইয়া একটি ভয়ানক অভাব দ্র হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আমরা জাতার উরতি উরতি করিয়া পাগণ হই, কিন্তু কিরপে তাহা সাধিত হইতে পারে, সে চেষ্টা কথনো বিশেষ রূপে করা হয় না। জামদারবর্গ সভা স্থাপন করি-গেন—অননি তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিবার জনা আর একটি সভা ক্যতিবদাগণ-বারা বাগিত হইন। নৃতন সভার মতভেদ হইল অমনি সেই ক্রম আর একটি সভা স্থাপিত হইল। এইরূপে যখনই সভাদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় তখনই মিলনের চেষ্টা না হইয়া নৃতনু সভা সংগঠন চেষ্টা হইয়া থাকে। একভাই যে বল—একভার বারাই বে জাতীর উরতি সাধিত হয় সেটা শিক্তি সম্পোদের সুথেই কেবল মাত্র ভনা বার—প্রকৃত ক্রিডিলেতে কলাট দেখা বার। National league স্থাপন হওয়াতে আমাদের লাভীর মিলনের কর্জনিটা আশার সংগ্রমানহে।

্ৰ শিক্ষিত সম্প্ৰদায় একতাবদ্ধ হওয়াতে ৰে আমাদের কত উপকার হইবে ভাহা ৰোধ করি সকলেরই সহজে উপলব্ধি হইবে। যদি বান্তবিকই স্বায়ত্ব শাসন চাও ও আইরিস্-দের অত্নকরণ কর। স্বজাতির সহাত্তৃতি পাইয়া একক পার্ণেল কি না করিতে পারিল'? স্বন্ধ প্রধান হইলে কখনই জাতীর উন্নতি সাধিত হইবেনা। ষত কেন মনের অমিল থাকুক না, বখন এক মন্ত্র সাধনে ত্রতী তথন সেই মন্ত্র সাধন ব্রত বাহাতে উদ্বাপন হয় তাহা কায়মনোবাক্যে করা উচিত। স্বদেশের উন্নতি সাধন গুদ্ধ কেবল বক্তৃতার সাধিত হইবে না। স্বকীর মনস্বামনা সিদ্ধির জন্য কার্য্য করিলেও চলিকে না। পরস্পরের সহামূভৃতি বাক্ষেও কার্য্যে দেখান কর্ত্তব্য। স্থ্যোগ্যদিগকে নেতা স্বরূপ বরণ করা নিতাস্ত বিধের। আমর্লতে বাহা ঘটিয়াছে, ঘটতেছে ও ভবিষ্যতে ষ্টিবে তাহা আসরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। কতক দিবস হইল সেক্সটন ও ডেভিটের স্থিত পার্ণেলের ক্তক্টা মনোবিবাদ হওরাতে অনেকে ভাবিয়াছিল যে এবারে বরওয়া বিবাদ হইয়া আমর্শগুবাসীগণ ছিল ভিন্ন হইরা বাইবে। কিন্তু খদেশ হিতৈষী সেক্সটন ও ডেভিট যখন দেখিলেন বে, যে পার্ণেল আয়র্গণ্ডের জন্য কারাগার বাস স্বীকার করিয়াছেন, বিনি ক্ষম ভূমির ক্ষম্য আক্ষাবন কষ্টভোগ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া করিয়া আসিতেছেন তাঁহার সহিত বিবাদ করিলে স্বদেশের অমঙ্গল ঘটিবে, তথন তাঁহারা মনোমালিন্য সত্ত্বেও তাঁহাদের বরিত নেতা পার্ণেবের সহিত বিবাদ মিটাইরা ফেলিলেন। হে ভারত-বাসীগণ যদি ভারতের উন্নতি-চেষ্টাই তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হর তাহা হইলে পরস্পর জবা পরবশ না হইয়া অবথা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একতা ডোরে আবদ্ধ হইয়া কায়-মনোবাকো স্বদেশের উন্নতি সাধনে ব্রতী হও।

আর একটি স্থথের বিষয় এই বে ভারতবাসীগণ—বিশেষতঃ শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ এত দিন পরে হিন্দু ধর্মে আস্থা দেখাইভেছেন, তাঁহারা অন্ততঃ মুখে হিন্দুধর্মাবলম্বী विवा शतिहय मित्रा थार्कन।

গত বৎসরে ভারত শইয়া বিলাতে বেরূপ •আন্দোলন হইয়াছিল ভাহাতে আমবা কথঞিৎ আখাসিত হইয়াছিলাম কিন্ত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞেরা ভারত সম্বন্ধে এতদুর জ্ঞ ন-শুনা যে এ সম্বন্ধে পরের মূথে আহারই তাহাদের সম্বন,—স্বতরাং এ অবস্থায় আমা দর আশা ভরষা সকলি লোপ পাইতেছে। আমরা বতই কেন বিচার প্রার্থনা জন্য চীৎকার করি না তাহা মহাসূভার ত্রুনই গ্রাহ হইবে না। ভারত সেক্টেরির সভা (ইভিয়া कार्जिन्त) थाकिए बाबार्मित क्येनरे मनन रहेर्द ना, रकन ना এरे मजात नकन मजानगरे ভারতবেষী সিভিল ও মিলিটারি বিভাগ হইতে গৃহীত হয়। ইহারা বেরূপ পরামর্শ দিবেন পার্লিনেটে বা ভারতবেজেটরি প্রায়ই তদক্যায়িক কার্য্য করিয়া থাকের তাই বলিতেছি বে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল থাকিকে, জ্বারতের মদল হইবে না।

ভারতশাসন অনুসন্ধান কয়িটি নাই রাখনুষ্ট চর্চাইন প্রথমে এই কমিট

নিয়েপের কথা উত্থাপন করেন,কিন্ত তাঁহার শাসন কালে একথার কার্যাতঃ কোন ফল হর নাই। প্লাডষ্টোনশাসনের অভ্যাদরকালে এই কমিট নিরোজিত হইরাছে—ইহার সভ্যোর সংখ্যা ৩ জনের অধিক। বর্ড ব্যাওবক্ চর্চহিলের মতে ইহার অভগুলি সভ্য নিযুক্ত इख्ता উচিত নহে, এবং ১৪ জনের অধিক লোক উহার সভ্য হইলে তিনি উহার সভ্য হইবেন না বিশিয়া তিনি এবং ক্লগশীল দলের আর ক্রেক্জন সভ্য **এই ক্মিটিভে যোগ** দানে অস্বীকৃত হইরাছেন। লর্ড র্যাগুলফ্ আরো বলেন যে গবর্ণমেণ্ট কর্মচারিগণ ভিন্ন অন্য কেহ ঐ কমিটির সভ্য হওয়া উচিত নয়, অথচ তিনি যথন ভারত দেকেটিরি ছিলেন তখন বিলাতে প্রেরিত ভারত প্রতিনিধিগণের নিকট ইছার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছি-লেন। লর্ড র্যাণ্ডল্ফের বর্থার্থ মত ও ভাব বুঝিতে পারা সহত্ব নম্ন এই অন্তুসন্ধান কমিটিটি (कदन नाम माळ नित्रांकिङ हरेबाएक, रेहाबाबा कान कार्यात्र आमा क्वन नित्रामा माळ।

লালুমোচন ঘোষ-তিনি বেরপ বোগাতা অখ্যবসায় ও সাহসের পরিচয় দিয়া-ছেন—তাহাতে আমরা বিশেষ আখন্ত হইরাছি। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য इहेत् आमारमञ्ज अरनकी। छेनकात इहेर्द छाहात आत मत्नह नाहै। इः रचत्र विदन्न আমাদের দেশের কোন কোন কুজমনা ও লবুচেতা ব্যক্তি লালমোহনের পরাল্বের বিজ্ঞপ কটাক্ষ করিতে জুটি করেন নাই। ইংলও বাসীরা বাঁহাকে সাদরে ভাহাদের প্রভিনিধি ম্বরূপ বরণ করিতে শোষা বিবেচনা করিন, তিনি কিনা মদেশীর কর্তৃক নাছিত इहेरलन। हिः नाहे वक्रवाभी राष्ट्र व्यथः भाष्टराज मृत !

ফাইনেন্স কমিটি, वर्ड ডফেরিন্ ইনকমটাল্ল ধার্য্য করিয়া, আমাদের চীৎকার বন্ধ করিবার জন্ম এই কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে একজনও বে-সরকারি সভ্য না থাকাতে আমাদের দৃঢ় বিশাস হইয়াছে বে ইহা ছারা কোন উপকার দুর্শিবে नां। नात्वत्र मत्था कठकश्वनि गतिव हात्भाषा त्कतानित कत्र बाहेत्।

ता अलिशिश्वत प्रतिवात-विभ नक ठाकात व्यक्ति थहे व्यक्तित वात हहेता तात । আমীরু আবহুণ রহমন থাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডকেরিন খুব আঁকজমক দেখাইরা আমিরের সহিত বর্ত্ব স্থাপন করিলেন। আমির ভূলিবার ছেলে নহেন। লক্ষ টাকার ম্পের স্থলে ছই লক টাকা, আর বন্ধুক, কামান ইত্যাদি লইরা আপাতত বন্ধুত্ব স্থাপন ক্রিয়া ডকেরিন্ বাহাছ্রকে খুব আপ্যায়িত ক্রিয়া গেছেন।

निलीत काल्यनिक युक्त - वर्षा ७ मिनत थक्फ युक्त-कतिशा आमारमत देश्ताक গবৰ্ণমেণ্টের আশ মিঠিল না। কা**রনিক বুদ্ধে প্রায় ২৫ লকাধিক টাকার প্রায়** করিয়া षार्थत जनाषृन बना हैनकम् होन्न शार्था इहेन।

মধ্য আসিয়ায় রুব ও ইংবাজ- यन বাধিতে বাধিতে থামিরা গেল, অখচ এই युक्त गब्कार्थ (व स्किंकि स्किंकि क्रिका अभियादा स्मिन क्रीका आया त्वत करक शिक्त। अहे युक्त <sup>ৰভাবনা</sup> কেবল কভিপর দৈনি। বিভাগের কর্মনারী বটাইতেছিল।

সীমা নির্ণয় কমিনন। কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ভনা বাইতেছে करुमन् नहीं श्टेख २० माटेन नर्गाख नीमा निर्वत्र इहेबा निवादः। এই क्मिनन्छित्र राज्ञ এত অধিক হইয়াছে যে তাহা গুনিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না।

ভারতে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রুদিগের ভয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া >• **হাজার ইংরাজ** দৈশ ও ২০ হাজার দেশীয় দৈশ বুদ্ধি করিতে কৃত সকর হইয়াছেন।

বর্মা যুদ্ধ। এই অভায় যুদ্ধ করিয়া এখন আমাদের গবর্ণমেন্ট মহা ফাঁপবে পড়িয়াছেন। অতি সহজে বিনা যুদ্ধে বর্মা অধিকৃত হইল, কিন্তু ডাকাইত এবং বিদ্রোহের ब्बालाम्न এथन रेश्ताबन्धन व्यक्ति रहेमा পड़िमाटइन। विण राक्षात्र रेमना थिव-त्राका त्रका করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

উপরি উক্ত এই করেকটি কারণে ভারতের আয় অপেকা ব্যয় এত অধিক হইয়া গিয়াছে যে ব্যয় সঙ্গুলনার্থ ইন্কৃষ্ টাক্স ধার্য্য করিতে হইফাছে। এখন পর্যান্ত থিবরাজ্য রক্ষার্থ ক্রমাগত জলের ন্যায় অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। আগত বৎসরে এই ট্যাক্স উঠিনা যাওনা দূরে থাকুক বরঞ্চ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

মিনর-ছর্বন হইলেই অনেক বরণা ভোগ করিতে হয়। আজ যদি মিদর भूताकात्मत्र नाम वन-ममुक्तिनानी इटेंड छोटा देंदित कथनरे आधुनिक रेखादाशीम জাতিগণ মিদরের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিতে সাহদী হইত না। মিদরীদিণের সকলই আছে অথচ কিছুই নাই। আমরা পরাধীন হইয়াও বোধ করি মিদরদিগের অপেক। কতক পরিমাণে স্থা। তাহাদের গাছের ফল তাহার। থাইতে পায় না-নিজের অর্থ নিজে ভোগ করিতে পার না-মিশরে মিশরী রাজা আছেন বটে, অথচ তাঁর নিজের রাজ্য তিনি নিজে শাসন করিতে পান না—নিজের প্রজাকে নিজে স্থী করিতে পান না—তাই বলিতেছি যে মিসরদিগের সকল থাকিয়াও নাই। অর্থ লোলুপ বণ্ড-হোলভারগণ (যাহার) মিসরের খেদিব অর্থাৎ রাজ্ঞাকে টাক। ধার দিয়া সরধৎ সিথিয়া লইয়াছে) হরত দশ হাজার টাকা কর্জ দিয়া বিশ হাজার টাকা আদার করিয়া লইয়াছে कि प्रमा मन बाकारतत वक कर्मभक् व वचन व लाध यात्र नाहे ! ! कथन व वाहरव वक्ष আশা অর। টাকা ধার ঠিক্ নর, অন্যার পূর্বকে খেদিবকে দিয়া শরখৎ লিখাইয়া লওয়া इहेबांद्रा छे भव अहे महाकित्यता मिन्द्र अर्थनिक्टे माणा दिल्लात कर्याताती। এहे बहाकनश्य अधिकाश्यहे हेउँद्याभीय। हेई।ता बिगद्यत अद्य हाशिया विज्ञा छैनाइ করিতেছেন। থেদিব নামে মাত্র রাজা, রাজ কার্য্য সমস্তই ইইাদের হাতে-প্রজারা मिन मिन निःच हरेवा পড़िष्डि । हेहावा **चानक कन बाता कृति कार्या ज्ञातस्य क**ित्रवा গরিব প্রজাদিগকে উচ্ছর করিয়া ফেলিয়াছেল। खेरबाর মূল্য কমিয়া গিয়াছে, স্করাং ক্ষকেরা তাহাদিগের জব্যের উপযুক্ত মূল্য না শাইরা একারকম অর্ধানশলে কাগাভেপাত

कविरक्षकः। हेडेरवां भीव कर्मकां वीनिरगत राजन थक व्यक्षिक रा जाहार जहें वर्शन आक ছওয়াতে ধরচ কমিতেছে না, কোন প্রজাহিতকর কার্যা দল্পাদিত হইতেছে না, উপযুক্ত ও শিক্ষিত মিসরবাসীগণ স্বদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন না ও প্রজারা দিন দিন করভারে আক্রান্ত হইয়া নিঃম্ব হইয়া পড়িতেছে। এথন কি উপায়ে মিসরবাদীগণ পরিত্রাণ পাইতে পারে তজ্জ্ঞ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট বাহ্যিক কতকটা বাস্ততা দেখাইতেছেন।

সর ডমস্ত উল্ফু ও আহম্মদ মুক্তার পাদা একণে স্থানের গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা ক্রিতেছেন। আট হাজার মিদর দেনা স্থলান শাসন জন্য নিযুক্ত হইবে। মুক্তার-পাদা বলিতেছেন এই দেনাগণ দেশীয় সেনাপতি দারা চালিত হউক, উল্ফ বলিতেছেন না. তাহা কথনই হইতে পারে না। ইংরাজ সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক হারা শিক্ষিত না হইলে মিসর সেনাগণ ঐ সকল কার্য্যের অর্পযোগী হইবে। ইংলভের মন্ত্রিগণ ভূমও উলফের প্রস্তাব অন্থুমোদন করিয়াছেন।

মেহেদির মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য মিসর যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছিল। ওসমানদিগমার মৃত্যু সংবাদ মিথা৷ এইরূপ প্রচার হইয়া পুনরায় অল অল করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্ঞানিত इहेट जातक हरेगाए ।

স্ক্রিয়া ও বলগেরিয়া—যুদ্ধ মিটরা গিরাছে। বাহা হউক রাজা আলেকজ্ওর বিলক্ষণ বীরদ্বের পরিচয় দিয়াছেন। ••

ইংর্কি ও চীন-মেকলে সাহেব ও বাবু শরচ্জ লাস চীনে গিয়া কি করিলেন ভাহা বিশেষ প্রকাশ পায় নাই, কিন্ত ইংরেজদিগকে ভিবৰত রাজ্যে বাণিজ্য করিতে দাক্রা দেওয়া হইয়াছে।

তিব্রং—মেকলে সাহেব এবারে মহাসমারোহে ভিবরৎ প্রবেশ করিতেছেন দেখা যাউক ইহাঁর। কি অভিসন্ধিতে তিবাং প্রবেশে এত উৎস্কুক হইয়াছেন। রহস্য ष्यवंग कथन ना कथन खकां म शहरव।

ভারতের উত্তর পশ্চিম গীমায় গোলখোগ—বন্ধুয়ার ওয়ালা জাতি অতি ঘুর্লান্ত। পুরের কয়েকরার তাহার। গবর্ণমেণ্টকে ভাক্ত করিয়া কয়েক বৎশর কান্ত ছিল। এ বংসর তাহারা ইংরাজ বিজ**ত্তে পুনরার অন্ত ধারণ করায় একটা ভ**রা**নক যুদ্ধ** रहेबात जामा हिन । नत हार्नि गाक्टश्राति निक-श्राति नाजार्थ गर्बत्यकानादातन्त निक्षे रहेरा रेरामिश्रक नमन कतियांत्र अना श्रान्त ग्रुम्नांत्र टेमना हारियाहित्नन। वांध कति क्विक व्यर्थत व्याप्ति वना अहे युक्त व्यापिक तिहन।

ভূপালের বেগম—বেগমের স্বামী নবাব সাদিক ছোসেনকে অবমানিত করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বেগমকে অতিশন্ধ অবমানিত করিনাছেন। নবাব আবছললভিক্ষকে मिश्रिम स्टेर्ड व्यवस्थ कतिया अक्यन है साम्बद्ध खेलम स्वकार कारवानी मार्टि इःथिङ इदेवारह। L.

নেপাল রাজ্য-—নেপালে গত বংশর ধেরূপ ভয়ানক হত্যাকাও হইয়া গিয়াছে তাহা এখনও মনে হইলে হংকল্প হয়। যাহা হউক এখন য়াজকার্য্য স্থচাক রূপে নির্বাহিত হইতেছে।

মহানিক্বাচন — পার্লিয়ামেণ্ট-মহানিক্বাচনের সময়ে গত বৎসর মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। রক্ষণশীলদল পার্নেলের সাহাব্যে জ্বয়ী হইয়া অল্লকাল মাত্র মন্ত্রিত্ব করিয়া পরাজিত হয়েন। উদার নৈতিকদল এখনও মন্ত্রিত্ব করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে বোধ করি ইহারাও শীঘ্র কর্মত্যাগে বাধিত হইবেন। গত নির্কাচনে অনেক ভারতহিতৈধী-ইংরাজ সভ্য হইতে না পারায় আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

আয়লপ্ত — আরর্লপ্ত লইয়া এখন মহাগোলযোগ। আইরিস্গণ সায়ত শাসন চায় কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট তাহা প্রদানে অসমত। ইহারা একত্রিভূত হইয়া মহা ত্রত অবলম্বন ফরিয়া কটিবছ হইয়া কার্যা আরম্ভ করিয়াছে। যে অবধি ত্রত উদ্যাপন না হইবে সেই পর্যান্ত তাহারা কার্যক্ষেত্র হইতে কখনই অবস্থত হইবে না। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই লাই। আমাদিগের মত নিশ্চেষ্ট জাতির কখনই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশহিত্যী হইতে চাও ত আইরিষদিগের অম্করণ কর।

গ্রীদ ও তুর্কি। গ্রীস্ ও তুরঙ্কে শড়াই বাধিতে দেরী নাই। ইংরাজ, জর্মণ, ইটালি ও অন্ট্রিয়া গ্রাকদিগের বিপক্ষে। কিন্তু ভাবগতিকে বোধ হয় ফরানী ও রুব গ্রীদের পক্ষ। এই যুদ্ধ ঘটিলে ইউরোপে মহা প্রমাদ ঘটিবে।

বিলাতে শ্রমজীবীদিগের হাস।মা—সকল স্থানেই ব্যবসারের বাজার মন্দা। আমেরিকাতেও সে দিবস জ্যানক হাসামা হইয়াছিল। বিলাতে লকাধিক শ্রমজাবী কর্মাভাবে জ্যানশনে কাল্যাপন করিতেছে। ইহারা লগুন সহর একরকম সুটপাট ক্রিয়াছিল। লগুনে মহা হলস্থল পড়িয়া গিরাছিল।

মহারাজা দলিপ্ সিং—মহারাজা দলিপ্ সিংহের নাম বোধ করি সৃকলেই ভনিরা থাকিবেন। ইনি বারবর রণজিং সিংহের একমাত্র পুত্র। এত দিন আনোদ প্রমোদে মত্ত ইইয়া, সাহেব সাজিয়া বিধি বিবাহ করিয়া, নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া, জন্ম-ভূমিকে ভূলিয়াছিলেন।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহাতেও দলিপ সিংহের তেমন দোষ নাই। ১৮৪৫ খৃঃ অংশ যথন দিতীয় পঞ্চাব যুদ্ধের অবশেষ হইল, তথন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এক সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়া বালক দলিপের অভিভাবক হইলা রাজ্য কার্য্য নিজ হত্তে লইলোন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে একটা বেমন তেমন কারণ দেখাইরা, বালক দলিপ ও ভাহার মাতাকে ইংলতে লইলা যাওরা হইল। দলিপের নিজস্ব সম্প্রতি (হীরা, সুক্তা, বাড়ি) ইত্যাদি নিলামে বিক্রিত হইল। গুর্ত্ত ও বিশ্বাস বাতক গবর্ণর জেনেরল গৈওঁ ভেলহাউনি পঞ্চাব অন্যান্ত্র

1 m

পূর্বক আত্মনাৎ করিলেন। দলিপ ইংরাজের মধ্যে থাকিয়া, ইংরেজের ধর্ম, চাল চলন ও দোব গুলিন বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা করিয়া বিবি বিবাহ করিয়া জন্মভূমি ভূলিয়া গেলেন। অতি অর দিবদ হইল—তাঁহার স্বপ্ন ভালিয়া তিনি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জ্বদম্পম করিয়া-ছেন। কিছু দিবদ হইল তিনি ভারত সেক্রেটরির নিকট নিজ সম্পত্তির মূল্য ও লবণ-খনি যাহা তিনি যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন, ফিরাইয়া চাহিয়াছেন। অর্থের অনাটন হওয়ায় কট্টে পড়িয়া ইহার দেশাহরাগ ফিরিয়া আদিয়াছে; খুইধর্ম ত্যাগ করিয়া, পঞ্লাবে বাদ করিতে লালায়িত হইয়া ইনি দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। স্বদেশী স্বধর্মী বলিয়া যাহাতে শিথগণ তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করে এই ইছয়ায় তিনি জাহাজে উঠিবার কিছু পূর্বের লণ্ডন হইতে তাহাদের একথানি পত্ত লেখেন। এই জ্বপবাধে এডেনে ইংরাজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। কি অবিচার! আর অবোধ দলিপ তুমি এখনও তোনার অপহারকদিগের নিকট বিঢার প্রার্থনা করিছেছ! তোনার দকল আশা ভর্মা জলাঞ্জলি দিয়া এডেনের গহরের বিদ্যা থাক। ভারতে আদিলেও তোনাকে পঞ্চাবে থাকিতে ও যাইতে দিবেনা—তুমি ইংরেজের থেলেনার পুত্র—ভারতে আদিলেই স্থাধীনতা হারাইয়া বন্দী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ থিবর ন্যায় কোন নির্জন স্থানে অতিবাহিত করিতে হইবে।

গত বংসর ভারতবর্ষে,ভূমিকপ্প, জনকম্প, ছর্ভিক্ষ বিস্থৃচিকা রোগ ইত্যাদিতে দেশ ব্যতিবাত হইয়াছিল। ্শীব্রজেক্সনাথ মুখোপাধাায়।

### বাদল, বা চাষার ভাষা।

'অাধার করে এসেছেরে মেঘ,

ই:—ই:—বড় হান্তেছে চিকুর!

ও-কেম্বর চট্ করে স্থার আর,

গৈলেতে নে তোল্ গোরু বাছুর।

উঠোনেতে ভিজে গেল ধান্,

ঘাটকুলেতে ভিজ্তেছে বাসন

হাঁসগুলোকে কুতার কেবা ভোলে—

ঝে বিষ্টি! মরবেক, এখন,

—আ্যাতখনে, বা, নিয়ে গেল শ্রালে!

তড়্ তড়্ ওড়্ খই ফুটুছেে শিলে,

উঠোনেতে বাদলো হাঁটু জল।

বৈকেলেতে 'ক্লমশে' গেছে ক্ষেতে
কি-যে হোল, পেলেক্ নাকি থল ।
বড় বড় দোমক আদ্তেছে,
—সকলেতে মাজের বরে চল্,
নিত্তি, নিত্তি, এমন ছ্যাগ,
পিথীবী বৃষি যাবেক রোসাতল ।
পুকুর পাড়ের দখিন দিকের গাছে
আবৈ ডালটা, ভেলে পড়েছে দিদি,
এই বার্কে, থেমে এল জল,
'চুবড়ি' নিরে ঝট্করে আর 'সদি' !

**बी गित्रीक्र**माहिनी पांत्री।

## ক্ষতিয়-রমণী।

#### **क्षेजिशांत्रक छेलनााम।**

>

"এ বরাহ" "ছুটাও ছুটাও" "আরো ছুটাও" "এ দিকে চল" এই দিকে এদ"— মুগরাকারীদের শত কঠের চীৎকারধ্বনি আরাবলী প্রান্তত্ব অন্ধরা-নামক বনের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল, অখারোসীগণের ক্রত পদ নিকেপে অন্ধ-রার পার্কত্য-ভূমি বিদারিত হইয়া উঠিল, বরাহ প্রাণ ভয়ে, উর্দ্ধানে, পর্কতের এ ধার इट्रेंट अधारत-वरनत अमिक इट्रेंट अमिटक क्रूडिट क्रूडिट व्यवस्था वन क्रांक्रीया প্রান্তর পথ দিয়া এক স্থবিস্তীর্ণ ভূটাকেত্তের মধ্যে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মিবারের যুবরাজ অর্লি সদলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ক্লেত্র সন্মুখে উপনীত হইয়া ক্ষুগুতি হইয়া দাঁড়াইলেন,—অখ চালাইবার আর স্থান দেখিলেন না। রণোন্মত হস্তী হঠাৎ আহত হইলে মুহুর্ত্তের জ্ঞা যেমন স্তস্তিত হইয়া দাঁড়ায়, শীকারোতেজিত যুবরাজ শীকারের অনুসরণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধগ্রীব, সঙ্কেন মুখ অধের রাশ শিথিল করিতে ভূলিয়া মুহূর্ত্ত কাল সেইরূপ স্তম্ভিত চিত্রার্পিতের মত অর্থপুঠে বসিয়া রহিলেন। এই সময় একজন গ্রাম্য কন্যা আসিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল। যুবতী সেই ক্ষেত্রের অধিপতির কন্যা, ক্ষেত্রের নিকটস্থ উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষেত্র পাহারা দিতে দিতে সে শৃকরকে ক্ষেত্র মধ্যে লুকাইতে দেখিয়া এবং মৃগয়াকারীগণের ছর্দশা অমুভব ক্রিয়া তাঁহাদের সাহায্যের মান্সে ক্রতপদে যুবরাজের নিক্ট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ তথন আত্তে আত্তে অর্থের রাশ শিথিল করিতে করিতে যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করি-লেন। দেখিলেন, কি অন্দর, বলিষ্ঠ অুগঠন উন্নত দেহ। কি সরল অন্দর মুখনী। তাহার অ'াট সাট সাদাসিদে গ্রাম্যবেশে সেই স্থগঠন গেছের সৌলর্ব্য থেন অধিকতর ফুটিয়াছে, তাহার অযত্ন রক্ষিত এলোথেলোচুলে সাজসজ্জাহীন-মুখখানি যেন আরো স্থলার দেখাই-তেছে, সেই বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ, অসজ্জিত-স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কাছে মণিমাণিক্য বিভূ-ষিত, যত্র-সজ্জিত, যত্র-রক্ষিত সৌন্দর্যাও যেন মলিন হইয়া পড়ে। যুবরাজ দেখিলেন তাহার মাথায় সিন্দুর নাই,হাতে ক্সন আছে অথচ লৌহ নাই, যুবতী অবিবাহিত। তিনি বলিলেন "सम्बद्धि- এই ভূটाবনের মধ্যে অশ্ব বাইবার কোন পথ আছে कि !" यूवजी विनन-"ना, একটু অপেকা করুন, আমি শ্কর তাড়াইরা আনিতেছি"। বলিরা সে আর উত্তরের অপেকা করিল না, একটি দীর্ঘ ভূষাগাছ বিনা আয়ানে—সমূলে উৎপার্টিভ করিবা হতে তুলিয়া লইয়া ক্রত গতিতে ভূটাবনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। মৃগরাকারীগণ উৎ-স্থক নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিদেন। অব্রক্ষণের মধ্যেই যুৱতী শূকর ভাড়াইয়া

পার্ষের উচ্চ ভূমিতে আনিয়া ফেলিল—মৃগয়াকারীগণ তাহাকে লক্ষা করিয়া অমনি দেইদিকে অখচালনা করিয়া দিলেন। বরাহ প্রাণভরে কাতর হইয়া আবার ভূটাবনের मार्था भनायन दिंही कतिन,-अना त नित्क हार त्मरेनित्करे कुरुधाविक अञ्चर्धाती মনুষা, কেবল ভূটাবনের দিকে এক সেই যুবতী মাত্র; শুকর দেখিল যদি ইহার হাত ছাড়াইরা পলাইতে পারে—তবেই তাহার প্রাণ বাঁচে। সে মৃত্যুবলে বলী হইয়া রমণীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর ভীষণ গর্জন করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে নাগিল,দূর হইতে সকলেই রমণীর এই বিপদ দেখিতে পাইলেন—সকলেই ত্রান্ত ভীত হইয়া ক্রতবেগে অথ ছুটাইয়া দিলেন, কিন্তু বরাহ তীর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এই যুব-ভার গাত্রের উপর আসিয়া পড়ে পড়ে, এই রমণী গেল গেল—বুঝি আর কেহ তাহাকে রকা করিতে পারিলনা! যুবরাজের অব উর্দ্বাসে ছুটল,—কিন্ত তিনি আসিয়া পৌছিবার আগেই শৃকর রমণীকে তাড়া করিয়া ঠিক তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়িল—যুবতী নির্ভয় চিত্তে অমনি আক্রমণোদ্যত শুকরের মন্তকে সেই ভূটাদও বারা সবলে আঘাত করিলেন, সে আঘাতে শুকর যেন বজ্ঞাহত হইয়া থমকিয়া দাড়াইল,— সেই সময় যুবরাজের অথও নিকটে আদিয়া পড়িল, কিন্তু তথন আর কোন ভয় নাই। তথন রমণী হাসিতে হাসিতে শুকরের কান ধরিয়া তাঁহার নিকট টানিয়া আনিল, যুবরাজ তাহাকে অন্ত্রবিদ্ধ করিলেন; আর সকলে অবাক হইয়া রমণীর পানে চাহিয়া রহিল। রাজপুত্রানার রমণীগণের সাহসের অভাব নাই—তথাপি এই গ্রাম্য নারীর সাহস দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল।

₹

প্রথম কুমার। "ছিছি এ বড়ই লজ্জার কথা।

বিতীয়। "তাইত আমরা থাকিতে একজন স্ত্রীলোক —"

যুবরাজ। "কেন লজ্জার কথা কি ? আমাদের দেশে অমন জীলোক আছে সৈ ত

প্রথম কুমার। দেশের গৌরব হইতে পারে, কিন্ত আমাদের গৌরব আর রহিল কই? স্ত্রীলোকের কাছে শেবে হারিলাম।" যুবরাল হাদিয়া বলিলেন "যদি হারিতেই ব্য—ত রমণীর নিকট—বিশেষতঃ অমন রমণীর নিকট হারিতে ত আমার ছঃধ নাই—"

তৃতীয় কুমার হাসিরা বলিলেন—"যুবরাজ, শীকার করিতে আসিয়া আপনি নিজেই শেষে শীকার বনিয়া গেছেন দেখিতেছি।" অদুরে একটা বংচনর উপর বিশ্বস্তর ভূঁড়িদারজি (শেষের নামটি কুমারদের দেওরা) শুইয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া নিজা দিতেছি-শেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সম্পর্কের রাজবাড়ীর সকলেরি সাধারণ শ্যালক। কুমার অন্ধ্যাসংহের প্রক্পুত্র-পত্নীর মামাত ভাইএর পিসভত বোনের ননদের ইনি কেমনতর শুড়ত ত ভাই, স্বতরাং শুরুপু তের ইহার সহিত যে শ্নিষ্ট ও শুরুতর সক্ক প্রতি রাজ্ঞ-

ৰাজীর সকলেই নিজস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। ইহাঁরও তাহাতে বড় একটা चांशिक नारे, दकनना এर मण्यार्कत लाहारे निया माताममत्री रेनि निया भारतत উপর পা রাথিয়া, গদির উপর অঙ্গ ঢালিয়া, আলদেমি করিয়া, ঘুমাইয়া নির্কিলে मिन यार्थन करवन,—चात गात्थ गात्थ छ्राया शाहेत्वरे तांक क्यांत्रमिरणत উপরেও বিলক্ষণ করিয়া এক এক হাত ঝাড়িয়া শইতে ক্রট করেন না। ভৃতীয় কুমারের কথা বিশ্বস্তরে**র কাণ** এড়াইল না, তিনি ঠিক সময়টিতে উঠিয়া বদিলেন—তিনি বোধ করি ঘুমটাকে অনেকটা নেপোলিয়ানি ধরণে তৈয়ার করিয়া লইয়াছিলেন, দরকারের সময়টিতে ঠিক তাহার ঘুমটি ভালিয়া যাইত, নহিলে অন্য সময় সহস্র ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গায় কার সাধ্য। তিনি তাড়া তাড়ি উঠিয়া বিদিয়াই বলিলেন—"দেকি কথা কুমার জি ? আমিত জানি বেটা শীকার বনিয়াছে—সেটা নিঃঝক শুরার—" সকলেই হাহা করিয়া হাসিতে আরম্ভ কারল, তিনি আবার হাই তুলিতে তুলিতে ওইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেদ,—এমন সময়ে হঠাৎ হাসির সে উচ্ছাসটা থামিয়া গেল। নিকটের একটি বৃক্ষে যুবরাজের অথ বাঁধা ছিল, হঠাৎ পশ্চিম হইতে একটি ঢিল সবলে তাহার দিকে পড়িতে দেখা গেল,—আর অমনি অম লাফাইয়া উঠিয়া করণ মরে ডাকিয়া উঠিল, কুমারগণ ব্ঝিলেন অম আঘাত পাইয়াছে। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি অখের নিকটে আসিয়া দেখিলেন—বে একটা সামান্য চিলের আঘাতে অখের উক্দেশের হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এত জােরে কে চিল ছুড়িল! এত সামান্য জােরের কাজ নহে? তাঁহাদের ক্রোধ কোতৃহলে পরিণত হইল। এই সময় ইহাঁরা সেই যুবতীকে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিলেন, সে নিকটে আসিয়া বলিল। "আমাকে মার্জ্জনা করুন —আমি পাখার দৌরাম্মা হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য টিল ছু ড়িতেছিলাম— দৈব ক্রমে অধের পারে व्यामिश পড़िशार्ट, तम बना आमि वज़रे इंश्वि हरेश पड़िशाहि," कुँ ज़िमात्रिक वारवत ছালের উপর হইতেই তাহার দিকে কটাক্ষণাত করিয়া আন্তেম্ভাতে বলিন—"স্থলারি ছংখ করিবেন না, ঢিলটা ঘোঁড়ার উপর দিয়া গেছে দেটা আহলাদেরই কথা।' যুবতা একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহিরকরিয়া অখের উরুদেশে লেপন क्तिएं नाशिन, त्नथन त्यव हर्टान वस्तिया मिरेयान वसन क्तिन, वसनार्ख क्यांतरमत्र হত্তে ঔষধ-কৌটা প্রদানু করিয়া—তাহা লেপন করিবার নিয়মাদি বলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজপুঞ্জিবির ক্রেবির ভাব প্রশংসার ভাবে পূর্ব ইইল। রমণী অখকে আহত ক্রিয়া অর্থপ্রভূদের ধন্যবাদ লইয়া চলিয়া গেল। যুবতী চলিয়া গেলে—কুমারদিগের যেন মুগ্রভাব দূর হইল, তাহাদের কথা ফুটিল, একজন বলিলেন "সর্ব্যনাশু? এ কোমল বাহুতে যে শতলির বল।" শ্যালকজি বলিলেন—শতলি হইলে ত রক্ষা ছিল, ्यादन वादबरे काम निकास रहेया बारेड, ও शास्त्र त्रामा छनि मारात छनत सानिया

পড়ে সে যে একেবারে মরে না—আধমরা হইরা থাকে।" কথাটা সকলের লাগিল ভাল,
যুবরাজের দিকে চাহিয়া সকলেই হাসিতে আরম্ভ করিল, যুবরাজও হাসিয়া বলিলেন—
"মরিতে বাকী ছিল বটে, কিন্তু তোমাদের কথার অন্ত্রে আর বুঝি কিছু বাকী থাকে
না। যদি বাঁচাইতে চাও কথাটা একটু বন্ধ করিতে হয়।" একজন পারিষদ বলিলেন—
"যুবরাজ কোন কাজই হইল না, শীকার করিতে আসিয়া কটমাত্র সার, এখন যদি
কথাটাও বন্ধ করিতে হয় ত বাঁচি কি করিয়া"?

কথাটা নিতান্ত সত্য, যেথানে কর্মের য'ত অভাব সেইথানেই কথার তত ছড়াছড়ি! যুবরাজ বলিলেন—"কর্মের জন্য এত কাতর হইয়া থাক, আমি কর্মের বন্দবস্ত ক্রিতেছি। চল সকলে মিলিয়া একবার গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসি, যুবতীর পরি-চয়টাও অমনি জানিয়া আসা ধাইবে, একটা অসাধারণ রমণী!—বাড়ি গিয়া ত তার সম্বন্ধে গল করিতে চাই।" প্রস্তাবটা সকলেরই মনের মত হইল, প্রথম কুমার বলি-লেন—"এই মাত্র আমি আপনার নিকট ঠিক এই প্রস্তাব করিতে যাইতেছিলাম," দ্বিতার कुमात्र विनातन-जूमि उ এইमाज विनात् याहेराजिहान-आमि य नकान इहेराज এहेन्न्य প্রস্তাব করিব ভাবিতেছি"—তৃতীয় বলিল—"তুমিত ভাবিয়াছ—আমি ত মহারাজকে এই কথাই তথন বলিতেছিলান" চতুর্থ বলিণ-"ই: তুমি বলিয়াছিলে! যুবরাজকে জিজ্ঞাসা কর দেখি আমি আগে বলিয়াছিলাম কি না"। পারিষদগণ টেপাটেপি করিয়া বলিল—"উ হারা বড় লোক, 'কিন্তু ছোটর ধন লইয়া বড় লোক, —অথচ সেই কথাটা প্রকাশ করিলেই মহা-कां ७! जा भूरबंदे रान नारे रानिनाम, भरन भरन ज हुन कतिरज नाति ना।" नानकि দেখিল বড় গোলযোগ, বলিল—"আমি মীমাংসা করিয়া দিতেছি,—যুবরাঞ্চ ছাড়া আর সকলেই এ প্রস্তাব আগে করিয়াছেন।" মুথে সকলেই হাসিল, কিন্তু সকলেই মনে মনে কথাটা নিজের পক্ষে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিল, আর কে জানে ভবিষ্যতে এমন একনিন আসিয়াছিল কি না—যে 'দিন মুগয়াকারাদের সকলেই এই প্রস্তাবকারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নাম পাইয়াছিল—কেবল যুবরাজের নাম ইহার সম্পর্ক হইতে একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলে এরূপ না হউক—অস্ততঃ জগতের এইরূপ ধারা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

9

রাজপুত্রপণ অশ্বারোহণে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। পার্কান্ত্য পথ, পণের একপার্শ্বে পাহাড়ের গায় বড় বড় গাছ জঙ্গল বাধিয়া উর্ক হইতে উর্কে উঠিয়াছে, আর এক পার্শ্বে দ্বে অতি দূরে আকাশের গায় পাহাড় শ্রেণী স্থনীল মেঘের মত মাথা তুলিয়া আছে, বিকাল বেলা, স্থ্য অশ্বারোহীগণের পশ্চাৎদিকের একটা পাহাড়-শুঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আলোক দিতেছে আর তাহাদের সমুথে অনস্ত নীল আকাশে চিক্র উঠিয়াছে, স্থ্যের আলোকে চাঁদের আলো মিশিয়া চারিদিক ঈষৎ-স্থ্ময় সিগ্ধ-

রজতাভার রঙাইয়া নিকটের রজত কণার উচ্ছৃদিত ঝরনার বুকে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আকাশের পূর্ন্ধকোণে ছই একটি তারকা মৃত্ মৃত্ জলিয়া সেই ঝরনার উজল বারি কণার প্রতি ঈর্বা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! ধীরে ধীরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়া পাহাড়ের শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, গাছে গাছে বাঁশির তান তুলিয়া জোরে জোরে ফিরিয়া যাইতেছে। অখারোহীগণ—প্রকৃতির সেই স্লিগ্ধ শোভা উপভোগ করিতে করিতে পথের একটি বাঁক ছাড়াইয়া গ্রামের হান্তায় পদার্পণ করিলেন, অমনি সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল—যে শৃঙ্গের আড়ালে স্ব্যা লুকাইয়া পড়িয়াছিল—সে শৃঙ্গ জমনি তফাতে পড়িয়া গেল—মৃক্ত স্বর্য্যের রিশ্বতে চারিদিক হঠাৎ লালে লাল হইল। চক্র তারা দৃশোর অপরপার্যে লুকাইয়া পড়িল।

এकरे ममरत्र पूर्वमान भरक्षत अकलार्ष स्प्रात्नाक, अकलार्ष हजात्नाक, अकलार्ष निवा, একপার্থে দিবাময়-সন্ধ্যা – চক্র স্থ্যবিকাশের এই রহস্যময় বৈকালিক শোভা **८करन भार्स् जा अरमरम** तरे रकान रकान स्थारन रमथा यात्र । असारता ही भरनत निकडे यिन छ এ দৃশ্য নৃতন নহে, তথাপি এই স্থবর্ণ থচিত লাল দৃশ্যের মধ্যে পড়িরা তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এই লাল সমুদ্রে অবগাহিত হইয়া তাঁহাদের মুগ্ধ নেত্রের সমুথে একটি উন্নতবপু যুবতী মূর্ত্তি আদিয়া পড়িল। যুবতীর মন্তকে হগ্ধ কলস, হুই পার্ষে হুইট মহিষ, সেই মহিষ ছুইটির পূঠে ছুই হাত রাখিয়া যুবতী তাহাদের চালাইয়া লইয়া যুাইতেছে।. কুমারগণ युवजीदकं हिनिएक পादिरानन, छाँशांदा वापनारमद मर्पा वारख वारख कि वनावनि করিলেন, কি একটা পরামর্শ হইল, সকলেই হাসিয়া কুটি কুটি হইতে লাগিলেন, যুবরাজ হাসিটা চাপিয়া যুবতীর দিকে অথ ছুটাইয়া দিলেন—সকলে দাড়াইয়া কি একটা বেন রহস্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যুবরাক বোড়া ছুটাইয়া হঠাৎ যেন অসতর্ক অবস্থায় একেবারে যুবতীর উপর আসিয়া পড় পড় হইলেন, আর যেন তাঁহার অর সম্বরণের ক্ষমতা নাই,—তিনি ভয়ার্ত্তরে চাৎকার করিয়া বলিলেন, "স্থলরি সর সর—পথ षां 9- " षां अधियाय-यूवजी ভन्न विस्तृत इंहेन। প्रतामा उहार विभाग कारात इश्कलम माथा इटेट প्रश्निया यारेट्ट, आत उँशिया मकटन शिमिया छैडिट्टिन, যুবতী অপ্রতিভ হইবে।

"সর সর" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে যুবরাজ—যুবতী-পার্শন্থ মহিব ও যুবতীর মধ্যে আসিয়া পড়িবার মানসে অথ একটু বাঁকাইয়া লইলেন, অপুরে অখারোহীগণের হাসি মুহুর্ত্তের জন্য বন্ধ ইইল্ট তাহাদের মনে হইতে লাগিল—রহস্য বুঝি সভাই প্রাণঘাতক হইয়া পড়ে! নিতকে তাহারা শেষ দেখিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল। যুবতী যুবরাজের অভিপ্রায় ব্ঝিল—বুঝিল তিনি তাহার গাত্রের ঠিক পাশ দিয়া তাহাকে নড়াইয়া যাইতে চাহেন, কিন্ত সে তাহাতে বিল্মাত বিচলিত না হইয়া—একটু সরিতে চেটা না করিয়া, পার্শের মহিষের শৃস্টা হাতে ধরিয়া যুবরাজের ক্রতশীল অবের গাত্রে

লাগাইয়া দিল—আৰ হঠাৎ চমিক য়া লাফাইয়া হঠিয়া গেল, যুবরাজ অসতর্ক অবস্থার হঠাৎ আৰ হইতে পড়িয়া গেলেন। তিনি যে রহস্য জমাইতে চাহিয়াছিলেন—তাহা জমিল বটে—তবে সম্পূর্ণ উন্টা রকমে জমিল। যুবরাজ পড়িবামাত্র যুবতী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, অখারোহিগণও নিকটে আসিয়া পড়িল। কিন্ত কাহারো সাহায়্য আবশ্যক হইল না, তিনি অপ্রস্তুত হইয়া আপনিই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবতী বলিল "মাপ করুন, আমার ইচ্ছায় হয় নাই।" যুবরাজ লজ্জার উত্তর দিতে পারিলেন না; সে তথন আত্তে আমত্র এমন প্রশান্ত ভাবে চলিয়া গেল—যেন কিছুই হয় নাই। রমণী চলিয়া গেলে যুবরাজ প্রথমে দেখিলেন তাঁহার কোনস্থলে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে কি না, দেখিলেন সৌভাগ্য ক্রমে কোণায় লাগে নাই। তথন আপনারা সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া আর একবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, হাসিটা ফুরাইলে একজন বলিল "যুবরাজ এ কি স্ইতেছে কি গু সমস্ত দিনের মধ্যে একটা স্থার হইল না।"

যুবরাজ বলিলেন—"একেই আর কি বলে গ্রহ"। আর একজন বলিল—"গ্রাম পর্যাস্ত গিয়া এখন গ্রহের শেবটা কি একবার দেখা যাউক।" যুবরাজ বলিলেন—"কোন লজ্জায় আ.. গ্রামে যাই, একটা ঘোড়াকে সামলাইতে পারিলাম না,—মুখ দেখাই কি করিয়া ?" আর একজন বলিল—"ঘোড়াটা ত সামলাইতে পারিলেন না এখন, প্রাণটা সামলাইয়া ঘরে ফিরিভে পারিলেই হয়।"

সত্য সতাই আর তথন গ্রামে যাওয়া হইল ন তাঁহারা একল নির্মানিধারে গাছের তলায় বসিয়া স্থ্যান্ত দেখিতে লাগিলেন। কিছু পরে একজন গ্রামবাল নিক নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিশস্তর উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "দাঁড়াও সন্ধানটা জানিয়া আসি" বলিয়া গমনশীল গ্রামবাসীর কাছে আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতেই বলিল—"বাপুহে তোমার নাম কি?' গ্রামবাসী সেই দিকে মুথ ফিরাইবামাত্র নিতান্ত অপরিচিত মূর্ত্তি তাহার চোঝে পড়িল—সে একটু উদ্ধত ভাবে বলিল—"সে থবরে তোমার কাল কিছে বাপু?' ত্রাজ্বণের মহা রাগ হইল—বলিল—"নাম জিল্লানা করিয়াছি কত সৌভাগ্য—তানা বেটার রকম দেথ।" গ্রামবাসী হস্তন্থিত লার্তির উপর ছই হাত সবলে রাথিয়া ক্রন্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—শ্যালকলি বলিল—"ই: তবেত মরিয়া গেলাম—আমি কি আর রাগ করিতে জানি না নাকি?" গ্রামবাসী বলিল—"কে তুই উন্মাদ, চলিয়া যা, ক্রের যনি কথা কহিবি মুথ ভালিয়া দিব?" বিশ্বস্তর কুমারদের প্রিয়পাত্র, তাহার বুকের পাটা একজন সামান্য গ্রামের কথার দমিবার নহে, সে বলিল—"চলিয়া যাইব। ওঁর কথায় চলিয়া যাইব! জানিস বেটা আমি ব্রাহ্মণ? মুথ সামলাইয়া কথা কহিস"—গ্রামবাসী ভূমিতে পদাবাত্ত করিয়া বলিল—"তুমি যার সঙ্গে কথা কহিতেছ সে কে আন—একজন ক্রিয়।"

বিশ্বস্তর। "ক্ষত্রির! তোর মত কত ক্ষত্রির দেখেছি, কি বলিব ক্লিকাল, নইলে আৰু

বৃদ্ধণাতেকে তোকে এইখানে ছাই করিয়া রাখিয়া যাইতাম।" ক্ষত্রিয় আর হাস্য সমরণ করিতে পারিল না। ত্রাহ্মণ দাত দেখাইয়া বলিল—"আবার হাসি হচ্ছে? চল বেটা যুবরাক্ষের—" এই সময় তৃইজন পারিবদ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বৃহ্মতল হইতে উভয়ের উচ্চ শ্বর শুনিয়া বৃহ্মিল ঠাকুর গোলযোগ বাধাইয়াছেন, নিকটে আসিয়া বলিল—"মহাশয় ও ত্রাহ্মণের কথা ধরিবেন না উহাকে পাগল বলিয়া ক্যানিবেন—" ক্ষত্রিয় বলিল— "ইয়া পাগলই দেখিতেছি—" বিশ্বন্ধর রাগ করিয়া চলিয়া গেল, পারিষদ বলিলেন—" মহাশয় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বড়ই বাধিত করেন, আজ সকালে একটি কন্যা অন্ধয়া বনের নিকটের একটি ভৃটাক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন—তাঁর নিবাস কোথা ? তিনি কে বলিতে পারেন" ?

ক্ষতির। "তিনি আমার কন্যা। এই গ্রামেই আমরা থাকি।" বিশ্বস্তর যাইবার मग्रा এই कथा अनिया উर्द्धशास्त्र, आमिया युवताकारक এই मःवान श्रान कतिन, युवताक তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষতিয়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া একজন কুমারকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন — "মহাশয় মিবারের যুবরাজ আপ-নার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন—যদি অনুগ্রহ করিয়া—'' কথা শেষ না হইতেই ক্ষতিয় গর্কিত স্বরে বলিল "নহাশয় মাপ করিবেন। তিনি নিবারের যুবরাজ আমি এই গ্রামের অধিপতি। এখানে কেহ আসিলে প্রথমে তিনিই সামার সহিত আসিরা সাক্ষাৎ করেন-নহিলে আমরা গ্রামবাসীরা আগন্তকের ব্যবহারকে অভ্রন্তা জ্ঞান করি,—মিবারের যুবরাজ তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। কিছ' মিবারের যুবরাজ বলিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি আমার কর্ত্তব্য ভঙ্গ করিতে পারি না,— আমি অন্যস্থলে যেরপে ব্যবহার করিয়া থাকি—তিনি যুবরাল বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে বিপরীতাচরণ করিয়া আপনাকে অবনত করিতে পারি না,—নির্মের কাছে ছোট বড় নাই—'' কুমারগণ ভাৰ হইয়া রহিলেন, একজন দামান্য ক্ষতিয়ের এত বড় কথা ! কিছ এ আন্চর্য্য ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে মারো একটা মহা আন্চর্য্যের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন, ক্ষত্রিরের কথার উত্তরে যুবরাজ স্বয়ং পশ্চাংদিক হইতে আদিয়া এই কথাগুলি বলিলেন—"মিবারের যুবরাজ আপেনার সহিত সাকাং না করিলা আপনার সমান প্রদর্শনে যে ক্রটি দেবাইরাছেন আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিয়া এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত"—

সকলে যেন কি ভানিল বিৰীস করিতে পারিল না। সত্যই যুবরাজ এক জন সামান্য ক্ষেত্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন! কিন্তু এখনো তাহারা বিশ্বয়ের শেষ সীমার পৌছে নাই। যুবরাজের কথা ক্ষত্রিয়ের ভাল লাগিল না, বলিল "যুবরাজ এ প্রভাব করিয়া আপনি আমাকে বতদুর সন্মানিত ক্রিলেন—ছঃখের বিষয় আহি ইহাতে ততদূর সন্মানিত হইলাম না।"

ক্ষত্রিয় উত্তরের অপেকা না করিয়াই স্পর্দ্ধিত পদক্ষেপে চলিয়া গেল — সকলে বিশ্বয়ে কোণে অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িল।

যেমন দর্প ভরে ক্ষত্রিয় কুমারদিগের সহিত কথা কহিয়া আসিলেন গৃহে আসিরা তেমনি তাঁহার দর্প চূর্ব হইল। মিবারের যুবরাজকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া গৃহিনী তাঁহাকে এমন ধুড়ধুড়ি নাড়িয়া দিলেন—যে সেই তিরস্কার থাইয়া নিজের অন্যায়টা স্পষ্টরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু ইহাতেও গৃহিনী ক্ষান্ত নাহইয়া তৎক্ষণাৎ স্থানীর দোবের ক্ষমা চাহিয়া ও কন্যার বিবাহে সম্পতি জানাইয়া যুবরাজের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। পরদিনই যুবতীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইয়া গেল। গ্রবাজ শীকার করিতে আসিয়া বধুসঙ্গে গৃহে গমন করিলেন। এই মহিষীর গর্ত্তেই গরের বীরশ্রেষ্ঠ হামীর—য়িন ১২ বৎসর বয়সে শত্রু জয় করিয়া নিবার রাজপুত কুল উজ্জ্বল করেন—গাহার জন্ম হয়।

मমাপ্ত।

## হেঁয়ালি নাট্য। \*

मुना ।

পোর সভা-গৃহ।

(মহামান্য গোকুল সিংহ**, অকামৃত ভক্ত, রকজী**ব গো**ষামী প্রভৃতি সভ্যগণ ও** গৌরাক সভাপতি আসীন )

সভাপতি। যে জন্য আজ সভা আহত হয়েছে বোধ করি, সকলেই আপনারা জানেন। এই মহানগরীতে হত্যা-শালার (Slaughter house) একটা বড় অভাব আছে, উহা স্থাপন না করলে হিন্দুদের সর্বনাশ হবে। এই সভার দ্বারা অনেক প্রকার কাজ হয়েছে কিন্তু এমন ওভ অফুষ্ঠানের ভার আমার হত্তে আর কথন এসেছে কিনা সন্দেহ। এই হত্যা-শালা স্থাপন হলে নগরের যে ওগু শোভা বৃদ্ধি হবে তা নয়—ইহাতে পাত্যেরও উন্নতি—সভ্যতারও উন্নতি—এমন কি ধর্মেরও উন্নতি সাধিত হবে।

গোকুল সিংহ অজামৃত ভক্ত প্রভৃতি ছই চারি জন সভ্য 
-শ্রবণ কর ! শ্রবণ কর ! (সজোরে করতালি)

<sup>\*</sup> গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "কেবল"। জীযুক্ত জ্যোতিশ্চক্র সাল্ল্যাল, নগেজনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, অনস্তলাল ঘোষ, বিনোদবিহারী সোম—ইগার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

# ক্লফজীব গোস্বামী 🖁 —দে কি মহাশয় ? সে কি মহাশয় ?

সভাপতি। এই সব মূর্থ বর্জরদের বুঝান দায় -হত্যাশালা স্থাপন করে কিপ্রকারে ধর্ম্মের উন্নতি হবে তাও আবার এদের বোঝাতে হবে। ভরদা করি আমার প্রিয় বন্ধু शाकुन दावु ध विषय ध एमत जान करत त्विरय (मरवन।

গোকুল। (আহলাদের সহিত উত্থান করত) (অজামৃত ভক্ত প্রভৃতি সভ্যের করতালি ) সভাগণ ! আপনারা "হতা।" এই কথাট ভনিয়া ভয় পাইবেন না। এ नत-इंजा नय- এ পশু-इंजा। ইंशांठ कान (नाय (नथा यात्र ना। अधू (नाय (नथा িযায় না তাহা নহে, এইটি না হলে ৰাঙ্গালীর উন্নতির আদৌ সম্ভাবনাই নাই। ুবাঙ্গালী মাত্রেরই মাংস থাওয়া উচিত। তা না হলে বাঙ্গালী "বলণ্টারর" হবে কি ক'রে ?-- যুদ্ধ ক'রবে কি ক'রে ?

একজন সভা। -- কি রূপ যুক্ত মহাশয় ? -- বাক্-যুক্ত ?

গোকুল। সভাপতি মহাশয়! এই বক্তার তোড়ের মুখে Interruption আমার ভাল লাগে না ৷

সভাপতি। অর্ডর !— অর্ডর !

গোকুল। ভাল, বাক্-মুদ্ধটাই কি কম কথা ? আচ্চা, আমি তো একজন গোখাদক—আমার সঙ্গে এদ দেখি কে পারে—আমি ঝাড়া চার ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা কর্ব—আর কথায় কথায় তোমাদের তর্ক খণ্ডন ক'রে যাব।

একজন সভা।—হাা—এ বেশ কথা। বাঙ্গানীর পক্ষে এই ভাল। কাটাকাট করতে গেলে কথা কাটাকাটি করাই ভাল। -- কিন্তু এ রক্ম বাক্-যুদ্ধের পক্ষে কি ভাল ভাত যথেষ্ট নয় ?

গোকুল। সে পরে বৃকিয়ে দেব। এখন এক এক ক'রে ভোমাদের আপত্তি খণ্ডন করি। কার কি আপতি আছে বল।

একজন। মহাশ্য, হত্যাশাল। হাপন করে নগরের শোভা-বৃদ্ধি কি রূপে হবে ? আর একজন। বাহোর উন্নতিই বা কি ক'রে হবে ?

चात এकजन।--- भराईत डेइडिटे वा कि क्रार्थ स्ता।

গোকুল। এই দেখ তোমাদের কথাগুল কচ্ কচ্ করে কেটে দি। এতেই গোধাদকে আর নিরামিষাশীকে তফাৎ বৃহতে পারবে।

প্রথমতঃ নগরের শোভা দক্ষেন। **যথন হত্যাশালার মুখ্তকাটা রক্ত-মাথা পাটার** শরীর দোহ্ন্যমান হবে আহা তথন সে কি শোভা! সে দৃশ্য দেখে কার মুখ থেকে লাল না পড়বে ? এ শোভা যে ন' নেগ্তে পায় সে অতি ফুপা-পাত, ভার A Esthetic

facultyর আদপে চাষ হয় নি বল্তে হবে। লাল রঙ্গের যে কি শোভা তা সকল দেশেরই ক্বি মুক্ত কণ্ঠে গান করে থাকেন। অতএব এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়ত: স্বাস্থ্য সম্পাদন—

একজন। মহাশয় হত পশুর পৃতি গদ্ধে বরং তো স্বাস্থ্য ভদ হবারই কথা।

সভাপতি। অর্ডর !—অর্ডর !—

গোকুল। নির্বোধকে বলতে দিন। আমি বুঝিয়ে দিছি। দেখ, একটু তুর্গদ্ধ যারা সইতে পারে না তারা অত্যন্ত Delicate, তারা বলভীয়ার বি ক'রে হবে, শরীর যাদের সবল তাদের একটু আধটু তুর্গন্ধে কিছু হয় না—আর, এই তুর্বলত। যাতে যার এই জনাই -For this very reason - বাঙ্গালীদের গোথাদক হওয়া আবশ্যক। গোথাদক নয় বলেই আমাদের দেশের লোকের এত Diabetes হজে। অতএব এটাও বোধ হয় প্রমাণ হল যে গোখাদক না হলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

তৃতীয়তঃ ধর্মের উন্নতি। এ কথা সহজ পড়ে আছে। শরীরের সঙ্গে মনের—ও মনের সঙ্গে শরীরের অকাট্য যোগ আছে, সকল দেশের শান্ত্রেই এ কথা স্বীকার ক'রে থাকে। স্মতরাং স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেই শ্রীরের উন্নতি, শ্রীরের উন্নতি হলেই ধর্মের উম্বিত যে হবে এ কথা বোঝাতে হচ্চে এই আশ্চর্য্য ৷ তা ছাড়া যেমন কালী স্থানে কালী তাপন করা হয়--তেমনি আমাদের এই হত্যাশালাতেও বৃহৎ এক কালী ভাপন করা যাবে। তাহলৈ হিন্দু ধর্মের মর্যাদাও রক্ষা হবে। বরং বিলাত থেকে ৫০০ টাকা বেতনে একজন গোরা পূজারি আনা যাবে —মায়ের পূজা তাতে আরও Energetically চল্বে, বলিদানটাও Scientifically হবে।

অভ সভাগণ। ছি! ছি! — আরে নোলো বলে কি! হিনুমানি সব গেল নেগ্ছি! (মহা কলরব ও গওগোল)

মতাপতি। অর্ডর।—অর্ডর।—

অনা সভাগণ। রেখে দাও মশার তেঁচানার অর্ডর! — আমাদের কি না গোধাদক করতে চার।

গোকুল (সক্রোধে) গোখাদক করতে হবে কেন--হিল্পের মধ্যে বার আনাই ত্যে গ্ৰেষাৰক। তা কেন, তুমি বে একজন কথা কল্প, তুমিই যে গোধাৰক।

কুক্জাব। আরে মুর্থ। এই বে বল্লি যে থাসালারা গোখাদক নয় বোলেই তাদের Diabetes হয় আবার ব'লচিদ কি না বাঙ্গালীবা প্রায় সকলেই গোণাদক।

গোকল। আমার ভিহনার উপর তোমার কোন legal attachment, charge বা Encumberance নাই যে তোমার মতে আনার জিহবা চালনা কোরতে হবে! আমার <sup>জিহ্ন।</sup> যথন যা বোলবে তথন তাই তোমাদের শুনুতে হবে। আমি ব'লচি—আবার ব'লচি –Over and over again ব'লচি যে বাঙ্গালীরা সকলেই প্রায় গোখাদক।

উক্ত সভ্য। কি ! আমি গোধাদক ?—তুই গোধাদক—আর সহু হয় না, দেও তো হে খা কতক বসিয়ে। (সকলে মিলিয়া প্রহার)

গোকুল। মলুম! মলুম! চেয়ার ম্যান সাহেব রক্ষা কর—রক্ষা কর। সভাপতি। (বিত্রত হইয়া) পুলিস ম্যান্—পুলিস ম্যান্—

#### ( अलिम गारिनत अरवन। )

সভাপতি। ও লোককো পাক্ডো!

পুলিস। আচ্ছা হয়া—লাগাও, লাগাও—হিন্দু লোককো গোথাদক বোল্তা। নেই সাব তোমারা বাং নেই গুনে গা। ও লোক হামলোক্কা জাত মারনে আয়া।

কৃষ্ণজীব। (বুকের উপর বসিয়া) কেমন আর গোখাদক বল্বি ? অধিকাংশ হিন্দ্-দের তুই গরু থেতে দেখিচিদ্ ?

গোকুল! না মশায়—আমাকে ছেড়েদিন—আমার বৃদ্বার অভিপ্রায় তা ছিল না। আমি গোখাদক বলিছিল্য বেতো নয়। হিন্দুরা গরু থায় এ কথা তো আমি বলি নি।

কৃষ্ণজীব। তবে আরে বল্তে বাকি বাধ্লে কি ? গোখাদক আরে কাকে বলে ? গোশকের তবে অর্থ কি ?

গোকুল। কেন ? বিদ্যান্ত্ৰরে ত পইই আছে

গো-শ্বে নানার্থ প্রভিধানে লেখা। এখানে "গো" শক্ত প্রর্থে—পাঁটা-খাদী-বোকা।

সকলে। (উচ্চ হান্য) হো—হো—হো—গাঁটা বটে ?—ঠিক—ঠিক—ঠিক— বিদ্যের ভূর্ভুরি আর কি! বে কুল উনি উজ্জল করেছেন গো শন্দের যোগেই তা বিশক্ষণ প্রকাশ পাচেচ। (ছাড়িয়া দিয়া) যাও ঘাদ্ থাও গে—তোমাকে মারাও যা গো-হত্যা করাও তা। তোমার বাপু ক-অক্ষর গোমাংদ!

অজামৃত। গোকুল বাবু চলহে এথানে আর ন!—এই ব্যালা সট্কানো যাক্।

( গোপাল বাবু ও অজামৃত বাবুর চোঁচা দেড়ি।)

যবনিকা পতন।

## সহজে গান অভ্যাস।

## রাগিণী পরজ—ঝাঁপতাল।

	ર
मा-नी-नी-मा-नी-ग-। नी-४-४-४।	পা • মা • পা —ধ • ম • গা —
(क द्राक्ट थ मनश्र	न्त द्र दि
• 5 2 9	• > _
ম-। গা-রি गा॰ नी॰ मा। मा॰ नी॰ मा म शा शा	
च इ वि द्रा उन म नि	থ চি ত অ
2 6 5	2 0
मा-। मा॰नी॰वि-वि-मा॰नी॰मा-। वि-नी-४-म-	-४। मा-नी-नी-
च त कि ला। इंड	কে র
, , , ,	٥
गांग्नी गा-। नी-४-४-भाग्मां भा-। भागाः भा-४०	ম•গা—ম—। গা—রি—
रह धमनञ्च न त्रवि	শ্ব ছ
> 2 0 _ '	
मा॰नी॰मा ॥ ॥: ४-४-४-४-मा॰नी॰। म!-मा-मा-	–সা∘নী∘র । রি∘সা৹
वि <sup>*</sup> <b>ड क्रग वि</b> ভা क्रव	তা রা
9 ,	२ ७
ति—ति—ति—ना—। मा॰नी॰मा॰मा॰ति॰नी॰४०म०४—॥:॥	४-4-4-भ-म-।
विभाग हुन्या	জ গ ত র
विभाग চ क्रमा ॰ <u>१</u>	
॰ <u>।</u> পা–ধ—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী•রি—রি—(রি সা নী সা)-	জ্গতর ১
॰ <u>।</u> পা–ধ—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী•রি—রি—(রি সা নী সা)-	জ্গতর ১
॰ <u>।</u> পা–ধ–দা•নী•দা–দা–। সা•নী•রি–রি–(রি সা নী সা)-	জ গ ত র ^ — সা— । রি — নী— ধ—
॰ <u>।</u> পা—ধ—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী•রি—রি—(রি সানী সা)- জি ছে ক ন ক র জ ত র	জ্ব গ ত র । —সা—। রি—নী—ধ— জ্ঞানে ২
॰ <u>।</u> পা—ধ—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী•রি—রি—(রি সা নী সা)- জিছেক নক র জ ত র	জ্ব গ ত র । —সা—। রি—নী—ধ— জ্ঞানে ২
পা—ধ—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী॰রি—রি—(রি সা নী সা)-      ভি ছে ক ন ক র জ ত র      ত্      ম—ধ—৽। সা—নী—নী—সা॰নী॰সা—। নী—ধ—ধ—পা॰ফ      কে র চে এ ন ন ত      ত      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      • ১	জ গ ত র ; । ব্লি_—নী—ধ—  জ্ঞা নে  ং না৽পা— । পা৽মা৽পা—  শ র
श - ४ - ना ॰ नी ॰ ना - ना - । ना ॰ नी ॰ नि - नि - (नि ना नी ना) -      श ছ क न क ं त क ত त      ग - ४ - ॰ । ना - नी - नी - ना ॰ नी ॰ ना - । नो - ४ - ४ - १ ।      र	জ গ ত র ; । ব্লি_—নী—ধ—  জ্ঞা নে  ং না৽পা— । পা৽মা৽পা—  শ র
পা—ধ—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী॰রি—রি—(রি সা নী সা)-      ভি ছে ক ন ক র জ ত র      ত্      ম—ধ—৽। সা—নী—নী—সা॰নী॰সা—। নী—ধ—ধ—পা॰ফ      কে র চে এ ন ন ত      ত      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      ২ ৩      • ১	জ গ ত র ; । রি —নী—ধ—
পা-ধ-সা॰নী॰সা-সা-। সা॰নী॰রি-রি-(রি সা নী সা)-      ভি ছে ক ন ক র জ ত র      ম-ধ-৽। সা-নী-নী-সা৽নী৽সা-। না-ধ-ধ-পা৽য়      কে র চে এ ম ন ত      ধ৽ম৽গা-ম-। গা-রি-সা৽নী৽সা॥॥: ধ-ধ-ধ  বি শ ছ বি সংর ভি      ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	জ গ ত র ;
পা-ধ-সা॰নী॰সা-সা-। সা॰নী॰রি-রি-(রি সা নী সা)-      ভি ছে ক ন ক র জ ত র      ম-ধ-৽। সা-নী-নী-সা৽নী৽সা-। নী-ধ-ধ-পা৽ম      কে র চে এ ম ন ত      ধ ুম ৽ গা-ম-। গা-রি-সা৽নী৽সা- ॥ ॥: ধ-ধ-ধ  বি শ ছ বি স্ব র ভি      স্ক র ভি      স্ক র ভি      স্ক র ভি      স্ক র ভি      সি ভি সা ভ বি সা ভ বি সা ভ বি সা ভ বি ভি      সি ভি সা ভ বি সা ভ বি সা ভ বি সা ভ বি ভি      সি ভ বি সা ভ বি সা ভ বি সা ভ বি ভ ব	জ গ ত র ;
পা-ধ-সা॰নী॰সা-সা-। সা॰নী॰রি-রি-(রি সা নী সা)-      ভি ছে ক ন ক র জ ত র      ম-ধ-৽। সা-নী-নী-সা৽নী৽সা-। না-ধ-ধ-পা৽য়      কে র চে এ ম ন ত      ধ৽ম৽গা-ম-। গা-রি-সা৽নী৽সা॥॥: ধ-ধ-ধ  বি শ ছ বি সংর ভি      ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	জ গ ত র । রি — নী— ধ—  য়
॰ পা-ধ-সা॰নী॰সা-সা—। সা॰নী॰রি—রি—(রি সা নী সা)-  জি ছে ক ন ক র জ ত র  য়—ধ-৽। সা—নী—নী—সা৽নী৽সা—। নী—ধ—ধ—পা৽য় কে র চে এ ন ন ত  ধ৽ম৽গা—ম—। গা—রি—সা৽নী৽সা——॥॥: ধ—ধ—ধ বি শ্ব ছ বি ল স্থ র ভি  গা—নি—ধ—পা—। ম—ম—গা—পা—ম—। গা——রি— ভ র এ বি পি ন গি রি সি ছ	জ গ ত র  -
॰ পা-ধ-দা॰নী॰দা-দা-। দা॰নী॰রি-রি-(রি দা নী দা)-  লি ছে ক ন ক র জ ত র  ম-ধ-৽। দা-নী-নী-দা৽নী৽দা-। নী-ধ-ধ-পা৽ কে র চে এ ম ন ত  ধ৽ম৽গা-ম-। গা-রি-দা৽নী৽দা॥॥: ধ-ধ-ধ বি শ্ব ছ বি র স্কুর ভি  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	জ গ ত র  -
॰ পা-ধ-সা॰নী॰সা-সা—। সা॰নী॰রি—রি—(রি সা নী সা)-  জি ছে ক ন ক র জ ত র  য়—ধ-৽। সা—নী—নী—সা৽নী৽সা—। নী—ধ—ধ—পা৽য় কে র চে এ ন ন ত  ধ৽ম৽গা—ম—। গা—রি—সা৽নী৽সা——॥॥: ধ—ধ—ধ বি শ্ব ছ বি ল স্থ র ভি  গা—নি—ধ—পা—। ম—ম—গা—পা—ম—। গা——রি— ভ র এ বি পি ন গি রি সি ছ	জ গ ত র  -

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

## मश्किश्च मभारलाञ्चा।

আশা-কান্ন-শ্ৰীগোবিদ্যোগন বাকচি প্ৰণীত।

পুস্তকথানিতে ছোট ছোট করেকটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে "হিমালয় 'বিধবা রুম্নী' রিপণের যাত্রা এই করেকটি আমাদের ভাল লাগিল।

প্রেমশিক্ষা। ইদীননাথ মহমদার কর্তৃক প্রণীত। মারের প্রেম, মারের স্থেহ বর্ণনা করিয়া এই পুস্তুক থানি লিখিত। পুস্তুকথানির প্রতি লাইনে লেখকের অনীম মাতভ্জি প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কাছে সকলে মাতভ্জি শিক্ষা করিতে পারেন।

ভারত কুস্ম। বই থানি একজন হিন্দু মহিলা প্রণীত। সদয়ের উচ্ছাদে পূর্ণ ছোট কয়েকটা কবিতায় এই বই থানি শেষ হইয়াছে। ইহাতে যে দোষ নাই তাহানহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এত স্তলর জিনিষ আছে বাহা পড়িলে দোষেরনিকে আরে তত লক্ষ্য থাকে না। কেবল তাহানয়, যথন দেখা বায় যে কবিতাগুলি লেখিকার কত অয় বয়দের লেখা তথন অনেকটা আশ্চর্মা হইতে হয়, এবং ভবিষাতে কবির প্রতিভা যে উত্তরোক্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ্ থাকৈ না। নিয়ে একট কবিতা উঠাইয়া দিতেছি।

#### निनी (१ दश्मी-ध्वनि ।

কেন প্রান্ধ কাঁদে বাঁশা। ও তোর মধুর তানে ? উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি' কানে। ডাকে না বলী ধারী, নাহি রাধা অজেশ্রী তবে কেন চিত্রারা মন নাহি গৃহ পানে, মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে ? ইচ্ছা হর পাথী হ'রে গৃহ ত্যজে' যাই কৌমুদী হিদতাকাশে উড়িয়া বেড়াই কিয়া ওই হরে মিশি' বিচরি নীল গগনে।

## মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু রাজকুমার সেন শিবপুর 21%0 কলিকাতা নরেক্রক্ষ মিত্র পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী ভবানীপুর ৩১ ल र ऋो ৰাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যো 2100 আমিনপুর ৩১ ভুবনমোহন সেন কলিকাতা ৩ অম্বিকাচরণ দাস भीनम्यान वस्र টাকী 2100 কালীদাস বাগদী কুচবিহার 010 নেপালচক্র চটোঃ উলিপুর 2100 হরিহর চট্টোপাধ্যায় কানপুর 5/0/0 শরৎচক্র মুখোঃ শিমলাপাহাড় তা/• ্রঃ সী, বমউইচ্ কলিকাতা 9 ব্বে গুরুচরণ সেন তি লি 8 দারকানাথ মল্লিক কলুটোলা رو. नः बक्क मार्थाः থলনা 21100 মংহণচন্দ্র চৌধুরী ভবানীপুর বাহিবশিমলা ২১ হরনাথ ভঞ্চ কেশবচক্র আচার্য্য ভগরকডে প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিলী তার ভবানীপুর छ त भ5 स (याय অম্বিকাচরণ মল্লিক কু"্ত্ভিয়া কাশীরেণ রয়ে **ঢ**কে 0 কালীকুমার চৌধুরী কলিকাতা 2 রাণামাণ্য বস্ত্র কাটোয়া 0100 দরজিপাড়া तः यागम भान 9 গোপালচক্র সিংহ ভবানীপুর হেরম্বনাথ দে **हें हैं।** लि ١, गंत्र ८ ज म ज রাধাবাজার 2110 কেরনাথ মুখোঃ চাঁপাতলা ١, গিরীশচন্দ্র রায় ধোপাডাঙ্গা এন প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাকুড়া অক্যকুমার দাস **महि**धानन হারালাল কুপু কুমারখালি অন •

সিমলাপাহাড় এন • বাবু কুমুদচন্দ্র মুখোঃ .. কালীমোহন দেন দিনাজপুর ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ১১ বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় কুচবিহার ৩। ১০ স্থারেশচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর ১১ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কুচবিহার ৩।১٠ কুঞ্জবিহারী চ'ট্রা: কলিকাতা ১১ সাবিত্রী লাইত্রেরীর সম্পাঃ বউবাজার ১॥০ বাবু নগেব্রুনারায়ণ আঃ চৌঃ বিভনষ্ট্রীট 🔍 ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১১ প্রমথনাথ রায় ক্লিকাতা ভবানীপুর কুলদাকিন্দর রায় ক্ষেত্রমোহন মুগোঃ ভবানাপুর গিরীশচন্দ্র রায় গোপালনগর ২০০ জীচরণ চক্রবর্ত্তী মাণিকতলাষ্ট্ৰীট ১॥০ মাণিক তলাষ্টাট ১১ মহেন্দ্রনাথ বস্ত্র েপেলেচল ভয়ো গাইবানা রাধিকামোহন লাহিডী বেনারস ১১ হরেরনাথ মত্মদার সিরাজগঞ্জ ৩১ চক্রধর আচার্যা (वनीयम नार्थान বেনারস ব্রজেব্র কিশোর রায় চৌঃ ময়মনঃ ৩১০ গিরাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাঃ ৩১ **छे. প**र नाथ ्मन োহটো নবকুমার দাস মচিকান্দী তাৰ দেবেক কুমার বস্ত <u>রূপগঞ্জ</u> ডাক্তার রাজেক্রলাল মিত্র মানিকতলা ৩ শ্রীমতী ক্ষীরোদকামিনী ঘোর বাণিয়াঃ ১৮৮০ গাজিপুর বাবু গগ্ন চন্দ্র রায় কলিকাতা অন্নদাপ্রদাদ রায় শ্ৰীনাথ মিত্ৰ नक्रवाशान রাধিকামোহন স'হা দ্রাথারিপাড়া অন যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌ: কালীঃ ৩১ মহেন্দ্রকুমার চৌধুরী বালিয়াবাটা ৩ হান;ভাব --- ক্রমশঃ।

### বিজ্ঞাপন।

#### হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানি।

হারমনি ফুলুট অথবা	)	৩ অক্টেভ্,	১ষ্টপযুক্ত বাকস্	সহিত নেট	নগদ মূল্য	8 01
বাক্স হারমোনিয়ম	1	୦ ଜ	১ ঐ ঐ	ক ক	(উৎকৃষ্ট)	6-1
•	J	৩ ঐ	৩ ষ্টপযুক্ত ঐ	ক ক		90
•		० <del>१</del> ज्	১ ষ্টপ ত্র	ঐ ঐ		201
		० <del>१</del> खे	৩ ষ্টপ ঐ	ক ক		261
হ্যারল্ড এবং কোম্পা-	1	এফ্ হইতে এ	ফ্ পৰ্য্যস্ত ৩ অক্টে	हेड् डेश्कृष्टे	কাঠের কেস্	
নির "মেলোডিনো"	5		াল যুক্ত—নেট নগ			967
<b>હે</b> હ	1	ভাঙ্গিয়া ছেণ্ট	ট করা যায় এবং ভ	লুমণ কালী	नि मदक नहेगा	
	5	যাইবার উপয়	ক্ত বাক্সে—নগদ	মূলা		be,
হ্যারল্ড কোম্পানীর	ì	এফ্ হইতে	এফ্ পর্যাস্ত ৪ অব	हर्षेड्, डेंड	ম কাঠের কেন	_
হারমোনিনো	5	ও নি-সোয়েল	ব্জ-নগদ মূল্য			201
ক ক ·	1	ভাঙ্গিয়া ছোট	করা যায় এ	বং ভ্ৰমণ	কালীন সঙ্গে	
,	Ì	नहेशा याहेवात	উপযুক্ত বাক্স স	হিত নগদ	মূলা :	•••

উপরোক্ত যন্ত্রগুলি প্রকৃত পক্ষে ছোট ছোট হারমোনিয়ম। ইহার স্থর অতি মধুর ও গমগমে এবং নি-দোয়েল হারা স্থায়ের হাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

আন্য কাহারও সাহাব্য বিনা হারননি ফুল্ট বাজাইতে শিক্ষা করিবার পুত্তক প্রতি খণ্ড

সম্ম লোকের সাহায্য বিনা মেলোডিনো অথবা হারমোনিনে। বাঙ্গাইতে শিক্ষা করিবার পুস্তক প্রতি খণ্ড ৩ টাকা।

"হাারও কুলুট" বাঙ্গলা এবং হিলুস্থানী গং বাজাইবার উপযুক্ত

০ অকটেভ, ৪ ইপেকু ৬: ঐ ঐ ঐ **>२८∖ छोका।** 

৬ ও ও ও । ১৫০ টাকা।
হ্যারল্ড কোম্পানির সমস্ত কাস্তই তাহাদিগের নাম লেখা আছে। যাহাতে "হ্যারণ্ড এ ও কো" লেখা নাই, তাহা আমানের নহে।

ু হারন্ড এণ্ড কোং। · ৩নং ডেলহাউদী স্কয়ার, কলিকাতা।•

### স্লভ মূল্য, **স্লভ** মূল্য।

## শ্রীমন্তগবদগাতা।

শঙ্কর ভাষা, গিরি ও স্বামিক কত টাকা, ভূমিকা, অনুবাদ, শক্করাচার্যা প্রভৃতির জীবন চরিত ও গীতা মাহাত্মা সহিত মূল্য কিছু কালের জন্য ৫১ টাকার স্থলে ৩১ টাকা, ডাকমাণ্ডল। ৮০ সানা।

পরাশর সংহিতা।

মৃল, বলায়বাদ, বিধবার ব্রহ্মচর্য ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতির সমালোচন পূর্ব স্থণীর্য ভূমিকা সহিত। মূল্য ১১ টাকা, অগ্রিম মূল্য ॥• আনা ও ভাকমাস্থল /• এক আনা। ১৫ই আবাঢ় মধ্যে প্রকাশ হইবে।

89 नः मूकाताय वातूत्र ब्रीहे, क्विकांडा।

## निक्नू कोश्नी।

### তৃতীয় ভাগ।

কাশিমের সিন্ধ আক্রমণ হইতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন পর্যান্ত সিন্ধু দেশে অনেক রাষ্ট্র বিপ্লব অনেকানেক রাজ বংশের উত্থান পতন সংসাধিত হইরাছে। অন্তম শতাকী ইতিহাস ইতিহাস বংশ সিদ্ধু রাজ্যে অবতীর্। ৮৭১ খুটান্দের পর ঐ দেশ মূলতান ও মনস্থরা এই হই মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। মুলতান উত্তর হইতে আলোর পর্য্যস্ত বিস্তৃত। মনস্থরা দিকু বিজয়ের অনতিকাল পরে ত্রাহ্মণাবাদের নাম ধাম অধিকার ক্রিয়া সমূখিত হয়, আলোর হইতে দক্ষিণ সাগর পর্যান্ত তাহার সীমা। কালিফ-প্রতি-নিধিগণ প্রায় ৩০০ বৎসর সিক্লেশ শাসন করেন তদনস্তর যবনাধিপত্য ক্ষণকালের জনা অস্ত্রনিত হইয়া যায়। তংপরিবর্তে স্থমরা ও সন্মা রাজপুতগ্য কয়েক শৃত বংসর উত্রোভর রাজ্য করেন তন্মধ্যে সন্মাবংশীয় রাজ্গণ অনেকে মুস্লমান ধর্মাক্রান্ত। দ্রাট আকবরের সময় দিরুদেশ মোগল রাজাভুক্ত হয়। ১৭৪০ অনে পার্দ্যরাজ নানর সা হিত্তান আক্রমানস্তর সিদ্ধানদীর পশ্চিমের কতক প্রদেশ দিল্লী সমাটের প্রাদে আল্লুদাৎ করেন। ইহার ক্তিপ্র বংদর পরে মুশ্রাই বিজ্ঞো আহ্মদুর্থা ছবাণী সিদ্ধুদেশে স্বীয় স্থাধিপতা স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে কতক কাল আকগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিখিত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের অধিকার ন্ম নাত্র। যিনি যথন পারিতেন কর আদায় করিয়াই সম্ভূষ্ট থাকিলেন। সেও অধিক কালের জন্য নয়-ব্রিটিস গুমকেতু অকন্মাৎ উদয় হইয়া সকলি উল্ট পাল্ট করিয়া मिल ।

কাল্হোর। ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্বে যে ছই রাজবংশ সিংহাসন কাল্হোর। অধিকার করেন তাহা কাল্হোরা ও তালপুর। অন্তাদশ শতা লীর প্রারম্ভ কাল্হোরা রাজবংশের পত্তন ও প্রায় অশীতি বংসর ঐ বংশের রাজব কাল। ঐ বংশীর রাজা গোলাম সা রাজ্যের শীর্দ্ধি সাধন ও স্থাসনে থাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার আমলে (১৭৬৫) হাইদ্রাবাদ ছর্গ প্রতিষ্ঠা হয়। তার ছয় বংসর পরেই তাহার মৃত্যু। লোকের বিশ্বাস এই যে গোলাম সা তাহার প্রাসাদ নির্মাণ কালে এক ফকীরের কুটীর ভূমিসাৎ করিতে আদেশ করেন সেই ককীরের অভিশাপে তাহার আকাল মৃত্যু হয়। আবহুল নবী কাল্হোরা বংশের শেষ রাজা—বংলাচ বিদ্রোহে তাহার রাজ্য বিনষ্ট হয়।

তালপুর 
১৭৮০ কিমা তার ছই তিন বংসর পরে তালপুর বংশীয় বলোচ
তালপুর
আমীরগণ কাল্হোরাদিগকে রাজ্য এই করিয়া সিংহাসনে আরুঢ় হন। . ইংরাজদের দেশাংখিকার কালে এই আমীরদের আধিপত্য ছিল। তালপুর বং-শের মূলগুরু ফতেঅল খাঁ, তিনি বংশের গৌরব বর্দ্ধন ও কলহ বিড়োহ নিবারণ-মানসে স্বীয় ভাতৃগণ সংখে একতে রাজ্য শাসনের স্ত্রপাত করেন। তাঁহারা চার ভাইয়ে মিলিয়া একমতে একচিত্তে এমনি স্থশুমালা পূর্বাক কার্য্য করিতেন যে 'চার ইয়ার' বলিয়া তাঁহাদের নাম রাষ্ট্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতম্ভ তিন শাথার স্বষ্টি हरेन-रारेजावान- नीत्रपूर, थरव्रतपूत जिन आगीरतत जिन ताका विजाग। नियम अरे যে আমীরেরা মিলিয়া গুলিয়া রাজকার্য্য করিবেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে যিনি বড়, তিনি কর্তা—তাঁহার পদবী 'রাইদ্'—রাইদের মান মধ্যাদাও বিশিষ্ট রূপ।

আদিয়ার শান্তি বাকগান যুদ্ধাবসানের পর লর্ড এলেনবরো (Lord Ellen-borough) সিমলা হইতে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন যে ভারতীয় গ্রণ্মেণ্ট প্রকৃতি-নিদিষ্ট রাজ্য সীমায় সম্ভষ্ট থাকিয়া এইকণ অবধি শান্তি স্থাপন ও রাজ-বুক্ষণে একান্ত যত্নবান হইবেন। এই অভিপ্রায়ে "আসিয়ার শান্তি" চিহ্নিত এক মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছ্য় মানের মধ্যেই সিকুদেশ ব্রিটিব রাজ্য ভুক্ত বলিয়া বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী হইল। পুর্বোলিধিত প্রকারে সিন্ধুদেশ তথন তিন রাজ্যে বিভক্ত-উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য সিন্ধু-প্রত্যেক রাজ্যের এক এক জন আমীর অধিসামী। ১৮৩৯ অবে ব্রিটিন গবর্ণমেন্ট ও আমীরদের মধ্যে এক ১৮৩.১ সন্ধি

এই দন্ধি হংত্র ইংরাজেরা সির্দেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি যদিও আমীরদের মনঃপূত হয় নাই কিন্তু কি করেন দায়ে পড়িয়া ব্রিটিদ যুগে গ্রীবা অবনত করিতে হইল। আফগান যুদ্ধের তিন বংসর আমীরদের আচরণে দোধ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের মধ্যে হইতে বিটিদ দৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা— জাহাত্তে থোরাক যোগান' কিছুতেই তাঁহাদের কোন ক্রটি হয় নাই। কাবুল দৈন্য ছার-ধার হইবার পরেও তাঁহার। বাহন থোরাক প্রভৃতি যোগাইতে সাধামত ক্রট করেন নাই। General Nott-জনেরেল নট কাবুল প্রয়ান কালে পিজু হইতে তিন সহপ্র উটের সাহায্য লাভ করেন। ইহা সত্তেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের পরাজ্ব দেখিয়া দাত দেখা-ইতে সাহস করিয়াছিলেন এই এক ছুতা ধরিয়া তথনকার এঞ্চেণ্ট Major Outram আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সন্ধিপতের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। লর্ড এলেনবরো আদেশ ক্রিনেন ব্রিটিসরাজের বিপত্তির চিহু দৃষ্টে যদি কোন আমীর তাহরে বিরুকে বড়বন্ত করিয়া থাকে তাহার বথোচিত শান্তি দেওয়া হয়।

Sir charles । ই সেপ্টেম্বর ১৮৪২ এ সর্ চার্লস্ নেপিয়র সির্দেশে প্রেরিত Napier । রাজজাহ অভিযোগ বিচারের ভার তাঁহার হত্তে ও তাঁহার প্রতি আদেশ এই যে দোবের স্পষ্ট প্রমাণ বাতীত আমীরদের অধিকারে হত্তক্পে না করা হয়। সে যাহা হউক তিনি বিচারে তাহারদিগকে দোযী সাব্যস্ত করিলেন ও বিশ্বেন ১৮১৯ এর সন্ধি অমুসারে কার্য্য করা হয় নাই। আমীরগণ সন্ধিভক অপরাধী।

Major (Outram) পূর্বকার সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে এক নৃতন সন্ধিলেথা প্রস্তুত হইবার কথা। মেলর আউট্রাম তাহার এক নমুনা তৈয়ার করিয়া লর্ড এলেনবরোর কাছে পাঠান। তাহা গবর্ণর জেনেরেলের নিকট হইতে ১২ই নবন্ধরে নেপিয়রের হস্তে আদে। তথন আউট্রাম দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক হয় নাই—তাহার কতকগুলি কঠোর অফুশাসন সংশোধন করা আবশ্যক নতুবা বেচারা আমীরদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। তিনি এই বিষয়ে নেপিয়র সাহেবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গবর্ণর জেনেরেলের অফুমতি প্রার্থনার জন্য অফুরোধ করিলেন। সেনাপতি এই নতুনা পত্র প্রায় দেড্মাস কাল আপনার কাছে রাখিয়া দেন ও পরিশেষে যথন জন সংশোধনের অস্কুজ্ঞ। আইসে তথন যতনুর অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহায় আর কোন ফল স্টেল না। সন্ধিপত্রে মানীরদের নিকট হইতে যে সকল ভূমি সম্পত্তি কাছিয়া লইবার কথা ছিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্মেন সেকল কবলীকৃত হইল— আর বিলম্ব সহিল না। ওদিকে যে বলোচ সরদারগণ ঐ ভূমি সম্পত্তির অধিকারী ভাগদের মধ্যে অল্লাভাবে হাহাকার পড়িয়া গেল।

বিবাদ। বিবাদ। বাই সকল হ্র্টনার্ম্ন আমীরদের মধ্যে ঘরাও বিবাদ। আমী বিবাদ। বিবাদ। বাইস তথন ৮৫ বংসরের বৃদ্ধ মার রোজন। রাজা প্রজা সকলেই, ঠাহাকে ভল্তি করিত, তাঁহার কনিষ্ঠ আলিমোরাদ ইংরাজদের আগমনে নিজ বাজ গোছাইবার অবসর পাইলেন ও স্বার্থ সাংন নামসে বিটেস সেনাপতির তোষামোদ আর্থ করিলেন। তাঁহাকে মীর রোজমের বিক্দের চটাইবার মতলব, আর চেষ্টা এই যে রোজম কোন বিদ্রোহের কাজে ধরা পড়েন। আলিমোরাদের প্ররোচনায় সেনাগতি মীররোজমকে কটুকাটবা পূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন ও যথন মীর নেপিয়রের সহিত বাজাং করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তথন তাহা অগ্রাহা হইল, ইত্যবসরে আলিমোরাদ তাঁহার লাতার স্বাক্ষরিত একপত্র সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে জানান হয় যেন রোজ্য ইচ্ছা প্রকাশ তাহার পাগ্ডী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৈন্যসামস্ত দেশ হর্গ সকলি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত। নেপিয়র বলিয়া পাঠাইলেন শীর রোজমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে যথা কর্জব্য বিধান করিবেন। এরপ

हरेल आनियाताएक नव क्याकृति धना পড़ে,—এই नाकां निवादन अভिপ্रास তিনি মধ্যরাত্রে তাঁহার ভ্রাতাকে উঠাইয়া বলিলেন "এই বেলা পালাও নহিলে জেনেরল সাহেব. সকালে তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসিবেন।" বুদ্ধমীর শশব্যস্ত হইয়া মীররোস্তমের) অরণ্যে পলায়ন করেন অমনি নেপিয়র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মীররোভম ব্রিটিসরাজের অপমান করিয়াছেন। আলীমোরা-দকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মীররোস্তমের ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি নেপিয়রের নিকট তাড়াতাড়ি আপন মন্ত্রীকে এই বলিয়া পাঠান যে আলিমোরাদ তাঁহাকে কয়েদ ও জাের জ্বরদন্তী করিয়া পত্র স্বাক্ষর করিয়া লন —তাঁহারি প্ররোচনায় তিনি প্রায়ন করিয়াছেন। নেপিয়র ইহার এক তীব্র ভংসনাপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন. ও অরণ্যে গিয়াও ব্রিটিন হস্ত এড়াইবার উপায় নাই ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এক-দল সৈন্য পলাতক মীরের পশ্চাৎ ইমামগড়ের কেলার উপর হলা করিতে পাঠান। ইমামগড়ের কেলা নেপিয়রের মতে সিদ্ধুর Gibralter। তাহা দখল আক্রমণ ব্যারিতে পারিলে ব্রিটিস গৌরবের সীমা থাকিবে না এই ভাবিয়া তিনি তুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদে উড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আদেন। এই সাহসের কার্য্যের জন্য Duke of Wellington পর্যান্ত নেপিয়য়ের যুদ্ধ কৌশল প্রশংসা করিয়াছেন কিন্ত মীর মহত্মদ যিনি হুর্গের অধিপতি তিনি যখন ব্রিটিস গ্রণ্মেন্টের কোন অপরাধ করেন নাই তথন তাঁহার উপর এ অত্যাচার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে প্রশংদার যোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

মীর রোক্তমকে রাজ্যচাত ও আমীরদের ভূমি সম্পত্তি হস্তগত করিয়া সন্ধি স্বাক্ষর উদ্দেশে ব্রিটিন সেনাপতি আমীরদিগকে থয়েরপ্ররে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ আদেশ মতে উপুস্থিত না হওয়াতে হাইল্রাবাদ সমিতির স্থান নির্দিষ্ট হইল। তাহার ছদিন পরেই দক্ষিণ সিন্ধুর আমীরদের উকীলেরা সেঁনাপতি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সন্ধিশীকার করিবার ইচ্ছা জানাইল। তাহাদের আদেশ গ্রাহা করিলে সবগোল মিটিয়া যায় কিছ নেপিয়র বলিলেন তা হইবে না—হাইদ্রাবাদে ফিরিয়। যাও। পরস্পর বিরোধী ছই দলের একত স্মিলনে যে গোলযোগ বাধিবার আশন্ধা তাহাই ফলে দাঁড়াইল।

হাইদ্রাবাদ ইদ্রাবাদ ) হাইদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত ! ,তাঁহারা আপ-সমিতি সাদিগকে নিরপরাধী বলিয়া উচ্চৈঃখ্রে আর্গুনাদ করিতে লাগিলেন—যে স্কল পত্রে তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা দেখিতে চাহিলেন। ১২ই ফেব্রুগারি তাঁহারা নব সন্ধিপত্র সাক্ষর করিলেন কিন্তু মেজর আউট্রাম

কে স্পঠ বলিলেন যে ব্রিটিদদের আচরণে বিশেষত মীর রোস্তমের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে বলোচ দৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তাহারা যদি হঠাৎ কোন বিদ্রোহাচরণ করে
তক্ষন্য তাঁহারা দায়ী নন। এই অবদরে সেনাপতি নেপিয়র স্থীয় দৈন্ত দামন্ত লইয়া
অগ্রদর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বাধিবার উপক্রন হইল। সদ্ধি স্বাক্ষরের পর
আউট্রাম যথন কেলা হইতে বাহির হয়েন তথন লোকেরা তাঁহাকে বিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রিটিদদের উপর ধিকার ও গালি বর্ষণ আরম্ভ করিল। আনীরেরা অনেক কপ্রে
মেজরকে বাটা পোঁছিয়া না দিলে তাঁহার প্রাণ শক্ষ্ট উপস্থিত হইত। ইহার তিন দিন
পরে এক দল বলোচ দৈন্য রেদিডেন্সি আক্রমণ করে—মেজর অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রবল শক্ষ বিরুদ্ধে আয়্ম রক্ষা করিয়া নদীতে সেনা রক্ষিত জীমারে উঠিয়া
নিস্তার পান।

সিয়ানির । এখন যুদ্ধের সমূহ কারণ উপস্থিত—এম্পার কি ওম্পার যুদ্ধে যাহা যুদ্ধ । হয় স্থির হইবে। নেপিয়র রাজধানীর দিকে ধারে ধারে অগ্রসর ইইতেছেন দেখিয়া বলোচ দৈনা দলে বলে আদিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই কেব্রুয়ারি তাহারা সেয়ানি কেত্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের সংখ্যা ২০০০। নেপিয়র ২৭০০ সেনা শইয়া তাহার সম্খীন ইইলেন। বলোচেরা বীরোচিত বিক্রম ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ইউয়োপীয় শিক্ষিত বল ও মারায়ক শল্পের বিক্রে তাহাদের বল বিক্রম কতক্ষণ চলিবে! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল—বলোচেরা তাহাদের তাঁবু অস্ত্র শল্প প্রিটিদদের হস্তে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। চার্লস্ নেপিয়র নৈনাদের কয় ধ্বনির মধ্যে দিয়া হাইজাবাদ ছর্গ প্রবেশ পূর্বক সামীরদের রাজকোষ লুওন করিয়া দৈনাদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পর ডক্রায় আর এক যুদ্ধ হয়—স্বাধীনতা রক্ষার সেই শেব চেটাও বার্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকৃত ও নির্কাদিত হইয়া কট প্রস্তে দিনপাত করিতে লাগিলেন—সিল্ক দেশ বিটিস্ রাজ্যে মিলিত হইয়া কট প্রস্তে দিনপাত করিতে লাগিলেন—সিল্ক দেশ বিটিস্ রাজ্যে মিলিত হইল।

ইংরাজ ু এই ত ইংরাজদের সিদ্ধু বিজয় কাহিনী। ইহাতে কি দেখা যায় ? রাজনীতি ু ইংরাজ রাজ্যলাভের মূলে যে ঘোর জন্যায় অত্যাচার তাহা কি ইহাতে প্রকাশ পায় না ? সর্নেপিয়র পূর্ম হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কার্যারম্ভ করেন—আমীরদের সঙ্গে তাঁর যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাদ্রের বিবাদের জফ্রপ। তাঁহার নিজ হন্তাক্ষর হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় জবগত হওয়া যায়। তিনি স্পট্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—

"আনীরদের দমন করিবার জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য <sup>হর্পনি সে</sup> শীঘই হউক বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে। আমা- দের সিন্ধু দেশ অধিকার যদিও অন্যায় কিন্তু এ অন্যায়েও বিস্তর লাভ ও উপকার— এ যে পেজমি এ ভদ্র পেজমি (a humane piece of rascality)"।

তাঁহার নীতি শাস্ত্রে সংকার্যা \* দিদ্ধির নিমিত্তে অসং উপায় যোজনা দোষের নহে। †

শ্রীসত্যেক্সনাথ ঠাকুর।

### मका।

স্ক্রার লজাশীলা তারকাগুলি যথন লজ্জাবনতম্থে আকাশের কোলে বাহির হয় তথন ছাতের উপর দাঁড়াইয় অনন্তের বিমল সৌন্ধর্যের ম্থক্ষ্ ভারিতে কি আনন্দ!
—তথন জগতের বিশালতা অন্তব করিতে কেমন ভাল লাগে! এই বিশাল সৌন্ধর্যের কবিছের ছায়ায় আমাদের প্রাণ নন ঢাকিয়া যায়, আমাদের হন্দেরে তারে তারে এ জগতের সৌন্ধ্য বিষয় যায়। স্ক্রার আধো আধো অক্রকারের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাণে ভাবের শত সহস্র হিলোল আদিয়া আঘাত করে এবং সংসারের সম্ভ কোলাহল ভাসাইয়া লইয়া গিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে শান্তি হাপন করে। স্ক্রার স্ক্রেণামল ছায়ায় আমাদের প্রাণ শাতল হইয়া যায়। এই জন্য স্ক্রার ছায়া আমাদিগের অত ভাল লাগে —তাই অমেরা স্ক্রার সমন্ন জগতের সৌন্ধ্য ও কবিম্ব বেশ অনুভব করিতে পারি।

এই বিশ্ব জগতের প্রতি তারে তারে কবিত্ব মাথান। চরাচর শত সহস্র কবিতার সংগ্রহ। চন্দ্র ক্যারকারা একেকটা কবিতা। এই বিশ্বজ্ঞাং এই সকল ক্ষুদ্র কবিতার মালা। শত সহস্র উজ্জ্ব তারকাবলী এই মালার গ্রথিত হইয়া শোভা পাইতেছে—কত শত চন্দ্র ক্যার এই মালার মধ্যে ক্রাকারের বিরাজ করিতেছে। নোল-র্বের ক্রেই চন্দ্র তারকবেলা গাঁথা র হিয়াছে। সমস্ত দিবদ মালাটার তেমন স্থান্ধ থাকে না। সন্ধ্যার তাহার স্থান্ধ বিকশিত হয় —তাহার হাদি কৃটিয়া উঠে। সন্ধ্যার রক্তিমাচ্ছটার মালাটা হাদিতে থাকে। মন্ত্রা হাদি ভাল বাদে, স্থান্ধও দে চার। তাই দে সন্ধ্যার ক্রে চ্বন করিতে ভাল বাদে। সন্ধ্যা তাহার হৃদ্রের ধন। সন্ধ্যার দে ভাবক।

<sup>\*</sup> न०कार्या ७ किडूरे (मिथनान ना,—(मिथनाम (कवन वार्थनिक्ति। ृष्टाः मः।

<sup>†</sup> Marshman's History of India chapter 13. Burton's sindh

মেঘ শূন্য নির্মাণ আকাশের তলে সন্ধ্যার বসিয়া থাকিতে কি আরাম! আমাদের হৃদ্দেরর সমস্ত মালিন্য দ্র হইয়া গিয়া সেও যেন আকাশের মত নির্মাণ হয়। আমাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে—মনে ইয় সাঁঝের তারার সহিত মিলাইয়া এক হইয়া যাই। সন্ধ্যা আমাদিগের মনের সঙ্গে খেলা করিতে বড় ভাল বাসে সমানব হৃদয়ে নানারকম খেলার ভাব তুলিয়া দেয়, কিন্তু তাহার সকল খেলাগুলিই গান্তীর্যমাথা—তাহার খেলার গান্তীর্য্যের মধ্য দিয়া যেন ফুট্কুটে হাসি দেখা দিতেছে। হাসি স্কর, কিন্তু নিতান্ত ফেক্ফেকে হাসির সৌন্দর্য্য নাই। যে হাসি গান্তীর্য্যের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই যথার্থ স্কলর। এই কারণে সন্ধ্যার খেলা বড় স্কলর, কেননা তাহার হাসি গান্তীর্য্যের মধ্য হইতে বিকাশিত হইতেছে। এই রূপ স্কলর হাসির আধার বলিয়াই সন্ধ্যা মান্ত্রের প্রিয়।

সমস্ত গগন নীল। কেবল দ্বে দ্বে এক একটা শুল মেঘের টুকরা ধীরে ধীরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধার এই দৃশ্যে কি গন্তার ভাব। কি মধুর হাসি! মেঘণ্ডলি যেন নীলিমার চাপাঠোটের এক একটা হাসির টুকরা। তাহার৷ যেন চাপা থাকিতে না পারিয়া ফুটিশা উঠিয়াছে। সন্ধ্যা এই হাসিগুলিকে সাজাইয়া দেয়—তাহাদের সৌন্দর্যাকে আরও স্থানর করিয়া তুলে। সন্ধ্যার আশ্রয়ে এই হাসিগুলি ফুটিয়া উঠে। তাই সন্ধ্যার এত গৌরব—তাই সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযুক্ত সময়—তাই সন্ধ্যার প্রাণ কবিত্ব মাধা।

আবার সন্ধার আধো আধো অন্ধারের মধ্য দিয়া যথন ক্র্যের সিদ্র বর্ণ পদ্চিত্র-সকল আকাশের অবারিত নীলিমার এক প্রান্তে চক্রের গুল্ল হাসিতে জ্যোতিয়ান্ ইয়া হাসিতে থাকে তথন আকাশের কি চহৎকার শোলা! সন্ধানা হইলে এ শোলাকেহ ফুটাইতে পারে না তাই সন্ধাকবি।

সন্ধ্যার আমাদের হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে—হাসির আলোকে প্রাণ ভরিয়া যায়।
চারিদিকের, কবিছের মধ্যে পাকিতে থাকিতে আমরাও যেন কতকটা কবি হইয়া
পড়ি—আমাদের নিতান্ত অসাড় প্রাণেও যেন সন্ধ্যায় কবিছের হিল্লোল উপলিয়া উঠে।
আমরা সমস্ত দিবস সংসারের কীট হইয়া শত সহত্র কোলাহলের বোঝা বহন করিয়া
সন্ধ্যায় বিশ্রাম করিতে থাকি—আমাদের ক্লান্ত অবসন্ধ পরাণকে শান্তির পথে অগ্রসর
করিতে থাকি। সংসারের বাহ্ চাকচিক্যে আমাদের ঝলসিত চক্ষ্ সন্ধ্যার সময়ে যেন
আবার তাহার পূর্ব্বদৃষ্টি লাভ করে। সমস্ত দিন আমরা ক্রত্রিমতার মধ্যে থাকিয়া
সন্ধ্যার সময়৽ প্রকৃতির পানে ফিরিয়া চাই। সন্ধ্যায় আমরা প্রকৃতির সন্তান—সমস্ত
দিন আমরা ক্রত্রিমতার দাস।

আমরা প্রক্রতির সন্তান হইয়াও সংসারের কুটিলতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যাই। চবিৰশ ঘণ্টা ক্রতিমতার সঙ্গে বাসু করিতে

করিতে আমাদের আচার ব্যবহার প্রকৃতির অনুযায়ী না হইয়া প্রায় কৃত্রিমতার অনুযায়ী হয়। সন্ধার ছায়ায় বেন আমাদের কৃত্রিম ভাব ঢাকা পড়িয়া যায়—কৃত্রিমতা দুরে চলিয়া যায়। সন্ধা আমাদিগকে প্রকৃতির নিকটে লইয়া আসে—আমাদের ছাদয়কে কৃতকটা প্রাকৃতিক ভাবে গঠিত করিয়া তুলে। প্রকৃতি সত্য। স্কৃতরাং সন্ধ্যা আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়—আমাদের প্রাণের মধ্যে সত্য ঢালিতে থাকে। সন্ধ্যা আমাদিগকে কিঞ্ছিং সরল করিয়া তুলে—নিতান্ত কৃটিনতা হইতে একটু দুরে লইয়া যায়।

সন্ধা প্রেমের মিলন স্থান। সন্ধায় জগতের প্রেম বেশ ফুটিয়া উঠে—সাঁঝের আলোকে তাহার পরিক্ষৃট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধা প্রেমের হাসি। সন্ধা না হইলে প্রেমের হাসি ভাল দেখা যায় না—জগতের সৌন্ধ্যার তেমন বিকাশ হয় না। সন্ধার হাসিতে কত ফুল ফুটে—তাহায়া আবার কত প্রেম ছড়ায়। এইরূপ সন্ধানকালে চারিদিকে প্রেম ফুটিয়া উঠে—চারিদিকে সৌন্ধ্য বিকশিত হয়। সন্ধা প্রেম বিলায়—আমাদের হলয়ে প্রেম ফুটাইয়া দেয়। তাই সন্ধা প্রেমিক।

গাছেদের মাথায় সন্ধার সময় যথন স্বর্ষ্যের সোনালী রশ্মগুলি থেলা করিতে থাকে—
গাছেদের কোমল পত্রে ব্যিয়া ছ্লিতে থাকে তথন প্রেমের কি চমংকার হাসি দেখিতে
পাওয়া যায়! তথন মনে হয় থেন চরাচর চরাচরের প্রেমে চল চল—প্রত্যেক
বস্তু প্রত্যেক বস্তুর প্রেমে টলমন। তথন মনে হয় বিধসংসারে প্রেমের তর্দ্দ
উঠিয়াছে—জগৎ প্রেমে গলিয়াছে—প্রেমের হিলোলে জগতের প্রাণের হিলোলে
মিলিয়াছে। তথন সন্ধ্যাকে প্রকৃত প্রেমিক—প্রেমের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী বলিয়া
মনে হয়।

সন্ধ্যা আমাদিগকে সদীন হইতে অদীমের পানে লইয়া, যাইতে চায়—অদীমের পানে বাইবার জন্ম আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়। সদীম সৌন্দর্য্যে নিভান্ত মৃগ্ধনা হইয়া সদ্ধা আমাদিগকে অদীন সৌন্দর্য্যের পানে ফিরিয়া চাহিতে বলে। সন্ধা অদীমের ভাব কতকটা প্রকাশ করে। সমীমের সামান্তা সন্ধ্যা আমাদিগকে স্পষ্ট ব্রাইয়া দেয়। সন্ধ্যা আমাদিগের হৃদয় ছার পুলিয়া রাখিতে পরামর্শ দেয়। সেবলে য়ে ছার রুদ্ধ করিয়া নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিও না। সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাবের মধ্যে আমাদিগের মন্ত্রণ আবদ্ধ করিতে সদ্ধ্যা সহজে দিতে চাহে না। আমাদের সন্মুখে অসীম ভাব আনিয়া দিয়া সে আমাদের প্রাণের ছার পুলিয়া দেয়। আমাদের প্রাণের বৃদ্ধ হাওয়া বাহির হইয়া য়ায়।

সন্ধ্যা প্রেমিক—সন্ধ্যা কবি। জগতে সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—জগতে সে সৌন্দর্য্য বিক-শিত করিয়া দেয়। কবি না হইলে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারে না। সন্ধ্যা কবি; তাই সে জগতের কবিত্ব ব্যাইতে কতকটা সক্ষম হয়। কবিত্ব সীমাৰদ্ধ হইতে পারে না — তাহাতে তাহার খ্রী নষ্ট হইরা বার। সন্ধার আমরা জগতের যে কবিত্ব দেখি তাহার মধ্যে কোথাও বদ্ধভাব দেখি না। সন্ধার কবিত্ব এই জন্ত বড়ই স্থানর—সন্ধার প্রাণ এই জন্ত প্রেম পূর্ব। সন্ধ্যার আমরা দেখি ও বেশ ব্রিতে পারি যে,

> "ছন্দে উঠিছে তারকা ছন্দে কনক রবি উদিছে।"

> > এবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

### কাব্য জগং।

তুনি মানি কি একটি জিনিব একই তাবে দেখি? ছই জনে এক পথ দিয়া যাই – প্রতিদিনই সেই এক পথ ছজনার—তব্ আমরা তির পথাবলম্বী; তুনি যাহা দেখ, তুনি দেখিয়া যাহা তাব তাহা আমি না দেখিতে পারি, না ভাবিতে পারি। তোনার চিন্তা তোনার পুণ ধরিয়া চলে না—তোমার হাঁটিতে হাঁটিতে হত কথা মনে পড়ে আনার পড়ে না। তোনার জগৎ আমার জগৎ তির, এমন কি তুমি আমি এক ভাবার কগা কই না। আমার কথা গুলির মধ্যে প্রলরের ইতিহাস নিহিত থাকিতে পারে, তাহার প্রত্যেক বর্ণে কত চিন্তা, কতভাব কত কি থাকিতে পারে তাহাতে আলোক আধার, হাসি কারা মিশিয়া থাকিতে পারে—তোমার কথা বোধ হর কথার পঞ্জর মাত্র, তহোতে জীবনের অভাব, শ্ন্যে শক্ত চেন্তা মাত্র। তোমার আমার জীবনের সম্পর্ক থাকিয়াও তুমি আমি তির জগৎ হইতে আসিরাছি।

"হহ্লো' কথাট ভোমার নিকট বোধ হয় ছোট একটি বালিকা মাত্র। সে আমার দরলা বালিকা, দেবী, গৃহের স্নেহের অবলম্বন, সকলের সোহাপলতা, আদরমন্ত্রী আনন্দ্রন্ত্রী; আমি ভাহাতেই উমার বালেন্দ্র্য থানি দেখিতে পাই—গঙ্গা সৈকতে ভাহাকেই মরালকে গমন অভ্যাস করাইতে দেখি। আবার আমার "ছহিতা" কথাটতে আর্ঘ্যালের শৈশবের ইতিহাস মনে পড়ে—পর্বকৃটিরে ঋষিকন্যাকে উষার গুলালোকে গোলোহন-রতা দেখিতে পাই, সেই সঙ্গে তপোবন, ঋষিক্যার, হরিত পত্রাবলি মধ্যস্থ শীল-হোম-ধৃম, গায়ত্রীচ্ছন্দ মিশ্রিত পাখির কুজন কত কি মনে পড়ে—অথচ ভূমি আমি "চ্হিতা" কথাট ব্যবহার করি বলিয়াই ছই জনে কি এক হইলাম।

ভূমি  ${
m Palaco}$  কথাটি কথায় কথায় ব্যবহার কর। তোমার পক্ষে সেটি রাজধানী  ${
m Tib}$ ক শব্দ মাত্র। আমি তাহাতে দূর চক্ষে গুটিকতক মেষপালককে  ${
m Tiber}$  নদী তীরে

দেখিতে পাই। তাহাদিগের সপ্ত পর্বাত বেষ্টিত কুটিরগুলি মনে পড়ে। রোমের জন্মদিন উপলক্ষে "Pales" পেলিশ বনদেবতার পূজা দেখিতে পাই। সরল ক্ষক সরলা, কৃষকবালার শান্তিময় জীবনের কথা ভাবি। ভাবিতে ভাবিতে সমাট নিরোর কথা মনে পড়ে। রোমের হুর্দাস্ত প্রতাপ, গৃহবিবাদ, রাজা প্রজা, সাধারণতন্ত্রের উন্নতি অবনতি, হেব হিংসা কত কি এক মূহুর্তে চোধের সামনে দিয়া চলিয়া বায়। Neroর রাজগৃহ নির্মাণের আজ্ঞা ভানিতে পাই। শত শত ধূলিশায়িত গৃহ, সৈনিক হত্তে কত গৃহ তাড়িত ল্লী কন্যা শিশুর লাগ্খনা দেখিতে পাই। আমার Palace Neroর palatium তবুও তুমি বলিবে আমাদের এক ভাষা, আমরা একজাতির লোক। আবার তুমি আমি যাহা দেখি তাহা একরকম দেখা, আর যাহারা কবি, যাহারা

আবার তাম আমে বাং। দেখে তাং। একরকম দেখা, আর বাংগর। কাব, বাংগর পৃথিবীকে অপার্থিব করিলা তুলে, অপার্থিবকে প্রত্যক্ষ করে, সীমা হইতে সীমান্তর পর্যান্ত যাহাদিগের দৃষ্টি, আকাশমনী চিন্তা যাহাদিগের—তাহারা অন্য ভাবে সবই দেখে।

আমাদিগের কাছে বাতাদ বাতাদে মিশাইয়া যায়। তাহাতে একটি পাতা, একট ড়াল, একট জনকল প্লায় কাঁছিলা উঠে কি না তাহা আমরা দেখিতে পাই না— লেখিলেও মনে জাখ্যিত পারি না—তোমার আমার হৃদয়ে আদিয়া তাহা পহঁছে না।

> "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া মোর প্রাণ ''

একজন প্রণয়ী কবির কথা।

''সোই মধুর বোল শ্রবনছি গুনির শ্রুতি পথে পরশ না গেল।''

আর একজন প্রণয়ী কবির কথা।

তুমি আমি ধ্বন একথা হৃদয়ের অন্ত হইতে বলিতে পার্রিব তখন তুমি আমি কবির ভাষা বৃধিব—তথন ভোমার আমার কথা লোকে স্তব্ধ হইয়া ভনিবে, তখন Skylarkকে (চাতককে) Shelley (সেলি) বাহা বলিয়াছেন তোমাকে আমাকে লোকে ভাহাই বলিবে—

"Teach me half the gladness

That thy brain must know;
The world would listen then

As I am listening now."

"তোমাব কলনার যত আনন্দ তাহার অন্ত্রেক আমাকে শিখাও আমি বৈমন তোমার গান গুনিতেছি জগৎ তথন আমার কথা তেমনই ভাবে গুনিবে"।

দেখা াৰ ছইজন কৰি মাৰাৱ কি ভাবে এক বিষয় ধরিয়া—এক skylark সম্বন্ধে কি ব্যায়াহান। Wordsworth কে (ওয়ার্ছ দওয়ার্থ) আমরা তত আদর করি না। আমাদিশের মেঞার পানিকটা আমারি। চেটা করিরা আমরা সৌন্ধা গুজিয়া লইতে পারি না; চট্পট্ বার্ছ ভাল লাগে তাহা ছাড়া আমাদিগের আর কিছুই ভাল লাগে না। মন্দলিসে হার বাঁথিয়া না আনিলে আমরা কোনরূপ যন্ত ভানিতে প্রস্তুত নহি। বাঁধা রাগ রাগিণী ভিন্ন নৃত্ন কিছুরই অবতারণার চেটা আমাদিগের সহ্য হয় না। কবির পথ ধরিয়া নীরবে শিষা শেমন গুরুকে অমুসরণ করে সেইরূপ আমরা নিজের অভিত্ব ভূলিয়া নৃত্ন সত্য, নৃত্ন সৌন্ধা, নৃত্ন ভাব কবির মুখের দিকে চাহিয়া শিথিতে দেখিতে ভাবিতে পারি না। প্রেম ভক্তিময় ধর্ম যথন বাঙ্গালীর হাদয় অধিকার করিয়াছিল তথন বাঙ্গালী কবি ছিল, কবিতা লিখিতে পড়িতে গাহিতে জানিত। আলস্য কিংবা হেলায় কবিতা বোঝা বায় না।

স্প্রভাতে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ক্ৰেবু লিয়া যেমন স্থা চল্লের যুগপৎ উদয় অবসান দেখিয়। আত্ম দলান্তরের কথা ভাবিয়াছিলেন? পবিত্র আশ্রম পদে থাকিয়াও সহজ ভাবে সরণ ঋবিকুমার যে কথা করটি বলিরাছিলেন, স্বতই সকলেরই মনে সেই কথা করটি উদয় হয়—কিন্তু তাহার জন্য স্প্রভাত আবিশাক, কুমুন্বতীর সংস্করণীয় শোভার সহিত্র আকাশের পাত্র কেমন মিলিয়াছে তাহা দেখা আবেশ্যক। তেমনি Shelley এবং Wordsworth এর Skylark দেখিতে হইলে তোমার বাহিরে আইসা আবেশ্যক, তোনাকে অন্তঃপুর ছাড়িতে ইইবে। তুমি ত তাহা চাহ না, তুমি চাহ যে স্বভাব তোমার ক্রা কাগজের মনাটে বদ্ধ হইয়া দপ্তরি মুটের হাতে নাজেহাল হইয়া শ্যা পার্শে ব্রিয়া তোমার সেবা ক্রিয়ে ।

Wordsworth এর কবিতা বুঝিতে হইলে নীলাকাশের নীচে, পাহাড়ের গালে, ছারায় লীন হইয়া বিস্তৃত শস্তক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক শস্তক্ষণা কথন বায়ুর জাড়ার সমগ্রী, কখন বায়ু ভাড়িত, কখন রৌদ্রতাপে মৃতপ্রায়, কখন শিশিরসিক্ত অঞ্চনর এই সব দেখিয়াকবি কি ভাবিতেছেন তাহাই আয়ত্ত করিবার চেটা করিতে হইবে। Shelle দুর কবিতা বুঝিতে হইলে ঐ সব দেখিতে দেখিতে যখন প্রত্যক্ষ শস্তক্ষেত্র স্ব্যাচন্দ্র পাহাড় পর্নরত জনত্বল সবই যেন মুছিয়া যাইবে, আবার সেই সব একটি কাল্লনিক জগতে পরিণত হইবে —যেখানে প্রত্যেক তৃণ কণার আশা আকাশব্যাপী, যেখানে শিশিবের ক্রম্ম বাঁপে, যেখানে পাথরের প্রত্যেক কণার মধ্যে বিশ্বের শক্তি নিহিত আছে, যথন তুমি নিজে এ জীবন হারাইয়া সেই অপুর্ব্ব জগতের জীবন লাভ করিবে তথন Shelley অনেকটা বোঝা সম্ভব। তাহার সহিত ভোমার ক্রম্ম গাঁথিয়া দিতে বিল্বেন; তাহার চক্ষে ভোমাকে জগ্য দেখাইবেন, ভোমার ক্রম্বের বাঁধন গুলি, টানিয়া বাধিয়া দিবেন আয় কেম্বন শিষ্তভাবে ভোমাকে পাশে লইয়া (১) শিত-গুক্লটির

<sup>(:) &</sup>quot;The child is father of the Man"

কাছে কত কথা শুনিবেন আর তাহার পরমূহর্ত্তেই তোমাকে একটি ফুল তুলিয়া দিয়া বলিবেন—(২) এই দীন ফুলটিতে কত চিস্তা নিছিত আছে—সে চিস্তা এত গভীর যে হাদরের অশ্রু দিরাও তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

এই দেখ Skylark কবিতার নাম করণেও কতকটা ছই জনার বিভিন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। Shelley বলিলেন "To a Skylark"—একটি বিশেষ কোন skylark এর গান শুনিতে শুনিতে তাহার অন্তিত্ব বেন ভুলিয়া গেলেন—যে কোন skylark হউক না কেন সে একরূপই গাইবে—তাহার কোন অন্তিত্ব বিশেষ নাই। "Wordsworth" কিন্তু বলিলেন To the skylark যেন সেই skylark ছাড়া তাহার আর কিছুই মনে হইল না — একটি বিশেষ পাখীর বিশেষ গান ভিন্ন জিনি জার কিছুই গুনিতে পাইলেন না---গুনিতে যেন চাহিলেন না। Shelley ক্লনাকে আবদ্ধ করিলেন না—তাহাকে আকাশে ছাড়িয়া দিলেন। Wordsworth তাহা পারিলেন না-কলনাকে Skylark এর সহিত বাঁধিয়া দিলেন। একটি কুদ্ৰ কথা "a" এবং "the" লইয়া এত মারপেচ কথনও নোধ হয় কবির মনে হয় নাই। তাহাই ত তাহার কবিত। হুই জন কবি একটি পাথী দে দিখিয়া কেমন না ভাবিয়া না চিন্তিয়া স্বতঃ কেমন একটু স্বতম্ব করিয়া লইলেন। ቆ 🖺 🗚 এবং the লইয়া যাহা বলিলাম এই ছুইটি কবিতায় প্রত্যেক ছত্রে তাহার প্রমাণ আছে। Shelley বনিনেন তুমি অনুশ্য অম্পর্শ শক্তি (spirit) তুমি কোন কালেই পাথী ছিলেনা—"Bird thou never wert"—তুমি কি আমরা তাহা জানিনা—"what thou art we know not"—জলম্ভ মেবের মত নীলাকাশে তুমি উড়িতেছ —Like a cloud of fire—অশরীরী আনন্দের আকাশময়ী মৃত্তি তুমি—Unbodied joydec-পূর্ণা-লোক গগনের তারার মত অনৃশ্য তুমি -Like a star &c :- Wordsworth এর এসব किছूरे मत्न रहेन ना-छिनि वनितन जूमि मूर्खिमान छोन-Type of the wise-जूमि ভাধু জ্ঞান নহ, তুমি এমন জ্ঞান বে আমরা তাহা ধরিয়া ছুইয়া পাই হাদয়ে পুরিতে পারি, তুমি আমাদিপের জগতেরই, এ জীবনে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তুমি সেই জ্ঞানের মূর্ত্তি। Wordsworth প্রথম ছজেই বলিলেন তুমি "pilgrim of the sky" ভূমি বাত্রী, আকাশ তোমার তীর্থ স্থান, ভোমার আশা যে সেই তার্থে তুমি পঁছছাও— কিন্তু Shelley ভূলিয়া গেলেন স্বপতের সহিত তাহার কোন সংস্রব আছে কি না। তৃষি অর্পের ? না তুমি স্বর্গ বলিয়া কোন বিশেষ স্থানেরও নহ, তুমি স্বর্গের নিকট কোন

> "From heaven or near it Pourest thy full heart"

স্থান হইতে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছ।

<sup>(3) &</sup>quot;To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears."

আকাশ তোমার তীর্থ স্থান নহে, তোমার পক্ষে তীর্থ স্থানই নাই।

Wordsworth তীর্থের কথা বলিয়া পাথীটিকে অমনি পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিলেন, বলিলেন তোমার নীড় পৃথিবীতেই, কিন্তু অমনি তাঁহার মনে হইল তুমি যে আকাশে যাইতে চাও, আকাশে গিয়া গান গাও, তুমি কি আমাদিগের পৃথিবীকে, এই শোক তাপ পূর্ণ সংসারকে মুণা কর—

Dost thou despise the earth

Where cares abound"-

না নিশ্চরই না, তুমি জ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ। পাথা মেলিয়া আকাশে যাইতে তুমি প্রায়ালী কিন্তু তোমার প্রাথান, তোমার চকু তোমার পৃথিবীস্থ শিশিরসিকু, অঞ্ময় নীড়টির দিকে নাই কি ?

"Or while the wings aspire are heart and eye

Both with thy nest upon the dewy ground ?"

Shelley তাঁহার Skylarkকে এরপ কোন প্রশ্নই করিলেন না—একেবারে বলিলেন, যাহাতে পৃথিবীর ধুলা আছে, পৃথিবীর কলঙ্ক আছে তাহা তুমি ঘুণা কর—

Thou scorner of the ground

"প্রয়াদ," "আকাঙ্খা" কথা দিয়া Wordsworthএর aspire কথাটির ভাব বোঝান শক্ত। "Aspire" কথাটিতে নিখাদের ভাব আছে বুক থালি করিয়া নিখাদ ফেলরে ভাব আছে; যেন সদয়ের আবেগ শরীরকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, যেমন সমুদ্রের চেট বাতাদে ঠেলিয়া যায়,—তেমনি ইচ্ছা, আকাজ্ঞা এতদুর বলবতী যে নিজকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না—যাইতেই হইবে কিন্তু যাওয়া যায় কি করিয়া—আমরা যে আকর্ষণ আবদ্ধ—খর বাড়ির মায়া ছাড়িব কি করিয়া। কিন্তু Shelleyর যদি ঐ ধরনের একটি কথা বলিতে হইত তিনি "Inspire" কণাটি ব্যবহার করিতেন। আপনারই গে শক্তি আবদ্ধ নহে—দে গুরু ভাদিয়া বেড়ায়—

কেছ তোমাকে গান গাইতে বলে নাই তুমি আপন মনে গাহিতেছ—দে ত গান নহে বন্দনা Singing hymns unbidden—দে বন্দনা আবার স্বতই ছন্দময়ী "Streams of unpremeditated art"

তোমার স্বভাবই এই, তোমার কিছু শিখিতে হয় না, তোমাকে তুমি ভিন্ন আর কিছু লইয়া বেড়ায় না—তুমি নিজেই ইচ্ছা, নিজেই আকাজ্ঞা। তুই জনের কিছু কি ভিন্নতা দেখিতে পাইতেছ ?

Wordsworth বলিলেন তুমি গান থামাইয়া, পাধা গুটাইয়া আবার সেই নীড়টি তেই ফিরিয়া আইম। এ কথা কটিতে ক্লান্তির ভাব আছে কি?—কিন্ত Shelleyর skylark ক্লান্তি কাহাকে বলে জানে না—তাহার জীবনের থেলা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

Whose race is just begun—অনস্কালের সে, তাহার জীবনের প্রত্যেক মূহ্ত্তিই নৃত্য —যাহার অন্ত নাই তাহার প্রত্যেক পলকেই আদি বলিতে পার। সে তৃপ্তি
কাহাকে বলে তাহা জানে না —"Never know Satiety"—সে গান গাহিতে
গাহিতে থামিয়া চায় না। সে বেথানে সেই খানেই সঙ্গীত ধারা বর্ধার জলের মত—
রামধন্তর আলোক মাথা জলবিলু দিয়া আকাশ পৃথিবী ভাদাইয়া দেয় "From rainbow clouds"—সে অদৃশ্যভাবে আলোক চারিদিকে ছড়ায় "Seattering unbeholden its aerial hue"—

Wordsworth তাহাকে আকাশে দেখিয়া বলিলেন — তুমি দৃষ্টির সীমা পর্যান্ত ওঠ, — ( যদি পার ) সে সীমা ছাড়াইরাও ওঠ — হঃসাহসী গায়ক তুমি — .

"To the last point of vision and beyond Mount, daring warblert!"—

কিন্তু Shelley বলিলেন ভূমি পৃথিবী ছাড়িয়া উচ্চ হইতে আরও উচ্চে ওঠ—"higher still and higher"—সে যে ভ্ঃসাহসী এ ভাব কবির মনে হইল না—Shelleyইর চক্ষে, আকাশ, আলোক, স্বর লহরী একই পদার্থের ভিন্ন মূর্ত্তি—ভূমি ত তোমাতেই লীন হইয়া যাইবে—আমরা তোমাকে দেখিতে পাইব না—Thou art unseen—

শুদ্ধ কাণে শুনিব মাত্র—এবং মনে বৃদ্ধিব তুমি ঐ কোথায় মাথার উপর আছ—রজত তারার রশি উষার পাওুরে দেমন মিশিয়া যায়—সেই তাঁর আলোক যেমন অমল খেত প্রভাতে ক্রমে ক্ষীণ হইলা শেবে মিশিয়া যায়—আমরা আর দেই তারা দেখিতে পাই না, তব্ও জানি তারাটি সেই থানেই আছ—তেমনই ভাবে তুমি মিশিয়া যাও।

"—That silver sphere

we feel it is there."

Wordsworth তাহার গান শুনিরা বলিলেন—তোমার এ গান প্রণয় ক্ষেত্র প্রণোদিত (Love prompted strain) ভূমি এবং তোমার যে কেছ আছে এ গানে চিরকালের জন্য তোমরা সেই প্রেমে বাঁধা—

"Twixt thee and thine a never failing bond"-

এ কথাটি জনান্তিকে যেন বলিলেন তবু বলিতে হইল যে বিস্তৃত ক্ষেত্র গ্রাহার নিজের হৃদয়ের মত সমভাবেই কাঁপিয়া ওঠে। কিন্তু Shelley বলিলেন—

কি দেখিয়াছ তুমি, এমন কোথা কি আছে যাহা তোমার এ আনন্দমনী লহরীর উৎস—সে কিরপ শন্য ক্ষেত্র, কিরপ সমৃদ্র তরঙ্গ, কিরপ পর্বত, সে আকাশ কেমন— তোমার যে এ প্রণয়, সে কি জাতীয় প্রণয়—তৃনি ক্লেশ কি তাহা জান না বটে, কিছু কিরপ ভাবে জান না ?

"What objects are the fountains

What love of thine own kind, What ignorance of pain?"

একজন বলিলেন তোমার ঐগান প্রেম হইতে শিক্ষা—তোমার যে কেহ আছে তাহারই প্রণয়ে তুমি মজিয়া আছ—দে গানে পৃথিবীর হৃদয় কঁ পিয়া ওঠে মাত্র—যেমন প্র্রায়তি কিছু মনে উদয় হইলে হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে – যাহা একবার শুনিয়াছি তাহা আবার শুনিলে বৃক যেমন কাঁপিয়া ওঠে, সেইরপ। আর একজন বলিলেন—"জগং পুলে যে আশার কণা, যে ভয়ের কণা কখন শুনে নাই, শুনিলেও বৃঝিতে পারে নাই—দেই আশা সেই ভয় ময় হইয়া উঠিল—

"Till the world is w. night

With hopes and fear; it heeded not -

একজনের ছঃসাহসের কথা বলিতে বলিতে হ ননে হইতেছে—ুনি যে পল্লবিত বস-ত্যের অধীন নহ—all independent of the leafy spring—স্থাধীনভাবে ধখন তথন গাইতে পার—এ সন্ধ যে তোমার আছে তাহা অহস্কারের কথা—Proud privilege:—আর একজনের মনে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব—তোমার এই স্থভাব, তুমি আবার কাহার নিকট হইতে অধিকার পাইবে ? অনস্থ আকাশের গায়ে তুমি কত ভাবে থাক— হুয়া মেথানে ভূবিয়া গাছে সেথানকার সোনার বিছাংগহরী-মধ্যে লীন থাক তুমি— আকাশের তারা তুমি, কল্লনার আলোকে পরিবৃত লুকান কবির মত, সায়াছে প্রণম্বীর আয়ার মত, শিশির সিক্ত কুঞ্জের মধ্যে খলোতের মততুমি। Wordsworth ও বলিয়াছেন জ্যোতিয়য়ী বিজনতার মধ্যে-র privacy of glorious light is thine-লুকাইয়া এ বিশ্বকে harmony (সামসৌন্দর্যা)দিয়া প্লাবিত করিয়া দেও—সে harmonyতে অধিকতর স্বর্গীয়তা আছে, তাহা পুণাতর ভাবে পূর্ণ। কিন্তু Shelleyতে harmony ইর কথা নাই—সে আপন মনে একা গাহিতেছে, অন্য কাহারও তানের সহিত তাহার তান মিশায় না, কবি একামাত্র সেই তীব্র আনন্দ লহনী শ্রবণ করিতেছেন

-but yet I hear thy shrill delight"-

সে ত স্বৰ্গীয় আনন্দ প্লাবন

"-a flood of rapture divine"

বিবাহের আনন্দ গীতিতে, জন্ম সংগীতে কি যেন কিসের অভাব থাকিয়া যায়— ভোমার গানের তুলনায় সবই মিশ্শ শব্দ মাত্র। . শেষে কবি বলিলেন—যে আনন্দ তোমার তাহার অর্দ্ধেক আমাকে শেথাও, আমার কঠ হইতে এমন মাদকতাময় harmony বাহির হইবে যে আজ আমি যেমন তোমায় শুনিতেছি জগং তেমনি ভাবে আমাকে শুনিবে।

"Wordsworth এর skylark জ্ঞানের মূর্ত্তি"—সে কথনও পথ হারায় না, পথ ছাড়িয়া অন্য কোথাও সে যায় না, আকাশের দিকে মাত্র উঠিতে থাকে—

"Type of the wise, who soar but never roam."

Shelley ইর skylark স্ক্রাকাশের কোন খানে কোন ভাবে থাকে তাহা কবি পর্যান্ত জানেন না ও জানিতেও চাহেন না। তাহার জ্ঞান সম্বন্ধে কবি এই বলিতেছেনঃ—কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় তুমি মৃত্যু বিধরে, আমরা স্বপ্নে যাহা ভাবি, তাহা অপেকা গভীর-তর এবং পূর্ণতর সত্যমর কথা ভাব—তাহা না হইলে কেনন করিয়া তোমার কণ্ঠ হইতে এমন স্বচ্ছ সঙ্গীত ধারা বহে।

"Waking or asleep"

তুমি পৃথিবীর হইয়াও অপাথিব ও তুমি শ্রীরী হইয়াও অশ্রীরী আনন্দ স্থারপ, তুমি পঞ্চত্তের মৃর্ভিভেদ মাত্র, আকাশেই তোমাকে দেখি—তুমি শুতি বিষয় গুণ সম্পন্ন আকাশ ব্যাপিয়া আছে। পুরাতন ঋবিদিগের আহিক তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই বেন Shelley বিবিধ মৃর্ভিতে একই তেজের উদ্বোধন করিতে ছন—ক্ষুদ্র পাথী, গগনবাাপী আলোক, বিশ্ববাপী শদপুর্ব আকাশ নবই এক হইয়া গেল তাহাতে পূর্প পশ্চিম নাই, উত্তর দক্ষিণ নাই, অনন্ত তেজ রূপান্তরে অনন্ত পর্যাপ্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু Wordsworth এর মনে আমরা পৃথিবীর জাবমাত্র, তবে আমাদিগের কপালেও স্বর্গ আছে; তিনি বলিকোন যে আবাস ভূনি এবং স্বর্গ ও উর্দ্ধ অবঃ মাত্র হইটি তির গুণ সম্পন্ন হইয়াও সংলয়, Skylark তুমি জ্ঞানের আদর্শ স্থান্য এই বিক্র মধ্যে প্রসারিত বে রেখা সে রেখাচ্যত কথন হওনা—

-"true to the kinderd point of heaven and home"

ইহা একটি গভীর উপদেশ, জীবনের বিজ্ঞান ইহার প্রত্যেক অক্ষরে। যে যেথান-কার জীব সেথানেই তাহার জীবন, তাহার ভালবাদা, দেথানের জনাই তাহার হৃদরের গান, তাহার চক্ষের জল; — মন উক্ত আকাশের দিকে চাহিতে পারে কিন্তু প্রাণ পৃথিবীতেই মিশিরা থাকিতে চাহে, ঘুরিয়া ফিরিয়া পৃথিবীতেই আদিয়া পড়ে। যে উপরের দিকে মন রাথিয়া দরল রেথা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে দেইত জানী-শ্রেষ্ঠ তাহারই জ্ঞানের কথা প্রাতঃরশ্মি বিভাষিত আকাশে শুনিতে পাই, শুনিয়া কত শিথি।

Shelleyর কাছে আনরা নখর বলিয়া যাহা অমর, যাহা চির্কাল ছিল এবং চির্কালই থাকিবে তাহা না জানিতে পারিলেও অধিকতর স্ত্যু, "Forms more real than living man Nurslings of immortality."

যাহা আজ আছে কাল নাই তাহা আনার সত্য কোথা ? কিন্তু যাহা চিরদিন খুজিয়া গাইব, আগোকে, আকাশে, তেজে, শঙ্কে যাহা চিরদিনই থাকিবে তাহাই পূর্ণ সত্যময়। এ ভাব যে Wordsworth এর কথন মনে হয় নাই ভাহা নহে, তবে তাহা কটে খুজিয়া গাওমা যায়। তিনিও যেন কঠে খুজিয়া পান—

জীবনবং তুমি, বাতাদের মত তুমি অদুশাভাবে সব ব্যাপিয়া আছ—আন্দ অকাতরে চারিদিকে ছড়াইতেছ। এতই স্থাী তুমি, দেবতা তোনার উপর এতই প্রদায়,—বে অনোর সহিত সে স্থ মিশাইয়া তাহা বাড়াইবার আবিশাক বোধ কর না—নিজেই নিজের আন্দ স্রপ

"A life a presence in the air

The Linnet Wordsworth

ি ও কবি Linnet কে শুরু তাহা বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন না। তাহাকে গাছের গাড়ার ভিতর পাকাড়াও কবিয়া বলিয়ানিলেন তুমি ছগথকে কাকি দিবার চেষ্টা করি-ভিত, কিন্তু পুট্রিবী ছাড়িয়া ঘাইকে কোপা

"The voiceless form you chose to feign

While fluttering in the bushes"

কোলিবের স্থার শুনিরা তিনি সার এক স্থানে বলিয়াছেন —জুনি সমূপ্য বটে কিন্ত ডেমেরে ওজরব যুগপ্য দূরে নিকটে বেন —At once far off and near

Skylark কে true to the kinderd points of heaven and home যাহা ব্যাহ্যাহ্যৰ ভাষা ঐ এক কথা নহে কি ?

Work worth এর skylark প্রভাবের পাথী Shelley ইর সন্ধার—কেন বল দেখি?
তান আলোক ভানবাসে, নৃতন দেখিব নৃতন শিথিব, আবার ছাড়াইরা আসিব, সনাই
তাহার এই চেষ্টা। কিন্তু বাহা দেখিবাছি, যাহা জানি, যাহা দেখি নাই জানি নাই, যাহা
লোগ হয় দেখিব না, যাহা জানিব না এই উভার কেমন ভাবে মিশাইয়া যায়, আলোক
আগারে কেমন স্থলর ভাবে মিশিয়া একটি নৃতন জগং করিয়া তুলে, পৃথিবীকে ছায়াময়
করিয়া দেয় এই ভৌতিক চিন্তা আয়ার। Shelley আয়ায়য়, Wordsworth ছদরময়।

জীআগুতোষ চৌগুরী।

## খুকুরাণী।

না ডাকিতে আদে ছুটে, হেনে এদে বজা কোলে।

দোহাগে জড়ায়ে গলা, মনের হরবে দোলে।

মুথ পরে মুথ রেখে, আধো আধো কথা ক'য়ে,

মাথার কাপড় থোলে, থেলা করে চুল লয়ে।

সজল দেখিলে অ'াথি, মুখানি শুকায়ে যায়,

বুকেতে রাখিয়ে মাথা, নিশাস ফেলিয়ে চায়।

অ'াখিতে মিলায়ে অ'াখি চেয়ে যেন মন বোঝে,

কি জানি কি ভেবে শেষে কেঁদে কোলে মুথ গোঁজে।

ছুলে ফুলে কেঁদে—নাম ধরে ডেকে ডেকে—

চকিতে ঘুমিয়ে পড়ে কচি মুখে মায়া মেখে।

থেলাতে খেলাতে ছুটে ছুটে এদে দেখে যায়,

ছুমি দিয়ে, চুমি নিয়ে আবার খেলিতে ধায়।

এই হাসে এই কাঁদে রোদ বৃষ্টি বারে বার

পরাণ জুড়াতে আছে গুকু বিনে কেবা আর।

শ্রাণ জুড়াতে আছে গুকু বিনে কেবা আর।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থপ্রীমকোর্ট।

### ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

গত বৎসরে আমরা ভারতীর পৌষ, মাঘ ও কান্তন সংখ্যায়—বঙ্গের শীর্কস্থানির হিন্দুক্ল-তিলক, মহারাজা নন্দক্যারের শোচনীর পরিণামের চিত্র, ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিরা যণাসাধ্য পাঠকদিকের সমক্ষে ধরিয়াছি। বর্তমান প্রস্তাবে—নন্দক্যারের জীবনের সাধারণ বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংসের চক্রাস্তে ও হেষ্টিংসের প্রিয় স্ক্রং (তৎকালীন ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি) সার ইলাইজা ইম্পির সহায়তার জাটল বিটিশ-আইনের ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি বে অপেরাধে অভিযুক্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন, সে বিষয়ে তাঁহার নির্দোধীতা ষ্পাসাধ্য পরিস্কৃত করাই আনাদের উদ্দেশ্য।

784

যদি কথনও, ভারতের ইংরেজাধিকারের ইতিহাস হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নাম উঠাইয়া দিয়া ইতিহাস লেখা সম্ভব ও প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হয়—তবে সেই ইতিহাদে মহারাজা নক্ষারের নাম না থাকিলেও ততটা আপতি হইবেক না। প্রকৃত কণা বলিতে গেলে ছেষ্টিংদকে বাদ দিয়া ভারতের ইংরেজাধিকারের ইতিহাদ কথনই লিখিত হইতে পারে মা—স্থতরাং তাহা হইতে নক্তুমারের নাম বিচ্ছিন্ন করা সাতিশ্র অসম্ভব। বিভিন্ন উদ্দেশ্য দারা পরিচালিত হইয়া বাঙ্গালার প্রশস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্দকুমার ও হেষ্টিংদের বহুবার শাক্ষাং হইরাছিল—আরও হইবার খুব সম্ভাবনা हित्—िक्छ नक्क्**मारतत कौरन**नीथ अकारत निर्सािशे इंखार **हेश्करतात्र य**क ভাহাদের দেখা সাক্ষাং বৃচিয়া শেব! উভয়েরই উদ্দেশ্য বিভিন্নমুখী ও উভয়েই প্রায় সমক্ষমতাপন্ন ছিলেন; রাজস্ব বন্দোবন্তে, প্রজার হিত জন্য বিধি সংপঠনার্থে, রাজ্য মধ্যে আভান্তরীণ শাসন কার্য্যের শান্তি ও স্থেশুমান অব্যাহত রাখিতে ও রাজনৈতিক कृष्ठे ठार्कत विष्ठत व्यातन कतिए डेड्याइ डेड्याइ नमक्क हित्नन; -- दत्रक करावकी বিষয়ে মহারাজা নক্ষারের হেষ্টিংদের অপেকা অধিক অভিজ্ঞতা ছিল-একজনের উদেশ্য প্রজার হঃধ নিবারণ ও রাজ্য মধ্যে উচ্চপদ লাভ করিয়া শ্বজাতির-নরি দু বালানীর প্রতি তংকানীন দানব ইংরাজের অবিশ্রাম্ভ অত্যাচারের নিরাক্রণ-ও অপর ব্যক্তির ইচ্ছ। ভারতীয় প্রজাশোষণ করিয়া অজাতির ঐবর্যাবর্দ্ধন ও স্থাদেশত নিয়োপ ক তাদিপের (Directors) প্রবল অর্থ চ্ফা নিবারণ। এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে--এই বিভিন্ন স্বার্থে –পরিচালিত হইরা উভয়েরই অনেকবার রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে (मेथा इरेग्राहिल। नामि युक्त इरेटल महाब्राक्ता नक्क्यांत्र निक्व के कव्यो नाज कित्र उन কিন্ত দশচক্রে অড়িত হইয়া দৈববিপাকে ডিনি অকালে নিহত হইলেন। বস্তুত **ट्षि: एपत ७ नक्क्यात्वत. त्राक्टेनिक कीवत्नत घटेनावनी এक एए मः वक्क** দূঢ়-সংশ্লিষ্ট বে ভাহাদের বিচ্ছিত্র করা অতিশয় অসম্ভব। কোন স্থুরুখৎ যজ্ঞ ব্যাপারের নাটকাভিনরে নায়কাংশ পরিত্যাগ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা रयमन इत्सीधा ७ अनुनु विवद्या त्वाध इत, त्महेक्कण नन्मकूमाद्रित विवद विवद গিলা হেটিংসের বিষয় না বলিলে ভাহা নিতান্ত ছর্কোধা ও অপ্রাস্থিক হইয়া উঠে। শতাধিক বর্ব পূর্বের ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে স্থপ্রীম কোট-রপ-মহাবজ্ঞ হলে-বে মহাবজ্ঞ বৃদ্ধং হেষ্টিংসের নামে অনুষ্ঠিত হইরাছিল—তংকালীন ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি স্যুরইলাইজা ইন্পি বাহাতে হোতার কার্য্য করিয়া-<sup>ছিলেন</sup>, বৈর্মির্ব্যাতন যে যজের প্রধান উদ্দেশ্য, বন্ধু সেহই যাহাতে হোতার ध्यतान निक्रमा, त्याहनध्यतान, अत्रव्हान वत्नात्राधाय, क्रुक्कास नन्नो, तत्रात्त्राविन দিংহ প্রন্থতি ব্যক্তিগৰ যে মহাযজের প্রধান আন্নোত্দনকারী—এ প্রকার স্থলে— <sup>বজের</sup> মূলকারণ হেষ্টিংসের সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া প্রবন্ধ লিখিতে বাওয়াই বিভূমনা

মাত্র। স্থতরাং এই প্রবন্ধে হেষ্টিংদের সহিত নন্দকুমারের প্রথম সংস্রব হইতে শেষ পর্যান্ত সমস্ত বিষয় আন্যোপান্ত বর্ণিত হইবে।

ভ্রারেণ হেষ্টিংস ১৭: • খৃঃ অংশ কোম্পানীর অধীনে চাকরী স্বীকার করিরা ভারত-বর্ষে আইসেন। ও ১৭৬৪ খুঃ অবেদ চৌদ বংসর কোম্পানীর অধীনে চাকরি করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন। চারি বৎসর ইংলগুবাসের পর তিনি পুনরার ১৭৭১ খুঃ অবেদ মাক্রাজের মন্ত্রী সভার বিতীয় সভারপে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। বিতীয় বার ভারতে প্রত্যাগমনকালীন, লর্ড ক্লাইব হেষ্টিংদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, বোধ হর সেই সময়ে ক্লাইবের সহায়তা না পাইলে দ্বিতীয়বার কোম্পানীর চাকরী করা তাঁহার অনুষ্টে ঘটত না। হেষ্টিংনের মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে তিনি একেবারেই বিলাভ হইতে কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট বা গবর্ণর রূপে নিযুক্ত হইয়া আইদেন। নানা কারণে ও নানা প্রতিবন্ধকে সে আশা স্থাসিত্র হয় নাই—মাক্রাজ কাউন্সিলে সভাপননিবিষ্ট হইয়া হেটিংস বড় একটা নাম কিনিতে পারেন নাই। ১৭৭১ খুঃ অজে শেবভাগে তিনি বঙ্গদেশের গ্রপ্র নিযুক্ত হন পরে ১৭৭২ খুঃ অব্বের এপ্রেল মানে কলিকাতার আদিরা কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ১৭৭৩ খু অব্দে বিলাত হইতে লর্ড নর্থ মন্ত্রীসম্প্রদায়ের যত্ত্বে "নিরামক বিধি" (Regulating act) **গুলি বিধিবন্ধ হইলে** হেটিংস উক্ত **আইনের** সন্বান্ত্রসারে ভারতীর রেটিশ-অধিকার সমূহের প্রধান শাসনকর্ত্ত। বা গবর্ণর জেনারেল বলিয়া অভিহিত হন। Regulating Act विधिवक হইবার পুর্বের বাঙ্গারাম আবিদ্বা হেষ্টিংল ছুইটা প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমটী--নামেব-স্থবাদার মহত্মন্বেজাখাঁর ও রাজা দেতাব রামের বিচার। দ্বিতীয়তী রোহিলাদিণের সঁহিত অকারণ বৃদ্ধ। দ্বিতীয়টার সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক থাকিলেও তাহা এ প্রবঙ্গের অরভূতি নহে। প্রধন্টার কিবরে আমাদের ছই চারিটা কথা বলিবার বিশেব আবশাকতা আছে।

বাঙ্গালার "ডবল গবর্ণনেউ" লইরা তথন ভারতে ও বিলাতে ডাইরেণ্ট্রনের মধ্যে বড় তুম্লকাণ্ড চলিতেছিল। হেটিংস এই ডবল গবর্ণনেওটা উপার ভারি চটা ছিলেন,সাধ্যমতে চেটা করিবা তিনি Double Government লোপ করিবার চেটা করিব। ছিলেন—এই সময়ে এক নূতন ঘটনা উপস্থিত হইরা তাঁহার উদ্দেশ্যের পথ সরল করিবা দিল।

বাঙ্গালার প্রজাবৃন্দ এই সময়ে অভিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল "ছিয়ান্তরে ময়স্তরে"র ক্লেশ এখনও তাহারা ভোগ করিতেছিল। \* তাহার উপর আবীর কোম্পানীর

<sup>\*</sup> থাঁহারা ছিয়ান্তরে মন্বন্তরের সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিতে চান ঊাহারা একবার Dr Hunterএর Annals of Rural Bengal বা বহ্নিয় বাবুর 'আনমার্যাঠ' পাঠকরিবেন। প্রায়োব বাহুল্য ভরে আমরা এ বিষয়ে কোনকথা বলিলাম না।

কর্মচারীদের অযথা অত্যাচারে, নিরীহ-কষ্ট-সহিষ্ণু প্রেকাকুস আরও ক্লেশকর্জরিত হইতেছিল। রেজা ধাঁ সাহেবই তথন প্রকৃত শাসন কর্ত্তা, নবাব ক্রীড়া পুত্রলি মাত্র;— স্ক্তরাং প্রতিদিনই ন্তন প্রকারের অত্যাচারের স্চনা হইতে লাগিল। বস্তুতঃ এই সময়ে আর্ত্ত প্রকার্তর চীংকারে হাদরবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে গভীরতর যাতনা উপস্থিত হইত—কিন্তু কে তাহার প্রতীকার করে ?

প্রজাবৎসল, উন্নতমনা, মহারাজা নক্তুমার প্রজার্লের এই শোচনীয় অবস্থা ও কোম্পানীর রাজ্যের এই অরাজকতার কাহিনী ডাইরেক্টরদিগের কর্ণগোচর করিবার-জন্য নিজ বায়ে বিলাতে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ডাইরেক্টর-সভা প্রভূত প্রমাণ পাইয়া ও প্রজাবন্দের প্রস্তুত অবস্থা অবগত হইয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে পদচ্যত করিতে ও প্রমাণায়স্কান ঘারা তাঁহার বিক্লের সমস্ত অভিযোগের বিচার করিতে হেটিংসকে আদেশ প্রদান করেন। ডাইরেক্টরদিগের আদেশ হেটিংসের হস্থাত হইবামাত্রই মহম্মদ রেজাখাঁ ও রাজা দেতাবরায় বন্দী স্বরূপে কলিকাতায় প্রেরিভ হইলেন। সেই দিন হইতেই ডবল গ্রণ্থিনণ্টের মূলে বুঠারাঘাত হইল।

মহমদ রেজার্থার বিক্লমে অভিযোগ লইয়া কলিকাতার খুব হলছল পড়িয়া গেল। কাল যিনি প্রকারাস্তরে বাঙ্গলার নবাব ছিলেন কাল বাঁহার নাম শুনিয়া সকলে থরহার কাপিয়াছিল, আল তাঁহাকে ইংরেজের ক্ষমতাভ্কু দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। হেটিংস রেজার্থাকে, প্রহরীবেষ্টিত করিয়া স্থ্যক্ষিত করিলেন। এতদিন মহম্মদ রেজার্থার ভয়েও তাঁহার দোর্দ্ধ প্রতাপে, কেহই তাঁহার বিক্লমে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই—কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অত্যাতারের ও পাপের প্রায়ণ্ডিত হওয়া স্থ্য বিবেচনা করিয়া চারিদিক হইতেই রাশি রাশি অভিযোগ আদিতে লাগিল—হেটংস রেজার্থার অপরাধের বিচার করিতে বন্ধ পরিকর হইলেন।

মহম্মদ রেজাগার কুটাল কৌশল জালের ভিতর প্রবেশ করিলা, তাঁহাকে দোষী সবেত্ত-করিতে হেটিংসুের একক চেটা বে কোনও কাণ্যকারী হইবে না—তাহা ডাই-রেকটরেরা সম্পূর্ব বুঝিয়াছিলেন। স্কতরাং বে পত্রে তাঁহারা রেজাথাকে পদচ্যত ও অবক্রম করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন—সেই পত্রে হেটিংসকে এই প্রকার উপদেশও দিয়াছিলেন—বে মহম্মদ রেজাথারে দোষোদ্যালৈন ও তাঁহার অপরাধের সম্যক বিচার করিণার্থে যদি দেওয়ান নন্দকুমারের সাহায্য আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাহাও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। বস্তুতঃ হেটিংস পূর্কে হইতেই ছির করিয়া রাথিয়াছিলেন বে ন্দকুমারের সাহায্য এই বিষয়ে নিতান্ত প্রয়েজনীয় হইবে। স্ক্রাং তিনি নন্দকুমারের অভিজ্ঞতার সহায়তা লাভের জন্য তাহাকে কার্যাক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন।

মহম্মদ রে**স্থাণার বিরুদ্ধে বে সমস্ত অভি**বোগ উপস্থিত ইইরাছিল, তাহার মধ্যে ছইটাই সর্ব্ব প্রধান—ও বহুল প্রমাণ সাপেক। প্রথমটী এই—বে মহা ছর্ভিক্ষের সময়

(ছিরান্তরে মন্বস্তর) মহম্মদ রেজার্থ। বাজারের সমস্ত চাউল থরিদ করিয়া একচেটিরা করিয়া রাখিয়াছিলেন ও সেই ভীষণ সমরে তাহা উচ্চদরে বিক্রম করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন—দ্বিতীয়টা এই যে তিনি সাধারণ তহবিলের অনেক টাকা অকারণে অপচ্চয় ও আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই ছইটা অপরাধের মধ্যে প্রথমটারই গুরুত আমাদদের নিকট অধিক বলিয়া বোধ হয়। এই ছইটা দোবের প্রমাণের জন্ত নন্দকুমারের অভিজ্ঞতার সহায়তা নিতান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছিল—ম্বতরাং হেটিংস মহারাজা নন্দকুমারকে তাঁহার সহায়তার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন।\*

এইবার লইয়া বিভারবার প্রশস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হেংষ্টিংস ও নক্ষকুমারের সাক্ষাং হইল। এবারে ছজনে বিত্রভাবে এক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রথম-বারের সাক্ষাং ততদ্র আবশ্যকীয় নহে—স্ক্তরাং তবিষয়ে কোন কথা বলিয়া প্রস্তাব বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। মহম্মন রেজাঝার বিচারের কথা শেষ করিবার পুর্বেষ্ঠি নক্ষুমারের সন্ধন্ধে ছই চারিটা কথা বলা আবশ্যক।

নক্স্মারের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করা অতিশর ছর্ঘট। সেই আরকার্যর সময়ের কোন ঘটনাই অপক্পাতিতার সহিত বিধিবদ্ধ হয় নাই—স্ক্রাং ভাহার অধিকাংশই আমাদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিকৃস। স্ক্রাং বাদ সাদ্দিরা বাহা কিছু পাওলা গিয়াছে; তাহাই এবানে শিপিবিদ্ধ করা হইল।

নহারাজা নক্ষ্মার আমিন পদ্মনাভ রারের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নিবাস বীরভ্ন জেলার ছিল। বীরভ্নই মহারাজা নক্ষ্মারের জন্মভ্মি। পদ্মনাভ রার তিনটা প্রধান প্রধান পরগণার আমিন ছিলেন—সেই তিনটা পরগণা হইতে প্রায় ছই লক্ষ্ টাকা আদার হইত। বান্যকালে মহারাজা নক্ষ্মার পারদী ও সংস্কৃত ভাষার উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। বান্যকাল হইতেই তিনি রাভাবিক প্রতিভার পরিচ্ব দিতে আরম্ভ করিলেন—পদ্মনাভ রার মনেক কার্য্যে নক্ষ্মারের সাহায্য পাইতেন — স্তরাং তিনি নক্ষ্মারকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা ক্রিরা তাঁহার নিজ জ্বীনে একটা নারেক্রের কার্য্য প্রবান করিলেন। এই সমর হইতেই বহির্দ্যাতে নক্ষ্মারের প্রতিভাবিকশিত হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার তীক্ষ্ম ব্রির ও কার্য্যকুশলভার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কার্য্যপটুতা লাভ করিরা মহারাজা নক্ষ্মার নবাব আলিবর্দ্ধি যাঁম আমলে "হিজ্লী" ও "মহিষাদল" পরগণার আমিন রূপে নির্ক্ত

<sup>•</sup> Hastings to the Court of Directors Dated 1st Sep. 1779.

<sup>&</sup>quot;There is no doubt that Nund Kumar is capable of affording me great service by information and advice, and it is on his abilities, and on the activity of his ambition and hatred to Roza Khan I depend for investigating his conduct."

হন। আলিবর্দি ধার মৃত্যুর পরে স্থনামধ্যাত ত্র্দান্ত প্রতাপ নরাব সেরাজ উদ্দৌলার সমরে মহারাজা নন্দকুমার তৎকালীন হুপণীর ফৌজদার অমর্থার পদে নিযুক্ত হন। যথন নবাব সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিরা ইংরাজদিগকে ত্রীভূত ও ছির বিচ্ছির করেন—সেই সমরে মহারাজা নন্দকুমার হুগলীর কৌজদার ছিলেন।

পরে যখন পলাশীর প্রশন্ত ক্ষেত্রে বাসালার শেষ মূললমান ভূপতি, ইংরাজের সহিত युष्क भन्नाक्षिত हरेलन-यथन वन्नाधीत्भन रख हरेल चानि नामन् काफिना नरेना ইংরাজ —মীরজাফর আদিখাঁকে বাঙ্গলার মন্নদে বসাইলেন —তথন মহারাজা নলকুমার দেশের মধ্যে একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোক। এই সময়ে ক্লাইবের সহিত তাঁহার আলাপ হয় —নানা কারণে ও নানা ঘটনায় ক্লাইবের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থাক পরিবর্দ্ধিত হইরা উঠে। কিরৎকাল পরে ক্লাইব পাটনার উপস্থিত হইলে—মহারাক্রা ছুর্লভরাম নলকুমারকে, নিজের প্রতিনিধি রূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দেন। ক্লাইবের সহিত স্থাতাবন্ধন করিয়া স্বীর অভীষ্টলাভই মহারাজা হর্লভরামের উদ্দেশ্য—স্থতরাং তিনি সেই কার্য্যে নন্দ্রুমারকে প্রেরণ করেন—বলা বাহুল্য নন্দ্রুমার বীর তীক্ষ বৃদ্ধি ও চতুরতায় — ক্লাইবের সহিত পূর্ব্বের আলাপ অতিশর স্থদৃঢ় করিয়া लहेरान । **এই সময়ে বাঙ্গালার সকলেই জানিল যে ক্লাইব** নন্দকুমারের প্রধান স্থভ্য । কাজের সমরে মীরজাফরতে মহারাজা নক্ষার অনেক বিবরে সাহায্য করিতেন বলিয়া वानानात्र नवाव छांशात्र छे पत्र वर्ष्ट स्वर्गन हिल्लन । छिनि नन्त कूमात्र कि विभाग वसू-मल्यात स्वर- बाक्टेनिक भेतामार्ल, स्विकां विवा मर्सनारे वित्वहनां कतिबाहिन-প্রভুক্ত ও করিবা পরায়ণ নক্ষারও সাধ্যমতে, বাঙ্গালার নবাবকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্ত অনেক সমরে অনেক কৃষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এই প্রভুর কার্য্যে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া—ইংরাজ গবর্ণরগণ ও অক্সান্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহার উপর মনে মনে বড়ই অসস্ভোষ প্রকাশ করিতেন। ইংরাজের কৃট কৌশন মধ্যে প্রবেশ করিয়া নবাবের সন্ধান ও প্রকার ধন প্রাণ রক্ষার্থ অশেষ চেষ্টা করিতেন বলিয়া তিনি "চক্রাস্তকারী" "ছইবৃদ্ধি" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

মীরজাফরের আমলে উচ্চপদস্থ হিন্দুর যতদ্র মানসন্ত্রম লাভ করা সন্তব, নলকুমারির অদৃষ্টে তাহার সমস্তই হইরাছিল। মীরজাফর যথন দিতীরবার মস্নদে বসেন তথন, দেওয়ান নন্দকুমার দিলীর বাদসাহের নিকট হইতে "মহারাজা" উপাধি ও তদামুস্পিক অস্তাস্ত সন্থানও প্রাপ্ত হন। ইহার পর কর্তৃপক্ষীরেরা নন্দকুমারের উপর এতদ্র সন্তই হইরাছিলেন—বে তাঁহারা হেটিংসের পরিবর্তে তাঁহাকে "নদীয়া" ও "কৃষ্ণনগর" জেলার কর সংগ্রহের ভার দেন।

উপরে আমরা নক্ষারের যে অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ জীবনী প্রদান করিলাম, তাহা হইতেই বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে—বে তিনি ধনে, মানে, বংশগৌরবে সেই সময়ে,

বঙ্গদেশে একজন সর্ব্ধ প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজ কর্মচারিরা বেখানে নন্দকুমার হইতে তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে কোন না কোন বাধা পাইয়াছেন—সেই স্থানেই তাঁহারা অযথা দোষকীর্ত্তন করিয়া নন্দকুমারের চরিত্রে কালিমা ক্ষেপণ করিয়াছেন। \*

সমাবস্থা সম্পন্ন ও উজগদন্ত লোকদিগের কথা ছাজিয়া দিয়া, সাধারণ লোক নন্দ কুমারকে কিরপে ভাগ বাসিত তাহা প্রথাণ করাও আয়াস সাধা নহে। জাল অপরাধে
অভিযুক্ত হইয়া বখন তিনি লালবাজারের সাধারণ কারাগারে আবন্ধ হন, তখন যে জনক্রোত অবিপ্রান্ত ভাবে, প্রভাত না হইতে হইতেই কারাগারোভিন্থে তাঁহার দর্শনার্থে
বাপ্র হইয়া ছুটিত ও তাঁহার জাবনের শেষ মুহুর্ত পর্যান্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে
নাই—তাহারা যে তাঁহাকে ভাগ বাসিত না—একথা বাতুল ভিন্ন আর কে বিশাস করিবে।

সেরিফ আলেকজালার ম্যাক্রেবীর পুস্তক হইতে আমরা যতটুকু উক্ত করিয়া নল-কুমারের জীবনের শেব চিত্র পাঠকবর্গকে দেখাইবাছি; তাহা আপেকা দেই আমকারমর সম্যেক প্রিফটু ও বিখানা অন্য কোন বিবরণ পাওয়া নিতান্ত ত্র্যতা। ম্যাক্রেবী একজন, তৎকালীন উচ্চপদস্থ ও উরত্যনা ইংরাজ, নলকুমারের কারগ্যের আহম্বান কালে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় হর, দেই সময় তিনি বে প্রকার প্রাঞ্জল ও অলঙ্কার রহিত-ভাষায়, নলকুমারের শেষ মুলর্ভির বিবরণগুলি লিপিবর ক্রিয়াছেন তাহা আভিনিবেশ পূর্দ্ধক পাঠ করিলে নিতান্ত প্রেগ্রের চক্ষেও জল আইসে। এ প্রকার সর্ল ও জ্বয়ভাববাঞ্জক কাহিনীর উপয় অবিধানে করিলে আমানের প্রতাবায় আছে। পার্লানেকেও ওয়েইমিনিস্টার হলে ইম্পির ও কেইংসের নামে অভিযোগের সময় বাহারা বার্ক, সেরিডান ও সার গিনবার্ট ইলিরটের (ইনিই পরে লর্ভ নিটে)। বলিয়া খ্যাত হন ) নলকুমারের সম্বন্ধে বজুতাগুনির জলন্ত ও জীবন্ত ভার দেখিলাছেন, তাহারাই অন্নান করিতে সমর্থ হইবেন—যে নলকুনারের প্রেত-আ্রার প্রিফি তাহারা কত্ত্র স্থান প্রদিশ করিয়াছিলেন। †

বর্ত্তমানে নন্দ কুমারের প্রকৃত চরিত্র স্কৃটিত করিবার জন্য যাহা বলা হইল —তাহাই বোধ হয় পর্যাপ্ত হইবে। পরে আনরা ক্রনশঃ দেখাইব—বে হেঞ্ছিংসই তাঁহার অকাল মৃত্যুর করেণ। অধ্চর্যোর বিবর এই—নন্দ কুনারের নামে স্থ্পীনকোর্টে যে হুই

<sup>\*</sup> এই সমস্ত ইংরাজ ছাত্। এক জন মুসলমান নলকুমারের চরিত্রে কলকার্পণ করিরা গিরাছেন। ইনি "বৈররউন সতাক্ষরীণ" প্রণেত। গোলান হোসেন। নলকুমা-রের সহিত গোলামহোসেনের খুব শক্রত। ছিল—স্ক্রাং বৈরনির্যাতনই যে এইরপ অযশকীর্তনের প্রধান কারণ ইংাই আমাদের বিশাস হয়।

<sup>†</sup> জনশ্রতি যে ওরেইনিনিটার-হলে বক্তৃতা সময়ে প্রাদিক বাগাী এড্মণ্ড বার্কের জলস্ত ভাষার হেটিংসের নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনী গুনিরা তৃই একটী সম্ভাষ্ট ইংরেজ রমণী সেই হলে মৃচ্ছিতা হুইরা প্রেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত হইরাছিল তিনিই তাহার মূল-পরিচালক। যে হেটিংলের চক্ষে, তিনি নরকের কীটের স্থার ঘুণার্হ বলিরা পরে বিবেচিত হইরাছিলেন—দেই হেটিংসই গভীর যুক্তি ও নানাবিধ প্রশংসাবাক্য-দারা তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতা বর্ণনা করিয়াছেন।

নবাবের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার নিমে নক্ষমার ছাড়া আর একটা উচ্চপদস্থ কর্মচারী তৎকালে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজা নক্ষমার বেমন—ধর্ম ও রাজনীতি উভর বিষয়েই হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন—এই উচ্চপদস্থ মুসলমানও তজ্ঞপ সর্ব্ববিষয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ইহার নাম নায়েব স্থবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ। ইনি কার্যক্ষেত্রে নক্ষুমারের প্রতিবন্ধী—ও ক্ষমতায় নক্ষুমারের সমক্ষ ছিলেন। উভয়েই রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদ (নায়েব স্থবাদার) লাভ, ও স্থ স্থ জাতির নেতৃত্ব সম্পাদন ক্রিয়াছিলেন।

পূর্বের আমরা বলিয়াছি—থে ডাইরেক্টারদিগের আদেশক্রমে হেটিংস মহমাদ রেজা থাকে কলিকাতার বন্দী করিয়া আনেন। পাটনার শাসনকর্তা সেতাব রায়কে বন্দী করিবার কোন আদেশ ছিল না তথাপি হেটিংস কার্য্যসৌকার্য্যার্থে তাঁহাকেও নজর বন্দা করেন।

এই চুইটা শাসন কর্ত্তার বিচারের জন্য তিনি যে প্রকার গোড়া বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে ছোট বড় সকলেই ভাবিল—না জানি মহম্মদ রেজা খার ও সেতাব-রায়ের কি না শান্তি হইবে। রেজা খাঁর নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারিদিগকে কর্মচ্যুত করিয়া পথের ভিথারি করিরা হেষ্টিংস অক্তান্ত প্রমাণ সংগ্রহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহমদ রেজা খাঁ বস্তুতঃ যথার্থ দোষী, ভাঁহার নিষ্ঠুরতায় ও অদমনীয় অত্যাচারে বঙ্গীয় প্রজাকুল সাতিশয় অর্জ্জরিত হইয়াছিল; ছোট হইতে বড় পর্যাস্ত সকলেই তাঁহার বিরদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণ লইরা অগ্রসর হইতে উদাত হইল। তাহাতে আবার মহারাজা নন্দকুমার যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। এতদূর স্থবিধা ও স্থযোগ সত্ত্ব হঃথের বিষয় এই যে প্রায় ছই বৎসর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর খাঁ সাহেব হেষ্টিং-সের বিচারে নির্দোষী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াও হেষ্টিংস রেজা খাঁকে নির্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে সকলেই তাঁহার কার্য্য কলাপের উপর সন্দেহ করিতে লাগিল। সর্বাপেক্ষা মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের উপর বিরক্ত হই-লেন। রেজা খাঁ তাঁহার অপক্ষে প্রায় হুই শত সাক্ষী জোগাড় ক্রিয়াছিলেন নক্তুমারও ছাড়িবার পাত্র নছেন.—জাঁহারও সাক্ষী-সংখ্যা বড় কম ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিমাছিলেন—কিন্ত এই প্রকারে বিক্ল মনোরথ হওয়াতে <sup>সকলের সমক্ষে</sup> তিনি অপ্রতিভ হইলেন। এই সমরে হোষ্টংসের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব <sup>স্ঞিত</sup> মনোমা**লিন্য আরও বাড়িয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে কি** ব্যাপার ঘটিয়াছিল— তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন—প্রচুর উৎকোচ-প্রদানে মহম্মদ রেজা থাঁ যে অব্যাহতি পাইলেন—তিষিয়ে তাঁহার আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাজা সেতাব রায় রেজা খাঁর পূর্ব্বেই স্বস্থানে খালাস পাইরাছিলেন—তিনি পুনরায় পূর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত হই-লেন—হৈটিংস ও কলিকাতা কৌন্সিল, তাঁহার নিকট, তাঁহাদের অন্যায় সন্দেহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন—তাঁহাকে শিরোপা ও অন্যায় রাজ সম্মান দেওয়া হইল। তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও এই প্রকারে ন্যায়-পরায়ণ হেটিংস মহম্মদ রেজা খাঁর ও সেতাব রায়ের অত্যাচার সমূহের বিচার করিয়া ১১৭৪ খৃঃ অব্দের ২৪ মার্চ্চ তারিখে ডাইরেক্টারদের এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন।

যে সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার চলিতেছিল তথন হেষ্টিংস হঠাৎ কুমার গুরুদাসকে নবাব সরকারে দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস মনে মনে জানি-তেন—বে নলকুমার তাহার প্রবল প্রতিঘল্টী—তিনি গোপনে গোপনে ঘাহাই কিছু कक्रम मा रक्म- मन्कू भारतत जीक पृष्टि इटेरज किছू हे नुकांत्रिक वाथियात सा नाहे। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—যে রেজা খাঁর নিকট তিনি যে উৎকোচ লইয়া তাঁহাকে বেকস্পর খালাদ দিয়াছেন - একগাও নন্দকুমার জানিতে পারিয়াছেন। স্থতরাং মধ্য ছইতে, কুমার গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তিনি নন্দকুমারের সহিত স্থাতা বন্ধনের চেষ্টা ক্রিতে লাগিলেন। গুরুদাসকে দেওয়ান ক্রিবার সময় কলিকাতার মন্ত্রী সভার সভ্যগণ,নল কুমারের বিক্লমে অনেক কথা বলিয়া এ নিয়োগ কার্য্যে বাধা দিয়া-ছিলেন কিন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ ও দূঢ়মতি হেষ্টিংস কোন কথাই গুনিলেন না। গ্রেহাম, ডেক্কে, মরেল প্রভৃতি নন্দকুমারের প্রবল শত্রুগণ গুরুদাদের নিয়োগ-বিরুদ্ধে কত শত আপত্তি ক্রিলেন-ভাঁহারা আরও বলিলেন-যে গুরুদাসের নিয়োগে নলকুমারেরই প্রকৃত প্রভূত্ব वकाग्र थाकिट्य। य नक्क्यांत काल्यांनीत विकृत्क, পণ্ডিচাतीत गवर्वत ও गांशांकांनात স্হিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন \* সেই নন্দকুমারের পুত্র এতাদৃশ,উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে— তাহারই হত্তে সমত ক্ষমতাইথাকিবে—সতএব ওফদাদকে একর্মে কথনও নিযুক্ত করা যাইতে পারে না-" কিন্তু হেষ্টিংস এ সমস্ত অভিযোগে, এ সমস্ত বিকৃত্ধ কথায় কোন মনোযোগই প্রদান করিলেন না। তিনি নিজের মত বজার রাধিয়া তাহার সপক্ষে নানাবিধ অকাট্য-প্রমাণ প্রয়োগ ঘারা এই প্রকার আপত্তির অমূলকতা অবৈধতা দেখাইয়া এক মস্তব্য (Minute) লিখিলেন। এই মস্তব্যে ষেক্লপ দক্ষতার সহিত ভিনি নন্দকুমারকে তাঁহার শক্রগণের অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষা ক্রিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব বজায় রাধিয়া চিরকাল চলিতে পারিলে তাঁহার নাম ভারতেতিহাসে নিজ্ঞ-ক্ষিত রূপে বিরাজ করিত। এই মন্তব্যে তিনি নিএে নলকুমারের সমক্ষে যে সমন্ত উচ্চদরের প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোন অংশেই তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধ

<sup>\*</sup> এ বিষয়ে নন্দকুমার যথার্থ দোষী কি না—তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাই নাই। ইহা কেবল শত্রুর আরোগিত ও কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

অপ্রযুজ্য নছে। হেষ্টিংদের এই মস্তব্য অপেক্ষা নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কোন স্থলেই পাওয়া যায় না; যে সময়ে মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার চলিতেছিল, দেই সময়ে এই মন্তব্য লিখিত হয়। ইহার পরই গুরুনাস ও মনিবেগম রাজ সরকারে নিযুক্ত হন। আমরা নিতান্ত আবশ্যকীয় বোধে সেই মন্তব্যের কতিপন্ন অংশ এন্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। \* হেষ্টিংস লিখিতেছেন — "নলকুমারের নৈতিক চরিত্রের দোষগুণ বর্ণনাকরা আমি এখানে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। নলকুমারের সহজে আমি পূর্বের যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহা ভাইরেক্টার সভার অবিদিত নহে। · · · · বাঙ্গলার নবাব মীর-ভাফর তাঁহাকে অতিশয় বিখাদ করিতেন ও তিনিও তাঁহার জীবনে দে বিখাদের বিক্লে কার্য্য করেন নাই। নক্তুমার যে সমস্ত রাজনৈতিক গুঢ় মন্ত্রণায় (চক্রান্ত ?) লিপ্ত ছিলেন—তাহা কেবল তাঁহার প্রভুর মঙ্গল, ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে—; ইহাছাড়া তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না মীরজাফরের উন্নতির সহিত, তাঁহার নিজের স্বার্থও বিজড়িত ছিল। · · · · নন্তুমারের উপর মীরজাফরের কি প্রকার বিশাস ছিল তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপেই বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রাক্ষ্টের প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত তিনি তাঁহাকে যে সমস্ত রাজ সন্মান প্রদান করিয়া-ছেন—তাহাতেই তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। · · · নন্দ কুমার এ পর্যান্ত যে সমস্ত কার্য্য করিরাছেন তাহা যদিও অনেকাংশে আমাদের উদ্দেশ্যের ও সার্থের বিরুদ্ধাচারী তথাপি সত্য কথা বলিতে গেলে—ইহা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই হুধণীয় নহে। ইহাতে তাহার চরিত্র ও ব্যবহার যে কেবল দোবপুনা ইহাই প্রকাশ হইয়াছে তাহা নহে—ইহাতে বরঞ্ তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে'। ••• ...

একণে এই মস্তব্য সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিব না। উপযুক্ত হলে এ বিষয়ে বলা হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই মস্তব্য গুরুদাসকে নবাব সরকারে দেওয়ান নিযুক্ত করিবার সময় লেখা হয়; (১৭৭২ — ২৮ জুলাই) এই সময়ে সবে নাত্র রেজাখার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ১৭৭৪ খঃ আব্দে অর্থাং প্রায় তুই বংসর পরে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরীক্ষার পর হেটিংস রেজাখাকে বেকস্কর থালাস দেন একথাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহম্মদ রেজাখার বিচার শেষ হইবার পর ১৭৭৪ খঃ অব্দে হেটিংস ডাইরেকটারদের যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ইইতে নলকুমারের প্রতি সেই সময়ে তাহার কতদ্র বিবেব ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৭৪ খঃ অব্দের মার্চ মানে এই পত্র বিলাতে পাঠান হয়। এই পত্রে হেটিংস নক্কুমারের

<sup>\*</sup> Vide the Minute of the Committee of Circuit at Kasimbazer 28th July 1772.

অনেক নিলা ক্রিয়া ছিলেন — নলকুমারের দোষের বিশিষ্ট প্রমাণাভাব হওয়াতেই ষে মহম্মদ রেজা খাঁ বেকস্থর থালাদ পাইলেন ইহাও তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন। এই পত্ত ও হেষ্টিংসের অন্যান্য গোপনীয় পত্র অবলম্বন করিয়া আমরা পরে দেখাইব যে এই সময়ে হেষ্টিংসের সহিত নলকুমারের আন্তরিক শক্রতা কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে বিলাতে লর্ড নর্থ-প্রমুখ মন্ত্রী সম্প্রদায়ের য়জে Regulating Act বা "নিয়ামক বিধি" ভারতীয় শাসন কার্য্যের স্থান্থলা সাধন জন্য বিধিবদ্ধ হয়। ইহার সম্বান্থসারে হেটিংস বাঙ্গলায় গবর্ণর জেনারেল ও জেনারেল ক্রেবারিং, কর্ণেল মন্সন, ও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সাহেব কৌন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। এই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রজাদিগকে ব্রিটিশ বিচারের সর্বোচ্চ স্থা দিবার নিমিত্ত স্যার ইলাইজা ইপ্পি তৎকালীন স্থপ্রাম কোর্টের প্রধান বিচারক; হাইড, লিমেন্টর ও চেম্বার্শ সাহেবগণ পিউনি-জঙ্গ নিযুক্ত হইয়া ভারতোন্দেশে যাত্রা করেন। নিয়ামক-বিধির ধারা গুলির এম্বলে আর পুনক্ষ-ল্লেথের আবশ্যকতা নাই ইতিইাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

১৭৭৪ খৃঃ আকটোবার মাদে স্থপীম কোর্টের জ্বজ্ব ও কৌলিলের মেম্বরগণ কলিকাতার চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত হন। তাঁহারা কলিকাতার উপাস্থত হইলে ফোর্ট উইলিয়ম তুর্গ হইতে সপ্থবিংশতিবার তোপধ্বনি হইল। হেটিংস কয়েকজন সামান্য অধীনস্থ কর্মচারি পাঠাইয়া মেম্বর গণের সম্বর্জনা করিলেন। হেটিংসের এই গর্বিত ও কর্কশ ব্যবহারে কৌলিলের মেম্বরগণ ভাবিলেন হেটিংস নিজ্ন প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠতা থেখাই বার জন্য তাঁহাদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহারা হেটিংসের মথেছাচারে বাধা দিতে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এতদিন বাঙ্গলায় হেষ্টিংসেরই একছত্র ক্ষমতা ছিল। কলিকাতা কৌন্সিল তাঁহার নিজের দলের লোক লইয়াই সংগঠিত হইয়াছিল—হাত্রাং তিনি যাহা করিতেন তাহাই সর্ব্বাদী সন্মত হইয়া বিবেচিত হইত। এই ক্ষম্য হেষ্টিংসের কার্য্যের বিক্লম্বে কি ইউরোপীয় কি দেশীয় কোন প্রকার লোকই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু নৃতন কৌন্সিল উপস্থিত হওয়াতে তাহারা হেষ্টিংস রুত অভ্যাচারের প্রতিবিধানের আশা করিতে লাগিল। এই সময়ে রোহিল্লাযুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় লইয়া কৌন্সিলের নৃতন মেম্বরগণ হেষ্টিংসকে বড় পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন—ইহা দেখিয়া সকলেই ব্যিল—গবর্ণরের দোবওঁণ বিচার করিবার ক্ষ্যে—তাহাদের অভ্যাচাব ও অবিচার হইতে রক্ষা করিবার ক্ষ্যে—গবর্ণরের সমক্ষ্যতাপর করেক ক্ষন লোক ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্ক নিয়ো-ক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষে আগিয়াছেন।

মহারাজা নন্দকুমার ও বর্দ্ধমানের যুত মহারাজা তিলকটাদের পত্নী—হেটিংস ক্রত অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কৌন্সিলে মেম্বরগণের নিকট প্রথমে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এ পর্য্যস্ত সাহস্ব করিয়া কেহই গ্রন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই—কিন্ত ইহারাই সেই বিষয়ের প্রথম পথ দেখাইয়া সাধারনের চকু ফুটাইয়া দিলেন। নন্দকুমারের অভিযোগের কারণ কি, তাহা তাঁহার নিম্নিতি পত্রথানিতে বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে; তাহা আমাদের আর পূথক করিয়া দেখাইবার আবিশাক্তা নাই।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ তারিথে মহারাক্ষা নন্দকুমার প্রকাশ্যরূপে হেটিংসের বিরুদ্ধে তৎকৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান বাসনায় কৌন্সিলের সদস্যগণের নিকট অভিযোগ করিলেন। এই অভিযোগ হইতেই তাঁহার সর্ব্ধনাশ হইল। তিনি হেটিংসের প্রজ্ঞাত ক্রোধ মুখে পতিত হইয়া অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি প্রাণ পর্যান্ত হারাইলেন—অত্যাচারের নিরাকরণ অত্য বিচার প্রার্থনা করিতে গিয়া তিনি আরও অধিক পরিমাণে অত্যাচার এন্ত হংলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ও সফল হইল না—এবং হেটিংসের কুটিল চক্রে পড়িয়া—তৎকালীন সমন্ত বঙ্গবাসীকে শেক সাগরে ভাসাইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন। হায়! কি কুক্ষণেই মহারাজা নন্দকুমার এই অভিযোগ উপহিত করিয়াছিলেন।

মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পত্রথানি কৌন্সিলের সম্বাধে দাখিল করেন—তাহা অতিশয় দীর্ঘ ও নানাবিধ রহস্য জড়িত। এই পত্র-থানি—"গবর্ণর জেনারেল ও কোন্দিল"কে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। ইহা পারদীতে লিথিত হইয়াছিল—ও তাহার দক্ষে একথানি ইংরাজি অনুবাদও ছিল। মহারাজা নক্তু-মার স্বরং অভিযোগ পত্রথানি ফ্রান্সিদের হতে দিয়া আইনেন। ফ্রান্সিদ্ যথাসনয়ে কৌন্সিলের অধিবেশনে পত্রথানি উপস্থিত করিলেন। পত্রথানি ৮ই মার্চ্চ তারিখে ণিবিত। ইহার প্রথমেই মহারাজা নুক্কুমার মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধকালে ইংরাজ দিগকে কি প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার বিষয় লিখিত আছে। তৎপরে ইহার মধ্যে মহম্মদ রেজাথাঁর কাহিনী জ্ঞলস্তভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর যাহা ছিল পাঠক নিমে তাহা অবিকল দেখিতে পাইবেন। মহারাজা নক্তুমার তার পর লিখি-তেছেন—"যথন হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার গবর্ণর স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া বাঙ্গলায় শাসনকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন—সেই সময়ে তিনি আমাকে তাঁহার কার্য্য বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অন্তুরোধ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধৃতাস্ত্রে বদ্ধ হইতে <sup>বলেন।</sup> এই সময়ে আমি কি কার্য্য করিয়াছিলাম তাহা পরে দৃষ্ট হইবে। যথন জেনা-<sup>রেল</sup> ক্রেভারিং কর্ণে**ল মন্সন ও ফিলিপ** ফ্রান্সিন্ সাহেব ক্লিকাতা কৌন্সিলের সদস্যরূপে বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন—তথন প্রেসিডেণ্ট হেটিংস সাহেব <sup>অনেক</sup> দেশীয়লোককে তাঁহাদের নিকট পরিচিত করিয়া দেন – তাঁহারা কলিকাতার উপস্থিত হইবার এক সপ্তাহ পরে আমি গবর্ণর সাহেবকে ঐ সমস্ত কৌন্সিলের সাহেব-দিগের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার জন্য অন্তরোধ করি –গবর্ণর তাহার উত্তরে

বলেন—"আমার একজন শত্রু আছে তাহার সহিত আপনার বড়ই ঘনিও সলফ আপনারা তাহাকে এই দকল মন্ত্রীসভার সভ্যগণের নিকট পত্রাদি পাঠাইবার জ্ঞ সংবাদ-তাহক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন" ইহার পর গবর্ণর বলেন—"আমার শত্রুর স্থিত আপুনাদের বড়ই মিত্রতা দেখিতেছি—আপুনি তাহার সহায়তায় মেম্বরগণের স্থিত পরিচিত হউন না কেন ?'' তংপরে তিনি ভয়প্রদর্শন করিয়া কছিলেন—"আমার নিজের স্থবিধার জন্য ও মান বাঁচাইবার জন্ম আমি সমস্ত চেষ্টাই করিব-কিন্তু তাহাতে আপনিই ক্ষৃতিগ্রস্ত হইবেন।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আপনি আমার পরম শক্ত গ্রেছাম সাহেবের \* কথায় আস্থা প্রদান করিবেন না। এ সম্বন্ধে তথন আব কোন কথাই হইল না। পরে গবর্ণর, ইলিয়ান সাহেবকে, † মেম্বরগণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবার জক্ত আমার দক্ষে পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে আমি মধ্যে মধ্যে কখনও বা কৌ সিলের সদস্যগণের সহিত, কখনও বা গবর্ণর সাহেবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতাম। ২৯ এ পোষ মঙ্গলবার আমি গবর্ণরের বাটাতে গিয়াছিলাম। উক্ত দিবদে দেখিলাম যে আমার পরমশক্ত গ্রেহাম সাহেব ও গবর্ণর একত্রে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। গ্রেহাম সাহেব চলিয়া গেলে গবর্ণর সাহেব আমায় ডাকিয়া বলিলেন—"সামি নিশ্য জানিয়াছি যে স্থাপনি আমার প্রকৃত শক্র ন্যায় কাজ করি-তেছেন—আমি এই সময় হইতে এধানে আপনার একজন প্রধান শক্র হইব—এবং বিলাতে গিয়াও আপনার অনিষ্ট করিতে ছাড়িব না। আপনি আজ হইতে আর আমার কাছে আসিবেন না---আপনি আপনার ক্ষমতার আমার যতনুর অনিট করিতে পারেন তাহাই করিবেন"।

ক্ৰমশং।

## অশ্রুবিন্দু উপহার।

দয়াময়, কোথা তৃমি, কোথা তৃমি এদনা হে,
পরিপ্রাপ্ত বড় আজি দাঁড়াতে পারিনে আর,
তোমারি আদেশে নাথ, সংসার ভ্রমিতে গিয়ে,
এনেছি তোমার তরে অঞ্বিদ্ উপহার।

<sup>•</sup> ইনি বৰ্ষমানে হেষ্টিংস কৰ্তৃক Resident নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

<sup>†</sup> हेनि नन्तर्भाष्त्रत्र नात्म जान त्याक्कामात्र विज्ञावीत कार्ग्य कर्तिशाहित्नन ।

কানা থেলা পেরে দেখা, তোমারে ভ্লিয়ে গিয়ে,
কত যে পেরেছি জালা, কি কব হে—কি কব হে,
এ ক্ষুত্র হলর মম, যাতনা অনস্তোপম,
বল নাথ—বল নাথ, কত সহে—কত সহে!

দিশাহারা হ'য়ে আমি কত দিকে চেয়েছি য়ে,
কাতরে, আকুল প্রাণে কেঁদেছি মে কত বার,
দেখিতে কি পেয়েছি হে— দেখা কি দিয়েছ, নাথ,
দশদিকে দেখেছি য়ে অন্ধকার—অন্ধকার।
কত মরু মরীচিকা পেয়েছি জীবন-পথে,
কব কি তোমারে পুন, না জান কি তুমি তার—
তোমার রাজত্বে ঘুরে, নিরবধি পেয়েছি য়া,
এনেছি তোমার তরে অশ্বিশু উপহার!

পাপী যে তাপী যে আমি, বড় জালা সয়েছি যে,
তাপিত ব্যথিত হাদে দিওনাক ব্যথা আর,
দয়ার ভিথারী আজি হয়ারে দাঁড়ায়ে তব,
দয়াময়, দাও এসে নামাইয়ে হ্য়-ভার।
দিয়েছিলে যত কিছু, সব ফেলে এসেছি হে,
পারিনে আনিডে হেথা বিল্মাত্র আমি ভার,
তোমারি আদেশে, নাথ, সংসার ভ্রমিতে গিয়ে,
এনেছি তোমার তরে অশ্রবিল্ উপহার!

শ্ৰীনবক্ষ ভট্টাচাৰ্ষ্য।

# প্রয়াগ দর্শন।

মৃসলমানদের এলাহাবাদ অর্থাৎ আল্লার স্থান আর আমাদের প্ণ্যতীর্থ প্রাণ্য,—
এথানে আসিয়া পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্থান করিয়া কত পাপী তাপী তরিয়া গেল,
অধম আমার কিছুই হইল না, আমি যে পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম—তাহা
যেমন তেমনি রহিয়া গেল, এখানে আসিয়া অবধি আমার একদিন গঙ্গাস্থান হয় নাই।
এই শীতের দেশ, ভোরে উঠিয়া গঙ্গা-স্থানের কথা মনে করিতে গেলেও গারে কাঁটা দিয়া

উঠে,—তবু না হয় এক দিন কঠে প্রঠে তাহাও করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম পাণ্ডাদের কিছু কিছু দিরা মাথা না মুড়াইতে পারিলে শুধু গদামানের ফল হয় না। তা প্রথমটিতে আমার আপত্তি ছিল না, বিতীয় কথাটি শুনিয়া আধি এমনি আতক উপস্থিত হইয়াছে যে সেই দিন হইতে এই সহক্ষ পুণ্য লাভের আশাটা একেবারেই ছাড়িয়া বিজ্ঞা দার্শনিক হইয়া মনে মনে দিন্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি—এত সহক্ষে পাপমুক্ত হইয়া ভৃত্তি নাই। কর্ম্ম দারাই কর্মকে জয় করা উচিত। যাহউক তাই বলিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের অন্য কোন সহজ্ঞ উপায় পাইলে আমি যে ছাড়িয়া কথা কই তা নয়,—মাথা না মুড়াইয়া আর এই শীতের সময় গলামান না করিয়া শুধু স্থানদর্শন ঘারা যতদ্র পুণ্য লাভ করা যাইতে পারে তাহার বড় বাকী রাখি নাই, এখানে দেখিবার মত যাহা আছে সকলি প্রায় দেখিয়া লইয়াছি।

প্রয়াগের প্রধান মাহাত্মা ত্রিবেণী-সঙ্গমে, গঙ্গা ষমুনা সরস্থ নীর পুণ্য মিলন-স্থলে।
এখান হইতে সরস্থ নী যদিও অনেক দিন অন্তর্ধান করিয়াছেন (পাণ্ডারা বলে অন্তঃশালা
বহিতেছেন) কিন্তু গঙ্গা মমুনার যুগলরপ এখানে আসিয়া যিনি না দেখেন তাঁর আসাই
মিথ্যা। আমরা নৌকা করিয়া একদিন এই সঙ্গম দেখিতে গিয়াছিলাম। যমুনার কালজলে
নৌকা ভাসিল,—যমুনাপুলের জল-প্রোখিত প্রকাণ্ড স্তন্তের মধ্য দিয়া তরতর বেগে
নৌকা হুর্গ প্রাকারের নিকটে আসিয়া পড়িল। এই হুর্গ আক্বর সাহ নির্মাণ করিয়া
গিয়াছেন, ইংরাজেরা এখন ভোগ দখল করিতেছেন। একদিন হুর্গের সিংহাসন-আকারেগঠিত বারাণ্ডার উপর বিয়া মোগল সমাট যখন গর্মভারে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন—তখন তিনি জানিতেন না পেণ্টুলুনের মধ্যে কামিজ কলা, রাঙ্গাম্থওয়ালা, সমুদ্র
পারের সামান্য সেনিক বাচ্ছারা এক দিন সেই বারালায় দাড়াইয়া সমান দর্পভরে
দূরবীনের ভিতর দিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিবে। এ জ্ঞানটা সে দিন আমাদের ভাগ্যে
ঘটিয়াছিল।

কি প্রকাপ্ত হুর্গ! ইহার গঠনই বা. কি মজবুত! হুর্গের পশ্চিম। দিকের প্রাকার ভিত্তি ঠিক জলের উপর হইতে উঠিয়াছে, কত শতাকার বর্ষার ভাম ভোড় ইহার উপর দিয়া চলিয়া বাইতেছে, তবু হুর্গ এখনো অটল-পাষাণের ন্যায় দাড়াইয়া আছে, ভবিষ্যতের শত সহস্র বৎসরের অত্যাচারকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ভীমদর্পে অপেক্ষা করিতেছে। 'কি নসলায় গঠিত হটুয়া হুর্গের গাঁথনি এত কঠিন হুইয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা তাহা এখনো আবিদ্ধার করিতে পারেন নাই। নদীর ধারে হুর্গ প্রাকারের এক স্থানে ইইাদের আমলে একটু ফাটিয়া য়ায়, ইইায়া তাহা বতবায় মেরামত করিতেছেন, ততবারই ভাকিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই ঠিক ছুর্গের জন্য স্থানের মত ইহা মজবুদ করিছে পারিতেছেন না। যমুনার তীরে ছুর্গের ঠিক নীচে একটি ধ্বলা পেনাতা দেখিলাম, এই ধ্বজা-নিয়ন্থ কুপেই নাকি এখন সরস্বতী রিয়াজিত—ভাই ইহার

নাম সরস্বতী কুপ। মাঝিরা বলিল উপর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে কুপের জল হথের মত শাদা দেখায়। এই কুপে পাণ্ডাদের বিলক্ষণ উপান্ন হয়। দেখিতে দেখিতে গঙ্গায় আদিয়া পড়িলাম। পুর্কে যমুনার মত গদাও ত্রের গা খেদিয়া বহিত। এদেশের একটি প্রবাদই আছে,

> मतियां वाल मतियां किनाद्य, कवित्रावान निर्मानी, আকবর যো কিল্লা বানায়া, ত্রিবেণীকা পাণ

এখন গলা একটু সরিয়া পড়িরাছে, তবে বর্ষাকালে অবশ্য এখনো গলা ছর্গের ভিত্তিতে মাদিয়া লাগে। পঙ্গা যমুনার মিলন হানে জলের কি তোড়, ছইটা প্রকাণ্ড জল-রাণি একটার উপরে একটা ঝাঁপাই ঝুড়িতে ঝুড়িতে অবশেষে এক হইয়া প্রশাস্ত ভাবে স্রিয়া পড়িয়া সমুদ্র পানে চলিয়াছে, তুই স্তীনে কে স্বামীর কাছে আগে পৌছিবে —এই বিবাদে উন্মত হইরা যেন একজনকে একজন ভীনবেগে ছাড়াইরা চলিতে চাহিতেছে। ঠিক সঙ্গমস্থানটি দেখিলে ক্লফের মোহিনী মূর্ত্তি মনে পতে। আধো कान आर्मा भाना, आर्मा अछ। आर्मा हिकुत, এই आम आम जरूप रान निक छतिया গিরাছে। আধো আধো মিশিরা এক হইরা গিরাও দাম্পত্য প্রেমের মিলনের মত গদা যমুনার স্বাতস্ত্রা লোপ হয় নাই।

এখানে নৌকার উপর হইতে গলার ছই পারের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। আমা-দের ডানদিকে (এলাহাবাদের পরপারে) গদার উপরে খানিকট। লইরা এবড়ো খেবড়ো উচু নীচু পাহাড়ময় স্থান, ইহার নাম ঝুদি—ইহার কোন অংশে কোন কেলার ভগাংশ, (শোনা যায় এপারে ৪টা কেলা ছিল) কোন স্থানে বা কয়েক্ট কুঁড়েঘর --কোথার বা গাছ পালার মধ্যে একটা সামান্য মন্দির, আর পাহাড়ের সর্বোচ্চশিথরে তীরোখিত সিঁড়ি সংযুক্ত একটি কুজ ইটের দোতালা বাড়ী অতি দুর হইতে লোকের नकरत পড़िতেছে। (এখানে একজন পরমহংদ বাদ করেন-এখানকার লোকেদের তাঁহার •প্রতি পরম ভক্তি, আমরা তাঁহার কাছে ছই তিনবার গিয়াছিলাম।) এই পাহাড়ময় স্থান থানিকদ্র গিয়া সমতল হরিংকেত্রে শেষ হইয়াছে, শ্যামশ্যাপূর্ণ এই সমক্ষেত্রতীর আবার আমাদের পশ্চাতে বমুনার তীরের সহিত গিয়া মিশিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পূর্ণ গলার এই তীর দেশ দেখিলে হংধ ছঃখে উদাসীন নিকাম मन्नामीत গন্তীর মৃত্তি মনে পড়ে, আহু আমাদের বামদিকের বেণী ঘাটের প্রতি চাহিলে তাহাতে লোভ কলহময় একটি সংদার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বুহৎ ঘটিতীর লোকে লোকে নিশানে নিশানে একাকার। (ভিন্ন ভিন্ন নিশান দেখিয়া লোকে নিজের নিজের পাণ্ডা ঠিক করিয়া লয়) সেই নিশানের মাঝে মাঝে ও গঙ্গার <sup>জলময়</sup> কু**লে কুলে,—সারি সারি ভক্তাপাতা। গদা মান ক**রিয়া কেহবা ভক্তার উপর বিদিয়া কোঁটা কাটিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছে,

কেহবা তক্তাতে বসিয়া নীচের জল তুলিয়া তুলিয়া স্থান করিতেছে, আর গদার জলেত সারবলা লোকের কথাই নাই। গুরুর ঠিক ধারে-এমন কি ঠিক বা জলের উপর্ভ गांत्य गांत्य এक এकथाना अशांशी वन्तवत्ख्य मार्गाना तकम आठिनांता तिथा गरित्तिह, শোনা গেল তাহার একথানিতে দেরাজপুরের রাণী মকদ্দমা করিতে আদিয়া কল্পবাহ করি-তেছেন। তীরে নানা রকমের দোকান। নিশানের মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় তাল পাতার ছাতির নীচে পাণ্ডারা এক একটা মাটীর চিবি, পাথরের চিবিকে রং চঙ্গে কাপড় পরাইয়া ঠাকুর দাজাইয়া দোকান পাতিয়া বদিয়াছে। যাত্রীদের এই দকল মূর্ভিকেই मिकिश विश्वा गाँहेर् इस । हेरा छाड़ा मठाकांत्र मार्कानवत्र मित्र मुर्खित्र धर्थात অভাব নাই। যথন বর্ষাকালে এই তীর ডুবিয়া যায় তথন পাগুারা উপরে ফোর্টে যাইবার উ চু রান্তার ধারে সমত্ত দোকান তুলিয়া আনে। বর্ধাকালে ঠিক এই রাস্তার নীচে পর্যান্ত জল আদে। এখন গঙ্গা এই রাস্তা হইতে কত দূরে পঞ্জিছে। এখন এই রাস্তার উপর দাড়াইয়া দেখ তোমার সমুধে নীচে স্থাদুর প্রসারিত বালির চড়া ধ ধ করিতেছে, সেই বিশাল চড়ার এক পাশে অতি দূরে একটা স্ক্র রেখার ্মত গলা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া যমুনার সহিত মিশিমাছে। এই সরু গলা দেখিলে তাহাকে গদা মনে হয় না, সে বেন গদার একথানি ছায়া, আর তাহার চারিদিকের সমস্ত দৃশ্যটা যেন একটা স্বপ্ন দৃশ্য। কে জানে নৌকার উপর আবিক্ষা এই উচু রাতার উপর হইতে গলার এই দৃশ্যটা যেন আমার বেশী ভাল ল'গৌ।

এই রাস্তার ধারে একটি গাছের তলার একদ্বন বৃদ্ধদৈন বিদিয়া আছেন এইখানে বেড়াইতে আনিয়া আমরা ছই দিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি অন্ধ, গাত্রে কোন বস্ত্র নাই, পরণে নেংটিমাত্র, তাঁহার দাড়ী বৃক্ষে আনিয়া পড়িলছে। ছই দিনই দেখিলাম—তিনি বিদ্ধির বিদ্ধির করিয়া মালা স্বপিতেছেন। আমরা কথা কহিলাম—তিনি বৃদ্ধিতে পারিলেন না, চেলাদের দিয়া তাঁহাকে ছএক কথা কি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু বৃদ্ধের তাহা ইক্রিরগা হইল না তিনি অন্যরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন, চেলারা হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধের নাম স্বরদাস—শুনিলাম অনেক দিন হইতে দিন রাজ্র নাই, শীত রৌজ নাই সমান এই স্থানে রিদ্ধা আছেন। গ্রন্থনিতের রেকর্ডেই পাওয়া যায়—তিনি ৫৫ বংসর কাল এইরপে বিদ্ধা আছেন। গ্রন্থনিতের বেকর্ডেই পাওয়া বার তিনি এইখানে বিদ্ধা আছেন। কি স্বামীম থৈকি। আগে আগে নাকি রাজ্র ছইটার সময় একবার করিয়া তিনি হাঁটিয়া গলা লান করিতে যাইছেন—এখন এমন শক্তিহীন—বে চেলারা তুলিয়া না লইয়া গোলে তিনি আরু নৃড়িতে পারেম না। ইনি কাহারো নিকট ভিন্ধা করেন না, ইছে। করিয়া যে যাহা দেয়। শুনিলাম এখন

ইহার এত টাকা জমিয়াছে—যে ইহার নামে এলাহাবাদে একটা ব্যাদ্ধ চলি তছে, পরে তাঁহার চেলারাই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী ইইবে।

বেণীসঙ্গম দেখিয়া আমরা অক্ষরতি দেখিতে এই রাস্তা দিয়া তুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তুর্গ-স্কৃতকে প্রবেশ করিয়া যথন শস্ত্রধারী প্রহরীদের নিকট দিয়া তুর্গবার অতিক্রম করিতে লাগিলাম—গাটা যেন ঝম করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই হুৰ্গ নিৰ্মাণ কৌশন—আর কলিকাভার হুৰ্গ নিৰ্মাণ কৌশন গুনিলাম এক, এই হুৰ্গ দেখিয়াই নাকি ইংরাজেরা সেই ধরণে কলিকাতার তুর্গ নির্ম্বাণ করিয়াছেন। তুর্গের একে-বারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে একে একে চারিটি প্রকাণ্ড দার অভিক্রম করিতে হয়। প্রতি দারেই শক্তধারী প্রহরী, এক দার অতিক্রম করিয়া আর একটি দার পর্যান্ত छान (यन रिमिनकशूर्व श्राला-कामानशूर्व এक এकि कुछ त्राङ्मा धूर्वत श्राः-প্রশালীর এমনি বন্দবস্ত শেইফামতে ছুর্ম রারের নিষ্কের ছুই পার্ফের স্থান একেরারে জলময় করিয়া তোলা যায়, — শক্ত আদিতে হইলে প্রথমতঃ সেই জল পার হইরা ছুর্গ-বাসাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে শারে প্রবেশ করিতে পাইবে। সচরাচর সক্রে ছর্গের তৃতীয় দারের ভিতর পর্যান্ত বাইতে পারে — মামরাও তিনটি বার পার হইলাম, দেখিলাম — প্রথম বিতীয় ভারে দেনী সৈন্য তৃতীয় ভারে ইংরাজ সৈক্ত পাহারায় নিযুক্ত। যদি মরিতে হয় আগে আমাদের দেশের লোকগুলা—যা শত্রু পরে পরে। পাশুনা থাকিলে চতুর্ধ দার অতিক্রম করিয়া কেহ আদল তুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে প'রে না। এথানে ার কি অন্তাগার প্রসৃতি মাছে। আমাদের পাশ ছিল না—আমাদেরও ইহার মধ্যে যাওয়া <sup>এইল</sup> না। কিন্তু এবার না হউ**ক—আ**র একবার আমরা পাশলইয়া অক্রাগার দেখিতে গিলাছিলাম। সে কি কাও। বরের চারিদিকে কত রক্ষ করিয়া বলুক সাজান, দেয়ালে দেরালে বর্ধ। তরবার সঙ্গীন অক অক করিতেছে – যে দিকে চাই — চোক যেন ঝলসিয়া বার। বাক –আমরা তৃতীয় দার পার হুইয়াই সন্থের বাগানে অশোক স্তম্ভ দেখি-লাম। স্তন্ত প্রতিষ্ঠার সময় প্রভৃতি পালিভাগার স্তন্তের গারে লেখা আছে। এদেশে ছোট লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। এ গদা দেখিয়া ভীমকে কল্লনা করা সহজ কণা নহে। এই স্তম্ভ ছাড়াইয়া কিছু দূরেই অক্ষয়বটের স্থড়ঙ্গ। স্নুড়ঞ্চের কাছে আমা-দের গাড়ী আসিয়া থামিল-আমরা কয়জনে সিঁড়ি দিয়া নাগিয়া স্কুড়ঙ্গে প্রবেশ করি-नाम। नामिया यांक व्यक्तकारत ह'रब रयन थीमा लागिया रशन- এक बन পाछ। व्यातना <sup>হাতে</sup> লইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া চলিল। সিঁড়ি ছইতে নামিয়াই স্লুড্কের এক পাশে—আনাদের সন্মুথে একটি প্রস্তর মূর্তি, তাহা দেখাইয়া পাণ্ডা বলিন —"ইহা প্রয়াগের গ্রিবেণীমাধবের মূর্ব্তি। **যেধানে এখন** এই ছুর্গ দেখিতেছ এই ছুর্গ নির্মাণের আগে এ স্থান গঙ্গার জলে পূর্ণ ছিল, **আক্**বর তাহা দেখিয়া ত্রিবেণীমাধবের কাছে আসিরা এই বর প্রার্থনা করিলেন—বে ৫০০ বৎসরের জন্য গন্ধা কিছু সরিয়া যাউন" বেণীমাধবজ্ঞি

তাঁহার স্তবে তুও হইয়া বলিলেন '৫০০ বংসর কেন আমি গঙ্গা লইয়া হাজার হাজার বৎসরের জন্য এখান হইতে ২টিয়া যাইতেছি—তুমি এই স্থানে হুর্গ নিশ্মাণ কর'।

গল্ল গুনিতে গুনিতে স্থড়ঙ্গটা দেখিয়া লইলাম, স্থড়ঙ্গটা উচ্চে দেড় মামুষ আন্দান্ত, প্রস্থে পাশাপাশি বোধ হয়—২৷৩ জ্বন লোক এক সঙ্গে চলিতে পারে—আর দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ২৫।৩০ হাত মনে হইল। স্কুড়কের ছই পাশের ছই দেয়ালে অনেক কোলঙ্গা, এক এক কোলঙ্গায় এক এক দেবতামূর্ত্তি; মূর্ত্তিগুলি সবই প্রায় পাথরের— তাহার কোনটারই না আছে ছাঁদ না আছে 🕮, সবই নিতান্ত অদ্ভূত রকমের। কোলগা-স্থিত দেবতাগুলির নাম বলিতে বলিতে পাণ্ডা আমাদের পথ দেখাইয়া চলিতে লাগি-লেন। যাইতে যাইতে একটি কোলকায় রাম লক্ষণের মূর্ত্তির কাছে প্রস্তর খোদিত আলাদা একথানি পা দেখিলাম। শুনিলাম, উহা ভগবানের প্রীচরণ-বিনা আয়াদে আশার অতীত ফল লাভ করিলাম—ভগবানের চরণ দর্শন ঘটন —ছঃথের মধ্যে তাহাতে मनतीरत चर्न नाज घटिन ना। পাতা विनन तामहत्त्व वरन याहेवात ममग्र यथन **अ**शांग হইরা যান তথন এই পদাস্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডার সে কথা গুনিয়া আমাদের সঙ্গের একজন এ দেশী হিন্দু চাকরের মনে এতটা ভাবোদয় হইল – যে সে ওহো ওহো করিয়া উঠিল—চোথে জল আদিয়াছিল কি না সেটা ঠিক দেখিতে পাই নাই। অক্ষয়বটের কাছাকাছি আদিয়া স্থড়কের মেম্বেতে ক্রেকটি শিব স্থাপনা দেখিলাম – একটা শিবের পাথর থানিকটা ভাঙ্গিয়া গেছে। পাণ্ডা বলিল আরঞ্জীব ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন --ভাঙ্গিবামাত্র রক্তে স্কুড়ঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। আরঞ্জীব কি রূপ অত্যাচারী ছিলেন, কত হিন্দু দেব দেবী নষ্ট করিয়াছিলেন ভাহাও সে গল্প করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে আমরা স্কৃত্তের প্রায় শেষ ভাগে আসিয়া বটবুক্তের সমুধে দাড়াইলাম। যাহা দেখি-লাম আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দেই রৌজহীন বায়ুহীন নিরালোক বদ্ধ প্রদেশে ত একটি নবীন পাতা নুঞ্জরিত একটি ছিন্নমন্তা জীবত বৃক্ষ দেখিয়া আশ্চর্যা হইয়া গেলাম। গাছের প্রধান যে ওঁড়ি তাহা মাটি হইতে আলাজ আধ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া সেধান হইতে অপেকারত হুইটা ছোটগুঁড়িতে ভাগ হইনা উর্দ্ধে উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রধান গুড়ির ছুইদিক হুইতে ছুইটা মোটা মোটা গুড়ির মত ডাল উঠিয় গুহার ছাতের কাছাকাছি পৌছিয়াছে। গাছ স্থভঙ্গের মাথা স্পর্শ করিবে ভয়ে—গুঁড়ির ছাদমুখী আগা ছুইটি একেবারে কাটা। স্কুতরাং এই গাছের চেহারা মাটীতে পোঁতা একগাছা মাণা কাটা খোলা রালার বেড়ীর মত। প্রধান গুঁড়ির ছুই পাশে ছুই জারগার এক একটি নিতান্ত ছোট সক ডাল বাহির হইয়াছে, সেই ডালে কাঁচা কাঁচা হুই চারিটি পাঠা, তাহা ছাড়া সমস্ত গাছে একটি ডাল নাই, একটি পাতা নাই, বেড়ীর ডাগুার মত সেই মোটা মোটা গুড়ি হুইটিই এই গাছের সর্বায়। এই গুড়ি হুইটি গাঁটে গাঁটে ভরা—ুসেই গাঁট গুণি দেখিতে কাঁচা কাঁচা, মনে হয় উহা হইতে যেন কিছু দিন পরে নুতন পাতা বাহিরু

হইবে। কিন্তু গুনিলাম-নৃতন পাতা এগাছে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর এবার নৃতন পাতা হুই একটি বাহির হুইয়াছে, আবার অয়দিনের মধ্যে **ভকাই**য়া যাইবে। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বিনা বাতাদে বিনা আলোকে গাছটি বাঁচিয়া আছে ইহাই আশ্চর্য্য। এই গুহা অক্ষয়বটের জ্বাবস্ত সমাধি। পুথি-বীতে গুনিয়াছি সাতটি আশ্চর্য্য সামগ্রী আছে আমারত মনে হইল এই অক্ষর বটকে আর একটি আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এ গাছটি কত কালের কেহ বলিতে পাত্রিল না—মামানের পথ প্রদর্শক পাণ্ডা বলিল — ইহা সৃষ্টির প্রথমে জন্মিয়াছে। আবার যথক প্রদায় কালে পৃথিবী জলসল হইবে তথন এই গাছ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি পাতা উৎপন্ন হইয়া দেই জল ঢাকিয়া দিবে— আর সেই তিনটি পাতাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনস্ষ্টি করি বেন"। পাণ্ডাটি দেখিলাম গলের ভাণ্ডার, বা জিজানা কর উত্তর মুখে লাগিরা আছে, তাদে উত্তর তুমি ঠিক অঠিক যা মনে করিয়া লও তাহাতে তার কিছুই আপত্তি নাই। অক্ষরতের পর অল দূর গিলা স্থড়াপের শেষ, শেষটা একেবারে বন্ধ নহে, এক-জন মানুষ যাইতে পারে এইরূপ ফাঁক আছে। পাণ্ডা বলিল এই স্লুডক্স বরাবর কাশি পর্যান্ত গিয়াছে। পাণ্ডার কাছে আকবরের জন্মের একটি বড় মজার গল গুনি-লাম। অক্ষয় বটের কাছাকাছি স্মৃড্নের মেজের এক জায়গায় একটু খোঁড়া খোঁড়া গতেঁর মত আছে, পাঙা তাহা দেখাইয়া বলিলেন "এইখানে বাল্মুকুল নামে একজন ব্রহ্মচারী বদিয়া ধ্যান করিতেন, এক দিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁহাকে যে হুধ পান করিতে দিয়াছিল তাহাতে একগাছি গরুর লোম ছিল, সেই লোম মুখে পড়িবা মাত্র অপ্রচারী বলিলেন-হা শিষ্যগণ কি করিলে-আমাকে এমন পাপলিপ্ত করিলে ৷ এই বলিয়াই তিনি তথনি তন্তুতাগ করিলেন, আর সেই পাপে মুসলমানের ঘরে আকবর বাদশাণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।" আকবরের প্রতি দেশের লোক কিরূপ সম্ভুষ্ট ইহা হইতে वुका गात्र । आकरतत्वत अवः छाहात मन्नी वीत्रवत्तत अभःमा अन्तरभत त्नात्कत मृत्य ধরে না। পাণ্ডা বলিল আক্বরই অক্ষ বটের এই স্তড়ঙ্গ নির্মাণ করিয়া দেন, আর মন্ত্রী বীরবল এই মুড়ঙ্গ স্বর্ণনির্দ্মিত করিতে গিয়াছিলেন—শেষে তাহাতে দৃষ্যু উপদ্রব হইবে ভাবিয়া তাহা করেন নাই। এত গল্প করিয়াও তবু সে, দিন পাণ্ডার অনেক গল বাকী রহিয়া গেল তাই পর্দিন তাহাকে আমাদের বাড়ী আদিতে বলিলাম i সেদিন আদিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হাতে পড়িয়া তাহাদের আয়-পদার কিরুপ ক্ষিয়াছে দেই হুঃধই সে বেশী করিল; যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই,—

ইংরাজদের ইচ্ছা নয় যে পাণ্ডারা ফোর্টে থাকিতে পায়, তাহাদের উঠাইবার জন্য তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু আক্বরের পরোয়ানার জোরে তাহারা বাঁচিয়া গেছে আ চনর ছর্গ নির্মাণের সময় পাণ্ডাদের এইরূপ পরোয়ানা দিয়াছেন যে "তাহারা বং-

শাস্ক্রনে এই তুর্ব মধ্যে থাকিরা এই বৃক্ষের আর ভোগ দখন করিবে—এশান হইতে অন্ত কোন রাজা তাহাদিগকে উঠাইতে পারিবে না।' ইংরাজেরা এ মক্দমায় পরাজিত হইল বটে কিন্তু রবিবার দিন যাত্রীদের এখানে আদা বন্ধ করিল, পাণ্ডাদের তাহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি, তাহারা অনেক হেসাম করিয়া প্ররাগবাদী বরদার ভূতপূর্ম মন্ত্রী দিনকর রাওকে ধরিয়া গভরিজেনেরেলের কাছ হইতে ২। ০ বংসর মাত্র দেনিয়ম রহিত করিবার হুকুম আনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ অস্ত্রবিধা যে এখনো দ্র হইয়াছে তাহা নহে, দিনের মধ্যে সক্ষ সময় যাত্রী অক্ষর বট দেখিতে আদিতে পায় না, সকালে বিকালে কয়েক ঘণ্টা করিক্ষা অক্ষর বট দেখিবার একটা নির্দিত্র সময় আছে। ইহার উপর (পাণ্ডারা প্রতিদিন যত লাভ কর্ক না কর্কক) গোরা প্রায়ীদের প্রতিদিন নাকি পাঁচদিকা করিয়া ঘূর দিতে হয়্ম, নহিলে তাহারা যাত্রী ভাগাইয়া দেয়। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম দেখিলান —অনেকে ফুল দিয়া গাছ পূজা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন সন্তান কামনায় আদিয়াছে।

খসক্রবাপ এখানকার দেখিবার আর একট প্রধান স্থান। জাহাঙ্গীরের পুত্র ধসকু যথন এ অঞ্লের শাসনক ঠা ছিলেন তথন তিনি এ বাগান প্রস্তুত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই সাধের বাগানেই ত'হার সমাধি হইয়াছে। এখন এ বাগান গ্রবর্ণমেণ্টের হাতে। এও শত টাকা বেতনে একজন নাকি এ বাগানের ইংরাজ তত্তাক ধারকই আছে। বাগানের হুইটি গেট। প্রথম গেটের ভিতরকার কনপাউও এখন বাগানের সামিল নহে, সেথানকার দোকান রাস্তা এখন গ্রথমেটের। আগে এইখানে বাগানের খান দোকান বিষ্ঠা। ইহার কাছে একট কূপ-বাট্ক। আছে। দোতালা বাড়ীর মধ্যে কুপ, কুপের ভিতর পর্যান্ত সিঁড়ি, গর্মি কালে বেগমেরা আরে কি এইধানে ্বাস করিতেন। প্রথম গেটের ক্রপাউওের সীমার হিতীর সার একটি প্রকাণ্ড গেট — ইহা উচ্চে ৫০ হাতেরও হয়ত অধিক হইবে; এই গেটের শিল্প কার্যাও বড় চমংকার। পেটের মধ্যে চুকিয়া বাগানের রাস্তার জৃই পাশে চাহিয়া দেখ চিত্র বিচিত্র মধ্যকা শ্রা विष्ठांन तरिवार्ष्ट, तम सथसल अन्याय सथसल नरह, घारमत मारक मारक नाना वर्षित्र বিলাতি ফুল ফুটাইরা ঠিক মথমলের মত সাক্ষান হইয়াছে। তারপর ফুল বাগান, হাজার হাজার নানা রংক্ষের নানা আয়তনের গোলাপ একদঙ্গে ফুটিয়া সৌরভে চারিদিক আকুল করিয়া রাখিয়াছে, গোলাপকুলের এমন কারখানা আর কথনো দেখি নাই। অন্য ফুল एक अटकवादत नारे जारा नरह, जरव थनकवान द्रशानारित क्रनारे अधिक।

বাগানের মধ্যে এক লাইনে তিনটি সমাধি মন্দির। প্রথমটি খসকর মাতার, ছিতীয়টি শূন্য। খসকর এক দ্বার জন্য ইহা নির্মিত হয়, কিন্তু তিনি কথাবছা দিল্লিতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিয়া সেইখানেই প্রাণ, ত্যাগ করেন এবং সেইখানেই তাঁর দেহ প্রোণিত হয়—স্ক্তরাং এগানকার মন্দিরটি শূন্যই মহিলা,

গেছে। তৃতীয় মন্দিরটিটে স্বয়ং থসক ও 'ঠাহার ছই বালক পুত্র শ্যান আছেন। হতভাগা ধদক দাজাহানের প্ররোচনায় জাঁহার ছইটি বালক পুত্রের দহিত একই দিনে একজন হাবদি ক্রীতদাদ কর্তৃক নিহত হন। থদক ও দাহাজাখান ছই স্হোদর ভাতা, ইহাদের মাতা মানসিংহের ভণিনী। পিতা জাহালীর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই রাজ্য লোভে ছই ভাইয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ নিবৃত্তির জন্য ছই ভাইকে স্বতন্ত্র রাথিবার ইচ্ছায় জাহাঙ্গীর থসক্ষয়ে এলাহাবাদের শাসন ভার দিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। সাহাজান ও খদকর বিবাদে খদকর নাতা সাহাজানকেই দোষী দেখিতে পান ও তাহাতে নিতাস্ত ব্যথিত হইয়া তি.নি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না স্থির করিয়া পুত্র থসকর সহিত এলাহাবাদে আগমন করেন। খসক এখানে আদিয়াও নিস্তার পাইলেন না। একদিন তিনি ও জাঁহার তুইটি পুত্র আহার করিতেছেন মুহুর্ত্তের জন্য অন্য ভূত্যবর্গ সরিয়া গিয়াছে—এই সমন্ন থদকর একজন ভত্যবেশী সাহাল্পানের লোক তিন্ত্রনকে একসঙ্গে হত্যাকরে। কিন্তু পরে সাহাজ্ঞান নিজে দোষ মুক্ত হইবার জনা ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। পুত্রশোকে রাজীও কিছু দিন পরে প্রাণ ত্যাগ করেন।

যে ফকীরের উপর এই তিনটি সমাধি মন্দির দেখিবার ভার-আর বে আমাদের সঙ্গে লইয়া মন্দিরগুলি দেপাইয়া বেড়াইতেছিল, তাহার কাছেই আমরা এই সব কথা ঙনিলাম। ককির পারস্য ভাষা বেশ জানে। সমাধি মন্দির খোদিত কথা পড়িয়াসে আমা-দের তাহার মর্শ্ম বুঝাইয়া দিতে লাগিন। খনকর সমাধি মন্দিরের ভিতর দিকের দেয়ালে অনেক গুলি এই মর্শ্বের কবিতা লেখা আছে –ধনের জন্য কিনা হয় –পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া পড়ে, ভাইকে ভাই নিধন করে — ইত্যাদি। একস্থলের অন্যরূপ অর্থের হুই ছত্র ক্বিতা বড় ভাল লাগিল—ফাহার অর্থ এই, "এই যে নবাব খদক্র—ইনি অতি স্ক্রবস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারিতেন না, অঙ্গে ব্যথা লাগিত, এখন কতমন পাষাণ ভারের নীচে সফলে•ভইয়া আছেন"।

থসকর গোরের পাথরের উপর কতকগুলি ফুল ছড়ান দেখিলাম। ভুনিলাম মৃসল-মানেরা অনেকে অনেক কামনা করিয়া থসক ও তাঁহার পুত্রদিগকে পূজা করিয়া যায়, विनां-अপরাধে হত হইয়া আর্ফি ইহারা "সহিদ" অর্থাৎ দেবতা হইয়াছেন।

 (এই সব দেখিয়া ওনিয়া একটা ওদাস্যময় কটেয় ভাব দলে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আদিলাম। সমাধি স্থল দেখিলে মনে কি যে একটা কিছুই কিছু নয় ভাব আদিয়া পড়ে সহজে দে ভাৰ মন হইতে তা<u>ৰ্</u>জান যায় না ? অথচ এই কটেবও এমন একটা আকৰ্ষণ আছে—সমাধি-ক্ষেত্রে আদিলে আর ফিরিতে ইচ্ছ। করে না,—কে জানে মৃত্যুর মধ্যে কি মায়া নিহিত, মৃত্যুকে সকলে দুরে রাথিতে চায়, মৃত কেহ দেখিতে চায় না — <sup>তবু শব</sup> দেখিলে তাহার দিকে না চাহিয়া যেন কেহ থাকিতে পারে না। একদিন

অধানকার ইংরাজনের গোরন্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। 

কিত সাধের স্ত্রী মরিয়াছে—
স্বামী সেই মৃত দেহের উপর উচ্চ স্বৃতি স্তস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, কত স্ত্রী মৃত স্বামীর গোরের উপর অক্রমাথা কাতরোক্তি লিধিয়াছেন। একজন ধনীর একটে মাত্র প্রত্রুপর ব্যানে গোড়া হইতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, একজন একে একে চারিটে প্র কন্যা ও স্ত্রীকে,এই থানে ওয়াইয়া রাথিয়া গেছেন, সংসারে বুঝি আর তাহার কেহ নাই। কত পুত্র কন্যা পিতামাতা ভাই ভগিনী স্বামী স্ত্রী অক্রজন ও হৃদয় বেদনা মাথাইয়া প্রিয় মৃতের মাটি শয়ার উপর ফুল শয়া নির্মাণ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে শুইয়া আছে তাহার কাছে মাটা শয়্যা আর ফুলশয়া ছইই সমান। এে যে স্থল এখানে অক্র বেদনা ক্ষেহ প্রেম কিছুই পৌছে না। প্রমাধি ক্ষেত্রে আদিলে স্নেহ প্রেমের অক্র বেদনার এই উপেক্ষা দেখিয়া মর্ম্ম বিদ্ধ হয়, সংসারের অনিত্রতা প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করে, অহয়ার ভ্লাইয়া দেয়, ৴ক্রমে সেই কটের মধ্যে একটা পবিত্র প্রশান্ত ভাব অন্তঃশীলা বহিতে আরম্ভ ইইয়া সেই কটটাকে উপভোগ্য করিয়া ভূলে, তথন সমাধি নন্দির হইতে আর কিরিতে ইক্রা হয় না, তাহার মধ্যে একটা সত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ৰমশঃ।

# রাজনৈতিক আলোচনা।

## গ্লাড্টোনের পরাজয়।

গত ৪ঠা কেব্রুয়ারি লিবারল দল মন্ত্রি প্রাপ্ত হয়েন। আয়র্লপ্ত লইয়াই আবার লিবারেল দলের পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু দেকিতে গেলে মহায়তি য়াড্টোনের জয় — অন্তত ধর্মত জয় হইয়াছে। ইংরাজেরা আইরিস্দিগকে কোন মতেই স্বায়য় শাসন দিতে প্রস্তুত নহেন। য়াহায়া উদারটনতিকদলভুক্ত ও সকল বিষয়ে উদারতা উদারতা করিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন তাঁহায়াও এবার তাঁহাদের দলপতি য়াড্টোনের বিপক্ষতাচয়ণ করিতে কৃষ্ঠিত ইইলেন না। চেম্বারলেন—য়িন র্যাডিক্যাল অর্থাৎ উয়ারত নৈতিকদিগের অপেকা আয়ও উদার বিলয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তিনিও য়াড্টোনের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। য়াডটোনিক একে একৈ সমৃদয় প্রাত্তন বন্ধু ত্যাগ করিলেন। সকলেই বলিলেন বে তাঁহায়া কোন মতেই আইরিস্ বিল পাস্ করিতে দিবেন না, কিন্তু নিভাঁক উদাবচেতা বৃদ্ধ কিছুতেই ভীত না হইয়া অটল রহিলেন। তিনি বলেন যে আয়র্লপ্তকে সম্প্ররপে স্বায়ন্ত শাসন না দিলে আয়র্লপ্ত স্থাসিত

হইবে না। চারিশতের অধিক নিবারনের মধ্যে নক্ষই জন প্লাড্টোনের বিপক্ষ হইরা রক্ষণশীলদিগের সহিত (Conservative) একমত প্রকাশ করেন ইহাতেও প্লাড্টোনের ভোট অপেক্ষা মোট্ ত্রিশ ভোট অধিক হইয়ছিল। ইহা ছারা স্পঠ দেখা ঘাইতেছে যে অতি অর দিনের মধ্যেই প্লাডটোন আইরিব বিল প্রনায় বিধি বন্ধ করিতে সক্ষ হইবেন। অনেকে মনে করিরাছিলেন যে আইরিব বিল পাশ না হইলে বৃদ্ধ প্লাডটোন্ রাজনৈতিক কার্য্য হইতে অবস্থত হইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী বখন মনে করেন তিনি ন্যায়-কার্য্যে ব্রতী তখন তিনি মান অপমান কিছুই গ্রাহ্য করেন না এবং বন্ধুছের অন্ধরোধন্ত রক্ষা করেন না। এবার মহাসভার নির্বাচন গলা জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে। বৃদ্ধ প্লাডটোন মিডলোখিয়ান্, এডিনবরা ও অন্যান্য স্থানে গিয়া আপন মত স্কুস্পাইরপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইদ্ধ মন্ত্রী প্ররায় মন্ত্রির করিতে প্রস্তুত্ত আছেন। রক্ষণশীল দলের নেতারা কর্ণেল ওয়াকারকে (colonel Walker) সিডলোখিয়ানের উমেদার করিয়া বৃদ্ধ প্লাডটোনকে পরাজিত করিতে বিশেষ বৃদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের এরপ আশা যে কেবল ছ্রাশা মাত্র তাহাতে আর

এবারও পার্ণেরে সাহায্য ব্যতীত যে কোন দল মন্ত্রিত্ব করিতে সক্ষম হইবেন এরপ বোধ হয় না। আইরিস্গান তোমাদের অধ্যবসারে ধন্য। কবে আমরা তোমাদের নিকট এই মহদ্ওন শিকা করিতে সক্ষম হইব। আইরিসগান আমাদের সর রিভার্স টমসনের স্বায়ত্বশাসন চাহেন না। মোট কথা তাঁহারা কথায় ভূলিবার পাত্র নহেন।

#### ं দাদা ভাই নওরোজি।

বোধু করি পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকেই এই দেশ হিতৈষী মহায়ার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি ইতিপূর্কে বরদা রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি কয়েকবার বিলাতে গিয়া অনেক দেশহিতকর বিষয় আন্দোলন করিয়া ভারতবাদী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভালন হইয়াছেন। ইনি বোঘাই গবর্ণরের কাউলিলের ও মিউনিসিগ্যালিটির মেম্বর এবং জানসমাজের একজন প্রধান নেতা। ইনি বিলাতের ও বোঘাইএর East India association ও National Indian association এর একজন বিশেষ উদ্যোগী ও কর্ম্মত সভ্য। ইনি "ভারতের দরিজ্ঞতা" Poverty of India সম্বন্ধে এক থানি অভি উৎকৃষ্ট পুত্তক লিখিয়াছেন। আমানিসের মধ্যে অতি অন্ধ লোক আছেন বাহায়া ভারত অভাবতন্ত্র সম্বন্ধের জ্ঞানে ইহার সমকক হইতে পারেন। ইনি দেশীয় (ইংরাজি ও দেশা ভারায় লিখিত) সংবাদ পত্রের মতামত সম্বন্ধন করিয়া Voice of India নামক

সংবাদ পত্র রাজপুরুষ ও বিলাক্তের লোকদিগের জ্ঞাপনার্থে মাসে মাসে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আপাততঃ ইনি মহাসভার সভা হইবার জনা উমেদার হইরা ইংলওে বাস ক্রিতেছেন। ল্ওনের হল্বর্ণ Holborn পল্লী ইহাঁকে উলার বৈতিক সভারূপে বরণ করিয়া যাহাতে ইনি মহাসভার সভা হইতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ চৈটা. করিতেছেন। জীযুক্ত লালমোহন খোষকেও মহাসভার সভা করিবার জন্য ডেস্ট-क्लार्ड निवादत्त नम श्रूनतात्र वित्नव क्लार कत्रिक्ट किता आमता आमा कति माना ভাই নওরোজি লালমোহন ঘোষ উভ্তেই এবার পার্লামেটে প্র বশ করিতে সমর্থ इहेरवन।

### দেশীয় সংবাদ পত্ৰ ও এংলো ইণ্ডিয়া নগণ

আজকাল এদেশীয় সংবাদ পত্ৰগুলি আমাদের শাসনকর্তাদিগের চকুশূল হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্বে দিভিলিয়ান ও আংলো ইণ্ডিয়ানদিগের ফথেচ্ছাদার আদে প্রকাশ হইত না। ইহারা নিরীহ-প্রদা এমন কি ক্ষমতাশন ঐশর্যাশালী জমিদার দিপের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার করিতে ভীত বা কুন্তিত হইতেন না। এক্ষণে কতক-গুলি দেশী সংবাদ পত্ত সংসাহদের উপর নির্ভর করিয়া এই অযথা অত্যাচার প্রকাশে বিশেষ ষম্মবান হওয়াতে ইহা রাজ পুরুষ ও অত্যাচারী চা-করদিপের নিকট অতি-শ্বয় মুণার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। যথেচ্ছাচারীরা তাঁহাদের যথেচ্ছাচারকে অত্যাচার मत्न करवन ता। डाँशिएनव मत्या व्याना करवन त्य तम्भीविनिवादक छेश्लीकन ও হত্যা করা দোষণীয় ও আইন বিক্লম নতে। কেহ মনে করেন যে তাঁহারা ইংরাজ অতএব বিজিত দেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের এরপ ব্যবহার অন্যায় নহে। আধ-নিক সিভিলিয়ানগণের অধিকাংশ দেশীয়দিগকে মূলা করেন। স্থতরাং এরূপ শাসন-কর্ত্তাদিগের নিকট স্থবিচার-আশা কেবল অরণো বুখা রোদন। ধ্বনই ইংরাজে ও দেশীয়তে কোন মকদমা উপস্থিত হয় তথন আমরা দেখিতে পাই যে প্রায়ই বিচারের ব্যভিচার হয়। আসামে আ**দ্ধ কাল বেরুপ কুলিদিগের প্র**ভি অভ্যাচার হইয়া থাকে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে চা-করগণের নিকট বিচার ও আইন ধেলার বস্তু। যথন এফজন অনায়াদে অভ্যাচার ওহত্যা করিয়া অব্যাহতি পাইয়া श्रांदक उथन दकन वो अक्रेश जीवन वावशांत्र कावन पंतित ? वथनई दकान (मनीय है:वाक-গ্রহারে হত হন, প্রায়ই ডাক্তার সাহেব প্লাহা ফাটিয়া মরার সারচিফিকেট দিয়া অজা-ভীয়কে বাঁচাইয়া দেন। আমাদের বক্তব্য এই বে হত ব্যক্তি কেন প্লীহা ফুটিয়া মরিব ? মনে কর যদি প্রহার জনিত আবাতে প্লাহা কাটিয়া গিলা পাকে তাহা হইলে কেন হত্যা-কারার হত্যারও না হয় ? যথন ইংরা**ল মাজেই অবগত আছে বে কালা নেটাভ**দিগের দর্মধা প্রীহা ফাটিয়া যায় তথন নেটিভদিগকে প্রহায় করিয়া ভাহাঁয়া কেন হত্যাকাও করিয়া অব্যাহতি পার? সীহাই ফাটুক আর বাহাই হউক প্রহারে ত লোক গুলা মারা পড়িতেছে, তবে কেন হত্যাকারীয়া অবলীলা ক্রমে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া যাইতেছে? দেশীয়দিগের কি জীবনের মূল্য নাই! পুর্বে দেশীয়দিগের জীবনের মূল্য ২০০ টাকা ছিল কিন্তু একলে মফঃখলে জুরি প্রণালীর বিচার হইয়া সে মূল্য উটিয়া গেল। সে দিবল কেনেডি লাহেব একজনকে চাকর-হত্যাপরাধে ১০০ টাকা জরিয়াণা করিয়া ছিলেন কিন্তু দেশনে জুরির বিচারে দে জরিমানাও মকুফ হইয়া গেল!!! এয়প অত্যাচার আর কতদিন চলিবে? আমাদিগের শাসন কর্ত্তারা কি দেথিবাও দেথিবেন না? এই সকল অত্যাচার ও অবিচারের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে কলঙ্ক হইতেছে সে কলঙ্ক সন্তের জলে ধৌত করিলেও অপনয়ন হইবে না। শাসন কর্ত্তাদিগের এই মহা পাপের কি প্রায়শিত্ত নাই? ভবিষ্যতে স্থশাসন ও পক্ষপাত শূন্য বিচার দ্বারা কেবল এই শুরুত্ব পাপের প্রায়শিত্ত হইতে পারে। সত্য ও ন্যায় কথা বলিয়া আমরা শাসনকর্তাদিগের বিরাপ ভাজন ইইয়াছি। যতদিন না এই অত্যাচার নিবারণ হয় তত্ত দিন কর্ত্ববান্থরোধে আমরা এ অত্যাচার ও অবিচারের বিষয় বারম্বার উল্লেখ করিতে ক্রান্ত হইব না।

### • দিম্লায় হণ্টরের বক্তৃতা।

বড় লাটের কৌন্দিলের মেশ্বর হন্টার কিছুদিন হইল দিমলা শিথবে "আওরাংজির ও তাঁহার শাসন" সম্বন্ধে একটি অতি স্থানর বক্তা করিয়াছিলেন। ডা জার হন্টার বিশ্ব ক্রেপে বুঝাইয়াছিলেন যে আওরাংজিবের অবিচার, দে শীয়দিপের প্রতি অপ্রন্ধা ও অবিধাস এবং প্রজাদিগের প্রতি অভ্যাচার জন্য তাঁহার মৃত্যুর পরেই মোগল রাজ্যের বিশৃত্ধণা ও পতন আরম্ভ হয়। আকবর সাহের দেশীয়দিগের প্রতি প্রজা ও বিশাস ও প্রজাদিগের প্রতি ভালবাসা ও স্ববিচার জন্য আকবরের রাজ্য এত স্থাত ও বিস্তারিত হইয়াছিল। বিদ ইংবাজ্পণ আকবরের ন্যায় নির্মিবাদে ও ির্মিরে রাদ ফ করিতে বাসনা করেন তাহা হইলে এখনকার লর্ড ডফেরিলের Sterner policy ছাড়িয়। তাঁহাদের আকবরের পনি-দিতে কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্ব্য।

#### গ্রীক্ ও তুরস্ক।

ইউরোপীয় রাজপণের বিভীষিকার ভীত হইয়া গ্রীক্ তুরক্ষের বিপক্ষে যুদ্ধ বাসনা আপাতত পরিত্যাগ করিয়াছে।

## मदाम् जामीत रशासन्।

কলিকাতার প্রেসিডেনি মানিট্রেট সয়েদ আমিন হোসেন গবর্ণর জেনেরেলের কৌলিলের সভ্য নিযুক্ত হইরাছেন। লক্ষের তালুকদার রাজা আমীর হোসেন জাবা-

ধ্যার "Rent bill" এর বিপক্ষ থাকা প্রযুক্ত লর্ড ডফেরিণ তাঁহাকে কৌন্সিল হইতে অপস্ত করিয়া রাণা শহর বন্ধ নামক একজন "জো ছকুম" তালুকদারকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কুটিত বা লজ্জিত হন নাই। যিনি এরপ কার্য্য করিতে কুটিত নহেন, এবং যিনি কেবল "জো ছকুম" মেম্বর চাহেন তিনি কেননা একজন গবর্ণমেন্টের জো ছকুম ডেপ্টিকে সর্ব্বোচ্চ সভার সভা করিবেন!

প্রীব্রজন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## (इँशानि नांग्रे। \*

(বারান্দায় দণ্ডায়মান নবীন বাবু মাষ্টার প্রাণকালী বাবুকে রাজপথ দিয়া বাইতে দেখিয়া)

নবীন। "আরে এই যে মাষ্টার বাবু! এত সকালে এত চোট পাট যাওয়া হচ্ছে কোথা ?"

মাষ্টার। (উপরে চাহিয়া) এই যে নবীন বাব্! আর মশায় আমাদের সকাল বিকাল কি? চারট অলের জন্য আমাদের কিনা করতে হয়!

নবীন। "সে সব হবে এখন, দেখাই যদি হোল একবার এইদিক দিয়ে হোয়ে যান।" মান্টার। "না মশায়, সময় বিন্দুমাত্র নেই। আপনাদের কি আপনারা পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি আরামে বসে থাকেন,সময়ের মূল্য ত আপনারা জানেন না,—তা যাতিছ,— এক্ষণি কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে"—

নবীন। "একমিনিটের মধ্যেই যাবেন এখন"

( প্রাণকালীর **গৃহে প্রতৈশ, হুজনে**র উপবেশন )

মাষ্টার। "দেখবেন মশায় শীম্র ছেড়ে দেবেন, বোঝেনইত, পরের চাকরী এক ঘণ্টা দেরী হলে সর্বনাশ, একবার একজন বন্ধর অফুরোধে পড়ে—একহপ্তা—ভথু একটি হপ্তা মশায় কামাই হয়েছিল—তা সে যে কাণ্ড কি বলব—

<sup>\*</sup> গতবারের হেঁয়ালির উত্তর "গোক্ল"। প্রীষ্ক্ত ক্যোতিশ্চক্ত সার্যাল, বিনোদ বিহারী সোম, নগেন্দ্র নারারণ আচার্য চৌধুরী, বিশিন বিহারী নাগ, সতীশচক্ত মাইতি, সতীশচক্ত ম্থোপাধ্যায়, করণাভিরাম বড়ুরা, উপেক্সনাথ সেন, রমণীমোহন গর্গোপাধ্যায়, পরেশনারায়ণ বিশ্বাস, ইন্দৃত্যণ মুখোপাধ্যার, কেদারনাথ পুগুরিক, অনন্তলাল খোষ ও প্রীমতী হরিকালী দাসী ইহার ঠিক উত্তর দিরাছেন।

नवीन। "छै: তाইত, ওরা দব পাবও মশার, ওরা দব পারে –বুঝেছি আপনাকে গলায়''—

মাষ্টার। "(তাড়াতাড়ি) নানা তা নয়—এই"—

नवीन। "তা यन नाई हान-भारति । य क्रिंग निष्मिष्ट जात ज मन्मर तिरे, গরীবের প্রতি কি অত্যাচার—তা নিক্ গে - কিছু মনে করবেন না,—আমি"—

মাষ্টার। "আপনি ত আমাদের মা বাপ আছেনই, কিন্তু মাইনে কাটাও নর, মানি-কের মা স্পষ্ট বলে পাঠালেন যে অমন করলে এবার কর্তাকে বলে দেবেন, আর মানিক বল্লে ওরূপ হলে সে স্বতন্ত্র মাষ্টারের বন্দবন্ত করবে''—

নবীন। "হাহা: মাষ্টার মশায় আপনি বলেই ওরকম হয়েছিল-আমি হলে"-

মাষ্টার। কি করতেন १

নবীন। "কি করতুম! বড় মারুষের ছেলেকে যে রকম করে পড়াতে হয় তাই কর্তুম''---

মাষ্টার। "দে কি কোন রকম ফলী আছে নাকি ? আমাকে শিথিয়ে দিন দেখি"। নবীন। "সেত অতি সহজ ফলী। পড়াতে গিয়ে এ:কবারেই পড়াতে হয়, তাহলেই সব চুকে যায়, বিনা আয়াসে মাইনেটি আদায় হয়, আর ঘাড় ভেঙ্গে ছপাত্র টানাও যায়"—

মান্তার। "তবে বলব মশান্ব—সে উদ্যোগ টাও হয়ে এদেছে"—

নবীন। "সত্যি নাকি ?"

মাষ্টার। "সভ্যি নাত কি, যে ছেলে টেরি বাঁকিয়ে চুল অাঁচড়াতে শিখেছে শীঘুই তার গোল্লায় যাবার লক্ষণ"

नवीन। "वर्षे! टोवि वैकिटिक धरत्रहा । जरवरे श्राहर १ आमारित श्रि अमन ভাল ছেলে ছিল-যেদিন দেখলুম চুল ফিরিয়েছে, বলব কি মশায় তার পর দিন থেকে দে अन (ছড়ে मिला।

মাষ্টার। "আপনার দৈবশক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, এরও সে উদ্যোগ হয়ে এসেছে, কিন্তু বড় মাতুষের কথা বলতে ভয় করে, যদি প্রকাশ-

নবীন। "পাগল নাকি ওসব ভাবতে হবে না, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি ?

মাষ্টার। "(চুপে চুপে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্যে) মানিক বলছিল তার বাপকে বলে अकिन होत्र थिरब्रिका वार्त, देठजमानीना जात जाती रनश्रं हेट्स हरब्रह्"

নবীন। "ষ্টার থিয়েটার! হাহা: আমিত বলেইছিলুম"

মাষ্টার। "কিন্তু একটা কথা,—তার বাপ বে বেতে টাকা দেবে তা আমার মনে হয় না, তিনি তেম্ন পাত্ৰই নন''—

नरीन। "তা বাপে ना টাকা नित्न कि जात्र जना छेभात्र तनहे, जात्रि ছেলেবেলা

বধন টাকা চেয়ে না পেতৃম তথন মা খুমালে আন্তে আন্তে চাবিটি নিতৃম। তা তার যধন যেতে ইচ্ছা হয়েছে সে অবশ্যই চুরি করেছে"—

মাইার। (আশ্চর্য্য ভাবে) "সত্যি নাকি ?) তাই বটে ! এক দিন আমি পড়াতে গেছি, দেখি সে তার বাপের ডেল্লর কাছে বসে আছে —আমাকে দেখে তার ডেল্লের কাছে এক"

নবীন। "দেখলেন সে নিশ্চয়ই ডেক্স ভাঙ্গছিল আপনাকে দেখে দ'রে পড়লো। সন্দেহ নাই"—

माष्टीत । "वरणन कि - मत्मर अ नारे ?"

नवीन। "(यमन निः मत्नर आमि आहि")-

মাষ্টার। "কি ভয়ানক"! (হাঁ করিয়া একদৃত্তে নবীনের ম্থের প্রতি নিরীক্ষা)

नवीन। "शंत्र शंत्र (ছाकतां वे अत्कराद्ये वदत्र (गन"--

माष्ट्रीत । "একেবারেই বয়ে গেল !"

#### भागागाहद्भग वाबुद औरयभा।

শ্যামা। "কি হয়েছে ? ত্ত্তনে অমন করে বদে আছ কেন ?"

নবীন। "বলব কি মশায় তাজ্জব লেগে গেছে—বরাবর ত শোনাই বেত মানিক বড় ভালছেলে, সে একেবারে পড়াগুনা ছেড়ে মায়ের বাক্স ভেকে টাকা চুরি, করে থিয়ে-টারে থিয়েটারে খুরে বেড়াচ্ছে।

শ্যামা। (অবাক হইয়া) আমার বিশাদ হয় না—তাকে আমরা বড় ভাল ছেলে বলে জানি, তার নামে এ পর্যান্ত একটি মন্দ কথা গুনিনি—

নবীন। "আপনার কিসে বিখাস হয়! এই মান্তার মশায়কে ব্রিজ্ঞাসা করুন, ইনি তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানেন, ইনি কি বলছেন শুরুন। ইনি ক্চকে তাকে তার বাপের ডেক্স ভেকে চুরি করতে দেখেছেন আর——"

(মাষ্টার চোথে হাত দিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন)

শ্যামা। "কি ভয়ানক কি ভয়ানক—পৃথিবীতে কাহাকেও বিশাস করিতে নাই" (প্রস্থান)
মান্তার। "ত্পুর বেজেগেল, আজ আর পড়াতে যাওয়া হোল না এইথানেই জাহারের কথাটা বলে দিন"—

নবীন। "তবে রাতটাও থেকে যান, সন্ধ্যার পর ছলনে ষ্টার থিরেটারে যাওয়া যাবে এখন।"

সেই দিনই মানিকের নিকার সহর গুলজার হইরা পড়িল। কেবল মানিকের এই নিকা বলিয়া নহে, সংসারে সচরাচর বে সকল মিকা ওনা

390

যায় তাহার মূল অনুদ্ধান করিলে অধিকাংশ স্থলেই উপরোক্ত রূপ ব্যাপার (प्रथा यात्र। \*

#### কলঙ্ক।

### ঐতিহাসিক উপন্যাস।

( 5 .)

আন্দাজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে একদিন প্রভাত না হইতে হইতে ক্তিপয় ধমুদ্ধারী ভীল শীকারী আরাবনী পর্বতস্থিত আবগড় অরণ্য প্রদেশের একটি গ্রাম পথ অতিক্রম করিয়া একটি বৃক্তলে আসিয়া দাঁড়াইল, যেন কাহার জন্য অপেকা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পূর্মাকাশে উচ্চপাহাড় শৃঙ্গের গাত্রে উষার স্বচ্ছ শুভ্র মূর্ত্তি বিভাসিত হুইল, সে মুর্ক্তি দেখিয়া স্তর্বিন্যস্ত পাহাড় শ্রেণীর গাত্র হুইতে, জুটাজুটধারী অরণ্যের মন্তক হইতে জ্বমাট অন্ধ্যার রাশি বায়ুতাড়িত-কুঝ্ঝটিকার ন্যায় সভয়ে ক্রতবেগে পলা-য়ন করিতে লাগিল, সে মুর্ত্তি দেখিয়া অরণ্যের শত পাখী আনন্দে আগমন গীত গাহিয়া উঠিল; শীকারীরা সৌৎস্থক দৃষ্টিতে একবার পূর্ব্বাকাশের দিকে একবার পথের দিকে চাহিতে লাগিল। ক্রমে উষার শতবর্ণ-রঞ্জিত-আকাশে সুর্য্য উদিত হইল, তাহার কনক-কিরণ হাসিতে পাহাড়ের সর্বাঙ্গ-নদী নির্বর গাছ পালা বন গ্রাম আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিল। ক্লুবকেরা বলদ লইয়া একঘেরে স্থরে গান গাহিতে গাহিতে ক্ষেত্রের দিকে গমন করিতে লাগিল, গরু ঘোড়া মহিষ ভেড়ারা পাহাড়ে চরিতে লাগিল, হ একটা বন্য ছাগ শিশু পাহাড়ের চ্রারোহ্য শৃঙ্গে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একদল ধরগোস গাছ পালার ভিতর হইতে রাঙ্গা রাঙ্গা চোথ বাহির করিয়া শীকারীদের দেখিয়া আবার বনের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল—শীকারীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বারবার তাহারা নিকটের একটা উচ্ চিবিতে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল, একজন নিতান্ত অধীর হইয়া ধহুকটা কাঁধ হইতে হাতে লইয়া সজোরে তাহার প্রান্তভাগ মাটির উপর রাধিল—দেধানকার মাটিটা খু'ড়ির। গেল-সে রাগের স্বরে

<sup>\*</sup> গতবারের হেঁয়ালি নাট্যে গোকুল সিংহ বলিয়া বে নাম ছিল—উহা কায়নিক নাম—কোন ব্যক্তি বিশেষবর নাম নছে। গোকুলের হিংল্রক সিংহ বরপ এই অর্থে वावक्ष इहेग्राष्ट्रिंग माजा। आयारमञ्ज माननीय स्थान वस् ज्व व्सिग्राष्ट्रितन विविश्रा धरे देकिक प्रशिष्ट इंडेन। সং-ভা।

বলিল—"মুই আর দাঁড়াইতে পারিব না, ঋটণট চলিতে হয় ত চল, 'তানা' না এল ত বজ্ঞা বয়ে গেল।" দলপতি বৃদ্ধ-ভীল পুত্রের এই কথায় যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পজিলেন—কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—"বায়ুরে আর টুকুনথানি সব্র কর, 'তানা' মুদের লায়েক লাকীন শিকারী, তানারে ছাড়তে আছে"—বৃদ্ধের অফুকরণ করিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল—"আরে নানা নানা,—'তানা' মুদের লায়েক লাকীন শিকারী—তানারে ছাড়া হইবে না"—ভীলরাজপুত্র (সংকেপের জন্য ভীলপুত্র বলিয়াই আমরা সম্বোধন করিব) রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় হঠাৎ হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল, যাহারা উ চু ঢিবিতে উঠিয়া দেখিতেছিল—তাহারা বলিয়া উঠিক—"ঐ য়ে ঐ 'তানা' আদিছে রে"—সকলের আহ্লাদের চীৎকার ধ্বনির মধ্যে একজন ধফুর্জারী যুবক ক্রতপদে আদিয়া দাঁড়াইল।

#### ( 2 )

নবাগত ধন্ধারীর বেশভ্ষা ভীলদিগের মত কিন্তু তাহাকে দেখিতে ভীলদিগের মত নহে। তাহার বর্ণ গৌর, দেহ সুদীর্ঘ বিশিষ্ঠ, প্রশস্ত বক্ষে ও জমাট মাংসপেশী যুক্ত হস্তে যেন বজ্রবল নিহিত, লৌহ গোলক তাহাতে পড়িলেও যেন চুরমার হইয়া যায়, অথচ সেই বিপুল বলশালী শরীরে জীলদিগের মত একটা কঠোর কাঠিন্য ভাব নাই, তাহা স্কঠাম স্থাঠন। মাথার কাল কাল লম্বা ল্যা চুলের মধ্যে মুখধানি হাসি হাসি বালকের মত, ওঠাধরে এখনো শাশ্রুর রেখা পড়ে নাই, অথচ প্রশস্ত নয়নের দৃষ্টিতে এমন একটা প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যে তাহাকে দেখিলে বালক মনে হয় না, তাই আমরা তাহাকে যুবক বলিয়া গিছোধন করিয়াছি—কিন্তু বয়সে সে চতুর্দশ বর্ষের বালক মাত্র।

ধন্নকছিলান্তর, বাণকলক-হন্ত, কৌপিনধারী যুবক—মুক্লপদে মুক্তমন্তকে মুক্লগাত্রে স্থা-কান্তিময় দেহের বারসৌন্দা্য প্রভাত-রৌদ্রে প্রকাশিত করিয়া যথন ভীলদিগের নিকট আসিয়া পৌছিল—তথন—প্রকৃতির সৌন্দা্য দেখিয়া কবির হৃদয়ে বেরপ আনন্দ জন্মে যুবকের সেই স্থবণ-স্থঠান-বলিঠ মুর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের সেইরপ আনন্দ হইল। তাহাদের মনে হইল তাহার কান্তি পাইরাই যেন প্রভাতটা এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একজন কেবল সেরপ আনন্দের ভাব প্রকাশ করিল না। বৃদ্ধ ভীল সম্মেহে আনন্দ-পূর্ণ- স্থাকর পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"এতক্ষণে আইলি বাপ্রে।" যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল—"শেষ রাতে আমার দিদি শণ্ডরবাড়ী থেকে এসেছেন তাই আসতে দেরী হয়ে গেল—" দিদি আসিয়াছেন—বলিতে যুবকের কত আনন্দ। বলিতে বলিতে সে আনন্দ বেন তাহার সর্বাদ্ধে ছাইয়া পড়িল;—তাহার আনন্দ দেখিয়া ভীলেয়াও মহা-আনন্দিত হইল—বলিল—"তবে চল রে চল—শীকারে চল—"

मकरल मिलिया जानन तर कतिए कब्रिट भीकारत शमन कविन । अत्राना धारन

করিয়া পাছের ডাল ভালিয়া, পাতা ছিঁজিয়া পাথী মারিয়া, পশু মারিয়া, ভয়বিহবল পলতক পশুদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অরণ্য তোল পাড় করিতে লাগিল। এই স্থপ্রভাঙে
অরণ্যবাসী নিরীহ পশু পক্ষীদিগের আকুল জন্দন আর শীকারীদিগের পৈশাচিক উন্মন্ত
চীৎকার ধ্বনি যতদ্র গেল—বিদীর্ণ করিয়া তুলিল, কেবল মন্থিত অরণ্য মহাকালের
মত উদাস ভাবে এই স্থেখ হঃধের প্রতি অবিচলিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—তাহার প্রাণে
সেহাসি কায়া বিন্মুমাত্র স্পর্শ করিল না।

(৩)

বিপ্রহর, স্থাঁ আকাশের মধ্য ভাগে—পাহাড়ের একটি উক্ত শিথরের উপরে আসিয়া পড়িরাছে—দেই শিথরাকাশ ধানিক দ্ব লইয়া এত উজ্জন যে তাহার দিকে চাওয়া যায় না, আর স্থাের পরিত্যক্ত পূর্বাকাশ এত নীল যে বিপ্রহরে সেখানে চক্র দেখা যাইতেছে। সেই নীল আকাশ-চক্রাতপের গায়ে এক এক টুকরা শাদা শাদা মেঘ ভাসিতেছে, মেঘের নীচে ছোট ছোট পাথীগুলি বিন্দুর আকার ধরিয়াছে—বুঝি তাহারা চাতক পাথী—মেঘের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিতে যায়।—বড় বড় চীল ছই একটি গাতের মত সমান ভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া পলকহীন নিশাল গতিতে উড়িতেছে, আর মাঝে মাঝে কর্মণ উচ্চ কণ্ঠে চিহিছি করিয়া উঠিতেছে, দে চীৎকারে নিস্তর পাহাড় কারা করিয়া উঠিতেছে, গাছের মধ্যে হইতে কাকগুলা গন্তীর ভাবে সাড়া দিয়া উঠিতেছে—তাহাদের কলরবে যুমুর অবিশ্রান্ত যুমুরব যেন চকিতের মত ঢাকিয়া পড়িতেছে!

এই সময় বৃদ্ধ ভীল ঘর্মাক্ত কলেবরে তাহাদের প্রামের নিকটের একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ তলে আসিয়া ক্ষেরে বোঝা ভূমিতে নামাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন তথনও সেখানে আর কেহ আসে নাই, তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছু পরেই তু একজন করিয়া জান্য শীকারীগণও সেখানে জমিতে জারন্ত হইল। তুই তিন জন পিঠ হইতে কতকগুলা করিয়া পাধীর রাশ নামাইল, একজন তুইটা ছাগল পিঠে লইয়া উপস্থিত,—একজন কতকগুলা ভেড়ার বাচ্ছা আনিয়া ফেলিল,—৪০ জনে মিলিয়া একটা মহিব ঘাড় হইতে নামাইল, একজন একরাশ ধরগোশ পাইয়াছে, একজন কিছুই আনিতে পারে নাই—শেবে রিক্ত হত্তে ফিরিয়া আসিবার সময় একটা শৃগাল মারিয়া আনিরাছে, তাহা দেখিয়া অন্যেরা তাহাকে সাবাস দিয়া মহা হাসির খুম লাগাইয়াছে,—দ্রে পৃষ্ঠ ভারে অবনত ভাল প্রকে দেখা গেল, সকলে উৎস্ক হইয়া তাহার আগমন অপেকা ক্রিতে লাগিল,—ভীলপ্র নিকটে আসিয়া বোঝাটা ছ্ম ক্রিয়া মাটিতে ফেলিল, সকলে করতালি দিয়া বিনয়া উঠিল—"আল তুই জিভিলি রে—" বোঝাটা আর কিছু নহে, একটা ব্যাহ। ভীলেকের নিকট বরাহ একটা বড় শীকার, ইহা তাহাদের একটি উপাদের খাল্য। এরপ শীকার এতকণ জার কেহই জানে নাই, পরে যে আর কেহ আনিবে ভাষ্থারো সন্থাবন। নাই—কেন না প্রাহই একটার অধিক বরাহ এক

দিনের শীকারে পাওয়া বার না। সকলেই শীকারীর প্রতি বিশেষ প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিমা রহিল, আজকের দিন যেন তাহার জ্বন্তই প্রভাত হইয়াছিল, ভীলরাজ্ব প্রের জ্বরে আহলাদে নির্মাক হইয়া রহিলেন,—আত্ম গৌরবে ভীলপুত্রের বুক ফুলিরা উঠিল—পরিশ্রম ক্লান্তি সেকল ভূলিয়া গোল—এই সময় আমাদের পূর্ম্ব পরিচিত যুবক তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তিনি না জানি কি আনেন! আর একবার সকলে কুত্হল হইয়া উঠিল,—ভীলপুত্রের হঠাৎ বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, মুহুর্ত্তের মধ্যেই সে ভাব চলিয়া গেল, আরস্ত ভাবে তাহার আগমন প্রভীক্ষা করিতে লাগিল। যুবক নিকটে আসিয়া একটা বড় হরিশকে মাটিতে নামাইলেন। সকলে আহলাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। বরাহ হইতেও হরিল হুস্রাপ্য শীকার, কদাচিৎ তাহা পাওয়া যায়। এত ক্রতবেগে হরিণ দৌড়ে যে তাহার প্রতি লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বাণ ছোঁড়া বড় কঠিন কাজ। ভীলরাজ বলিয়া উঠিলেন "সাবাস বেটা সাধাস—" ভীলপুত্রের মুখ্ মলিন হইয়া গেল—ভীলরাজ তাহাকে কি একটা প্রশংসার কথা বলিতে পারিতেন না! আর কিছু না হউক সেত একটা বরাহ শীকার করিয়াছে, বরাহ শীকার করা হরিণ শীকার হইতে এতই কি সহজ! ভীলপুত্র শুম হইয়া রহিল, ভীলরাজ তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"বাপুটা তুই ওডার মত অমন শীকারী হইলি নে—ক্যান রে!

তিনি সাস্থনাচ্ছলে কথাটা বলিলেন, কিন্তু কি সাস্থনাই দিলেন! ভীলপুজের মনে কঠের যতটুক বাকী ছিল ঐ কথায় তাহা পুরিয়া গেল।

অভিপ্রায় ভাল হইলেই সব সময় তাহার ফল ভাল হয় না। পৃথিবী ভ্রাপ্তিময়,—ভূল বুৰিবার অবকাশ পাইলে সে সত্য বুৰিতে চাহে না, কেননা ভূলই তাহার জীবনের অবলম্বন, ভূল লইয়াই সে বাঁচিয়া আছে—-ষে মৃহুর্জে পৃথিবী হইতে ভূল চলিয়া বাইবে,—সেই মৃহুর্জে পৃথিবীর মৃত্যু, পৃথিবীর স্বর্গলাভ হইবে,—তথন আর পৃথিবী পৃথিবী থাকিবে না।
ক্রমশঃ।

# ट्योशनी।

### ( প্রতিবাদ )

গত বৈশাথ মাসের ভারতীতে প্রদাম্পদ বৃদ্ধিম বাব্র "ক্রোপদী" শীর্ষক প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। ক্রোপদীর পঞ্চ স্বামী দেশ্লিরা আমাদের "ইউ-রোপীয় শিক্ষকেরা এইকা যে সিদ্ধান্ত করেন যে "ভারতব্যীরেরা বৃধ্ধির জাতি, তাহা-

मिलात सर्था खोलात्कृत वह विवाह भक्कि भूक्तकाल अठनिक हिन, त्महे कांत्रत भक्क পাওবের একই পদ্মী"—ইহার উত্তরে বৃদ্ধিম বাবু বলেন যে "বেদের সংহিতা. ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিবদ, গৃহাস্ত্র, শ্রোভস্ত্র, ধর্মস্ত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্যু, তার টীকা, তার ভাষা, পুরাণ, ইতিহাস, স্বৃতি, কাব্য, অলম্বার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিৰ অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আব্দিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অমুত্তরনীয় প্রাচীন তত্ত সমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুনাক্ষরেও এমন কথা नारे त्य व्यां हीन व्यार्था निरंतर प्रत्या जीतात्वत वह विवार हिल।" किन्न महाजातर है দ্রৌপদীর বিবাহ-ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির রাজা ক্রপদকে কহিতেছেন 'সর্বেষাং ধর্মতঃ ক্লঞা মহিষী নো ভবিষ্যতি, আহুপূর্বেণ সর্বেষাং গৃহাতু জলনে করান।' ক্লঞা ধর্মত আমাদের সকলের মহিষী হইলেন। অগ্নি-সাক্ষী করিয়া তিনি অনুক্রমে আমাদের পাণিগ্রহণ করুন। ধর্মভীক জ্পুদ এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন 'একম্য বছেবাবিহিতা মহিলাঃ कुक्तन्यन। देनकमा वहवः भूःमः अत्रदस भज्यः कृष्टि। এक भूक्ष वहभन्नो शहन করিতে পারে কিছ এমন কথন গুনি নাই যে এক নারীর বহু পতি। যুধিষ্ঠির কহিলেন 'ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্মে ধীয়তে মতিঃ। বর্ত্ততে হি মনোমেহত্র নৈষোহধর্মঃ কথঞ্চন। শ্রাতে হি পুরাণে পি অটিশা নাম পৌতমী। ঋষিমধ্যা-সতবতী সপ্ত ধর্মাভূতাং বরা। তগৈৰ মুনিজা ৰাক্ষী তপোভিভাবিতাম্বন:। সঙ্গতাভূদশ ভাত্নেকনাম: প্ৰচেতস:। আমি কথন মিথ্যা বলি না, অধর্মে আমার মতি নাই, বখন এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হ্ইয়াছে তথন ইহাতে কথন অধর্ম নাই। গুনিয়াছি অতি পূর্বে গৌতমী জটিলা দপ্তর্যিকে বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং মুনিকন্যা বাক্ষী প্রচেতা নামে দশটি সহোদর লাতাকে विवाह करतन । \*

আমরাও স্বীকার করি যে মহাভারতের সময়ে উক্ত প্রকার বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু একেবালে অভূতপূর্ব, ধর্ম বিগর্হিত কার্য্যে মুধিষ্টিরের মতি ? —— একণা মহাভারত পাঠক মাত্রেই বিশাস করিতে সন্তুচিত হইবেন।

বহিন বাবু আরও বলেন "এখন, ষাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদুশ সমাজে অত্যন্ত লোক নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডব-দিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সন্তাবনা ছিল না। তবে, কবি এনন একটা কথা, তর্বিশেষকে পরিক্ট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত স্মনেকটা লক্ষণ আছে। জৌপদীর পঞ্চামীর ঔরসে পঞ্চপুত্র ছিল।
কাহারও ঔরবে ক্রটি কি ভিনটি হইল না। কাহারও ঔরবে কন্যা হইস না। কাহারও

<sup>\*</sup> ঐ অতি পরাকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, হিমালয়ের কোন কোন স্থলে এথনো এক জীর স্বধিক স্বামী দেখা যায়।

ত্তীরস নিজ্ঞল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেই রাজ্যাধিকারী হইল না। কেইই বাঁচিরা রহিল না। সকলেই এক সমরে অর্থথানার হত্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্তেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্ত্য, ঘটোৎকচ, বক্রবাহন কেমন জীবস্তঃ!"

ইহার দ্বারা বৃদ্ধিন বাব্ এইরূপ প্রমাণ করিতেছেন, "যিনি ইন্দ্রির বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগ শ্না, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিদ্ধিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্মা সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আরু সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও হৃঃথের স্বতীত।

এইরপ "নির্লেপ" বা "অনাদঙ্গ" পরিক্ষৃট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলঘন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাদক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দারা পরিবেটিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী প্রাণকারেরা শ্রীক্ষকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সংধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য ৰস্তর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাদক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। † দ্রোপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাদক্ত ধর্মের মূর্ব্তি স্বরূপিনা। তং স্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই করির উদ্দেশ্য।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা **যায়, যে জৌপদীর পাঁ**চ স্বানীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রাহ্মারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে; ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাবিক পুত্রের উৎপাদন ধর্মার্থে নিপ্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু জৌপদী ইন্দ্রিয়হ্থে নির্লিপ্ত; ধর্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্থামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

<sup>†</sup> অসংখ্য ভোগ্য বেটিত হইয়াও সেই ভোগের প্রতি বাঁহার বাসনা না জয়ে তিনি
নির্লিপ্ত বটেন, কিন্ত ভোগ্য বেটিত হইয়া বাঁহারা কেবলি ভোগ করিতে থাকেন, তাঁহাদের কি করিয়া নির্লিপ্ত বলিব বুঝিতে পারি না। অমুরাগ শৃষ্ঠ ভোগও বুঝা যায়
বটে, কিন্তু বেখানে সে ভোগ্য কলাচিৎ, এবং তাহার বিশেষ ও নিঃ স্বার্থ, কোন কারণ
দেখা যায়। কিন্তু বেখানে অনবরত কেবলই ভোগ, সেখানে নির্লিপ্ততা থাকিতেই ঝারে
না। এরপে স্থলে প্রথমে অমুরাগ শৃষ্ঠ ভাবে ভোগ আরম্ভ হইলেও কালে তাহা বিরুত
হইয়া যায়—স্তেরাং গ্রন্থকার জৌপদীকে অনাসক মৃত্তি অরাণিণী করিয়া বে তাঁহাকে
পঞ্জামীর অমুরাগিণী করিয়া গড়িয়াছেন ইহা কোন মতেই মনে করা যায় না।

স্বামীর ধর্মার্থ জৌপদী সকল স্বামীর ঔরদে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্দেপবশতঃ আর সস্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্যা।"

এই জমাট যুক্তির দার সংগ্রহ এই:—ক্রেপদীর পঞ্চ স্বামী থাকা ঐতিহাদিক নহে। তবে এ কথা মহাভারতে কোথা হইতে আদিল ?

না, কবির কল্পনা হইতে।

कवि এমন कझना कतिराम रकन ?

না, স্ত্রীজাতির নির্নেপ বা অনাসঙ্গ ধর্মের একটা আদৃর্শ দেখাইবার জন্য। নির্নেপ বা অনাসঙ্গ ধর্মটা ব্যাপার কি ?

না, যিনি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে থাকিয়াও, তাহাতে অহুরাগ শ্ন্য তিনিই নির্লিপ্ত, তিনি পাপ ও ছঃথের অতীত।

দৌপদী থে এইরূপ নির্লিপ্ত ছিলেন, তাহার প্রহাণ কি ?

না, পঞ্চ পাগুবের ঔরদে তিনি পাঁচটী মাত্র সস্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে নির্লেপ বা অনাসঙ্গের বিশেষ লক্ষণ কি ?

না, শাস্ত্রান্থসারে সন্তান উৎপাদন ত করিতেই হইবে, কিন্তু একের অধিক হইলে তাহা সংলেপ বা আসম্পের লক্ষণ। Ergo দ্রোপদীর পঞ্চরামীত্ব কেবল কবি কল্লিত আদর্শ বিশেষ।" কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই, একের অধিক পুত্র উৎপাদন করা না করার ধর্মাধর্ম ভার্যার না স্বামীর ? একের অধিক পুত্র উৎপাদন করিয়া ভার্যা কোথাও পতিত বা সংলিপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এইয়প বোধ করি বল্লিম বাবু তাঁহার কথিত গ্রন্থ সমৃদ্র মন্থন করিয়া দেখাইতে পারিবেন না। তাহা যদি দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে একটা পুত্র উৎপাদন করাতে জৌপদী নির্লিপ্ত হইলেন কি যুক্তিতে ? আর, জৌপদী নির্লিপ্ত ?

বে ৫ছাপদী পাণ্ডবদের স্থাধ ছঃথে পাণ্ডবদের অপেক্ষাও আকুলিত ও উল্লাসিত, যিনি সভাহলে ক্রোধে উন্মন্ত হইয়া গুরুজনদিগকে কঠোর কটুক্তি করিয়াছিলেন, যিনি পঞ্চ প্রের বিরহে এত অধীর হইয়াছিলেন বে এরুক্ষ বাতীত কেহই তাঁহাকে সাস্ত্রনা করিতে পারেন নাই, তিনি নির্লিপ্ত অর্থাৎ অন্তরাগ বিরাগ স্থ ছঃথের অতীত ? যে দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জুনকে বিশেষ ভালবাসার জন্য একেবারে স্বর্গে ঘাইতে পারিলেন না, যিনি ভদ্রাকে দেখিরা অর্জুনকে দারুল অভিমান ভরে নানা তিরস্কার করিয়াছিলেন, মিনি হিড়ীস্বার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তাহাকে "তোমার পুত্র মরুক" বলিয়া বজুকঠোর অভিশানাত দিরাছিলেন, সেই দ্রৌপদী নির্লিপ্ত অর্থাৎ অন্তরাগ—বিরাগ—ত্বথ ছঃখ সকলের অতীত ?

প্রকৃত কথা এই যে জৌপদীর পঞ্চষামী ছিল, কিন্ত সেই জন্য প্রাচীন ভারতবাসীরা

"বর্জর" ছিলেন না, দ্রৌপদীও গণিকা ছিলেন না। পঞ্সামীত দ্রৌপদী জীবনের একটী হুর্দের ঘটনামাত্র, তাহাতে পঞ্চপাশুর বা ভারতবাদী বা দ্রৌপদীতে কোন দোষই স্পর্শে না। দ্রৌপদীর পঞ্সামী হইতেই পারে না, কারণ দে সময়ের আর্য্যেরা অতিশয় স্থসভা ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন—এই কথাই প্রতিপন্ন করা যদি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য হয়, তা হইলে পঞ্চপাশুবের জন্ম-বিষয়ে কি নৃতন তত্ত্ব আবিকার করিয়া কুস্তীদেবীকে সভী সাহ্নী দাঁড় করাইতে পারেন ? তার পর, কর্ণের জন্ম ? বঙ্কিম বাবু ত আপনিই বলিয়াছেন যে, "যাহা স্বাভাবিক নিয়মের বিক্তি তাহা কথনই ঐতিহাসিক নহে" \* স্বতরাং স্বয়ং স্বয়দেব কথনই কর্ণের পিতা হইতে পারেন না।

কৃষ্টি-দেবী আবার সে সময়ে কুমারী, তবে কি এই বলিতে হইবে যে কর্ণ নামে কোন বীরপুরুষ কথন' জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অথচ কর্ণ সমস্ত মহাভারতের একটা মেরুদণ্ড বলিলেও অতুক্তি হয় না—এখন কি সিনান্ত করা যায় ? অথচ প্রাতঃশ্বরণীয় পঞ্চ সতীর মধ্যে কুস্তী দেবী একজন প্রধানা বলিয়া শাস্তে কথিত হইরাছে—"এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বন্ধিম বাবু যদি আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার "দ্রৌপদী" নামক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমানের আরও যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব।

ই ্মঃ-

### নানা কথা।

>

ইংলণ্ডের প্রদিদ্ধ নোষোদ্ধা নেলসনের ছেলেবেলার এ কনী আশুর্যাঞ্জনক গল আছে।
তাঁহার বয়স যথন পাঁচ বংসর তথন তিনি একবার তাঁহার দিনিমার বাড়ীতে যান।
এক দিন হঠাৎ সেখানে নেলসনকে খুজিয়া পাওয়া যায় না, কোথায় গিয়াছে সকলে
ভাবিয়া আকুল। বৃদ্ধ দিনিমা ভারি চিন্তিত। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে এক নদীর
তীরে তাহাকে পাওয়া গেল। সেই নদী অতি গভীর ও বেগবতী। তবুও শিশু নেলসনের
মুখে কিছুমাত্র ভয়ের চিত্র নাই। নদী পার হইতে না পারাই ভাহার তথায় দাঁড়াইয়া
থাকিবার কারণ। দিনিমার সক্ষ্থে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে লোক সঙ্গে না
নিয়া যেখানে সেখানে ইচ্ছা যাওয়ার অভ্য যথেষ্ট ভংগনা করিলেন, এবং তাহার কত
বিপদের আশকা ছিল তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "আশ্চর্যা, ভফে তৃই দৌড়িয়া
আসিস নাই!" বালক উত্তর করিল, "দিদি মা ভয় কি, সে কথাটাও আনি আনি না।"

<sup>\*</sup> প্রচার বিতীয় খণ্ড। অইম নব্ম সংখ্যা। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

ર

যথন কেহ কোন বালককে উন্নত করিতে প্রয়াস পায় তথন তাহার ফল যে কি হইরা দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারেনা। সর হামফ্রে ডেবি (Devy) ও মাইকেল ফাারাডে (Faraday) উভয়েই ইংলণ্ডের খ্যাত নামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। ডেবি যথন অনেক বড় বড় বিজ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নিজ দেশে ও ইয়ুরোপ থণ্ডের অন্যান্য দেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন তথন ফেরেডে বালকমাত।

একদা সর হামফ্রে ডেবিকে কেহ জিজ্ঞাদা করিয়াছিল ''আপনার সর্বপ্রধান আবি-কি য়া কি" ? তিনি উত্তর করিলেন "মাইকেল ফ্যারাডে"। ডেবি যথন ফ্যারাডেকে প্রথম দেখিতে পান, তথন ফ্যারাডে এক গরিব ছেলে, লগুনের বৈজ্ঞানিক সমিতি রয়েল ইনিষ্টিটিউস্নের यন্ত্রালয়ে বোতল পরিষ্কার করিত। অন্য লোক হইলে হয়ত ফ্যারাডেকে তুচ্ছ করিত। কিন্তু তেবি তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে সানান্য ছেলে নর। তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে ফ্যারাডে পৃথিবীর এক-জন সর্কশ্রেষ্ট লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আজ তাঁহার জীবন চরিত বিস্তৃত ভাবে লিখিবার সময় নাই। কিন্তু তিনি কত বড় লোক তাহা ছই একটা কথা জানিলেই বুঝিতে পারিবে। আজ কাল পৃথিবীর দর্মত কি স্থলে কি জলে যে টেলিগ্রাফে খবর চলে, ইহা প্রধানতঃ ফ্যারাডেরই প্রদাদে। কলিকাতার এডেন গার্ডেনে যে ইলেকট্রক লাইট (তাড়িতালোক) দেখিয়াছ যাহা এখন প্রায় সকল বড় বড় সহরে প্রচলিত হইতেছে, যে আলোক স্থ্যালোকের সমকক হইতে চায় তাহা ক্যারাডে কর্ত্তক আবিদ্বত বৈচ্যার্ত্তিক ত হজানের ফল। এমন কি এই গ্রীম প্রধান দেশে আমরা যে বরফের জল পান করিয়া भी उन रहे, उद्धनां अञ्चलः किय्र शिवारा आमता जारात निकृष्टे अनी।

এই ফ্যারাডে যদি বোভল পরিস্কার না করিয়া খেলা ধূলাতে বাল্যকাল অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে ডেবি তাথাকে জ্বানিবার স্থযোগ পাইতেন কি না সন্দেহ। আবার জারাটেও এই সামান্য কাজ মনোযোগের সহিত না করিলে তদপেক্ষা উচ্চতর কাজ করিতে সক্ষম হইতেন না। তবেই দেখ, যে বালক ফ্যারাডের মত কর্ত্তব্য পরায়ণ रहेश ছোট काञ्च यञ्च भूर्तक करत छाहात्र वे इहेरल मर्त्वारभका अधिक कृष्ठकार्गा হওয়ার সম্ভব।

পেপিন ফ্রান্সের রাজা। তিনি থর্কাকৃতি ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সভাসদের তাঁহাকে 'বেটি' বলিয়া উপহাস ক্ষিতেন। এক দিন একটা ধাঁড় ও একটা সিংট্রি <sup>মংধা</sup> যুদ্ধ হয়। এই তামাদা স্থলে রাজা সভাদদগণ কর্ত্বক পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ **হইতেছে, যাঁড় সিংহকে আক্রমণ করিতেছে**; সিংহ পুনরায় যাঁড়কে <sup>ধ্রিতে</sup> যাইতেছে। সিংহকে যাঁড়ের উপর লক্ষ প্রদান ক্রিতে দেখিয়া রাজা উপ-

স্থিত সভ্য মণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আপনাদের মধ্যে এমন সাহসী কেহ আছেন কি, যিনি এখন এই ছই জভ্তকে পৃথক করিতে ও উভয়কেই মারিয়া ফেলিতে পারেন ?" কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তথন সেই 'বেঁটে' রাজা যুদ্ধ-ভূমিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাঁহার তরবারির এক আঘাতে সিংহের মস্তক আর এক আঘাতে যাঁড়ের মাথা কাটিরা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর ধীর ভাবে আসন পরিগ্রহ করিয়া, সভাসদদিগের দিকে চাহিয়া ডেবিড নামক প্রাচীনকালের এক বিক্রম সম্পন্ন রাজার কথাচ্ছলে আত্ম গৌরব প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ডেবিড দেখিতে যৎসামান্য ছিলেন বটে কিন্তু এক গর্কক্ষীত রাক্ষ্য তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া তিনি সেই রাক্ষসকে স্বয়ং বধ করেন।"

বিলাতের রয়েল ইউনাইটেড সারভিস ইনিষ্টিটিউসনের এক অধিবেশনে কাপ্তেন এলেট নামক এক ব্যক্তি "ইয়ুরোপের নানা দেশে কি রূপে পায়রা দারা যুদ্ধের থবর বাহকের কার্য্য নির্ন্ধাহ হয়" তৎসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার যোগে যুদ্ধের ধবরাথবর চালান সকল সময় স্থবিধাজনক নয় এবং অনেক সময় শত্রু পক্ষীয়েরা তাহার পথে প্রতিবন্ধক স্থাপন করিতে পারে—এই সকল দেখাইয়া প্রে তিনি প্রনাণ করিতে চেষ্টা করেন যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পায়রাদিগকে যুদ্ধের বার্তা বাহক স্বরূপ নিযুক্ত করিবার রীতি প্রচলিত হইরা আদিতেছে। যুদ্ধের সময় ইহাদের দারা যে মহৎ উপকার সাধিত হয় তাহা দেখিয়া অনেক ইয়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্ট স্বস্থ দেশের স্থানে স্থানে কবুতর-আড়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল আড়াতে তাহাদিগকে নিয়-মিত. শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন জ্মণিতে প্রায়'০০ তিন শত পঞ্চাশটী এইরূপ আড়া আছে। ফ্রান্সের পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে দশটা আড়া আছে। প্যারিদের প্রধান আড্ডার সহিত ইহাদের সর্বাদাই ধবর চলিতেছে। কিন্তু ফ্রান্সের অপেকা জর্মণির কর্তর-আড্ডা অধিকতর হ্বন্দোবস্ত পূর্ব এবং বিস্তৃত। ঐ দেশের সমাট নিব্দেও যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষেরা ইহাতে সমুচিত উৎসাহ দান করেন। অব্লীয়া, ক্ষিয়া, ইতানী, পর্তুগেল এই দকল দেশেও ঐ রূপ প্রণালী আছে। কিন্তু দে গুলি তত বিস্তৃত নয়। इ ह मि।

# সৌর জগতে কত চাঁদ।

আমরা জানি যথাক্রমে নিম্নোক্ত আটটি গ্রহ সঙ্গে লইয়া সুর্য্য ক্লনন্ত পথে প্রধা-বিত হইতেছে। বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি ইয়োরেণস ও নেপচুন। বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল এই চারিটি স্থাের নিকটবর্ত্তী গ্রহ, আর বৃহস্পতি শনি ইরোরেণদ ও নেপচ্ন এই চারিটি স্থাের দ্রবর্ত্তী গ্রহ। এই উভর দলের মধ্যে ক্রকগুলি ক্রু ক্রু গ্রহ বালা বিরাজিত থাকিরা ইহালের এইরূপ ভির শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছে। এই আটটের মধ্যে প্রথম ছয়টি বহু প্রাতন কাল হইতে সৌর জগতের গ্রহরূপে মানব-দিগের নিকট পরিচিত, কিন্তু অবশিষ্ট ছুইটি দ্রবীণের আবিকারের পর অর্দিন মাত্র পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইরাছে। এইত সৌরজগতে পৃথিবী লইরা আটটি গ্রহ—কিছু আমাদের চাঁদের মত চাঁদ কত প্

দ্রবীণ আবিষ্ত হইবার পুর্মে, পৃথিবীর এই চাঁণটি ছাড়। অন্য উপগ্রহের অভিয কাহারো জানা ছিল না, তাহার পর একটে আণটি নর এরপ কত চাঁণ দ্রবীণের ফাঁদে পড়িয়াছে।

वृहम्लि इ हाति हैं। पर पृत्रवीतात अभग आविष्कि, मा अवः त्रानिनि छहे हेहात्तत আবিষ্ঠা। কিন্তু তথনকার পণ্ডিতগণ এ আবিষ্কার প্রথনে প্রাহাই করেন নাই. ভাঁহারা জানিতেন আরিইটন বাহা বলিয়া যান নাই তাহা কথনই সত্য হইতে পারে না। যথন গেলিলিও সুর্য্যের কলঙ্ক দর্শন করিয়া তাহা প্রকাশ করেন-তথন দে কথা ভনিয়া এক জন পণ্ডিত যেমন বলিয়াছিলেন, তাহা সংগ্যের কলম্ব নহে, গ্যালিলিওর চক্ষের কলত্ব, সেইরূপ বুর্থস্পতির চাঁদের ক্ষা গুনিরা বিখ্যাত জ্যোতিবী ক্লভিয়ান প্রথমে বলিলেন দুরবীণ চক্রময় না হইলে ত বুহম্পতির চাদ দেখা বাইবে না" কি ছ ইহার পর স্বয়ং দুরবীণ দিয়া ষধন প্রত্যক্ষ ক্লপে বৃহস্পতির চাদগুলি ক্লভিয়াস দেখিতে পাই-লেন, তথন অবশ্য আঁহার মতান্তর হই খা গেন। আর একজন পণ্ডিত, তিনি আবার ক্লভিয়াস হইতেও অধিক সাবধানী, ভিনি দুৱৰীণ দিয়া নির্দিষ্ট স্থান নিরীক্ষণ করিতে পर्याख अचीकृ इहेटनन, कि खानि यनि त्या है। एक एक एक एक एक एक এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিলে হইবে! এই ঘটনার কিছু দিন পরে এই পশুতেত্র মৃত্যু হত্ত্ৰ-তথন পেলিলিও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন আশা করি তিনি অর্গের পথে বাইতে বাইতে এই চাঁদদের দেখিয়া পিনাছেন - "I hope that he saw them while on his way to heaven" বুহুস্পতির এই চক্সগুলির সকলেরই আয়তন, প্রায় স্মান-চারিটিই প্রার ১০০০ ক্রোব পরিমিত ব্যাস্ফুড । ক্রির্হম্পতি হইতে ইহা-দের দ্রত্ব সকলের পক্ষে সমান নতে, দেই জন্ত ইহানের প্রদক্ষিণ কালের পরিমাণ্ড এক নছে। বৃহস্পতির নিকটতম প্রথমটি ছুই দিনেরও কম সমরে বৃহস্পতিকে এক-বার প্রদক্ষিণু করে, বিতীরটির বৃহস্পতির চারিদিকে একবার স্থারতে সার্দ্ধ তিন দিন লাগে, ভূতীয়টি সাত দিন তিন ঘণ্টার এই প্রান্ত্রণ সম্পন্ন করে—আর চতুর্থটি খেটি সকলের অপেকা বৃহস্পতি হইতে দূরবর্তী সেইটি একবার প্রদক্ষিণ করিতে ১৬ नित्त्रिष्ठ किছू दिनी मसद्र धार्ग कदत। शृथिदी दियम धार्मनांत्र कृत्कत छे पत কৌনিকভাবে থাকিয়া স্থাকে প্রদক্ষিণ করে সেইরূপ বৃহস্পতির সকল চক্রগুলিই কক্ষের উপর কৌনিক ভাবে থাকিয়া গ্রহ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ইহাদের অবস্থিতির কৌনিক-ডেখন বৃহস্পতির কোন না কোন অংশ হইতে স্থ্য গ্রহণ দৃষ্ট হয়। কেবল চতুর্থ চাদটি কিছু অধিক কৌনিক ভাবে কক্ষে অবস্থিতি করে, সেই জন্ম প্রত্যেক প্রদক্ষিণের সময় এ চাদটি স্থ্য ও বৃহস্পতির সম রেখার না পড়িয়া এই রেখার নীচে কিছা উপর দিরা চলিয়া যায়, কাজে কাজেই এইরূপ ঘ্রিয়া হাইবার সময় সকল বারে বৃহস্পতিতে স্থ্য গ্রহণ দেখা যায় না কিন্তু এই কারণেই প্রতিবারে সেখানে চক্র গ্রহণ উৎপত্তি হয়—কেননা এইরূপে বৃহস্পতির ছায়া চক্রে আসিয়া পড়ে, কিন্তু চক্রের ছায়া স্থ্যের উপর পড়ে না।

বৃহস্পতির চারিটি চক্র, শনির আবার আটটি চক্র। ১৬৫৫ বুর্টাব্দে হাইপেন প্রথমে শনির একটি চাঁদ দেখিতে পান। ইহার বার বংসর পর হইতে আরম্ভ করিয়া ছই চারি বংসরের মধ্যে ক্যাসিনি আর চারিটি চক্র আবিকার করেন। ক্যাসিনি একজন ক্রাসীশ জ্যোতিষী। ইহাঁ কত্ত্ব একেবারে চারিটি চক্র আবিক্ষত্ত হওয়াতে ক্রাস্থা আপনাকে মহা গৌরবান্বিত মনে করিল। ক্রাসী পবর্ণমেন্ট আবিক্রতাকে মেডল উপহার দিয়া মান প্রদান করিলেন। প্রায় এক শতাকার ও অধিককাল চলিয়া গোল—এই ৫টা উপগ্রহ ছাড়া শনির অন্য চাঁদ আছে ইহা বৈজ্ঞানিকপণ জানিলেন না। পরে ১৭৮৯ খুটাব্দে হারসেল আবার ছইটি নৃতন উপগ্রহ দেখিতে পাইলেন, সর্বশেষে ১৮৪৮ খুটাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হাবার্ট কলেজের পর্য্যবেশণ পৃহ হইতে বঙ্গ শনি-চক্র পর্য্যবেশণ করিতে করিতে শনির অন্তম চক্র দেখিতে পাইলেন। যে দিন হার্বাট কলেজ হইতে দানির এই অন্তম চাঁদ ধরা পড়িল তাহার ছ এক দিন পরের ইংলঙের লাসেল ইংলঙেও ইহাকে দেখিতে পাইলেন।

শনির এই চক্রগণ এত দ্বে বে দ্রবীন ইহাদের ভালরপে আপনার আয়ত্ত মধ্যে আনিতে পারে নাই। বৃহস্পতির চাঁদের ন্যার ইহাদের গ্রহণ দেখা বার না। তাহা ছাড়া ইহারা আপনার কক্ষে এতটা কৌণিক ভাবে থাকিরা বোরে—বে সচরাচর ইহাদের গ্রহণও হইতে পারে না। সর্ব্যে ইহাদের ছারা পড়িয়া গ্রহণ হইবার জন্য সর্ব্যের সলে ইহাদের সমরেথার অংসা ঢাই, কিন্ত ইহাদের কক্ষের কৌণিকত্ব এত অধিক অর্থাৎ ইহারা আপনার কক্ষের উপর এতটা বাঁকিরা আছে, বে বৃহস্পতিকে তুরিয়া বাইবার সমর প্রারই স্বর্হোর উপর কিতা নীচ দিয়া চলিয়া বার স্বর্হোর সমস্ব্রপাতে পড়ে না।

ইর্রেনদের চক্র চারিটি। ১৭৮। খৃষ্টাব্দে হার্সেল হুইটি চক্র দেখিতে পান, এবং বে হুইটি ছাড়া আরো চারিটি উপগ্রহ আছে এই অনুষ্মান করিয়া শনির আলপাশে অনেক পর্যাবেক্ষণ করেন—কিন্ত তিনি তখন আর একটিও দেখিতে পান নাই—ইহার

वर्ष मंजांची शत्त-हात्रात्मतत पृत्रवीव हहेएं अकृष्टि व्यक्षिक क्रमलांगी पृत्रवीव দিরা লাদেল আর ছইট চক্র দেখিতে পান। তাহার পর বর্ত অনুসন্ধানেও এ পর্যাপ্ত हेरतारत्र पात्र धात्र धक्षि উপগ্रह धारिकात हत्र नाहे. तहे क्या देखानिकान বলেন সম্ভবতঃ এই চারিটি ছাড়া ইরোরেণসের আর উপগ্রহ নাই। বে ছটি হার্শেদ আবিষ্ণার করেন তাহার প্রথমটি অর্থাৎ বেটি ইয়োরেণদের নিকটবর্ত্তী দেটি ১৩ দিনের কিছু কম সময়ে একবার গ্রহ প্রদক্ষিণ করে অপরটি সাড়ে তের দিনে একবার বোরে। আর লাদেলের একটি আড়াই দিনে ও অণরটি ৪ দিনে তাহাদের व्यक्तिक मन्भव करत । देशां वृक्षा यारेटिक वारमत्वत्र हैं। वरे देशांत्रवासत्र निकृष्टे-বৰী চাৰ।

সৌর অগতের অন্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে এই চক্রগুলির একটি দারুণ বিশেষত্ব দেখা যায়: অন্য গ্রহ উপগ্রহ সকলেই আপন ভ্রমণ পথের উপর সামান্যতঃ বাঁকিয়া ভ্রমণ করে—কিন্ত ইহাদের কক্ষ এত বাঁকা অর্থাৎ ইহারা আপনাদের কক্ষের উপর এত দুর বাঁকিয়া আছে বে ইংাদের কক ইয়োরেণ্সের ককের উপর প্রায় সোজাভাবে স্থিত Nearly perpendiculor to the ecliptic. অত্যন্ত দুরদর্শী ক্ষমতাশালী দুরবীন নহিলে ইরোরেণদের এই চক্তগুলি দেখা বার না—ইহারা এতই দূরে অবস্থিত।

নেপচনের একটি মাত্র উপগ্রহ এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হইরাছে। নেপচুন আবিষ্কৃত रहेवात कि हू भरतरे नारमन सत्मकवात हेशत काहाकां हि এक है कू ज्ञ जाताक विन् দেখিতে পান, পর বৎসরেই তাহা একটি উপগ্রহ বলিয়া প্রতিগন্ন হয়। ১৮১৭ হইতে ৪৮ খুষ্টাব্দের মধ্যে এই উপগ্রহটিব্দে ক্যামত্রিদ্ধে বশু—এবং পালকোয়াতে ট্রাব দেখিতে পান। ইহার কক গ্রহ ককের উপর ৩০ ডিগ্রি পরিমাণে অবনত। ৫ দিন ২১ ঘণ্টার ইহা একবার নেপচুনকে আহক্ষিণ করে এই উপগ্রহটি অভি দ্রদ্শী দূরবীনের নিকটেও একটি বিন্দুর মত দেখার।

এইত আমরা দেখিলাম সুর্য্যের দূরবর্তী সকল গ্রহগুলিরই উপগ্রহ আছে এখন নিকটবর্ত্তী গ্রহশুলির কথার আসা বাক।

हेशांक बार्या पृथितीत जेपछाहत कथा जात तिन्छ हहात ना। पृथितीत हक्ष পृथिवीत लाक्ति निक्षे खनस्त्रत्थ अकानित। পृथिवी ছाড़ा खना जिनिह एक मनन,) প্রহের উপগ্রহ নাই বলিয়াই অনেকদিন পর্যান্ত বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন. সবেষাত্র ১৮৭৭ খুঃ অক্ষের আগষ্টমাসে অধ্যাপক অ্যাসাফ হল কর্তৃক ওরাসিংটন নগর ररेल मक्रान करों क्षेत्र चाविष्ठ्र रहेशाहि। धरे चाविष्ठात विकान वर्गा कर ध्वनि পिছता निवाहित । ट्रामदबद्र काट्या मक्टलब छ्रे ब्रथात्त्रेव त्य नाम-त्नरे नात्य रन এই চাঁদ ছটির নামকরণ করিরাছেন। একটির নাম ফোবস্ একটির নাম ডিমস্। ফোবস ৭ ঘণ্টা আটজিশ মিনিটে একবার এবং ডিমস ৩০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে একবার भनग अमिक करत, हेहाता अंड कृजात्रकत रा हेहारमत नाम त्रथा मंडरकः ६ व्यामंख

নহে। মঙ্গলের নিকটবর্ত্তী চক্র ফোবস মঙ্গলের পৃষ্টদেশ হইতে ২০০০ ক্রোশ হইতেও কম দূরে অবস্থিত। যদি মঙ্গলে মাত্র থাকে—ত তাহারা পৃথিবীর দূরবীনের মত দুরবীন দিয়া স্বচ্ছন্দে সেই চক্রের জীবদিগের গতিবিধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতে পারে।

মঙ্গল ২৪ चन्টা ৩৭ মিনিটে এক একবার আপনার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে, আর ফোবস ৭ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটে একবার মর্কলকে প্রদক্ষিণ করে তাহা হইলে মঙ্গলের একটি দিন রাতের মধ্যে ফোবস তিনবার উদর অন্ত হইয়া যায়—কিন্তু ডিমশ মঙ্গলকে ৩০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে প্রদক্ষিণ করে কাজেই ফোবস যেমন জ্রুতগামী—ডিমশ তেমনি ধীর গামী। আর একটি কথা এই, যদি এহ হইতে উপগ্রহের গতি মৃত হয়—ত উপগ্রহকে পূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অন্ত যাইতে দেখা যায়—দেই জন্যই আমরা টাদকে পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত বাইতে দেখি—ডিমশও সেই জন্য মঙ্গলের পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ক যায়। কিন্তু যদি গৃহ হইতে উপগ্রহের গতি ক্রত হয় তাহা হইলে উপগ্ৰহ পশ্চিমে উঠিয়া পূৰ্ব্বে অন্ত ষাইবে। যেমন যদি সূৰ্য্য হইতে পৃথিবীকে কেহ मार्थ उ जाहाता शांधेवीरक शिक्ष्य छेनत्र हहेर अतिथ्या शूर्व्स खर गाहेर मिथित. ফোবসও মঙ্গলের পশ্চিমে উঠিয়া পূর্বে অন্ত যায়। একটি চাঁদে রক্ষা নাই, মঙ্গলে এক সময়ে তুই চাঁদ উদয় হইয়া না জানি কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়! মনে কর একটি চাঁদ মঙ্গ-লের পূর্ব্ব একটি চাঁদ পশ্চিম হইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পর পশ্চিমের চাঁদটি ক্রতগতিতে ঘটার ৪৫ ডিগ্রি উঠিয়া চার ঘণ্টার মধ্যে অন্য ধীরগতি চাঁদটির काटक श्रुर्त निकरनासत्र किছू छेशदत चानिश छेख्य मिनिएएएक, इरे ठाँरनत कित्रन রাশিতে চারি দিক ঝকমক করিতেছে; মঙ্গলের সে শোভা কি অপরূপ শোভা!

মঙ্গলের উপরই পৃথিবী; পৃথিবীর উপর গুক্ত। গুক্তের চক্র আছে কি না ইহা এখনো জানা যায় নাই। पूत्रवीत्नत्र व्याविकात्र व्यविध এখন পর্যান্ত व्यत्तक्ये व्यानकवात्र শুক্রের কাছে একটি আলোক বিন্দু দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু এ বিন্দুটি এত অল ক্ষণের জন্ত দেখা গিয়াছে যে ইহা চক্ত কিনা ভাষা এখনো কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত হজো এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ নিধিয়াছেন তাহাতে বলেন যদিও শুক্র ও এই আলোকবিন্দুরপী জ্যোতিষ্টি অনেক সময় পালাপাশি আসিয়া পড়ে তথাপি ইহা ওক্রের প্রকৃত উপগ্রহ হইতে পারে না, কেন না ইহা মাঝে মাঝে ওক্র ছইতে এত সরিয়া পড়ে যে উপগ্রহ হইলে, কথনই তাহা হইত না, অথচ মাঝে মাঝে ওজের সহিত ইহা বেরূপ সম্বন্ধে আসিয়া পড়ে তাহাতে মনে হয়—কোন সময়ে ইহা শুক্রের উপগ্রহ ছিল তাহার আকর্ষণ ছাড়াইয়া এখন সে পলাইয়া গেছে, সম্ভবতঃ ইহা ওক্রের পলাতক উপগ্রহ,—বেমন—যদি চক্তকে আমরা তাহার এথনকার কৃষ্ণ হইতে সরাইয়া পৃথিবী হইতে সারো কিছু দূরে রাখিতে পারি—ত দে পৃথিবীর আকর্ষণ বহির্ভ হইয়া কেবল স্ব্যাকে প্রদক্ষিণ করিবে, পৃথিবীকে আর ম্থা পথে— यंशा निष्ठतम पूर्तिया पूर्तिया यहित ना-तिहेक्न ।

গ্রীক দেবী নিথের নামে হজো ইহার নাম নিথ রাথিয়াছেন; দেবী নিথের খোমটা কেহ थुनिए পारत नारे -- निथ ठाँ नियात सामहोश अथन भग्र ह देखानिकश्व धुनिए अक्य। ্ আমরা দেখিয়া আসিশাম ওক্রের চাঁদ আছে বলিয়া প্রমাণ না হইলেও থাকিতেও পারে এই পর্যান্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন কিন্তু বুধের কোন উপগ্রহের এরপ সম্ভাবনা প্রান্ত তাঁহারা এখনো ধরিতে পারেন নাই।

**अपर्क्षात्री (मरी।** 

### সহজে গান অভ্যাস।

শগাও তাঁরে গাও সদা" এই গানটির তাল চৌতাল। চৌতালে ছয়টি করিয়া পরি-চ্ছেদ। ইহার চারিটি তাল আর ছইটি ফাঁক। সময় বিভাগের হিসাবে তাল এবং ফাঁক একই। চারিটি তাল ও ছইটি ফাঁক না দিয়া যদি ছয়টি তাল দেওয়া যায় তাহা হইলেও কাল মাত্রার কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। ইহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ ছইটি করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।

রাগ গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও দদা তরুণ ভামু যবে অচেতন জগতে দাও প্রাণ। জন হৃদয় প্রফুলকর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

স্থগভীর গরজনে কাঁপাইরে গগন মেদিনী মহেশের মহৎ যশ ঘোষো বারিদ, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্থতী, প্রাকৃত্ন কৃত্যম বনরাজি অগ্নি ত্যার, কেছই থেক না নীরব।

যত বিংক চিত্র বিচিত্র সবে আনন্দ-রবে গাও বিশ্ব বিজয়ী ব্রহ্ম নাম; সবে মিলে

মিলে গাও তাঁরে।

## রাগ গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

নি ধাণনি গাণধা— সানী— না— না— । সা— নীসা—রে সা— মৃলি গাল থাল । বি ধাল গাল ও তাঁরে পাল ও স দা

নি পা)— । পাণম পাণম পা—নি ধাণসা লী গাণধা । নি ধাণপা— ম—নি ধাণপা—
ত ক ণ ভা ক ম য বে আ চে
ত ন আ গ তে দা ও প্রা ণ
ত ন আ গ তে দা ও প্রা ণ
ত ন আ গ তে দা ও প্রা ণ
ত ন আ গ তে দা ও প্রা ণ
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ গ তে দা ভ প্রা ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত ল
ত ন আ ত

ন্দ্ৰীমতী প্ৰতিভা দেবী !

भा•म•नि—श—मा—ग—। मा—मा—मा—मा—। मा—नीमा—मा—मा— র গর জনেকাঁ 91 न त्ये किनी भटह 74 গা॰গা॰-- मद्य-- मा॰नी॰ मा-- मा॰नी॰ द्य-- मा-- नि॰ धा॰ (नि धा नि)-- भा-। मह ९ घ भ ৰো য বা রি मा॰नी॰मा - नि॰धा॰नि॰धा॰नि॰था॰भा॰भा॰। नि॰धा॰नि॰धा॰धा-मानी-मा-मा-। স বে মি লে মিলে গা প্ত ক্তা • मा-नीमा-(द्र॰मा॰मा-नीमा॰धा॰ (नि धा नि था)-। य-धा-धा-धा-धा-धा-। গা ও দ দা श्रावन मि क्ष-मा-नीमा-मा नो गा था (नि धा नि भा )-। भा म । भा म । नि था न नि था । मा প্ৰ ফ্ শ্ৰো ত তী ર नी • मा- । नि • था • भा - म • ग • म • १ • द्वम - द्व - । द्व • द्व • धा - था - धा • म • भा - । ম ব ন রা আদে অন্যি তুষা भ•श•भ•श•म•(त•म•(त•—গ্না—। नीता—म—गाम—भा—म्भा—ना—। नीता—• থে . ∙ . ર नि॰नि॰धा॰नि॰शा॰शा॰ना शान्शान्य-नि॰धा॰शां मान। मा॰मा॰ - दि॰ त्र व घ ख वि∙ह इन कि ख वि नी भा•मा—नि•मा•—। मा•मा•—नीमा—मा—नीमा—द्व•मा•। — नीमा•नी•मा•नी• আ म मा मा॰श॰नि॰श॰--। श--मा-द्य-म॰भा॰म॰ग। म॰গा॰म॰द्यःमा-मा॰मा॰मा-वि स शी शा বি নিবে—। সা৽নী৽সা৽নী৽সা৽ধা৽নি৽ধা৽নি৽পা৽পা—। সা৽নী৽সা — নি৽ধা৽নি ৽ স বে ना ধা৽নি৽ধা৽পা৽ম৽৷৷ मि ल।

.

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রেস্মত্ত্ব, প্রথম থও। বৈষয়িক তব হইতে উদ্ভ ও পরিবর্দ্ধিত। আমাদের দেশে রেশম বাবসা কত সহজ, কিরুপ লাভ জনক, এবং আমাদের দেশের সকস শ্রেণীর পক্ষেই ইহা কিরুপ উপযোগী—যিনি এই বইখানি পড়িবেন তিনিই তাহা ব্রিতে পারিবেন। একস্থল হইতে আমরা নিম্নে এ সম্বদ্ধে কিছু উদ্ভ ক্রিতেছি—

"দাধারণত বঙ্গদমান্ধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, বথা—>ম ক্লবক শ্রেণী, ২ন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণী ও ত্ন মহাজন বা ধনী শ্রেণী। রেসম ব্যবদার সংক্রাপ্ত কার্যাও তিন ভাগে বিভক্ত করিলে ঠিক এই জিন শ্রেণীরই লোকেরই বে উপবোগী তাহা দেখা যাইবে। রেসমের ব্যবদারের কার্য্য এই জিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

- (১) রেসম পোক। প্রতিপালনের জন্য তুঁতের আবাদ করা।
- (২) তুঁত ক্রয় করিয়া রেসম পোকা প্রতিপালন করা ও কোরা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা।
- (৩) কোরা ক্রন্ন করিয়া যন্ত্রে রেসম স্থতা প্রস্তাত করা ও তাহা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা। রেসম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রন্ন করা।

প্রথম শ্রেণীর কার্য্য বঙ্গীয় কৃষক সম্প্রধায়, দিতীয় প্রেণীর কার্য্য অর্থহীন ও শ্রম কাতর বঙ্গায় ভদ্র যুবকগণ (এবং স্থল বিশেবে ভদ্র মহিলারাও) ও তৃত্যার শ্রেণীর কার্য্য বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ (বাঁহারা কার্থানা ও যন্ত্র ইতাানি স্থাপন করিবার জন্য অধিক মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম) অনায়াসে স্থাবিধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন।"

त्त्रतमत्र कात्रथाना कता व्यक्षिक धनमाधा गाभात, जाहात आगती व्यर्थाए कीछ হইতে কলে স্থতা প্রস্তু করিবার নিম্মাদি লেখক দিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু রেসম ব্যবসায়ের পূর্ব্বোক্ত যে ছই বিভাগে সাধারণ সকলেই হাত দিতে পারেন—তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক—অর্থাৎ রেপম কীটের খাদ্য-তাহার আবাদ, কীট পালন - ইত্যাদি সমস্তই এই পুস্তক হইতে বিস্তারিত রূপে জানা যায়। এক কথায় বইখানি বড় ভাল হইয়াছে, কিছু বইখানির আমরা অধিক প্রশংসা করিব কিম্বা লেখক কুমাব শশীশেখরেখরের অধিক প্রশংসা করিব—তাহা বৃ্ঝিতে পারিতেছি না। আজ কাল কথায়, ব'ক্তায় দেশহিতৈবিতা, উদারতা দেখাইতে অনেককে দেখা যায় — কিন্তু যুগার্থ দেশের জন্য নিঃশব্দে কাল করিতে ইহার মত ক্র জন আছেন জানি না। ইনি শিল্প ও কৃষি পত্রিকা নামে একথানি কাগজ ছাপাইয়া কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য বিনা মূল্যে ক্ষষকদের বিতরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল বিতরণ করিলেও ত কাজ হয় না – অনেক ক্ষকেরা পড়িতেই জানে না, স্কুরাং পাঠা-ুক্ষম কতক্ণুলি কুষককে একত্ৰ ক্রিয়া যাহারা এই কাগজ পড়িয়া গুনায় তাহাদের ইনি প্রস্থার দিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অনেক বীজ ইনি বিনা মূল্যে ক্লুষকদিগকে দান করেন। বৈষয়িকতত্ব বলিয়া ইহার আর একথানি ব্যবদা বাণিজ্ঞা সম্বন্ধীয় পত্রিকা আছে, ইহা হইতে অনেক প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত করিবা দেশের ব্যবসায়েরা উন্নতির জন্য ইনি বিনা মূল্যে দান করেন, রেসমতত্ত্বও আপনার ব্যয়ে ছাপাইরা বিনা মূল্যে (যথার্থই বিনা মূল্যে, আজ কালকার ক্যাসনের বিনা মূল্য নছে) অর্দ্ধেক বিভরণ করি-शिष्ट्रन, अर्फिटकत नव तालनारीते कृषि कार्यानिय मान कतिशास्त्रन।

এখন জন্য কাজ কর্মহীন জীবিকাবেষী বাঙ্গালীগণ এই পুস্তকথানি পড়িয়া রেশম কীটের ব্যবসারে হস্তক্ষেপ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য সাধন করুন এই প্রার্থনা। বই ধানি পড়িলে জনেকেরই যে রেসম ব্যবসা করিতে ইচ্ছা হইবে—ইহা আমাদের বিখাস।

# হ্যারও এও কোম্পানি

সকল প্রকার বাদ্য ষন্ত্রের আমদানি কারক।

উন্নতি দাধিত হারমনি ফুুট্দ্



উন্নতি সাধিত হারমনি ফুট্দ্

#### नगम यूना।

•	অক্টেভ,	১ ষ্টপ যুক্ত	বাকু মধ্যে	ठ० ् <b>छे!का</b> ।	
9	3	ঐ	ঐ (উৎকৃষ্ট)	دمر ١٥	
9	ক্র	৩ ষ্টপ	<b>A</b>	१६ व।	
67	<b>(a)</b>	১ ইপ	ক্র	३०, छ।	
01	<b>3</b>	৩ ষ্টপ	ক্র	३६ वे।	

## न्जन शांत्र शृह्म।

বাঙ্গলা এবং হিন্দুशনী গত বাজাইবার বিশেষ উপযোগী।

আমাদিগের মূল্যের তালিকা দেখিলেই ইহার দাম ও মন্তান্ত সমস্ত জানা যাইবে। মূল্যের তালিকা পত্র লিখিলেই বিনা ব্যবে প্রাপ্ত হইবেন।

স্থলভ ভাষোলিন (বেহালা), স্থলভ ভাষোলিন (বেহালা)।

#### नगप मृला।

ভায়োলিন বেহালা	(বাক্স ও ছড়ি	ব্যতীত)	প্রতিটা	৫, টাকা।
<b>(a)</b>	(ছড়ি সহিত ি	केंद्र बाझ 'वाठी व	5) 👌	30, 21
ত্র	( ঐ	\$	) उँ९कृष्टे 🗳	२६ वा
ক্র	( ঐ	ক্র	) वे व	00, 21
<b>A</b>	( ঐ	বান্ধ সহিত	) &	80, 31
<b>S</b>	( 3	3	<b>(a)</b>	60, 21
•	. 3182 37	of more mid	( <del>-</del> )	

#### 4010 - Q-10 4010

#### নগদ মূল্য। এই স্থনির্শিত, দর্মতা প্রশংসিত, আদর্শ শ্বরূপ যন্ত্র বাক্স সহিত · · ·

সোপ্রানো কর্ণেট (in E 6) বাল্প সহিত্ত ... ... ৪০ টাকা। হারমোনিরম ... ... ... ৭৫ টাকা হইতে

> হ্যারও এও কোম্পানি। ৩নং ডেলহৌদী স্বরার, কলিকাতা।

# ১৫ই আখিন পর্যন্ত নিম্ন লিখিত রূপ স্থল্ভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা—৪৭ নং মুক্তারাম বাবুর দ্রীট, আদিরাক্ষ সমাজ যোড়াসাকো, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি যোড়াসাকো, কেনিং লাই-বেরি ৫৫নং কালেজন্ত্রীট, কালেজ লাইবেরি ৬৩নং কালেজন্ত্রীট, চাটুর্জি ব্রাদার্স ৬৬ নং কালেজ দ্রীট ও মেডিকেল লাইবেরী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হওরা যায়। স্কুল্ভ মূল্য পোইছে ।

শীশ্বরভাষ্য, আনন্দগিরি
ও শীধ্বস্থামি ক্লত টীকা,
অহ্বাদ, ভূমিকা, গীতামাহাত্ম্য ও শহরাচার্য্য প্রভৃতির জীবনচরিত সহিত মূল্য ৫, টাকা স্থলে কাপড়ের সম্পূর্ণ বাঁধাই ... ৩॥০
হাফ কপিড় বাঁধাই ... ৩॥০

শীমন্তগৰ**দাীতার প্রথম শংকরণে ১৫০০ হাজার পুতত ছাপান হই**য়াছিল, তন্মধ্যে কেবল ৩০০ তিন শত পুত্তক মাত্র মজুদ আছে, বাঁহার। স্থলভ স্লোড পুত্তক পাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা শীঘ মূল্য পাঠাইবেন।

পরাশর সংহিতা। } মূল, বঙ্গাম্বাদ ও আ-ভিথা ধর্ম, রাজধর্ম, বীরধর্ম, বিধবার বিবাহ, বন্ধচর্যা, সহমরণ ইত্যাদি সমালোচনা মূলক স্থণীর্য ভূমিকা সহিত। মূল্য ১ টাকা হলে ... ...

সাধ্ক সঙ্গীত। ইহাতে অবতরণিকা, নহা
শক্তি, শাক্ত সম্প্রদার, ষটচক্র ভেদ, দশনহাবিদ্যাও
জীবনচন্নিত সহ রামপ্রসাদের সমস্ত প্রামাবিষয়ক
সঙ্গীত, নবছীপ রাজবংশের ইতিহাস ও তাহাদের
সঙ্গীত; মাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, কুঁচবিহারের রাজা
হরেক্রনারায়ণ, বর্দ্ধমানের ও ত্রিপুরার দেওয়ান মহাশর্বয়, কমলাকার ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিধ্যাত শক্তি
উপাসকদিপের ৫০০ গান সংগৃহীত হইয়াছে ১০০ স্থলে ১১

1 0

ইহাতে বিশুর দাবিংশ অবভার, मन व्यवजात, वृक्ष व्यवजादेवते श्लीतानिक प्रवन्ता व्यवक्री 🖂 🗟 🕹 উৎকল দেশীয় গ্ৰন্থ হইতে সংগৃহীত জগরাথ বা সাক্র-ব্রক্ষের বিবরণ, বুদ্ধদেবের জীবন চরিত, বুদ্ধদম্ভের ইতিহাস ও উপসংহার প্রভৃতি আছে। সংস্কৃত, উড়িয়া ও বৌদ্ধগ্ৰন্থে জগৱাথ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্ৰাপ্ত হওয়া যায় তৎসমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে মূল্য ॥॰ স্থলে শঙ্করাচার্য্য প্রণীত; বঙ্গাহ্বাদ মোহযুকার। সহিত। মূল্য /১০ স্থলে (৫ থানা পর্যান্ত... ८३० जाना (পाष्ट्रिक राहिया थारक)। সেনরাজগণ। বালালার শেষ হিন্দুরাজ বংশের প্রকৃত ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, অল্প কল্পেক থানি পুস্তক কেবল আদিবান্ধ সমাজ ও কেনিংলাইব্রেরিতে আছে-মূল্য ১ টাকা স্থল... ১ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। (প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে ! ) কেবল কেনিং লাইরেরি ও সংস্কৃতপ্রেস ডিপঙ্গিটারিতে প্রাপ্তব্য মৃণ্য ॥० ফলে ... জোরানের জীবন চরিত ( Joan of Arc. ) স্ত্রীলো-কের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। "ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও সুন্দর। গর্টী ও মনোহর'' মূলা॥∙ ভলে

### যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা।

পরমহংস পরিপ্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত মিতাকরা নামক টীকা, বঙ্গারু-বাদ, স্থদীর্ঘ ভূমিকা ও যাজ্ঞবুকোর জীবনী সহিত। স্কুরুছৎ প্রস্থান

ম্ল্য ৩ টাকা কিন্তু অগ্রিম ম্ল্য ১॥০ টাকা ও ডাক মাস্থল ১০ আনা।
এই গ্রন্থের চারিশিত গ্রাহক হইলেই ম্ডাঙ্কণ কার্যা আরম্ভ হইবে। তন্মধ্যে
১০০ হইরা গিরাছে। আর তিন শত গ্রাহক হইতে কেবল ১॥০ টাকা
হিসাবে,অগ্রিম ম্ল্য গ্রহণ করা বাইবে। তংপর ঐ মৃল্যে আর কাহাকেও
গ্রাহক করা হইবে না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।
৪৭ নং মুক্তারাম বাবুর ব্লীট, কলিকাতা

# সিন্ধু কাহিনী।

### পরিশিপ্ত।

সিন্ধু । বিশ্ব দেশ (গ্রীকদের দিন্দমানা) প্রাচীন কাল হইতে তিন ভাগে বিভক্ত ভূগোল। চিক্কণ উত্তর ও মধ্য দিক্ন। লার, অথবা দক্ষিণ দিক্ হাইদ্রাবাদের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। করাচী ও ঠাটা এই অঞ্লের ছই প্রধান সহর। পূর্বকালে করাচী / করাচী মক্রান প্রদেশের অন্তর্ভুত ছিল-- ঐ বন্দর থেলাত-সরদারের 🕽 নিকট হইতে তাৰপুর আমীরেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা ইংরাজ াদ্দ রাজ্যের রাজধানী। সাগর সালিধা, উত্তম আবহাওয়া, ও বানিজ্য ব্যবসার দৌকর্য্য বশতঃ করাচীর উত্তরোত্তর উর্লাতি ও এীরুদ্ধি হইরা আসিতেছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় সেখানে কতকগুলি শাক্সবজী ফলের বাগান দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চ দাধারণতঃ লবণাক্ত মকভূমি। ক্রাচীর তিন ক্রোশ 🖊 উত্তরে মগর পীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐত্যানে 🖣 কুঞ্জবন পবিবৃত এ**কটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে কুক্ত কু**ক্ত দ্বীপ সম্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাঙে বড় বড় কুম্ভীর (মগর) কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগ্ন দেখিতে পাইবে। থর্জ্ব বন-নিঃস্ত গদ্ধকাক উষ্ণ প্রস্থান হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি ও উহাতে লান মহোপকারী বলিলা গণিত। আমি ঐ জলে গিয়া লান করিলাম এমন গরম যে অধিকক্ষণ ডিষ্টিতে পারিলাম না। মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গ্ণা। কাহারও কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগরপীরে গিয়া ছাগাদি উপহার দানে বুভীররাজের পরিতোষ সাধন করে।

হিঙ্গুলাজ । এ অঞ্চলের অপর একটি তীর্যস্থান হিছুলাজ। ইহা হিন্দু তীর্থ। করাচীর পর্যন্তম সোনমিয়ানী বন্ধরের অন্তিন্রে এই তীর্থ স্থাপিত। হিছুলা দেবী ফালীর নাম বিশেষ। হালা পর্বত শ্রেণীর ধার দিয়া ইহার রাস্তা গিয়াছে ও অংঘার নদ পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূর্ব। নদীর ক্রোড়ে কতকভালি তরল কর্দম কুও আছে তাহা "রামচন্দ্রের কুপ" বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিন্দুলাজ তীর্থ যাত্রায় বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈত্তে গমনোদ্যোগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন পরে সয়াাসী বেশে তথায় প্রবেশ লাভ করেন। বে স্থান হইতে তিনি যাত্রারম্ভ করেন তাহার নাম রামবাগ। যাত্রীয়া রামবাগে শিমালিত হয় ও যে পথ দিয়া রামচন্দ্র যাত্রা করিয়াছিলেন—যেখানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন—যেখানে প্রথমে তাহার সৈত্ত পরাত্র হইয়াছিল সেই সেই স্থান দর্শন করেত তাহারা প্রোহিত সঙ্গে গমন করে। হারিকা তীর্থ হইতে আরম্ভ ক্রিয়া

চিস্লাল —হিস্লাল হইতে লাহোরের জালামুখী —জালামুখীর পর কুরুক্তের —কুরুকেত্র হইতে হরিছার—হরিছার হইতে গয়া, কাশী—পরে মহানদী (অক্সাইকেত্র) গোদাবরী (নাসিক পঞ্চবটী) প্রভৃতি দর্শন পূর্বক সেতৃবন্ধ রামেশর পৌছিতে পারিলে ভারতের তীর্থ মণ্ডল একপ্রকার প্রদক্ষিণ করা হইল।

ঠাট্টা বিদ্দলমান আমলে দক্ষিণ সিদ্ধর প্রধান সহর ছিল। এক সময়ে সিদ্ধনদী ইহার প্রাচীর দিয়া বহিয়া যাইত ও যে বানিজ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে তাহা ইহারই দারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী প্রায় তিন মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ১৫২২ অব্দে এই নগর নির্দ্ধিত হয় ও ১৭৪২ এ যথন নাদির সা তথার পদার্পণ করেন তথন সেথানে ৪০০০০ ঘর তাঁতী ২০০০০ অপর শিল্পী ও ৬০০০০ বণিক সৌদাগর বাস করে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাই দ্রাবাদ ঠাটার উত্তরাধিকারী মধা দিক্র রাজধানী, ইহা প্রাচীন হিন্দু নগর নীরণ কোটের স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ১৭৫৮ অবদ গোলাম সা কাল্হোরা ইহার পত্তন করেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আমীরদের প্রিয় নিকেতন ছিল—নদী হইতে তাঁহাদের শীকার স্থানে শাতায়াতের স্থবিধা তাহার এক কারণ; ছর্গের মধ্যে তাঁহাদের যে দকল স্থাক্ষিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় দকলি বিল্পু হইয়াছে—মীর নদীর খাঁর প্রাদাদ মাত্র অবশিট আছে। নিজ সহরে কতকগুলি মাটির ঘরবাড়ী,—দেখিবার মত ইমারত অটালিকা কিছুই নাই। ছুর্গই ইহার মধ্যে শোভন দৃশ্য, দিক্কু শাখা ফুলেলী তাহার প্রাচীর পাশ দিরা বহিয়া ঘাইতেছে। সহল্লের প্রান্তে কাল্হোরাও তালপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধি মন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর। নদী সহর হইতে কতক মাইল দ্র। দিক্তীর দিক্কু বন্দর পর্যান্ত দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে এক স্থলর প্রশন্ত রাস্তা, গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ। এই সহর রেশম ও জ্বির কাপড়— স্থ্র মিনার কাজ ও অন্য প্রকার কাক্ষ কার্যের জন্য স্থ্রিখ্যাত।

উত্তর সিন্ধু দক্ষিণ ভাগ হইতে খনেক তকাং। হাইদ্রাবাদের উত্তর সিন্ধু 
উত্তরে আর সমুদ্রবায় সেনন করা বায় না; গ্রীম্বকালে বায় বন্ধ 
হইয়া ঐ অঞ্চল উত্তাপকুতে পরিণত হয়। ৮০৯ মাসব্যাপী গ্রীম্বকাল —বর্বানাই বলিলেই 
হয়—কথন একটু মেদ কিয়া এক পসলা বৃষ্টি এইমাত্র। শীতকাল আবার তেমনি ঠাওা। 
মাবে মাবে মরুদেশের প্রবল বালুময় বড় উঠিয়া প্রকৃতি রাজ্য তোলপাড় করিয়া

তুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

তোলে। বিশ্বনদী বেখান দিয়া বিয়াছে তাহার আশ পাশের ভূমি ফলবতী --নদী হইতে যত দুরে যাওয়া যায় ততই বালুময় মক্তৃমি স্বীয় ক্র্মুর্ট্টি প্রকাশ করিতে থাকে। সৈওয়ান 

উত্তর সিশ্বতে কতকগুলি নব্য ও প্রাচীন প্রখ্যাত সহর আছে।
সেওয়ান
নদীর পশ্চিমে সেওয়ান—আরবদিগের সেউইস্তান। নগরের আশপাশে অনেকগুলি স্থন্দর মসজিদ ও গোরস্থান ও নগরের মধো লাল সাবাজ নামক মুদ্রমান পীরের এক স্থচার মদজিদ বিরাজিত। লাল সাবাজ খোরাদান হইতে স্মাগ্ত সিদ্ধুর একজন লোকমানা পীর, ১২৭৪ —এ সেওয়ানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁর সুমাধি মন্দির মুসলমানদের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র, বছদুর হইতে যাত্রীরা তথায় সুমাগত হয়। প্রতিবর্ধে এক একটি তরুণী কনাকা এই গোরের সহিত পরিণয় পাশে বন্ধ হয়---এই বিবাহ নাচ বাদ্য ঘোরঘটা করিয়া অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন ইইয়া থাকে। অনেক ফকীর লাল-সাবাজের শিষা মণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত। এই পন্থী ফকিরের দীক্⊩বিধি কৌতূহল জনক। শিবোর শিরোমুগুন ও মুথের জা শাঞ সমূদয় কেশ নোচন হইলে ওফজি তাহার মুধে কালি মাথাইয়া গলে একথও রজ্ছ সংলগ করিয়া স্মুখে এক দর্পণ ধরিয়া জিজ<mark>্ঞাসা করেন "কেমন রূপ দেখ্ছ বাবা</mark>ু" সে উত্তর করে "লুলাদেখ্ছি!' <mark>অনন্তাহার ককে</mark> তপ্লোহের দাগ দেওয়া হয় ও অকে ভন্ন লেপন হইয়াদীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় —ও সে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ফকির হইয়া বাহির হয়। সেওলানে একটি পুরাতন তুর্গের ভগাবশেষ দেখা যায়। তাহা সেকন্দর নিশ্মিত

সেওয়ান ছাড়াইয়া লাডখানা—ইহা জলময় শ্রীসমৃদ্ধি সম্পন্ন উর্করা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

শ্বরের পুর

আলে মোরাদ তাহার অধিপতি। খরেরপুরের উত্তরে সকর বকর
ওরোড়ী মৃদলমান আমলের তিন প্রখ্যাত সহর। বকর সিজ্ব ক্রোড়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ—
প্রের পার প্রেশ ঘার বলিয়া গণা হইত। এই প্রদেশে মুদসমানদের বিদ্যালয় ও তাহাদের পীর পণ্ডিতদিগের বসতি ছিল, তাই অনেকানেক গোর মস্জিদ চতুদ্দিকে বিশিপ্ত দেখা যায়। সক্কর এইক্ষণকার ইংরাজ সেনালয় এক বড় ষ্টেমণ।

শক্রের উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর ইহা উত্তর সিজ্ব জন্ধ কালেইরের প্রধান মহল।

শিক্রির পুর

এখানকার সৌদাগরেরা বাণিজ্য কার্যো পরিপক্ষ—সমরকন্দ প্রভৃতি দ্র
দ্র দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

ণিকার পুর 

এথানকার দৌদাগরেরা বাণিজ্য কার্য্যে পরিপক্ক—সমরকল প্রভৃতি দূর

দূর দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

সিন্ধু নদীই সিন্ধুদেশের সর্বায় । ইহা স্বীয় জন্মভূমি তিব্বত হইতে

নিঃস্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্বক প্রধান

প্রধান নগরের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ প্রায় ১৭০০ মাইল বহিয়া সহস্রধারে সমুদ্রে আসিয়া

মিণিত হইতেছে। ইহা বস্কুরার কল শস্য প্রস্বিনী—চলাচলের মার্য পরির্ক্ষিণী—

বাণিক্য স্থা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কারিণী অশেষ গুণধারিণী দিক্তননী। উত্তরের বর্ধাবারি ধারা ও হিমাচলের বরফ গলিয়া এই নদীতে যে পূর প্রস্ত হয় তাহা মার্চ মাদ হইতে আরম্ভ—অগতে পূর্ণতা প্রাপ্ত পপ্তম্বর হইতে হ্রাসোমুধ হয়। এই কয়েক মাদ নদী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাপূরে ফুলিয়া উঠেও স্রোতের বেগে বাল্চর ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই পূর কতকটা বর্ষাব অভাব পূরণ করে। সিন্ধ্ নদী না থাকিলে সমূদয় দেশ লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত ২ইত।

বাসন্দ। } সিন্ধুদেশে অধিকাংশই মুসলমান—অন্যতে হিন্দু সম্বন্ধে যেগন মুসলমান, এথানে মুললমান সম্বন্ধে হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা তজ্ঞপ। মুসলমানদের মধ্যে কতক আদিম নিবাসী আদল দিন্ধী—কতক বা আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুদলমান। আফগান বা পাঠান হাইদ্রাবাদ ও উত্তর সিকুতে স্চরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকে বংশাদি ক্রমে সিন্ধুতে আসিয়া বাস করিতেছে ও অগাধ ভূমি সম্পত্তির অধিকারী। দেখিতে ইহারা বলিষ্ঠ স্থগঠন ও স্থ 🕮 — আসল দিন্ধী হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হয়।

বলোচ কাল্লোরা রাজ্যের পত্তন কালে সিন্ধুতে বলোচ বসতি আদবেই ছিল না। কাল্লোরা বংশধর মীর মহম্মদ অনেক লোভ দেখাইয়া ছুই জন বলোচ স্দারকে দেশে ডাকিয়া আনেন—সেই যত অনর্থের মূল। এই সময় হইতে বলোচ্গণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলপতি সঙ্গে দলেবলে সমুপাগত হইয়া সিন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন উর্বরা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। অনতিকালের মধ্যে প্রজা রাজা অপেকাও প্রতাপশালী হইয়া উঠিল ও বলোচ দর্দার মীর ফতে আলি খাঁ৷ তালপুর কাহেলারাদের রাজ্যচ্যত করিয়া বলপূর্বক সিংহাদন অধিকার করিলেন। বলোচেরা দিলীদের অপেকা ভুড়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও গৌরবর্ণ। শিকার ও যুদ্ধে তাহাদের প্রগাঢ় অমুরাগ। মীরদের আমলে বলোচদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। পরে Sir Charles Napier যথন রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন তথন তাঁহার কঠোর শাসনে ঐজাতি অল্পলালর মধ্যে বশীকৃত হয়। বশীকরণ মন্ত্রের তিন অঙ্গ-প্রথম, তাহাদের অস্ত্রহরণ, দিতীয়, তাহাদের অপরাধান্তর্মণ দুঙ্বিধান তৃতীয়, তাহাদের বড় লোকদের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া। এইরপে তাহাদিগকে নিরস্ত নিববীর্যা ও থব্দাধিকার করিয়া শীঘুই তাহাদের विषम्ख ভाकियां क्लंन।

কাফ্রি বৎসরে আফ্রিকা হইতে ৬০০। ৭০০ কাফ্রি দাস দাসীর আম্দানী হুইত। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া মৃটে মস্কুর সইস্ চাকর ছুতার কামার এই সকল কাজে স্চরাচর নিযুক্ত করা হইত—কথন কথন নিজ কর্মগুণে তাহারা বিলক্ষণ্ণ কর্মপদেও আরো-হণ করিত। সিন্ধী মুসলমান ও হাবদী স্ত্রীর বিবাহে সিন্ধুদেশে বর্ণদন্ধরের উৎপত্তি হইয়াছে।

হিন্দু হিন্দু বিশ্বা সামান্যতঃ ব্রাহ্মণ বণিক ও শুদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ-দের পোকর্ণ ও সারস্বত হুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ ভক্ত বৈষ্ণব পদ্বী। ইহারা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

সারস্বত পঞ্গোড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎদর হইতে সিরুতে আসিয়া বাস করিতেছেন। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহারা বোম্বায়ের সেনই আন্ধাণনের সম্তুল্য, ইহাঁদের মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে।

বণিক 
বণিক জাতির মধ্যে লোহানা ও ভাটিয়া এই হুই শাথা অগ্রগণা। মূলতানের লোহানপুর লোহানা বশিকদিগের মূল নিবাস। ঐ স্থান হইতেই তাহারা জাতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বলোচ্ছান আফগানস্থান প্রভৃতি দুরদেশে বাণিজা ব্যবদা হতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেচছ দেশে গমন করিলে লোহানা জাতিল্র হয় না। তাহাদের জাতভাইদের এই সকল বিষয়ে অধিকতর উদার फ्षि विनिया <a href="सिवारिकार">विवारिकार</a>

লোহানাগণ ব্যবসা সমুসারে আমীল ও বণিক প্রধানতঃ এই হুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা মাঞা মৃত্তন শিথার কণ ও হিন্দুদের মত কাপড় ও পাগড়ী পরিধান করে। আমীলদের চালচলন কতকটা ভিন্ন।

আমীল } আমীলেরা সিন্ধী হিলুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজন্বকালে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাজকার্যো বিশেষতঃ হিগাবপত্রের কাজে স্পল্নান রাজাদের হিন্দুর সাহায্য ধাতীত চলিত না। আমীলেরা আমীরদের মন যোগা-ইয়া চাকরী আরম্ভ করেও ক্রমেনিজ বিদ্যাবৃদ্ধি চাতুর্য্য প্রভাবে জন সমাজে বিল-ক্ষণ থ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয় লয়। অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় আমীলেরা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট স্থানী। মুসলমানদের সংসর্গেও প্রভূদের অফুরোর্টে তাহারা মুসল-মানদের মত বেশ ভূষা পাগড়ী ও শাশ্রধারণ করে—কপালে তিলক এইমাত্র প্রভেদ। ভাগের পানে তাহাদের অনেকটা শাক্ত ধরণ—মদ্য মাংদে অফচি নাই। এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আফীস ও বিদ্যালয়ে আমীলদেরই প্রাধান্য দেখা যায়—ইংরাজ রাজ্যে কি উপায়ে উন্নতি দাধন করিতে হয় তাহা তাহারা যেম্ন ভাল বুঝে অনা জাতিরা তেম্ন <sup>বুঝে</sup> না, স্কুতরাং তাহারা আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—অনোরা পিছিয়া পড়িয়া আছে।

শিথ । এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাই দ্রাবাদ, সেওয়ান ও অন্যান্য স্থানে অনেক
শিথের বসতি প্রভাক্ষ হয়। থাল্সা ও নানকসাহী তাহাদের ছই শাখা। <sup>হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই শিথ ধর্ম গ্রহণের অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে</sup> মান করাইয়া শিথ ঠিকানায় (ধর্মশালায়) লইয়া যাওয়া হয় তথায় তিনি গুরু নানককে <sup>উপচৌ</sup>কন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্ৰ পাঠ পুরঃসর শিথ ধর্মে দীক্ষিত হন।

সংনাম কর্ত্তা পুরুপ
নির্ভন্ত, নির্বৈর, অকাল মূরত
অবোনি সম্ভব, গুরুপ্রসাদ
জপ—আদ সচ্, যুগাদ সচ্
হৈ ভি সচ্—নানক হোসী ভি সচ্।

শিথ ধর্মশালায় উলাদী (আচার্য্য) শিষামগুলীতে পরিবৃত হইয়া আধিপতা করেন।

সিন্ধুদেশে হিন্দু ধর্মের অমুষ্ঠানে অনেক শৈথিলা দৃষ্ট হয়। পূর্বের মত এখন জোর জবরদন্তী নাই তথাপি অনেকানৈক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছা পূর্বক মুসলমানধর্ম আশ্রয় करत-मूत्रनमान श्रेषां अधार्यान्छ अप्राचित्व भन्न अप्राचित्र श्रिष्ठ अप्राचित्र अप्राचत्र अप्राचित्र अप्राचित्र अप्राचित्र अप्राचित्र अप्राचित्र अप्राचित्र अप्राचित्र अप्राचित्र বিধর্মীকে স্বদলভুক্ত করা, দায়ে ঠেকিয়া হিন্দুধর্মের এভটুকু অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মুসলমান ও শিথধর্মের সন্মিশ্রণে ইহার বিলক্ষণ রূপান্তর ঘটয়াছে। ওদিকে ष्पांचात्र हिन्द्रपर्यात कूनः कात्र प्रका भूमलभानामत माराउ ध्रादम लाख कतियाहि। পৌত্তলিকতার সংশ্রবে মুদলমান ধর্মের একেশ্বরবাদও কলুষিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় হিন্দু যেমন মুসলমানের শিষ্য তেমনি আবার মুসলমানও কথন কথন হিন্দু আচা-र्यात छे शाम नी कि उ इत्र। मूमनमान शीतरमत मर्पा अरनरकत रिन्नूनाम ७ रकान কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি হিন্দুদের দেবচিত্র সকল উপলক্ষিত হয়। পারপুজা সংখ্ রণ্যে প্রচলিত, ইহা হিন্দু ও মুদলমান ধর্মের যোগ হত। এই দকল সীর ঈশ্বর ও মতু-ষ্যের মধ্যন্ত হইয়া জীবের স্কাতি সাধনে তৎপর এই বিখাসে লোকেরা পীর বিশেষের শরণাপর হয়। পীরেরা অমর –পীরেরা ঐশীশক্তি সম্পর – তাঁহাদেরই অমুগ্রহে যাচ-কের প্রার্থনা ঈশ্বর সন্নিধানে উপনীত হয়। কত অভুত ঐক্রজালিক ঘটনা তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। লোকেদের পীরমাহাত্ম্যে অগাধ বিখাদ। মগ্রপীরের যে এত মাহায়্য তাহার কারণ এই যে এক জন পীর একটি ফুলকে কুমীর বানাইয়া দেন তাহারই বংশজেরা মগরপীরের জ্লাশ্য়ে বাস ক্রিতেছে। এমন অনেকগুলি পীর আছেন বাদের উপর হিন্দু মুসলমানদের সমান ভক্তি তক্মধ্যে সেওয়ানের পীর লাল সাবাজ একজন গণ্য। লালদার স্তৃতিবাদ পীর-ভক্তির দৃষ্টা**ন্ত স্থর**প নিমে **প্রাক**টিত रुहेन।

পীর মহাপীর তুমি রাজ রাজেখর,
শক্ষট সহায় ভবে সর্প তৃঃথ হর।
তব ধন্য পুণ্য নাম নিথিল প্রচার
তাপিত জনের তুমি হর তাপভার।
পাধর স্থবর্ণ হয় তব ক্রপাগুণে,
আশ্র ভেলায় তব তরে পাপী জনে।

করণা অপার শবি লয়েছি শরণ
অরদানে বঁধু মোরে করহ পোষণ।
মহারাজ বিতর তোমার ক্রপাবারি
তরাও ভকতে ওহে বিপদ কাণ্ডারী।
আমার যে দশা প্রভু জানিছ সকল,
জীবন শরণ তুমি, সহায় সম্বল।

আশালতা নবীন পল্লবে প্রভ্ ছাও
কুপার হ্যার তব দাও খুলে দাও !
ভূবন বিদিত নামে ধরেছি আখাদ
অভাগারে কোরে নাহে নিরাশে নিরাশ।

ছথ শোক পাপ তাপ করহ মোচন, মের বন্দ \* মীর তুমি ঈধরের জন অগতির প্রতি কর রূপা বরিষণ !

জেগুণ পীর নামে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন ঠাঁহাকে স্বরণ করিয়া এই প্রস্তাব উপসংহার করি। এই পীর হিন্দু মুসলমান উভর জাতির পূজার পাত্র। হিন্দুরা ইহাঁকে দিকু নদীর অবতার বলিয়া বিশাস করে। ইহাঁর নামে ভক্তেরা যে স্তুতিমালা পাঠ করেন (পঞ্জারা দরিয়া সা জা) তাহার কিয়দংশ ভাষাস্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সরিৎ স্থহদ সম কল্যান-নিলয়
মহারাজ মহিমা অপার,
ঢালিছ অজস্র স্রোত বল বেগময়
পুরাও হে বাসনা আমার।

চৌদিকে থিরেছে মোরে শঙ্কট মহান্ পুরাও হে বাসনা আমার।

অগণ্য অগণ্য পাপে তাপিত অস্তর
দ্র কর প্রস্থু পাপভার,
তোমার হয়ারে যাচে কত শত নর
প্রাও হে বাদনা আমার।

রাজ রাজেখর তুমি বলী স্থলতান

হর্কলেরে কর বলবান্।

সকলি জানিছ প্রভু কি জানাব আর

প্রাও হে বাসনা আমার।

দীন হীন অজ্ঞান এজন জানে না গো ভজন সাধন স্তৃতি মোর শুনহে রাজন্ পুরাও হে বাসনা আঘার। বিদ্যার তুমি হে মহামতি
অপার প্রভুতা অপার শক্তি,
মায়াজাল রচয়িতা অগতির গতি
পূরাও হে বাগনা আমার।

অধীনে শরণ দের মহৎ যে এন।
উজ্জন তুমি হে তব উজ্জন বরণ,
মর্ত্তাধামে নাহি কেহ তোমার মতন
প্রাও হে বাসনা আমার।

তব রুপাগুণে তাপিত ভুড়ায কুধার্ত জনের অর কট যায় ধরে নব বল যবে মৃত প্রায় পুরাও হে বাসনা আমার।

অরদাতা তুমি সদা কর অরদান কদে দেহ সত্য পুণা হার। শরণ পরমগতি বহু শক্তি ধারী, কর পার অনিবার য্ত ভগ তরী, বিপদ তরঙ্গ মাঝে তুমিই কাণ্ডারী পুরাও হে বাসনা আমারে।

<sup>\*</sup> লাল সাবাজের জন্ম ভূমি।

থাক মোর সাথে সর্ক্রকাল, লোক মাঝে দেহ ধৈর্য্য বল, সম্পদে বিপদে তুমি একই সম্বন পুরাও হে বাসনা আমার। সতত তোমায় সথা করিছে শ্বরণ কাঙ্গালের তুমিই আধার। এ দাদের স্তবস্তুতি করহ গ্রহণ পুরাও হে বাসনা আমার।

### জীবন মরণ।

Life is dying to live

জীবন মরণ মরণই জীবন, জীবন মরণ এক সাথে। যতটুকু আছে বেঁচে ততটুকু গেছ ম'রে মরণেই নুতন জীবন।

> অনন্ত জীবন যত যায়, অনন্ত মরণ তত বাড়ে, জীবনের পরেতে মরণ, মরণ জীবন সারি গায়।

এ গানের হবে নাক শেষ, সমষ্টি যে এ গানের আমি। অনন্ত নদীর জলস্রোত, সদাই সাগর পানে গামী,

যদি বা কথনো হায়—
নদীটা শুকায়ে বায়—

শাগরে যায় না তার জল,
তাই দে কি দুরাইয়া যার ১

দেখ না আকাশ গায় কত মেঘ চ'লে যায়— Caird. এরা সেই নদীর মরণ, সে মরণে মেঘের জীবন।

গরিবের নীরব কুটীর তিনিরেতে র'য়েছে ডুবিয়া,— এ'ল আলো সে আঁধার ঘরে, সে আঁধার গেল কি মরিয়া ?

অাধার সে আধারি র'রেছে,

তুনি স্থধু দেখিলে না চেরে,

তি দেখ দীপ নিবে যায়,

বে তিমির সে তিমির ময়।

আঁধার আলোক এক সাথে, আঁধারেতে আলোক স্থলন, আলোক আঁধার ছয়ে এক, লীলাময় অপূর্ক মিলন।

মরণের আবরণ ত'লে
এইরূপে সঞ্চার জীবন,
মৃত্যু বিনা জীবন আসে না,
বিনা প্রাণ কে আনে মরণ!

গ্রীনগেব্রুনাথ সেন।

## তারাদেবী।

दाक्नाही (क्नांत अष्ठः भांठी स्थिनिक नाटोत नगतीट প्राह्मत्रा महातानी ভ্রানীর গর্ভে অমুমান ১৭৪০ খঃ অবে তারাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বংকালে हाकि गांठा वात्री वर्गी नाम शांती महाता हुआ कि वक्र प्राप्त अनात छे भन्न दिने आ नादि व ধুমুধাম করে যথন ক্রায়বান মুসলমান তিলক স্থাসিদ্ধ আলিবন্দি খাঁ বন্ধ বিহার উড়িবা। শাসন করিতেন সেই সময়ে তাঁহার কতিপন্ন প্রধান প্রধান সাহাঘ্যকারী বা সামস্ত ছিল, রাণী ভবানী তাহাদের মধ্যে সর্ব প্রধান। নাটোরের জমিদারী হইতেই আধুনিক বঙ্গের সমস্ত প্রধান জমিদারদিপের মূল ভিত্তি প্রোথিত হয়। রাণীর পঞ্চদশ এবং রাজা রাম-কান্তের বিংশতিবর্ধ বয়ঃক্রমের সময় তারা দেবী নাটোর বংশে একমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্য লোকে তারা দেবীকে "কুড়ন মেরে" কহে। তারা দেবীর ᢧ ।র পরমারপদী রমণী, তংকালে বঙ্গে বিতীয় ছিল না। 🍎 হোর অভুলা রূপের জোতিতে সমস্ত বঙ্গভূমি আলোকিত হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার অতুপম রূপমাধুরীর ব্যাথ্যা শুনিরা দিল্লীর তদানীস্তন সমাট একটা গ্রাম যৌতুক দিরাছিলেন। (যে গ্রাম এখন "তাহের পুর' নামে অভিহিত তাহা তারা দেবীর যৌতুকের স্থান। বর্ত্তমান সময়ে তাহের পুর একটা জমিদারীর মধ্যে গণা হইয়াছে।) তারা দেবীর রূপ সম্বন্ধে অনেকানেক জন প্রবাদ আছে। রাজসাহী জেলার কোন কোন স্থানে আমি ভ্রমণ করি-বার সময় শুনিয়াছি এখনো কেহ কোন বালিকার রূপের ব্যাখ্যা করিতে ছইলে কহিয়া থাকে "মাহা মেমেটী যেন দেখতে তারা দেবী"। যে সময় তারাদেবী জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন তথন রাজা রাম কান্ত তাঁহার বিলাগিতার জন্য দ্যারাম কর্তৃক রাজাচ্যত হইয়। হান ভাবে মুরশিদাবাদে অবস্থিতি করিতেন, এবং রাণী অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন এইজন্য বুলী ভবানী কহিতেন বে "এই কন্যা হইতে কখনই আমার স্থ হইবে না, कारक राजना महा कतिएक हरेरवा" वाखिवक अमहातानी खनानी जातारम्बीत खरमत পর হইতে এক দিনের জন্যও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমে দ্যারাম কর্তৃক রাজ্য বিচ্যুতি, দিতীয় তারা দেবীর রূপ লাবণ্য দর্শনে নর কুকুর দিরাজন্দৌলার অত্যাচার, তৃতীয় দেই অত্যাচার হতে পাপিঞ্চের সিংহাদন বিচ্যুতির চিন্তা, তাহার পর তারা দেবীর মাপিত বিগ্রছ আরাধনায় পুত্র রামক্ষের বৈরাগ্য—ইত্যাদি প্রকার নানা চিস্তায় রাণী শর্মদা চিস্তিত ছিলেন। কিন্তু এইরূপ সত্ত্বেও তারা দেবীর জ্বানের অন্যন ৩,৪ মাস পরে <sup>রাজা</sup> রামকান্ত আবার অমিদারী ফিরিয়া পাওয়াতে কনাার সন্মান বাড়িতে থাকে। ভারাদেবীর ছয় বংসর বয়:ক্রমের সময় ভাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। রাণীর হাতেই সমস্ত জ্মিদারীর কার্য্য আসিরা পড়ে। তারার আট বৎসর ব্রুসের সময় রাণী তাঁহার বিবাহের উদেশেগ আরম্ভ করেন কেননা এই সময় "গৌরীদানের ফল"। অনেক অনুসন্ধানের পর বর্ত্তমান নাটোরের উত্তরাংশে বাস্থদেব পুরের নিকটবর্তী "থাজুরা" গ্রামে বিশ্বনাথ লাহিড়ীর পুত্র রামচন্দ্র লাহিড়ীর সহিত ভারার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়।

বঙ্গে তিন সম্প্রদায় বাক্ষণ প্রশিক্ষ,রাড়ী, বারেক্স ও বৈদিক। গঙ্গা ও তত্তীরবর্তী ভূমিই পূর্বের রাড়ীয়দিগের বাসভূমি ছিল, মহানন্দা ও করতোয়া নদীর নিকটবর্তী ভূমিকে "বাগড়ি" বা বারেক্স কহে, রাজ্যাহী জেলা এই প্রদেশের অন্তর্গত, এই স্থানের ব্রাহ্মণের রাই বারেক্স নামে অভিহিত—এই ছই সম্প্রদায় কান্তর্কুরে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্ভতি, বৈদিকেরা এই দেশের আদিম অধিবাসী। রাণী ভবানী রাজ্যাহীর ব্রাহ্মণকূল মধ্যে লাহিড়ীবংশে কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন, কেননা রাড়ীদিগের ন্তায় ইইাদিগের কৌলিন্য প্রথা যদিও তত আঁটা আঁটি নহে তথাপি বারেক্সদিগের সন্মানিত কুলীন মৈত্র মহাশরেরা রাণী "কাপ" অর্থাৎ বংশজ বলিয়া কৌলিন্যাভিমানে রাজ কন্যা বিবাহ করিতে অসম্মত ছইলেন, এই জন্ত লাহিড়ী বংশে তারাদেবীর বিবাহ হয়।

विवार मानव कीवतनत এक मरहाश्यव ; नार्টात ताक क्यात मंशामारतार विवार-উদ্যোগ इट्टें नाशिन। একমাস পর্যান্ত বিবাহের कर्म इटेन! প্রাক্তচেতা দয়ারাম তথন রাণীর অভিভাবক ছিলেন। ফর্দ লিখিত হইলে রাণী তাহাকে কহিলেন "পৃতিয়ার রাজ দেওয়ানকে ডাকিয়া ফর্দ দেখান আবশ্যক; কৈননা বিবাহের কর্দ কোন প্রাচীন প্রাক্ত লোককে দেখান চির প্রচলিত প্রথা"। এই কথায় দরারাম একটুকু অপ-মান বোধ করিয়া অগত্যা পূটীয়ার দেওয়ানকে ফর্দ দেখাইলেন। তৎকালে পূটীয়া নগরীতে বর্ত্তমান পাবনা জেলার অস্তঃপাতী "তাড়াদের" জমিদার বংশের আদি পুরুষ দেওয়ানী কার্য্য করিতেন। এই বংশে বাবু বেনোয়ারী লাল রায় চৌধুরী অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ছরমাদ পর্যান্ত বিবাহের ফর্দ্দ দেখিয়া প্রাচীন **मिश्रान महानम्म तानीत्क कहिलन—"मा आत नमछ ठिक धता हहेबाह्य त्करन ताध** হয় আর কিছু "আবির" এবং বাবুরের বাসা দরকার হইবে।" তখন রাদী ভবানী দয়ারামকে কহিয়াছিলেন "ওয়ুন, দেওয়ান মহাশয় কি কছিতেছেন।" অভিমানী দয়ারাম তথন কোন উত্তর না দিয়া কিছু পরে কহিলেন "আদি বাছা ফর্দ করিয়াছি তাহাই ठिक। এक अनत्क दिन अकी कथा किहा इस डाई डिनि के कथा विनातन। আপনার চিস্তা নাই কিছুরই অপ্রতুল হইবে না।" কিন্তু বিবাহের সময় সভ্যই আবির এবং বাব্রের বাসা কম পড়িয়া গেল। তংকালে বিবাহ কালীন সভা সমাবেশ সময় প্রথমে আবির ছড়াইর। তাহার উপর বদিবার আসন হাপিত হইত,—একবার যেঁ আবির ছয়ান হইত তাহা আর পুনগৃহীত হ<u>ই</u>ত না। আর তখন বিবাহ সমারোহের °শাভি রকার জন্য এত দৈন্য সামস্ত পাহাড়ীর নিযুক্ত থাকিত—বে তাহাদের অবসাত পরি-কার করিবার জন্য বাবুয়ের বাসার আবশ্যক হইত—ভখন ধররা বা বুকুস ছিল মা।

এই বিবাহে অনুমান ৫০ লক মন কাৰিরে পদ্মার জল রঞ্জিত হইরাও কাবিরের জভাব হইরা পড়িয়াছিল। আর জন্যন ছই হাজার দৈন্য সহ স্বরং মুবলিদাবাদের নবাব দিলীর সম্রাট কর্তৃক শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকায় বাব্রের বাদারও অভাব হইরা পড়িয়াছিল। নবাব দৈনিকেরা একবার একটা বাদা ঘোড়ার গার দিয়া ফেলিয়া দিবার পর আর দে বাদা ছিতীয়বার লইত না। একজন সামাল্ল মুদলমান কর্মচারী এই সময়ে বার্মের বাদা সংগ্রহ করিয়া রাণীয় লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি পাবনা জেলার "উল্ল পাড়ার" তালুকদারদিশের আদি পুরুষ; ইহায়া চৌধুরী নামে বিখ্যাত। এইয়পে দ্যারাম অপ্রতিভ ভাবেও মহা সমারোহের সহিত কার্য্য সম্পক্ষ করেন। গুনা যায় এয়প সমারোহের বার্য্য বঙ্গভূমে আর কথন হয় নাই। হইবে কি না তাহাও সন্দেহ।

এ সম্বন্ধে আর একটি গল এই রূপ শোনা যায়—বিবাহের পর দিন মধ্যালে রাহ্মণ ভোজন ইইতেছে এমন সময় রাণী কহিলেন আপনাদের আর যাহা আহারে কৃচি হর বলুন। তথন কোন এক জন পেটুক রাহ্মণ কহিলেন "মা আমার আর কিছু আহারে ইছো নাই, কেবল ইছো হচ্চে বে "চাক চুিষিয়া কিঞ্জিৎ মধু পান করি" এই কণায় রাণী ভবানী অপ্রতিভ হওয়ায় তৎকণাৎ তাঁহার একজন কর্মচারী কহিলেন "মা চিন্তা কি অস্মতি করুন আমি এই দশ সহত্র রাহ্মণকে এক একখানি চাক-সহ মধু দিতেছি। রাহ্মবাটাতে স্থান হইল না জামিয়া চাক বোঝাই তিন শত নৌকা আমি পল্লার মধ্যে রাধিয়াছি" অমনি রাণীর সুপ প্রসন্ধ হইল, ডাক বসাইয়া পল্লা হইতে মধু চক্র আনীত হইল, রাহ্মণগণ পরিতোষ পূর্মক ভোজন করিলেন, আর সেই দিন হইতে সেই কর্মচারীর অদ্ধ প্রসন্ধ হইল। কালে এই ব্যক্তি নাটোর বাটার দেওয়ানী করিয়া জমিনারী করিয়া বিয়াছেন। ইনি বশোহরের নড়ালের জমিদারদিগের আদি পুরুষ; নাম "কালিশহর রায়" ইনি তদানী স্থন নাটোরের অধীন "চাকলা ভূমনার" নায়েব ছিলেন। ফ্রন্সবন হইতে প্রভূত মধু চক্র দংশ্রহ করিয়া তারা দেবীর বিবাহে আপনার সৌভাগ্য করিয়া লুইলেন।

তারা দেবীর বিবাহ কার্য্য শেষ হইরা গেল। কিছু কাল অতীত হইলে বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দি বাঁরে মৃত্যু হইল, তাঁহার ভাবি উত্তাধিকারী চ্র্দাণ্ড দিরাজ কতকগুলি অসচ্চরিত্র নির্ব্বোধ অস্চরবর্গে বেষ্টেত হইরা বঙ্গের রমণী কুলের শক্র হইরা উঠিল। তারা দেবীর রূপের কথা ইতিপুর্ব্বেই দিরাজের কর্ণগোচর হইরাছিল এত দিন আলিব্রিদ্দির শাসনে সে মনোভিলার পূর্ণ করিতে পারে নাই এখন স্বন্ধং নবাব হইরা তারা দেবীকে হরণ করিবার চেটা করিতে লাগিল। এই সমন্ন তারা দেবী বিধবা। মাতা কন্যা সর্বাদা ব্রন্ধান্তর পালনে রক্ত। তাঁহারা নবাবের অভ্যাচার নিবারণ করিতে পারিবেন না জানিয়া নৌকাবোগে গোপনে যশোহরের মধুমতী তীরে মাহাল্পদের নামক স্থানে প্লায়ন করিলেন। এ সম্বন্ধ আর একটি প্রবাদ এই—নবাবের

অত্যাচার হইতে তারাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছার বঞ্চের প্রধান প্রধান গণ্য মান্য লোক সমূহ মন্ত্রণা করিয়া এক মাস পর্যান্ত তারার শরীরে মৎস্যের তৈল মাধাইয়া শেষে নবা-বের নিকট তাহাকে উপস্থিত করেন, নবাব দ্বণায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দান করেন। যাহা হউক তারা দেবী নবাবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ মামুদপুরে কাটাইতেই সহল্প করিলেন। কিন্তু তারা দেবীর ভ্রাতা রাণী ভ্রানীর পোষ্য পুত্র "রাজা রামক্লফ্র" এক সন্ন্যাসীর নিকট "বৈরাগ্য ধর্ম" শিক্ষা করিয়া জমিদারী-কার্য্য অবহেলা পূর্বাক বঙ্গের তৎকালিক প্রধান প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ( ইহাঁর জীবন বৈরাগ্যের কাহিনীতে পূর্ব।) ভ্রাতার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তারা দেবী নিতাস্ত মুর্শাহত হইলেন, বিষয়ে অহুরাগ সত্ত্বেও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জননী ভবা-নীর कर्किन्द्र মহাতীর্থ কাশীধামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যতদিন তারাদেবী মামুদপুরু ছিলেন-তিনি নিজেই জমিদারীর তত্তাবধান করিতেন-তিনি দেওয়ান দয়ালাম আদত, নিষর জমিগুলি জমীদারীভুক্ত করিয়া লন, দেবতার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া একজন নারেব নিযুক্ত করেন। এথনো তারাদেবীর সেই প্রথার্যায়ী মামুদপুরে দেবতার বৃত্তি আদায় হইয়া পূজা হয়। এখনো এই নগরীতে তারা দেবীর স্থাপিত কতকগুলি দেবালয় আছে। এখনো তাঁহার স্বামীর নামানুদারে "রামচন্দ্র বিগ্রহ" - নিয়ম মত পূজিত হইয়া থাকেন। তারা দেবী হিন্দু রমণীর আদর্শ স্বরূপ। তাঁহার ন্যায় অর বয়স্কা ধর্মশীলা রমণী সংসারে বিরল। তারাদেবী মামুদপুরে বে গৃহে বাস করিতেন व्यम्गानि । त्रहे शृष्ट्य ज्यावर्गम मृष्ठे इय ।

শ্রীমোকদাচরণ ভট্টাচার্যা।

# প্রয়াগ দর্শন।

গঙ্গার বেমন বেণী ঘাট প্রধান, যমুনার তেমনি বজুরা ঘাট প্রধান। কিন্তু বেণী ঘাট সঙ্গমঘাট বলিয়া ইহা একটি প্রধান তীর্থ স্থান, কাজেই এঘাটে যেমন লোকের ভিজ, নিশানের কারধানা বজুরা ঘাটে তাহার কিছুই নাই।

আমরা ছই দিন নৌকা করিরা বমুনার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বলিতে ভূলিয়া গিয়াছি—এথানকার নদীতে স্রোক্তের তেমন স্বোর নাই, কেননা সমুদ্র নিকটে নহে বলিয়া গঙ্গা বমুনার এথানে স্বোরার ভাঁটা থেলেনা, স্থতরাং নৌকা বেদিকে ইচ্ছা অতি সহত্তে চালান বার। এথানে নৌকার চলাচল বে বেশী আছে তাহাও নর, বমুনার প্রের কাছে—নৌকার আজ্ঞান্থলেই মোট ৪া৫ থানি রাজ নৌকা সর্বাদা

বাধা থাকে, আর নদীর বুকে মাঝে মাঝে ছ-এক থানি মৌকা চলিতে দেখা যায়।
ধোপারাই এখানকার নদীর শোভা। যমুনার ধারে ধারে সারা দিনই প্রায় সার গাঁথিয়া
ধোপারা আহা ওহো শব্দ করিতে করিতে তালে তালে কাপড় কাচে—কোথায়
যমুনা পুলিনে খামের বংশীধ্বনি আর কোথায় ধোপাদের এই চীৎকার সঙ্গীত!
বড়ুয়া ঘাটের কাছে যমুনার ধারেই ছইটি বড় বড় অট্টালিকা, আর ঘাট ২ইতে কিছু
দ্রে স্থন্দর একথানি বাঙ্গলা। বাঙ্গলাখানি মিশনারীদের, আর অট্টালিকা ছইটির একটি
কাশীর রাজার, একটি একজন ককীরের। ফকীর সম্প্রতি মরিয়াছে। কাশীর রাজার
বাড়ীটির প্রস্তর-গেট চন্দন কাঠের বাক্সের মত বড় স্থন্দর লতাপাতা ফুলকাটা। এদেশের লোকে পাথরের উপর বড় স্থন্দর কাজ করিতে পারে,—এথানকার ধনী মাত্রেরই
প্রায় পাথরের বাড়ী।

প্রথম দিন আমরানৌকা করিয়া বড়ুয়া ঘাট হইতে আন্দাজ এক ক্রোশ চলিয়া আসিয়া দেখিলাম গহনা গাঁটী ও রঙ্গিন কাপড় পরা স্ত্রীলোকেরা ঝমঝম করিয়া ও ফিটফাট পুরুষেরা দার গাঁথিয়া তীর দিয়া চলিয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাদা করায় মাঝিরা বলিল — নিকটে শ্যামা মাজির গাছ তলায় সকালে মেলা ছিল— সেথান হইতে লোকেরা কিরিয়া যাইতেছে।" শুনিলাম সে বৃক্ষটি নিকটেই নদীর তীরে। আমরা সেইখানে নৌকা লাগাইতে হকুম দিলাম। থানিক পরে একটা পাহাড়ের মত উ চু জায়গার নীচে নৌকা থামিল—আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিয়া সেইথানে উঠিলাম, দেখিলাম সেই উচ্চতানে একটা বাঁধান গাছতলায় কতকগুলা ভাঙ্গাচোৱা মূর্ত্তি, তাহাই শ্যামামায়িজি। সকালে এইথানে মেলা হইয়া গিয়াছে, পুতুলগুলো সব দি'ছর মাথান, আর নিকটে অনেক ভাঁড় কোড় পড়িয়া আছে—তাহাই মেলার অবশেষ। সেই উচ্চ পাড়ের নিম দেশ দিয়া যমুনার একটা শাখানদী বর্ষাকালে কানপুর পথ্যন্ত চলিয়া যায়, এখন তাহার শুক্ষ চিহ্ন মাত্র আবেশিষ্ট রহিয়াছে। এই উচ্চ স্থান হইতে যমুনা দেখিতে কি ল'লুর-নীপ আকাশ প্রতিবিধিত যমুনার জল এত খোর নীল যে সমুদ্র ও যেন ঘত নাল নহে। সেই কাল জলে—তীরের বুকচ্ছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—সুর্য্যের কিবণ চিক চিক করিতেছে, সমস্ত আকাশ**ট।** তাহার মধ্যে চেউএর মত উঠিতেছে পড়ি-তেছে, একটা ছোট্ট হলয়ের মধ্যে একটা অসীম জগৎ সংসারের যেন লীলাখেলা চলি-য়াছে।

সেদিন আর বেশীদ্র যাওয়া হইল না সেইখান হইতেই বাড়ী কিরিলাম। পরদিন খুব ভোরে নৌকায় উঠিয়া সেন্থান ছাড়াইয়া আরো অনেক দ্রে যম্নায় বক্ষে একটি পাহাড় দ্বীপ উঠিয়াছে, ছইটার সময় সেইখানে পৌছিলাম। দ্বীপটির নাম স্থলান দ্বীপটি ভারের ভারে দীর্ণ বিদীর্ণ একটি প্রকাণ্ড পাষাণ মূর্ত্তি। তাহার পদতলে নদীর জলে বড় বড় ভাঙ্গা পাথর গড়াগড়ি যাইভেছে — তাহার গারে এক একটা বড় বড় চাঙ্গড়া এমনি ভাবে

ঝুঁকিরা আছে—যেন এথনি পড়িয়া যাইবে। যমুনার জ্বলের মধ্যে স্তরে স্তরে মর্দ্রে মর্দ্রে বিদারিত সেই উচ্চ পাহাড়ের মাথায় একটি শিশু মন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্য নীচে হইতে মন্দির পর্যান্ত বরাবর পাহাড় কাটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরটিতে জন মানব নাই, মন্দিরের নিকটে একটি মাত্র নিম গাছ— আর আশে পাশে বাঁকড়া ঝাকড়া হুএকটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া তাহার চারিপাশের অসমান জমি মাজা পাথরের মত ঝরঝরে। মন্দিরের ভিতরের দেয়ালে দেয়ালে ফার্সি-লেখা, শিবমন্দিরে ফার্সি লেখা কেন ব্ঝিতে পারিলাম না।

এই দ্বীপের সন্মুখে যমুনার তারে আর একটি উ চু পাহাড়—মধ্যে একটা জলের ব্যবধান; দেখিলে মনে হয়—এই হই পাহাড় আগে একটি মাত্র সংলগ্ধ পাহাড় ছিল, পরে কোন কারণে ইহাদের মধ্যস্থিত পাহাড় অংশ ভাঙ্গিয়া ইহার। এমন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। স্কুজান দ্বীপ দেখা হইলে আমরা আবার নৌকা করিয়া তীরে নামিয়া ঐ পাহাড়ের উপর উঠিলাম। ঐ পাহাড়ের উপর সমুখা সমুখি হইটি মন্দির—একটি কৃষ্ণ রাধার, একটি শিবের। কৃষ্ণ রাধার মন্দিরটি বেশ স্ক্রাজ্ঞত। এ পাহাড় জন শ্ন্য নহে, এখানে মন্দিরের কাছে লোক জনের বসতি আছে, মন্দিরের উদ্যান ভূমির মধ্যেই একজন পুরোহিত বাস করেন। এই পুরোহিতের কাছে শুনিলাম নবাব সাম্বজা তাহার একজন প্রাহিত বাস করেন। এই পুরোহিতের কাছে শুনিলাম নবাব সাম্বজা তাহার একজন প্রাহিত নাম করেন। এই পুরোহিতের নাহে শুনিলাম নবাব সাম্বজা করিয়া দিয়া, তাহার নিজের নামে ঐ মন্দির ও দ্বীপের নামকরণ করেন, তখন বৃথিলাম শিবের মন্দিরে ফার্সি লেখা কেন।

এই সব দেখিয়া গুনিয়া নৌকা ছাড়িতে প্রায় ৪টা হইয়া গেল। বিকালে য়ম্নায় দৃশ্য কি চমৎকার! পশ্চিম আকাশের লাল আভায় নৌকার পশ্চিমদিকের নলীর জন লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে—গে দিকে নলীর বুকের ভিতর যেন সমস্র সহস্র রায়া জবা ফুটয়া উঠিয়াছে—গার তাহার কুলে উঁচু উঁচু সোজা সোজা পাড়ের উপরে ছোট ছোট কুটার ও বড় ছোট গাছ পালার গায়ে গায়ে গায়ে লে লালের স্লিয় লায়ণ্য পড়িয়াছে। সেই সোজা পাড়ের ঐ কুটারগুলি দেখিলে কেমন ভা ভয় করে—মনে হয় তাহায়া যেন নদীর শোভাময় লাল জলে জাবন বিসর্জন করিতে উশ্বয় হইয়া রহিয়াছে। এই ভাঙ্গন-ধরা তীরের উপর আর একবর্ষ। পর্যাস্ত কুটারগুলি যে রক্ষা পাইবে এমন মনে হয় না।

পশ্চিমের এই আলো পথ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিকে অন্ধকারের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম এখনো স্বিশ্ব লাগ-লাবণ্যমর, কিন্তু পূর্ব্বদিক একেবারে অন্ধকার—কুরানার আছের। সেই কুরানার প্রাণের মধ্যে এক একবার কেবল পুলের দিকের একটা আলো জলিয়া জলিয়া উঠিভেছে—আর পাশের জানালা দিয়া আকাশের এক একটা তারা চোথের সমুখে আসিয়া পড়িতেছে—ছই একটা তারা নদীর ক্ষে

মাঝে মাঝে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। একদিকে আলোক একদিকে অন্ধকার — আমরা মধ্যথানে সন্থিছলে বদিয়া আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমাগত অন্ধকার ক্য়াসার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি — দেখানে আশ্রয় ফেলিয়া আদিয়াছি, মাত্র — মাত্র আমরা।

এথানে রাস্তা ঘাটে সহরে মাঠে বেখানে সেথানে মন্দির; এত মন্দিরেও তব্
এখানকার লোকেদের আশ মিটে নাই, বেস্থানটি একটু নির্জ্ঞন, স্থল্গা, সেইথানেই
একটি বাঁধান গাছতলার একটা কোন না কোন রূপ মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে, বলিতে কি
এগানে এমন একটা বড় গাছতলা বা উ চু ভালরকম জায়গা দেখিলাম না, বেখানে একটা
স্টেছাড়া মূর্ত্তি পড়িয়া নাই। আর বেখানেই এইরূপ মূর্ত্তি সেই খানেই এক একটা
নিশান পোতা,—নিশান দেখিলেই বুঝা যায় ইহা একটি দেব আডা। এইরূপ মূর্ত্তি
পূজার এক একটা বিশেষ দিন থাকে, অনেক দ্র হইতে সেদিন সেথানে লোক জনে,
দোকান পদারি বসে—একটা মেলা হয়। তাপর বে বেখানে চলিয়া যায়—মূর্ত্তি একাকী
পড়িয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য পূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে যে প্রথমতঃ এইরপ স্থলে দেব কল্পনা করা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বলিতে কি আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি পূজা করিতে, স্বভাব-সৌন্দর্য্যে জীবস্ত কবিত্ব অমূভব করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।

আমরা দর্ক প্রথমে এথানে ভরহাজের আশ্রম মন্দির দেখিতে ঘাই। রামচক্র বনে যাইবার সময় আরকি এখানে তিন দিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মনে করিলাম কি একটি নির্জ্জন পবিত্র স্থান দেখিতে যাইতেছি – কিন্তু লোকা-লয়ের ভিতর দিয়া ধ্লায় হাবুড়ুবু থাইতে থাইতে একটা গগুগোল, চিকরা চিকরি— অপরিদার ও ধূলার কারাগার মধ্যে, প্রবেশ করিয়া গুনিলাম এই ভরদাজের মন্দির। যত মন্দির দেখিরাছি এমন অপরিকার ধৃলিময় কোনটি দেখি নাই। এখানে চুইটি মন্দির ঘর — এক ঘরে রাম লকণ সীতার মূর্ত্তি এক ঘরে একটি শিবের মূর্ত্তি। তুইটি <sup>ঘরের</sup> মধ্যে তুইটি সিঁড়ি পথ আছে সেইখান দিয়া নীচের অক্কার গহরে নামা যায়। ইংার একটি গছবর বশিষ্ঠ মুনির একটি ভরবাজের তপঃস্থান বলিয়া ক্থিত। আমরা মন্ত্রি প্রবেশ না করিতে করিতে জনকতক পুরুষমূর্ত্তি-ক্রী-পাণ্ডা আমাদের **ঘেরি**য়া ফেলিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ করিয়া দিল; মন্দির দেখিব কি আমাদের হুৎকম্প উপস্থিত: <sup>মনে</sup> হইল **আৰু বুঝি এইথানেই কয়েনী হইরা পড়ি। কমপাউণ্ডের** মধ্যে কাছাকাছি আরো অনেক মন্দির, সকল মন্দিরের লোকেরা একসঙ্গে জুটিয়া নিজের নিজের দেবতার জন্য প্রসা চাহে, নি**জের নিজের মন্দিরে লইরা বাইবার জন্য চী**ৎকার করে, ঘন ঘন হাত নাড়িতে কাছে আদে, অতিক্ষ্টে আনাদের দরোয়ানেরা তাহাদের সরাইয়া विष्य। याहे होक थानिककन छाहारमञ्ज ही १कारतत वर्ष्ट्रविट नाकानि हो वानि थाहे या অবশেষে অনেক কটে ছিপ কাটিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম,

তাহাতেও নিস্তার নাই, গাড়ীর অর্জেক পথ আবাল বৃদ্ধ বণিতারা চীংকার করিতে করিতে আমাদের দঙ্গে দুটেল। এমন বিপদে আর কথনো পড়ি নাই। যদি ভরদান্ত মুনি জানিতেন তাঁহার শাস্তির আশ্রম এমন অশাস্তির আলয় হইরা উঠিবে তাহা হুইলে বোধ করি ইহার চিহ্নমাত্র তিনি রাথিয়া যাইতেন না।

সহবের মধ্যে রাজার মন্দির নামে আর একটি মন্দির আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা একট প্রস্তার নির্মিত লালবর্ণের নৃত্য মন্দির। মন্দিরটি দবে ১৬ বংসর মাত্র একজন রাজা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরটি বেশ দেখিতে, ইহার চূড়াগুলি সব স্বর্ণ-মিগুত। যে ছার দিয়া মন্দিরের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে হয়—তাহা স্বর্হং। এই ছারদেশে একটি মজার ঘড়ি, একটা নল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া একটা জল পাত্রেজল পড়িতেছে, জলে বাতীটার কতথানি প্রিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়াই সময় ঠিক হইতেছে। বাটীটা একেবারে জলপূর্ণ হইলে তথন তাহা ফেলিয়া আবার ধালি করিয়া লইতে হয়। মন্দিরটি শিব মন্দির, মন্দিরের চারিধারের বারান্দার ভিতরে বাহিরে দেব দেবীর মূর্ত্তি ধোদিত, মন্দিরের মধ্যে দেয়ালে অনেক দেব দেবীর চিত্র। শিব মন্দিরের সমুখাসমুখি কমপাউণ্ডের মধ্যে একটা একতালা গৃহে রুফ্ম রাধার মূর্ত্তি। সেই গৃহের ছাতে রুফ্ম রাধার মাধার উপর কয়েরকটি বিলাতি মূর্ত্তি (Statue)। এই মূর্তিগুলি বেশীর ভাগ স্ত্রীমূর্তি, পুরুষও আছে, একজন নাইট একটা হরিণ পূর্ণ্তে দণ্ডায়মান। দেবি মন্দিরে এইরূপ বিলাতি দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম — বৃঝি বা বাঝাকি, লক্ষ্মী, সরস্বতা আজ এইরূপ বেশে শিবের সমুথে বিরাজ করিতেছেন। আন্চর্য্যই বা কি! শুনা যার আজ কাল কোন কোন গৃহ দেবতার পাউক্রটি বিস্কুটের ভোগ নহিলে চলে না!

এখানে আর ছইটি যে মন্দির দেখিরাছি তাহা দেখিতে এমন জনকাল নহে, কিন্তু তাহার সন্মুখের দৃশ্য বড় চমংকার। ছইটিই গলার ধারের মন্দির। একটি দারাগঞ্জে অন্যটি সহরের বাহিরে শিবকোটি নামক স্থানে। দারাগঞ্জ নদীর ধারের একটি স্থান, বড় বড় বাড়ী ইমারত মন্দিরে মন্দিরে ইহা ভরা। নদীর উপর হইতে এই স্থানটি দেখিতে ঠিক যেন ছবির মতন, বড় স্থানর! এখানে আমরা যে মন্দিরটি দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা বাস্থার মন্দিরে-ইহা একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। পাথরের স্থবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরের বারান্দার উঠিয়া ঘুরিয়া সর্প রাজের সন্মুখের বারান্দার আদিরা দাড়াইলাম, এই বারান্দা হইতে নীচে গলা পর্যান্ত ছই পাশে দেয়ালওয়ালা একটি বাধান ঘাট, বর্ধাকালে সন্মুখের প্রদারিত মাঠ ঢাকিয়া এই ঘাটে জল আদে, কিন্তু এখন গলা উক্যো হলদে মাঠের আকাশের একপাশে একটা কীণ বিহুৎ-রেখার মত ভইয়া আছে। তাহার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত আকাশ আর চারি পাশে অনন্ত প্রসারিত মাঠ ধৃ ধৃ করিতেছে। মাঠের সীমান্তে যে বড় বড় গাছ, মন্দিরের উচ্চ ভূমির কাছে তাহাও স্বিং উচ্চ স্মান সব্জ জ্মির মত হইয়া পড়িয়াছে, বিকশ্বের প্রশান্ত কন্ক

আঙা—হরিক্রাবর্ণের এই ক্ষেত্রাকাশে শরন করিয়া চারিদিকে একটা গন্তীর নিরাশার ভাব, একটা বৈরাপের তান ভূলিভেছে—বাস্থকী সহস্র কনা ভূলিয়া ভাহারদিকে চাহিয়া সেই বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনিতে কাণ পাতিয়া আছে।

শিব কোটির মন্দির ("শি উকোটি" অর্থাৎ শিব মন্দির। ইহা ছইতে সমস্ত স্থানটার নামই শিউকোট হইরা পড়িরাছে) আমরা রাত্রকালে দেখিতে পিরাছিলাম। স্থানটি একেবারে স্হরের বাহিরে, বড় নির্জ্জন। মন্দিরের পুরোহিতগণ ছাড়া এথানে আর কেহই বাদ করে না। সে দিন পূর্ণিমা, সাদা ধবধবে গছুজওয়ালা ছোট্ট মন্দিরের উপর, কাল পাধরের ঘাটের উপর, মন্দিরের নীচের ধু ধু কারী বালির চড়ার উপর, দূরে অস্পঠ গ্রার কাল একটা রেখার উপর জ্যোৎসা ঘুমাইয়া পড়িরাছে। দেই ঘুমন্ত জ্যোৎ-ম্লাকে কম্পিত করিয়া পুরোহিতদিপের স্তব গান মন্দিরের মধ্য হইতে স্তব্ধ আকাশে উপলিয়া উঠিতেছে, চারিদিক গমগম করিতেছে, চারিদিক পবিত্র ছইয়া উঠিতেছে— আমার মনে হইতে লাগিল আমি ঋষি আশ্রমে দাম পান গুনিতেছি। দেই স্তব গুনিতে গুনিতে পুতঃ হইরা আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বালির চড়া ভালিয়া নদীর ধারের দিকে চলিতে লাগিলাম। পুরোহিতদের স্ততিগান ধীরে ধীরে মিলাইরা আদিতে লাগিল, যথন নদীতীরে আসিরা দাঁডাইলাম কেবল একটা গুণ গুনানি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এথানে কি পভীর নিস্তব্ধ ভাব। নিজের নিশ্বাস শব্দ পর্যান্ত থেন এথানে শোনা বায়। এই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধ রক্ষনীতে স্নামরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহি-য়াই যেন বিশ্বিত হইতে লাগিলাম, মনে হইতে লাগিল যে, আমরা এথানে কেন আদিলাম। আমরা বিশ্বয়ে স্তব্ধভাবে তীরে বালির উপর বদিয়া পঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম ? গঙ্গার উপরে বেখানে পূর্ণ চাঁদ তল তল চল চল করিতেছে —তাহার কাছেই-মাকাশের একথানা কালমেদ পড়িয়া দন দোর করিয়া ভুলিয়াছে-মাহুবের अन्द्रित मठ शक्कां क्रम्द्रित एम अक्ट मृद्रक होनि काक्षा शीक्षा त्रश्चित्रहि, আत शक्का श्रम्द्रित হাসির ফ্রেই ছোট ছোট তরক গুলিই ষেন কুলকুল শব্দে আমাদের পায়ের কাছের তট দেশ অ্লিত ক্রিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ওপারের পাড় ভাঙ্গিবার শব্দ মুত্তর হইয়া গদার শোক দঙ্গীত যেন আমাদের কাণে পশিতে লাগিল। ওপারে মেছের মত আবছা আবছা গাছ পালার ভিতর একটি মাত্র আলো টিপ টিপ করিতেছে—এদিকে গাছ পালার ভিতর সন্ধার তারা জল জল করিতেছে—আমার তীরে বদিয়া একটি কথা মনে হইতে লাগিল-একদিন এইরূপ জ্যোৎসা রাত্তে নদীর শোভা দেখিরা একজন যে বলিয়া উঠিয়া-ছিল—"যদি ম্রিতে হর ত এই সমর পদার বুকে—" আমার দেই কথাটি মনে পড়িতে <sup>ণাগিল।</sup> ক্রমে আমাদের স্তব্ধতা ভাঙ্গিলা গেল,—আমরা অনেককণ ধরিলা দেই জ্যোৎলা-<sup>থীত চড়ার উপর বসিরা বেড়াইরা গর করিরা কাটাইলাম,—অবশেবে বাড়ী ফিরিলার।</sup> এই খানেই **আমাদের মন্দির দেখা শেব নছে। আমরা এই** মন্দির দেখার গল করি- তেছি—একজন বলিলেন—গঙ্গার ওপারে পাড়িলা প্রাথম বে একটি শিবমন্দির আছে—বড় চমৎকার। শুনিরাত আমার বন্ধুটি কেপিয়া উঠিলেন—ঘইনার সব ঠিক ঠাক হইল—এবার যাত্রী আমরা ৪ জন স্ত্রীলোক—সঙ্গে দরোয়ান চাকর বাকর। মরের গাড়ী গঙ্গার ধার পর্যান্ত গেল,—তাহার পর গঙ্গার কাঁচা পুল ভাঙ্গিরা উবড়ো খাবড়ো গ্রাম্য রান্তা দিয়া ঘাইতে ঘাইবে, সে পথে কিছু আর ঘরের গাড়ী চলে না,—কাজেই এ দেশে খাঁচার মত ছোট ছোট যে একরূপ বোঁড়ার গাড়ী আছে, আমরা ভাহার এক এক থানিতে ছইজন করিয়া চড়িলাম। একথানিতে আমি ও আমার তথাঙ্গী বন্ধুটি, আর একথানি কিছু অতিরিক্ত রকম জুড়িয়া গেল। মন্দির দেখার প্রসাদে আমানদের একা চড়া পর্যান্ত হইয়া গেল, একা চড়িয়া আমাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের ছইজনকে ঝাকাইতে ঝাকাইতে—দোল দিতে দিতে যখন পুল দিয়া একাখান আরেষে হেলিয়া ছলিয়া চলিল—আমার ত বড় মজার লাগিতে লাগিল,—আমরা ছজনে ভখন প্রাণের যত স্থের গল্প করিতে বিদিলাম, মনে হইতে লাগিল—সঙ্গীর শুণেই স্বর্গ-নরক, স্থানের শুণে নহে।

এইরূপ হাসিতে খুসিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পুলটা পার হইয়া গ্রাম্য কাঁচা রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সকলেরই মনে হইল-এইবার গম্য স্থানের কাছাকাছি আসা গেল-অল্লকণের মধ্যেই মন্দিরে পৌছিব, ওমা—কোণায় 🗣 ? বতই বাই শুনি আরো বাইতে হইবে— পথের বেন আর শেষ নাই। চাকররা যারা সঙ্গে ছিল ভারা ঠিক পথ জানে না.— মাৰে মাঝে রাস্তার লোক ধরিয়া ধরিয়া তাহারা পথ জিজ্ঞাসা করে,—কেহ বলিয়া দেয় এ রাস্তায় যাও, কেহ বলে ওরাস্তায় যাও-পথের না আছে একটা ঠিক, না আছে একটা কথার ঠিক,--গাড়োয়ানেরা একবার এরাস্তার একবার ওরাস্তার পাড়ী ছটাকে ষ্ডির পেণ্ডুলদের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবশেষে একটা মাঠের পথে স্থানিয়া কেলিল— গুনিলাম এই পথে গেলে শীঘ্ৰ বাওয়া বাইবে,—তথন বুরিলাম—মহাদেবের মন্দিরে— কিন্তু তার পর দেখিলাম আর থানিকটা এইরূপ পথে চলিলে শাঘুই শেষ স্থানে বাওয়া যাইবে। মাঠের সেই পথহীন আঁকা বাঁকা চিবে ঢাবা উচু নীচু পথে কার বার স্বর্গ হইতে রমাতলে ছম দাম করিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ি চলিতে নাগিল। এক এক বার সমুখে একটা উঁচু ঢিবি দেখি কি করিয়া পার হইব প্রাণটা জাতকিয়া উঠে, আর গাড়ীটার ছই দিকে গোকেরা ধরিরা মজেমে মজেমে (ধীরে ধীরে) করিতে করিতে चि गर्डर्गान-कि**ड** जनात्व इम किन्ना नामाहेना एक-गत्म मत्न ति मलागे। ना হইরাছে এখন একটু কমিলেই বাঁচি। এইক্লপ এক একটা চিবি পার হওরা কলিকালের আর কি অগ্নি পরীকা। আমাদের পাড়ীটা তবু হালকি সভ্যারি,—কিতীয় গাড়ীখানি এইরূপে পার করিতে এক একবার লোকদেরও প্রাণ ওঠাগত হয়—হাত্রীদেরও তাহি মধুবদন হইবা পড়ে, হুই একবার ত বাজী হুইটি গাড়ী হুইতে নামিরা উচু চিবি

त्रांत इट्डा वहेरनन-डाँशास्त्र मर्या धक्यत्वत क्यांग्ड मरन इटेंड वांगिय-डिनि আহার করিয়া শিব দর্শনে আসাতেই যত অনর্থ উৎপত্তি হইরাছে, -- আর কবনো এরপ कविद्या ना बनिया जिनि योनना कविद्या नांनितन । कोन बक्त्य बर्यन पार्छव एन जरू-लतीहै। भार बहेश बिकार जाया थिय-त्रवरी बिवायन-जिनि यानना ना कतिएवं कथन्हे আজ মনিবে আসা ঘটিত না।

याक, এতটা ऋत्य तांखा नात रहेता मिनत त्मिता हक्षित- এकটा निन प्रक्रित মধ্যে একটা এঁদো পঢ়া জান্ত্রপায় ছোট খাট একটা শিবের মন্দির,-এইত পাড়িলা মহাদেব। বাহক ছপুরের বমর বাড়ী ছাড়িয়া ৪ টের সময় আমরা এথানে আসিরা পৌছছিলাম, —৪॥ টের সময় আবার বাড়ী মুখো ফিরিলাম — অমন উঁচু নীচু পথে রাভ হইলেই সর্বনাশ, তাহা হইলে মার্চেই রাত কাটাইতে হইবে। সঙ্গে আবার একটা আলো জালিবার বন্দোবন্ত পর্যান্ত নাই, তুপুর রৌজে বাড়ী ছাড়িয়া কার মনে অর্কার রাত্ত্রের विभव यान आदि ? এবার মে রাস্তা না ধরিয়া অপেকারুত ভাল রাস্তা ধরা গেল। শীতকাল, বিকাল হইতে হইতে সন্ধা আদিয়া পড়ে, সন্ধা না আদিতে আদিতে অন कात हत, शीघरे हातिनिक स्वात स्वात रहेता आधिन — मोड़ारनीड़ि ठाड़ाठाड़ि कतिया ও গাড়ী মাঠ না ছাড়াইতে ছাড়াইতে সন্ধা হইরা পড়িল, বেচারা খোঁড়ারাই বা কভ পারে, তবু তাহারা প্রাণ পণে চলিতে লাগিল, বাবলা গাছের নোয়ান ডালপালার काँहात बाहफ थाहेबा, नीटि शाहशाहड़ात छेशत छात अछिटमांव नहेबा शाही क्राउटिश চলিতে লাখিন-আর থানিকটা পেলেই পাড়ী মোহন গঞ্জের প্রাম্য রাস্তার আসিয়া পড়ে – সকলের মনে এই মাত্র ভরদা; এই ভরষায় উপর নির্ভর করিয়া আমরা সেই মাচের বিকে চাহিতে চাহিতে চলিবাম, কেতের মাঝে আঁবার পাছপালা ছাড়। षात कि हूरे तात्थ भए जा, मरदात मठ अथात रियत प्रा नारे - जारे मन्तार ज ও একটু একটু চারিদিক নজরে পড়িতেছে। খাত কন কন করিতেছে—সজোরে ঠাগু হাওয়া বহিতেছে—বেদিকে চাই ত্রিদীখায় একটা লোক নাই লোকালয় নাই একটা পথ ः या यात्र ना, मात्य मात्य त्क्रतन वक वक्षा त्यत्रान या व्यामात्मत्र मित्क जाकाहेन्ना চলিয়া ঘাইতেছে।—যত অন্ধলার হইয়া আদিতে লাগিন—ছৎকল্প হইতে লাগিল, রাজ रुरेया श्वात व्यात त्कान जेलाव नारे-नमस बात्मान खांमान कृतारेया श्रम-मकल নিঃবুম হইরা পড়িলাম। এই সমর আমার একবার মনে হ**ইল**ুনভেল লেখকগণ কেমন महर्ष अधिकत्क निक हात्रा कृतिया त्कर्णन. किंड निक्शांत्रा व्यवशांता वि ख्यानक তাহা তাঁহাদের একবার হৃদরক্ষ করাইর। দিই। বাহউক কোন জন্মের নিভান্ত পুণ্য-वाल आमता नी बहे आत्मत त्राखात चानिता विक्तान, — आत कावना तरिल ना, यूका त्रत <sup>বত</sup> রাত্রেই হৌক বাড়ী পৌছান ঘাটবে। তাহার পর বে বাড়ী ফিরিয়াছি তাহা আর विनाद 'आवणाक नाहे। अथन बाद विनदा तिविनकात कथा मान कतिरक वकरे नामि-

তেছে ভাল,—মনে হইতেছে এত মন্দির দেখিয়াছি—এমন আমোদ কোণার হয় নাই। একটা কথা, এত কট করিয়া কোথার গলার পারে পাঁড়িলা মহাদেব তাহা পর্যান্ত দেখিয়া আসিলাম আর আমাদের বাড়ীর কাছেই যে একটি ভাল মন্দির আছে তাহা এ পর্যান্ত কথনো দেখা হইল না যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহার আর কি এমনি হতাদর। এখানে আসিয়া আমরা গভর্গমেণ্ট হাউস, লাইত্রেরি, মেয়োহল, পার্ক প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিবার সব দেখিয়াছি কিন্ত কলিকাতায় যে এরূপ ধরণের কত ভাল ভাল বাড়ী উল্যান আছে—তাহা দেখিবার কথা মনেও হয় না। এ বিষয়ে ঘরের ছেলের পাণ্ডিত্য আর বাসস্থান সমান। ঘরের ছেলে অন্য লোকের কাছে যখন মহা পণ্ডিত তখন ও আপনাদের কাছে দে ঘরের ছেলে বই কিছুই নয়। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছি— মানুষ করিয়াছি, চিরকাল যাহাকে আবল তাবল বকিতে শুনিয়াছি আঃ কপাল তিনি আজ আবার পণ্ডিত! সে পাণ্ডিত্য আবার চোখে লাগে!

অনেকে আমাকে জিজাসা করেন—কলিকাতার মন্থেটে চড়িয়াছ? অমুকস্থান গিয়াছ ওমুকস্থান দেখিয়াছ? আমি ভাবি চিরকাল যাহার রক্তমাংসের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি, তাহাকে আবার নৃতন আলাদা আলাদা করিয়া কি দেখিব! কলিকাতাটা নাকি আবার একটা পদার্থ!

এখানে আর কি ইংরাজি প্রবার্বটা ঠিক খাটে Familiarity brings contempt... এখানকার মেয়োহলটি মেয়োর স্মরণ চিহ্ন। ইহা বেশ স্থদৃশ্য জমকালো একটি বাড়ী। কিছু ইহার প্রধান জিনিদ ইহার স্তম্ভটি। ইহা কলিকাতার মহুমেন্টের মত স্বত উচ্চ না হউক-কিন্তু তবু বড় কম উচ্চ নহে-স্থামরা ত উঠিতে হিমঝিম থাইয়া গিয়াছিলাম, অর্থে উঠিতে গেলে যে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়—এই মঞ্চে উঠিবার সময় তাহার কতকটা আমাদের ধারণা হইরাছে,—শেবদিকের সোজা সোজা উঁচু উঁচু ধাপগুলা এক একটা করিয়া উঠি আর মনে হয়—বুঝি আর পারিলাম না, বুঝি এইবার নামিতে হয়। যাহক অতদুর উঠিয়া আবার নামিয়া পড়া নেহাত অমামুষের কর্ম—তাই জীবন মরণ পণ করিরাও শেবে উঠিয়া পড়িলাম, উঠিয়া সমস্ত পথ প্রান্তি নিমেষে ভূলিয়া গেলাম, মনে হইল সত্যই স্বর্গে আসিয়াছি—চাল্লিদিকে কি স্থলর দৃশ্য! নীচের গাছ পালার মধ্যে বর বাড়ী সব একসা হইয়া গিয়াছে—বড় বড় স্তম্ভ ছোট ছোট ডাণ্ডার মত হইয়া পৃজিয়াছে—মামুষগুলো. পোকার মত কিলকিল করিয়া চলিতেছে—চারিদিকে একটা শীমা হীন দৃশ্য; দিগন্তের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে—ছোটর সহিত বড় নিলিয়াছে— এই থানে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় সংসায় যেন একটা ছেলে খেলা, যেন একটা পুতৃলের রাজ্য, আকাশ গৰ্জে আসীন এক মহান পুরুষ সেই পুতৃলদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছেন। উঠিতে এত কষ্ট নামিতে কিছুই না! আমরা যথন নামিরা আসিশাম एविनाम পশ্চিমের नान जाला ना मिनाইতে চাঁদ উঠিয়াছে, বিকাল না ফ্রাইতে

সন্ত্রা হইয়াছে—বিকালের লাল আলো আর চক্রমাণালিনী সন্ত্রার রজত আলো একত্র মিশিয়াছে, কলিকাতায় কথনো এমন সন্ধ্যা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

এখানে একটি মস্ত নৃতন কালেজ নিশাণ হইতেছে, পুরান কলেজটি ছোটখাট। পুরান कत्नक्रवाि हैत नाम नाउँथात काम्न्। आत्म अतम् । नार्कितन्ते गर्छनत्त्रत ऋत्न একজন করিয়া ক্মিসনার নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাতন কলেজটি আগে লাউথার নামক একজন কমিদনারের বাসবাটী ছিল-তাঁহার নাম হইতে ইহার নাম লাউথার কাস্লু इहेब्राट्ड। त्माना यात्र नाउँथात वर्ष मखात्र त्नाक्डित्नन, जिनि नवारी जाना-हात्न नहित्न চলিতেন না, সঙ্গে তাঁর আসাসোটা ধারী লোক নহিলে হইত না, তিনি আপনাকে "সুবা" বুলিয়া পরিচয় দিতেন,—বিলাত যাইবার সময় তিনি অনেক জিনিস পত্র বিক্রয় ক্রিয়া যান, জিনিসের মধ্যে রূপার জিনিস তাঁহার অনেক ছিল, কিন্তু তাঁহার রূপার বাসন কিনিয়া যে সে লোক যে ব্যবহার করিবে—ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল— তিনি তাঁহার একজন নবাব বন্ধকে ৪০ মন ওজনের বাসন সমস্ত দান করিয়া গেলেন, তবু তাহা ঐ কারণে বিক্রয় করিলেন না।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বাড়ীও একদিন আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি তখন পাহাতে, শুনাগৃহ সে সময় যে কেহ ইচ্ছা করে দেখিতে পায়। আমরা যাইতেই দার-বানেরা দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীটি একতালা একটি বড় বাড়ী, কোন কর্ম্মেরই নহে, আমাদের এখানে একজন বড় মাহুষের বাড়ীও তাহা অপেকা অনেক ভাল! লাট সাহেব না থাকায় বা'ড়টি তেমন সাজানও নাই, জিনিস পত্ৰ অনেকটা লগু ভগু অবস্থায়, দেয়ালে কতকগুলি কেবল বড় স্থুন্দর স্থুন্দর তেলের ছবি দেখিলাম।

এখানকার পার্কটি যদিও কলিকাভার পার্কের মত অত ভাল নহে-তবুও বেশ স্তৃশ্য। ব্যাওট্যাওের চারিদিকে ঘাসের চক্রের মধ্যে বিলাতি ফুল ফুটাইয়া যে মধ-মল বিছানা পাতা হইয়াছে, তাহা বড় স্থকর। গুনিলাম গ্রমি কালে যথন এলাহাবাদের মাটাতে • কোথার একটা সবুত্র ঘাস থাকে না- চারিদিক মকর মত ধুধু করে, তখনও এই পার্কের ঘাস গুলি বছ বত্বে বাঁচাইয়া রাখা যায়,—আর চারিদিকের শুক্লো মরুময় দুশ্যের মধ্যে এথানকার সবুজ ভাবটি তথন বড়ই রমণীয় হইয়া উঠে। এথানকার এই পাকা ব্যাশুষ্ট্যাশুটি—এলাহাবাদ সহরের একজন প্রধান ব্যক্তি বাবু নীলকমল মিত্র নিজের ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন—অথচ ইহাঁর নামটি ব্যাশুট্ট্যাণ্ডের এমন স্থলে थिकि बाह्य-त्य जाहा महत्वं नक्तत्रहे भए ना।

এখানে পুকুর প্রায় নাই, বেখানে সেখানে পাতকুরা, কিন্তু এখানকার ক্যায় আর বাদলা দেশের ক্যায় অনেক তফাৎ। এখানকার পাতক্য়া এ ত গভীর, যে নীচে চাহিয়া <sup>দেখিতে</sup> কেমন গা শিহরিয়া উঠে—দেই গভীর পাতক্যার কোন-তলায় একটু জল পড়িয়া <sup>ছাত্তি, – জল এত নীচে যে তাহা তোলা কম কোরের কর্ম নহে। বেশী কলের আব-</sup>

भाक হইলে প্রায়ই এথানে গকতে কপিকলে টানিয়া কল তুলে—নহিলে ছোট ছোট লৌহ পাত্র করিয়া মানুষেই কপিকলে জুল উঠায়। গরমিকালে কুয়ার জল আরো নামিয়া যায় যা অল্ল স্বন্ন পুকুর আছে তাহাও সবই প্রায় গুকাইয়া পড়ে—কেবল লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের বাডির কাছে আকবরের সময়কার যে একটা বড় পুকুর আছে, আর রাজাপুর পলীতে ভাগনের তালাউ নামে একটি বে ছোট খাট পুক্র আছে—এবং আরও হয়ত এইরূপ তু একটা পুক্রে গরমি কালেও জল থাকে। ভাগনের তালাও এথানকার লোকেদের একটি ছোট খাট তীর্থ। রাজাপুরে আগে তুইটি পুকুর ছিল একটি মামার—একটি ভাগনের—এখন মামার বাঁধান বড় পুক্রটি একেবারে ওকাইয়া ঘাসপূর্ণ হইয়াছে—আর ভাগনের সামান্য পুকুরটি জলপূর্ণ রহিরাছে। এ সম্বন্ধে গল্প এই—ধনী মামার সরকারে গরীব ভাগনে চাকর ছিল, মামাকে একটা পুক্র কাটাইতে দেখিয়া ভাগনেরও একটি পুক্র কাটা-ইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার ত টাকা কড়ি নাই, সে সমস্ত দিন থাটে খোটে, রাত্রে একটু করিয়া পুরুর কাটে এইরূপে সে বখন একটি পুরুর করিয়া তুলিল ম।মার তথন মহা রাগ ১ইল, মামা যশের লোভে পুকুর কাটাইতেছিলেন—স্থতরাং ভাগনেকে যশের ব্যাঘাত স্বরূপ মনে করিয়া রাগিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে মামার পুকুরের জন ভকাইয়া গেল (লোকদের বিধাদ ঐ পাপে) আর ভাগনের পুকুর পুণ্য পুকুর বলিয়া খ্যাত হইল। এই পুকুরের ধারে একটা উচ্চ জমির উপর গাছের তলায় এই ভাগনের নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিলাম। এক একটা বিশেষ সময়ে এই পুকুরের ধারে মেলা হইয়া থাকে, লোকে এথানে মাননা করিতে আদে, মাননা সিদ্ধ হইলে পূজা দিয়া যায়। বাজপুরে ভাগনের পুকুরের কাছাকাছি রাস্তার ও পারে কতকগুলা ভাঙ্গা চোরা মনজিদ ও পুরাতন বাঁধান কৃষা বাড়ীর ভগাবশেষ দেখিতে পাওয়া यात्र। ममिकत्त्व नर्वत्थानाि এथता ति बाह्य, किन्न ठारात्र नाशां उत्य यस वाजी ছিল তাহার কিছুই নাই—সেথানে এথন মাঠ, চাষ হইয়াছে। বেশা দিন এ বাড়ী ভাঙ্গা হয় নাই, মিউটিনির সময় এ সকল এক জ্বন মোলার ছিল—বিলোহী অপরাধে তাহাকে काँनि निश्रा এ সম্পত্তি গ্রবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন, ৮।১ • বংসর মাত্র গ্রব্ণমেন্ট একটু একটু এই বাড়ী ভাঙ্গিয়াছেন, এখনো আশে পাশে ছই একটা মসজিদ আর এই নহবদখানা या वाकी चाह्य, नश्वनथानात्र नाकि लिथा चाह्य हेश क्रिश छात्रिक भातित्व ना। जत्व গবর্ণমেন্টের ভাঙ্গিতেইচ্ছা হইলে এইলেখার জন্য যে নহবদখানা রেছাই পাইবে তাহাত মনে হয় না। শুনিলাম এই থানে জমির নীচে অনেক টাকা ছিল —গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন। এইরপ ভাঙ্গা চোরা প্রাতন দিনিদের মধ্যে কতদিনকার স্থতি আমরা দেখিতে পাই— कारलं विविध रेखंद कांक्कार्या हेरांद्र माथा यमन एक्या वाद्य-नृजन अपूर्वा वाड़ी-ৈতও তেমন দেখা বায় না। তাই নৃতন বিচিত্ৰ অট্টালিকা হইতেও এই সব প্রাতন ভাঙ্গাচোরা জিনিস দেখিতে আমার ভাল লাগে।

এলাহাবাদে জিনিসপত্র সবই শস্তা—বিশেষতঃ মাছ মাংস। এথানে খুব ভাল পেয়ারা গাওয়া যায়—এথানকার পেয়ারা একটি প্রসিদ্ধ ফল।

এদেশের লোকেরা বেশ ভদ্র ও বিনয়ী, রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহারা বাঙ্গালীদের অনেক পশ্চাতে। এখানে রাজনৈতিক বিষয়ে যখন আন্দোলন হইরা থাকে তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীদেরই উদ্যোগে। ইংরাজ্ঞদের ভ্রে এদেশের ধনী লোকেরা পর্যান্ত এরূপ আন্দোলনে স্পষ্ট ভাবে যোগ দিতে সাহস পান না। সম্প্রতি এখানে এইরূপ একটি সভা হইরাছিল—সভা আহ্বানকারীগণ এদেশের ক্রোড়পতি প্রধান ধনীকে ইহার আসন গ্রহণ করিতে বলেন—যদিও এ সভায় গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না, তথাপি কি জানি মেজিইটুট কমিসনার যদি ইহাতেও অসম্ভন্ত হন—এই ভ্রে তিনি যে কেবল সভাপতি হইতে অসম্বত হইলেন এমন নহে, এই সভার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চাহিলেন না। এদেশের উপকারার্থে কয়েক জন বাঙ্গালী একটা কোম্পানি করিয়া ইঙিয়ান ইউনিয়ান নামে এখানে একথানি সংবাদ পত্রের উপর অসম্ভন্ত, তাই এদেশের ধনীরা প্রকাশ্য ভাবে ইহার সেয়ার না কিনিয়া বাঙ্গালীদের নামে বেনামী করিয়া সেয়ার কেনেন।

তবে এসব বিষয়ে এদেশ আগের অপেকা অনেক আগুরান ইইরাছে। আগে এদেশে রাজাদের পর্যান্ত বড় ইংরাজদের নিকট জুতা খুলিয়া যাইতে হইত। যে বার কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরল নিয়ম বাছির করেন যে বট পারে থাকিলে খুলিতে ইইবে না, সে বার সেই নিয়মের পর একজন রাজা সাহসে নির্ভর করিয়া বুট পায়ে দিয়া এখানকার কমিসনরের সঙ্গে দেখা করিতে যান,—কমিসনরের চাকরেরা তাঁহাকে মিনতি করিয়া জুতা খুলিতে বলে, রাজা বলেন, "যে বুট থাকিলে কমিসনর কিছু বলিবেন না—যদি বলেন—বলিও বুটত সহজে খোলা বায় না"—এই কথা চাকর রা কমিসনরকে বলায় তিনি তথনি একখান ছুরি চাকরকে ফেলিয়া দিলেন—অর্থানা— বুট খোলা না যায়—কাটয়া ফেল্ক"। শস্তুনাথ পণ্ডিত একবার এখানে আসিয়া এই কমিসনরের সহিত দেখা ক্রিতে গিয়াছিলেন কিন্ত জুতা খুলিতে হইবে, গুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন।

সম্প্রতি ছ এক বংসর হইল—নৃতন আইনের একজন দেশীয় সিভিলিয়ান এক ইংরাজ সিভিলিয়ানের কাছে জুতা খুলিয়া যাইতেছিলেন—ইংরাজ তাঁছাকে বারণ করিয়া বিলিলেন—"তুমি এখন আমাদের দলের লোক তুমি জুতা খুলিবে কেন, তোমার বাপ ব্যাসিবেন-জুতা খুলিয়া আসিবেন-"। যাহক প্রতিদিন রাজনৈতিক সম্বন্ধেও এদেশ অলে অলে অগ্রসর হইতেছে।

### কাব্যজগৎ।

(२)

আম'দিগের এই জগৎ নিতান্ত কুল, অসীম সৌর জগতের কণা মাত্র, চারিদিকেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কাব্যজ্ঞগং অসীম। অনস্ত আকাশে কোট কোট স্থ্য চক্স তারকা লইয়া, অনস্ত আকাশের নীচে আমাদিগের এই কোটি কোটি কুদ্র ভাষর লইয়া, কোটি মনের আশা হুরাশা, কোটি চকুর অঞ্জল লইয়া আকাশব্যাপী আলোকে তাহা দেখিয়া কবি তাঁহার জগৎ চিরকালই স্ফল করিতে থাকেন। সে স্টির কথনও শেষ নাই, সে অসীমে অসীম যোগ। স্টার কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতি যে কোন অর্থেই হউক না কেন সত্য-হে ভ্রম্ভা সে পুরুষ, যে কারণে স্বষ্ট তাহা প্রকৃতি, এই অর্থ যদি কাব্য এবং কবি সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে কবির বিশ্বব্যাপী মমতাই তাহার প্রকৃতি, কাব্য তাহার ফল স্বরূপ, আর এই অনস্ত প্রদারী প্রকৃতির ধ্যানই উপাসনা। তোমার যে কোন ধর্ম হউক না কেন, যে কোনরূপে তুমি তোমার কুদ্র জগতকে অদৃশ্য জগতের কিংবা জগতের কারণের সহিত আবন্ধ মনে কর, সে বেরূপ বিশ্বাসই হউক না তাহাই তোমার ধর্ম। সেই জ্বন্ত ধর্ম ক্থন ক্থন কাব্যে পরিণত হর এবং কাব্য ত চিরকালই ধর্ম-নাহা তোমাকে জগতের সহিত ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে। কাব্যে এবং ধর্ম্মে একটি চিরস্তন সম্বন্ধ আছে।.. কেহ কেহ বলেন যে কবিতা এককালে স্তোত্র মাত্র ছিল, ধর্মগীতিতেই আধুনিক কবিতার উৎপত্তি। পুরাতন ইংরাজীতে কবি কথার অর্থ গায়ক এবং ভবিষ্যদ্বকা উভন্ন বুঝাইত। আধুনিক ইংরাজী পোয়েট কথাটির মৌলিক অর্থ "স্রষ্টা।"

আমার মনে হয় বে ধ্যান বেমন কাব্যের অঙ্গ, দেবমন্দিরও তেমনি কবিতার প্রকৃতির অন্তর্গ। পিণ্ডার একটি কাব্যের অবতারণা দেবালয়ের ললাটের সহিত ভূলনা দিয়াছেন। নীলাকাশের নীচে বাহা উয়ত ভাবে হ্রদয়কে ধ্যান করিবার জ্ঞ আহ্বান করে, বিচিত্র স্ক্রকার্য্য শোভিত প্রশস্ত ললাটে বেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তাহাতে স্বর্যের আলোক, বর্ষার জল বেমন সমভাবেই লাগে, তাহা বেমন স্থির গেডীর সৌন্দর্যাময়; একটি মহাকাব্যের আরম্ভও কতকটা সেইরূপ, তাহাতে কেমন একটি অনস্ত বিস্তৃত, অনস্ত কালের ভাব আছে।

সংস্কৃত, লাটন, গ্রীক যক্ত মহাকাব্য **আছে সব গুলিতেই প্রথমেই বন্দনা।** রঘু-বংশের আরম্ভ দেখ কত স্থলর কত মহান। কোন ভাষাতেই আমি অতপূর <sup>মহৎ</sup> সৌন্দর্য্যময় অরতারণা পড়ি নাই। কালিদাস বলিলেন বাক্ এবং **অর্থ** যেমন ভাবে সম্পূত্র, বাক্ এবং অর্থের যেমন প্রতিপত্তি, সেইরূপ ভাবে একীভূত পার্মতী প্রমেন গুরকে আমি প্রণাম করি। কাব্যের অবতারণা ইহা অপেকা আর স্থানর ইংডত পারে না।

সংস্কৃত কাব্যের সহিত আধুনিক দেবমন্দিরের তুলনা দিতে লজ্জা হয়। পর্ণকুটীরে <sub>মাহারা</sub> বাস করিত, সংসার ছাড়িয়া যাহারা ধ্যান করিত তাহাদিগের কাব্যে প্রস্তর নিশ্তি সীমাবদ্ধ মন্দিরের ভাব দেখিতে পাই না; দেখিব কেমন করিয়া ? কিন্তু তাহাতে নীলাকাশ দেখি, তাহাতে শ্যাম পত্রাবলি দেখি, জ্যোৎস্বালতা দেখি, গাছের পাতার ভিতর মানৰ সদয় দেখি, তপোবনের ভিতর হইতে আকাশবাণী গুনিতে পাই—তপো-বন্ট তাহাদিগের দেব মন্দির ছিল। সংস্কৃত কবিতার মজ্জায় মজ্জায় সেই ত্রেণাবনের বিশ্বরাপী ভাব নিহিত আছে। তাহাতে সংসারের কলঙ্ক নাই, তাহাতে সম্পত্তি এবং অধিকার, রাজা ও দাসের ভাব দেখিতে পাই না। তাহাতে সংসারীর উপর একট কেম্ন দ্বলা দেখিতে পাই। স্নাত যে চক্ষে অস্নাতকে, ওচি ফেম্ন অভুচিকে. ছাগ্রত যেমন স্থাতেক, অচ্ছলাচারী বেমন বদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে, সেই ভাবে বিষয়ীকে ক্বি ব্রাহ্মণ দেখেন। জনাকীর্ণ রাজ্য-সন্মুথে মগ্রিময় গুহের ভিতর থাকিলে যে ভাব হয় তাঁহাদিগের সেই ভাব মনে হইত। শকুস্তলাতে শাঙ্গরৰ এবং শার্দ্ধত উভয়েই ঐ क्शा विनियात्क्त। अथात्म कानिमांत्र अवनत्रम कविया कृष्टे अकृष्टि छेमांकृत्व मित्। আগরা সকলেই কালিদার পড়িয়াছি।

डेगा वानिका वयम आय ছाড़ाইग्रां हिन, डेमा आय मुवली, कानिनाम वनितन-निन দিন চাক্রমণীর লেখা যেমন বাড়িতে পাকে, উমার সৌন্দর্য্য তেমনই ভাবে বাড়িতে লাগিল।

हैश कि मश्माती, हीन, किंहे मदनत क्या। त्य त्मोन्मर्या मिन निन वाटफ छाहात ज्ञन। नीताकात्न ना थुझित्न त्काथांत्र भाटेत्त। किछ त्नथ अकि वानांनी कति त्म বিষয় কি লিখিলেন-

> रिभमत द्योवन इंड मिलि शिल। भारवक पथ है ह लाइन (नन ॥

বাদালী কবির মনে বালিকা ও সুবতীর মধ্যবতী বয়সের কথার তাহার বক্র দৃষ্টির কণাই মনে আসিয়াছে। উভয়ের মধ্যে কতটা ভাবের তফাং!

আবার দেখ টেনিসন ঠিক ঐ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন-বালিকার এখন এমনই <sup>বয়স</sup> যে কে জানে কেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাহার চোথে <sup>জন আ</sup>সে। কথাটি সমুদয় থানি বুঝিতে পারিলে কি ? বালিকার এমন বয়স যে একটি <sup>ন্তন</sup> অজানিত অভাব মধ্যে মধ্যে তাহার হৃদয় অধিকার করে—তাহাতেই তাহার চোথে <sup>জন আনে</sup>। ভাষটি স্থন্দর নহে কি ? কিন্তু ওদ্ধ স্থন্দর মাত্র, কালিদাদের মত মহান নহে, <sup>তাহাতে</sup> স্বর্গের ভাব নাই, জগতের ভালবাদার ছায়া মাত্র আছে।

আবার দেখ পার্কতীকে দেখিয়া শিষের মন মারু ইইল সে কিরপ ভাবে — "সমুদ্র যেমন জ্যোৎসার ছারা আরু ইহয়।"

ইহা কত গভীর! গণ্ডুমনাত জল যাহাদিগের দেখা অভ্যাস তাহাদিগের কিরপে একথা মনে হইবে। হাতাবেড়ী লইরা বাহাদিগের ব্যবসা তাহাদিগের লোহ ও চুম্বকের সম্বন্ধ ভিন্ন আর কি মনে হইবে। মিন্টন 'ইব' এবং 'আদামের' প্রথম দর্শন সময় 'ইবের' মুখে এই কথা করটি দিয়াছেন। "আমি কি করিব, অদৃশ্য কি বেন আমাকে তোমার কাছে লইয়া আদিল।"

#### "-what could I do

But follow straight, invisibly thus led ? । P. L. Book. iv. অন্ধ কৰির মুখে একথা কত স্কার; ইহা বাহিক সৌন্ধর্য শৃষ্ঠ বলিয়া গন্তীর। আবার দেখ ধ্যানমগ্ন মহেশের কথা কালিদাস কি বলিয়াছেন। মহেশ "নির্মাত নিক্ষপ প্রদীপের স্থায়।" উপমাটি কত গভীর একবার ভাবিয়া দেখ। প্রদীপ বদি ছাররুদ্ধ গৃহে নিক্ষপ থাকে ভাছাতে আর নৃতন কি, ভাণতে আর দেখিবার কি আছে—তথন চকু কীল দীপশিখাটি দেখে না, ভাছার সাহাব্যে অন্ধকারে যদি কিছু দেখিতে পায় ভাহাই দেখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিব আকাশের নীচে ধ্যান করিতেছেন—সেধানে যদি একটি পাভাভ না কাঁপে, একটি লভাও যদি কাঁপিয়া কোমল বাহ তুলিয়া আর একটি লভাকে না ধরিতে চায়, সবই নিজের চিস্তা, নিজের স্থাময় ভাব যদি দেখিতে পাই—সেধানে যদি নিভান্ত কাঁণ দীপশিখাও না কাঁপে, সে দৃশ্য কত গন্তীর। জগংবেন প্রশাস্ত হইয়াছে—জগংবেন ধ্যান পরায়ণ। কালিদাসের দীপশিখার সহিত মিণ্টনের "দৃশ্য অন্ধকার" (visible darkness) এই ভাবটির তুলনা দেওয়া বায়। আর এক স্থানে মিলটনের "অফুট ধর্ম্মের আলোক" প্রায় এক রকম ভাব। এগুলিতে ধর্ম্ম মন্দিরের ভাব আছে, কালিদাসের কথাটি আকাশের ভাবময়।

এই জগৎ বাাপী ভাবের মধ্যেও ক্ষুত্র লতা পাতা কেমন মিশাইরা আছে। উমা হাঁটিয়া আদিতেছেন, কালিদাস বলিলেন "সঞ্চারিনী পদ্ধবিনী লভেব"। শকুন্তলার বৌবন "লোভনীয় ক্সমের" মত তাহার "অদে সম্বন্ধ"। শকুন্তলার ভগিনী "জ্যোৎসা লতা," শকুন্তলার পুত্র "হরিণ শিশু, শকুন্তলা নিজেই বনলতা—দে বনলতা উদ্যানলতাকে হারাইয়া দেয়। শকুন্তলা বনল পরিলেও স্কর। সরসিল্প শৈবালে অম্বিদ্ধ হইলেও বেষন স্কর, হিমাংশু বেষন মলিন বলিয়া অধিকত্র স্কর, তপোবনের শকুন্তলার সৌন্ধ্যা দেইরা। সংস্কৃত্ত কাব্য যাহাই পড় তাহাতে আমাদের সহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ সহাহুত্তি দেখিতে পাইবে। এই সহাহুত্তির প্রধান কারণ আমাদের আর্যাধর্ম, আমরা স্বির সব তাতেই দেখি, সবই আমাদের নিকট থানিকটা দেবগুণসংগ্র।

234

আমরা একভাবে না হয় অন্য ভাবে চির্দিনই প্রকৃতি পূজা করিয়া আসিতেছি। সেই কার্বেই নীল আকাশ, স্বত্ত সলিল, তপোবন আমাদের দেব মন্দির। তাই, মহ্ন্য নির্দ্মিত দেবমন্দিরের সহিত সংস্কৃত কাব্যের তুলনা চলে না, কিন্তু ইয়োরপের কাব্যের চলে—আমি ইংরাজী এবং ক্ষরাশী কবিতার উদাহরণ দিয়া এইখানে তাহা ব্যাইবার চেটা ক্রিব।

ইংরাজী দেব মন্দি:রব বিশেষ একটা লক্ষণ তাহার Gothic (গথিক) গঠন। যে তাহা না দেখিরাছে তাহাকে বুঝাইরা দেওয়া একটু শক্ত। হাইকোর্টের চ্চা এবং বর্ষাফলকের মত খিলান যে দেখিলাছে সে বুঝিতে পারিকে গথিক গঠন কাহাকে বলে। পুরাতন ইংরাজী কবিতা খানিকটা গথিক, উন্নত থিলানের উপরে যে দেব মন্দির দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেই ভাব সম্পন্ন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী কবিতা গথিক এবং বোড়শ শতাব্দীর নবপ্রণালীর গঠনের দেব মন্দিরাদি এই উভর ভাব সম্পন্ন। স্পেনসরের কবিতা বিনি পড়িয়াছেন তাঁহাকে এই উত্তর গঠন নিলিয়া কি বিচিত্র ভাব ধারণ করে তাথা আর বলিতে হইবে না। । শেসনস্বের কবিতার সহিত ওয়েইমিনিইরের স্যাবির একটা অংশের তুলনা দেওয়াবার। ভাঁহার Prothaiamion একটা বিবাহের গান। দেইটা লওয়া বাক। বায়ু দেবভাকে Spenser থেলা ক্রিতে দেখিলেন, তীত্র' স্থাালোক ভাষারই কুপার যেন সহনীর হইল। রজত হত্তের নাার টেম্স নলী, তাহার তীরে কতকগুলি বালিকাকে দেখিলেন, তাহাদিগে। হাত বিচিত্র বৈত লতার সাজি, হ জ্ঞানের মাথায় বনকুলের মুকুট, তাহাদের গানের প্রতিদ্ধনি অদ্রবস্ত্রী কোন স্থান হইতে মধুর ভাবে আদিতেছে। এইদৰ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পারিবারিক গৌরবের কথা মনে পড়িল, দে গৌরব নিজের অহস্কারেই शीवत मुना इहेबा পड़िवारक -Decaved through pride - त्वनन डेक छिवि इहेर छ धाउत थ छ कारन निर्वाद कारत अभिया भएड़, (महक्रभ। भवक्रांगर व्यावाद (म मव मन হটতে চলিয়া গেল। ইংলভের গৌরব মনে পড়িল, ইংলভের কীর্তি, ভাস্তের মত নারি দারি দারে আছে (Like pillar standing near) কিছ ভাহার গারে লভা পাতা আছে -

(Fair branch of honour, flower of chivalry)-

নদী তুমি, যতক্ষণ আমি এই গান না শেষ করি, ততক্ষণ বহিলা যাও—এই মনের ইচ্ছটি একংথই রেশমের মত কবিতাতে জড়াইলা আছে। এ কবিতাটতে ওল্লেই-

<sup>\*</sup> ইউরোপে যথন প্থরের নৃতন কথার ধর্মজগৎ একেবারে নৃতন ভাব পাইতে <sup>লাগিল</sup>, তথন গ্রীক এবং রোমান সাহিতা, চিত্ত, ভাষর বিদ্যা এমন কি গৃহ নির্মাণর নির্মণ্ড আবার ইউরোপের নিকট নৃতন হইতে লাগিল। সেই সকলেরই থেন নৃতন জীবন হইব। সেই সময়ের নাম Renaissance period.

মিনিটর আবির অন্তর্গত সপ্তম হেনরির মন্দির মনে পড়ে। তাহাতে বল, সৌন্দর্য্য, উন্নত ভাব, রোমান এবং গ্রীক গঠন প্রণালী গথিকের সহিত মিলিত।

Ronsard (রঁসার) ফ্রান্সের Spenser বলা যাইতে পারে। যোড়শ শতান্দীর কবি, তিনি এবং Regnier (রেনিয়ে) Renaissanceএর সাময়িক। রঁসারের একটা কবিতা দেখ।

ভিনাস (রতিদেবী) কিউপিউকে (মদনকে) লইয়া আজ আকাশে; দেথ তাহাদের মরালগুলি কেমন উড়িরা যাইতেছে। আজ যথন আমি উচ্চ শাখী বৃক্ষকে, লতার বাহুতে জড়াইয়া আছে দেখিতে পাই, তথন মনে হয় আমার ক্ষত্বে প্রণিয়নীর বাহুলতা। "আমার তথন ব্রন্দেবতা হইতে ইচ্ছা করে, গাছে যত পাতা আছে তত্যার দেবী-তাহাকে আদর করিতে চাই।

"এদ আমাকে একবার আদর কর, কার্ম্ব Diana বেমন তাহার ভাই স্ব্য দেবতাকে আদর করে, উবা যেমন আকাশকে আদর করে।

"পরমূহুর্তেই আবার আমার নিকট হইতে সরিলা দূরে যাও, আমি Jove (দেব-রাজ )এর মত খেত ব্য মূর্তি ধরিলা তোমার নিকট আসিব। ∗

"বন কুল তুমি চিরদিন বেঁচে পাক। যেখানে মেঘের গর্জন নাই, বায়ু যেখানে জোরে বহে না, পৃথিবীকে স্থানরতর করিয়া সেখানে বাঁচিয়া থাক।"

স্পেন্দরের এবং রঁসারের এর কবিতাতে কিছু সামা দেখিলে কি ? ছই জনেরই মনে গ্রীক এবং রোমান প্রাণের কথা সর্বানাই মনে উদয় হয়, কিছু তাহাতে নিজের স্বাভাবিক ভাব বিলীন হইয়া যায় না—বেমন প্রাতন গণিক প্রণালী ও পরবর্তী সময়ের মন্দিরাদি গঠনের নব প্রণালী একত্তে মিলিক থাকে।

শোনসরের পরই নিণ্টনের কথা অভাবতই আমাদের মনে হইবে। Milton, Marvell মার্বেল্ও Bunyan বৃনিয়ান এক সময়ের। তিন জনের কাব্যই ধর্মময়, জাতীয় উৎসাহের ফল অরপ। তাহা Apolloর মত, Venus এর ছায়া মাত্র তাহাতে নাই। মন পরিত্র ভাবে সবই দেখিবে, তাহাতে কোনসতা থাকিবে না, সর্বানা রুত্র দেবতার মত উচ্চে বৃদিয়া জীব শাসন করিবে, প্রশস্ত উন্নত ভিত্তির ন্যায় নিজের বলেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহাতে এমন কিছুই নাই যাহা অনাবশ্যক, যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা ভিয় তাহাতে আর কিছুই থাকিবে না। মিসরের পিরামিডের এর মত, আমাদিগের

<sup>\*</sup> ইওরোপা একটি সংসরীর অপূর্ধ স্থানরী কলা। একদিন সে কুল তুলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া দেববাজ Jove ব্ৰম্ব্তি ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বালিকা ইউরোপা তাহার গারে হাত দিল, আদর করিল, শেবে সাহস করিয়া তাহার পিঠে চড়িরা বসিল। তথন তাহাকে লইয়া 'ক্ষোব' পালাইয়া যান। ইউরোপার হরণ ভূমিকেই ইয়োরোপ বলে।

দেবালয়ের অভ্যন্তরের মত তাহা ভূষণ হীন। ইংলণ্ডের গথিক গঠনের ভাব সম্পন্ন এই তিন জন কবির মধ্যে মিন্টনের কাব্যই বিশেষ পর্ম্ম ভাব সম্পন্ন। তিনিই স্বর্গ হারাইয়া, আবার স্বর্গ আনিয়া দিয়াছেন। আজ কাল ওরূপ বিষয় লইয়া কবিতা লিখিতেকে সাহস করেন। বোয়াল্ফ, মিন্টনের প্রোয় আট শত বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম স্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রস্তর স্তুপ মাত্র। মিন্টনের কবিতা ভাহার নিজের কথায় বর্ণনা করা যাইতে পারে।

"Woven close both matter form and style" Milton;

ছন্দ, প্রণালী এবং ভাব কেমন ঘন ভাবে সিমিলিত।

পঞ্চদশ শতাকীর ফোরেলের রাজগৃৎের সহিত মিটনের চতুর্দশ পদী কবিতার তুলনা হয়। সে রাজ প্রাদাদে কারুকার্য্য নাই, তাহাতে চতুর হস্তের কৌশলের পরিচয় নাই, তাহা উচ্চ উয়ত গৌরবয়য়, তাহাতে বল আছে, পরুব সৌলর্য্য আছে, তাহাতে কোমল লাবণা না থাকিতে পারে, তাহা প্রস্তের হইয়াও স্বপ্ন রাজ্যের বেন। ফোরেলের আলবেটি এবং ক্রনেলেস্কি বেভাবের গৃহ নির্মাতা মিন্টন সেই ভাবের ক্রিতা লেখক। মিন্টন সেজপিয়ারের কথা কি বলিয়াছেন ভন—

These delphic lines with deep impression took.

কবিতার ছত্র গুলিতে গ্রীদের Delphos মন্দিরের কথা মনে পড়ে। এখানে মনে রাথা আবেশ্যক যে দেই মন্দিরের পুরোহিত কন্যারা যাহা বলিত তাহা গ্রীদে দেববাণী ব্লিয়া গৃহীত হইত।

Shakspeare নিজে ক্লেশাভিত্ত মুখের কথা একস্থানে বলিয়াছেন চকুর জল যেন তাথাতে কট খোদিত করিয়া দিয়া গিয়াছে।

"The face, misfortune carved in it with tears" Shaks: Lucrece.

ভাষত সার একটা দেই সময়ের কবি, নিজের হৃদয় সম্বদ্ধে তিনি বলিয়ছেন বে তাং। জীবত প্রিরামিডের স্বরূপ। ইহাতে ইংরাজি কবিতার মন্দিরের ভাব আছে সহজেই বৃষ্ণ যাইবে। মিন্টনের মত কবি ফ্রান্সে কথনও হয় নাই। ইংলত্তের ঘ্রাউ য়ুদ্ধে (Civilwar) এবং ফরাশী বিপ্লবে যে প্রভেদ, ভিক্টর ছিউগো এবং মিন্টনে, সার পারিশের নটর ডাম মন্দির এবং ইংলত্তের ওয়েইমিনিস্টর আবিতে সেই প্রভেদ। হিউগো নিজে নটর ডাম সম্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন বারাস্তরে লিখিবার ইছা থাকিল।

ন্তন বিপ্লবের পর ভাষা ন্তন ভাব, ন্তন কথা, ন্তন বল পায়। বিজয়ী রঘুর <sup>সেনার</sup>—সহিত্ত যেমন দেশ বিদেশের বিজিত রাজা প্রজা তাঁহার ন্তন বল স্বরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ।

এখন ছই একটি করাশী কবিতা অফুবাদ করিয়া দিব। তাহাতেই বুঝিতে পারিবে ইংরাজীর সহিত তাহার কি প্রভেদ। যে সময় ইংলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ছিল, ক্রমে বিপুলতা, একতা লাভ করিতে লাগিল, তথন ফ্রান্সন্ত তেমনি একজিত হইতেছিল। তথন ছই দেশেই নৃতন উৎসাহ, নৃতন তেজ, নৃতন চিস্তা প্রত্যেক কার্য্যেই দেখা যায়। সেই অয়োদশ শতালীতে পৃথিবীর মধ্যে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে সর্বাপেক্ষা দেবালয় নির্দ্মাণ-কুশল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উৎসাহ একরপ এবং কবিত্ব মনের অন্যর্ক্ষপ ভাব। ইংলণ্ড নৃতন স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের বলে প্রতাপশালী হইয়া উঠিল কিন্তু ফ্রান্স সেই ধর্মা সেই বিশ্বাসের সহিত, মাধুর্য্য, লাবণ্য, প্রেম, প্রীতি মিশাইয়া দিল। সেই কোমল ভাব প্রত্যেক দেবমন্দিরে, প্রত্যেক কবিতাতে দেখিতে পাইবে। (Antiques) আমিয়া মন্দিরের নহান চৃড়া রাজ প্রাসাদ ছাড়াইয়া উন্নত ভাবে আকাশ ভেদ করিয়া দাড়াইয়া আছে দেখিয়া কে স্তন্তিত হয় নাই ? এবং সলিস্বারি কেথেড্রাল দেখিয়া কাহার হলয় পবিত্র, শান্তিময় হয় নাই ? চক্রালোকে মেলরোজ, কবি Scottএর চোক্রে যে দেখিয়াছে, সমুদ্রের ধারে গাছ পালার ছায়ার ভিতর রক্তবর্ণ প্রস্তরের কারনেদ আবি ভ্রাবশেষ গোধ্লির আলোকে যে দেখিয়াছে তাহাকে করাসী এবং ইংরাজী গীতি কাব্যের প্রভেদ বুঝাইতে হইবে না।

একটি পুরাতন করাদী গ্রাম্য গাতি দেখ-

ে থবি, কাহারে ভাল যে বাসি

(অসুম চোপে) হলর চলরে দেখিরা আসি।
প্রভাত আলোকে কনক তরী, দ্বিনদরদের মান্তল তারি
রেশমের পাল, কনকের হাল
কতই স্কলর আহা মরি মরি!
তাহাতে আসিছে রাজার মেরে, চাহেনা তারেত আমার হিবে ?
দেখিবি কাহারে ভাল যে বাসি
(অবুম চোপে) হলর চলরে দেখিরা আসি।
অই আকাশের গায়, তলে বসস্তের বায়
দেখ অই দ্রে চেয়ে—কেসে যে আসিছে বেয়ে
ছোটখাট ডিঙা খানি, আমারি সেত হলর রাণী।

ইহার সহিত উনবিংশ শতান্ধীর একটি করাসী কবিতার তুননা দিতে ইচ্ছা হর।
বল্বে যুবতী বালা কোথা যাবি তুই ?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, চল্ কোথা যাবি তুই।
সোনার ডিঙার সোনার হাল, পরীর পাথায় উড়িছে পাল
হাতির দাঁতের দাড়ট লয়ে, দেবতার ছেলে যাইবে বেরে, বালা কোথা যাবি তুই ?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, চণ্ কোথা যাবি তুই ?

বাল্টিক সাগর ধারে, কিম্বা পাসিফিক্ পারে
ছ্লাতে হিমানি ছল, পরিতে অশোক ছুল
যথা সাধ যাহা চাই, চল্ আনিবারে যাই।
পরীর পাথার উড়িছে পাল, সোনার ডিঙার সোনার হাল, বালা কোথা যাবি তুই ?
আগ্রহে বলিল বালা—"জুড়াত হৃদয় জালা,
"চির প্রেম যেথা পাব, ল সেই দেশে যাব"
'কোথা সেই দেশ প্রেমের রাজার, সানেনাক কেহু বালিকা আমার।" T. (গাটিয়ে)

আমার ফরাসী কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে কোন বৈষ্ণব কবির লেখা পড়িতেছি। তাহাতে যে সোল্ধ্য লাল্সা আছে, াহা নিতান্ত কোমল ভাবে পরিক্ষুট। তাহাতে যে প্রেমের কথা আছে, প্রণায়ের যে ছালা আছে সবই যেন মধুর। আকাশের মেঘে, তমাল তক্তে, যমুনার জলেও েন প্রেমের ছালা পড়িরাছে। যাহাকে ভালবাসি সে যে জলে সান করিয়াছে সেই জলে সামাকে ডুবাইলা দিক —জ্যোংসার আলোকে অমাবস্যার অন্ধকারে, কুল্লে কি গংং লৌকিক বাধা অতিক্রম করিয়া প্রেম আমার কাছে আফ্রক, এই ভাব পরিপূণ। একটি প্রাণ আর একটিতে লীন হইয়া গিরাছে তাহাই তাহাদিগের পক্ষে যথেও। শিভিগোর এই একটি কবিতা দেখ:

আমিত গোলাপ, প্রজাপতি তুই—আজ হোক্ক।ল হোক, মাটিতে মিশাব তুই। ওগানে উড়িদ কেন আয় কাছে আয়ে, থাকিব হুজনে মিলি যেথা প্রাণ চায়।

চল বেথা প্রাণ যায়, উড়িবি মলয় বায়,—

ফোক না যে কোন স্থান পেতে দিব মম প্রাণ।
ফদরের খাদ, বর্ণের বিকাশ, পর্নাপতি হোক্ গোলাপ কোরক,
পাথা গুটাইয়া হৃদয় মেলিয়া ছ্জনে মিলিবে ছই।
থাকিব মিলিয়া হৃদয় ঢালিয়া—আকাশের গায়, ধ্লার শ্যায়—

যথা হোক তথা, দে পরের কথা,
প্রাণীর প্রধান ধর্ম, প্রাণীর প্রথম কর্ম, প্রাণের মিলন।

আধুনিক ফরাসী কবিতার সহিত দেব ম: লিরের তুগনা দেওয়া যায় না। বেমন ওয়ার্ডসোয়ার্থের লিউসি এে, কুটীরের কথা, শীলা শণ্ডের নীটে ছোট একটি ফুলের কথা, আকাশে একটি তারার কথা, তাহার সহিত দেব মন্দিরের উপরে যে আকাশ এবং শীচে বে ভ্মিণ্ড তাহারই তুলনা হয়—সেলির কবিতার বে আশা, ভালবাসা, যে জীব নের কথা আছে, তাহার সহিত হোম ধুমের সন্ধারতির আলোক ও অন্ধকারের সহিত বিমন তুলনা হয়; ভিক্টর হিউগোর কবিতার সহিত তেমনই পারিস এমন কি সমস্ত জগতের তুলনা হয়। নটর ভামে বেমন পারিসের পাপ পুণা, রাজা প্রজা, সাধারণ ও নীচ,

জনাধারণ ও উন্নত যাহা কিছু দব আছে, হিউগোর কবিতায় দেইরূপ কাতর হৃদয়ের ভগ্নস্বর, আনন্দের তাত্র গান, জয়ের উচ্ছাদ, দরিদ্রের ক্রন্দন, জাতীয় স্থির গান্তীয়্যের সহিত ঘোর বিপ্লবের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে; দেখানে প্রণয়ের নিখাদ দোষিত হইলেও চক্ষর জাল কনপ্রত হইলেও দেবা মাাগভেলেনের মত অশ্রময়ী পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—দেখানে পুরাহিতের কথা দেববাণী, দেখানে অত্যাচারের ক্রোধ কিছা প্রতিভার গর্ম দবই দেব ভাব পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক ফরাদী কবিতা দেব মন্দির হইতে পথের ভিথারীর সহিত, পথ প্রান্তে দরিদ্রের পার্মে পাপীর সহিত, কলঙ্ক মাথিতে ত্বণা না করিয়া, জগতের নীচ হইতেও নাচের হাদি কারা লইয়া, জ্বীর্ণ মানিন যাহা কিছু আছে তাহা ধন, বল, গৌরব, দৌনদর্যোর পার্মে রাখিয়া তোমাকে উদ্ধ মাত্র এই বলে, "চিত্র দেখিবে, কবিতা শুনিবে, ঐ দেখ, ঐ শুন ইহাই জগ্রং—ইহাই কাব্যজগং।

এ আঙ্তোৰ চৌধুরী।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থপ্রীমকোর্ট।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

গবর্ণর সাহেব এই কথা বলিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা আপনি এই মাত্র বলিলেন, তাহার স্থার অস্থার একবার বিবেচনা করিবেন ও বতদিন পর্যান্ত না আপনি এই প্রকার বিচার করিবেন, ততদিন আমি আপনার বাড়ী আদা বন্ধ করিব।" এই কথা বলিয়া আমি তথা হইতে চলিয়া আদিলাম—মনে মনে ভাবিলাম—গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন, হয় ত তাহা রাগের মুথেই হইয়া থাকিবে—তিনি যে সত্য সত্যই আমার অনিষ্ঠ চেষ্টা করিবেন ইহা আমার তিলমাত্র বিশাস হইল না। কিন্তু যথন আমি দেখিলাম—যে জগওচাঁদ গোপনে গোপনে গবর্ণরের বাটাতে যাতায়াত করিয়া নানাবিধ মন্ত্রণা করিতেছে, তথন আমার এ সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। এই জগওচাঁদকে আমি বাল্যকাল হইতে অপত্য-নির্ক্ষিণেযে লেখা পড়া শিখাইয়াহি নানা হলে ইহার জন্য অহুরোধ করিয়া ইহার চাকরি করিয়া দিয়াছি, এমন কি—সে এখনও আমার পুত্র শুক্রদাসের অধীনে, নায়েবের কার্য্য করিতেছে। কিন্তু যথন আমি দেখিলাম যে জগওচাঁদ আর আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে না ও গোপনে গোপনে গবর্ণরের নিকট যাতায়াত করিয়া আমারণও রাজা শুক্রদাসের অনিষ্ঠ চেষ্টা

মোহনপ্রদাদ (যে মোহনপ্রদাদ কি ইংরাজ কি বাঙ্গাদী দকলেরই চক্ষে অত্যন্ত দুগার পাত্র—বাহাকে সকলেই সেই সময়ে শঠ প্রবাহক ও ষড়বন্তকারী বলিয়া জানিত এমন কি স্বরং গবর্ণর হেষ্টিংদই যাহাকে বাটা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ও তাহাকে তাঁহার স্মৃথে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন) পুনরার গবর্ণরের প্রসাদভাজন হইয়া তাঁহার নিকট দর্মদা যাতারাত করিতেছে ও প্রবর্ধ সাহেব তাহাকে পান ও আতর প্রদান করিয়া তাহার সন্মান রক্ষা করিতেছেন – তখন আমার এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। গবর্ণর হেষ্টিংব সাহেব, তাঁহার আলিপুরের বেলভেডিয়ারের বাগানে \* ও ক্রকাতার ৰাজীতে, সকল সময়েই মোহনপ্রসাদের সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; এবং মোহনপ্রসাদও সদাস্ত্রনা জগংচাঁদের বার্টাতে গোপনে ও প্রকাশ্য ভাবে –যাতারাত করে, ও এই সকল বিধয়ে তাহার দহিত মন্ত্রা করে। একণে জিজ্ঞাস্য, মেহ্ন প্রদাদ কি বিশেষ কারণে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত করে ? সে স্বংশজাত বা নিতাত বিধানী, বা উচ্চপদস্থ কোন কর্মতাত্ত্বী নহে—তবে সদানর্বলা গবর্ণরের সহিত, ্য কি এত মন্ত্রণা করে ? সামার প্রতি শত্রতারেণ করিয়া স্কারণে সামার স্নিষ্ট স্থিন কর। ভিন্ন এ প্রকার স্থলে তাহার অত আরু কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ১ ঘ্রো ২**৩ক অন্ন এ সমস্ত বিপদ হইতে আয়ারক্ষা করিবার জ**ন্<mark>ত পরমেধরের উপর স</mark>ম্পূর্ নিউর করি। তিনিই আমাকে এই প্রবল শক্তর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। আগ্র-মধ্যালাকে আমি আমার জীবনের অপেকাও বহু মূল্য বলিয়া বিবেচনা করিয়। থাকি। ণ্যগ্র হে:ইংস সাহেবের বিক্লে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া আমি যে ঘোরতর বিপদাভিদ্ধে ধাবিত হইতেছি একথাও আনি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অনেকে এই অভিযোগ উপস্থিত করার জন্য আমার উপর দোলারোপ করিবে, কিন্তু কি করিব স আনার অন্য উপার নাই। প্রধ্রের অনুচিত কাণ্য সমূহের বিষয় স্মাক অব্যত

<sup>\*</sup> আজকাল আলিপুরের বেলভেডিয়ায় য়েখানে বঙ্গের উমদন বাদ করিতেছেন —

ইেটিংসের বাগান বাটা হহারই পশ্চাং ভাগে ছিল। আলিপুরের আয়ার টবাগানের

নিকট "Hastings House," নামক একটা প্রশস্ত বাগান বাটা, আজহ বর্ত্তমান।

ইেটিংসের ন্তন জাবন চরিত লেথক, Trottel সাহেব বলেন—যে বর্ত্তমান বিচেম্বরের

বাটার সামানার মধ্যে হেটিংসের বাগানবাটি ছিল। কিন্ত তাক্ষণশী বিচম্মণ ঐতিহাদিক

জল বেভারেজ মহোদয়, উপরোল্লিখিত Hasting's House কেই হেটিংসের বাগানবাটি

বলিলা সন্দেহ করেন। আমরাও ইহাই সনত বলিয়া বিবেচনা করি—কিয়ং কাল

পরে হেটিংসের সহিত ক্রান্সিসের যে ছল যুদ্ধ হয়, তাহা আলিপুরের পঙ্শালার নিক্

টিই ছইটা অথথ বৃক্ষতলে হইয়াছিল—জনশ্রতি, যে সেই ছইটা বৃক্ষ আজও বর্ত্তমান।

ইংরেজরা ইছানিগকে "Trees of destruction" বলিয়া থাকেন। ক্রানিস্ যুদ্ধে আঘা
তিত হইয়া মুদ্ধিত হইলে—হেটিংসের বাটা হইতে পালকী আনিতে কিঞ্জিং বিলম্ব

ভইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইতেছে—হেটিংসের বাগানবাটা বর্ত্তমান Belvedere

ইইতে দুরে ছিল।

পাকিরা তদ্বিবরে কোন কথা না বণিয়া চুপ করিরা গেলে ভবিষ্যতে ইহা অপেকা আরও বিপদ ও লাঞ্চনা ঘটবার সম্ভাবনা। স্কুতরাং আত্ম রক্ষার্থে ও ন্যায়ধর্মানুরোধে আমি আপনাদের সমক্ষে এই অভিবোগ উপস্থিত করিয়াছি। একণে আমি এ বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রার্থনা করি। \*

यथन ट्रिंश मार्ट्य मार्क्सा हरेट वामानात भवर्गत कर्म नियुक्त हरेसा कनिकालात উপস্থিত হইয়া, পদোচিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, দেই সময় একদিন আমাকে ডাকিয়া বলেন—বে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁ ও দেতাব রায়ের সন্যায়রূপে কোম্পানীর তহবিল-ভাঙ্গার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মহম্মদ রেজা গাঁ ও দেতাবরায় নানাবিধ অবথা উপায়ে কোম্পানীর অনেক টাকা আয়ুসাং করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বাদনা এই যে-তিনি উক্ত তুইজন রাজকর্ম্মচারীকে পদ্চাত করিতে চাহেন। তাঁহার এই প্রকার উদ্দেশ্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়া হেষ্টিংস আরও বলিলেন বে আমার সহায়তা পাইলে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার্থে এই প্রকার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে ত্রুহ হইবে না। ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমায় বলিলেন — "আমি কলিকাতা-কৌশিলের সহায়তায় আপনাকে সমস্ত বঙ্গ দেশের আমিন স্বরূপে নিযুক্ত করিব –এবং রাজা সেতার রায় ও মহমদ রেজা খাঁ আপনার নিকট তাঁহাদের শাসিত প্রদেশ সন্হের হিনাবাদি অর্পণ করিবেন। আমি এই বিষয়ের জন্ম আপনাকে আমার পদোচিত সমত্ত ক্ষমতার সহিত সাহায্য করিব।" আমি গ্রণ্রের এই ক্থায় বিশ্বাস করিয়া আমার ক্ষমতায় ফত্রুর হইতে পারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পরই হেটিংস সাহেব নায়েবস্থবাদার মহম্মদ রেজা খাঁও পাটনার প্রবর্ণর রাজা সেতার রাষ্টে কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি তাঁহার অভিমতামুষায়ী উক্ত প্রাদেশিক-শাসন-কর্ত্তাদ্বয়ের "তহবিল ভাঙ্গার" একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

বঙ্গদেশের নবাব সরকার হইতে নানাবিধ বহুমূল্য রন্ত্রময় জড়োয়া গহনাদি ও হতী অখ প্রভৃতি রাজব্যবহার্য্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ছাড়া মহ্ম্মদ রেজা খাঁ ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্যান্ত, এই ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ঢাকা প্রদেশ হইতে উৎপর াজস্বের মধ্যে প্রায় কুড়িকোটী টাকা অক্সায় উপায়ে আত্মসাৎ করেন। ... ০০০ এত জিন্ন, মহা ছর্ভিক্ষের সময়ে (ছিয়ান্তরে মন্ধন্তর) মহম্মদ রেজা খাঁ অনেক টাকার ধান ও চাউল থরিদ করিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিয়া পরে তাহা উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এই বিষয়ের স্বপক্ষে আমি নানাবিধ অকাট্য প্রমাণ ও অনেকগুলি বিশ্বন্ত সাক্ষী সংগ্রহও

<sup>\*</sup> Vide Parliamentary History of England From the earliest period to the year 1803. Vol. XXVII P. 334.

ক্রিয়াছিলাম। তিনি যে সমস্ত লোকের উপর অভ্যাচার ক্রিয়াছিলেন, তাহাদের कात्र कहे थहे नाक्नी त्यंगी निविधि किन। सहस्वत दिका थी थहे नमस वना उना प्र না দেখিয়া আমাকে বলিয়া পাঠান—"আমি আপনাকে ছই লক্ষ ও গবর্বর হেষ্টিংদ मारहतरक जननक छोका जित व्यापनाता व्यामात कार्या मचरक देशात अत हहेरा व्यात কোনও প্রকার অনুসন্ধানাদি করিবেন না। আমি এই সমন্ত কথা উপযুক্ত সময়ে গবর্ণর সাহেবকে বলিলে তিনি বলিলেন—"মহমাদ রেজা খাঁ কোম্পানীর তহবিলের অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন—এককোটী টাকার জন্য আমি তাঁহাকে এই সমস্ত প্রমাণদাপেক ওকতর অভিযোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারি না। কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর তহবিলে যাইলেই ভাল হয়—ছাড়িয়া দেওয়ার কথা দূরে থাক্ — এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে করেকটা প্রধান অভিবোগ সম্বন্ধে যতদিন না তাঁহার নির্দ্ধো-যিতা প্রমাণ হইবে ততদিন আমি তাঁহাকে প্রহরী স্থবক্ষিত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাথিব।" ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমাকে আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই বে উল্লিখিত কথোপকথনের কিয়দিবস পরেই তিনি নহ্মদ রেজা খাকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিলেন। बा সাহেবের আবাস বাটার চতুর্দিকের দিপাধী ও গোরা পাহারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীর রাজ্যের টাকা আয়ুসাৎ করার জন্ম তাঁহার বিরুদ্ধে দে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহও তদন্ত হইতেছিল—তাহাও সেই দিবস হইতে থামিয়া গেল। যাহারা রেজা বাঁরে বিক্রমে বিচার প্রার্থী হইয়া প্রচুর প্রমাণ প্রােগ দারা তাঁহার দােষ সমূহ সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহারা সকলেই গবর্ণরের এই প্রকার ব্যবহার দর্শনে নিরাশ ও ভগ্নমনোর্থ হইরা প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিল। প্রচুর পরিমাণে ধান ও চাউল কিনিয়া গোলাবন্দী করিবার সময় খাঁ সাহেব যাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি ক্রিয়াছিলেন তাহাদের সেই ক্ষতিও আংশিক পূরণ হইল না। হঠাৎ কেন মহত্মদ রেজা খাঁ গবর্ণরের এতদূর অনুগ্রহ ভাজন হইলেন ও তাহার বিরুদ্ধে অভি-যোগ গুনির সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাইরাও কোম্পানীর স্বার্থের হানি করিয়া হেষ্টিংস সাহেব কেন যে হঠ ৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ইহার কারণ তিনি নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। \*

রেজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁও মহম্মদ আলি খাঁ নামক ছই জন উচ্চ পদস্থ মুস্লমান, ব ভাঁহাদের কার্য্যের জন্য কোম্পানীর নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়িক ছিলেন গ ভাহাদের মৃত্যুর পর মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহাদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক্

<sup>\*</sup> Vide—Appendix 1 to the 11th Report of the Select Committee on India Affairs.

<sup>†</sup> देशाता कृष्टे कान क्रमायात क्शनी ७ ( Shilot ) औक्टाइत (?) दर्भक्रमात किटनन ।

থাকিয়া তবিষয়ে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেলে ভবিষ্যতে ইহা অপেক। আরও বিপদও লাঞ্চনা ঘটবার সম্ভাবনা। স্থতরাং আত্ম রক্ষার্থেও ন্যায়ধর্মানুরোধে আমি আপনাদের সমক্ষে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। একণে আমি এ বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রার্থনা করি। \*

যথন হেষ্টিংস সাহেব মাক্রাজ হইতে বাঙ্গালার গবর্ণর রূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতার উপস্থিত হইয়া, পদোচিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, দেই সময় একদিন আমাকে ডাকিয়া বলেন—যে তিনি মহম্মন রেজা খাঁ ও সেতার রায়ের মন্যায়রূপে কোম্পানীর তহবিল-ভাঙ্গার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মহম্মদ রেজা গাঁ ও সেতাবরায় নানাবিধ অবথা উপায়ে কোম্পানীর অনেক টাকা আয়ুসাৎ করিয়াছেন। ভাঁহার বর্ত্তমান বাদনা এই যে—তিনি উক্ত হুইজন রাজকর্মচারীকে পদ্চাত করিতে চাহেন। তাঁহার এই প্রকার উদ্দেশ্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়া হেষ্টিংস আরও বলিলেন যে আমার সহায়তা পাইলে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার্থে এই প্রকার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে ত্রুহ হইবে না। ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমায় বলিলেন — "লাগি কলিকাতা-কৌন্সিলের সহায়তার আপনাকে সমন্ত বঙ্গ দেশের আমিন স্বরূপে নিযুক্ত করিব—এবং রাজা সেতার রাম ও মহম্মদ রেজা খাঁ আপনার নিকট তাঁহাদের শাসিত প্রদেশ সন্তের হিনাবাদি অর্পন করিবেন। আমি এই বিষয়ের জন্ম আপনাকে আমার প্রোচিত সম্ত ক্ষমতার সহিত সাহায্য করিব।" আমি গ্রণ্রের এই কথায় বিখাদ করিয়া আমার ক্ষমতায় যতদুর হইতে পারে তাঁহাকে দাহায় করিতে আরম্ভ कतिलाम । ইহার পরই হেষ্টিংস সাহেব নায়েব স্থবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনার প্রবর্ণর রাজা সেতার রায়কে কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি তাঁহার অভিমতামুষায়ী উক্ত প্রাদেশিক-শাসন-কর্ত্তাদয়ের "তহবিল ভাঙ্গার" একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

বঙ্গদেশের নবাব সরকার হইতে নানাবিধ বহুমূল্য রন্ত্রময় জড়োয়া গহনাদি ও হলী অধ প্রভৃতি রাজবাবহার্য্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ছাড়া মহম্মদ রেজা খাঁ ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্যান্ত, এই ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ঢাকা প্রদেশ হইতে উৎপর াজস্বের মধ্যে প্রায় কুড়িকোটী টাকা জন্তায় উপায়ে আগ্রসাৎ করেন। ... ০০০ এত দ্ভিয়, মহা ছর্তিক্ষের সময়ে (ছিয়ান্তরে ময়য়র) মহম্মদ রেজা খাঁ অনেক টাকার ধান ও চাউল থরিদ করিয়া গোলাজাত করিয়া রাথিয়া পরে তাহা উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এই বিষয়ের স্বপক্ষে আমি নানাবিধ অকাট্য প্রমাণ ও অনেকগুলি বিশ্বন্ত সাক্ষী সংগ্রহও

<sup>\*</sup> Vide Parliamentary History of England From the earliest period to the year 1803. Vol. XXVII P. 334.

ক্রিয়াছিলাম। তিনি যে সমস্ত লোকের উপর অভ্যাচার ক্রিয়াছিলেন, ভাহাদের ज्ञात्वरक है अहे नाक्की टावी निवासिक किता। सहस्वत (तका थी। এहे नमात्र अना छे शाहा ! না দেখিয়া আমাকে বলিয়া পাঠান—"আমি আপনাকে ছই লক্ষ ও গবর্গর হেষ্টংদ मारहरतक मनगक गोका निर आशनाता आभात कार्या मनतक देशात शत हहेरठ आत কোনও প্রকার অনুসন্ধানাদি করিবেন না। আমি এই সমস্ত কথা উপযুক্ত সময়ে গ্রণর সাহেবকে বলিলে তিনি বলিলেন—"মহমাদ রেজা খাঁ কোম্পানীর তহবিলের অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন—এককোটী টাকার জন্য আমি তাঁহাকে এই সমস্ত প্রমাণদাপেক গুরুতর অভিযোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারি না। কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর তহবিলে যাইলেই ভাব হয়—ছাড়িয়া দেওয়ার কথা দূরে থাক্ — এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে করেকটা প্রধান অভিবোগ সম্বন্ধে যতদিন না তাঁহার নির্দ্ধো-যিতা প্রমাণ হইবে ততদিন আমি তাঁহাকে প্রহরী স্থরক্ষিত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাথিব।'' ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমাকে আর কোন কথা বলিলেন না। কিয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই বে উল্লিখিত কথোপকথনের কিয়দ্দিবস পরেই তিনি মহম্মদ রেজা थारक मण्म् जित्र त्र दशहे नित्नन । बाँ मारहरतत आवाम वांत्रेत क्र कृष्टिकत मिनाही प গোরা পাহারা বন্ধ করিয়া দেওরা হইল। কোম্পানীর রাজ্ঞের টাকা আত্মসাৎ করার জন্ম তাঁহার বিরুদ্ধে দে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ও তদন্ত হইতেছিল—ভাহাও সেই দিবস হইতে থামিয়া গেল। যাহারা রেজা শাঁর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইয়া প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগ দারা তাঁহার দোষ সমূহ সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহারা সকলেই গবর্ণরের এই প্রকার ব্যবহার দর্শনে নিরাশ ও ভগ্নমনোর্থ হইরা প্রভাবির্ত্তন করিল। প্রচুর পরিমাণে ধান ও চাউল কিনিয়া গোলাবন্দী করিবার সময় খাঁ সাহেব যাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিলেন তাহাদের সেই ক্ষতিও আংশিক পূরণ হইল না। হঠাৎ কেন মহম্মদ রেজা খাঁ প্রপ্রের এতদ্র অনুগ্রহ ভাজন হইদেন ও তাহার বিরুদ্ধে অভি-যোগ গুলির সম্বন্ধে বথেষ্ট প্রমাণ পাইরাও কোম্পানীর স্বার্থের ছানি করিয়া হেষ্টিংস সাহেব কেন যে হঠ ৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ইহার কারণ তিনি নিজেই আপনা দিগকে वुस्राहेब्रा मिटवन । \*

রেজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁ নামক ছই জন উচ্চ পদস্থ মূদলমান, † ভাহাদের কার্য্যের জন্য কোম্পানীর নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়িক ছিলেন । ভাহাদের মৃত্যুর পর মহম্মদ রেজা খাঁ ভাঁহাদের সমস্ত স্থাবর জস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক্

<sup>\*</sup> Vide-Appendix 1 to the 11th Report of the Select Committee on India Affairs.

<sup>†</sup> ইহারা ছ্ই জনে ক্রমায়য়ে ছগলী ও ( Shilot ) ঐহটের (?) ফৌজদার ছিলেন।

করেন। সেই সমস্ত বিষয়ের সমস্ত অংশই তিনি নিজে আত্মগাৎ করিয়াছেন ও তাহার কপর্দক নাত্রও কোম্পানীকে প্রদান করেন নাই। ভিন্ন রেজা খাঁ আর একটা গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। নবাবের প্রধান কর্মচারী -নায়েব স্থবাদারের পদ লাভ করিলেই সরকার হইতে, উক্ত নায়েব স্থবাদারের ব্যব-হারার্থে একটা মূল্যবান জায়গীর প্রদান করা হইয়া থাকে। যথন উক্ত স্থবাদার কার্য্যচ্যত হন তথন তাঁহার সহিত উক্ত জায়গীরের কোন সম্বন্ধই থাকে না। তাঁহার উত্তরাধিকারিই তাহা ভোগ দখল করিয়া থাকেন। স্বয়ং গবর্ণর হেষ্টিংদ সাহেবই আমায় এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যে মহমদ রেজাগ। প্রায় তিন বৎসর হইল পদ্চাত হইয়াছেন—তথাপি তিনি প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে উক্ত জমীনারীর স্বস্থ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।" \*

"রাজা সেতাব রায়ের বিরুদ্ধে মহন্মদ রেজাখাঁর স্থায় অভিযোগ উপস্থিত হইরাছিল। তিনি বে সমস্ত অর্থ আত্মসাং করিয়াছিলেন —তাহার একটা তালিকা আমি হেটিংন সাহেবকে দেবাইঘছিলাম। ১১৭৩ সালের (কদ্লী) প্রথম হইতে ১১৮১ সালের শেব পর্যান্ত সেতাব রায় কম বেশ, নববুই লক্ষ টাকা আলুসাৎ করিয়াছেন। যথন তাঁহার অবরোধ সংবাদ মুরশীদাবাদে রাজা ছুর্জ্জর নারারণের নিকট পৌছিল তথন তিনি ও গবর্ণর ন্নিড় সাহেব্যামার নিক্ট এক উক্লি প্রেরণ ক্রিলেন। উক্লি আ্রিন্ন ৰ্ণিল-"কোম্পানার-দেতাবরায়ের নিকট প্রাপ্য টাকা হইতে যদি ৩০ লক্ষ টাকা ক্মাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বাকী ৬০ লক্ষ টাকা রাজা ছুর্জন্তরনারায়ণ কোম্পানীকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সেতাব রায়ের পদ নিবিষ্ট করিতে হইবে। পরে যথন দেশের অবস্থা তিনি (কুর্জন্মনারারণ) ক্রমশঃ উন্নত ক্রিতে সক্ষম হইবেন —তথ্ন কোম্পানীর ধনাগারে পূর্দ্ধ প্রতিশ্রত অর্থাপেফা অধিক পরিমাণে রাজস্ব জনা দিবেন।" রাজা সেতাব রায় এই বটনা অবগত হইয়া আমার নিকট প্রস্তাব করিয়া প্রাঠাইলেন—যদি তাঁহার এই অভিযোগ সম্বন্ধে আর কোন खकांत्र अञ्चलकांन ना कता इस ठाए। इहेल िर्जन भवर्गत्वरक ठातिनक, आमारक धकनक, ও রিড সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন। রাজা সেতবি রায় যাহা বলিয়া পাঠাইরাছিলেন আনি অবিকল তাহাই গ্রণরকে বলিলান। তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকুত হইতে অসমতি প্রদান করিয়া বলিলেন —"কোম্পানির টাকা বেমন করিয়াই হউক উদ্ধার করিতেই হ্ইবে। আনাদের এ সম্বন্ধে, অন্য কোন প্রকার বন্দো-

মহম্মদ রেজার্থার বিরুদ্ধে ইহা ছাড়া আরও কতক গুলি অভিযোগ আছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে ও অপেকাফুত অনাবশ্যক বোধে আমরা আপাততঃ তাহা পরিত্যাগ করি-লাম। সমর ও হ্রবোগ মতে তান বিশেষে উক্ত অভিযোগ গুলির সম্পূর্ণ সমালোচন व इ: याइरव।

বস্ত বা এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত নহে।" এই প্রকার মনোভাব মুখে প্রকাশ করিয়া ও হেটিংস সাহেব কার্যা তঃ কিছুই করেন নাই। তিনি কোম্পানীর টাকা আদায় না করিয়া সেতাব রায়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহার পূর্বপদেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি আমার সহিত কোন প্রকার মন্ত্রনা বা আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। সেতাব রায়কে—বিচার শেষ না হইতে ছইতেই সম্মানের সহিত মুক্তি দিয়া, কি কারণে গবর্ণর হেটিংস রাজা তুর্জয়নারায়ণের প্রস্তাবটা (যাহা কোম্পানীর পক্ষে অশেষলাতকর) অগ্রাহ্য করিলেন তাহা তিনি নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

হেষ্টিংস সাহেব যথন বেনারসে গমন করেন তথন কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত বেহার অঞ্লের জমীদারী সমূহের একটি তালিকা আমার প্রস্তুত করিয়া দিতে বলেন। কোম্পা-নার অধিকার ভুক্ত অনেক স্থল কাশীর রাজা ব্লবস্ত সিংহ নিজ জনীদারী ভুক্ত করিয়া लहेशांहित्त्व। **अकरा वलवस्र निःरहत** छेखत्रिकातीत्र निक्रे हहेर्ए, এই সমস্ত विवय পृथक করিয়া লইবার জন্য হেষ্টিংদ আমার নিকট উপোরক্ত তালিকা প্রার্থনা করেন। আমি কোম্পানীর দেওয়ানা প্রাপ্তি হইতে ১১৭৯ সাল প্রয়ম্ভ একটা হিমাব প্রস্তুত করিয়া দিই। মেই হিসাবে ২৪ লক্ষ টাকা বলবস্ত সিংহের নিকট পাওনা হয়। বলবস্ত সিংহ-কেরামাওরাও বিজয় গড়নামক ত্ইটী পরগণা—স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। হেটিংস তালিকা পাইয়া আনায় বলেন "আপনার জাযাতা রায় রাবাচরণকে বলবন্ত দিংছের পুত্র হৈং সিংছের নিকট এই তালিকা সমেত উকীল রূপে পাঠান যাউক। যদি চৈত্ সিংছ এই প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন, তবে রাধাচরণ তাঁহাকে বিশেষ রূপে বুঝা-ইয়া দিতে ও তাঁহার সেই আপত্তি থওন করিতে সমর্থ হইবেন। \* কিন্তু হেটিংসু যথন বেনারদে উপকৃত হইলেন চৈৎ দিংহের সহিত যথন তাঁহার সাক্ষাৎ হইল--সে সময়ে তিনি ইহার সম্বন্ধে কোন প্রদক্ষই উত্থাপন করিলেন না। রাজা চেত্ বিংহের দ্থলে পুস্রবংই জ্মীদারী রহিয়া গেল। কোম্পানীর স্বার্থের হানি করিয়া এই প্রকার ব্যব-ারের কারণ গ্রথর সাহেব নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত স্থপ্রসিদ্ধ বাহারবন্দপর্গণা পূর্ব্বে রাণী ভবানী ও সত্যবতীর দগলে ছিল। হেষ্টিংস কোন বিশেষ কারণ না দেখাইয়া জবরদন্তিতে,—সামান্য অছিনার, সেই জনীদারী তাঁহার নিজের দেওয়ান রুফ্ষকান্ত নন্দীকে দিয়াছেন। রাণী ভবানীকে এই প্রকারে তাঁহার ন্যায় ও বহু লাভ জনক সম্পত্তি ইইতে অক্রেণে বঞ্চিত ক্রিয়া হেষ্টিংস বড়ই অন্যায় কর্ম ক্রিয়াছেন। † ইহার কারণ গবর্ণর নিজে আপনাদের রুষ্টিয়া দিবেশ।

<sup>\*</sup> এই রাধাচরণের বিরুদ্ধে হেষ্টিংস শেষে চক্রান্তের (conspiracy) আভ্যোগ জানিয়াছিলেন।

<sup>া</sup> রাণী ভবানীর এই জ্মীদারী একণে কাস্ত বাবুৰ উত্তরাদিকারিণী স্বনাম খ্যাতা

"দিলীর বাদসাহ সাহ আলম বাহাত্র আমাকে রাজপ্রসাদ ঘারা সন্মানিত করিবার জন্য দেশীর প্রথাকুসারে একথানি "ঝালরদার পালকী" ও জন্যান্য রাজ সন্মান চিত্র প্রেরণ করেন। এই উপঢৌকন যথন পাটনায় পৌছিল তথন আমার প্রভু নবাব জাফর আলি খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। আমারও তথন নায়েব স্থবাদারের পদ গিয়াছে। পাটনায় এই উপহার পৌছিলে—তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা সেতাব রায় মহম্মদ রেজা খাঁর তয়ে ও উত্তেজনায়, দেই রাজ সন্মান পাটনায় আটক করিয়া রাখেন। আমি তথন কলিকাতায় ছিলাম। হেটিংল সাহেব এই ঘটনা অবগত হইয়া সেতাব রায়কে সেই পালকী তাঁহার নিকট পাঠাইতে ছকুম দেন। পালকী থানি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলে হেটিংল আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া রাখেন। আজও পর্যান্ত আমি তাহা পাই নাই। আমি বাসনা করি যে আপনারা গবর্ণর সাহেবকে এই প্রকার অনাায় কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন—ও যদি বাদসাহ প্রদন্ত সেই উপঢৌকন আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হয়—তবে তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করাইবেন।

উপরে আমি যাহা কিছু বলিলায—তাহা মোটের উপর বলিয়াছি একণে আরও পুঝামুপুঝরূপে গবর্ণরের কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

কোম্পানীর কার্য্যে নিয়োগ করিবার সময় গবর্ণর হেস্টিংস সাহেব যে সমস্ত

টাকা উৎকোচ-স্বরূপ লইয়াছিলেন তাহার তালিকা। \*

১১৭৯ সাল ১২ আখিন। রাজা গুরুদাসের ও মণিবেগমের নবাব সরকারে
নিয়োগ ১ জ আমি গবর্ণরের থানসামা বালক্ষ,
জগলাথ ও আমার বর্ম্মারী চৈতন্য নাথ, নরসিংহ
ও সদানন্দ ইহাদের মারফতে কলিকাতার হেটিংস
সাহেবকে ভিন তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করি।
প্রথম ভোড়া ১৪৭১ মোহর

দিতীর ,, ১৪৭১ ,,
তৃতীর ,, ৯০০ ,,
ও ১১৪০টা আধুলী ৫৭০ ,, টাকা
মোট ৪৪১২ ,, ৭৫০০৪১

মহারাণী স্বর্ণময়ী ভোগ দখল করিতেছেন। এই বাহারবন্দ প্রগণা মহারাণীর একথানি স্বতি লাভন্তনক জ্মীদারী।

<sup>\*</sup> Vide-26. Par. Hist. and 11th Report form the Select Committee.

रहेशांट ।

"	,,	১৫ আশ্বিন।	গ্রণ্রের ধানসামা জগরাথ ও বালকৃষ্ণ ও আমার		
			কর্মচারী পূর্বোলিখিত সদানন্দ ও নরসিংহ ধারা		
			গবর্ণরকে দেওয়া যায়।		
			১ তোড়া মোহর	. casc	মোহর
			ঐ ঐ আধুলি	392	,,
			মোট	>890	28225110
					,,
,,	99	২৬ আখিন।	গ্ৰণ্র সাহেবের ইচ্ছাত্রস		
			টাকার বাটাস্বরূপ তাঁহার	ৰ ধানসামা ব	ल कु ख
			ইত্যাদির বারা পাঠান যায়	T	
			১ ভোড়া	১৮২॥৽ মোহর	৩১০গা•
,,	"	२२ वाचिन।	গবর্ণরের খানদামা বালক্ষণ, জগন্নাথ ও শিবরামের		
			মা: তাঁহার নিকট কলিকা	্ তায় প্রেরিত হয়	> 0 0 0
		০ জান।	नवाव त्यावादतक छत्कीना		গ্ৰাম কে
"	"	৪ ভার ।			
			পদ্চ্যত ক্রিয়া সেই পদে মণিবেগমকে নবাব সর-		
			কারের সর্বময়ীকর্ত্রী নিয়	তুক্তকরাতে মনি	<b>াবেগম</b>
			তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণরকে মুরুর	गिनावाटन পाठीहर	। (नन * > > > > >
			ঐ তারিথে নরসিংহের মার	ফতে পাঠান হয়	>20000
			মোট		৩৫৪১০৫ টাকা†
	-		V 11 V		

<sup>\*</sup> মহারাজ্ঞা নলকুমার এইছলে লিখিতেছেন—"গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব ১১৭৯ সালের, আবাঢ় মাসে কলিকাতা হইতে মুরলীদাবাদে গমন করেন তিনি এই সময়ে প্রায় তিনমাস কালিমবাজারে ছিলেন। কালীমবাজারে অবস্থান কালীন মধ্যে মধ্যে তিনি নবাবের বাটিতে বাইতেন। মুরলিদাবাদ হইতে হেষ্টংস সাহেব কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে—মনিবেগুম রাজা গুরুলাসকে বলেন "মহারাজা নলকুমারকে লিখিয়া পাঠান যে বর্ত্তমানে গবর্ণর সাহেবকে একলক পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মহারাজা নলকুমারকে একটু কট্টশীকার করিয়া গবর্ণর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন—তাঁহার নিকট টাকা নগদ পাঠান হইবে না ছণ্ডি (Bill of Exchange) বারা বরাত করা বাইবে ?" আমি হেষ্টিংসকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তহত্তরে বলেন—"মুরলীদাবাদ অঞ্চলে আমার কারবারাদি আছে—অতএব ঐ টাকা আমার বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নলীর ভ্রাতা নরসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। আমি ও রাজা গুরুদাস ও মনিবেগমকে ঐ কথা লিখিয়া পাঠাই যে কান্তনন্দার ভ্রাতা নরসিংহের নিকট কালিমবাজাক্রেগবর্ণরের ঐ টাকা যেন পাঠান হয়। ১১৭৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মনিবেগম কর্তৃক রাজা গুরুলাসের জাতুসারে, ঐ টাকা গবর্ণর হেষ্টিংসের নিকট পাঠান হয়।

া সতরটী আর্কট সুক্রায় তথন একটি মোহর হইত। সেই হিসাবে এখানে ধরা

## द्शांनि नां ।

#### স্থান কবি কুটীর সময় অশ্বকার রাত্রি

( কবি ও কল্পনার কথোপকথন )

কল্পনা। কবি কি করছ বল ? যাও যদি ত ওঠ চল ! কবি। তোমার এক বিদ্যুটে বাই এখন কোথায় যাব ভাই ? ঘুট ঘুটে অাধার রাত (मथा यांग्र ना शथ चांछे। বাইরে গেলেই দাঁতে দাঁত ! কল্পনা। ওকি কথা! তুমি কবি অমানিশার তুলবে ছবি, ভয় কল্লে কি তোমার চলবে ! লোকে গুনে তা কি বলবে গ কবি। নে ভাই জালাদনে হাড় আন্তকের মতন গোঁ ছাড় রাত পোহালে না হয় যাব সরষে দিয়ে গঙ্গা নাব। কল্পনা (রাগিয়া) ভবে থাক' আমি যাই তোমারি কেতি আমার ছাই ! ক্বি। রাগ করে যাস নে বোন মাথা থাদ কথাটা শোন, —কেউ নেইক' নির্জন যর হটো আৰাঢ়ে গল কর, एइंटि इटि शांका निय লিখে ফেলব নভেল গিয়ে, জুড়ে জেড়ে এ, ও, তা, पिश्रिम এখন निश्र गांशा,

কবিতা ত বড়ই ভারি দিনে ন পোন লিখতে পারি। সা, রে, গা, মা, নেইক' ঘটে গানটা ভাইতে কঠিন বটে, কালোয়াতি নিমস্থক স্থর টানতেই প্রাণ মুক্ত মুখে চোকে ওঠে রক্ত **(वर्द्धात्र ८वर्द्धात्र श्राण)** কাজনেই আমার মিয়া তানগান। রোদনা আত্মক আগে জোছনা রাত ভাই বোনে হাতে হাত ধরে, তথন ঘুরে ঘুরে বেড়াৰ তিন জগত চুচ্চে, জানি তাতে ফুলবে পা তবু শৰ্মা ছাড়বে না। কল্পনা। বড্ডা সাহস বারে বা! তথন –তোমার দেখৰ দৌড় কভ कवि। গাছ গাছড়া, চিবি যত লাকিয়ে ডিঙ্গিয়ে কাটলে পা 'আহা' কিন্তু বলব না। (नर्ष अक्छे। कूलात वरन লুকিয়ে থাকৰ ভাই বোনে, বুৰেইছ ত কল্পনা

লোকটা আর্মি কবি কি মা ?

°কবিতা একটা লেখার আছে।

বসস্তটাও হালে গেছে

তাতে—করবে যথন কোকিণ কুছ

মরবে রাধা মুহ মুছ

কাদবে বদে ঘরের কোণে

শত শত 'ব্রজান্দনে'—

কবির তথন কারথানাটা দেখিরে দেব তোরে ভাই এথন—আঁধার রাতে জালাসনে জার রক্ষে কর তোমার দোহাই ! \*

## टेनवघडेन।।

'রাজায় রাজায় য়ৢড় হয় উলুখড়ের প্রাণটা যায়'। আগে ইউরোপে য়ুড়ের সময় উভয়
পক্ষই বিপক্ষ দলের সামান্য সৈন্য ও প্রজাদের আহার দ্রব্য লুঠ করিয়া লইত।
ফুয়াগুর্টের বৃদ্ধের সময় ইংলওের রাজা ভৃতীয় উইলিয়ম তাঁহার অধীনস্থ ইংরাজ
ও ডচ্ সেনাদিগকে বিপক্ষ ফরাসী সৈন্যদের উপর এরপ নিষ্ঠ্রতা করিতে বিশেষরপে বারণ করিয়া দেন। এদিকে রাজার নিজের সৈন্যদের মধ্যে আহারাভাব
হইয়া পড়িল। অনাহারে সকলের প্রাণবায়, টম হ্যাকেট ও বিল রাম্স্ডেন নামক
ছইজন ইংরাজ সৈনিক কুধার আলায় রাজায় হকুম রক্ষা করিতে পারিল না। বিপক্ষ
দলের নিকট হইতে থাবার কাজিয়া লইয়া নিজেদের ও অন্যান্য সেনাদের প্রাণ
রক্ষা করিল।

কথা রাজার কানে উঠিল, ছুইজন সামান্য সৈনিক তাঁহার কথার অবহেলা করিয়াছে তিনি মিতান্ত কুত্র হইরা উঠিলেন—ছুই জনকেই দৈনিক বিভাগের আইনান্সারে সমস্ত দৈলদের সমূধে গুলি করিয়া বহু করিবার আদেশ হইল।

রাজার এ আদেশ গুনিরা সমস্ত সৈন্যেরাই মহা অসম্ভই, সৈন্যদের মধ্যে টম স্থাকেট ও বিল বাম্স্ডেনের মত অমন সাহসী অমন দরালু আর কেহ নাই, হুইজনকেই তাহারা বড় ভালবাসে, কিন্তু রাজার হুকুমের বিরুদ্ধে সামান্য সৈন্যেরা আর কি করিছে পারে, কেবল রাজার নিষ্ঠ্রতা, অন্যার, আর টম ও বিলের প্রশংসা ক্রিয়া বে বতটা পারে মনের ভার কমাইতে লাগিল।

<sup>\*</sup> আবাঢ় মাসের হেঁরালির উত্তর "মান্টার"। ক্রিবাঢ় মাসের হেঁরালির উত্তর "মান্টার"। প্রীযুক্ত, আওতোয রার, উমানাথ চক্রবর্তী, কিলোরীমোহন চৌধুরী, পূর্বক্র যোধ, শশীভূষণ দত্ত, করণাভিরাম বড়ুমা, গোণালচক্র ভারা, হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত, গুরুদান মিত্র, বিপিনবিহারী নাহা, বিধুভূষণ ঘোষ, জ্যোতিশ্চক্র সার্যাণ, বিক্রেকনাথ মুখোপাধ্যার, পরেশনারারণ বিখাস, ভারিণীচরণ রার, যো: চক্রবর্তী, প্রায়তী, প্রযোধমোহিনী দাসী, মুখালিনী দাসী, কুমার বিপ্রনারায়ণ, ঠিক উত্তর দিরাছেন। কেই কেই উত্তর দিরাছেন মানিক, ভাহাও ইইতে পারে।

আজ বধের দিন, আজ আর তাহাদের মুখে অন্য কথা নাই, বিশ দেশিন পিটারের অস্থ-খের সময় কত বন্ধ করিয়াছিল, তাহার গল্প করিতেই পিটার বাস্ত, সে দিন টমের এক টুকরা কুটা বই আর থাবার ছিল না, তবু দে নিজে না ধাইরা লোম্বের ছোট ছেলেকে তাহা দিয়াছিল, আজ জোল শত মুখে বলিয়াও দে গল্প ফুরাইতে পালিতেছে না, স্থবি-छु अवनात नगत्व (अभीवक रेननातन काशात्र कनत आब एस नारे, नकतन हक्रे अक्ष्मा, नकानत्र शांखत क्लूक शांख कें। शिराज्य के विनाक कि खिन कतित्व ? (कवन व्यथतांथी रेमना वत्र निर्कत्रकारत शितपृष्टित्व नीरतत्र नाम मृज्यत অপেকা করিতেছে। ভাহাদের মৃত্যুর সমস্ত আমোজনই ঠিক আছে, কেবল সেনাপতি নেভিলের হুকুষের মাত্র অপে কা, তিনি বলিলেই এখনি মুহুর্ক্ত মধ্যে ভাহাদের জীবনের (थना त्यव रम, शृथिवीत मक्ति क्ताम ! मसम याम याम वाम अथन अतनाशिक क्रूम तान नारे, গম্ভীর বিষয় মূখে বসিয়া আছেন,—মাঝে মাঝে উৎস্কুক নয়নে এদিক ওদিক চাহিয়া मिश्रिक्ति, यन कारांत्र अर्थका क्तिक्का क्रिक्त। किंद्ध आत क्रकांत्र ममत्र नार्रे এবার হুকুম দিতেই হইবে, হায়! কি করিরা তিনি এ নিষ্ঠুর ছুকুম দিবেন ? টম ও বিল বৃদ্ধের প্তাধিক প্রিয়। হঠাৎ এই সময়ে বোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল, একজন অখারোহী আদিয়া দেনাপতির হাতে একখানি কাগজ দিলেন। টম ও বিলের অনেক প্রশংসা করিয়া, বিশেষ খাবার একবারে না থাকার তাহারা বাধ্য হইয়া রাজার তুকুম অমান্য করিয়াছে, ইচ্ছাক্রমে করে নাই এই বলিয়া ভাছাদিগের মার্জনা প্রার্থনা করিয়া দেনাপতি. রাজার নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন, এখানি ভাহারি উত্তর। এই উত্তরের ধনাই দেনাপতি এতক্ষণ উৎস্ক হদরে অপেকা ক্রিতেছিলেন।

উত্তরের প্রথমটা পড়িয়া দেনাপতির মুখ প্রাস্থ হইয়া উঠিল, আবার একটু পরেই দে ভাব চলিয়া গেল। রাজা বিধিয়াছেন "দেনাপতি দৈন্যদের বেরপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সম্ভই হইয়া ক্ষমা করিতে মনয় করিয়াছেন, কিছ একজনকে মাত্র ক্ষমা করা হইবে; এবং উভরে পাশা ফেলিয়া যাহার দান বেশী হইবে সেই ক্ষমার পাত্র বলিয়া নির্বাচিত হইবে।" (ক্ষাগে এরপ প্রথা চলিত ছিল)। এ সংবাদ দৈলাদের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া উঠিল, তবু একজনও রক্ষা পাইবে গুনিয়া তাহারা কতকটা সম্ভই হইল।

বধ্য ভূমিতে পাশা আনীত হইল। এইবার টম ও বিলের হানর কাঁপিরা উঠিল, রণ-ক্ষেত্র অলস্ত কামানের সম্পে নিশ্চিম্ন মরপের সম্পে যে বীর হান্ত ভূরে তার তিল মাত্র বিচলিত হর নাই—আল জীবনের শেব মৃহুর্ত্তে অনিশ্চিত প্রাণের আশার সে হান্ত ক্ষিত হইল—সহস্ত দর্শব্দের উৎস্ক নয়নের সমুণে আল জীবন মরপের পোলা আরম্ভ হইল—প্রথম টমের পালা, কম্পিত হক্তে পালা নিক্ষিপ্ত হবলঃ হার। হত্তাগা

. 200

विलाब स्पोत्र त्यांना सांग, देव नकरणव जेशद्वत तान ১৮ किणियांक जारांव जेलव আর দান নাই, সৈন্যেরা সকলেই বিলের জনা ছঃখিত, বিলও ব্রিল ভাহার আর (कान आम। नाहे, खतुँ मतिवात आत्म अकवात भीवत्नत महिछ त्मत कृतिया मतिर्द हित कतिन, बीत सर्दिकिन इरक राजा निक्ति कतिन। धिक ने दिराह ও ১৮ পড়িরাছে! বৈনোরা অবাক ভাবে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। ছই জনেই नमान गान क्लिबाए काराक मार्कना कहा रहेरत ? दृष्ट त्नां शिक मान मान महा অদ্ভত হইলেন-অভাগাদের আর বেশীকণ অনর্থক অনিশ্চিত মৃত্যু বস্থা দেওয়া ठांहांत्र हेन्द्रा नटह, वित्रक ভाবে वितरमन 'अ हरेन ना आवाद (यनिट हरेद्व'। जावाद টম খেলিণ ভাহার এবার ১২ পড়িল। কি আন্চর্যা ! বিলেরও এবার বারো। বৈন্যের। আরও অবাক হইরা গেল, সেনাপতি আরও বিরক্ত হইরা আবার ধেলিতে বলিলেন। এবার টমের ছয় পড়িল, বিলেরও বে ছয় ! সৈন্যেরা জীবনে এমন কাও কথন দেখে নাই - ভাহাদের মুখে আর কথা ফুটিল না, সেনাপতি গঞ্জীরভাবে বলিলেন "আমি অচকে নাদেখিলে এ ঘটনা বিখাস করিতে পারিতাম না, ইহা নিশ্চয়ই केशावत कार्या, आधि अथिन त्राजात निक्र अक्या कानाहेट गहेटल्झ, आया उठ: প্রাণদণ্ড স্থলিত রহিন, ইহাদের প্রাণদণ্ড ঈশরের অভিপ্রেত নহে'। সেই দিনই দেনাপ্তি ति छिन ताकात निक्षे हरें ८३ हेम शांकि ३ ९ विन ताम्न्एएतत मार्क्त। भे व नहेवा कित्रित्रा चात्रित्वन। देननात्मत्र चानन त्राथ (क १

(२)

উপরের গলটি আজ অনেক দিনের কথা, সম্প্রতি ছই তিন বংশর হইল ইংলাও আর একটা ঐ রকম আশ্চর্যা ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন লোকের খুন অপরাধে ফাঁদির ছকুম হয়। ফাঁদির আগের দিন রাজে সে তাহার মা ও বোনকে এই মর্দ্ধে একপত্র লেখে "কাল ষদিও আমাকে ফাঁদি দিতে লইয়া যাওয়া হইবে কিয় বল জনা ভোলাদের ছংথিত ছইবার আবশাক নাই, আমার ফাঁদি হইবে না; আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি আমার গলার ফাঁদি দেওয়া হইয়াছে বটে কিয় তাহাতে আমার মৃত্যু হইতেছে না এবং ইহা হইতে আমার হিয় বিশাদ জয়িয়াছে আমি মরিব না।"

এই চিটি পাঠাইবার পর ভাহাকে ফাঁনি দিতে লইয়া যাওয়া বইন।

কাহাকেও কাঁদি দিতে হইলে মাটা হইতে অনেক উ চুতে গুইখানা মুখামুখি করিলা জোড়া দেওৱা জন্তার উপর অপরাধীকে দাঁড় করাইরা তাহার গণার ফাঁদ দেওয়া হয়—তাহার পর হই পাশ হইতে তক্তা হুইখানা সরাইবা মাত্র আ এরাভাবে অপ-রাধী কুলিয়া পড়ে, অমনি ফাঁদির দড়ি গুলার বাধিরা হতভাগার জাবনের ব্যাহ্ব হয়। অপরাধীকে আনিয়া এই প্রকারে তাহার গলায় ফাঁদ দিয়া ছুই দিক হুইতে জন্তা **368**.

টানা হইন, কিন্তু ভক্তা মন্ত্রিন না, অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুভেই কেন্তু ভক্তা নড়াইতে शांतिन ना. जवरमंदि जभवांधीत्क नामारेवा ज्रुका मवारेवात वत्मावत्छ त्कान श्रकात त्मांव चाह्य कि ना तथा हरेन। चानक भन्नोका किन्नां छ छकान त्मान त्मांव तथा त्मन না, তখন বেশ সহজে তব্জা সরিয়া গেল। আবার ধিতীয়বার মঞ্চে উঠাইয়ামপরাধীর গলায় काँग निवा जरून महाইবার চেষ্টা হইল – कि इ जथन आवात व महे, कि इ जिल्हे जरून मद्र मा, व्यावात व्यवताधीत्क नामारेश जारात পत्रिवर्त्छ ममान ভाরের व्यात এकी জিনিস ঠিক সেইরূপ ভাবে জোড়স্থানে রাধিয়া তক্তা টানিয়া দেখা হইল, তথন ভক্তা বেশ সরে। তৃতীয় বার হতভাগাকে ফাঁসি দিতে চেষ্টা করা হইল, এবারও সকলি রুণা, তক্তা নড়িল না; এদিকে যে সকল দর্শকেরা এতকণ আশ্চর্য্য ভাবে এই অভুত ঘটনা দেখিতেছিল, তাহারা তিন তিনবার ফাঁসি বার্থ দেখিয়া ফাঁশির বিরুদ্ধে ক্ষেপিরা উঠিল, তাহারা ভাবিল ঈশর এইরূপে ইহার নির্দোষীতা প্রমাণ করিতেছেন। ইংলণ্ডের ছোটলোকে একবার কেপিলে রক্ষা নাই, তাহাদের সহস্র কণ্ঠের চীৎকার অফুরোধে দে দিনকার মত ফাঁদিবন্ধ করিতে বাধা হইয়া রাত্মপুরুষেরা বন্দীকে পুনরায় জেলালয়ে লইয়া গেল। তাহার পর একপা পার্লামেণ্টে পর্যান্ত উঠিন, অনেকে বলিলেন যে প্রনরায় ফাঁদি দিতেই হইবে, নহিলে ইহা দৈব ঘটনা বলিয়া লোক দেব মনে এক মহা কুসংস্কার থাকিয়া যাইবে; কিন্তু বৈশীর ভাগের ইহাতে অমত হইল। তাঁহারা বলিলেন যে ব্যক্তি তিন তিনবার মৃত্যু যাতনা সহু করিয়াছে, তাহার ষ্পেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, তাহার नी हित्रवाशी (मरी। আর ফাঁদি কেন ? অপরাধীর মুক্তি হইল।

### পাখীর পালক।

বেলা ধ্লো দৰ রহিল পড়িরা
ছটে চলে আদে মেরে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখু দেখু,
কি এনেছি দেখ চেরে।
আঁথির পাতায় হাদি চমকার,
ঠোটে নেচে ওঠে হাদি,
হরে বায় ভূল বাঁধেনাকো চূল,
খুচুরু পড়ে কেল রালি।
ছটি হাত তার বিরিয়া বিরিয়া,
রাঙা চুড়ি করগাছি

করতালি পেরে বেকে ওঠে তারা।
কৈপে ওঠে তারা নাচি।
মারের গলার বাছ ছ্টি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেরে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখু দেখু
কি এনেছি দেখ চেরে!"
সোনালি রঙের পাণ্ডীর পালক
ধোরা সে সোনার লোতে,
খনে এল বেন তরুণ আলোক
কর্মণের পাণ্ডা হতে;

नयन-पूर्णात्ना क्लांसन शत्रम घूरमंत्र शत्रम यथा, माथा यम जाव त्यत्यत काहिनी नीन खाकात्मत कथा। एकां थांके नीफ, मानुरकत जीफ़ कुछ मछ कनत्रन, প্রভাতের ऋथं, উড়িবার আশা মনে পড়ে যেন সব। লয়ে সে পালক, কপোলে বুলার, আঁথিতে বুলার মেয়ে, বলে হেসে হেসে "ওমা দেখ্ দেখ্ কি এনেছি দেখ্ চেয়ে।" মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে "কিবা জিনিষের ছিরি ?" মাটিতে ফেলিয়া যাইল চলিয়া
ভার না চাহিল ফিরি ?
মেয়েটির মুথে কথা না ফুটল
মাটিতে রহিল বলি।
শ্না হতে যেন পাথীর পালক
ভূমিতে পড়িল খদি!
খেলা থুলো তার হলনাকো আর,
হাদি মিলাইল মুথে,
খীরে ধীরে শেষে ছটি ফোঁটা জল
দেখা দিল ছটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কা'রে আর।

### मगाँउ कथा।

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত

٥

"প্রীকে সর্বতোভাবে আহলাদিত করা অ'নীর অবশ্য কর্ত্ব্য, যদি স্ত্রী স্বামীর প্রতি অহুরক্ত ও প্রীত না হয় তাহা হইলে সেই অপ্রীতি নিবন্ধন সে কথনই স্থসভান লাভে সমর্থ হয় না। অভএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতি সম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্ব্য। বাহারা কামিনীগণের বর্ণার্থ সংকার করে দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিরা থাকেন আর বাহারা কামিনীগণের অনাদর করে তাহাদের কোন কার্যাই ফলোপদায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অমৃতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইরা বার। কামিনীগণ বে বে গৃহে শাপ প্রদান করে তংসমুদায় নিশ্চরই প্রীত্রষ্ট ও উৎসন্ধ হয়। মহাত্মা মন্থ দেবলোকে গমন করিবার স্বায় প্রক্রাদিগের হত্তে ব্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিরাছিলেন, মানবগণ, স্ত্রীকাতি

শ্বভাবত: তুর্ম্বন, সত্যপরারণ ও প্রিরকারী। উহাদিগের মধ্যে কতক শুলি নিতান্ত কর্বাপরতন্ত্র, মানবাভার্থী, প্রস্থেশভাব, ক্ষবিবেচক ও মপ্রির কার্য্যে নিয়ত। তোমরা প্রযন্ত্রসহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। জীজাতিকে সন্মান করা শ্বভিশর কর্ত্ব্য, জীজাতিই ধর্ম লাভের কারণ। ··· ··· ···

... বিনি প্রয়োলাভার্থী তিনি স্ত্রালোকদিগকে সংকার করিবেন। উহারা লক্ষী স্বরূপ, অতএব উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষীকে নিগ্রহ করা হয়। স্থায়শাসনিক পর্কাধ্যায়।

ş

"মহেশ্বর কহিলেন দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতা স্থরূপ। শাস্ত্রাম্থারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলয়ন করা ইইাদিগের অবশ্য কর্ত্ত্ব্য। এইরূপ আচরণ ভির
কদাচ ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ ইওরা যায় না অতএব ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রত্ম পূর্ব্বক এই
পরম ধর্ম প্রতিপালন করিবেন। ... আহ্বণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনাস্তে সমাবর্ত্ত স্থান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্থায় অনুরূপ কামিনীর
পাণিগ্রহণ করিবেন। ... ভার্য্যা ও স্থামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পর্ম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।"

"ব্রন্ধা কহিয়াছেন যে শুদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যান্ত্রীন দারা বিশুদ্ধায়া ও জিতেন্দ্রির হয় তাহা হইলে তাহাকে ব্রান্ধণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তরা। ফলতঃ আনার মতে শুদ্র সংস্থাবসম্পন্ন ও সংক্র্যান্ত্রক হইলে ব্রান্ধণ অপেক্ষা প্রশংসনীর হয়। কেবল জয়সংস্কার শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রান্ধণছের কারণ নহে, সদাচারই ব্রান্ধণছের প্রধান কারণ। সদ্বাবহার দারা সকলেই ব্রান্ধণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রক্ষজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার হদয়ে নির্ম্ম নিগুণ ব্রন্ধের ভাব প্রকাশিত হয় তিনিই ব্রান্ধণ।

"যেমন উৎকৃষ্ট কোত্রে বীজ বপন করিলে বৃক্ষ উৎকৃষ্ট কল লাভ করে দেইরূপ জ্ঞানবাদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা উৎকৃষ্ট কললাভ করিতে দমর্থ হন সন্দেহ নাই। শাক্ষজানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ও দান গ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন ভাহা হইলে ধনীদের ধন নিতান্ত নির্ধক হইত। অবিশ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ধ্রপ্রদান করিলে সেই অন্ধ্রারা দাতার কিছুমাত্র ধর্মলাভ হয় না প্রত্যুক্ত উহা দাতা ও গ্রহীজ্ঞা

"ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই ছই প্রকার ত্রী আছে। লোক মাতা সাধ্বী ত্রীগণ এই স্পাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন।" "পৃতি ভোষার নিকট যাহা কহিবেন তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কাহাঁরও নিকট প্রকাশ করিবে না। · · · সংক্লজাত পুণাশীল পতিব্রভা স্ত্রীদিগের সহিত সংবাদ করিবে; কুর, কলহ প্রিয়, ঔদরিক, চৌর, তুই ও চপল স্ত্রীগণের সহিত সহবাদ সর্বাদা পরিত্যাগ করিবে এবং সলাত্ত চর্চিত কলেবর ও মাল্যাভরণ ভূষিত হইয়া সর্বাদা স্থামীর শুশ্রুষা পরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শক্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ওম্বর্ণ লাভ হইবে।"

দ্রৌপদী সভ্যভাষা সংবাদ-বনপর্ব।

"মার্কণ্ডের কহিলেন "হে মহারাজ! বান্ধণেরা জ্বপ, মন্ত্র, হোম, ও স্বাধ্যার হারা বেদমর তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকেট্র ও আপনাকে উদ্ধার করেন। ব্রাহ্মণগণের তৃষ্টি সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশর প্রীত ও প্রসন্ত্র হইয়া থাকেন। ··· ·· হে মহারাজ, এক্ষণে কি প্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি প্রবণ কর। যিনি স্বশক্তি প্রভাবে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন সর্ক্রশাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন। হে মহারাজ স্বস্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিলে কোন গুণই দর্শেন।"

মাৰ্কণ্ডেয় সমস্যাপৰ্কাধ্যায়।

Ъ

"শাস্ত্র কারেরা অতি পবিত্র তীর্থে দান, পবিত্র বস্তু কীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্মপরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গমপুত অতি মনোহর বাক্যরূপ সলিল দারা দাপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন।"

"বেদের রহস্য সত্য; সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ; ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না, দম না থাকিলে সত্য থাকে না, সত্যজ্ঞান না হইলে বেদ নিক্ষণ হয়।" ঐ

অহিংসা ও সত্য বচন সকল প্রাণীরই হিতকর; অহিংসা পরমধর্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তি সকল সত্য সংযুক্ত হইলে বিচলিত হর না; শিষ্টাচার-সম্বলিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সনাচারই সাধুগণের ধর্ম ও সন্বাচারই সাধুগণের লক্ষণ।"

# পথে কে চলেছে গায়ি।

অঞ্জলে ভরা অ ধি তারে না দেখিতে পাই, অতীতের স্বৃতি গুলিম্বপ্ন সম আদে মনে। নীরব.নিশীপ প্রাণে পথে কে চলেভে গারি 📍 আথেয় ভূণর ফেটে যাতনার উৎস ছুটে 🦈 কত দিন কত দিন কত দিন পরে আব্দ ट्रिति मानव मूथ क्षत्य ट्रांक् माथ, দাড়াও দাড়াও পাছ, ক্ষণিক দাড়ায়ে যাও, কি গান গাহিতে ছিলে বারেক আবার গাও, প্রতি নিশি গীত ওনি, পথে চলে কত লোক, গেয়ে গেয়ে যায় তারা প্রতি কুদ্র হ:খ শোক, সমীরণে ভেদে আদে সমীরণে ভেদে যায়, কথাতেই অবদান কথায় জনম-কায়।

(নীরবে দহিতে ছিল প্রাণের গভীর তল) ও তব আকুল তান ছু বেছে আজিকে প্রাণ গাও গাও গাও পাছ নয়নে এসেছে জল। গাও গাও গাঙ পাছ, নমনে এদেছে জগ, আশার আকুলি উঠে উছিদি মরম তল, মধুর জোছনা নিশি তব ও মধুর গান অশরীরী স্থ ছারা প্রাণে করে নিরমাণ। र्य क्न कृष्टित पृत कारनत नन्तन वतन জানিনাজানিনাকেন, আজি কে তোমার গানে কুঁড়িগুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে! शिवौज्यस्माहिनौ नानौ।

## মানুষ ঘুড়ি।

জনেক মাহুব বৃড়ি কিছুতেই চড়াই করা যায় না। হাজার শিকার বাতাস বহুক-সভ্রবার অনুসৰ ধরাই দিক্ কিছুতেই আর তাহা মাটী ছাড়াইতে চাহে না। আনেক-গুলি আবার এমনি যে প্রথমত: তাহারা খুব চমক লাগাইয়া উড়িতে আরম্ভ করে কিন্ত भीखरे (कंत्र यात्र। पूछि राजात तूँ न रहेता अ अवनात पृथितीत मतन मन्नर्मना হইতে পারে না। সামাজিক বন্ধনের গুণি স্থতার ঘারাই আর বন্ধুতার কাটিম স্থতার দারাই হউক কিমা প্রেমের লক্ষেরে ভারের দারাই হউক বুড়ী নীচের লাটাইংস্ত উড়ান্দারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবেই থাকিবে। ঘুড়ি বত বড় হয় তাহার তত মোটা স্তার দরকার, অনেক খুড়ি কিন্ত বুঁদ হইরা গেণে মনে করে বে স্তাটা ছিড়িলে ভাহার। ক্রমশ আরও উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে থাকিবে। এই রক্ম ভাবিরা ছোট হইতে বৃদ্ধ চাউস পর্যান্ত অনেক বৃদ্ধি উক্ষড়িয়া গিয়াছে। কিন্ত স্থতার হাত এড়া-ইয়া এক ঘনে ভাহারা কিছু উচ্চে উটিয়াছে বটে কিন্তু পরিণামে সকলকেই ভূমি हुचन क्रिक इहेताहि। वात्रत्न विनिद्या अक्सीनि गाँउन उक्कि वा धार्म भूतहे उक्कि উঠিল ক্রি দেখিতে দেখিতেই তাহার নিম্পতি হইল। সকলেই ব্ঝিতে পারিল আর এक कू रहेरन है नावत्र नावित्व পिएता वाहित्व अमन नमत्र को छिन, खरेक बि तारे कावी क्ञा ध्रिया निष्कत नागिहेत्व वीधिया नहेत्नन जत्व वावत्व छेड़िन। चूड़ि छेड़ीनव

আর একটা মলা এই যে ঘৃড়ি বুঁদ হইলে তাহাকে দেখিবার জল্প সকলের চক্ টাটার ও বাড়ে বেদনা হর কিন্তু যে বেচারা কট করিরা লাটাই ধরিরা রহিরাছে, ফলতঃ যাহার দক্রই ঘৃড়ি উড়িতেছে তাহার উপর কাহারো লক্ষ্য নাই। তা' থাক বা নাই থাক ঘৃড়ি উড়াইরাই তাহার যথেষ্ট আমোদ। কতকগুলি মানুব ঘৃড়ি এমনি কারি থার যে হাজার কারি দিলেও তাহাকে ঠিক সোজা রাখা যার না। প্রাণার কল খাটাইবার দোষে অনেকগুলি আবার চারিদিকে এমনি লাট খাইয়া বেড়ায় যে তাহাদিগকে উচ্চে উঠান এক রক্ষ অসম্ভব। কতকগুলি আবার এমন অপ্রতিহত বেগে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে সহল্র চেষ্টাতেও তাহাদিগকে গোকতা থাওয়াইরা মৃহর্জের জন্য নীচে নামান্যার না। যে ঘৃড়ি লাট থার, গোকতা থার, আর উপরে উঠে তাহাই সর্কাক ফ্লুর; কিন্তু সে বক্ষম ঘৃড়ি লাধের মধ্যে একটি পাওয়া যায়।

## বঙ্গভাষা সম্বন্ধে হুই একটি কথা।

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে "মহোচ্চ ভাব হইতে হাস্য- জনক ভাবে নামিরা পড়িবার মাঝ-খানে কেবল একটি-মাত্র ধাপ।" আমরা বলি বে, বঙ্গ-ভাষার উন্নতি-সাধন হইতে তাহার বিক্লতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবার মাঝখানে কেবল একটি মাত্র ধাপ। কাহারো যদি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে নিম্নের দৃষ্টাক্ত-ভাগি দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু কুটিবে।

#### विदिक भक्।

কতিপর বঙ্গীর লেখক conscience শব্দের অনুবাদ-হলে বিবেক-শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবেক শব্দটি নিভান্তই দার্শনিক শব্দ; ভাহার অর্থ—আত্মাকে অনায়া হইতে—জানকে অবিদ্যা হইতে—প্রকাকে প্রকৃতি হইতে—বিবিক্ত করিয়া দেখা। Conscience শব্দ ইংরাজিতে অন্ত প্রহুই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভাহা এক-প্রকার আট-প্রৱে কথা। বিবেক কিন্তু সেরুপ নহে; Subject, Object, analitical, synthetical, apperception, এই শব্দ-শুলির ন্যায় বিবেক একটি ভাত্রিক (Technical) শব্দ। Conscience শব্দের পার্হত্য আসনে বিবেকের ভায় অতবড় একটা প্রবীণ সন্থানীকে ধরিয়া বাধিয়া বনাইলে, ভোষার থাজিয়ের সেনর একবার সেখানে বনিল; কিন্তু ভাহার মর্শের ভিতর বদি ভলাইয়া ক্রেশ—দেখিবে বে, সে সেখান হইতে উঠিতে পারিলে বাঙ্গে—সে পলাইবার জন্য হইকট্ করিতেছে। অভএব ব্রেই হইবাছে—আর কেন। ভূকৈলাশের বোগীটিকে ছাড়িয়া

দেও -- সে বনে গিয়া তপ জপ করুক, তাহাকে খরে প্রিয়া তাহার প্রাণ বধ করিও না। The man has no conscience—মাতুষ্টির ধর্ম জ্ঞান নাই; Con ciencious man ধর্মজ ব্যক্তি; Conscienciousness ধর্মজ্ঞতা; এই তো সোহা কথা পড়িয়া चार्ट्स, अ'त बना विटवक द्विहाताटक छारात त्यांगामन रहेर्ड डेंग्रोहेश चानिता ভাহার প্রতি কেন এ ভূতের উপদ্রব ় সাংখ্যের বিবেক হ'চেচ প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-জ্ঞান; বেদান্তের বিবেক হ'চেচ জ্ঞান এবং অবিদ্যার ভেদ-জ্ঞান; স্বৃতি প্রাণের বিবেক হ'চেচ ঐ ছয়ের সমন্বয় অর্থাৎ জ্ঞান এবং অবিদ্যা, প্রকৃতি এবং পুরুষ, ইত্যাদি সমস্তেরই ভেদ-জ্ঞান। কিছু অভটা জ্ঞান লাভ না করিলেও লোকে অসৎ কার্য্য হুইতে বিরত হুইতে পারে, ও সংকার্যোর অনুষ্ঠান করিতে পারে; যে ব্যক্তির কিছু মাত্র ধর্মজ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিরই মিণ্যা কহিতে রসনায় বাধে, অন্যায়াচরণ করিতে হস্ত সংকৃতিত হয়, কর্ত্তব্য-সাধনে চিত্ত প্রসন্ন হয়; যাহার ধর্ম জ্ঞান নাই তাহার সেরূপ হয় না। "ও লোকটার ধর্মক্তান নাই" ইহা বলিবামাত্র আপামর-সাধারণ সকলেই তাহার অর্থ হৃদয়সম করিতে পারে; কিছ "ও ব্যক্তির বিবেক নাই" এ কথার অর্থ সহজে লোকের মনে প্রবেশ পায় না। শান্ত্রেও ধর্মজ্ঞান শব্দের ভূরিভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—"ধর্মজ্ঞো মতিমান্ ঋজুঃ"। লোকে সর্বদাই বলিয়া থাকে "লোকটার বিষয়-বৃদ্ধি খুব আছে কিছ ধর্ম-বৃদ্ধি নাই। অতএব, conscience-শব্দ যে-স্থলে মনোবৃত্তিক্সপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ধর্ম-বৃদ্ধিই তাহার প্রকৃত অনুবাদ; আর, বে-স্থলে তাহা দেই বৃত্তির উদ্ভাস-রূপে ব্যবস্থত হয়, সেস্থল ধর্ম-বোধ বা ধর্মজ্ঞান তাহার প্রকৃত সমুবাদ।

ধর্মজ্ঞ শব্দের প্রতি নৃতন ধরণের একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে; সে-টি এই যে, নাস্তিক ব্যক্তি কৈ ধর্মজ্ঞ (consciencious) হইতে পারে না ? আমাদের শাস্ত্রামুদারে না পারুক-ইংরাজি শাস্ত্রামুদারে তো পারে। কিন্তু ধর্মজ্ঞ শব্দে আমরা এই बुबि रव, डेक नक्नाकां उ वाक्तिय- मन रमनावाबनामि कार्यात कर्ववाछ। त्वाध আছে ; সে বোধ যাহার নাই দে ধর্মজ্ঞ নতে। ইহার উত্তর এই বে, স্কল কর্ত্তব্য-সাধ-নের নামই ধর্ম ; ঈশবের প্রতি কর্তব্য-দাধনও ধর্ম, মহুব্যের প্রতি কর্তব্য-দাধনও ধর্ম, আপনার প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনও ধর্ম। বিশেষ বিশেষ কর্ম্বব্য-সাধনে বিশেষ মস্থব্যের বিশেষ-বিশেষ-মাত্রায় পটুকা এবং অপটুকা দেখিতে পাভয়া যায়; এক ব্যক্তি বিতেজিয় কিন্তু সভাবাদী নহে, আর এক বাক্তি সভাবাদী কিন্তু জিতেজির নহে; এরপ স্থলে, জিতেজিয়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে ধর্মজ্ঞ বলা বাইতে পারে ও সতা-বালিছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শেবোক্ত ব্যক্তিকে ধর্মক বলা মাইতে পারে, কিছ উভয়ের কাহাকেও সর্কাংশে ধর্মজ্ঞ বলা বাইতে পারে না। কোন ব্যক্তি ধনি ঈশব-পরাবৃথ হইরাও সভাবাদী দিতেক্রির ও আর আর নানা গুণ সম্পন্ধ হ'ন, তবে য়দিও

ভিনি ধর্ম্মের একটি প্রধান লঙ্গে বঞ্চিত, ভ্যাণি যে জংশে ভাঁছার মনে কর্ত্বা বোষ বিদ্যমান জাছে, সে জংশে তিনি ধর্ম্ম তাছাতে লার সংগ্র নাই। মিথাবানী নাজিক অপেকা, সতাবাদী নাজিক, অবশাই ধর্মজ্ঞ নামের অধিকতর ষোগ্য। ঈর্মর ধর্মের মন্তব্দ স্থকি স্থানের প্রতি কর্ত্ব্য অন্তান করেন, তিনি সকল কর্ত্ব্যই অন্তান করেন; ঈর্মরের জীব মন্ত্রাকে জিনি মিথা। বাক্যে প্রতারণা করিতে পারেন না, ঈর্মরের জগতের তিনি অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন না, আপনার মঙ্গলতাব বেমন তিনি প্র কল্তাদির মধ্যে বিস্তৃত দেখেন, ঈর্মরের মঙ্গলতাব তেমনি তিনি সর্মজ্গতে বিস্তৃত দেখেন; এইরূপে তিনি ধর্মের একটা ভিত্তিমূল পান। ঈর্মর-পরায়ণতা বাতিরেকে ধর্মের সর্মানতা হয় না বলিয়াই সহজ লোকেরা—এবং বাহার। গভীরে তলাইরা দেখেন ভাহার।ও—নান্তি ক ব্যক্তিকে ধর্ম্ম বলিতে কৃষ্টিত হ'নণ্ণি ভাহার। মনে করেন যে, ইহার ধ্যের বনিয়াদ আল্ল। এ কথার ভিতরে অবশ্য নিগৃচ অর্থ আছে।

আর এক লাপত্তি এই যে, ধর্ম শব্দে Morality শুরু নয় কিছ Religion ও ব্রায়; বুঝাইলেই বা—ভাহাকে ক্ষতি কি ? সকন ভাবাতেই ভূরি ভূরি এরান শন আহে, যাহার মুখ্য অর্থ একরাণ—গৌণ অর্থ আর একরাণ, লৌকিক অর্থ একরাণ—ভাত্মিক অর্থ আর একরাণ। Action শব্দের লৌকিক অর্থ পুরু কেবল কর্ম —আদালতী অর্থ নোকদনা; ভাহা বলিয়া Active শব্দের অর্থ কি মোকদমা পরায়ণ ? ধর্ম শব্দের অনেক অর্থ আছে সত্য, কিন্তু ধার্মিক বলিতে মুখ্য-রূপে Virtuous বুঝার, ধর্ম্ম বলিতে মুখ্যরূপে Consciencious বুঝার,—গৌণরূপে আর বাহা বুঝার তাহা বুঝাওক—ভাহাতে মারায়্মক কিছুই নাই। Pious অথবা Religious শব্দের অনুবাদের পক্ষে ভক্ত শক্ষই স্বিশেব উপযোগা; যদি কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্পত্ত উহার ধর্ম্ম জ্ঞান নাই।

#### বিবর্ত্তবাদ।

অনেকে Evolution শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন "বিবর্ত্তবাদ"। বিবর্ত্ত বেদান্তদশনের একটি তান্ত্রিক শব্দ। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমর যে কারণ, তাহাই বিবর্ত্ত-কারণ।
অজ্ঞান, যাহা দর্শকের মনের ধর্মা, তাহার প্রভাবে দৃশ্য-বস্ত্র-সকল দর্শকের চক্ষে বেরূপ—
একপ্রকার হইয়া অন্য প্রকার দেখায়, তাহারই নাম বিবর্ত্তন। একপ্রন চোর যথন চুরি
করিয়া পলাইতেছে তথন সে যে-সে লোককে পুলিসের চৌকিদার মনে করে; এইরূপ
মনের ভাবের গতিকে বাহিরের বস্তু সকল যেরূপ উন্টা দেখায়, তাহাই বিবর্ত্তন। মনোগত
সংস্কারের বলে যথন এক বস্তু আরে এক বস্তর আকার পরিগ্রহ করে, তাহারই নাম বিবউন; স্বপ্রকালে এক্ছন কৃষক যদি রাজা হইয়া সিংহাসনে বসে, তবে তাহার বিবর্ত্তন

ঘটে। কিন্তু Evolution শক্ষের অর্থ স্বতন্ত্র। স্থতার পুটুলি হইতে স্থতা ক্রমে ক্রমে নিমুক্ত হওয়া Evolution; সৰ্ত সামগ্ৰী ক্ৰমে ক্ৰমে বিবৃত হওয়া Evolution; দর্শকের মনের গভিকে নহে কিন্তু স্বভাবের উত্তেজনায় যখন এক এক করিয়া প্রকৃতির পর্দা খুলিয়া যাইতে থাকে ও তাহার ভিতরের কথা সকল বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তথন তাহারই নাম Evolution। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি প্রথমে হল। रहेर७ करम करम पूरण-अवाक रहेर७ करम करम वारक-পরিণত হয়, ইহার নাম অমুলোম পরিণাম; ভাহার পরে আবার তুল হইতে ক্রমে ক্রমে হল্মে— ব্যক্ত হইতে क्रा करम अनारक-পরিণত হয়,-ইহার নাম প্রতিলোম পরিণাম। বিবর্ত্ত-বাদ বেষন বেদাস্তের অনুমোদিত, পরিণামবাদ সেইরূপ সাংখ্যের অনুমোদিত। বিবর্ত্তবাদের चूल मर्ग धहे (य, चितिला, यांश वाहित्त्रत्न त्कान वस्त्र नम्-त्कवल मत्नत्न धकिला ভ্রমান্তর ভাব, তাহারই প্রভাবে সংসার-চক্র চলিতেছে; পরিণামবাদের স্থূল মর্শ্ব এই ষে, প্রাকৃতি, যাহা মনের ভাব মাত্র নহে কিন্তু বাস্তবিক, তাহারই ক্রিয়া-প্রভাবে জগৎ চক্র চলিতেছে; পরিণাম-বাদের-সহিত Evolution মতের কিয়দংশে সাদৃশ্য चाह्न किंद्ध नर्साःश्न नरह । পরিণাম বাদের ছইটি অবয়ব, (১) অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে পরিণতি, (২) ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে পরিণতি; প্রথমটিই Evolution; দিতীয়টি Involution। এই জন্য আমরা বলি বে, Theory of Evolution ইহার ঠিক্ বাঙ্গালা অমুবান चित्रकि-तान। मध्य इटेरिंड विवृष्ठ इटेरिंडिंडिंसिंडिंनिंगे विश्विष्ठ विश्व विश्विष्ठ विश्विष्ठ विश्विष्ठ विश्विष्ठ विश्विष्ठ विश्विष्ठ Evolution বুরাইতে পারে। মনে কর বে, চকুহীন জীবের ক্রমে ক্রমে চক্ষু পরিক্ট হইয়া উঠিল, পিগুবং জীবের ক্রমে ক্রমে হস্তপদ পরিক্ট হইয়া উঠিল, —এইরূপ পরি-कृ नेनत्क क्रमां जित्राङ्कि करह। अजित्राङ्कि मां बहै कार्णित क्रमत्क अलका करत, এজना অভিব্যক্তি মাত্রই ক্রমাভিব্যক্তি; স্থতরাং অভিব্যক্তি বলিলেই ক্রমাভিব্যক্তি বুঝায়— আক্সিক অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। এই জন্য Theory of Evolution এই মৃত-টিকে অভিব্যক্তিবাদ বলাই সর্বাংশে যুক্তি-সঙ্গত।

তী বিজেজনাথ ঠাকুর।

# 'বিশ্বাসের মূল ও জড়জগৎ।

( नयात्ना हना )

"The Roots of Faith" অর্থাৎ "বিশাসের মূল সমূহ" এই নাম দিরা আমাদি পের एमर्गत একজন कुछविमा वाकि है:रत्रकी छावात्र এक थानि कूछ श्रेष्ठ विधित्राष्ट्रम । এছকারের নাম বাব্ দীতানাথ দত্ত, তাঁহার পুতকের একথও সমালোচনার নিমিত

ज्ञानक निन इरेन जामानिरगत राख जानितारह, किंद्ध वाशानयुक नमारनां कविवात অবকাশ না হওয়ায় এ পর্যান্ত আমরা এ পুস্তক-সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। चामानित्रत त्मरमत धक कन वाकि अ त्य धहे यूत्र त्य त्म विषय नरह, कछ क श्वन গভীর দার্শনিক প্রশ্ন লইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে—শুদ্ধ চিস্তা করিতে নহে সেই চিন্তার ফল জনসমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা অতি স্থার বিষয়—আমাদিগের পক্ষে ইহা অতি গৌরবের বিষয়। সীতানাথ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ—লোকে যে সকল কারণে নান্তিক হয় কিম্বা ঈশরের স্বরূপ অজ্ঞেয় এই বিশ্বাদ করে দে দকল কারণ থগুন করিয়া ঈশ্বরের অভিত্তে বিশ্বাদ স্থাপন করানই তাঁহার অভিপ্রায়। আমরা আশা করি তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া লোকে এই শুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিবে এবং ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপন আপন জীবন দার্থক করিবে। সীতানাথ বাবুর যে উদ্দেশ্য সকলেরই গেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, লোকে **যাহাতে অধর্মকে দূরে পরিত্যাগ করি**য়া ধর্মের অনুসরণ করে সকল গ্রন্থকারেরই সেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা হঃথের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সীতানাথ বাবু যে সকল যুক্তি দেখাইয়া ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে সকলের কতকগুলি সম্পূর্ণ ভ্রমহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। 'আমাদিপের আশকা এই যে কেহ কেহ এই যুক্তিগুলির ভ্রম দেখিতে পাইয়া দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা করিতে পারেন। আমরা যাহা বলিলাম ইহা সম্পূর্ণ কাল্লনিক নহে; ফরাশি পণ্ডিত কোমটু দার্শনিকদিগের তর্কবিতর্ক দেখিয়া এই মত প্রচার করিয়াছেন যে প্রকৃত বস্তু কিরূপ আমরা তাহা জানিতে পারি না, তাহা नहेता आमानिश्वत ममन्न नष्ठ कतिवात अत्याखन नाहे, आमता हक्क्र याहा तिथ কর্ণে যাহা গুনি তাহা লইয়াই আমাদিগের সম্ভুষ্ট থাকা উচিত। এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া এই মনে হয় যে দার্শনিক কোন প্রশ্ন মীমাংদা করিতে উদ্যত হইলে তাহা অতি সাবধানে করা উচিত, কারণ কোন প্রকার ভ্রমময় মত প্রচার করিলে পরিণামে তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

আমাদিগের মতে সীতানাথ বাবু জড়জগৎ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্ৰমময়। সীতানাথ বাবু বলেন যে জড় জগতের স্বকীয় কোন অন্তিত্ব নাই এবং প্ৰমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে অভ্ অংগতের ঘটনাসমূহের কারণ দশহিতে হইলে চেতন কারণ অন্থ্যান করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে জড় জগতের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা মানসিক ঘটনা মাত্র—স্থুতরাং তাহার জন্য জড় পদার্থের অন্তিম্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এন্থলে তাঁহার এই ছুইটা মত পরীকা করিব। এক-খণ্ড প্রস্তর দেখিয়া দীতানাথ বাবু বলিলেন যে উহার বর্ণ আছে, উহা দৃঢ়, উহার আরুতি আছে, উহা ভারবিশিষ্ট ইত্যাদি, কিন্তু বর্ণ, দৃঢ়তা, আরুতি, ভার এ সকলত আমাদিগের

মনের ভাব ব্যতীত অ । কিছু নহে – স্বতরাং কেন বলিব যে প্রস্তর থণ্ডে একটী অভ বস্তু আছে, এই কথা বলিলেই হয় যে ঈধরের জন্যই আমাদিগের মনে ঐ সকল ভাব উদয় হয়, क्रेश्वत्रहे आमां मिशत्क के प्रकल ভाব मिन। এরপ কথা নৃতন নহে, বার্কে অনেকদিন পুর্বের ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিছ হিউম আবার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এন্থলে বলা আবশাক। হিউম বলেন যে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা চিন্তা-মাত্র; আমরা এমন বলিতে পারি না যে প্রস্তর থণ্ডের বাস্তবিক অস্তিও আছে, আমরা এমনও বলিতে পারি না যে আমাদিগের বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে; এক কথায়, বাস্তবিক কোন্ পদার্থ কি প্রকৃতির তাহা আমরা জানি না। হিউমের এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিয়া সাধারণ লোকে দর্শনের প্রতি বিরক্ত হয়, কিন্তু তাঁহার এইরূপ দিছাত্তের জন্ম প্রথম मात्री तक ? विभाभ वार्त्म । वार्त्म **किसा ও अस्ति । এই ए**ई विषय अकातास्त विकर বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—জড়জগৎ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা আমাদিগের চিন্তা-মাত্র, অতএব জড়জগতের স্বকীয় অস্তিত্ব নাই, জড়জগং বস্তু নহে। ওদ্ধ বাফে যে চিন্তা ও অন্তিত্ব একই বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, এমত নহে। বর্তমান যুগের প্রারম্ভে ডেঃকার্ট এবং অধুনাতন দিকে কতকগুলি জার্মাণ পণ্ডিতও (ফিশ্টে, হিগেল প্রভৃতি) ঐ প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। চিন্তা ও সন্তিম্ব এই হয়ে গৃঢ় সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আমরা চিস্তা হইতে অনেক হুলৈ অন্তিম্ব অনুমান করি আবার অনেক স্থলে অন্তিত্ব দেখিলে চিন্তা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা কথনই বলা যাইতে পারে না বে যাহার আমরা চিন্তা করিতে পারি না তাহার অন্তিম্ব নাই, কিমা যাহারই অন্তিম্ব আছে তাহারই আমাদিগের স্থায় চিস্তা শক্তি আছে। আমরা জড় পদার্থের স্বরূপ (বাস্তবিক ভাব) চিস্তা করিতে পারি না বলিয়া জড় পদার্থ নাই কিছা জড় পদার্থের যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তবে সে অস্তিত্বিশিষ্ট বস্তু আমাদিগের ন্যায় চিন্তাশীল ইহা বলা ভায় সঙ্গত নহে। আমরা বলি, যে কারণে বলিতে হইবে আমাদিগের অন্তিত্ব আছে, সেই কারণে ইহাও विनिष्ठ रहेरत रा कड़-भनार्थित অखिव चाह्य-७६ छारा नरह, जामानिरात चिखरात মুলে যেরূপ সীমাবিশিষ্ট বস্তু আছে — ভড়পদার্থের অন্তিত্বের মূলেও সেইরূপ সীম িশিষ্ট वञ्च आছে। आवात, आमानिश्वत मौमाविभिष्ठे अखिएवत आनि कात्रण एयत्रभ केश्वत, कड़ भनार्थित मौगारि শिष्ठे अखिरावत यानिकात्रवा राहेका में सेता। अर्थार आमता राक्रण अर्थ বলিব যে ঈশ্বর হইতে আমাদিগের অক্তিছ পৃথক্, সেইরূপ অর্থে ইহাও বলিতে হইবে যে জড় পদার্থদিগের অন্তিত্বও ঈশর হইতে পৃথক্ —এমত বলিলে চলিবে না যে আমা-मिरात अखिक केचत रहेरक पृथक् किछ सङ्ग्रमार्थित अखिक पृथक् नरह। आमामिरात এরপ মতের প্রমাণ কি-আমরা যে সকল ঘটনা দেখিয়া থাকি, তাহাদিগের মধ্যে ক্তকগুণির প্রকৃতি এই যে তাহারা আমাদিগের শক্তি দারা সাধিত হয় না। **আয়া**-

मिरागत कार्या रमिशा **आमता तिम आमा**मिरागत खाखिष आहि, खुळताः अङ्गमार्थित कार्या (मथिया हेश विनिष्ठ हेरेरव स्य अप्रभार्थित अखिष आहि। मठा वर्षे आमता জডপদার্থের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, কিন্তু আমাদিগের স্বকীয় স্বরূপ জ্ঞানই কি আমরা লাভ করিতে পারি ? আমরা বাস্তবিক কি তাহা আমরা অন্ততঃ সাধারণ বৃদ্ধিতে জানিতে পারি না, জড়পদার্থ বাস্তবিক কি তাহাও আমরা জানিতে পারি না। এখন সীতানাথ বাবুর আর একটা তর্কে আসা ঘাউক—তিনি বলেন জডজগতের কার্য্য সমূহের কারণ দর্শাইতে হইলে চেতন কারণ অনুমান করা আবশ্যক। এরপ মতের কোন युक्ति एपि ना, भक्ति थाकिलाई य तम मक्ति आमापितात लाग एका আবশ্যক ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেহ কেহ (ডে:কার্ট আদি) বটে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে জড় বস্তু শক্তিবিহীন, কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদিগের কল্পনা মাত্র। নিউটন এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে জড়বস্ত শক্তিবিশিষ্ট — আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া যেমন আমরা অনুমান করি যে আমাদিগের শক্তি আছে, কড় বস্তুর কার্য্য দেখিয়াও দেইরূপ ইহা মনে করা স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ যে জড় বস্তুরও শক্তি আছে। গীতানাথ বাবু বলেন যে চেতনা না থাকিলে (অর্থাৎ আমাদিগের স্তায় চেতনা না शांकित्त) कार्या मुख्यभन्न नैरह, किन्छ अन्नभ क्विन सामानिर्वत कार्या (निश्वाह तार हत - वाखिविक्र तक एवं, रायानिहें कार्या इहेरव, रायानिहें बहेना इहेरव स्वारनहें (আমাদিগের স্থায়) চেতনাবিশিষ্ট বস্তু থাকা আবশ্যক তাহার কোন প্রমান নাই। সীতানাথ বাবু কি বলিতে চাহেন যে নিমতম জম্ভদিগের কোন বাস্তবিক অন্তিত্ব নাই. উচ্চ শ্রেণীর জম্ভ হইতে তিনি নিয়তম শ্রেণীর জম্ভ পর্য্যন্ত দেখিয়া যাউন-তিনি কোন শ্রেণী হইতে বলিবেন যে ইহাদিগের উচ্চতম শ্রেণী পর্যান্ত স্বকায় (পর্মেশ্বর **ইতে পুণক) অন্তিত্ব আছে আর ইহাদিগের নিম্নতম শ্রেণী পর্যান্ত সেরূপ অন্তিত্ব** नाहै।

আমাদিগের মতে জড়পদার্থের স্বকীয় স্বস্তিত্ব স্বস্থীকার করা যুক্তি দিদ্ধ নহে। আমরা বলি আমাদিগের যেরপে স্বকীয় অন্তিত্ব আছে অন্তান্ত পদার্থদিগের (জড়পদার্থ-দিগেরও) সেইরূপ স্কীয় অন্তিত্ব আছে। বিখাসের মূল অবিখাস নহে, জড়জগতের স্বকীয় অন্তিম্বে অবিশ্বাদ জ্বলাইয়া প্রমেশ্বে বিশ্বাদ জ্বলাইবার প্রয়াদ, পাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই—স্বামাদিগের মতে ওরূপ প্রয়াদে বরং কোন কোন স্থলে বিপরীত ফ্র দাঁড়াইতে পারে (বেমন হিউমের পকে।) আমরাও আছি, জড়পদার্থগণও আছে— षामानिश्तत्र षानिकात्रन्छ राक्तल क्रेश्वत, बङ्लनार्थनिश्तत्र षानि कात्रन्छ रमहेकल क्रेश्वत । আমাদিগের অন্তিত্ব ও ঈশ্বরের অন্তিত্বে যেরূপ সম্বদ্ধ-জড়পদর্ধ্বদিগের অন্তিত্ব ও ঈশ্ব-রের অভিত্তেও অনেকাংশে সেইরূপ সম্বন। এই সম্বন্ধ কি তাহা সীতানাথ বাবু প্রথম পক্ষে সবিস্তারে আলোচনা করেন নাই; আমরা এস্থলে প্রথম ও বিতীয় কোন পক্ষেই উক্ত স্বস্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। \*

🖺 ফণিভূষণ মুখোপাধ্যার।

## कलक ।

( 8 )

জন্য ভীলেরা যুবককে যেনন ভালবাদে, ভীনপ্ত্রও একদিন তাহাকে সেইরপ ভাল বাদিত। যুবক যথন আট দশ বৎসরের বালক তথন হইতে ভীলদিগের সহিত তাহার জালাপ, তথন ভীলপুত্র কত আগ্রহভরে তাহাকে গৃহে শইয়া আসিত, কুন্তি শিধাইত, বাল খেলা শিথাইত, সঙ্গে লইয়া শীকার করিতে যাইত, তাহাকে না পাইলে ভীল পুত্রের তথন খেলাকরিয়া শীকার করিয়া আমোনই হইত না। কিন্তু তাহার পর— এখন ? এখন যুবক আর তাহার বন্ধু নহে, সে তাহার প্রতিষন্দী। যুবকের জন্য নিজের সমাজে ভীলপুত্রের এখন আর তেমন আদর প্রতি পত্তি নাই, প্রভুত্ব নাই। ভীল যুবারা যুবককে যত চায় না, যুবককে নেতা করিয়া এখন তাহারা যত শহুত্ব ভীল পুত্রকে নেতা করিয়া তত নহে। এমন কি তাহাদের যে খেলায় ভীল-রাজ মন্দালিক না থাকেন—সেই খেলাতেই যুবককে তাহারা প্রধান করে, এইরূপে ভীলযুবাদের নিকট যুবকের একটি নামই রাজা হইয়া গিয়াছে। এক কথায় ভীল পুত্রের সামাজিক অধিকার যুবক একরকম পূর্ণ মাত্রায় গ্রাস করিয়া বিসয়াছে।

কত সামান্য কারণ হইতে সংসারে অসামান্য ঘটনা উপস্থিত হয়, এক বিন্দু আয়িন্দুলিক্তে বহুদিনের যার নির্মিত নগর ধ্বংশ হইয়া যায়, একটি ছোট্ট কথাতেও কতদিনকার
বন্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়, স্থতরাং ঐয়প বিশেব কারণে যদি ভীলপুত্র যুবকের প্রতি বিত্ঞ
হইয়া থাকে—তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই, বরঞ্চ এয়ণ স্থলে তাহাই আভাবিক।
আভাবিক—কেন না আমাদের চোথের উপর সর্বানা যাহা ঘটে তাহাই আভাবিক!
আমাদের স্পত্য সমাজে এয়ণ ঘটনার অভাব নাই—সেই জন্যই ইহা আভাবিক! কিয়
হইলে কি হয়—উক্ত "ওফ্তর" কারণেও ভীলপুত্রের বয়্ব ভাঙ্গিয়া যায় নাই।—(বৃথি বা
সে এমনি অক্তাবিক!) শেষাশেষি যাই হৌক—প্রথমে ভীলপুত্রই যুবককে এক-

<sup>\*</sup> আমরা উপরে 'আমাদিগের ন্যার চেডনাবিশিষ্ট' এই কথাটা ব্যবহার করিরাছি ইহার অর্থ 'আমাদিগের ভার পূর্ণ চেতনাবিশিষ্ট' ইহা বুঝিতে হইবে;—আমরা একথা বীকার করি যে জড়পদার্থের এক প্রকার আর্দ্ধ চেতনা থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা ইহা বীকার করি না বে আমাদিগের অক্তিত্ব জীধর হইতে যতদূর পৃথক্ অভ্যাত্তর অক্তিত্ব ততদূর পৃথক নহে অর্থাৎ জড় দ্বীধরের চিন্তা মাত্র, আর আমরা তাহ। নিরু!

রকম বাড়াইয়া তুলিয়াছে, আগে আগে দেই দর্কাগ্রে যুবকের হাতে বাণ তুলিয়া দিয়াছে, শাকারে যাইবার সময় তাহাকেই আগুয়ান করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, এক দিন ধধন তালাদের ছই দলে ক্লিম যুদ্ধধেশা হইতেছিল—ভীল পুত্রই যুবকের হাতে রাজ ষ্ঠি আনিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর ষেদিন ভীল পুত্রের অপেকা মা করিয়াই যুবক সেই সকল অধিকার নিজের বলিয়া গ্রহণ করিল, যে দিন ভীল যুবারা একবার ভীল-পুত্রকে জিজ্ঞাদা পর্যান্ত না করিয়া যুবককে রাজা করিল, সেই দিন ভালপুত্র একটু শুল হইরা পড়িরাছিল বটে কিন্তু শীঘই সে ভাব তাহার মন হইতে চলিরা গেল, দৌর্য্যে ব্যা বুলিকৌশলে দকল বিষয়েই বুবক এত খেঠ যে ক্ৰমে যুবকের প্ৰভুৱ আপনা হুইতে তাহারো দহিষা গেন – তুর্ধলের প্রতি দবলের, অক্ষমের প্রতি ক্ষমতাশালীর এমনি প্রভাব! কিন্তু ক্ষমতার প্রভাব অসীম যেখানে ন্যায় প্রেম.ইহার চালক; অন্যস্তলে ইংার প্রভাব প্রভূত হইলেও দে প্রভাবের মানা আছে। ভীলপুত্রের এত দহিল্— একটি সহিল না; যথন তাহার মনে হইল কেবল সামাজিক অধিকার নহে—তাহার পিতার মেহও যুবক আত্মদাৎ করিতেছে, তথন আর তাহার সহা হইশ ন।। দে স্ব দহিতে পারে, পিতার স্নেহের উপেক্ষা দহিতে পারে না, আর সব অণিকার হইতে দে বঞ্জিত হইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার এই স্বাভাবিক স্বিকার সার কাহাকেও দে দিতে পারে না। ভীল অসভা, তাহার স্বাভাবিক, অবিকৃত হৃদয়ে প্রেমেরই একা-বিপত্য, তাই সে ক্ষনতাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে প্রেমকে পারে না। সে যে এমন করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাহার অধিকার অন্ধিকার বুঝিয়া স্থায়া এক্লপ নিপ্রিতে আণে তাহা নহে, দে আর কিছুই বুঝে না –পিতার স্নেহের অভাব দেখিলে তাহার যে কট হয় দে কেবল তাহাই বুঝে; সে আর কিছু ভাবে না যুবকের প্রতি পিতার त्मर तिथित जारात त्य कठे रम — जारारे ७५ तम जात्त; जातित जातित कार्तात এক রকন করিয়া সে কষ্টটা তথনকার মত তাহার মনে মিলাইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপে ্বকের উপর তাহার যে একটা রাগের ভাব মাদিরা পড়ে, তাহা উত্রোত্তর ক্রমশই ভাহার মনের মধ্যে জমা হইতে থাকে।

এইরপ মনের অবস্থার মৃগরা দিনের সমস্ত ঘটনাই তাহার কণ্টের কারণ হইয়া উঠিন—বিশেষতঃ যথন পিতা বলিলেন—"তুই কেন ওডার মত হইলিনে" তথন আর ভাল পুত্রের ছঃথ রাখিতে স্থান হইল না,—মন্বাের গর্কে আবাত লাগিলে বড় আবাত লাগে, এতদিন কত ঘটনায় যাহা না হইয়াছে আজ ঐ সামান্য কথাটিতে তাহা সাবিত হইল। এইরপই ইইয়া থাকে; ধ্য়াইতে অনেক সময় যায়—কিন্ত জনিয়া উঠিতে মুহ্রিও লাগে না!

ষ্দি পিতার ভালবাদায় **আগে হইতে** তাহার দন্দেহ না জ্বিত তাহা হইলে ঐ কথা-<sup>গুলিরই</sup> সে অন্য অর্থ দেখিতে পাইত, ঐ কথাতে সে পিতার ভালবাদার ভাবই দেখিতে পাইত, কিন্তু এখন এই গুলিতে তাহার মর্ম বিদ্ধ হইল, গর্বে আবাত লাগিল, ক্রমাগত ঐ কথাগুলি মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া তাহার দৃঢ় বিখাদ হইল যে "তাহাকে আর পিতার মনে লাগে না।" জনতার মেলা হইতে সে একাকী দ্বে আসিয়া জনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর স্থির করিল যুবক তাহার শক্র।

#### ( e )

পরদিন ভীলেদের ভোজাংসব। আজিকার শীকার মাংস রন্ধন করিয়া আহার উপলক্ষে কাল তাহাদের নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ। শীকারীরা শীকার লইয়া গ্রামে
আসিলে বিকাল হইতে গ্রামের সমস্ত ভীলেরা মহা ব্যস্ত, রাত্রেও তাহাদের নিজা
নাই। বৃদ্ধ ও ব্রকদিগের নৃত্যগীতভোজের স্বতন্ত্র হুইটি স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে,
হুইটি নির্দিষ্ট চক্রের মধ্যে শুক্ষ কাঠরাশির হুইটি আগুণ ধূ বৃ করিয়া জলিতেছে,
তাহার চারিপাশে লোক জমা হইয়া মেয়ে পুক্ষে মিলিয়া উত্নন খুড়িতেছে, শীকার
কাটিতেছে, বাটনা বাটিতেছে, মাদল পিটিতেছে, গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, চীংকার
করিতেছে, আর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে মাঝে মাঝে অগ্নি কুণ্ডে শুক্ষ কাঠ
ঠেলিয়া দিতেছে ও নৃতন কাঠ কাটিয়া আনিয়া জমা করিবার জন্য তন্ধি করিতেছে।
যাহারা কাঠ আনিতে উঠিতেছে তাহারা হ এক পা গিয়া হু একটা মাদল টানিয়া
লইয়া পিটিতে পিটিতে গান লাগাইয়া দিতেছে অবশেষে মেয়েদের চেঁচানির জালায়
মাদলগুলা ফেলিয়া চোঁচা পৌড় মারিতেছে।

এই সময় এই গোল মাল চ্ইতে কিছু দ্বে ভীলপুত্র একাকী বসিয়াছিল। কিছু পরে কয়েকটি ভীলযুবা নিকটে আসিয়া বলিল—"একা কি করছুস রে—আয়না ওই দিকে" বলিতে বলিতে তাহারাও ভীলপুত্রের নিকট আড্ডা গাড়িল, ক্রমে সেখানে ছোট্ট খাট্ট একটি দল জমিয়া, উৎসবেরই গল্প আরম্ভ করিয়া দিল; ভীলপুত্র চুপ করিয়া শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যা উঠিল—"কাল রাজা হটবিরে কোন ডা ?"

ভীলেদের সকল কর্মেই একজন অধিনায়ক আবশ্যক—ইহা অসভ্য সমাজের একটা বিশেষ লক্ষণ, কাল ভীলরাজ মন্দালিক বৃদ্ধদিগের মধ্যেই থাকিবেন, স্ভরাং কাল যুবা-দের অধিনায়ক হয় কে—এই কথা ? কিন্তু একথায় অন্যেরা যেন আশ্চর্য্য হইল, এক জন বলিল—"ক্যানরে যেইডা রোজ হউছে"

ভীল পুত্র কাল ভুকর গোচছা কুঁকড়িয়া বলিল—"দেইডারে রোজ মুইরা রাজা করিবু ক্যানরে ? তানা কি মুদের—রাজ পুত্র ! মুরা কি রাজা হইতে নারি নাকি ?"

একজন ভীল বলিল" সে রাজা বেটা বজ্ঞাই লায়েক ভাই"— ভীল পুত্র রাগিয়া বলিল "মোরা লায়েক নই ক্যামনে," ভীল বলিল "দেখু ছব ত কাল ক্যামন হরিণডা আনিল"— ভীলপুত্র। "সে হরিণ আনিল মুই বরা আনিল ন। ?" একজন ভীল। "তাতু ব্যাটে, ত্যাবে হরিণডা"—ভীলপুর লালচকু করিয়া বলিল—
"হরিণডা হরিণডা! মুইত আর একদিন হরিণডা নিয়ে এয়, তাতে ত এত কথা কেউ
কইল না বাৰাত মোর পিঠটাও ধাবড়ালে না—আর আজ দিন ভোর হরিণডা হরিণডা,
বল না ক্যান্, মুই গোটা গোটা অমন হরিণ আয়ু দিউছি"

আর একজন ভীল বলিল "চটিশ ক্যান ভাইডা—তানা রাজা না হউবু ত কোনডা হটবু"

ভীলপুত। "আয়াত দিন হউ ছিল কে ? মুই না রাজার ছেলে—মুই হউব—সেড। হউলে মুই থাকিবুই না" ভীলপুত্রের ষামনে হইরাছে স্পষ্টা পটি বালয়া গেল --সে অসভা বোর পাঁচি করিয়া ঢাকিয়া চুকিয়া বলা তাহার কর্ম নহে। একজন ভীল বিলি —"তানা রোজ রাজা হউছে আজ সেডা ছাড়ুবে ক্যানরে ?"

ভীলপুত। "ছাড়বে ক্যান! মুরা কি মাত্য নকি । মুরা তাড়াউতে নারিব!

এ কথায় ভীলেদের প্রাণে বাপা বাজিল—তাহারা যুবককে বড়ই ভাল বাদে, অথচ ভালপুত্রের এতদুর অনিচ্ছার মধ্যে তাহাকে রাজা করিবার কোন উপায়ই দেখিল না। তাহারা মহা মুস্থিলে পড়িল। একজন একটু পরে বলিল—"বেদ্ মুরা তানারে রাজা ক্রিবুনা; কাল চক্করে (চক্র ধেলায়) যেইডা জিতুবে—দেই ডা রাজা"—

ভীলপুত্র ইহাতে আর কোন কথা কহিতে পারিল না, এ প্রস্তাবে অসমত হইলে ভীলেরা তাহাকে দ্বলা করিবে। তাহাই ঠিক হইল। যুবক প্রাতঃকালে আসিরাই এই বন্দোবস্তের কথা গুনিল—তাহারও ইহাতে কোন আপত্তি হইল না—কোন উত্তেজনার কাজে, সাহদের কাজে যুবক পিছপাট নহে, বর্ষ তাহাতেই তাহার আনন্দ সেইরপ কাজই যুবক পুঁজিয়া বেড়ায়।

ঙ

একটি সমক্ষেত্রে শাথাপ্রশাথান্তির কাছাকাহি ছইটি সমান মোট। গাছ; সেই গাছ ছইটি চক্ররা ভেদ করিতে হইবে—যাহার চক্র বৃক্ষকারের অধিক দ্ব ভেদ করিবে তাহারি জয়। গাছ ছইটি আন্দান্ধ আধ কোশ দ্বে রাখিয়া মাদলধারী ভীল ম্বকগণের অগভাগে ছইজন প্রতিবন্দা পাশাপাশি ঠিক হইয়া দাঁড়াইল—মাদল বাজিয় উঠিল, চীংকার ধ্বনি উঠিল, আবার নিমেবের মধ্যে সে গোলমাল থামিয়া গেল, চারি-দিক একটা উৎস্কামর নিস্তন্ধতার পরিণত করিয়া ছই জনের হস্ত নিক্ষিপ্ত চক্র বিছাৎ-বেগে ছই গাছে আদিয়া লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীলপুত্রের গাছটি মড় মড় করিয়া ছইয়া পড়িল, যুবকের গাছ যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। বাজনা বাজিয়া উঠিল, ভীল পুত্রের পক্ষীয়গণ আফ্লাদে লক্ষ্ক দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া জয়ীকে বেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল,—নাচিতে নাচিতে পাহাড়ের একটা উঁচু চিবির উপর বেথানে পাতার সিংহাদন রচিত হইয়াছিল সেইখানে তাহাকে লইয়া চলিল। তাহাক

দের জয় জয় কারের মধ্যে ভীলপুত্র সেইখানে আসিয়া বসিলেন, এই সময় পূঞ্চাতে আর একটা কলরব উঠিল, কলরব দ্রুতবেগে সিংহাসনের দিকে আসিতে লাগিল-সিংহাসনের চারিপার্থন্ত জয়ধানি ডুবাইয়া দিয়া ক্রমে এই কথা গুলি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"যুবক জয়ী হইয়াছে, যুবকের চক্র গাছ ভেদ করিয়াছে" পাতার সিংহাদন কাঁপিয়া উঠিল, জয়ধ্বনি থামিয়া গেল, জয়কারীগণ অবাক তার হইয়া চীংকারকারীদের মুথের পানে ফিরিয়া চাহিল—আবার শুনিল "যুবক জ্বী হইয়াছে তাহার চক্র গাছভেদ করিয়াছে।" হঠাৎ চারিদিকে একটা ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল, ভীলপুত্রকে সিংহাদনে ফেলিয়া রাখিয়া অন্যেরা ছুটিয়া সেই গাছেরদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল, নিকটে আদিয়া দেখিল সতাই যুবক জ্ঞা হইয়াছে। ভীলপুত্রের চক্রে গাছের অন্ধৃভাগ ছেদিত হইয়াই গাছ নত হইলা পড়িয়াছে আর যুবকের গাছ আড়া আড়ি একেবারে বিভাগ হইয়। মূল স্তস্তের উপর ঠিক দাঁড়াইরা আছে। আর কিছু নহে, যুনকের গাছটি ঠিক নোজা ভাবে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল —তাই কাটিতে কাটিতে তাহা একেবারে পড়িয়া যায় নাই। স্রোত ফিরিল, দকলে জয় জয়কার শব্দে যুবককে ভীলপুত্রের দিংহাদনে আনিয়া বদাইয়া কেহ গণায় পাতার মালা পরাইতে লাগিল, কেহ মাথার ঘাদের মুকুট বাধিয়া দিল, একজন একটা বংশ দও আনিরা হাতে দিল, সকলি হইল—কেবল বাকী রহিল একটি। অ্টিলেকের সময় ীলাদের রাজার কপালে লাস কোঁটো দিতে হয়, তাহার আয়োজন ত • কিছুই নাই, উপায় কি ? একজন উৎশাহোমাত ভীলবুবা নিজের আঙ্গুল কাটিয়া সেই রক্ত লইয়া তাহার কণালে কোঁটা পরাইয়া দিল্—অমনি সকলে আমাদের রাজা রাজা করিয়া চারি পাশে নৃত্য আরম্ভ করিল, দলে দলে কাতারে কাতারে লোক আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, সত্যকার রাজাকেও এত লোকে দেখিতে আসে না। সেই জনতা ঠেলিয়া বহু কত্তে একজন লোক, দিংহাসনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হঠাং সকলে স্তব্ধ হইয়া পড়িল – তিনি তাঁহার ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন ''কি হইয়াছে কি ? সকলে উত্তর করিল "আমাদের রাজা হইরাছে" "রাজা হইরাছে ? সে আবার কি ?" যুবারা তথন খুলিয়া সব বলিল-খানিকক্ষণ মলালিকের মুথে কোন কথা সরিল না, তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—কিছু পরে আত্মন্ত হইয়া বলিলেন "বংসগণ শোন, আজ থেলাচ্ছলে বাহাকে রাজার অধিকার দিলে—সে অধিকার আবার ফিরাইয়া লইলে তোমাদের কণা নিখ্যা হইরা যায়, তোমরা আমার সস্তান, তোমাদের সত্য ভঙ্গ হইলে তাহার দারী আনি, স্কুতরাং আ**জ তোমরা** যাহাকে রাজা বলিয়া ডাকিলে সে চির-কালই তোমাদের রাজা হউক'' বলিয়া বৃদ্ধ ভীলরাজ তাঁহার লোহ পাত মণ্ডিত বংশ দও যুবকের হাতে দিয়া বলিলেন "আজ হইতে তুমিই এই বন প্রদেশের রাজা হইলে, আনরা তোমার প্রজা," বলিয়া স্বরং বৃদ্ধ তাহাকে অভিবাদন করিলেন—একে একে ভীলগণ সকলেই অভিবাদন করিতে লাগিল— যুবকের কিছুই নৃতন মনে হইল না, মনে

মনে সে এত দিন সকলেরই প্রভুছিল, আজ প্রকাশ্যে হইল মাত্র। যুবক রাজারই মত গট হইয়া বসিয়া রহিল। অভিবাদন এক রকম শেষ হইয়া আসিল-কিন্তু ভীলপুত্র অভিবাদন করিল না, দেখিয়া ভীলরাজ বলিলেন—"বংস প্রণাম কর ইনি তোমাদের রাজা" এ আজ্ঞা পিতার আজ্ঞা, রাজার আজ্ঞা, রাজবিদ্যোহ কাহাকে বলে অসভ্যেরা জানে না—এ আজ্ঞা অবহেলা করিতে ভীলপুত্রের সাধ্য নাই, ভীল পুত্র আন্তে আত্তে অনিচ্ছুক হদয়ে মস্তক অবনত করিল। ক্ৰমশঃ।

## রাজনৈতিক আলোচনা।

## মহাসভার নির্ব্বাচন।

এবারও পার্লিয়ামেটের সভ্য নির্নাচনে রক্ষণশীল (Conservative) দলের জয় হই-ম্বাছে। ৬৭০ জন সভ্যের মধ্যে ৩১৬ রক্ষণশীল, ৭৮ Unionist, (হার্টিংটন ও চেম্বার লেনের দল—বাঁহারা আয়ারলাাওকে স্বতম্ব সায়ত্ত শাসন না দিয়া—ইংলভের সহিত এক রাখিতে চান) ১৯১ প্লাডটোন দলভুক্ত-উদারনৈতিক এবং ৮৫ পার্ণেলাইটিস। গ্রাড়টোন মন্ত্রিক ত্যাপ করিতে বাধ্য হওয়াতে লর্ড সলস্বরি মন্ত্রিক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা সংস্থাপন করিতেছেন। স্থাপের বিষয় যে লর্ভ র্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চহিল এবারে ভারত সেক্রেটরি হইবেন না তিনি গতবংসর বাঙ্গালি বাবুদিগের উপর যেরূপ তীব্রবিদ্রুপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট ভারতের কোন বিশেষ মন্ত্ৰ আশা করিতে পারি না। যদি Unionist গণ অর্থাৎ লর্ড হার্টিং-টন ও চেম্বারলেনের দলভুক্তগণ রক্ষণশীলদিগের সহিত সকল বিষয়ে যোগ না দেন তাহা হইলে লর্ড দলসবরির মন্ত্রিত্ব গতবারের ভায় ক্ষণস্থায়ী হইবে তাহার थात भारत नाहे। हार्षिःहेन ও हिनात्रातन, तक्कानीनिमिश्राक आधर्माखत शान-ণোগ মিটাইতে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আর কত দিন আইরিশ দিগকে ন্যায় গণ্ডা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে আমরা বলিতে পারি না। আইরিশগণ কিছুতেই নিরুৎসাহ হইতেছে না। "মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন" মহামন্ত্রে দীক্ষিত ংইয়া পার্ণেল ও তাঁহার সহচরগণ কার্যাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন; যদি ন্যাসনেল ণিগের সভ্যেরা বাস্তবিক্ই দেশামুরাগে মাতিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ভাঁহাদের উচিত পার্ণেল ও তাঁহার সহায়বর্গের নিকট অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিক্রা শিক্ষা করা। এবারে Wilfred Blunt নির্বাচিত হইয়া রক্ষণশীলদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্লাডষ্টোন দলভুক্ত হইয়াছেন। তিনি কেন যে এত দিন এই দল-উজ হন নাই ইহা ভাবিষা ঠিক ক্রিতে পারা যায় না। ইনি মুসলমানদিগের—বিশেষত মিসর দেশীর মুসলমানগণের ও আরবি পাদার একজন পরমবন্ধ। ইনি কলিকাতার গত মহা প্রদর্শনির সময় এথানে আদিয়া ভারতের যে একজন পরম হিতাকাজ্জী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন।

শ্রীযুত লালমোহন ঘোষ ও দাদাভাই নওরোজি সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।
"যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে" এই মহা উপদেশ বাক্য স্থারণ করিয়া নবরাগে
উদ্যমশীল হইয়া এই ছই দেশহিতৈবীর পুনরায় মহাসভার মেম্বর হইতে চেষ্টা করা
উচিত। জজ ফিয়ার সাহেবও এবার নির্কাচিত হইতে পারেন নাই। এবারে
আনেক মহারথী পরাজিত হইয়াছেন। সর চার্ল্য ডিল্কি, গেসেন, সর চার্ল্স ট্রেডলিয়ন, ভারতের অন্তর-সেক্রেটরি সর্ ষ্ট্যাফোর্ড হাউয়ার্ড এবং আয়র্ল্ডের একজন
প্রধান নেতা পার্ণেরে দক্ষিণ হস্ত হিলি নির্কাচিত হন নাই।

ভারতের পক্ষে কতকটা মঙ্গল যে হণ্টর, ডিগবি, প্লাটডেন্ ও বুণ্ট নির্কাচিত ইইয়াছেন।

## তিব্বত ও ইংল্ড।

বর্মা অবিকারের পর ইংলভের পুনরায় দেশাধিকার ইচ্ছা বলবং হইয়াছে। আমা-**দের স্থ**যোগ্য সহযোগী "ইণ্ডিয়ান্মিরার" প্রথম হইতে লর্ড ডফেরিন্কে সংপ্রাম**র্ণ** দিয়া আদিতেছেন যে তিকাং প্রদেশে দৃত পাঠাইলে মহা গোলযোগ উপন্থিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু মেকলে দাহেবের কুপরামর্শে লর্ড ডফেরিন তিবরতে দূত প্রেরণে দৃঢ়প্রতিক্ত হইয়া পরামর্শ দাতা মেকলেকে তথায় পাঠাইতে কৃত সম্বল্প হইয়াছিলেন। এমন কি পাঁচ শতের অধিক মিউল (Mule) দৈন্য ও অন্যান্য কর্ম্মতারীগণ আহারণে সঙ্গে প্রস্তুত হইয়া দার্জিণিং পাহাড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমন সময়ে গুনা গেল যে বছ-সংখ্যক তিকাত প্রদেশীয় দৈন্য ইংরাজ দুতের গতিরোধার্থে পাহাড়ের অপরপার্মে অপেকা করিতেছে। দৃত মহাশরও কিঞ্ছি ভীত হইরা লাট সাহেবকে ইহা জানাইলেন। ইতি মধ্যে একটা জনরব প্রচার হইল যে বর্ষার প্রাচ্ব্যপ্রকু দূত মহাশ্র 'অগ্রসর श्रेराज मक्कम श्रेराज्यक्त नाः, এक हे ज्ञल किमिर्लिश जिलिश পরি ज्ञान किसिरी তিকাতাভিনুথে অগ্রসর হইবেন।" ইণ্ডিয়ান্মিরর" পরামর্শ দিলেন যে লজাভ্যাগ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আস্থান, কেন মিছামিছি তিকাত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া একটা অন্যায় যুদ্ধ ঘটাইবেন ? "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"—কেহই মিরারের কথার কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে বিলাত হইতে তারে সংবাদ আসিল যে চীনের সহিত ইংলিসু গ্র্পমেণ্টের অতিশ্যু (१) সদ্ভাব আছে এবং যথন চীনমন্ত্রিগণের ইচ্ছানহে যে এখন ইংরাজ দূত তিব্বতে প্রবেশ করে, তখন এমত অবৃস্থায় সেথানে দৃত প্রেরণ উচিত বোধ হয় না।

ইতি পূর্বে শুনা গিয়াছিল বে মেকলে মহামতি চীনে স্বরং গিয়া চীনের মন্ত্রিগণের নিকট তিব্বতে ঘাইবার অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। কৈ ? এখন যে যোল কড়াই কানা দেখিতেছি। ইহাকেই কি রাজনৈতিক কৌশল বলে ?

## উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নৃতন লেজিস্লেটিভ কে কিল স্থাপন।

শুনা যাইতেছে যে সরু অ্যালফ্রেড্ লায়েল্ উত্তর পশ্চিমাঞ্লেও বাঙ্গালার ন্যায় আইন্ বিধিবদ্ধ করিবার জনা কৌসিলের প্রার্থনা করাতে লর্ড ডফেরিন তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। যদি উক্ত কৌন্সিল বাঙ্গালা বা ইণ্ডিয়া গ্রণ্মেণ্টের কৌন্সিলের অমুরূপ হয় তাহা হইলে যাহাতে কৌন্সিল স্থাপিত নাহয় সে বিষয়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই যত্নবান হওরা উচিত।

ন্যাদানেল লিগু কি করিতেছেন ? উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের "Oudh and N. W. P. Association কি করিতেছেন ? এইত কার্ণ্যের সময়। যাহাতে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর নির্বাচন প্রথা এই কৌন্সিলের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা স্বাত্রে করা উচিত। যদি লিগ এই কাৰ্য্যে বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে জানিব যে লিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। লিগু স্থাপনের পর এই প্রথম নূতন কৌসি:লর স্টে, অতএর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া কার্যাক্ষেত্রে অব তরণ আবশাক হইয়াছে। অনেকে হাত বলিবেন যে রুণা চীংকার করিয়া করিয়া কি হইবে ৭ লর্ড ডফেরিন্ যাহা মনে করিবেন, কার্যাতঃ তাহাই হইবে। আমি বলি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যাহা তাহা করিব। ফলাফলের বিষয় ভাবিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে কুটিত হইব না! কেহ সাজ্যাতিক পীড়াক্রান্ত হইলে, মৃত্যু জানিয়াও কি তাঁহার পিতা মাতা বা আগ্নীয় স্বজন তাহার চিকিৎদা বা রোগ দুগ্নী-করণের চেষ্টা করিতে বিরত হন ? আমানের একটি মহা ভুল ও দোষ যে সর্মদাই হতাখাস হইয়া থাকি। <sup>°</sup> বৈদেশিক রাজা যদি আমাদের প্রার্থনা নাই গ্রাহ্য করেন তাহাতে আমরা অবশা হঃথিত হইব, তাই বলিয়া প্রার্থনা করিতে ছাড়িব কেন। আমরা নিশ্চেট ছইয়া থাকিলে, গ্রুণ্মেট পরে বলিবে যে, কৈ প্রজা সমূহত নির্বাচন প্রণালী চাহে নাই।

## আসামে কুলি রমণীদিগের প্রতি চা করদিগের অত্যাচার।

নীচমনা ইংরাজদিণের অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে যে গরিবদিগের প্রাণ বাঁচান দায় হইয়া পড়িয়াছে। আজ কি না অমুক সাহেব পাথাকুলিকে এক চপেটাঘাতে খুন করিয়াছে —কাল কি না অমুক গোরা কানপুরের মেমোরিয়াল উদ্যান দেখিয়া সম্ম-থম্ব তিন জন দেশীয়কে খুন করিয়াছে — আর এক দিন অমুক সাহেব শীকার করিতে গিয়া গুই জনকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে—এরপ সংবাদ আজ কাল প্রায় গুনা যাইতেছে; কিন্তু নীলকর ও চা-করের অত্যাচার আরো ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছে। এরপ অত্যাচার শীত্র নিবারিত না হইলে ইংরাজ গ্বর্ণমেন্টের উপরই যে সমস্ত দোষ আসিয়া পড়িবে তাহার আর সন্দেহ নাই—এখনি এই সকল অত্যাচারের অবিচার দেখিয়া, বিচারকদিগের পক্ষপাতিতা দেখিরা প্রজা মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ অত্যাচার অনুমোদন করিয়া থাকে। আমরা নিজে যদিও ততদুর বিশাস করিনা वर्ते, किन्न मिन विठातकमिरावत आहेन विक्रम कार्याकनाथ ७ हेश्तांक आवामीत <sup>পক্ষ সমর্থন দেখিয়া স্থবিচার ও অত্যাচার নিবারণ পক্ষে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।</sup>

আসামে চা-করেরা যেরপ অযথা ও যথেচ্ছাচারের সহিত কুলিরমণীদিগের সতীত্ব <sup>হরণ</sup> করিয়া থাকে তাহা শুনিয়া আমাদের শোণিত জ্বল হইয়া গিয়াছে। কি রূপ বাক্য দারা আমাদিগের মর্মান্তিক ক্রোধ ও ছঃথ প্রকাশ করিব তাহার ভাষা খুঁজিনা

পাইনা। হিন্দুরাণীদিগের এক মাত্র আদরের ও বহু মৃত্যধন সভীত্ব রক্ন ভাছাও ইংরাজ গবর্ণনেন্টের আমলে লুটিত হইতে লাগিল। একবার নহে—গুইবার নহে—শত শত বার এইরূপে ভয়ানক অভ্যাচারের কথা গুনা নাইতেছে, পুলিখে অভিযোগ করিলে সাহেবদিগের ভয়ে পুনিব অভিযোগ শুনিতে চাহেনা —মাজিইটের নিকট অভিযোগ করিলে প্রায় আবেদনকারীর শান্তি গ্র। আর কত দিন এরূপে ভীবণ অভ্যাচার ও অবিচার ইংরাজ গবর্ণনেন্টের নাম কল্বিত করিবে! যদিও কথন কথন মাজিইটে সাহেব চা-করের উপর একটু মাত্র পীড়াপিছি করেন অমনি আমাদের পর্মশক্ষ Defense association পিলো আফালন পুর্কাক ভীবন শঙ্গে চা-কর সাহেবকে সাহায্য করিতে উদ্যুত্ত হয়। নিজ্যার কুলা রুল্গার লগাল আরু কত দিন ভ্রাচার চা-কর্মিগের অভ্যাচার মহা করিবে? Defence association এর নায়ে আমাদেরও একট আয়্লবক্ষা স্থাতি স্থানন করিয়া এই দ্বিজ ধ্যাভীত নিঃসহার ক্ষী রুম্পীদিগের সাহায়্য করা নিতাও আবশ্যক হইয়া পড়িরছে। রাজপুরুষেরা স্থাতীর অভ্যাচারী চা-কর্মিগকে আজীবন সাহায্য করিয়া আসিতেছে ও করিবে। হাইকোট ভিন্ন আনাদের অন্য উপায় নাই। যাহাতে এই সক্ষা অভিয়ের হাইকোটের ক্রিগেটের ২ন ভাষ্য্য স্বর্মনে ইর্মা আমাদের একওে করের।

## ८७ हे एक्सा स्वतं नाहि द्वन सवक्या।

স্থৈত্ব নান্যপাদেক নাইট সাংহল বজনান মহারাজার ইটের কোট অব্ ওরা গদের মানেজর নিন্দ নাহেব ও লালা বন্ধিহারা কাছারের নির্দ্ধে কতকজ্লি তার আজ-বোল করার মিনার সাহেব কলিকাতার পুলিয় আনোগতে ইহার নামে নালের করেন। পুলিয় আজিবুট নাহেট সাহেবকৈ দায়রায় সোপদ করেন। দায়রায় মহন্দান উঠিবার কিছু দিন পুলেই নিলার সাহেবের জর রোগে মৃত্যু হয়। নিলারের মূল্য পর মকন্দাটি চালান গ্রেণ্টের উচিত ছিল না কিছু নাইট নাহেব আধিনারে প্লবাহণ্ড ব্যবহারের জনা শিভিল্যালগণের ও গ্রেণ্টের এমনি জোলের পাত্র হইয়াহেন যে এবার করে বিচারে নয় জন জ্বির মধ্যে ছর জন জ্বি নাইটকে নিন্দোনী ধলাতেও জল ওকিনলি নাইটকে আবাহিতি না দিনে, পুন্ধিলারের জনা সোপদি ক্রিয়াহেন। নাইট সাহেবের প্লের আারিষ্ঠার উন্দেশ্জ বল্গাধ্যের ভ্রম সোপদির ক্রিয়াহেন। নাইট সাহেবের প্লের আরিষ্ঠার উন্দেশ্জ বল্গাধ্যায় এই মকন্দ্রাত ফ্রেপ নিপ্রতার পারিচ্য দিলাজেন এনটি, টারন্দ, ডিকেজ ও উন্সন্ধের সহিত তাহার তুলনা ক্রিলে বোধ হয়, অফুজি হয় না। বারিষ্ঠার বান্দ্রাপাধ্যায় নহাশ্রের ন্যায় উপন্ত অলেমজ কালকাতা হাইকেটেই আত বিরল। অনেক ক্রেণা আজে কাল ইইলে বেরপে কেশ্লের পারিচ্য পার্থনেন। যাইতেছে তাহাতে সানা হয় যে ইনি রাজ্বনাতক ক্রেণ্ড আনানের সম্গ্র বান্ধাণীর এক দিন নেতা হইতে পারিবেন।

## "প্রাচীনের আশা।"

Bengal national league হইতে old man's hope নামক বে প্রবন্ধ প্রাণ পিত ও বিনা মূল্যে বিতরিত হইলছিল এই পুতকগানি তালারই অন্তবাদ। আমরা অনুবাদক ও প্রকাশক উভাবেকই ইলার জন্যা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি, এই পুতকগুলি বিনা মূল্যে বিতরিত হওলতে ইলার উদ্দেশ্য আরো সফল হইবে। আমাদের কেবল একটি মাত্র বক্তব্য এই যে, যদি ভাষাটি আর একটু স্বল্ ও সাধারণের পাঠোপ্রোগা ২হত তাহা হইলো আরো ভাগ হইত। এল প্রভেজনাধ ব্লোপাধারে।

# বিজ্ঞাপন। গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

ভাদ্র আমিনের ভারতী একত্র ছাপাইবার ইচ্ছা আছে; তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রকাশের কিছু বিলম্ব হইরা পড়িবে।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়গণ এখন পর্যান্ত তাঁহাদিগের দের ভারতীর বাকী মূল্য এবং বর্তুমান বংসরের অগ্রিম মূল্য পাঠান নাই, তাঁহাদিগের নিকট সামুনয় নিবেদন বে তাঁহারা যেন এই সংখ্যা প্রাপ্ত হইরাই স্ব স্থ দের মূল্য প্রেরণ করিয়া অমুগৃহীত করেন। বারম্বার পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই।

ভারতী ও বালক কার্য্যাধ্যক।

## বিশেষ স্থাবিধা।

গত নয় বৎদরের পুরাতন ভারতা বিক্রয়ার্থে আমার নিকট আছে। ইহার মধ্যে ৩ বংসরের ভারতী বাতীত অন্য সমস্ত খণ্ডই সম্পূর্ণ আছে। সমস্ত গুলি একত্রে লইলে পূর্ণ মূল্য ২৭, টাকার হলে ১০, টাকায় দেওয়া যাইবে।

স্থি স্মিতি প্রকাশ হইরা বিনা মূল্যে বিত্রিত হইতেছে। তবে বাঁহারা লোক না পাঠাইরা ডাকে চাহিয়া পাঠাইবেন—তাঁহারা অনুগ্রহ ক্রিয়া আধ আনা মূল্যের একখানি ডাকের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীসতীশচক্ত মুথোপাধ্যার। কাশিয়া বাগান—বাগানবাটী, উন্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।

## মস্তক পরীক্ষা।

যাহারা নিজ মানসিক শক্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতা জানিতে ইচ্ছা করেন এবং বাহারা জানিতে চাহেন ফেকেন্ ব্যবনারের জন্য কিম্বা কোন্ বিদ্যালোচনার জন্য উপবৃক্ত তাঁহারা নিম্ন লিথিত ঠিকানায় আদিলে শিরোমিতি (Phrenology) বিদ্যার নিয়মানুসারে তাহাদের মন্তক পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় সকল তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে,অবগত করা যাইবে।

সময়।—প্রতি রবিবার প্রাতঃকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যস্ত। এবং অপরাছ ২টা হইতে ৪টা পর্যাস্ত।

৬ নং দারিকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

শ্রীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর।

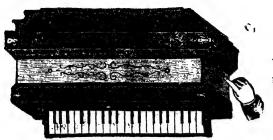
# বিশেষ স্থবিধা, বিশেষ স্থবিধা।

মকঃ স্বলের বন্ধনিগের স্থবিধার জন্য আমরা কলিকাতা ইইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস থরিদ করিয়। পাঠাইয়া দিতে পারি। যাঁহার যথন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক ইইবে, তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সম্বর ভ্যালুপেএবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। ১০ নং রাধাবাজার, কলিকাতা। দত্ত এবং স্কর্ম কোং।

# হ্যারও এও কোম্পানি

সকল প্রকার বাদ্য যন্ত্রের আমদানি কারক।

উন্নতি সাধিত হারমনি ফুটস্



উন্নতি সাধিত হারমনি ফুট্স্

#### নগদ মূল।

9	অক্টেভ,	: ইপ য্তু	বাকু মধ্যে	8 •	हे!क।।
	\$	भे	ঐ (উৎরুষ্ট)	(0)	े ।
૭	ক্র	৩ ষ্টপ	Ð	90,	ঐ।
৩3ু	<u>ب</u>	১ ষ্টপ	ঐ	201	जे।
•	ক্র	৩ ষ্টপ	. ه	125	ঐ।

ন্তন হ্যারও ফুট্স। বাদলা এবং হিলুস্থানী গত বাজাইবার বিশেষ উপযোগী।

আমাদিগের মূল্যের তালিকা দেখিলেই ইহার দাম ও অভাভ সমস্ত জানা যাইবে ম্ল্যের তালিকা পত্র লিখিলেই বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত ছইবেন।

স্থ্যত ভারোলিন (বেহালা), স্থ্যত ভাষোলিন (বেহালা)।

### नगम मूला।

ভায়োলিন বেহালা	(বাক্স ও ছড়ি ব্যতীত)		প্রতিটা	e, डाकाः	
के	(ছড়ি সহিত ি	কন্ত বাকা ব্যতীত)	D	३०५ छ।	
<u> </u>	( ঐ	ঐ ) উ	एक्ट्रे जे	२६५ छ।	
<u> </u>	( <u> </u>	ঐ )	कें के	७०, छ।	
O	( ঐ	বাকু সহিত 🔵	Ē	४०८ छ।	
<u>a</u> . '	(E)	্ ছ	ঐ	८०, छ।	
	বল্ল ক	িট—সুলভ কর্ণেট।			

## नगम भूला।

এই স্নিশ্তি, সর্বাত্র প্রশংসিত, আদশ স্বরূপ যন্ত্র বাত্র সহিত · · ৪৫ টাকা। ... . ८० । होका। দোপ্রানো কর্ণেট (in E 6) বাক্স সাহত ... ৭৫ টাকা হইতে। হারনোনিয়ম

> হাারও এও কোম্পানি। ৩নং ডেলহোসী স্বয়ার, কলিকাতা।

# म्लाथालि।

ধাবু উপেক্রচন্দ্র দেব ঠানঠনিয়া ٤١ शिवष्टक (पव কোনগর 9100 গোপালচক্র মুখোঃ আলিপুর 21/50 অঘোরনাথ দত্ত শ্যামপুকুর > অনুকৃলচন্দ্র মণ্ডল রসপুর **৶৸**৽ পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন চুচুড়া 0100 বাবু অনন্তরাম ঘোষ আমতা ୬**ା**ଏ ୦ হেমচক্র চট্টোপাধ্যায় বরাকর ଠାଏ 🏻 বীরেশ্বর দেন <u>ডিক্রগুড়</u> 0/9/0 নবকুমার দাস মুচিক কিট 2100 দেবেন্দ্রনাথ পাল কলিকাতা > ভীয়কা ফরজেরেছা চৌধুঃ লাকসাম 0100 বাবু উপেক্রচক্র দত্ত 0100 স্থরেশচন্দ্র বস্থ হোগলকুড়ে २, পতীশপ্রসাদ চটোঃ জামালপুর 2110 আভতোয় বস্থ মারবেরিটা 0170 ,, রামরূপ ঘোষ · সেরপুর 0/0/0 ,, চাকচন্দ্ৰ চৌধুরী যুজাপুর 40 আদিতারাম ভটাঃ এলাহাবাদ 0/2/0 চজনাথ পালিত হালিসহর ,, 31 প্রকাশচন্দ্র সরকার ভবানাপুর ·2/ রাজেব্রনাথ ঘোষ নবধাই 2100 51 হেমগুকুমার দত্ত <u> ج</u> 2110 সৌরেশচন্দ্র সরকার কীর্ণহার .5 ভূপতিলাথ বস্থা বিডন্ট্রীট .0 রাজ। রঘুনাথ মানসিংহ ভোমপাড়া 0100 বিৰুমহেক্ৰনাথ মিত্ৰ কলিকাতা 0 রাধাবলভ দাস ঢাকা U ., 0 রসরাজ মণ্ডন পাক্তিয়া 2100 রমণীমোহন রায় কাকিনা 01.10 উপেক্ররু মণ্ডল है। लिल S. 10 লালমোহন বিশাস কু ও নগর 10,0 देवन्यम् हता राष (मञ्जूनः 01.70 (यारशक्त जिल्ला द्वांय থিদিরপুর 0100 রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ স্থ্যসঞ্চ 9 পণ্ডিত রুফচন্দ্র ভারবাগাশ দিনাজপুর ১৮০ वावू देकनागहन घडेक দিনাজপুর 0,00 পূৰ্ণানন্দ সাহা কুমারখালি S 0/0

বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খিদিরপুর অd• বসস্তক্ষ বস্থ বাকুড়া প্রিয়নাথ ঘোষ কুচবিহার অন নাগপুর সত্যেক্তক্ত ঘোষ ৩1% • শ্রীমতী হরকালী ঘোষ ত 10/2 বাবু কালীমোহন বেবে ডেরাডুন গোপালচন্দ্র রায় শিমলাপাহাড় এক অমরনাথ বস্থ গোয়াবাগান ٤, উমেশচক্র দত্ত 9 রামবাগান শ্রীমতী মলিনপ্রভা ঘোষ এলাহাবাদ অন বাবু নারায়ণচক্র সেন কটক 010 বিজয়চন সভুমনার **সম্বলপুর** २१०/० তুর্গাচরণ রকিত কটনষ্ট্রীট 9 সতীশচক্র নুথোপাধ্যায় গাজিপুর অd• নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী কলিকাত। কালীপ্রসন্ন রায় কাশীপুর 4ho গোপালচন্দ্র গুপ্ত যোড়াগাঁকো 0 হেমচক্র চক্রবভী নবগ্রাম শ্রীমতী জগদীশ্বরী নেন ভাগলপুর বাবু জোয়ালাপ্রসাদ চট্টোঃ আবিগড় ৩।১০ 🖏 মতী বিনদাস্থলরী দাসী কলিকাতা 🔍 বাবু উপেক্রনাথ বস্থ বেনারস "মুমুখনাথ মিত্র ঝামাপুকুর 94. कानाईनान (शाक्षान শিষলা ۍ. হরিমোহন ধর মকুমুখ ۶/ শ্ৰীমতী লাবণ্যপ্ৰভা বস্থ नगनग २, বাব মাধ্বচন্দ্র সেন পাবনা 31 উমেশচন্দ্র দত্ত কুষ্ণনগর ୦ ନ . . সাধুচরণ বিশাস চাকা २५ মতিলাল মুখোপাধাার ত্রিপুরা 000 এজেল্রাথ ভট্টাটার্যা মহেশপুর 0100 যাদবচল মিত্র O, गरनगठक रहीयती মেদিনীপুর 410 গোপালচন্দ্র চট্টোঃ খ্যবাজার ٥, ,, योनवहन (मव হাতিবাগান 2110. কুমার অনাগরুঞ্জ দেববাহাঃ শোভাবাঙ্গার ৩ षिषाभ<sup>5</sup> बता अयाक्त (४ हे **लाहे** दबतीत ম্যানেভার 0100

্বাবু শশীভূষণ কোঁয়ার দীতাপুর 0/0/6 " দ্বারকানাথ শেঠ থেংরাপটী S. ,, তা।বণীচরণ পাত্র দক্ষিণ বঁয়াটরা 0100 ি,, প্রতাপচন্দ্র নাগ খলিসপুর 11/0 ٥٠, কুমার স্থরেক্তচক্র সিংহ শ্যামবাজার . वा्वू (गाविन्महाँ वञ्च ) एवानम्पूत 0110 ,, অবোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুর 31 ,, হরিপদ বিখাস সোনাম্থী 2∥0 🚉 🚜 সাতকজ়ি মুখোপাধ্যায় যোড়াগাঁকো 🍳 .. রাম অক্ষয় দত্ত চৌধুরী বদ্ধমান 040 🔊 মতী বিন্দুবাসিনী বস্তু মজ্মঃ দাইনা ₹、 ·ও, দি, মল্লিক একরার কলিকাতা 0 বাবু নীলাম্বর দাস ঢাকা 2110 ,, এীনাথ দত্ত ময়ূরভঞ্ 0/0/0 কে, দি, চটোঃ এম্বয়ার বেপারিটোলা ৩ ৰাবু কালীচরণ দাস 21 9 ., যোগেশচন্দ্র বস্থ লালবাজার ,, নন্দলাল দে চাটার্ড মাঃ ব্যাক্ষ >110 **কুমার গো**পেব্রুক্*ষ* দেব বাহাঃ শোভাঃ ৩১ ্**বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র** সান্যাল নারিকেলডাঙ্গা ৩১ ,, অমৃতলাল দাস ٤, ,, কাশীচরণ রায় নবাবগঞ্জ 110/20 **''রগুড়া জাতীয় সাহিত্যসমিঃ''** সম্পাঃ ॥√১০ বাবু গোপালচন্দ্র বড়াল পাহাড়পুর 9/90 ্ল প্রেয়নাথ পালিত ধিম্মতলাষ্ট্রাট ルン・ ,, গুরুচরণ ডাক্তার সেটের বাগান >-রেভাঃ সী, বম্উইচ 9 ধর্মতলাম্রীট কুমার স্থরেক্রকণ দেব বাহাঃ শোভাঃ 2 শৈলেন্দ্রফাদেব বাহাঃ ঐ 2 9 **বাবু অন্নদা**মোহন রায় ভবানাপুর ্ৰ, অন্নদাপ্ৰসাদ বন্দোপাধ্যায় ঐ 0 नेश्वतम् ठक्कवर्डी 9 শ্রীমতী রাজলক্ষী মল্লিক ৩ বাব উপেক্রনাথ নৈত্র চোরঙ্গী 10 ,, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সোদপুর 1540 মাণিকগঞ্জ মহিমচন্দ্র বস্থ ₹, বিডন্ট্রাট কুঞ্জবিহারী দত্ত 31 **ডাক্তা**র ভগবানচন্দ্র রুদ্র স্বোড়াসাঁকো 9 ৰাৰু বলাইচাদ সিংহ 3 🎒 মতী বিপিনবালা সরকার জেলেটোলা ৩১

ৰাৰু সতীক্ৰনোহন ঠাকুর পাথুরেঘাটা ৩১ ,, রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যার ভাগলপুর অন শ্রীমতী বিরাজমোহিনী চট্টোঃ ব্রহ্মপুর অন বাবু স্থরেশচক্র ঘোষ চুয়াডাঙ্গা कानारेलान वरनाः कानीमवाः 0/9/0 मिक्किंगार्थिमान तात्र होः कानीयां ह প্রসরকুমার মজুমনার দাঁথারিটোলা ৩ বোয়ালিয়া 0100 জীবন রাম মুচীকান্দি 2100 ,, হরকুমার দত্ত রাজা স্থ্যকান্ত আচার্য্য বাহাঃ মুক্তাঃ এন৹ 9000 শ্রীমতী স্থরবালা দেবী খুলনা 0100 বাবু ভগবতীচরণ দে বেনারস ,, ব্রজেক্রচক্র রয়ে সিমলাষ্ট্রীট 31 ,, নগেকুক্মার ঘোষ ভাগণপ্র 0100 পী, বনার্জি এম্বরার দাজিহানপুর 91%0 61 বাবু প্রসন্নচন্দ্র রায় কালকাতা শ্রীমতা নিস্তারিশী দেবী চোরবাগান ৩ বাবু ইক্রচাদ নাহাটা 5100 ,, যোগেন্দ্রনাথ রায় কাশীপুর 2100 ,, জ্যোতিপ্রদাদ চট্টোঃ পঞ্চাননতলা 9 ,, ত্রজেন্ত্রকুমার ভৌমিক বামনদী 010/0 গোপালচক্র ভাষা ভরংখালা >4000 শ্ৰীহট্ট হরেন্দ্রতন্ত্র সিংহ 21 ,, শরংকুনার দত্ত শ্যামপুকুর ,, মণিলাল সিংহ মেছবাজারষ্ট্রীট 9 পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব কলিকাতা 0 মিনেস এস, বি, মুখোপাধ্যায় দার্জিলিং अ० এন, সি, বস্থু এম্বরার দরজিপাড়া 91 মিদেদ বি, বড়্যা বিডনব্রীট ৩ বাবু কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ধোলপুর 0000 31 ,, হেমচক্র ঘোষ বেঙ্গল ব্যান্ধ মাণিকদহ হিত্যাধিনী সভার সম্পাদক 9 ৰাবু রাইচরণ কাঞ্জিলাল চাঁপাতলা >/ প্রোণক্ষ দত্ত কলিকাতা ٠ ٧ কালীপদ সরকার বেনারস 2000 ,, অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী বিবিগঞ্জ 9100 রায় গিরীশচক্র ঘোষ বাহাঁত্র হুগলি ৩৮১৫ বাবু গোপালচন্দ্ৰ মন্ত্ৰিক সোৱালো লেন ৩ বারাশত অ্যাসোমিরেদন সম্পাদক বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাঃ নারিকেলডাঙ্গা 🔍

## বিজাপুর।

#### প্রথম ভাগ।—সহর।

ষোড়শ শতাক্ষীর কিছু পূর্ব্ব হইতে সপ্তক্শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যায় প্রহিশত বংসর (১৪৯০-১৬৮৬) বিজ্ঞাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীধর ও আদিলসাহি রাজাদের রাজধানী রূপে প্রখ্যাত ছিল। এই সহর সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণে ভীমা ও মহর বর্ষা - কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহা পূর্ব্দক্ষিণ রেলওরের একটা নামাঙ্কিত ঔেশন। ইহার আশপাণে প্রকৃতির শোভাসৌদ্ধ্য বিশেষ কিছুই নাই, বুক্সবাবসবিশক্তিত তরক্ষায়মান মাঠ ময়দান—মধ্যে মধ্যে ছোট চোট শসাক্ষেত্র:—এই যা প্রকৃতির মুখজ্ঞবি। রেল গাড়িতে যাইতে যাইতে দর হইতে বিজাপুরের দত স্বরূপ "গোল গুল্লজ্ব" ইমারত খানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে —ক্রমে তাহার বিরুদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিরা দৃশ্পটে উত্তাসিত হয়। পরে সহরের যত নিকটবন্তী হওয়া যায়, তত্ই গোর মসজিদ ও অন্যান্য ছোটবড় ইমারতের ভগমূর্ত্তি মকল নেত্রপথে প্রতিত হয়। সহরের চহর্দিকে প্রস্তুর প্রাচীর। ইহার পরিধি অন্যন ৩ ক্রোশব্যাপী। এই প্রাচীর গভার প্রশস্ত পরিখার বেষ্টিত ও বিচিত্রাকার বিচিত্র বলের শতাধিক বুরুজে স্থবক্ষিত। কথিত আছে ইহার এক একটা বুরুজ নির্মাণের ভার এক একজন আর্মারের হত্তে সংন্যস্ত হয়, যাহার যেমন ক্রচি যাহার যেরপ ক্রতা তদভুসারে সংঘটিত— ইচানের আকার প্রকারের বৈষমা ঘটিবার কারণ এই। এই সমস্ত বুরুজের মধ্যে সেরজী। লাতা কমব কিরন্ধী ও উপরী বুরুজ আকার, বল ও নির্মাণ কৌশলে ব্যাখা যোগ্য। সেরজী মলক ম্যালান : (সিংহ রাজ) বুরুজের উপর প্রকাণ্ড বিজাপুর-তোপ "মালক ময়দান" ভাপিতৰ এই তোপ কাৰ্য্যে কত দূর কলোপবায়ী বলা যায় না. কিন্তু ইহার হঙ্গারেই শত্রুৱা কাছে খেঁসিতে সাহস করিত না। कै।মানটা এত বড় যে একজন মাতুষ তাহার গোলার স্থান অধিকার করিয়া অনায়াদে তাহার খোলের মধ্যে নিদা ধাইতে পারে। "মালক ময়দানের" নিম্মাণক ভা মহম্মদ রুমি খা। জনশ্রুতি এই যে তিনি আপন পুত্রের বলিদান দিয়া ঐ তোপ নরশোণিতে অভিষি ও করেন। এই কামান হিন্দুদের পূজার পার্ত্ত ইয়া লাড়াইয়াছে ;— . (এমন কি কোন জিনিশ আছে হিন্দুরা ষার পূজা করে না)? ছাগবলি, চাউল, নারিকেল, পূস্পাঞ্জলি প্রদানে " ক্ষেত্রপতির " পূজার্চনা সমাহিত হয়। " উপরি " বুরুজ্ঞ আলি আদিল সার বিখ্যাত সেনাপতি হাইদর খাঁ কর্তৃক নিম্মিত। তালিকোটের যুদ্ধের পর আলি আদিল সা সহরের প্রাচীর নির্মাণে কৃত্যংকর হইয়া এক এক ভাগ নির্মাণে এক <sup>এক জন</sup> আমীর নিযুক্ত করেন। সে সন্ত্রে হাইদর খাঁ বৃদ্ধ কার্যো ব্যাপৃত থাকিয়া বিজাপুরে অনুপত্মিত ছিলেন। কিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে প্রাচীর নির্মাণ শেষ হই**রা** 

গিয়াছে। তিনি এই মহং কার্য্যে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া আক্ষেপ করাতে রাজা আদেশ করিলেন ''এমন একটা বুরুজ নির্মাণ কর যাহা আর সকলকে চাড়াইয়া উঠিবে।'' এই আদেশের ফল ''উপরি'' বুরুজ। ইহা সহরের উন্নত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিকই আর সকল বুরুজের উপর টেকা দিতেছে—চারিদিক হইতে ইহা নজরে আইদে ও ইহার পৃষ্ঠ হইতে সহরের প্রাচীরসমেত সমুদয় ক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। ইহার উপর তুইটি তোপ ছাপিত। তাহার একটী প্রকাণ্ড লম্বান নাম, 'লঙ্গ চারী।' লাণ্ডা কদবের পৃঠেও এক রহং লোহ কামান দৃষ্ট হয়। ১৬৮৬ খটাকে যখন ঔরক্ষজাব বিজাপুর আক্রমণ করেন, তখন এই বুরুজের উপরেই তাহার সমুদায় শস্ত্রবল প্রয়োগ করা হয়—তাহার গুলিগোলার নিশান এখনও পর্য্যন্ত ইহার প্রাচীরে ও কামানের গামে প্রতাক্ষ করা যায়। এই বুরুজের অনতি দ্রে ''মসল তোরণ'' নামক সহরের বে প্রবেশ হরে ছিল, ঔরস্কলিব সে নাম বদলাইয়া ''কতে ফটক '' নামকরণ করেন। বিজন্মী সমাট এই ফতে ফটকের মধ্য দিয়া বিজাপুর সহরে প্রবেশ পূর্বাক্ত স্কণীয় জয় যোমণা করেন।

পঞ্চ তোরণের মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করা ধায়। তাহার চারিটী অক্ষত রহিয়াছে; পক্ষ হার সক্ষারী আফিস প্রভৃতি ইমারত সজাতে বন্ধ ইইয়া গিয়াছে। যে দিক দিয়া প্রবেশ কর দেই দিকেই সহরের এক স্লমহান্ অপুর্দ্ধ দৃশ্য জাবিক্ত হয়। বিজা-পুরের প্রাচীর, বুরুজ, ইমারত মালার ভগ্গাবশেষ দৃষ্টে ইছা এক স্থবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলিয়া সহসা ভ্রান্তি জন্মে। অন্তবে প্রবেশ করিলে সে ভ্রম দূর হয় । সহরের বসতি গুলি কেমন খাপতাড়া ও গুট কত প্রাচীন ইমারত ছাডিয়া দিলে দেখিকার জিনিশ ক্রিই নাই। প্রাচীন ও নব্য সহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সহরের বমতির ঠিকানার বার্মীর ক্রিলি অন্যান্য প্রাচীন কীর্ভিস্তত্তের তুলনায় কি দীন হীন যংসামান্য রূপে প্রতীর্মান হয়! আবুনিক ফরবসতি পশ্চিম দারের স্লিছিত। পশ্চিম কোকালয় ছাড়াইয়া গেলে অন্তরের ভগ-বিজনতা স্পষ্ট ফুটিয়া চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। নগরের মধ্য ভাগে দোধারী রক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাজ্পথ গিয়াছে তাহা পঞ্চিককে মধ্য তুর্নে লইয়া যায় । এই তুর্নের নাম "আর্ক কেবা" । ইহা গোলাকৃতি ও আর্ক কেলা। ইহার বেউন প্রায় ১ মহিলা হইবে। আর্ককেল্লায় যত বড় বড় সাহেব সুবার বাস্বাহ, গবর্ণমেণ্টের কার্গ্যালয় প্রভৃতি সার্শ্বজনিক ই্যারত শ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত " সাত মজলী '' প্রাসান, " আনন্দ মহল," "গপণ মহল," বাহিরে " আসার মহল," "মালক জাহান," মসজিদ ও আলি আদিল সাঁর অসম্পূর্ণ সমাধ্যিদির মিলিয়া যে স্থলর সৌধমালা উন্নীলিত হয় তাহা বিজ্ঞাপ্রের প্রাচীন কীর্ত্তি-মূতিতে পূর্ণ । এই পূর্ব্ব গৌরবের,কঙ্কাল সকল সহত্রমণ তিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গলপরিবৃত ছাদহীন ভগ্ন গৃহ—কোথাও একটা গোর কিম্বা মদজিদ নোপনাপের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে—কোথাও ভগ

স্থানের মধ্যে কোয়ারা ও জলবর সংযুক্ত মনোহর উলানের চিহু সকল পঢ়িয়া আছে। কোয়ারা ভগ, জলবর শুক্ষ, ফলফুল বৃক্ষসকল বনজঙ্গলে আফ্রাদিত, কোন স্থানে হয় ও অবহুসভূত একটী জুইলতা ভগ প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়! মেই জগ্রিখ্যাভ বিজাপুরের এই হুর্দমা—

ষহপতেঃ ক গতা মথুবাপুরী
বন্ধতেঃ ক গতোত্তর কোশলা
ইতি বিচিপ্তা কক কমনস্থিরং
ল সদিদং জগদিতাববারয়॥
কোথা মথুবাপুরী গেছে
যুত্পতির
বন্ধতির কোশলা ও
সেই পথে।
মনে এতেক ভাবি মন
কবহ স্থির
জেনো কিছুই স্থির নহে
এ জগতে !

শার্ক কেরা বিজ্ঞাপুরের শোভনতম স্থান—ইমারতরাজির রহুভাঞার। সুসঞ্চ আদিল সার থাবন স্থানতান এই দুর্ম নির্মাণ আরম্ভ করেন। ইব্রাহ্ম আদিল মার জামলে ইদ্য়ে কার্য্য শেব হয়। ইহার প্রাচীরে হিলু মন্দিরের প্রস্তর্কাপুনী হইতে চোরা মাল ধরা পড়ে। দুর্গের অভ্যন্তরের কতকগুলি প্রাচীনহিল্মন্দিরের প্রস্তরাবাদ্য দৃত্ত হয় ও একটা মন্দির এখনো জাবিভাবে অধিষ্ঠান করিতেছে তাহা নরসোবার মন্দির। কথিত আছে যে িতাঁর ইব্রাহ্মির বাদ্যা পর্যার্থ্য পরিত্যাগ করিয়া এই মন্দিরে আসিয়াহিল্মতে পূজা করিতেন। এই মন্দিরে মধ্যে মধ্যে মেলা হয়। মে দিন এক জন সম্যাসী আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে গেলাম। যে প্রথমে একটুক্ ভূম পান করিয়া থাকিত, তাহাও ক্রুমে ছাড়িয়া দিয়া অনাহারে দিনবাপন করিতে লাগিল—শুদ্ধ একটু ভাং মাত্র জীবনের অবলগন। ক্রুমে তাহার শরীর শুদ্ধনীর ইত্রে লাগিল। এইরূপ ক্রুকে দিন যায়, আমি জিজ্ঞামা করিলাম "এথানেই কি আপনার সমাধিত্ব হইবার ইছে। ই" মে বলিল, "যত দিন পর্যান্ত আমি এক শত সাধুর ভোজের অন সংখান করিয়া প্রস্থান করিয়াছে—তাহার অনশন ব্রত উদ্যাপিত হইল কি না শুনিতে পাইলাম না। আর্ক কেলায় বিশাল, ছেলর, নানা ধরণের ইমারত একত্রীভূত। চীন মহলের সোধ্যালা জজ্ঞের আ্বালত, কলেইর মাজিপ্তে টের কাছারীতে পরিণত। চীন

সাত মজনী। মহলের এক কোনে এক সরোবর তীরে সপ্ততল প্রাসাদ (সাত মজলী)
পাগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। "গাগণ মহল" রাজাদের দরবারশালা। তাহার সম্মুখে যে
গাগণ মহল। বিশাল খিলান দ্বার (arch) মুখব্যাদান করিয়া আছে তাহা বিজ্ञাপুরের
মধ্যে সর্কোংকর। উদ্যান-উংস্যুক্ত স্থ্সজ্জিত "আনন্দ মহল" রাজাদের বিহার-ভবন
আনন্দ মহল। ছিল। ইহা এক প্রকাও হতলে গৃহ। রাগীদের বায় সেবনের জন্য উপরে
প্রশস্ত ছাদ—ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বাহিরের তামাসা দেখিবার স্থবিধা। এই
গৃহে কত সিঁড়ি, কত খুপরি খুপরি ধর তাহার অন্ত নাই। বোধ হয় যেন ইহা রাজারাণীদের মিলিয়া লুকাচুরি খেলিবার জন্য নির্মিত।

আর্ক কেল্লার প্রত্যেক গৃহ—প্রত্যেক ভূমিখণ্ড—প্রাচীন বিজাপুরের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এখানেই রাজবিদ্রোহী মন্ত্রী কমাল খাঁ বালক সুলতান ইম্মারলের বিরুদ্ধে মড়চক্র করিতে নিয়া স্বয়ং প্রাণ খোয়াইলেন—এখানেই বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার দরবার হইত—এখান হইতেই মন্ত্রীর কুহকে পড়িয়া তিনি বন্দী হইয়া সেতারায় নির্কাসিত হন—এখানেই বিলাসী মাহমুদ তাঁহার প্রিয়তমা নায়িকা রক্তার সহিত রঙ্গরেসে দিন যাপ্রন করিতেন। এই হুর্গ আদিলসাহী রাজানের কত লীলাখেলা যুক্তিগ্রহের স্থান—ইহাই আবার সেই রাজবংশ-নিপাতের সাক্ষী! এই স্থানে বিজাপুর পত্রন কালে সুলতান সেকলর সহস্র প্রজার হৃদয়ভেদী আর্জনাদের মধ্যে বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজ্যুক্ত সমর্শণ করেন। যদিও ইহার সৌধাবলী ভগপ্রায়, ইহার উদ্যানকানন তৃণ-কন্টকারত, ইহার উংসজলপ্রণালী সকল শুষ্ক, তথাপি এক অনির্কাচনীয় মহান্ গন্তীর ভাব ইহার সহিত সংলিপ্ত—ইহা সেই সমুদ্ধত রাজবংশের স্বমহান্ কীর্ত্তিস্কত্ত রূপে বিরাজমান!

বিজাপুরে বে সমস্ত প্রাচীন ইমারতের ভ্যাবশেষ বিদ্যমান, তন্মধ্য গোল গুম্বজ্বই সর্ব্যাগ্রণ্য। ইহা ফ্লভান মাহমুদের মমাধিমন্দির। সহরের মধ্যে ইহা অদিণীয়—

"বোল" অথবা পৃথিবীতেও হুই একটা ভিন্ন এমন বিশাল গুম্বজ্ব আর নাই। গুম্বজরাজ "গোল' গুম্বজ।

বহি ভাগ হইতে ১৯৮ ফীট উচ্চ ও ষে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্গ ১৩৫ ফীট দীর্ম। ইমারতথানি সমচৌরস ১৮,২২৫ ফীট, রোম নগরের পান্থিয়ন অপেক্ষাও রহন্তর। বাহিরের চারি কোণে চারিটা গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটীর সিড়ি ভাঙ্গিয়া ছ-তালা পর্যান্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দ্ধিকের স্থবিস্তৃত শোভন দৃশ্য সন্দর্শন করা যায়। নীচের নরকীটেরা কি ক্ষুদ্ধ আকার ধারণ করে! এই গুম্বজ্বে প্রতিন্ধনি গ্যালেরি এক চমংকার জিনিস—ছাদের উপর একটা স্ফুঁড়ি পথ দিয়া গ্যালেরিতে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ করিলে এক অন্ত্ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করা যায়।

তথায় প্রতিন্ধনির বিরাম নাই। এক সীমায় কানে কানে কথা কহিলে সীমান্তর পর্যান্ত স্থাও গুনা যায়! এক কর্গ বিনির্গত স্বর হইতে শত শত কর্গধনির প্রতিন্ধনি জাগ্রত হয়।

আমাদের সঙ্গে "ক্রণো" কুকুর ছিল, তাহার এক এক ডাকে শত সহন্র শৃগাল কুকুরের রব উঠিয়া এক অন্থত হাস্যরসের অভিনয় হইতেছিল; বেচারী "ক্রণো" তাহার অদৃশ্য শক্রণলের আফালনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না। দক্ষিণদার দিয়া সমাধিগৃহে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্তার মচের উপর স্থলতান মাহমুদ. তাঁহার মহিষী ও পুত্রনের গোর-প্রস্তার সকল দেখা যায়। দক্ষিণ দারের নিকটন্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পারস্য লেখা আছে। তাহাতে স্থলতান মাহমুদের স্থাবেরাহণের ভারিথ পাওয়া যায়—তাহা ১০৬৭ অর্থাং ১৬৫৬ খৃয়াক। দক্ষিণ দারের উপরিভাগে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড লোহ-শৃথালে লম্বনান। 'লোকের বিশ্বাস এই পাথরের গুণে গুম্বজরাজ বজ্রবিদ্যুতের উৎপাত হইতে স্বরক্ষিত। একবার যদিও ইহার উপর বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে তথাপি সে

বোল গুম্বজের পরেই "ইব্রাহিম রোজার" উল্লেখ করিতে হয়—ইহাতে ইব্রাহিম বাদসাহের গোর ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। বোল গুম্বজ সহরের পূর্ব্ব প্রাচীর ঘেঁসিয়া ইবাহিম রোজা। ভিতরের দিকে,—ইব্রাহিমের রোজা পশ্চিম প্রাচীরের কিন্ধিং বহির্ভাগে অবস্থিত। বোল গুম্বজ অলঙ্কারহীন গুরুভার প্রকাণ্ড কাণ্ড—ইব্রাহিম রোজা তাহার উল্লেটা, লঘ্ ও অলঙ্কারময়। ইহার গোর, মুসজিদ, উদ্যান মিনার মিলিয়া দূর হইতে অতি মনোহর দৃশ্য আবিভূতি হয়। বিজাপুর আক্রমণ কালে মোগল সৈন্য কর্তৃক এই রোজা অধিকৃত হইয়া মালক ময়দানের গোলাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই ক্ষণে সেরামতে তাহার পূর্ব্বাবয়ব ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই সকল বৃহৎ প্রস্তারের ইমারত, ইহাদের শিল্প নৈপূণ্য দেখিয়া লোকের মনে সহজে কৌ হল জনিতে পারে। কি উপায়ে, কি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার হাই হইল—লা জানি কত লোকজন মজুরমিশ্রী ইহাতে কাজ করিত—কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইরাহিম লোজার এক ছানে পারস্য ভাষায় একটী শিলালেখ আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু জানলাভ হয়। সে লেখ এই :—" মালিক সালাল ১॥০ লক্ষ ৯০০ লুণ ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির নির্মাণ করেন।" লুনের মূল্য সাত সিলিং করিয়া হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌশু দাঁড়ায়—মোটামুটি ধর, সাড়ে গাঁচ লাখ টাকা। কি রু এ হয়ত শুদ্ধ গুম্বজ নির্মাণের ব্যয়—সমৃদায় ইমারতের মূল্য নির্দেশক নহে। নম্পায়টা ধরিতে গেলে এক ক্রোটি মূলারও অধিক হইয়া যায়। ঐ লেখে আরো আছে যে এই কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাটিত ও কার্য্য শেষ হইতে ৩৬ বংসর ১১ মাস ১১ দিন লাগিয়াছিল। এই লোক সংখ্যায় মূটেমজুর প্রভৃতি সাধারণ প্রমজীবি সামিল কি না সন্দেহ—সম্ভবতঃ উহা শিল্পী, রাজমিন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নিদর্শক। তিন্তির নিকৃত্ব প্রমজীবিদের জন্মবন্ত্র দিয়া ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার আর সন্দেহ নাই, নহিলে এই সকল ইমারত নির্মাণ কলনা করা হুঃসাধ্য।

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধিমনির প্রস্তুত করা মুসলমানদের এক অদৃত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভন্দমাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণিচিত্র পর্যান্ত কিলুপ্ত করিতে উৎস্ক, আলি রোজা। মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ। স্থলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা প্রোল গুম্বজের সমম্পর্কী নিজের জন্য এক গোরমনির পত্তন করেন। তাহার ছায়া পিতার গোরমনিরের উপর পিয়া পড়ে এই তাহার ইচ্ছা; কিন্ত হুরদৃষ্ট ক্রমে সে ইচ্ছা পুর্ণ হইল না। মন্দির প্রস্তুত হইতে না হইতেই রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন ও এই ভগ্ন পৃহেই তাহার সমাধি হয়। এই মমাধিমন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "আলি রোজা।" কিন্ত মৃত হস্তীও লাখ টাকার মূল, মেইরপ ইহার ভগ্ন মূর্ত্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে সত্য সত্যই ইহা বোল গুম্বজকে অভিক্রম করিয়া উঠিত—আলিও মনের মাধ মিটাইয়া স্থে মৃত্যুপায়ার শ্রান হইতে পারিতেন!

এই অসমাপ্ত সমাধিমন্দিরের এক কোণে একটি চাকচিক্যমর খোদিত হরিৎ প্রস্তরের গোর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহা হতভাগ্য সেকদ্দরের গোর প্রস্তর, স্থাতান দেক- কিন্ত অনুসন্ধানে জানা শ্বিয়াছে যে বাস্তবিক তাহা নহে। স্থাতান দরের গোর। সেকল্রের গোর জন্যান্য সামান্য গোরশ্রেণীর মধ্যে সহরের জন্মত্রে স্থাপিত।

ইহার উত্তরে মকা ফটক হইতে কেল্লার পথ—হটি-গোরমন্দিরে অলক্ক্ত—তাহাদের পরপার সালিধ্য বশতঃ " দুই বোন " নামকরণ হইয়াছে। ছিতীয় আলির সচিবপ্রধান 'ছিই বোন।" থাওয়াস্ খান ও তাঁহার গুরু আবহুল থাদির এই দুই মন্দিরে শ্রান রহিয়াছেন। ইহাদের গোরপ্রস্তর সকল ভিত্তি প্রস্তরের মধ্যে প্রস্তন্তর প্রতি বোধ হয়। বস্ততঃ ইহার একটা গুলুজ্ব বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে। শাশান ভূমির উপর জীবস্ত মনুষ্য বাস করিতেছে!

হুই বোনের অনতিদ্রে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। এই গোরের শ্বেত পাষাণ দিল্লী হুইতে আনীত হয়—ওরপ প্রস্তর বিজ্ঞাপুর প্রস্তর্জীবের অঞ্চলে পাওয়া বায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সদ্রাটেব কন্যার মহিষীর গোর। গোরস্থান। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। তাহা এই বে শিবাজী রাজার দিল্লীপ্রবাদ কালে রাজকুমারী তাঁহার প্রেমে মৃদ্দ হন। শিবাজী যদি মুসলমানধর্ম স্বীকার করেন, তাহা হুইলে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ওরঙ্গজীবের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিবাজী তাঁহাকে সন্মত হুইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনেকে উৎস্থক ছিল, কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অপরিণীত অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও বিজ্ঞাপুর-বিজ্বের ত বংসর পরে ঐ স্থানেই, তিনি সমাধিস্থ হন।

এতভিন্ন "মোতি গুম্বজ্ব "বার পান্তার গুম্বজ্ব প্রভৃতি অপরাপর গোরমদির সংখ্যাতীত, প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে তাহাদের বর্ণনা হইতে বিরত হইতে হইল।

প্রাসাদের মধ্যে পূর্দেই হুই চারিটার উত্তেখ করা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে " আসার মহল '' অপেক্ষাকৃত ক্ষক্ষত অবস্থায় দৃত্ত হয়। ইহা স্থশতান মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা "আ্লার মহল।" আবাদালতের জন্য নির্মিত হয় -ইহার নাম "আবাদলত মহল" অথবা " দাদ মহল" ছিল। আদ্রাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল. পরে এক নতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন ও কার্যান্তরে নিম্নোজন হয়। মহম্মদের শ্বশ্রুর চুইটা কেশ ইহার ভাগ্তারজাত হওয়া ইহার পদোন্নতি ও সৌভাগ্যের মূল। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় এই পবি ্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন উপদ্রব ফটে নাই, মহম্মদের শাশ্রুর প্রসাদে সে অনেক বিশ্ব বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। আদালত মহল বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু আসার-মহল আজ পর্য্যন্ত প্রায় ষেমন তেমনিই রহিয়াছে। আসার মহল চতুকোণাকৃতি, ১৩৫ ফীট প্রস্ত দিতল গৃহ। ইহার চিত্রিত কাইছাদ ৩৫ ফীট উ চ চারিটী খুদুঢ় কাষ্ঠ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। দ্বিতীয় তলে কতকগুলি স্থরঞ্জিত প্রকোষ্ঠ আছে. তাহার একটি মহম্মদের শাঞ্জর ঘর। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শুন জন্য কেবল সন্থংসরে একবার মাত্র খোলা হয়। আর কতকগুলি প্রকোষ্ঠ কার্পেট, মকমলের চাদর ও বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরাণ সামগ্রী সকলের ভাণ্ডারম্বর। এই সকল মরের প্রাচীর ছাদ প্রভৃতি বিচিত্র লতা পাতা মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে, প্রাচীরের গায়ে, মাহমুদ বাদসাহের ছবি মোগল সম্রাটের বর্কার হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। আরু আর চিত্রাবলি কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আসার মহলে বিজাপুর সম্বন্ধীয় কতকগুলি হস্তাক্ষর লেখ ছিল, তাহার কতক বিনষ্ট কতক বা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আর একটা বাড়ী কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত—নাম "মেহতর মহল।" এই নাম সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। কেহ বলেন এক জন মেথরের নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি। "মেহতর মহল।" তার গস এই:—ইব্রাহিম বাদসার কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসার পর এক জন প্রথংকার তাঁহাকে পরামর্শ দেয় যে শয়্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া মহারাজ প্রথমে যার মুখ দেখিবেন তাহাকে ধনরত্ব দান করিবেন। পূণ্যকার্য্যে সেই অর্থ ব্যয় হইলে মহারাজ নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন। রাজার রাত্রে ভাল নিজা হয় নাই, প্রত্যুবে গাত্রোখান করিয়াই এক জন মেথরের মুখাবলোকন করেন। তাহার যে ধনলাভ হয় সেই ধনে এই মহল নির্ম্মিত—ইহা একটা মসজিদের প্রবেশবার। অন্যমতে ফকীর-দলের মেহতর অর্থাৎ প্রধান কর্ত্তক নির্ম্মিত বিশ্বা ইহার নাম মেহতর মহল। নাম যাহাই ইউক, ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক প্রশংসনীয়। দোতালার ছাদ এক অন্ত ব্যাপার! উহা সম্ভল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঠ বলা ঠিক হইল না, কেন না উহা

প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে, তাহা বোঝা যায় না। পৃথিবী বাস্করীর পৃষ্ঠে—বাস্করীর আশ্রর কে? মেহতর মহলের ছাদ সম্বন্ধেও এই প্রহেলিকা—ইংরাজ এঞ্জিনিয়রদেরও ধাঁদা লাগিয়া যায়। এই গৃহের শিল্লকাণ্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। কাঠের কাজের অক্রন্স পাথরের উপর ফল ফুল প্রভৃতি বিবিধ নক্সা। ফরগসন সাহেব বলেন যে অলঙ্কার ও শিল্টাভূর্য্যে এই বাড়িটী মিশরের কায়রোর কোন বাড়ীর নিকট হার মানে না।

এখানকার মসজিদের মধ্যে জুয়া মসজিদ সর্ব্বপ্রধান। দাক্ষিণাত্যে এমন স্থান্দর মসজিদ প্রার দেখা বায় না। লালিত্য, শিল্পকৌশল ও কার্যকারিতা ইহা সর্ব্বপ্রধারেই ভুমামসজিদ। প্রশংসাহ। এ মসজিদ এক জনের রচনা নহে। প্রথম আলি আদিল সা হইতে ঔরক্ষজীব পর্যান্ত নূপতিগণের হস্তচিত্র সকল ইহাতে বর্ত্তমান। কিন্তু যদিও রাজারা ইহার নির্মাণ ও অলঙ্কার কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তথাপি ইহা অসম্পূর্ণ—বহিমিনারাভাবে বেন অক্ষহীন হইয়া রহিয়াছে। প্রধান হার দিয়া চতুকোণ প্রাক্তনে প্রবেশ করিয়া দেখি বে তিন নিকে মসজিদের গহাবলী প্রাক্তণের মধ্যভাগে একটি শুক্ত কোয়ারা। মসজিদের খিলান স্তম্ভময় স্থান্তি শালা, স্থান্দর গুম্বজ, স্থরাগরঞ্জিত ভজনালয় (মেহরাব) সকলি চমংকার! চকচকে মেঝের উপরণ এক এক জন বসিবার আঁচুড় কাটা আসন আছে, সে সকল গণনা করিলেইহাতে প্রায় ৪,০০০ উপাসকমগুলীর বসিবার স্থান সংক্লান প্রতীয়মান হয়। মেহরাবে কতকগুলি শিলালেখ আছে, তাহার চারিটী ধর্মনীতি সম্পর্কীয় দিওয়ান হাফেজের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, য়থা—

- "জীবনে বিশ্বাস নাই—ইহা ক্ষণস্থায়ী"
- " ক্ষণভঙ্গুর সংসারে শান্তি নাই "
  - " সংসার ইন্দ্রিয়স্থথের আগার "
  - "জীবন অমূল্যনান কিন্তু অনিত্যু"

অবশিপ্ত তুইটি লেখ হইতে জানা যায় যে স্থলতান মাহমূদের আদেশে তাঁহার ভৃত্য মালিক য়াকুব কর্ত্তক ১০৪৫ (১৬৩৬) অব্বে এই মেহরাব নির্ম্মিত ও অলক্কত।

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দ মহলের সন্নিকটে মকা মসজিদ। মকায় যে মসজিদ আছে তাহার আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া ঐ নাম। ইহা বেশ একটি স্থানর ছোটখাট মসজিদ, মকা মদজিদ। ঠিক যেন একটি খেলানার জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র, স্থানররপে খোদিত ও অলক্কত এবং মসজিদটা উন্নত প্রাকারে পরিবােষ্টত। প্রবাদ এই যে চতুর্দশ শতাকীর প্রারম্ভে এক জন খ্যাতনামা পীর এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন বিজাপ্র হিশ্রাজাদের অধীন ছিল। পীর দলবলে এই ছানে আসিয়া আড্ডা করিলে পর হিশ্রাবিরক্ত হইয়া তাহাদের তাড়াইবার পরা দেখিতে লাগিল। বলে না পারিয়া তাহারা ভাবিল

ইহাদের অন্নাভাবে শুকাইয়া তাড়াইতে হইবে। যবনদের কিছুই দিব না, কিছুই বেচিব না, গ্রামস্থ লোকেদের এই প্রতিজ্ঞা হইল। মুসলমানেরা অন্নকষ্টে পড়িয়া ক্ষ্ণার জ্ঞালায় হিল্দের একটি গক ধরিয়া মারে। এই স্তত্ত্বে হিল্-মুসলমান মধ্যে মহা দাঙ্গাহাঙ্গাম বাধিল। পীরকে রাজা বিজন রাওএর সমক্ষে ধরিয়া আনা হইলে রাজা তাঁহাদের গোহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পীর উত্তর করিলেন, "আমরা আহারাভাবে বাধ্য হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছি কিন্তু এই গরু পুনর্জীবিত করিয়া মহারাজকে প্রত্যর্পণ করি ''এই বলিয়া প্রতাম্থি সকল সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিলেন আর গরুও সজীব হইয়া উঠিল রাজা পীরের উদৃশ প্রতাপ দর্শনে সম্ভন্ত হইয়া ভূমিদান ও বাসের অন্থ্যতি করেন। সেই ভূমির উপর মন্ধা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়; নিকটে পীরের গোরস্থান।

এতত্তির মালিকা জাহান মালিক সান্দাল, আন্দু. বোধারা প্রভৃতি আরো কত কত মসজিদ আছে তাহার ইয়ন্তা নাই। বিজাপুর গোর মসজিদে ছয়লাপ।

বিজাপুরে বেড়াইতে আসিয়া কৃপরাপী, তোপ,, বুরুজ, মসজিদ, গুম্বজ, প্রাসাদের মধ্যে ছইটী "গোরখ ইমলি" বৃক্ষ দেখিতে কেহ খেন ভূলিয়া না বান। এই ছই বৃক্ষ আর্ক গোরখ ইমলি কেল্লার বড় রাস্তার ধারে "ছই বোনের" নিকটবর্তী ময়দানে মাথা ভূলিয়া বৃক্ষ। আছে,। ইহাদের আকারপ্রকার যে কেবল দর্শনীয় তাহা নহে। তখনকার কালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় ব্যক্তিদের ফাঁসিবৃক্ষ বলিয়া ইহাদের বিশেষ গৌরব।

বিজাপুরের সুখসোভাগ্যের সময় মধ্যে মধ্যে এক জন পরিব্রাজক আসিয়া বিশ্বয়ানল উচ্চাসে যে সহরবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সে কালের অবস্থা কতকটা আদাদ বেগের **অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ছলে আদাদ** বেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া বিজাপুর বর্গনা। যাইতে পারে। আসাদ বেগ লোকটা কে তাহা জানা আবব্দক। ১৬০০ অব্দের বংসরেক পরে ইব্রাহিম আদিল সা ও সম্রাট আকবরের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। সেই উপশক্ষে সীমাটের পুত্র রাজকুমার দানিয়েলের সহিত ইত্রাহিম সীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সমরে আসাদ বেগ মোগল সমাটের দূত স্বরূপ বিজাপুরে আসেন। তথায় ফ্লতান যথোচিত আতিথ্য সংকারের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্বক বহুমূল্য উপহার দিয়া রাজকুমারী সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বিদায় করেন। ত্বপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-শেখক ফেরিস্তাও কন্যাযাত্রীর দলে ছিলেন। এই সঙ্গে মোগল সঞাটের জন্য অম্লা মণিরত্ব ও বাছা বাছা হস্তী উপতৌকন প্রেরিত হয়। হস্তীর মধ্যে একটার কথা এইরূপ ক্ষিত যে, তাহার তুই মণ পরিমান মদ্য পান করিবার অভ্যাস ছিল, তাহা অনেক হাস্তামা করিয়া যোগাইতে হইত। রাজকুমারীর এই বিবাহে মত ছিল না। তিনি ভীষাতীর পর্যান্ত শাসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাত্রে এক প্রবল ঝড় উঠিল—তামুকানাত ছি:ভিন্ <sup>হইল ও রক্ষকেরা ছড়ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই অবসরে রাজকুমারীও পলারন করিলেন।</sup> সকালে জাবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয় ও আসাদ বেগ ঘণানির্দিষ্ট ভানে রাজকুমার

দানিয়েলের নিকট তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেন। আসাদ বেগ বিজ্ঞাপুর দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহর বর্ণনা এই :—" বিজ্ঞাপুর সম্মত প্রাসাদঅটালিকাপূর্ণ হৃবিস্তীর্ণ নগর। বাজার ৬০ হস্ত প্রস্ত, তুই জ্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক দোকানের সাম্নে এক একটা ছায়াতরু, ও সম্দার হাটবাজার পরিস্কার পরিক্ষর। এই সকল দোকানে যে সব জিনিস আছে তাহা অন্যত্রে সচরাচর দেখা যায় না। গহনা, বস্ত্র, অস্ত্রশন্ত, রুটী, মংস্য, মাংস, মদ্য, মসলার হৃসজ্জিত বিপনীপ্রেণী সহরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গহনার দোকানে নানাবিশ্ব অলকার ও খড়গ, ছুরি, দর্পণ প্রভৃতি মণিমুক্তাখচিত হৃদ্দর্য হৃদ্দির সামগ্রী প্রস্তত। পরে ক্রটীওয়ালার দোকান, কাপড়ের দোকান, আতর গোলাবে হ্রবাসিত চীন কাচের শিশিতে হুসজ্জিত আতরের দোকান, ফলমিষ্টাল্লভরা ময়রার দোকান, ধায়কন র্রকীদের নাট্যশালা এই সকল-বর্ণনা করিয়া বর্লিতেছেন—এক কথায়, সম্দায় মার্কেট হ্রবাহ্মন্তরী, আতর গোলাব, বন্ত্রালকারবিপণীহারে হ্রশোভিত। কোন হানে সহজ্র সহস্র লোক নৃত্যগীত আমোদে মত্ত। বিবাদ নাই, কলহ নাই, অবিরাম আমোদ-প্রবাহ। এরূপ হ্রচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তিনি যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহন্দদের অবিকল স্বর্গ্রর্গনা—মর্ব্রেয় যদি কোথাও বেহস্ত (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা বিজ্ঞাপুর—

আগর বেহস্ত অন্দর জমীন হস্ত্ সর্গ যদি কোথাও থাকে মর্ত্যধামে হমীনস্ত ও হমীনস্ত ! সে তবে এই থানে—এই থানে—এই খানে!

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমরা যেন নিজ্ সহর্টুকু কল্পনা করিয়া মনে না করি যে এই সে ব্রিজাপুর। সহর অপেক্ষা সহরতলি ভারি—সহরের শাখাপ্রশাখা অনেক দ্র দহরতলি। বিস্তৃত ছিল্ল, আর আমরা যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ লোকের বসতির বিবরণ শুনিতে পাই সে সহর, সহরতলি সবটা ধরিয়া। সাহাপুর, জোরাপুর, ইরাহিমপুর, নৌরসপুর, আয়াপুর, আয়নাপুর প্রভৃতি পুররাজি প্রাচীন বিজাপুরের অন্তর্গত। এই সকলের মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। অরুনাতন পাশ্চাত্য চতুঃপুর—সাহাপুর, জোরাপুর, পীর আমীনের দরগা, আফজুলপুর—সেই পুরাণ সাহাপুরের ভন্নাবশেষ। এই সাহাপুর-বিজাপুর মিলিয়া অনেকটা স্থান জুড়িয়া অবহিত এবং সাধারণ বিজাপুর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ্ণ লোকের বসতি ছিল। ১৬০৫ অক্ষে মাহমুদ বাদশা মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ উদ্দেশে বিজাপুরের আশপাশ অনেক স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। সেই সঙ্গে সাহাপুরও অনেকাংশে ক্ষতিগ্রন্থ হয়। পরে ধর্থন শক্র ভয়ে কেল্লার বাহিরে বাস শক্ষতপূর্ণ হইয়া উঠিল তথন হইতে ক্রমে সাহাপুর পুরবাসী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল।

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজুলপুর শিবাজীর শিকার নামদার আফজুল খাঁর বাসন্থান ছিল : নিজ গ্রামের বিশেষ কিছুই বর্ণনীয় নাই, কিন্তু কিয়দূরে নবাব পরিবারের কতক- আদক্লপুর। গুলি পোর আছে, তৎসম্বন্ধে এক মজার গন্ধ আছে। গোর গুলি সকলই জীলোকের গোর, আমতেঁতুলবনপরিবৃত একটা সরোবর তীরে ছাপিত। তাহার জল এখন ভকাইয়া গিয়াছে। এক লাইনে সাতটা গোর, এমন ১১ লাইন। গোর গুলির সকলেরই আকারপ্রকার প্রায় সমান। গলটা এই বে আফজুল খাঁ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন গণংকারেরা গণিয়া বলে যে এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা—আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তাহাদের কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে সমুৎস্ক হইলেন। তাঁহার সপ্তসপ্ততি বেগম ছিল, তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় ছির করিলেন। বেগমদের পুক্রিণীর জলে ডুবাইয়া, পুক্রিণীর ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিজ্বান্ত হইলেন। গলটা সত্য কিন্তু ঠিক বলা যায় না, কিন্তু এক ধরণের এত গুলি সারি সারি স্থারি দ্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমুলক বলিয়া বোধ হয় না।

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয় ইত্রাহিম বিজ্ঞাপুর ছাড়িয়। এই এক নৃতন রাজধানী পত্তনের সক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশে ঐ স্থানে ১৬০০ অলে অনেক বড় বড় নৌরসপুর। স্বরাড়ী নির্মাণ আরম্ভ হয়। স্থানটী গিরিকাননপরিবৃত, বিজ্ঞাপুর অপেক্ষা দেখিতে স্থান্য বটে। ইত্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণংকারের অন্তরায়! তাহারা তাঁহাকে রাজধানী পরিবর্ত্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্ম করিতে আর সাহস করিলেন না। সে যাহা হউক, এই ধারুয়ে নৌরসপুরে অনেক প্রাসাদেউদ্যানগৃহাবলী নির্মিত হইয়া পুরবাসীদের কাজে আসিল। তাহাবের বেড়াইবার জারগা—আরামবিরামের স্থান ঐ। উহার গৃহাবলীর ভগ্নাবশেষ এই ক্ষণে বাহা দুন্ত হয় তন্মধ্যে ''সঙ্গীত মহল '' প্রাসাদটী অতীব মনোহর, বিজ্ঞাপুরের কোন প্রাসাদ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বাড়ীর সমুখে বেস বড় একটী উৎস ও জলাশ্রেয় তোরবীর জলপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত। বাড়ীর তুই পাশ দিয়া ফুড় নদীলোত বহিতেছে—দুরে পাহাড়ের শোভা—চতুর্দিকের বৃক্ষলতায় ভগ্নস্থ্পের মধ্যে সঙ্গীত মহলের 'অক্থিত ' সঙ্গীত লহরী সমুখিত হইতেছে!

বিজাপুরের চারিদিকে মরুভূমি সদৃশ শুক্ষ ক্ষেত্ররাজি দেখিরা আশ্চর্য্য হইতে হয়—
কি করিয়া এ স্থান এই বিপুল রাজ্যের রাজধানী রূপে মনোনীত হইল। তাহার এক কারণ
ফরনেশে বোধ করি বিজাপুরে জলের প্রাচ্র্য্য। বাহিরের দিকটা যেমন শুক্ষ, ভিতরে
রাজধানী। তেমনি জলের অনেক উৎস। সেই উপপ্লব পূর্ণ বিশৃঞ্জল কালে ঈদৃশ
অবস্থাই তাহার আত্মরকার উপায়। উত্তর দিক হইতে আক্রমণের অধিক সন্তাবনা—
সেই দিকেই ভূমি অনুর্ব্বরা—আক্রমণকারী শক্রদলের আহার সামগ্রীর অপ্রতুল বশতঃ
সে দিকটা সুরক্ষিত। দক্ষিণ হইতে পুরবাসীদের অন্নের সংস্থান ও সহরের মধ্য হইতে
জলকট্ট নিবারণ হইত। মগরের মধ্যে তাজ, বাউড়ী প্রভৃতি যে সমস্ত জলাশয় আছে

ভাহাতে অক্লান হইবার আশক্ষায় রাজার। দূর ইইতে জল আনাইবার অশেষ স্থবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ভোরবী জলপ্রণালীর ভগাবশেষ ও স্থলতান মাহমুদের "বেগম ভলাও" এ বিষয়ে তাঁহাদের যত্ব ও উৎসাহের অব্যর্থ প্রমাণ।

শ্রীসত্যেক্রনাথ ঠাকুর।

# শাক্যসিংছের কৌমার জীবনের একটা কথা।

ধুদ্ধদেব শিশুকাল হইতেই ধ্যান শিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সেই শিক্ষা বা সেই ধ্যান যৌবন-আগমে পরিপক প্রাপ্ত হইল। ইতিহাস লেখকেরা ইহাঁর বাল্য জীবনের ইতিহাসেও অলোকিক ক্ষমতা প্রবেশ করাইয়াছেন, কাষেই ইহাঁর প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্নপ্রায় হইয়া আছে। ললিত বিস্তর নামক বুদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে ইহাঁর কোমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অলোকিক কথা আছে, তমধ্যে একটা মাত্র কথা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

শাক্যসিংহ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। সময়ে অনেক কুমার তাঁহার সহচর হইল।

একদা তিনি বয়স্যদিপের সঙ্গে এক কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলেন। সেখানে

তিনি কৃষকদিগের কার্য্য ও কভাবচরিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে এক উদ্যান
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহচরেরা এদিক্ ওদিক্ গমন করিল, ক্রীড়াসক্ত হইয়া কুমারের

সঙ্গ পরিত্যাগ করিল এই অবকাশে ভগবান্ বোধিসত্ব সেই উদ্যান হইতে বহিদ্ধান্ত

হইয়া তরিকটত্ব কোল এক রমণীয় প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে

শাইলেন, অন্বে একটী রমণীয় জত্মুব্দ ছায়া বিস্তার করতঃ বিরাজিত আছে। দেখিয়
প্রীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার তলদেশে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ধ্যানোপযুক্ত রমণীয় প্রদেশ দেখিয়া, তাঁহার ধ্যানেচ্ছা হইল। প্রথমে তিনি, চিন্তকে একাত্র করিলেন। চিন্তের কামনা ও অক্যান্ত অকুশল বৃদ্ধি বিলীন করিয়া সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যান ব্দবলম্বন পূর্বকৈ প্রথমতঃ প্রীতিমুখ নামক ধ্যানজ মুখ অকুভব করিতে শাগিলেন। সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যানের দারা আত্মপ্রসাদ আগত হইলে তাহার চিন্ত তখন এক অখণ্ডাকার ধারণ করিল। তখন তিনি নির্ব্বিতর্কনির্বিচার নামক দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন ইইয়া অনির্বাচনীয় প্রীতিমুখ প্রাপ্ত হইলেন। অলক্ষণ মাত্র প্রীতিমুখ অনুভব করিয়া তদ্র্বিভারি তৃতীয় ধ্যান আহরণ করিলেন। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতিমুখ অনুভব করিয়া তদ্র্বিভারি তৃতীয় ধ্যান আহরণ করিলেন। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতিমুখ উপক্ষা হয়, যাবজ্জীবনের ও যাবজ্জানের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমত পদার্থরাশির শ্বরণ হয় এবং প্রতিসম্বেদন নামক প্রজ্ঞা বিশেষের উদয় হয়। লোকে যাহাকে নির্ম্বল ও অপ্রতিহত জ্ঞান বলে, যে জ্ঞান আবিভূ তি ইইলে জগল্রয় বারামলকবং প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের জন্ত নাম প্রতিসম্বেদন

<sup>\*</sup> Bombay Gazetteer, Vol. 23, BIJAPUR.

ও সম্প্রক্রা। অনস্তর তিনি এতহর্দ্ধবর্তী চতুর্থ ধ্যান আহরণ করিলেন। চতুর্থ ধ্যানে স্থার নাশ, হৃংখের অস্তঃ সৌমনস্থা, দৌর্দ্মনস্থের অভাব, স্থা, হৃংখের উপ্পক্ষা, দরণশক্তির পরিগুদ্ধি ও শরীরাদির অদর্শন হয়। কুমার শাক্যসিংহ এখন সেই ফুল্বুক্লমূলে
উপবিপ্ত হইয়া এতাদৃশ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

বুদ্ধদেব জন্মুলে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ধ আছেন, এমন সময়ে পাঁচজন মহামুভব ঋষি দক্ষিণ দিক ইইতে আকাশপথে সেই জন্মুর্ক্ষের উপর দিয়া উত্তর দিকে খাইতেছিলেন; কিন্ত তাঁহারা ষেই মাত্র জন্মুবনের উপরে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহারা শক্তিহীন, ক্ষমতাহীন ও প্রত্যাহত হইলেন, স্ত্রার খাইতে পারিলেন না। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ে, বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া নিম্নলিখিত গাখায় বলাবলি করিতে লাগিলেন।—

"বয়মিহ মণিবজ্ঞকৃটিং গিরিং
মেরুমভ্যাদগতং তির্যাগস্থ বিস্তারিকম্।
গজইব সহকারশাথাকুলাং বৃক্ষবৃন্দাং
শদারিত্ব নির্ধারিতা নেকশঃ॥
বয়মৃহ মরুনাং পুরে চাপি শক্তাগতা
যক্ষগন্ধ র্যবেশানিচোর্দ্ধং নভে নিপ্রিতঃ।
ইমং পুনর্কনিখণ্ড মাসাদ্য সীদা মভোঃ
কস্ত লক্ষ্মীনিবর্ত্তেতি ঝদ্ধের্বলম্।"

আমরা মহাগজের স্থায় সুমেরুমন্ত্রকৃষ্টিত বাখণ্ড বিনির্গ করিয়া গমন করিয়া থাকি, বায়ুপুরে, ইন্দ্রপুরে ও যক্ষগন্ধর্কাদির নগরেও গমন করিয়াছি। কিক আজ আমরা এই জমুবনে আসিয়া অবসন্ন হইলাম, ইহা কাহার যোগবল ? কাহার প্রভাব ? কাহার ঐশ্বর্যানক্রিক্রমাদের ঐশ্বর্যারক প্রতিহত করিল ? সেই বনের বনদেবতা অলক্ষে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"নূপতি কুলোদিতঃ শাক্যরাজাত্মজোবাণ স্থ্যপ্রকাশ প্রভঃ।
ক্ষুটিত কমলগর্ভ বর্ণপ্রভশ্চারুচন্দ্রাননো লোকে জ্যেষ্ঠা বিচুঃ।
ক্ষামহ বনমাপ্রিতো ধ্যানচিম্বাপরো দেবগন্ধর্বনাগেন্দ্রযক্ষাচিতঃ।
ভবশতগুণকোটাসংবর্দ্ধিতক্তম্য লক্ষ্মী নিবর্ভেতি ঋদ্ধের লমু।"

বিনি রাজকুলে জন্মিয়াছেন, বিনি শাক্যরাজার আগস্তজ, বাহার প্রভা সূর্য্য-প্রভার ত্ল্য, ঘাঁহার বর্ণ প্রফুল্ল কমলের গর্ভবর্ণের সমান, বিনি সর্ব্ধ লোকের শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই বনে ধ্যান করিতেছেন, তিনিই তোমাদের বোগবল প্রতিহত করিয়াছেন। ঋষিগণ দৈববাণী ভানিয়া অধস্তলে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, শোভায় ও তেজে জাজলামান এক কুমার নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট আছেন। দেখিয়া তাঁহারা মনে ভাবিলেন, ইনি কে ? ধনাধিপতি কুবের ? অথবা রুদ্র ? কিস্বা সহস্রবৃদ্ধি সূর্য্য ? অথবা ইনি নিস্পাপ বুদ্ধ ?

পুনর্কার দৈববাণী হইল,—" ষে শ্রী কুবেরে, ষে শ্রী ইন্দ্রে, ষে শ্রী ব্রহ্মায়, ষে শ্রী গ্রহ-নক্ষত্রে, সেই এই শাক্যতনয়ের কান্তি হইতে অপগত নহে।"

অনস্তর ঋষিরা ধরণীতলে অবতরণ করতঃ ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকৈ স্তৃতি করিছে লাগিলেন। এক ঋষি বলিলেন,—

> "লোকে ক্লেশাগি অস্তপ্তে প্রাহৃত্ তোহ্ন রং ব্লদঃ। অয়ং তং প্রাপতে ধর্মং যজ্জগন্মোচক্ষ্যিতি॥"

লোক সকল ক্লেশরূপ অনিতে উত্তপ্ত হইয়াছে। তাহাদের জন্ম এই স্থুশীতল হ্রুদ প্রাচূভূ ত হইয়াছে। যে ধর্ম জগংকে মুক্ত করিবে, ইনি সেই ধর্ম পাইবেন।

ष्वज्ञ अवि विनारलन,---

অজ্ঞান তিমিরে লোকে প্রাগ্নভূতিঃ প্রদীপকঃ। অন্তঃ তং প্রাপ্ততে ধর্মং যজ্জাম্মোচয়িয়্যতি।"

লোক সকল অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে অন্ধকার বিনাশের জন্ম এই প্রদীপক আৰিভূতি। যে ধর্মো জগতের মুক্তি হইবে, ইনি সেই ধর্ম পাইবেন।

ष्मशत अधि विलिटलन,---

শোকসাগর কাণ্ডারে যানশ্রেষ্ঠ মৃপস্থিতম্। অয়ং তং প্রাপ্সতে ধর্মাংযজ্জগন্তাররিয়াতি॥"

হুপ্পার শোকসমূদ্রের নৌকা আগত হইয়াছে। যে ধর্ম জগংকে উত্তীর্ণ করিবে, শোকসমূদ্রের পরপারে লইয়া ষাইবে, ইনি সেই ধর্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন,---

জরাব্যাধি বিনিষ্টানাং প্রাহূর্ভূ তে। ভিষয়র:। অরং তং প্রাপ্তে ধর্মং জাতি মৃত্যু প্রমোচকম্॥"

জ্বরাব্যাধিকিষ্ট সংসারে রোগীদিগের জন্ম বৈদ্যরাজ আবিভূত হইয়াছেন। যে ধর্ম জ্বরামৃত্যু হইতে বিমৃক্ত করে, ইনি সেই ধর্ম পৃত্রিবেন।

ঋষিগণ এইরূপ গাথাগান করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিলেন; তংপরে পুনর্বার আকাশপথে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে না দেখিরা উদ্বিধ হইরাছেন; তিনি জানেন না বে, তাঁহার কুমার ক্ষিগ্রামের জন্মুবনে গিরা ধ্যান করিতেছেন। রাজা কেন, এ ঘটনা কেহই জানেন না। রাজা নিতান্ত উদ্বিধ হইয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা

করিলেন, কুমার কোথার ? অনন্তর অমাত্য ও অনুচর সকলেই কুমারের অবেষণে প্রবৃত্ত ছইল।

অনন্তর এক জন অমাত্য ক্ষাণগ্রামের জন্মবনে গিয়া দেখিল, কুমার এক নিবিড়শাখ জন্মবন্দের তলদেশে তৃণনির্দ্ধিত আসনে উপবিস্ত হইয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন আছেন। আরও এক আশ্চর্য্য দেখিল। মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে, অপরাহ্নতা প্রযুক্ত অভান্ত ব্লেমর ছায়া কিঞ্চিনাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কুমারের শরীর শীতল করিয়া রাখিয়াছে। এই অভ্ত ব্যাপার সন্দর্শনে অমাত্যের মনে প্রীতি ও বিশ্বয় উভয়ই উৎপন্ন হইল। অমাত্য আশ্চর্যাধিত হইয়া সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজসকাশে বহন করিল।

রাজা শুদ্ধাদন অমাত্যমুথে ঐ অদ্ত বার্তা প্রবণ করিয়া অবিলম্বে সেই জমুতলে গমন করিলেন। কুমার তথন ধ্যানস্থ। রাজা দেখিলেন বেন এক অনির্দ্ধাচ্য তেজোরাশি রমণীয়তম মূর্ত্তিতে কি অনির্দ্ধাচ্য ভাব ধ্যান করিতেছেন। দেখিয়া রাজার চৈততা হইল, পুত্রভাব অপগত হইল। কে যেন তাঁহাকে অনুরোধ করিল, আকর্ষণ করিল, তাই তিনি পুত্রভাব ভুলিয়া প্রিয়া বৃদ্ধভাবে বৃদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন।

কুমার শাক্যসিংহ প্রাতঃকালাবধি অপরাহ্ন পর্যান্ত ধ্যানন্ত থাকিয়া সৌগত জ্ঞানের ঘারা শাক্যগণের ঝিদ্ধি পরিদর্শন প্র্কেক প্রতিবৃদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সমাধি ভঙ্গের পর তৎস্থানে পিতা সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রথমে তাঁহার চরণ ল্পর্শ করিলেন, অনন্তর তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত প্রকারে আলাপ্রকরিতে লাগিলেন।

"পিতঃ! আপনি হিংসাময়ী কৃষি পরিত্যাগ করুন। এই কার্য্য নিতান্ত অনুচিত। ইহাতে পদে পদে হিংসা বটনা হয়। স্থবর্ণে প্রয়োজন থাঁকিলে স্থব্ রৃষ্টি করিব, বস্তুের প্রয়োজন হইলে বস্ত্র বর্ষণ হইবে, অন্ত কিছু চাহেন—সমস্তই দিব,—আপনি এই হিংসা রূপা কৃষি পরিত্যাগ করুন। সর্ব্ব জগতের স্থখোদেশে উহ্যক্ত হউন।"

কুমার শাক্যসিংহ পিতার কৃষিগ্রাম দেখিতে গিয়া কৃষকদিগের কন্ত, গোজাতির তৃঃখ, মৃত্তিকাবাসী প্রাণীর বিনাশ, এই সকল দেখিয়া তুঃখিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। তাই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া, সমাহিত হইয়া, চিত্ত চাঞ্চল্যের অবরোধ, তৃঃখের বিঘাত, শাক্যকুলের ভবিষ্য ঋদি, সম্যক জ্ঞানের লাভোপায়, জগতের তুঃখবিনাশ,— এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পিতা আগমন করিলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ষে আপনার বোধিত্ব লাভের জন্ম ও জগতের হিতের জন্ম চিত্তৈকতানতা উদ্যাপুন করিয়াছিলেন, ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার বেগ তখনও পর্যান্ত ছিল। তাই তিনি পিতাকে ও সমাগত শাক্যদিগকে তৃঃখান্তকর উপদেশ সকল দিয়াছিলেন। উপদেশ দেওয়া শেষ হইলে তিনি সজনসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রফুল্লমনে কপিলবন্ত নগরে প্নঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

## পঞ্জাব-ভ্ৰমণ।

51

### অমৃতসর ৷

পৌষমাসের রাত। গরম কাপড় কতকগুলি জড়িরে হাবড়া ষ্টেশনে নয় টার সময় রেলের পাড়ীতে উঠিলাম। লাহোর ধাব—অতি লম্ব। পথ—পথে কোথাও থামা হবে না—একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর (through) গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ী ছাড়িলে লেপ বিছাইয়া একটা বেঞ্চ দখল করিয়া রাখিলাম। চল্দননগর ছাড়াইয়া গেলে শুইলাম। এক ঘূমে রাত পোহাইল। ৰখন চক্ষু মেলিয়াছি তখনও সূৰ্য্যদেব দেখা দেন নাই, কিন্তু নীল আকাশ তাহার মৃত্ কিরণে স্নাত হইয়াছে। বড় সুন্দর দৃশ্য! বাঙ্গালা ছাড়াইয়াছি—ঘুমের খোরে, আর রজনীর আঁধারে বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাই নাই,—সাঁওতাল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছি। চুদিকেই ছোট ছোট পাহাড়—আকাশের গাঙ্গে সু নীল মেষের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর বনজঙ্গলের অস্ত নাই। সাঁওতাল ভূমি বড় রূপবতী। বাকালার অধিক রপবতী বলিতেছি না। বাকালার নদীর শোডা, বাকালার ধানখেতের শোভা আর কোন্ দেশে আছে ? এত তরুলতা এত ফলপুপ্ত আর কোথা আছে ? বাঞ্চালার জনম শতভোভস্বতীর জলে টলমল—মগুর মোহকর সৌন্দর্য্য বোধ হয় এমন আর কোন দেশে নাই। সাঁওতাল ভূমির সৌন্ধ্য অন্ত রকমের—অত বিশ্বরাবী প্রেম তার নাই, অত হাসি. অত নৃত্য, অত গীত তার নাই। তথাপি সাঁওতাল ভূমি পরমা-সুন্দরী—সাঁওতাল ভূমির মূথে বে এক টুকু মৃত্র হাসি আছে তাহা বড় মনোহর—গভীর বনজন্ধল, ্রিকুলতাকীর্ণ পাহাড়পর্বত, বে দিকে চাহ সে দিকেই দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদ্ধী সাঁওতাল ভূমিও তাহার সম্ভানগণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। বেলা এপারটার কিছু আবে গাড়ী পাটনার আসিল। পাটনা সহরকে হুই ভাগ করিয়া রেল পিয়াছে— সহরের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। আমাদের দেশী সহর দেখিতে বেমন হয়, ছোট ছোট খন খন ইট ও খোলার বাড়ী, অপ্রশস্ত অপরিষ্কার রাস্তা, পাটনাও গাড়ী হইতে তেমনি দেখাইল। পাটনার পর বাঁকীপুর-এখান হইতে রেলের একটা শাখা গয়া পর্যান্ত পিয়াছে। পাটনার আদালত প্রভৃতি রাজকীয় আফিস বাঁকীপুরে। বাঁকীপুরের পরে দানাপুর। দানাপুর পাটনার সেনানিবেশ। দানাপুরে গাড়ী অনেক ক্লণ থামিল। দানাপুর সাহেবদিপের বড় হাজ রি খাইবার জারগা। সাহেব না হইলেও আমার পৈট চুপ করিয়া ছিল না—আমিও পিয়া সাহেব মেম মণ্ডলীতে বসিয়া বথাবিধি উদর্পূর্তি করিলাম। সাহেবমেমেরা ভাবিলেন " হংস মধ্যে বকো যথা," আমি ভাবিলাম "বক্মধ্যে হংসো ষথা " আমি শোভা পাইতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী স্থবর্ণরেখা (Soane)

নদীর পুলের উপর উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড পুল-কিন্দ নদী বালুকাম্যী। ভালা অতিক্রম করিয়। আমি এখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করিতে চলিলাম। বেহার সাঁওতাল ভূমির মত মনোহারিশী না হইলেও সুন্দরী। তরুলতা ফলশস্যের জভাব নাই। আমের বাপান আর শত শত তালগাছের শ্রেণীর সংখ্যা নাই—তাহারা দেখিতে বড় স্থন্দর। বেহারে আর একটা জিনিশ বান্ধালীর চক্ষে পড়ে। রেলের চুপাশে গ্রাম— গ্রামগুলিতে সর্ব্বত্রই খোলার ঘর। পাটনার পর আর চক্ষু যে দিকে চাছে সে দিকেই হরিং শস্তক্ষেত্র, তালের শ্রেণী, আমের বাগান দেখিতে পায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলটা রোদ্রেপোড়া দেশ—রুষ্মা, শুষ্ক, তৃণকাষ্ঠহীন। হুটার সময় গাড়ী মোগলসরাইতে পৌঁছিল। এখান হইতে কাশী বাইবার জন্ম একটী শাখা রেল আছে। এটা টিফিন খাইবার জারগা। আমি বিনা টিফিনেই মোগলসরাই ছাঙ়িলাম। মোগলসরাই হইতে এলাহা-বাদের পথে ত্দিগে থ্ব ছোট ছোট পাহাড় দেখা যার। সাঁওতাল ভূমির পাহাড়ের মত ইহারা উচ্চ ও জলতরুলতাশোভিতও নয়। পাথরগুলি এক একটা জালায় জড় হইয়া রৌদে পুড়িতেছে। চুনার ষ্টেমন হইতে চুনার হুর্গ দেখা যায়। চুনুার গড় একটি উচ্চ পাহাড়ের শিরে নির্দ্ধিত। যথন এথনকার পাষাণভেদী কামান ছিল না তখন চুনার গড় লক্ষ সৈত্যকেও উপহাস করিতে পারিত। সন্ধ্যার পর গাড়ী এলাহাবাদে পৌছিল। এখানে পেট ভরিয়া ডিনার খাওয়া গেল। তার পর শীতে হা হা করিতে করিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী চলিল। রাত্রির খবর বড় একটা রাখি না। বারটার সময় একটা ফিরিস্পী আসিয়া "টিকেট টিকেট" বলিয়া জাগাইল—সে কানপুরে। টিকেট দেখাইয়া শীত দূর করিবার জন্ম এক পেয়ালা চা থাইলাম। যখন, প্রাতে চক্ষু মেলিয়াছি তখন গাড়ী টুগুলা ক্লেসনে দাঁড়াইরা। টুগুলা হইতে আগ্রা যাইবার জন্ম রেল আছে। পাঠক হয় ত ভাবিতেছেন, "এ লোকটা কেমন অন্তত, প্রাকৃতিক শোভার কথাটা ভো তূএকটা বলিডেছে, কিন্তু ওর কি একটা মালুষের সঙ্গেও দেখা হয়নি বা কথা হয়নি যে তার কথা বলে ?" গাড়ীতে পথে কত রকম লোক উঠে তাহার ঠিকানা নাই। কত কথা বলে ভাহারও ঠিকানা নাই। সে সব বর্ণনা করিতে গেলে কি আমি কখনো পঞ্জাবে পৌছিতে পারিব ? তবে এবার একটা মানুষী কথা বলিতেছি। আমার গাড়ীতে আমি একলা। গ্রাটফর্মের উপ্রক্রামি দেখিতে পাইলাম একটা বৈলাতিক বা ইযুরেশীয় বুড়ী ও একটি যুবতী গাড়ীর তল্লাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্ল্যাটফর্ম্মের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত চু,তিনবার ঘুরিয়া <mark>আমার গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি ওনিতে পর্টিলাম</mark> বুড়ী যুবতীকে বলিতেছেন, "ভয় কি, এই গাড়ীতেই যাও—আরতো গাড়ী নাই— এ বাঙ্গালী বাবু !'' যুবতীর মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম তাঁহার কোনমতেই বাঙ্গালী বাবুর গাড়ীতে প্রবেশ করিবার ভরসা হইতেছে না। স্বাবার হু তিনবার প্ল্যাটফর্মে এদিক ওদিক করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার ঘটা পড়িল। আর উপায় নাই—তথ্ন ধুবতী আসিয়া

আমার গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়। বুঝিলাম বে তিনি আমায় একটা জানোয়ার স্থির জানিয়াছেন। কিছুক্ষণ এক সঙ্গে চলিয়া যথন দেখিলেন বাঙ্গালী বাবু তাঁহাকে গ্রাস করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিতেছে না, অথবা এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইতেছে না, অথবা গা খুলিয়া পেটে হাত বুলাইতেছে না, তখন বোধ হয় তাঁছার মনে হইল যে বাঙ্গালি বাবুটা একটা জানোয়ার নাও হইতে পারে। আমি ভয়ে ভবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কোণা যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "রাউয়াল-পিঞী।" আমি বলিলাম, "আমি লাহোর যাইতেছি—আপনাকে আমার সঙ্গে অনেক। त्रास्था बाहेरा इहेरत ।" ভদ্ৰতার কথা ছ-চারিটা কহিলাম—. তখন যুবতী নির্ভয় হইলেন । কিছুক্ষণ পরে তিনি অনেক রকম খাদ্য বাহির করিলেন—নিজে খাইতে আরম্ভ করিলেন, আমাকেও থাইতে অনুরোধ করিলেন। "লেডীর" অনুরোধ কার সাধ্য লজ্মন করে ? আর অনুরোধটা এমন কোন অপ্রেয় কার্য্য করিতেও নয়। অতি সুস্নাচ গ্রাম কেক প্রস্তুত থাইয়া অনুরোধ রক্ষা করিতে বিশেষ কই হইল না। ইউরোপীয় রমণীর নিকট পুরুষ মাত্রই দাস—আমাকেও দাসও করিতে হুইল। যুবতী হাজরি, টিফিন, বা ধানা খাইবার জন্ম কোণ্ডে নামিতেন না। যখন দরকার হইত, অতি মার একটা হাসি হাসিয়া আমায় বলিতেন, "Mr.---, will you please get me a cup of tea?" "Will you do me a kindness?" "Want a few biscuits." আমি কি করি, অনত্যোপায়—চা. বিসকিট রিফেশ মেণ্ট রুম হইতে আনিয়া হাজির করিজ্বাম। মাতুষী কথা এখানে শেষ করি। গাড়ী বারটার পর গাজিয়াবাদে পৌছিল। পুর্টিজরীবাদ হইতে দিল্লী যাইতে হয়। মীরাটে গাড়ী তিনটার সময় পৌছিল। সাহারাণ-পুরি সক্ষার সময় উপন্তিত হইল। এখানে—ডিনার খাইলাম। সাহারা**ণপুরে উত্তর**-পশ্চিমাঞ্চল শেষ হুইল। ইহার পরেই আম্বালা জেলা—আম্বালা জেলার সঙ্গে পঞ্জাব আরম্ভ। আম্বালীয় রাত নয়টার সময় পৌছিলাম। তাহার পর নিদ্রা। রাত পাঁচটার সময় গাড়ী অমৃতসরে পৌছিল। আমার অমৃতসরে নামিতে হইবে। যদিও আমি লাহোর ষাইতেছিলাম, অমৃতসরে প্রথম নামা আগেই স্থির ছিল। শীতকাল--পাঁচটার সমন্ত্রও বেশ রাত আছে। আর সে শীতের কথা কি বলিব—গাড়ীতে লেপ কাঁথা জড়াইয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়াছি—শীতে শরীর বরফের মত হইয়া গিয়ুছে। অমৃতসরে প্লাটফর্ম্মের উপর নামিয়া অস্ত কোন গতি নাই ভাবিয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলাম। ওয়েটিং ক্লমে ষণ্টা হুই কাটাইলাম। রোদ উঠিলে গাড়ীর তল্লাশ করিতে গিয়া দেখি আমার জন্ম সর্কার —র গাড়ী দাঁড়াইরা আছে। গাড়ীর সঙ্গে যে লোক ছিল সে ঘলিন, "সর্দার সাহেব বিশেষ কোন কাজে লাহোর গিয়াছেন—তিনি বাড়ীতে নাই বলিয়া এ বেলাটা আপনার থাকবার বন্দোবস্ত তিনি বাবু —র বাসায় করিয়াছেন, আর আপনাবে অপরাক্টের গাড়ীতেই লাহোর বাইতে বলিয়াছেন।" আমাকে গাড়ী বাবু —র বাড়ীতে

লইরা গেল। বাবুও লাহোরে। তাঁহার পুত্র, একটী যুবক, আমাকে অভ্যর্থনা করির। বুসাইলেন।

এত মাছি আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। সহস্র সহস্র মাছি চারিদিকে, মুখের কাছে, মাথার উপরে "ভ্যান্ ভ্যান্" করিতেছে। নৃতন লোকের পক্ষে মাছিরা অতি হঃসহ—দেখে ভয়ানক ঘণা হয়। এ দেশী মাছিগুলি কিছু বাঙ্গালার মাছির মত চতুর বা পলায়নপট্ নয়। তুমি ইচ্ছা করিলে গভ শত মাছি মারিতে পার। বাঙ্গালার একটা মাছি মারা সামাত্ত বীরত্বের কাজ নয়। গরম জলে স্নান করিয়া—এ দেশের শীতে ঠাণ্ডা জলে স্বান অতি হঃসাহসের কাজ— হু দিন শরে চিরপ্রিয় ভালভাত্ খাইলাম। ঘণ্টাখানিক বিসয়া বাড়ীর একটিন্ কর্ত্তা যুবকটীকে লইয়া অনতসর দেখিতে বাহির হইলাম।

অমৃতসর আধুনিক সহর। ধর্মাতৃঞার মত শক্তি যে আর নাই—অমৃতসর তাহার একটী নিদর্শন। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ খৃষ্টাজে এখানে একটি পুষ্করিশী খনন করিয়া তাহাকে অনৃতসর নাম দেন। তখন এখানে ক্ষুদ্র একটি গ্রাম মাত্র ছিল। সেই অমৃত সরোবরের চতুর্দ্ধিকে এখন এই প্রকাণ্ড অমৃতসর নগর। দিল্লীর পরে অমৃত-সবের মত বড় নগরী আর নাই। কারবার, ব্যবসাবাণিজ্য সমস্ত উত্তর ভারতে এত কোথাও নাই। আমরা বাজারে গেলাম। দেখিলাম মধ্য-ভাসিয়া ৬ বৈলাতিক জিনিষ-পত্তের অন্ত নাই। গুরুবাজারে দর্শনী দংক হাতীর দাঁতের কাজ দেখিলাম। সে অতি সন্দ্র মনোহর কাজ। সৃদ্ধ কারু-কার্ধ্যের অভাব ভারতবর্ষে নাই; কিন্ধ প্রকৃতির যথার্থ অনুকরণ প্রকৃতির ফটোগ্রাফ তোলা আমাদের শিল্পীদের বস আসে না। কিন্ত হাতীর দাঁতের এখানে **ষে খেলনা দেখিলাম তাহা কু**ঞ্চনগরের মাটীর খেলনার মত্ জীবন্ত। তিব্বত, চঙ্গথরী প্রভৃতি স্থান হইতে পশম আসে—সে পশমে উংকৃষ্ট শালাই হয়। এরপ শাল প্রস্ত করিবার জন্ম অমৃতসরে নাকি ন্যুনাধিক পাঁচ হাজার তাঁত আছে। অমৃতসরে কাখীরেরই তুল্য শাল নির্শ্বিত হয়। শাল ব্যবসায়ীরা দরিজ কাখীরী কারীপরদিগকে মাহিয়ানা দিয়া শালের কাজ করায়। উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত করা অতি পরিশ্রমের কার্য্য। ভাল কাজকরা এক একখানি শাল তৈয়ার করিতে ৪০।৫০ জন লোককে ১০।১২ মাস খাটিতে হয়। 🌠 কাশ্মীরী (অমৃতসন্তের শালও কাশ্মীরী) শালের দাম এত। তাঁতে তৈয়ারি কাশ্মীরী শালের দাম ৫০০ শত হইতে ২০০০ পর্যান্ত। ভনিয়াছি প্রিন্দ অব ওয়েল্সের জ্ঞ একথানি বিশ হাজার টাকার শাল প্রস্কৃত হইয়াছিল। অনৃতসক্রের রাস্তাগুলি খাঁটি ভারতবর্ষীর সহরের রাস্তা বেমন হয় তেমনি—অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গালার সহরগুলির রাস্তা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্চাবে সকল সহরের রাস্তাই এইরপ। রাস্তাগুলি ইট বা পাধরে বাঁধান, খাড়া খাড়া ইটে বা পাথরে গাঁথা। গাড়ী ৰ্ড বড় করিয়া চলে। অনেক রাস্তায় গাড়ী চলেই না। বাড়ীষরগুলি ইট বা পাথরে নির্মিত। খুব ঘন ঘন বসতি— যেমন কলিকাতার কাল সহরে (Black Town)। বাঙ্গালায় লোকে ঘরে দরজা বা জানালা রাখে, এ দেশে রাখে না, প্রবেশ করিবার দ্বার আছে <u>জ্বরণা</u> এ দেশে গ্রীষ্মকালে গর্মি অতি ভ্রানক। হুহু করিয়া লু নামে, সত্যি সত্যি আগুনের মত গরম হাওয়া সমস্ত দিন বহে। কখন কখন সমস্ত রাত্রিও বহে। এই গরমি হইতে বাঁচিবার জন্মই বোধ হয় এ দেশে খরে দ্বার বা জানালা রাখে না। বাহারা অর্থবান তাহারা আপন আপন গৃহের নীচে ধরণীগর্ভে একটা কোটা নির্মাণ করে। দিনের বেলায় সপরিবারে তাহাতে লুকাইয়া থাকে—কেননা সেখানে অনেকটা ঠাওা। রাত্রিতে সকলেই ছাদের উপর খোলা আকাশের নীচে ভইয়া থাকে। অমৃতসরের বাড়ীঘরে বিশেষ যে কোন একটা সৌলর্ম্য আছে বলিতে পারি না। তবে দরজার চৌকাটগুলি অর্থবান ব্যক্তি মাত্রেরই ঘরে দেখিবার উপযুক্ত। বড় স্থলর কাজ করা চৌকাটগুলি। পঞ্জাবে যেখানে যাবে সেখানেই এরপ কাজ করা চৌকাট দেখিতে পাইবে। এমন স্থলর লতাপাতা বানান ব্যা দেখে তাহাকে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালায় কাঠের উপর এমন কারুকার্য্য একেবারে নাই।

অমৃতসর চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। তেরটা প্রবেশ দ্বার। লোক সংখ্যা এক লক্ষ তেতাল্লিশ হ।জার—শিথ, হিন্দু, মুসলমান। এ দেশের লোক 'দেখিতে বড় স্থন্দর। শিথরা দীর্ঘকায়, স্থাঠিত ও বলবান। ইহারা, কি মাথা কি দাড়ি, কোন স্থানের চুল কাটে না। অতি ষড়ের সহিত মাথা ও দাড়ির কেশ বিক্তাস করে। মাথার চুলের মধ্যে এক একখানি চিরুগ্রী স্কুলেরই দেখা যায়। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পরমাস্থলরী। আর্য্যনারীর বর্ণনা আমর্ক্ত গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই—এ দেশের নারীতে সে বর্ণনা থাটে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রী ওঅন্যাত্ম উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কালো রং নাই বলিলেও হয়। ভদ্রবংশ মাত্রেরই স্ত্রীলোকেরা তপ্তকাঞ্নবরণী। এমন স্থলর রং কেবল পঞ্জাব ও কাগ্রীরেই আছে। এ দেশে (বঁদা নাক, পুরু ঠোঁটি কেহ কথনো দেখে নাই। শ্রীরের গড়ন স্থলর, মুখের শ্রী মনোহারিণী। তবে কেশের বাহার বঙ্গফুলরীর তুলনায় ইহাদের নাই বলিলেও হয়। চুল অতি ছোট। তাহা দ্ধিসিক্ত করিয়া অতি সৃক্ষ শতবেণী বিনাইয়া বাঁধা হয়—সে বেণীজাল খুলিতে অর্দ্ধেক চূল উঠিয়া যায়। সপ্তাহে এক দিন বই এ দধিসিক্ত বেণীজাল খোলা হয় না—স্থতরাং পঞ্জাব সুন্দরীর শির যে গোলালের সমান সৌরভশালী নয় এ কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। চুলটা বোধ হয় জলডোবা দেশে আর কালো মানুষের মাথাতেই খুব লম্বা হয়। বঙ্গস্তুন্দরীর সমান, মাল্রাজফুলরীর সমান চুল কাহার আছে ? অমৃতসরের রাস্তায় বাহির হইয়া আর একটা কথা বুঝিতে পারিলাম বে এ দেশে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নাই। বে দিকে চাই সে দিকেই চিত্রবিচিত্র স্থন্দর স্থনর রংকরা খাখরা ও জামাপরা স্ত্রীলোক দেখিতে পাই।

অমৃতসরে তিনটি দেখিবার বিখ্যাত জিনিষ আছে। একটীর খ্যাতি দেশদেশান্তর ছাইবাছে। সেটার নাম গুরুদরবার। আমরা গুরুদরবার দেখিতে গেলাম। গুরু

রামদাস ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর ধনন করিয়া তাহার মধ্যস্থলে এই গুরুদরবার নির্মাণ করেন। অমৃতসর একটা স্থবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্তে সমান। পুষ্করিণীটার চারি পাশ ও তলদেশ পর্যান্ত পাথরে বাঁধান। বাহির হইতে প্রণালী দ্বারা জল আসিয়া অনত সরোবরকে পূর্ণ করে। জল সমল বা চুর্গন্ধ হইলে তাহা বাহির করিয়া দিয়া ঐ প্রণালী দ্বারা নৃতন নির্মাল জল আনা হয়। এ ভক্ত মরুদেশে অমৃতসরোবরের মত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দেখিলে সত্যি সত্যিই অমৃত পাইলাম মনে হয়। পুষ্করিণীটী অতি চমংকার দেখিতে। কেব্রুম্থলে পুন্ধরিণী-জ্বরে গুরুদরবার বা স্থর্বমন্দির (Golden Temple)। ইংরেজরা গুরুদরবারকে স্থর্বমিদির সংজ্ঞা দিয়াছেন, কেননা গুরুদরবার ন্দর্গজড়িত তামপত্রে আচ্ছাদিত। গুরুদরবার একটা প্রকাশু মন্দির নয়। ক্ষুদ্র মন্দির মাত্র। তবে মার্ন্দেল প্রস্তারে অতি স্থনির্দ্মিত। ইহা প্রথমে কেবল তাম্রপত্রেই আচ্ছাদিত ছিল। পঞ্জাবসিংহ রণজিত সিংহ গুরুদরবারকে স্থবর্ণমণ্ডিত করেন। মন্দিরে যাইবার জন্ম অমৃতসরোবরের বুকের উপর দিয়া একটি অতি হুন্দর মার্কাল নিশ্মিতীয়াস্তা আছে। গুরুদরীবারে গ্রন্থ সাহেব অর্থাৎ শিক্দিগের ধর্মগ্রন্থ পূজা পান্ধ। দিনের বেলায় গ্রন্থ সাহেব দরবারে থাকেন, আর স্থা্যোদয় হইতে সায়ংকাল পর্যান্ত সর্ব্বদাই সেখানে ধর্ম-मञ्जीज ও वाकना रय। जाकाली मन्नामीत्मत्र थामात्म श्रन्थ मार्ट्य तकनी यापन करतन। আকালীরা শিথ সন্ন্যাসী—যোদ্ধা সন্ন্যাসী—ইহারা শিথযুদ্ধে নির্ভীকতা দেখাইয়া শিখ-সৈত্তদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিত। এই প্রাসাদেই শিখদিবের দীক্ষাস্থান, গুরুগণের তরবারি আর অন্ত অন্ত যুদ্ধান্ত এই প্রাসাদে রক্ষিত আছে। অমৃতসরোবরের চার তীরই মার্কেলে আচ্ছাদিত। প্রবেশ দারে জুতা রাধিয়া যাইতে হয়। প্রবেশ করিতেই একটা অতি ুর্নির্দ্মিত চত্ত্র, সন্মুখে উল্লিখিত আকালী-প্রাসাদ। অমৃতসরোবরের চার তীর মার্কেল আচ্চাদিত আগেই বলিয়াছি। সে মার্মল আচ্চাদিত পথের চারদিকে আবার পাক। দর। ইহাও দরবারের অস্তর্ভুত। শিখ সরদার প্রভৃতিরা আসিয়া এখানে থাকেন। অনুতসরোবরের পূর্ব্বদেশে হুটী উচ্চ স্তম্ভ আছে। তাহাতে উঠিলে অমৃতসর নগর চারি-দিগে বিস্তৃত দেখিতে পাইবে। দীপাধিতা বা দেওয়ালীর সময় গুরুদরবার বড় চমৎকার দেখিতে হয়। স্নুদুর নগর ও গ্রাম হইতে শত শত লোক দরবারে দেওয়ালী দেখিবার জগু আগমন করে। লাহোর হইতে একবার দেওয়ালীর সময় আমিও ক্সমৃতসরে গিয়া-ছিলাম। দেখিলাম অমৃতসরোবরতীরে সহস্র সহস্র নরনারী বালকবালিকা। লাহোর হইতে দেখিলাম অনেকগুলি সাহেব ও মেম তামাসা দেখিতে আসিয়াছেন। দৃশ্য সত্য সতাই বড় সুন্দর। একে অমৃতসরোবর সুবিস্তীর্ণ—জলে ভরা, টলমল করিতেছে— হৃদয়ে মার্কেল নির্দ্মিত স্থবর্ণ আচ্ছাদিত গুরুমন্দির ধারণ করিয়া; তাহাতে সহস্র সহস্র প্রদীপ চতুপার্স্থে সরোবরতীরে ও সরোবরহুদয়ে, মার্কেল রাস্তায়, রেলের উপরে আলো দিভেছে।

গুরুদরবার দেখিয়া আমরা তাহারই পূর্ব্বপার্যন্থিত বাবা অটল নামক স্তম্ভ ও গুরুবাগ দেখিতে গেলাম। বাবা অটল দেখিবার উপযুক্ত—কেননা ইহার গড়ন ও নির্ম্মাণপ্রণালী এক রকম নৃতন। গুরুবাগে কিছু দেখিবার নাই। এখানে একটা পুকুর আছে, তাহার নাম কমলসর। গুরুগোবিন্দের স্ত্রীর নাম ছিল কমল—তাহারই নামে কমলসর এ পুকুরের নাম হইয়াছে।

গোবিন্দগড় নগরের বাহিরে একটি হুর্গ। রণজিং সিংহ আরাম ও আনন্দ উপভোগের জক্ম এই স্থাকিত (fortified) বাগান নির্মাণ করেন। এখন আর সে উচ্চ প্রাচীর নাই—ভূমিসাং করা হইয়াছে। সমস্ত পঞ্চাবে নাকি এমন স্থানর উদ্যান নাই। প্রাচীন সিংহছার, বুরুজ, প্রাসাদগুলি দাঁড়াইয়া আছে। একটা প্রাসাদ এখন ইংরেজদের কিতাবখানা ও পাঠগুহে পরিণত হইয়াছে।

চারশ বৎসর পূর্ব্বে অমৃতসর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। গুরু রামদাস অমৃতসর খনন করিয়া গুরুদ্ধার নির্মাণ করেন, এবং গ্রামের নাম রামদাসপুর রাখেন। রামদাসের পূত্র গুরু অর্জ্ব্র্ন এই স্থানকে শিখদিগের রাজধানী স্বরূপ করেন আর অমৃতসর নামশদেন। এখন অমৃতসরের লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ্ক, ব্যবসা বাণিজ্য উত্তর ভারতে আর সকল নগর হইতে অধিক। অমৃতসর শিখদিগের ধর্মক্ষেত্র—হিন্দুদের বেমন কাশী, মৃসলমানদের বেমন মকা, ক্রিশ্বিয়ানদের বেমন জেরসালম—শিখদের তেমনি অমৃতসর।

শ্ৰীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যার।

## শিশু-হারা।

হা বিধি !

কেনরে করিলি তারে চুরি ?

অভাব কি হ'য়েছিল স্বরণে মাধুরী ?

কি-ই সেথায় ছিলনারে

চাঁদের হাসির ধারে ?

তোর সে শোভার রেখা যেত না কি মিলে,
বিনে কচিমুখ-খানি, মাঝেতে না দিলে ?

বুক-খাঁধা বাছ-ছাটি,

বুকের সঙ্গেতে টুটি,

জুড়ে দিলি কার—

ছিড়েছিল হেন শাখা কোন্ লভিকার ?

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ!
কোন্ হরিশীর, শিশু ছিল আঁথি-হারা ?
পেয়ে ছটি টানা চোথ, পুন হ'ল থাড়া!
কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোছনা-হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী স্রোত থেমেছিল ভূলে ?
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে!
কোন্ অপ্সরীর বীণা
হ'তেছিল স্থর-হীনা 
আধ-আধ বুলি দিলি ফাঁকে ফাঁকে তার!
বিষয় দেবতা-কুলে ভূলাতে আবার!

ર

বাছারে!

কেন্সর্গ-রঙ্গভ্যে

কত মুখ তোরে চ্যে!

সে হাসির রাশি মাঝে খুঁজিদ্ কি কারে?
পেরেছে কি হেন কেহ,
জানে জননীর স্নেহ?

ধেমন জানিস্ তুই জানায় তোমারে!

শত কোল ঘুরে ঘুরে,
আছ কোন্ স্বপুরে?

আকাশের কোন্ তারা হ'ল তোর ম্বর?

—জীবন-শাশানকূলে
ব'সে আছি বড় ভূলে

চেয়ে আকাশের পানে! অঞ্চ দর দর!

সম্মুধে অনন্ত শুহা, অপার সাগর!

প্রীঅক্ষরকুমার বড়াল।

#### ছুখের গান।

আমরা যাব না তুমি যাও, সেখানে সুখ যদি পাও। আমারি প্রাণ আজি বিষাদে ডুবে আছে, সেখানে কোথা যাব---দাঁড়াব কার কাছে ? গভীর শোক-মাখা কাতর মুখ পানে, চাহিতে এক জনো নাহি ত সেই খানে। শরীর প্রাণ নিয়ে সেখানে আছে যারা, সুখেরি আলাপনে নিয়ত থাকে তারা। ় দেখিতে স্থখ হুখ তাহারা পাশাপাশি, চাহে না—চাহে শুধু স্থবেরি হাসাহাসি। একটী হুখী প্রাণ সেখানে গেলে ভেসে, অমনি শত মুখে উড়ায়ে দেয় হেসে।

মর্ম কথা মোর জানাতে সেথা গেলে, দ্বণার হাসি দিয়ে দেবে তা ছুড়ে ফেলে। চাবে না এক জনো এ মোর মুখ পানে, বরঞ্চ শত শেলে বিঁধিবে মোর প্রাণে। আমি গো নিদাৰণ मत्नित्र वाथा नित्र, চাহিয়ে কার মুখ দাঁড়াব কোথা গিয়ে ? জুড়াতে সেথা প্রাণ যদি হে আশা পাও, আমারে স্থায়োনা তোমরা সেথা যাও। क्षश्याद्य नित्र আমি এ তুখ-জাল, অাধারে কেনে কেনে কাটাব চিরকাল !

শ্ৰী নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য

## মহারাজা নন্দকুমার ও স্থপ্রীমকোট'।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

মহারাজা নলকুমারের পত্রথানি আদেয়াপাস্ত কোন্সিলের সমুখে পৃঠিত হইলে, কোন্সিল সেই মূল পারসীথানির পুনর্কার বিশুদ্ধরূপে অনুবাদ করিবার জ্ব্যু ভাঁছাদের মূল-অনুবাদককে প্রদান করিলেন।

যতক্ষণ পর্যান্ত নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রখানি পড়া হইতেছিল, ততক্ষণ হেষ্টিংম স্থিরকর্ণে ও দৃঢ় মনোযোগের সহিত, তাহার আনে্যাপান্ত শুনিতেছিলেন। ওঁাহার মুখ-মণ্ডলে ক্রমানুষায়ী নানাপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছিল। পত্রপাঠ শেষ হইয়া গেলে, তিনি সহসা মৌনভঙ্ক করিয়া ফান্সিন্ সাহেবকে জিজ্ঞাদা করিলেন—" আপনি ইতিপূর্ব্বেই সভার সমক্ষে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যে নদকুমারের প্রোল্লিথিত বিষয় সমূহের কিছুই আপনি জানেন না। আমি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগ আনিবার অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোন কথা পূর্ন্ব হইতে জানিতেন কি না ? আমি নিতান্ত কৌতুহলপরবশ হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" ফুান্সিন্ সাহেবু ইহার উত্তরে বলিলেন—"কোম্পানীর মন্ত্রী-সভার প্রধান সদস্য হইয়া— কাজের কথা ব্যতীত, কেবল কোন ব্যক্তিবিশেষের কৌতুহল চরিতার্থ জন্য—আমি এ প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তবে গবর্ণর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে আমি এই পর্যান্ত বলিতে পারি, নন্দকুমার যখন অভিযোগপত্র আমার নিকট পাঠান, তাহার পূর্ব্বসূচন। ও আত্মঙ্গিক কার্য্যকলাপ দেখিয়াই আমি অনুমান করিয়াছিলাম বে সম্ভবতঃ সেই পত্রখানি গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোপপূর্ণ। পত্রমধ্যে কি লিখিত ছিল—বা অভিযোগের বিষয়গুলি কি—তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথা জানিতাম ন।।"\*

ফ্রান্সিন্ সাহেব ধবর্ণরের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিলে সেই দিনের জন্ম সভার অন্যান্ত কার্যাবলী শেষ হইলে সভাভঙ্গ করা হইল। ভবিষ্যতে বে ভরানক বজ্ঞের স্ত্রপাত হইবে অদ্যকার সভায় তাহারই জন্ম বুঝি ভূমি পরিক্ ত্রুকরা হইল। মহাঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ বিশ্বতপ্রমাণ কালমেম অদ্যকার কৌন্সিলের কার্য্যগুণে উদিত হইল। এই বিম্বতায়তন মেম্বর্গুত কুমশং বর্দ্ধিত হইয়া বে মহাপ্রলয়ঙ্করী ঝটিকা সম্থিত করিয়াছিল—ও সেই ঝটিকার প্রবল ঝঞ্জায় মহারাজা নক্ষুমারের সমুজ্জল জীবন দীপ নির্ব্বাণিত হইয়াছিল—ইহাই আম্রা ক্রমশং পরিক্ষুট করিতে আরম্ভ করিব।। •

১৩ই মার্চ্চ, মন্ত্রীসভার পুনরাধিবেশন হইলে সেক্রেনীর সাহেব জ্ঞার একথানি পত্র কৌন্সিলের স্বভ্যগণের সমুখে রাখিলেন। এই পত্রখানি মহারাজা নক্তুমারের নিকট

<sup>\*</sup> বাঙ্গালার তদানীন্তন গুপ্তমন্ত্রণা সভায় ইহার পর হইতে নন্দক্মারের অভিযোগ লইয়া প্রতি অধিবেশনে যে সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার আদ্যোপান্ত আমরা ক্রমশঃ উদ্বত না করিয়া নন্দক্মারের চরিত্র পরিস্কুট করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র । আরও ইহা দারা তৎকালে মকোন্সিল গবর্ণরেরা কি প্রকারে কোন্সিলের কার্য্যাদি নির্বাহ করিতেন তাহারও বন্দেষ্ঠ আভাষ পাওয়া ষাইবে। পাঠক এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে পাঙে ধর্যাচ্যুত হন ইহাই আমাদের প্রধান ভব।

<sup>†</sup> Bengal Secret Consultations March 11.

হইতে আসিয়াছিল ও পূর্ব্ব পত্তের ক্রায় ইহাও সক্টোন্সিল গবর্ণর জেনারেলকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। নন্দকুমার তাঁহার বিতীয় পত্রে লিখিতেছেন—

"আমি আপনাদের নিকট ১১ই তারিখে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব গত কয়েক বংসরের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। উক্ত পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কোন অংশই আমি পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না। পরিবর্ত্তন করা দূরে থাক্, উক্ত পত্তে ষাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার ষথার্থ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আপনাদের অনুমতি পাইলে, আমি নানাবিধ অকাট্য লিখিত প্রমাণসহ মন্ত্রীসভার সাম্ব্রে উপস্থিত হইয়া, আমার অভিযোগোক্ত বিষয়গুলি যে প্রকৃত তাহা প্রমাণ করাইয়া দিব। আত্মসন্মানরক্ষা ব্যতীত এরপ বলিবার আমার আর অন্ত কোন উদ্দেশ্য নাই।''

" যাহাতে বাঙ্গালায় কোম্পানীর ঐশ্বর্যা ও প্রতাপ বৃদ্ধি হইয়া সেই সঙ্গৈ স্থশাসনের প্রাহুর্ভাব হন্ধ--ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। যথন ক্লাইব, কাটিয়ার, ভান্সিটার্ট প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরেরা বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া হেটিংসের ন্যায় রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথন আমি তাঁহাদের সর্ব্বদাই এই কথা বলিতাম যে কোম্পানীর কর্মচারিরা কেবল নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও ধনাগমের পথ-পরিষ্কার করিতে সদাসর্ব্বদা চেষ্টা করিলে দেশের ও সাধারণ প্রজাবর্গের অত্যন্ত কট্টবৃদ্ধি হইবে। কোম্পা-নীর কর্মচারিদিগের প্রথম কর্ত্তব্য এই, ষাহাতে কোম্পানীর রাজস বৃদ্ধি ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়া রাজস্ব ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার 📷 আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা আবশুক বিবেচনা করিয়া আমায় তজ্জন্ত অনুরোধ করাতে আমি তাঁহার অভিমত কার্য্য আরম্ভ করি। যতদিন পর্যান্ত না কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল, ততদিন পর্যান্ত হেষ্টিংস আমার উপর অত্যন্ত সম্ভষ্ট ও অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যদিদ্ধি হইয়া গেলে আমার সহিত আয় তদ্রপ ব্যবহার না করিয়া অন্ত পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি ইহার পুর আমাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন না। জানি না কি উদ্দেশ্য পরিচালিত হইয়া হেষ্টিংস এই সময়ে আমার মহিত মিত্রভাব ত্যাগ করিয়া শক্ততাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন! সাধারণ প্রজার ও দেশের ঐর্খণ্য ও শান্তিবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তিনি নিজের স্বার্থকেই এ পর্যান্ত তাঁহার রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ও তাঁহার অতীত শাসনকাল কেবল নিজ স্বার্থসাধনেই ক্ষেপণ করিয়াছেন। আপনারা আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের লিখিত বিষয়গুলির আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া, যাহাতে দেশের ও প্রজারন্দের ও কোম্পানীর সুখসজ্জন বৃদ্ধি হয় এইরূপ ভাবে কার্য্য করেন—ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

अधे बार्क, ange; মহারাজা নলকুমারের সহী ও মোহর ]

এই অভিযোগ পত্রথানি পাঠশেষ হইলে কর্ণেল মন্সন সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে মহারাজা নক্তুমারকে—জাঁহার ৮ই তারিখের পত্রোল্লিখিত বিষয় সমূহের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবার জম্ম—বোর্ডের সমুখে প্রমাণ-সহ উপস্থিত হইতে বলা যাউক। প্রবর্ণর জেনারেল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক স্থুদীর্ঘ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলেন, সেই প্রভ্যুত্তরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ টুকু—নিয়ে উদ্ধৃত হইল। হেষ্টিংস বলিলেন—

" নন্দকুমারকে Boardএর সন্থা ডাকিয়া আনিবার প্রস্তাব অন্যান্য সভ্যগণ কর্তৃক সমর্থিত হইবার পূর্কেই আমি বলিয়া রাখিতেছি যে নক্তুমার আমার অভিযোক্তা রূপে বোর্ডের সন্মুখে উপস্থিত হইবেন ইছা কখনই আমি প্রাণান্তে সহু করিব না। কোম্পানীর অধিকারস্থ প্রধান শাসনকর্তার পক্ষে কোন্ কার্য্য সন্মানজনক ও কোন্ কার্য্য দ্বারা তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতা রক্ষা হইতে পারে তাহাও আমি জানি। আমি কখনই এই বোর্ডের সন্মুখে সামান্ত অপরাধীর ন্তায় বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইব না. বা এই বোর্ডের মেম্বরগণকে আমার চরিত্রের ও কার্য্যকলাপের বিচারক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। কার্য্যগতিকে আমায় এ কথাও প্রকাশ করিতে হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে মহারাজা নলকুমারকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোক্তা জ্ঞান না করিয়া কর্ণেল মন্সন, জেনারেল ক্রেভারিং ও মিঃ ফ্রান্সিদ্রেই আমি প্রকৃত কার্য্যকারক বলিয়া বিবেচনা করি। নন্দ্রমার কেবল উপলক্ষ মাত্র। **আমি আইনের প্রকৃত মর্মানুসারে এই কথা প্রমাণ** করাইতে পারি না বটে কিন্তু মনের বিশ্বাসাকুসারে বলিতে গেলে ইহাদিগকেই আমার প্রকৃত অভিযোক্তা বলিয়া বিবেচনা করি। স্থামি আমার এই প্রকার বিধাসের জন্ম পরে কারণ নির্দেশ করিব। কলিকাতায় কৌন্সিলের উল্লিখিত মেম্বরগণের উপস্থিত হইবার পর মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশন হইতেই ভাহারা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া আমার কার্য্য সমূহের প্রতি বৈরিতাচরণ কয়িতেছেন। গবর্ণর জেনারেল হইবার পূর্কের আমি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইহাঁরা তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। আমি তাহাদের ক্ষমতার এই প্রকার অন্যায় পরিচালন সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে পত্রও লিখিয়াছিলাম। তাঁহারাও পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতেই স্বস্ব পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক অনেক পত্রাদি বিলাতে ডাইরেকুটারদিগের নিকট পাঠান হইয়াছে। বভ্নান-ষ্টনাসমূহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ পূর্কোক্ত উপায় পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন পম্বা অবলম্বন করতঃ আমায় আক্রমণ করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন। আমাদের মধ্যে পূর্বের যে অনৈক্যতা ছিল তাহা কেবল রাজস্ব ও রাজ্যমধ্যে অন্য প্রকার ব্যবস্থাদি প্রণয়ন ও প্রচলন স্বৰেষ। কিন্তু এক্ষণে ইহাঁরা পূর্বভাব পরিত্যাগ পূর্বেক, কেবল আমাকেই প্রকৃত-পক্ষে আক্রমণ করিয়া সাধারণের চক্ষে আমায় হেয়ও অত্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই গভীর উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল কতকগুলি সহায়**ও** 

জুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহারাজা নন্দকুমার, ফাউক সাহেব, রূপনারায়ণ চৌধুরী\* ও বর্জমানের মহারাণীই উল্লেখবোগ্য।

"নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রখানি—ফ্রান্সিদ্ সাহেব নিজে হাতে করিয়া আনিয়া কৌলিলের সমক্ষে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি নিজ মুথেই স্বীকার করিয়াছেন যে মহা-রাজা তাঁহার বাটীতে আসিয়া স্বয়ং তাহাকে এই অভিযোগ পত্রথানি কৌন্সিলে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সিস সাহেব কৌনিলের একজন সভ্য, স্থুতরাং ভাঁহার পদোচিত ক্ষমতা ও কর্ত্ব্য অনুসারে এ প্রকার অভিযোগ পত্র গ্রহণ করিতে পারেন একথাও নলকুমার তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন, ও ফালিস সাহেবও রাজমন্ত্রীর কর্ত্তব্যানুরোধে সেই অভিযোগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহা মন্ত্রণাসভায় পেশ্ করিয়া-ছেন। তিনি নিজ মুথেই স্বীকার করিয়াছেন যে পত্রখানি যখন মহারাজা নলকুমারের ত্যায় দেশের একজন উচ্চপদত্ত, সম্রান্ত, ও বিশ্ব দম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছে তখন সে প্রকার আবেদন পত্র গ্রহণ না করিলে কুর্ত্তব্য হানি ও তাঁহার চরিত্রে দোষা-রোপ হইতে পারে। কৌন্সিলের সন্মুখে অনুমোচিত পত্রখানি রাখিরার সময়,তিনি পত্র-মধ্যস্থ কোন বিষয় অবগত নহেন একথাও বলিয়াছেন। আমার বোধ হয় ডিরেক্টারেরা ও অক্সান্ত কর্তৃপক্ষীয়েরা ফ্রান্সিসের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ তিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন সেইভাবে লইবেন না। তাঁহার। এই সমস্ত কার্য্য অগুভাবে বুঝিয়া লইবেন। আরও নন্দকুমার নিজে জেদ করিয়া ফ্রান্সিদের হস্তে এই প্রকার পত্র পাঠাইতে চেষ্টা করায় নিতান্ত ঔদ্ধত্য ও প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছেন। ফান্সিস্ সাহেবেরও বোঝা উচিত ছিল যে এ প্রকার অভিযোগ পত্র নিজ হাতে লইয়া গিয়া, কৌলিলে পেশ করা তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্যভুক্ত নহে। একজন সামান্য হরকরা বা পিয়নের হস্তে এই পত্র প্রেরণ করিলে তাহা জনায়াসেই সেক্রেটারির দারা বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত। ফ্রান্সিন্ সাহেব ইতিপূর্ন্ধেই র্লিয়াছেন যে নদকুমারের পত্রখানি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ; ইহা ভাবগতিকে তিনি কতকটা হৃদয়ক্ষম করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার মনে এই প্রকার ধারণা হইয়াছিল তথন তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে এই পত্রোক্ত অভিযোগগুলির যথার্থতা যদ্যপি প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে ইহা গবর্ণরের পক্ষে ভয়ানক মানহানিকর কার্য্য (libel) বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রান্সিদ্ সাহেব এই প্রকার পত্র বোর্ডের সম্মুথে দিয়া একটী মানহানিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিপদাভি-মূথে ধাবিত হইতেছেন ইহা কখনও রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্য নহে।"

<sup>\*</sup> রপনারায়ণ চৌরুরী বর্দ্ধমানের রাজ সংসারে দেওয়ানি করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের নামে জাল মোকর্দ্ধমার ইনি Defence পক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষী। বর্দ্ধমানের মহারাণীর অভি-যোগের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বলিতে গেলে স্থানসংক্ষ্ লান হইবে না: স্কুতরাং হৈ ষ্টিংসের এই সমস্ত কাগ্য সমালোচনা করিবার সময় আমি অভি সংক্ষেপে এ বিষয়ে গুই চারিটী কথা বিশিব।

" আমি Boardএর সন্মধে আরও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে নলকুমার আমায় আক্রেমণ কবিবার জন্য এই সকল অভিযোগ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ইহা আমি বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে নদ-ক্মারের চক্রান্ত করিবার কুটবুদ্ধি ও কৌশলঙ্গাল ষতটা প্রবল সেই সমস্ত গোপনীয় মন্ত্রণা সাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিবার ক্ষমতা তদ্রপ নহে। আমি কোন লোকের নিকট হইতে, কোন বিশেষ স্থাত্তে, আমার নামে অভিযোগোক্ত বিষয়পূর্ণ চুইখানি কাগজ দেখি-য়াছি—আরও শুনিয়াছি স্বয়ং মহারাজা নন্দকুমার এই সমস্ত কাগজপত্র লইয়া মন্সন সাহেবের বাটীতে গিয়া বহুক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিয়া, অভি-বোগোল্লিখিত বিষয়গুলির মর্ম্ম তাঁহাকে জনয়ন্তম করাইয়া দেন। আমি বাহা গুনিয়াছি তাহাই বলিলাম, কিন্তু আমার শ্রুত ঘটনাটার অধিকাংশই যথন নলকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার সহিত অনেকাংশে মিলিতেছে, তখন আমি উপরোক্ত জনশ্রুতি বিখাস করিতে আরও অগ্রসর হইতেছি। আমি এই সমস্ত কথা কোম্পানীর গুপ্তমন্ত্রণা সভার অন্যান্য ঘটনাবলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া যে অপরাধ করিলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কর্ত্তপক্ষীয়েরা ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা, এইরূপ করার জন্য আমায় মার্জ্জনা করিবেন। মন্সন সাহেবের সহিত মহারাজা নক্তমারের কোন সময়ে উল্লিখিত প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহার ঠিক সময় আমি বলিতে পারি না। আমার শারণ হইতেছে Bute নামক জাহাজে যে সময়ে কাগজপত্র ও রাজ্য সম্বন্ধে চিগ্রী-পত্রাদি বিলাতে পাঠান হয় সেই সময়ে এই প্রকার ঘটিয়াছিল। সেই সময় আমি যে অভিবোগপত্র দেখিয়াছিলাম তাহার তুলনায় বর্তুমান অভ্রিষাগ পত্রের মূল অংশে যথেষ্ঠ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মূল অভিযোগপূর্ণ যে কাগজখানি প্রথমে মন্সন সাহেবকে দেখান হয় তাহার একথানি পারসী নকল আমি পাইয়াছি ও সময়ে আবশুক হইবে জানিয়া একথানি অনুবাদও প্রস্তুত করাইরাছি। আমার ইচ্ছা যে অদ্যকার সভার কার্য্যবিবরণী মধ্যে এই অনুবাদখানিরও একটা লিখিত নকল রাখা হউক। আমার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই, যদি কথন আমার উর্দ্ধতন কর্মচারিরা বা দেশের লোকে, এই সমস্ত কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন তাহা হইলে ইহা দেখিয়া সহজেই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে ন্দকুমারের বর্ত্তমান অভিযোগ পত্রের বিষয়গুলি, মৎক্থিত অনুবাদিত পত্রের বিষয়গুলি হইতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর কর্ণেল মন্সন ও মহারাজার সম্বন্ধে উপরোক্ত জনঞাতিতে বিশ্বাস করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি কি না, ইহাও তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

"নিজের মনের বিশ্বাস অনুসারে আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে যাঁহারা আমার বিচারক রূপে এই সভামগুপে বসিয়াছেন তাঁহারাই আমার প্রকৃত অভিযোক্তা। আমার শাসন কালের প্রথমাৎশ হইতেই এই Boardএর উপর আমার যে ন্যায্য ও আইনসম্বত

ক্ষমতাটক আছে নানা উপায়ে তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া সাধারণের নিকট আমায় ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন করিয়া উপহাসাম্পদ করিবার জন্য ইহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিঁন্ত বর্ত্তমানে ভাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় অন্যটীকে অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না। আমি কোম্পানীর অধিকার সমূহের প্রধান শাসনকর্ত্তা-ব্রিটিশ পার্লীয়ামেট ধারা ভারত শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ও নির্ব্বা-চিত—আপনাদিগেরও সর্ব্বোদ্ধতন কর্মচারি—আমি সামান্য মনুষ্টের ন্যায়, সামান্য অপ-রাধীর ন্যায়. আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব ও একজন নীচপ্রকৃতি ও হতভাগ্য ব্যক্তি এই বিচারস্থলে আমার অভিযোক্তারূপে দণ্ডায়মান হইবে ইহা কি আপনাদের অভিপ্রেত ৭ এই নীচ প্রকৃতির লোক কে তাহা কি আমায় আবার নামোল্লেখ করিয়া বলিতে ছইবে ? নলকুমারই আমার লক্ষ্য বস্তু। নীচ ও সাধারণ লোকদিগের মধ্য হইতে নল-কুমারের উপদেশে আমার বিকন্ধে আনীত অভিযোগগুলির বিচার জন্য যে সমস্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে তাহাদের জোবান বন্দী শুনিতে ও তহুত্তরে নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে এই সভান্থলে উপবিষ্ট হইব ইহাই কি আপনাদের ইচ্ছা ? আমি কখনই এ প্রকার ভাবে বিচারপ্রার্থী হইয়া আপনাদিগের সম্মুখে বসিব না। আপনাদের ইচ্ছা হয় আপনারা একটা নূতন সমিতি সংগঠন করিয়া জ্যামার অতীত কার্য্য সমূহের বিচার করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন—এই প্রকার সমিতিতে আপনারা ষদুচ্ছা আমার বিচার করিতে পারেন। কিন্তু আমি পুনরায় বলিতেছি বোর্ডে কখনই আমি অপরাধীবেশে নন্দ-কুমারের সামুখে উপবেশন করিব না এবং বোর্ডকেও তাহার জোবানবন্দী লইতে দিব না। এইরপে জোবানবন্দী গ্রহণ কুরিবার বোর্ডের সদস্যগণের কোন ক্ষমতাই নাই ও আমার চরিত্র সম্বন্ধে চুর্বাক্য প্রয়োগ ও আমাকে অপমানিত করা ভিন্ন এ প্রকার কার্য্যের অন্য আর কোন উদ্দ্যেশ্রই থাকিতে পারে না।" \* \* \* গবর্ণরের মন্তব্য শেষ হইয়া গেলে মন্ত্রী সভার সভ্যগণের মধ্যে মহাবাক্বিতঞা উপস্থিত হইল। আমরা নিমে তাহা ফাবিকল উদ্ধৃত করিলাম া

কর্নেল সক্ষন। আমি সম্মানের সহিত গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি তিনি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র শুলি লইয়া আমার নিকট আসিরাছিলেন ও অভিযোগোক্ত বিষয় গুলি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ? এ বিষয় বোর্ডের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতে তাঁহার বোধ হয় কোন আপত্তি নাই ?

গবর্ণর জেনারেল। আমি কর্ণেল সাহেবের এই প্রশ্নকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। কর্ণেল সাহেব বোধ হয় বেশ জানেন—যে তিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সভার এক জন সভ্য। এই সভার অন্যান্য সভ্যগণের ন্যায় তাঁহারও পদোপযুক্ত একটু বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে ব্যক্তি আমায় গ্রাহার সহিত নন কুমারের সাক্ষাতের কথা বলিয়াছে আমি তাহার নামোল্লেখ করিব না। হয়ত কর্ণেল মন্সন তাহার নাম জানিতে পারিলে তাহার উপর জাতক্রোধ•হইতে পারেন। স্থতরাং সেই ব্যক্তিকে কর্ণেল সাহেবের ক্রোধমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এন্থলে আমি তাহার নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।
আর আমার মতে কর্ণেল সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান প্রস্তাবটী কিরংক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা
করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে এই প্রকার প্রশ্ন করা এন্থলে তাঁহার
অন্যায় হইয়াছে। কর্ণেল সাহেবের নিকট মহারাজা নন্দকুমারের সাক্ষাং সন্থলে যাহা
শুনিয়াছি তাহা আমি এই মাত্র বলিয়াছি এ প্রকার জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিবার সম্বন্ধে
উপরোল্লিখিত কারণ কয়েকটী ছাড়া আর ও তুই একটি বিশিপ্ত কারণ আছে। মন্ত্রী সভার
অন্যতম সভ্য Barwell সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিষয় আরও দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন হইবে। তজ্জন্য আমি বারওয়েল স্নাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তিনিও আমার
ন্যায় সেই সময়ে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না ?''

এই প্রশ্নের উত্তরে বারওয়েল সাহেব\* উঠিয়া বলিলেন "আমিও গবর্ণর সাহেবের ন্যায় মহারাজা নলকুমারের সহিত কর্ণেল সাহেবের সাক্ষাং সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। যে অভিযোগের একখানির নকল গবর্ণর সাহেব অদ্য Barwellকে দেখাইয়াছেন সেইরূপ আর এক খানি নকল আমার নিকট আছে।"

কর্ণেল মন্সন। আমি গবর্ণরকে বোর্ডের সন্মুখে নন্দকুমারের সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই মাত্র যে প্রশ্ন করিলাম যখন গবর্ণর সাহেব তাহার কোন সহত্তর দিলেন না তখন আমি আর ঐ প্রশ্নের প্নরুখাপন বাসনা করি না। আমার বিশ্বাস এই সাধারণ লোকে গবর্ণরের বাক্যে যে প্রকার বিশ্বাস করিবে, মন্ত্রীসভার একজন সাধারণ সভ্যের বাক্যেও তদ্রুপ আছা প্রদর্শন করিবে। এই জন্য আমি বোর্ডের স্মুক্তে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি যে গবর্ণর ও বারওয়েল সাহেব উভয়েই এই বিষরে প্রকৃত তথ্য পান নাই। আমি পারসী বা অন্য কোন দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন পত্র নন্দকুমারের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত পাই নাই বা দেখি নাই। এমন কোন কাগজ এ পর্যান্ত আমার হস্তগত হয় নাই যাহাতে গবর্ণরের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগের উদ্বেশ্ব আছে।\*—[ক্রমশঃ।]

<sup>\*</sup> ইনিই সৈই ঢাকার তন্তবায় দিগের সর্ব্বনাশকারী বারওয়েল সাহেব। হান হেপিং-সের প্রিয় মিত্র ও সর্ব্ব কার্য্যে সমর্থক ও সহবোগী।

<sup>\*</sup> Bengal Secret Consultations.

### ভত্বমি ।

তং-ত্ম্-অমি' বেদের এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থটী কি ইহা লইয়া অবৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদীগণের মধ্যে বিবাদ আছে; সে বিবাদ যেমন আছে তেমনি থাক, সে বিবাদ ভঞ্জন করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নহে। আমি "তত্বমসি" কথাটী ভালবাসা শিক্ষার মুল্মন্ত স্বরূপ বুঝি।

তৎ-ত্বমৃ-অসি অর্থাৎ ত্মিই তাই। আমি যারে খুঁজি, যে স্থলরের সৌন্দর্য্যে আমি
মিশিতে চাই, তুমিই তাই—এই জ্ঞানটী ষিনি পরিক্ষুট করিতে শিথিয়াছেন তিনিই ষ্থার্থ
ভালবাসা শিথিয়াছেন; আমি বলি তিনিই 'তত্ত্বমসি' মহারাক্যের মর্ম্ম জনয়ন্ত্বম করিতে
শিথিয়াছেন।

" মনের মান্ত্র খুঁজতে এমে হলেম দিশে হারা প্রাণে মারা যাইলো শেষে।"

বাউলদের এই একটা পান আছে। এই গানটির এই কথাগুলির ভিতর বড় পভীর ভাব আছে। এই জীবনে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া অবধি সদাই মেন কাহাকে খুঁ জিতেছি; কি যেন একটা বড়ই অভাব রহিয়াছে, কিন্তু কিন্দে যে সে অভাব প্রিবে বুঝিতে পারিতেছি লা। মাহখেতার বিরহে পুগুরীক আছেছাদ সরবরের তীরে প্রাণ হারাইয়া পরজমে বৈশম্পায়ন নাম ধারণ করিয়া মধন ঘটনাক্রমে আবার সেই আছেছাদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার মনের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, মানুষ মাত্রেরই জীবনে সেই রকম্একটা ভাব—অজ্ঞাত কারণ বশে মনের একটা চাঞ্চল্য ভাব—সদাই বিরাজমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তবে কোন চিত্তে বা সেই ভাব প্রস্কুটিত, কোথাও বা লুক্লায়িত। আনুষের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ইহাই মনে হয় যে এই সংমারে আসিয়া মনের মানুষ খুঁজিয়া লওয়াই মানুষের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষ খুঁজিতে জানে না বলিয়া খুঁজিয়া পায় না; শেষে দিশেহারা হইয়া প্রাণে মারা যায়।

আমার মনের মানুষ আমার মনের ভিতর রহিয়াছে, আমি বাহিরে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু মনের ভিতর কখনও খুঁজি নাই তাই মনের মানুষ খুঁজিয়া পাই নাই । তোমরা যদি কেহ মনের মানুষ খুঁজিবার জন্ম অধীর হইয়া থাক ভবে অন্তরের ভিতর অবেষণ করিতে থাক; ভিতরের অন্ককার যতই দূর করিতে পারিবে ততই কেথিবে বে তোমার কলনাপ্রটে একটী ফুলর পুরুষের প্রতিবিদ্ধ ক্রমে ক্রমে পরিক্ষুট হইতেছে। ইহাকে ভাল করিয়া চিনিতে শিখ। এই দৈবতাই তোমার মনের মানুষ; ইহাকে অন্তরের আড়াল করিও না। মন্ত্ৰবলে মনোমর দেবতাকে শরীরী পদার্থে আবিভূতি করিতে সক্ষম হওয়া যায়। মনের মানুষকে যদি বাহিরে আবিভূতি করিতে চাও তবে 'তরমসি' এই মন্ত্র সাধনা করিতে শিখ। কর্মাণ্ডকে যাহার সহিত বাঁধা থাকা নিবন্ধন এ জন্মে যাহার সঙ্গী হইয়া চিরজীবন কাটাইবে মনস্থ করিয়াছ সেই মূর্জি সমক্ষে রাখিয়াঃ তোমার ইচ্ছাবলে সেই মূর্জিতে তোমার দেবতা আবিভূতি হইয়াছেন ভাবিয়া লইয়া 'তৃমিই সেই' 'তৃমিই সেই' 'তৃমিই সেই' 'তৃমিই সেই' এই মন্ত্র জপ করিতে থাক। এই পূজাপদ্ধতি অনুষায়ী কর্ম করিলে তোমার দেবতা বাহিরে আবিভূতি হইবেন।

মনের মতৃন স্থলর বাহিরে মিলে না। যদি বাহিরের স্থলরের সহিত কথা কহিতে সাধ থাকে তবে স্থলর গড়িয়া লইতে হইবে। যাহার সক্ষে সদা সর্বদা থাকিতে হয়, কথোপকথন করিতে হয় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে দে মল থাকিলেও ভাল হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহাকে মল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইলেও মল হইয়া দাঁড়ায়। যদি কাহাকেও তোমার ভালর আদর্শের আয় ভাল করিতে চাও তবে তাহাকে সেই রকম ভাল বিলয়াভাবিয়া লইতে হইবে। যাহাকে ভাল বিলয়াভাবিবে তাহার সহিত ব্যবহার, কথাবার্তাও ভাল ভাবেরই হইয়া থাকে। আদর্শ স্থলরের সক্ষে মনে মনে তুমি যেরপে ভালবাসা-মাথা কথা ও ব্যবহার করিতে ভালবাস, বাহিরের সঙ্গীর সহিতও যদি সেইরপ ভালবাসা-মাথা ব্যবহার ও কথা কহিতে শিখ, তবে তোমার সেই ভালবাসা, সেই কথা ও সেই ব্যবহারের গুণে তোমার সঙ্গী বদ্ধ হইয়া পড়িবে, তশ্বন তুমি তাহাকে আত্তে আত্তে তোমার মনের মত্ব করিয়া গড়িয়া লইতে সক্ষম হইবে। শেষে দেখিবে যে তোমার মনের মাত্ব বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে। এইবারে তুমি তাহাকে "তং-তুমিদি" বলিয়া তোমার জীবনের চিরসাধ পুরাইতে সক্ষম হইবে। থিনি এইরূপ 'তর্মদি' শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে। থিনি এইরূপ 'তর্মিদি' শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে।

এখন একটা কথা আছে। যাহাকে মল বলিয়া বুঝিতেছি, তাহারে ভাল ভাবিয়া লইয়া তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিব, এরপ ব্যবহার কপটাচার কি না ? এরপ ব্যবহারের ভিতর অনত্য আছে কি না ? যদি কিছু অসত্য থাকে তবে এরপ ব্যবহার কথনও ধর্মন্দত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে এই জগতে মানুষ কথন মল হইতে পারে না। আমরা মানুষকে যে মল বলিয়া বুঝি সেইটিই আমাদের ভ্রম, সেইটিই মিথ্যা। মানুষ মাত্রেই স্থলর, তবে নানাবিধ ময়লায় জড়িত থাকায় আদত মানুষকে আম্বা চিনিতে পারি না। কাদামাথা ঝিলুকের ভিতর মৃত্যু আছে, যিনি মুকার আদর বুঝেন তিনি এই ময়লা ঝিলুককেও আদর করিয়া থাকেন।

থে মলায় মানুষকে কুংসিং করে সেই ময়লাকে ছণা করিও, কিন্তু মানুষকে ছণা করিও না। মানুষকে ভাল বাসিয়া, মানুষকে আদর তরিয়া, মানুষের মনের ময়লা দূর করিতে সতত সচেষ্ট থাক।

কর্ম ও কর্মকলের নিয়ম অলজ্বনীয়। তুমি যদি এক জনকে উন্নত দশার তুলিতে সচেই থাক তবে কর্মের ফলে তোমার আপনার উন্নতি ক্রমশই সাধিত হইতে থাকিবে। পরকে আদর্শ পুরুষের ন্যায় স্থলর করিতে গিয়া আপনি সেইরূপ স্থলর হইয়া দাঁড়াইবে। 'তত্ত্বমিন' বলিতে বলিতে 'সোহং' বলিতে শিখিবে, অর্থাৎ ''আমি যারে খুঁজি তুমিই সেই' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ইহা বুনিতে পারিবে যে আমি যারে খুঁজি আমি নিজেই সেই দেবতা।

কমলাকান্ত এক দিন কোকিলের ডাকে মুদ্ধ হইয়া কোকিলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "তবে কুহরবে সাধা গলায়, কোকিল এক বার ডাক-দেখিরে! কর্ণ নাই বুলিয়া আমার মনের কথা কথন বলিতে পারিলাম না। যদি তোর ও ভ্বনভুলান স্থর পাইতাম ত বলিতাম।" আমি এই কথা গুলির উপর আরও দুটি কথা বেশী বলিতে চাই। "শ্রোভা পাই নাই বলিয়া কর্ণের চর্চা কথনও হইল না, গলাসাধা হইল না বলিয়া আমার শ্রোভাও জুটিল না, এখন কি করি কোকিল বল দেখিরে! পাখী তোর ডাকে ভালবাসা মিশান আছে, তাই তোর স্থন্দর ডাকে লোকে আরুই হয়, আর আমার নীরস কর্কশ কথা কেউ শোনে না, পাখী এক ভালবাসা দে দেখিরে!"

' बीकृष्ण्यन मृत्थाशादाः

# ছইটা প্রাণীতত্ত্ব।

#### পिপोलिकारमत वर्गकान।

পিশীলিকাগণ আলোককে বড় ভয় করে। যথন তাহাদের বাসার কোন দিক অনার্ড করা বায়, তথন তাহারা মনে করে বুঝি কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তংক্ষণাং তাহারা তাড়াতাড়ি শিশুদিগকে লইয়া অন্ধকারার্ত স্থানে গমন করে। সার জন লাবক অনেক পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করিয়াছেন যে যদি তাহাদের বাসার অধিকাশণ স্থান অনার্ত থাকে, এবং ছোট একট্ট অংশ আরুত থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশুগণের সহিত পিশীলিকাগুলি সেই আরুত অংশে গমন করিবে। এই ভয়ের হেতু অবলম্বন করিয়া সার জন দেবিতে চাহিলেন পিপীলিকাগণ নানাবর্ণের প্রভেদ বুঝিতে পারে কিনা। সকলেই জানেন যে খেত বর্ণ স্ব্যালোকের একটা কিরণ যদি ঝাড়ের ত্রিকোণ বিশিপ্ত একটা কাচের ভিতর দিয়া চালান যায় তাহাহইলে সেই কিরণ বিভিন্ন প্রকার বর্ণমুক্ত সাতটি কিরণে বিভক্ত হইবে। এই কিরণ মালাকে spectrum কহে। এই স্পেক্টাম এক সীমায় লাল অপর সীমায় ভায়জ্লেট। লাল কিনারাটা আমাদের কাছে অন্যান্য বংহতে থ্ব পৃথক্ লাগে; ভায়লেট তত নয়। কিন্তু এই কিরণ মালাতে আমরা যতগুলি

কিরণ দেখিতে পাই তাহা ছাড়া আরো কিরণ আছে, যাহাদিগের কত্তকগুলিকে উত্থাপ কিরণ (heat rays) এবং কতকগুলিকে রাসায়ণিক কিরণ (chemical rays) বলা যায়। এই সকল কিরণ আমাদের দৃষ্টি হারা সীমাবদ্ধ না হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুলি লাল ও ছিতীয়োক্ত গুলি ভায়লেট কিনারা পর্যান্ত বিস্তৃত। এমতাবস্থায় সার জনলাবক পিণীলিকাদের দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টির ন্যায় একই প্রকার সীমাবদ্ধ কি না তাহা নির্দারণ করার জন্য নিমোক্ত পরীক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করেন। হুই খানি গ্লাস প্রেট ১৮০ইকি তকাং রাখিয়া—যেন পিপীড়াগুলি মুক্তভাবে নড়া চড়া করিতে পারে—তমধ্যে কতকগুলি সদ্যজাত শিশুকে মা বাপ সহিত রাখা হইল। তৎপরে নানা বর্ণের কাচ ততুপরি বাখিয়া দেখা গেল যে যদি একখানা ঈষং হরিদর্পের কাচ এবং এক খানা গাঢ় ভায়লেট বর্ণের কাচ পাশাপাশি রাখা যায়, তাহা হইলে পিপীলিকারা প্রথমোক্ত কাচের নীচে চলিয়া যায়ে। ইহা হারা এই প্রমাণিত হইল যে হরিদ্ধি আমাদের নিকট যত সক্ষ তাহাদের নিকট তার চেয়ে কম।

এই মীমাংসার পর লাবক মাহেব, ভাবিলেন "এখন দেখা যাক, যে রাসায়ণিক কিরণ গুলি আমাদের দৃষ্টির বহিভূতি তাহা তাহাদের কিরপ লাপে ?" পিপীলিকাদের বাসার ভিতরে স্পেকট্রাম নিজ্ঞেশ করিলে তাহারা রাসায়ণিক কিরণ ছাড়িয়া লাল রংএর নীচে চলিয়া পেল। ইহা হইতে কি মিদ্ধান্ত হইল ? এই ঠিক হুইল বে তাহারা রাসায়ণিক কিরণ গুলি খুব ভাল করিয়া টের পায়। আমরা সেই বর্ণের কোন ভাবই মনোমধ্যে অক্তিত করিতে পারি না।

### ২। -মৌমাছিদের আচার ব্যবহার।

বত লাস্ত্ৰসংখ্যক "বালকে" পিপীলিকাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সার জন লাবকের এক বক্তার সারাংশ অক্বাদ করিয়া দেখানগিয়াছে যে ইহাদের মধ্যে বেশ মায়ামমতা আছে। পীড়িতদিপকে স্থেকারেরা প্রাণ্টাৰে মত্ত গুজাবা করে। মৌমাছিদের প্রকৃতি তাহাদের বিপরীত। সারজন লাবক বলেন "যখন কোন মাছি মধুতে একেবারে সর্ক্র অন্ধ মাথিয়া ফেলে তখন অন্যান্য মক্ষিকারা তাহাকে বার বার চাটে ইহা আমি বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্ত আমি কখনও তাহাদিপকে একটা জলমগ্ন মক্ষিকার উপর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখি নাই। তাহাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহাত্ত্তি থাকা দ্রে থাকুক, তাহাুরা পরস্পরের স্থাত্থের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আমার মধ্যে মধ্যে তুই একটা মাছি মারিবার দরকার হইয়াছে। আমি কখনও দেখি নাই যে অন্য মাছিগুলি এই সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয়। একদিন একটা মাছি আর একটার পাথা সংলগ হইয়া মনু খাইতেছিল, এমন সময় পরীক্ষা করিবার জন্য আমি শেষোক্রটাকে খ্র টিপিযা ধরি। অপর মাছি তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বেশ হাইচিত্তে ও

নিশ্চিম্ত মনে মধু শ্বাইতে লাগিল। কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া সে জানে এমত বোধই হইলনা।

যখন আমার হাত উঠাইয়া নিলাম তখন আরও স্পষ্টরূপে বুঝিলাম, জীবিত মক্ষিকার
একটুও ভয় বা চুঃশ্ব হয় নাই। দ্বিতীয় আর একটী ঘটনাতেও এইরপ ঘটিয়াছিল।

আমি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি বে যখন কোন মক্ষিকা আহার করে, তখন যদি অন্ত কোন চুর্বল মক্ষিকা তাহার কাছে থাকে, তাহা হইলে সে তাহাকে ডানা দিয়া ধরিয়া রাখে এবং হাজার চীংকার করিবেও ছাড়ে না। ইহাতে বোধ হয়, ইহার। ত স্নেহশীল নয়ই বরং একে অন্যকে বিষ নজরে দেখে ।

আনেকে বলিয়াথাকেন মৌমাছিরা তাহাদের রাণী মক্ষিকার খুব ভক্ত। কিন্তু এ বৃত্তিও ত দের বেনী রকম আছে বলিয়া বোধ হয় না। একদা আমি কালরাণী বদলাইয়া তাহার হানে এক বৃদ্ধ রাণীকে কতকগুলি শ্রামিক অর্থাৎ পুরুষ মক্ষিকা সহ একটা মধুপূর্ণ বাক্ষে রাখি। ইহার পরদিন আমি কার্ফ্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করি। কয়েক দিন পরে বাড়ী আসিয়া দেখি মাছি গুলি রাণীকে অত্যন্ত শীর্ণ, অসহায় এবং চুর্দ্দাগ্রস্ত অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন পরে আমাদের খরের জানালার কাছে এক মৌচাকে কতকগুলি মাছি আসিয়াছে দেখিয়া, আমি উক্ত রাণীকে তাহাদের নিক্ট রাখি। চলা ফিরার সময় তাহার গায়ে অনেকেরই শরীর লাগিল; কিন্তু কেহ'কোন খবর নিল না।

মধু মহ্লিকাদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করিবার শক্তি নাই। লাবক তাহা এইরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাহার টেবিলের উপর এক খানা মধুচাক রাখিয়া তাহাতে একটা মৌমাছি ছাড়িয়া দেন। যদিও এই মাছি কতকক্ষণ পরে তাহার সঙ্গীদের কাছে যাইত, তথাপি ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এই এক, মাছি ছাড়া আর কেহ উক্ত চাকে আমে নাই।

মৌমাছিরা, পিপীলিকাদের অপেক্ষা একবর্ণ হইতে জন্য বর্ণ প্রভেদ করিতে পারে। ভাঁহারা কমলা বং অপেক্ষা নীল বংকে অধিক ভাল বাসে। একখানি কমলা বর্ণের ও এক খানি নীলবর্ণের কাগজের উপর মধু রাখিয়া ও কার বার উহাদের ছান পরিবর্ত্তন করিয়া সারজন লাবক দেখিয়াছেন বে মৌমাছিরা ফিরিয়া ফিরিয়া নীল রংএর কাগজন্থিত মধু খার। হ, চ, ।স।

### মাধবাচার্য।

কর্ণাট দেশের মধ্যে তৃঙ্গ ভজা নদীর তীরে পম্পা নামে এক পুণ্যক্ষেত্র আছে। রামায়ণের সময় এই পম্পাক্ষেত্রে এক পবিত্র সরোবর ছিল, কাল কালান্তর অতীত হওয়ায় সরোবরটী এখন ক্ষেত্রাকার ধারণ করিয়াছে। হতরাং সে স্থান এক্ষণে পম্পাক্ষেত্র বনিয়া অবিহিত হয়। শশ্পাক্ষেত্রের সনিকট প্রদেশে বিজয় নামে নগর ছিল। অতি আদিম কালে এই স্থানকে কিন্ধিন্ধ্যা বলিত। নামায়ণ-প্রসিদ্ধ কিন্ধিন্ধ্যা কাল সহকারে বিজয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল; একণে আবার তাহা গোলকোণ্ডা নামে খ্যাত হইয়াছে। রামায়ণ-পাঠী পাঠক বদি জানিতে চাহেন, কিন্ধিন্ধ্যাপুরী কোথায় ছিল, তাহাঁদের শিক্ষার জন্ম আমরা বলিয়া দিতেছি, বর্তুমান পোলকোণ্ডাই রামায়ণের কিন্ধিন্ধ্যা।

গোলকোণ্ডা দেশে বিরূপাক্ষ নামক মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির আছে। মহাত্মা মাধবাচার্য্য এই ছানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানজ্যোতির ছারা পৃথিবী আলোকিত করিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডিত্যদৌরভ পৃথিবীর সর্কাত্রই পরিব্যাপ্ত, তংকারণে ইনি কোনও দেশে অপরিচিত নহেন। এই মহাত্মা মাধব, মাধবাচার্য্য, মাধবার্য্য, ও মাধবামাত্য,—এই কয়েক নামে বিখ্যাত ; কথন কথন ইনি রাজ আখ্যায়ও উল্লিখিত হইতেন। ইনি কর্ণাটদেশীয় বহুবংশীয় রাজা বুকদেবের কুলগুরু ও মন্ত্রসচিব ছিলেন, তৎকারণে ইনি আমাত্য সম্বোধনে সম্বোধিত হইতেন, কথন বা রাজা আখ্যাও প্রাপ্ত হইতেন। এই মহাত্মার মহাজীবনের ইতিহাস অত্যন্ত অভূত হওরাং বিশ্বয়াবহ। ইনি বাল্যে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে রাজকার্য্য ও শান্ত্র ব্যাখ্যা এবং বাদ্ধক্যে সন্ত্র্যাস ফ্রারুরপে সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি বেদশান্ত্রে ব্যাদের স্থায়, রাজশান্তে বৃহম্পতির স্থায়, জ্ঞানে শিবের স্থায় এবং বাণ্ডে যাজ্ঞবন্ধ্যের স্থায় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তিত্বলা হয় না।

বৈদ্যক, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, বেদ, বেদাস্ত, অধিক কি ইনি সর্ব্ব-শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন এবং স্বীয় পারদর্শিতার অনুরূপ বছবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বস্তু ও সর্ব্বগুরু এই উপাধি দ্বয় লাভ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য মাধব যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতের চির উপকার করিয়া গিয়াছেন সে সকল গ্রন্থের তালিকা এই—

- ১। ব্রহ্ম মীমাংসা শাক্তের ১৯২ অধিকরণ। এই গ্রন্থের নাম "অধিকরণ-মালা"।
- ২। "অধিকরণ-মালার" চীকা।
- ৩। কর্ম্ম-মীমাংসার অধিকরণ। ইহার অন্ত নাম "জৈমিনীয় ত্যায় মালা বিস্তর"।
- ४। मर्ऋनर्गनमात्रमः श्रष्ट्।
- ে। অনুভৃতি-প্রকাশ। ইহা বেদান্তসম্বন্ধীয় অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ।
- ৬। ব্রন্ধগীতা। (ইহাতে রামাত্রজ প্রভৃতির মত ও অদৈত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন 
  আছে)।
  - १। " প্রকাশিকী " নামী বেদান্তটীকা।
  - **৮। शक्तिनी।**
  - জীবন্দিবিবেক । ইহা অপরোক্তানুভূতির টীকা।

- ১০। মাধবীয় ধাতুর্ত্তি। (ইহাতে ২২০০ মূল ধাতুও তাহার অর্থ আছে এবং ঐ পকল ধার্তে যে যে প্রত্যয় যোগ করিয়া যে যে পদ সিদ্ধ হয় তাহা বর্ণিত আছে। পদসিদ্ধ করিবার উপায় বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেক পদের উদাহরণগু প্রদন্ত আছে। উদাহরণগুলি এরপভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যে পাঠ করিলে দর্শনশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপৃত্তি হইতে পারে. এই গ্রন্থ ২৫০০০ গ্রোকে সমাপ্ত।
  - ১১। নিদানমাধব।\*
  - ১২। কালমাধ্ব।
  - ১৩। শতপ্রগ্রন্তকা।
  - ১৪। পরাশরদাধব। (পরাশর স্মৃতির ভাষ্য)।. •
  - ১৫। কালমাধৰ। (জ্যোতিষ)।
  - ১৬। আচারমাধব।
  - ১৭। ব্যবহারমাধব। (ইহাতে রাজকার্গ্যের সমুদায় ব্যব্ছাই আছে)।
  - ১৮। বিদ্যারণ্যকালজ্ঞান। ( তৈল দেশের রাজাদিগের ইতিহাস)।
  - ১৯। শঙ্করদিভিজ্য।
  - ২০। মাধবীয় বেদার্থপ্রকাশ। (চারিবেদের ভাষ্য)। † '

্এই ট্রাব্ধুল গ্রন্থের সংস্কৃত স্থাধুর, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। পাঠ করিলে শারীরে পুলক

"অধিকরণ-র রমালা" প্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা ষায় যে, জাচার্য্য মাধব বিজয় নগরের ষত্বংশীয় রাজা বুকদেবের মন্ত্রী ও কুলগুরু ছিলেন এবং রাজদত্ত বিপুল ঐশ্বর্য ও ভূসংশত্তি সমস্তই তিনি সদ্যয়ে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। লাবা নগরে কতিপয় পরাক্রান্ত ভ্রক্ষ যবন বাস করিত, মাধব ত্রাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের সমস্ত অধিকার বুক্লদেবের অধীন করিয়া দিলেন; অবশেষে তাহাদিগকে দেশতাড়িত করিয়া দিলেন। এই ক্যাপারের কিছুকাল পরে ইনি সপ্তনাথ নামক মহাদেব স্থাপন করেন; অদ্যাপি তাহা তদ্দেশে বিধ্যাত আছে। গোলকোগুর মধ্যে বে মাধবপুর নামে গ্রাম বিদ্যমান জাছে, ঐ

<sup>\*</sup> বঙ্গলেশের বৈদ্যেরা নিদানগ্রন্থ অধ্যয়ণ করেন। তাঁছারা জানেন যে, মাধব-নিদান মাধব রায় নামক বৈদ্যের রচিত। পরস্ত দাক্ষিণাত্যের লোকেরা জানে যে, মাধব-নিদান অথবা নিদান-মাধব মহাত্মা মাধবাচার্য্যের রচিত।

<sup>†</sup> ধণিও বেদভাষ্য সকল সায়ণাচার্য্য-রচিত বলিয়া বিখ্যাত, তথাপি উহার রচনার সহিত মাধবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সায়ণাচার্য্য মাধবাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর। মাধবের উপদেশ ক্রমেই সায়ণ .বেদভাষ্য লেখেন এবং স্বীয় অগ্রজের নামে প্রকাশিত করেন। এ বৃত্তান্ত আমরা অন্য প্রবন্ধে বির্ত করিব।

গ্রাম প্রের কচোর নামে অভিহিত হইত। আচার্য্য মাধব উহা নিজ নামে অভিহিত করিয়া তদ্দেশীয় ব্রারাণদিগকে দান করিয়া ছিলেন; তদবিধি তাহা মাধবপুর নামে পরিচিত হইতেছে। এই বিপুল দানের পরেও তিনি তাহার জননীর নামে অনেক ভূসম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন।

মাধবের গৃহ দল্লিকটে যে নদী ছিল, অদ্যাপি তাহা মাধবতীর্থ নামে খ্যাত আছে।
ইহার চরিত্রের ইতিহাসের আর একটা অক আছে; তৎপাঠে জানা যায়, ইনি নানা
দ্বানে বিদ্যালয়, অল্লালা, দেবমন্দির ও ছাত্রনিবাস বা মঠ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন
এবং তত্ত্বাবতের রক্ষণাবেক্ষণ জন্ম প্রচুর অর্থব্যর করিয়াছিলেন। নিজরচিত গ্রন্থ সকল
ভালপত্র প্রভৃতিতে লিখিয়া ও লেখাইয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও মঠে প্রদান করিয়াছিলেন
এবং তাত্র পত্রে খোদিত করিয়া গিরিগুহায় ও মত্তিকা মধ্যে প্রোথিত রাখিয়াছিলেন।
৬য়৬৬ বংসর পূর্কে সেই সকল প্রোথিত ও গুহাছাপিত পুস্তুকের কতকগুলি উংকৃষ্ট
পুস্তুক পাওয়া গিয়াছিল এবং অদ্যাপি ২০৮ খান পাওয়া যাইতেছে, ইহা তদ্দেশবাসীদিগের
প্রমুখাং গুনা যায়। অতএব, এরপ অন্থত চরিত্রের লোক এক্ষণে অতীব চুল ভ।

এ সকল তাঁহার গার্হায় জীবনের কথা; এক্ষণে তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের কথা বলিব।

আচার্য্য মাধব অতি ধার্ম্মিক ও সদাত্মা ছিলেন। তাহাঁর মন সর্ব্বিমণ ধর্মারত খ্লাব্রুছ।
শান্ধ্যেক্ত জপষজাদিতে তাহাঁর নিরতিশয় গ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে যে, আচার্য্য
মাধব ৫০ বংসর বয়সের পর সর্ব্বত্যানী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এরপ শুনা যায় যে তিনি
উপাসনার দ্বারা গায়ত্রীদেবীকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্ত
১ বংসর যাবং নিজ্পে ও প্রতিনিধির দ্বারা নিরস্তর গায়ত্রী ধ্যান ও গায়ত্রী মল্ল জপ করিয়াও
তাহাঁর দর্শন লাভে সমর্থ হন নাই। এই কার্ণ্যের পরেই তাহার বৈরাগ্যোদয় হয় এবং
সংসারের প্রতি তাঁহার মিথ্যান্থবোধ নিশ্চয় হয়। তখন তিনি স্থান্তমবিহিত অনুষ্ঠানাদি
পরিত্রাগ করিয়া বিধিবিধান ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন এবং "বিদ্যারণ্য স্থামী"
অথবা "বিদ্যারণ্য মুনি" এই নৃতন নাম ধারণ করিলেন। মাধব এখন শান্ধরী মতের দণ্ডী,
এবং তাহার উপাধিযুক্ত নাম এক্ষণে বিদ্যারণ্য স্বামী।

পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ আছে বে, মাধবাচার্য্য যে দিবসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দিবসেই বেদ মাতা গায়ত্রী তাঁহার নয়নগোচরে প্রাহৃত্ ত হইয়া বুরদানে উদ্যতা হইলেন•; কিন্ধ তিনি কোনও বর প্রার্থনা করেন নাই। তথন তাঁহার সমস্ত কাম্যকামনা পূর্ণ হইয়াছে; তাঁহার মনও তথন তৃষ্ণাশৃত্য বা স্পৃহাশৃত্য হইয়াছে,; ত্মতরাং তিনি নিপ্পৃহের ন্যায় পূর্ব্ব ইউদেবীকে বিসর্জ্জন দিতে বা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অন্য এক প্রবাদ আছে যে আবিভ্ তা গায়ত্রী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার সন্মান রক্ষার্থ স্বীয় জন্মভূমি কর্ণাটের দারিদ্র-বিনাশ কামনায় অত্যন্ন

কালের জন্য স্বর্ণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে উক্ত কর্ণাট দেশে সপাদ প্রান্তর পর্যন্ত স্বর্ণাট হাছিল। এই ব্যাপারের বা এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কর্ণাটী হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে। সেই সময়ে কর্ণাট রাজ্র সেই দেবরুষ্টি সর্বের দারায় মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে উক্ত ঘটনার কথা। লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যারণ্য স্থামীর উত্তরাশ্রম কালের এইক্লপ অনেক অদ্ত ও অলেইকিক কথা আছে।
সাধু লোক মাত্রেই বলিয়া থাকেন, বিদ্যারণ্য স্থামীর উত্তর জীবন ফাল্ডবন্য শ্বাহির স্থায়
পবিত্র ও অন্ত । তিনি অনেকম্মায়েই বৈরাণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন । এক
সময়ে তিনি এক অরণ্যমধ্যে দুই খানি স্বর্ণ ইপ্তক নিপ্রতিত দেখিয়া, ঐ ইপ্তকদ্বের উপরে
পৃথক দুই খণ্ড প্রস্তর রাখিয়া তর্পরি মনোংসর্গ করিতেছিলেন; বাদসাহ সমাট সেই
বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অসামান্য নিম্পৃহ লোক বিবেচনা করিয়া যথেপ্ত সন্মান ও
আদের প্রদর্শন করতঃ কতিপয়্রাম জায়্গির দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে
অত্যন্ত মাত্রও ইচ্ছুক হন নাই।

সন্ত্যাস গ্রহণের পর ইনি দীর্ঘ কাল কাশীবাস করিয়া অবশেষে শক্ষরাচার্য্য-ম্বাপিত শৃঙ্গারী মঠে থাকিয়া জীবনাতিপাত করেন। জীবনের শেষ ভাগে শৃঙ্গারী মঠে থাকার অবস্থায় পঞ্চনী" নামক স্থাসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ছয় প্রকরণ রচনা সমাপ্ত হইলেই তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন; তৎকারণে ভাঁহার গুরু ভারতী তীর্থ তাহারই অভিপ্রায় অনুসারে অবশিপ্ত একাদশ প্রকরণ রচনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

"পঞ্দশী" গ্রন্থানি এক ব্যক্তির কৃত নহে, ইহা লিপি-পরিপাটী দেখিলেও প্রতীত হয়। প্রথম ছয় প্রকরণ বিদ্যারণ্য-কৃত; অবশিষ্ট প্রকরণ তদীয় গুরু ভারুতী তীর্থ কৃত; ইহা বেদান্তী লোকেরা বলিয়া থাকেন।

বিদ্যারণ্য মুনি যথন গাহ্সা আশ্রমে ছিলেন, লোকে যথন তাঁহাকে মাধবাচার্য্য ও মাধবামাত্য বলিত, তথন তিনি "সর্কা দর্শনসারসংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থই তাঁহার প্রথম উদ্যম। এই গ্রন্থে প্রথম ইনি সর্কজ্ঞ বিষ্ণু নামক পণ্ডিতকে নমস্কার করিয়াছেন। অনুমান হয়, সর্কজ্ঞ বিষ্ণু পণ্ডিত তার্হার শিক্ষাগুরু। পঞ্চদশীর প্রারম্ভে ইনি শঙ্করানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীকে গুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। অনুমান হয়, শঙ্করানন্দই বিদ্যারশ্যের ব্রন্ধতত্বোপদেশক সন্ন্যাস-গুরু। ইনি যথন "শঙ্করদিনিজয়" গ্রন্থ লেখেন, তথন বিদ্যাতীর্থ নামক গুরুকে নমস্কার ক্রিয়াছিলেন। এই বিদ্যাতীর্থ বাধে হয় তাঁহার দীক্ষাগুরু অর্থাৎ মস্ত্রোপদেন্তা। "এতভিন্ন, পঞ্চদশী-গ্রন্থের টীকাকার বলেন, বিদ্যারণ্য মূনির গুরু ভারতীতীর্থ স্থামী। মহারাষ্ট্রী ভাষায় "গুরু-চরিত্র" নামক এক থানি উংকৃষ্ট ও মান্য গ্রন্থ আছে। এই পুস্তক শৃক্ষারী মঠে আছে; সর্যাসীরা ইহার পূজা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থ লিখিত আছে, বিদ্যারণ্য মুনির গুরু

ভারতী তীর্থ। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতী তীর্থ ও বিদ্যাতীর্থ একই ব্যক্তি।

মাধবের পিতার নামক মায়ণ; মাতার নাম খ্রীমতী; এবং বিখ্যাত সায়ণাচার্য্য ইহাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। এই পরিচয় তাঁহার স্কৃত পরাশর ভাষ্যের অবতরণিকাভাগে বর্ণিত আছে।\*

ক্রিচরিত্র' নামক বিধ্যাত গ্রন্থে লিখিত আছে, মাধ্য শালিবাহন অব্দের ১৩০০ অবেদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক খণ্ড তাম ফলক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল, "১৩১৩ শকের প্রজাপতি নামক বংসরে বৈশাধ মাসে কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য গ্রহণের সময় মাধ্য মাধ্যপার নাম দিয়া "কচোর" গ্রামকে ব্রাহ্ণপের উদ্দেশে দান করিলেন।" এতছিন্ন শঙ্গরাচার্য্যপ্রাপত শৃঙ্গারী মর্যে যে গুরুপদ্ধতি লেখা আছে, তাহাতে লিখিত আছে মাধ্রাচার্য্য বা বিদ্যারঝ্য সামী জগদ্গুরু শঙ্গরাচার্য্যের ৪০০ বংসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্গর ৮৪৫ সম্বং অবেদ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ের উপরে ৪০০ বংসর স্থাপন করিলে ১২৪৫ বংসর লন্ধ হয়। মাধ্য যদি এই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াধ্যকেন, তাহা হইলে তাঁহার আয়ু এক্ষণে ৬৯৭ বংসর হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি। কিন্তু মারাটী ভাষায় "গুরুচরিত্র" গ্রন্থ দেখিলে ও অন্যান্য প্রমাণ সঙ্গলন করিলে এই সংখ্যালক হয় না; কিছু অন্যথা হইয়া যায়।

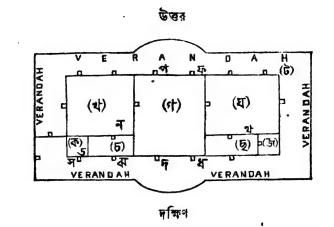
ভট্টোজী দীলিতের "সিদ্ধান্তকৌমুদী" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে মাধব বুত্তির উল্লেখ থাকার মাধবের ভট্টোজী দীলিত অপেকা বহু প্রাচীনতা অনুমান হইতে পারে। ভট্টোজী দীলিত ৫০০ শত বংসর পূর্ক্সে বিদ্যমান ছিলেন, মাধব ভাঁহার কতকাল পূর্ক্সে জীবিত ছিলেন, ভাগা অনুসন্ধান করিতে গেলে পূর্ক্সোক প্রমাণের আপ্রয় লইতে হয়, লইলে ১০০ বংসরের অধিক পাওয়া যায় না। ফল কথা,এই যে, মহাস্মা মায়ব ৭০০ বংসরের লোক হউন বা না হউন, তিনি বে ৬৫০ বংসরের পূর্কের লোক, ভংপকে সংশয় নাই।

শ্রীকালীবর বেদাস্তবানীশ।

<sup>\* &</sup>quot;শ্রীমতী জননী ষত্তস্কীর্তিম রিশঃ পিতা। সায়ণ: সোমনামুক্ত মনোর্দ্দি মহোদয়ো।"

## দেওঘরে অদ্ভুত ঘটনা।\*

#### বাড়ী।



বাড়ীর চারি দিকে যে কম্পাউও আছে তাহা পনেব বিঘা জমী। কম্পাউণ্ডের চারি দিক কেয়া গাছের বেড়া দিয়া ঘেরা।

পশ্চিম

এই বাড়ী একণে বাবু প্রেমচাদ

বড়ালের। এই বাড়ীর বারাগু।

ব্যতীত আর সকলই পাকা ছাত

গুয়ালা।

পূৰ্ব্ব

১২৮৯ সালের ১০ই বৈশাখ। সন্ধ্যাকাল। সমস্ত দিন গরম বাতাস বহিয়া এখন থামিয়াছে। উত্তর বারাগুরি ট চিহ্নিত স্থানে আমরা সকলে বিদিয়া আছি, এমন সময়ে আমার এক ছোট ভগিনী আসিরা বলিল বে পশ্চিমের বরে (খ চিহ্নিত ঘর) একটা বিকট শক হইল এবং ঝুর ঝুর করিয়া কি পড়িল—যেন কে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কতকগুলা ঢিল ছড়াইয়া কেলিল। কি একটা শক শুনিয়া সে ভূত মনে করিয়াছে ইহা ভাবিয়া আমরা বলিলাম কিছুই নহে এবং সে কথায় মনোবোগ দিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে মেঘ উঠিয়া ঝড় আরস্ত হইল। আমরা সকলে ঘরে ঢুকিলাম। গুলা উড়িতে লাগিল, সমস্ত দরজা

<sup>\*</sup> এইরপ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা যদি বহুপরিমাণে ঘটিতে দেখা যায় তাহা হইলে বৃদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক দিগের নিকট ইহা হাসিবার বিষয় না হইয়া অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে, এই আশায় আমরা এই বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এ সম্বন্ধে এরপ বিশ্বাসযোগ্য অন্য ঘটনা পাইলে তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে পারি।—ভাঃ-সং

জানালা বন্ধ করা হইল। কিছু কাল ঝড় হইবার পর এক জন আসিয়া বলিল যে পশ্চিমের খরে ( খ চিহ্নিত ঘর ) কে ঢিল ফেলিতেছে। আমরা সকলে সেই ঘরে গিয়া জুটিলাম। দেখিলাম ঢিল নহে, ঘ চিহ্নিত ঘরের থ চিহ্নিত স্থানে একটা মাটীর পাত্রে অনেক দিন हरेट रा काँठा खामलकी ताथा हरेग्नाहिल, ठारारे हुन हेन कतिया এक এकটी छन्त হইতে পড়িতেছে। আমার সর্ল কনিষ্ঠ ভাই তখন বড় mischievous ছিল। আমরা-ভাবিলাম ভন্ন দেখাইয়া আমোদ করিবীর জন্য সে ঐরপ করিতেছে, স্থুতরাং তাহার হাত ও কাপড় তল্লাস করিরা দেখা গেল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। তথাপি আমরা তাহার উপর নজর রাথিলাম। আবার একটা আমলকা টুপ্ করিয়া পড়িল—আমার ছোট ভাটারর উপর নজর ছিল—ভাহাকে নড়িতে চড়িতে দেখিলাম না অথচ ফল পড়িল কোল। হইতে ? খরের পশ্চিমের জানালার তুইটা খড়খড়ি খোলাছিল। সলেহ হইল বাহির হইতে হয়ত কেহ ফলগুলি ফেলিতেছে। সব খড়খড়িও সাসি বন্ধ করা হইল। কিয়ংক্ষণ পরে আবার একটা আমলকী পড়িল, ফলের গতি ঠিক উপর হইতে। উপরে চাহিলা রহিলাম। আবার একটা পড়িল—সেটা ষধন ঠিক মাধার উপরে তথন দেখিতে পাইলাম। ফল যে ঠিক্ উপর হইতেই আদিতেছিল, এবং পার্শ্বন্থ কোন ব্যক্তি ছুড়িয়া কেলিতেছিল না ভাহা ভাহার গতি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছিল। ঘরের চারি দিক বন্ধ, দরে যে কয়জন আছেন সকলেই নিপান্দ হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি ফল পড়ে কোথা হইতে ইযার কিছুই ঠিকানা ক্রিতে না পারিয়া ক্রমে অমোদের মনে ভূতের ভয় আন্তে আত্তে জালিয়া উঠিতেছিল। আনার সন্দেহ হইল হয়ত ছাদের উপর চোর উঠিয়াছে, ছাদের কোন ভানে হয়ত ছিত্র আছে, সেই ছিত্তের মধ্য দিয়া ঐ কলগুলি কেলিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে, ভয় পাইলে কেহ আজ রাতে এ ঘরে থাকিবে না. তাহা হুইলে ঐ ঘরে মাহ। কিছু আছে চোরেরা তাহা নির্দ্ধিল লইয়া যাইবে। এই সন্দেহ সকলেরই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল, কেননা এ দেশে চোরদিগের নিয়ম যে ভাহারা প্রথমে গৃহস্থকে নানা-প্রকারে ভর দেখাইতে চেষ্টা করে, পরে থুবিধা বুঝিয়া ষ্থাসর্কস্বি চুরি করে। ইহার িছুকাল পূর্ব্বে আমাদিপের বাটীতে চুরি হয়। যে দিন চুরি হয় সে দিন চোরেরা ইট কেলিয়া ও বিকট শব্দ করিয়া ভন্ন দেখাইয়াছিল। ছাদে নি-চয়ই চোর উঠিয়াছে ভাবিয়া আমরা চুই জন চাকরকে ছাতে পাঠাইলাম। তাহারা লাগান লুইয়া গিয়া দেখিল কেছ কোধায়ও নাই এবং ছাতের উপর কোধায়ও ফল প্রবেশ করান যায় এরপ ছিড নাই। এইবার আমাদিগের মনে ভূত বলিয়া অনেকটা বিশাস হইল। আমরা "গ'' চিহ্নিত বরে আমিয়া বলিলাম "আছো, যদি ভূত হয়, তবে- এই ষরে একটা ফল পড়ুক, তাহা ছইলে আমরা ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিব।" এই কথা বলিবার ৮।১০ সেকেও পরেই ঠিক জামাদের স্মান্ত্র সজোরে একটা ফল পড়িল। এ ফলটা আমলকি নহে, বাদানের স্থায় এক প্রকার অপরিচিত ফল। এ দেশীয় লোককে ঐ ফল পরে দেখান

হইলে তাহারা বলিয়াছিল যে উহা কি ফল তাহারাও জানে না, তবে পাহাড়ে কখন কখন তাহার। ঐরপ ফল দেখিয়াছে। পুনরায় আমরা সকলে খ চিহ্নিত খরে গেলাম। সকলে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপারের আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে চ চিহ্নিত ঘরের ঝ চিহ্নিত জানালার একটা খড়খড়ি সজোরে উঠিল, ৩া৪ সেকেণ্ড থোলা থাকিয়া আবার সজোরে বন্ধ হইল-যত্টকু সময় খোলা হিল তাহার মধ্যে বাহিরে একবার বিহ্নুৎ हरेग़ाहिल, **जारात ब्यात्माक स्प**ष्ट प्रथा निग्नाहिल। अप्रथए वस हरेगात भरतरे ब्यामरा লাহান লইয়া দক্ষিণের বারাভায় আসিলাম এবং চাকরদ্বয়কে লাহান লইয়া কম্পাউত্তের সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। হয়ত কোন লোক (চোর) জানালা খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া তখনই পলাইয়াছে, আমাদের এই সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ীর বারাণ্ডা হইতে কম্পাউণ্ডের বেড়া ষতদূর ততদূর খুৰ দৌড়িয়া ঘাইতে যত সময় লাগিতে পারে তাহার মধ্যেই আমরা বাহির হইয়াছিলাম ও আলো লইয়া চাকর পাঠাইয়াছিলাম। চাকরেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঝোপ্ঝাপ্ সকল খুঁজিয়া আসিল, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। পুনরায় আমরা খ চিহ্নিত ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। তথনও ফল পড়িতেছে— তখন আর আমলকি নহে— হুই তিন প্রকার অপরিচিত আকৃতির ফল। ইতিপূর্কে যতক্ষণ অন্তর ফল পড়িতেছিল এখন হইতে তাহা অপেকা কিছু অধিককাল অন্তর পড়িতে লাগিল। এই সময়ে আমার মাতাঠাকুরাণী 'ক' চিহ্নিত ছোট ঘরে কোন কাজিত্রোধে গমন করেন, সঙ্গে আমার ছোট ভগিনী বার। ঐ ঘরে টাহার। কিরৎকণ থাকিলে পর ঐ মরের ড চিহ্নিত ভানে থপ্ করিয়া একটা কি পদার্থ পড়িল। তখন ঐ বরের স চিহ্নিত ছার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল, তাহার একটীও **খড়খ**ড়ি খোলা ছিল না এবং ঐ সরের সমুখের চ চিহ্নিত ঘরে হুইটা আলোক উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছিল। চ চিহ্নিত ঘরের ঝ চিহ্নিত জানালাটীও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। স্নতরাং স চিহ্নিত দার হইতে কিমা চ চিহ্নিত মরের ব চিহ্নিত জানালা হইতে কেহ বে ঐ পদার্থ টী ফেলিয়া বিয়াছিল, তাহা হইতে পারে না। যে পদার্থটা পড়িল মা তাহা দেখিয়াছিলেন, কিন্ত আমার ছোট ভগিনী ঐ দিকে পশাৎ করিয়া বিসিয়া থাকাতে তাহা দেখিতে পায় নাই। চহর্দিক বন্ধ অথচ ঐ পদার্থটা পড়িল, এবং যেরপ শব্দ করিয়। ও যে ভাবে পড়িল, উপর হইতে পড়িলে যেরপ শব্দ হওয়া উচিত ও ষেরপ ভাবে পড়া উচিত সেইরপ হইল দেখিয়া মা অত্যন্ত ভয় পাইয়া আমার ছোট ভগিনীকে লইয়া সে ঘর হইতে চলিয়া আসিলেন। আমরা থ চিহ্নিত ঘরে ছিলাম। তিনি আমাদিগকে ঐ ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা ক চিহ্নিত খরে গেলাম। ড চিহ্নিত ম্বানের প্রতি চাহিয়া সেধানে কিছুই নাই দেখিয়া স্বস্তিতা হইয়া মা বলিলেন, "এ বি হল! আমি এইমাত্র এখানে একটা কালবর্ণের জিনিস্পড়তে দেখে গিয়েছি। পড়বার প্রায় এক বিনিট পরে ঘর হইতে যাই, যাবার সময়ও দেখে গিয়েছি।" আমরা আশুর্ব্যাবিত হইলাম। বাহির হইতে কোন লোক স চিথ্তি দরজা দিয়া কোন রকমে ঐ কথিত

পদার্থ টা ফেলিয়া, পরে মা চলিয়া ফাইবার পর তাহা তুলিয়া ,লইয়া গিয়াছে, এই সন্দেহ উপস্থিত হওুয়াতে জামি ঐ দরজা কিরূপ বন্ধ আছে পরীক্ষা করিতে গেলাম; দেখিলাম উহা ভিতর হইতে দৃঢ়রূপে বন্ধ রহিয়াছে। মা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে ওাঁহার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই—তিনি স্থুস্পষ্টরূপে একটা কালবর্ণের পদার্থ পড়ার শব্দ ভনিয়াছেন, এবং প্রায় এক মিনিট ধরিয়া সুস্পষ্টরূপে তাহা দেখিয়াছেন। খ চিহ্নিত ঘরের ন চিহ্নিত ভাবে আমরা প্রায় গোলাকারে (in a circle) দাঁডাইয়া এই শেষোক্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতেছি, পার্থে একটা প্রদীপ উজ্জ্বনরপে জ্বিতেছে, এমন সময়ে আমাদিগের সকলের স্মুখে circle এর মধ্যভাবে থপ্ করিয়া একটা আন্দাক ৪ ইঞ্ পরিমিত জিনিস পড়িল। মা অমনি চম্কিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই জিনিসটাই ঐ ষরে পড়েছিল—আমি প্রায় এক নিনিট এটা দেখেছিলাম, এর আকার আমার বেশ মনে রয়েছে—ওঘরে যা পড়েছিল এটা যে সেই—সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।" এই ব্যাপারের পর এই সকল যে ভৌতিক ব্যাপার আমাদের সে বিশ্বাস অনেকটা গাঢ় হইল। যাহা হউক, ঐ পদার্থ টা কি দেখিবার জক্ত উঠাইয়া **লইলাম, দেখিলাম** উহা এক**ধানা ব্যবহৃত পু**রাতন শুক্ষ সাবান। ইং। যেরপ শব্দ করিয়া আমাদিবের সন্মুখে পড়িয়াছিল কতনুর উপর হইতে পড়িলে সেরপ শব্দ হয় তাহা পরীশ্বশ করিয়া দেখিবার জন্ম উহা প্রথমে খুব উঁচু হইতে তাহাব পর অরে একট উঁচু হইতে এইরূপ হুই তিনবার ফেলিয়া দেখিলাম, আন্দাজ চারি হাত उपत एटेएड क्लिएन एएक्स भक्त इहेन, अध्य शिक्षांत समय सिहेक्स भक्त इहेग्राहिन। এই ঘটনার পর সে নিন রাত্রে আরে কিছু হয় নাই। ঐ থ চিহ্নিত ঘরে খাঁহার। শয়ন করিতেন হাহার। দে রাত্রে আর তথায় শয়ন করিলেন না।

১১ই বৈশাধ আবার এই ব্যাপারের পুনরাভিনয় হয়়। সে দিন সমস্ত দিন প্রচণ্ড গরম বাতাস বহিয়াছিল। এখানে গ্রীষ্মকালে যে দিন গরম বাতাস বহে দেখা যায় সে দিন ফল ফল বা পাতা গাছ হইতে উঠাইয়া রাখিলে ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে শুক্ত হইয়া যায়—ফুল ও পাতা এত শুক্ত হয় যে অতি সহজে তাহা গুঁড়াইয়া ফেলা যায় আর ফল অত্যন্ত বিকৃত অবফা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত এই দিন অত্যন্ত গ্রীম হইলেও এবং খুব গরম বাতাস বহিলেও যে ফলগণ্ডলি পড়িয়াছিল তাহার কোনটা একট্ শুক্ত বা বিকৃত দেখা যায় নাই—দেখিলে বাধ হয় যে নিঃসন্দেহ তাহা তংক্ষণাং তুলিয়া আনিয়াছে। কোন কোনটার বোটায় আটার ন্যায় আদ্র পদার্থও দেখা গিয়াছিল। নিকটে কোন ছানে ঐ জাতীয় ফলের গাছ ছিল না, অথচ য়দ্য উংপাটিত ফলের ন্যায় আকৃতি, এই ফল নিক্ষেপ কার্য্য মানুষের কাজ হইলে এরপ হওয়া কথন সম্ভব নহে।

তংপর দিন সন্ধ্যার পর গ চিহ্নিড ঘরের ট চিহ্নিড ছানে রক্ষিত একটী দেরাজের উপর অত্যন্ত শব্দ করিয়া এক**টী বাদাম জাতীয় ফল পড়ে। যথন এই ফল পড়ে তথ**ন বাহিরে <sup>টানের</sup> আলো, সকল ঘরে প্রদীপ জ্বলিডেছিল, গ চিহ্নিড ঘরের প ও ফ চিহ্নিড দ্বারের সাগুংখ বারাণ্ডায় খাটের উপর পিতা মহাশয় শয়ান ছিলেন,\* এবং দ প্রান্তির দার ছয়ের সাগুংখ বারাণ্ডায় বাড়ীর কেছ কেছ বসিয়াছিলেন।

এই তিন দিন এইরপ ঘটনা হয়। ইহার পর প্রায় দেড় বংসর কাল আমরা ঐ বাড়ীতে বাস করি, কিন্তু আর কথনও ঐরপ কাও হয় নাই।

সাধারণের মধ্যে একটা সংস্কার আছে বে ভূতে ঢিল কিম্বা অন্য কোন বস্তু ফেলিলে তাহা কাহারও গায়ে পড়ে না। আমাদের বাড়ীতে কয়েক দিন যে সকল ফল পড়ে, তাহার একটাও কাহারও গায়ে পড়ে নাই।

ষাহারা ভৌতিক ব্যাপার অনেক কৈথিয়াছে কুটাহারা বলেন উহা প্রথম রাত্রেই হয়। আমাদিগের বাটীতে তিন দিন যে কাও কুইয়াছিল তাহা ১০টা রাত্রির পুর্কেই বন্ধ হইয়া। ষাইত।

কোন কোন spiritualists বলেন এমন অবেক ভূত আছে বাহারা পবিত্র স্থানে অর্থাৎ বেখানে ঈশবের নাম উচ্চারিত হয় সেখানে উপায়ুব করিতে পারে না। আমাদিগের বাচীর থ চিহ্নিত ঘরে প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা হইত মৃ ঐ ঘরে কিয়া ও ঘরের পার্শস্থ ছ ও জ চিহ্নিত ঘর ইইটাতে উপরোক্ত ব্যাপারের কিছুই হয় নাই।

যে ব্যাপার বর্ণনা করিলাম তাহা যে ভৌতিক ব্যাপার, তাহা আমরা আজও সম্পূর্ণ বিখাস করি না, জুবে যেরূপ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কর। ইইরাছিল তাহাতে উহা ভৌতিক ব্যাপার ভিন্ন আর ক্ষিত্র হওয়ার বড়ই কম সম্ভাবনা ইহাই আমাদিগের সংস্কার।†

ञीर्यातीलनाथ रह।

### উষা ও সন্ধ্যা।

মিলন দৃশ্য বড় চমংকার! বিশেষতঃ তুইটা বিপরীত বস্তুর মিলন অতি সুন্দর। তুইটা জিনিষেরই সৌন্দর্য টুকু ফুটিয়া উঠে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিরাজ করে। আলো আর অন্ধকার তুইটা ঝ্রিডিয় বস্তু। তুইটা পরস্পরের ঠিক বিপরীত। উষায় ও সন্ধ্যায় এই তুই জিনিষের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

<sup>\*</sup> এমনি শব্দ হইয়াছিল বে আমি তাড়াতাড়ি গ চিহ্নিত ঘরে কি হইল দেখিবার জন্ত আসিয়াছিলাম।—শ্রীরাজ নারায়ণ বস্তু।

<sup>া</sup> আমি নিজে ভূতে তত বিশ্বাস করি না। আমি এই বলি বে এই প্রকার ঘটনার নিগৃঢ় কারণ কি তাহা মনুষ্য নির্ণয় করিতে অক্ষম।—শ্রীরা:।

বেশ ভূমাত ও সন্ধ্যা ও উষার মধ্যে কেমন একটা ঐক্য আছে। উষা দিল্র পরে—সন্ধ্যাও দিল্র সরে। উষার রিজম অধরে হাদি উথলিয়া উঠে—সন্ধ্যারও রিজম অধরে হাদি মাধান। কিন্তু উভয়ের হাদি ধেন এক না। হুই জনের হাদি হুই রকমের। এক জনের হাদি কতকটা যেন বালিকার মত। উষা বালিকা। উষাকে দেখিলে মনে হয় যেন আলু থালু চুলে সে লাফা-লাফি করিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার যেন কিছু গল্ভীর হাদি। উষাপেকা সন্ধ্যা যেন জগতের হুখ হুংখ বুঝে বলিয়া মনে হয়। উষা ছোট মেয়ে। ফুল ভূলিয়া লাফা লাফি করিয়া বেড়াইতে সে পটু। ভাহার যেন ঐ কাজ ! সন্ধ্যা যুবতী—উষার মত নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়। সে সংস্থারের কাজ কর্ম সারিয়া হু দণ্ড ছাতে আদিয়া বসে। আবার থানিক পরে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া ষায়। সন্ধ্যার সিল্ব রাগে সন্ধ্যার বিলয়া মনে হয়। উষার সিল্ব রাগ দেখিলে মনে হয় উষা এখনও কুমারী—যেন দিদির কৌটা হইতে থানিকটা সিল্ব লইয়া পরিয়াছে।

উষা বসন্থের গালভরা হাসির ট্করার মত ছুটা ছুটি করিয়া আসে, ছুটা ছুটি করিয়া যায়। সে জগংকে মালা গাঁথিয়া পরাইবার জন্য আঁচল ভরিয়া কত ফুল লইয়া আসে—
নিঃসঙ্গোচে ট্প্টাপ্ করিয়া ফুল পাড়িয়া আঁচল ভরিয়া ফেলে। সন্ধ্যার সহসা ফুলগুলি
ভুলিতে কেমন সঙ্গোচ বোধ হয়। ভল্ল হাসির মত প্রাণের মত স্বর্গের জুলগুলিকে সে
কেমন করিয়া ভুলিবে—কেমন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গের শান্তি হইতে মর্ভ্যের কোলাহলে লইয়া আসিবে! কিন্ত ফুলেরা হুটা বোনকে বড় ভাল বাসে। ছুটা বোনের কাছে
থাকিতে পারিলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। উষা তাহাদের লইয়া খেলা করে বলিয়া
ভাগদের কত আনন্দ, সন্ধ্যাকেও তাহারা প্রাণের মত ভালবাসে। সন্ধ্যা পাছে মর্ক্রের
কোলাহলে ভাহাদের স্বর্গের শান্তি ডুবিয়া যায় এই ভাবিয়া তাহাদিগকে সহজে আনিতে
চাহে না। কিন্ত তাহারা সন্ধ্যার সঙ্গেন না আসিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যা কাজে
কাজেই অতি সন্তর্গনে তাহাদিগকে লইয়া আসে।

উষাকে আমরা স্নেহ করি। সে প্রত্যহ আমার বিছানার পার্শে আসিয়া দাঁড়ায়—
তাহার কচি কচি হাত ছু'থানি দিয়া আমাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দেয়। আমার ঘূম
ভাঙ্গিলেই উষা ক্রমে ক্রমে সরিয়া বায়। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাকা ক্রকি করিলেও সে দিন
আর ফিরে না।

সন্ধ্যা যেন কতকটা আমাদের সূপ তৃ:খের কথা বুঝে, সন্ধ্যার সুক্ষে আমরা কত কি সাংসারিক কথা বার্ত্তা কই। জীবনটার কথা সন্ধ্যার সময় মনে পড়িয়া যায়। জীবনটা কি বক্ষে কাটিবে, জীবনের দশা কি হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। সন্ধ্যা আমাকে অনেক উপদেশ দেয়—জীবন, সংসারের বিষয় অনেক শিক্ষা দেয়। সন্ধ্যা সংসারের সন বেশ বুঝে। সে বলে যে, সংসারে থাক কিন্তু সংসারেই থাকিও না। সন্ধ্যার সময়টা এই রকমেই কাটিয়া যায়।

खेश मुकात (छाँ। दान। मका। चत्रकन्ना त्नत्थ, खेश थात्र नात्र शास्त्र (पर्टन। मका। ছরে ফিরিয়া গিয়া উষার মুখে একটা স্লেহের চুম খায়। প্রত্যহ উষা আসিবার সময় সন্ধ্যা তাহার গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল দিয়া সাজাইয়া দেয়।

সন্ধাা গোলাপ ফুল—তাহার হাসি ধানি গোলাপের মত; উষা শিউলী ফুল—তাহার হাসিটী শিউলির মত।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## দৈতবাদ এবং অদৈতবাদ।

অবৈত বাদের মূল আকর শান্ধর ভাষ্য প্রথমেই বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ নিনরপণ করিয়াছেন; তাহার পর ক্রমশঃ বিষয়কে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বিষয়ীকেই সর্মাধ করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। অবৈতবাদ এবং হৈত বাদের কলহ সংক্রিপ্ত করিয়ার জন্ম আপাততঃ মায়াবাদ প্রভৃতি অন্যান্থ আনুসঙ্গিক বিষয়ে হস্তক্রেপ না করিয়া বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে (আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে ) ভেদই বা কিরপ, এবং অভেদই বা কিরপ, তাহার বিচারে প্রস্তুত হইতেছি।

বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ নিরপণের পুর্নের বিষয় শব্দে আমরা কি বুঝি তাহা দ্রির করা আবেশক। বিষয় বিশিষ বিশিষ সহসা জড় বছাই আমাদের মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। কিছ প্রের বজ-সকল জড় বস্থা নহে; তবে কি তাহারা বিষয় নহে? অবশ্যই তাহারা আম্দের জানের বিষয়। জ্ঞান যাহা কিছু লইরা ব্যাপৃত হয়, তাহাই জ্ঞানের বিষয়। শ্রু অবশে এবং শৃত্র কলে নিতাতই অবলা, তথাপি উভরেই জ্ঞানের বিষয়। আবার আলোকই যে কেবল জ্ঞানের বিষয় আহা নহে, অন্ধকারও জ্ঞানের বিষয়; উত্তাপই যে কেবল জ্ঞানের বিষয় তাহা নহে, বিষয় তাহা নহে, শিত্রতাও জ্ঞানের বিষয়; আজা আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়। নিয়ের ক্ষেত্রী প্রতি বেদান্ত দেশির শান্ধর ভাষা হইতে (এক কথান, শান্ধর দর্শনি হইতে) উদ্ভ ;—

মুখংপ্রতায়াপেতক্ত প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ত্রবীষি ? ন তাবদয়ং একাত্মেনাবিষয়ঃ। অধ্যংপ্রতায়বিষয়ত্বাং॥

#### ইহার অর্থ

পার্ম। যাহা "আমি ''ভির আরে কোন কিছু বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই নিকটালম আয়াকে ভুলি বিষয় বলিতেছ ?

উত্তর। আন্ত্রা একান্তই যে বিষয় নহে, তাহা নহে; ুষেহেতু আন্ত্রা অন্ত্রপ্রত্যারের (অর্থাং আন্ত্রজানের ) বিষয়।

ইহাতে এই রূপ প্রতিপর হইতেছে যে, অনার-বিষয়ই যে কেবল, বিষয়, তাহা নহে, আরাও বিষয়—আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়। পুনশ্চ পঞ্দশীর গ্রহকার তাঁহার গ্রের এক স্থানে বলিয়াছেন

" অবিদিত্বা স্ত্রমাত্মানং বাহুং বেদ ন তু ক্ষচিং "

ষ্মাপনাকে না জ্বানিয়া কেহই অন্ত কোন বিষয়কে জ্বানিতে পারে না।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা শুগু যে কেবল জ্রেয় বিষয় তাহা নহে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের নিরস্তর-জ্ঞেয়—চির-জ্ঞেয়—বিষয়; আত্মা যখন যে কোন অনাত্ম-বিষয় জ্ঞানে, তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে; আত্মা আপনাকে না জ্ঞানিয়া কোন অনাত্ম বিষয়কেই জ্ঞানিতে পারে না। পঞ্চশীর এই কথাটী যে কত ঠিক্, তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথনে প্রকাশ পাইবে;—

অনাস্থবাদী। আমি উপন্থাস-পাঠে এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে, আমি যে পাঠ করিতেছি সে বোধ আমার ছিল না।

আত্মবাদী। এখন অবশ্র ভোমার শ্বরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে ?

অনাস্থবাদী । সে কি কথা ! এখন যদি তাহা আমার শ্বরণ না হইবে, তবে তোমার নিকট কিরপে আমি সে কথার উত্তেখ করিতে সমর্থ হইব। তুমি কি সত্য সত্যই মনে কর যে, আমি পাঠ করিতেছিলাম—ইহা আমার মনে নাই অথচ মুখে বলিতেছি ? এতই কি তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাহরাও!

আত্মবাদী। আমার দোষ কি ? তুমিই তো বলিলে যে, উপন্থাস-পাঠের সময় তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ। তুক বস্তুরই রোমছন হয়, জ্ঞাত বহুরই মরণ ছয়—এইতো জানি! তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, আর, এখন তোমার মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে! সাক্ষাং সম্বন্ধে যাহা কোনকালেই তোমার জ্ঞানা ছিল না, অকম্মাং এখন তাহা তোমার ম্মরণে উদ্বোধিত হইয়া উঠিল! যে ব্যক্তির মহিত তোমার কোন জ্মেই সাক্ষাংকার নাই, সে ব্যক্তিকেও তুমি তবে মারণ করিতে পার! এটি তোমার কাছে আজ্ম আমি নৃত্তন ভনিলাম! এ যদি বলিতে যে, উপন্থাসের প্রতি তোমার পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল, আর, তোমার আপনার প্রতি কেবল এক আনা মাত্র মনোযোগ ছিল, তাহা হইলে কোন হানি ছিল না; কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, পাঠকালে তুমি মূলেই জান না যে, তুমি পাঠ করিতেছ; আর, তখন যাহা তুমি মূলেই জান না, এখন—তাহাই তোমার মূরণ হইতেছে! অত্যে সাক্ষাংজ্ঞান—পরে ম্মরণ, এইতো জ্ঞানি সম্ভবে; কিন্তু সাক্ষাংজ্ঞানের নাম-গন্ধও নাই—অথচ ম্মরণ! এটা তো কিছুতেই আমার ক্ষুদ্রন্ধির গলাধংকরণ হইতেছে না!

অনাত্মবাদী ॥ আমাকে মার্জনা কর,—আমারই ভূল। উপ্তাস-পাঠের সময় এটি আমি অবস্তই জানিতেছি বে, আমিই পাঠ করিতেছি; নহিলে এখন তাহা আমার শারণাভ্যস্তরে দান পাইতে পারিত না। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ঠিক্;—তখন উপন্যাসের প্রতি আমার বেরূপ পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল, তাহার তুলনায়-আমার আপনার প্রতি অতীব যংসামান্ত মনোযোগ ছিল,—এই মাত্র; আপনার প্রতি মনোযোগ যে, একেবারেই ছিল না, তাহা হইতেই পারে না। এখন বুঝিলাম যে, আত্মনান ভ্রু যে কেবল

আমাদের শারণেরই সহচর তাহা নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গের সঙ্গী; স্থতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ধেমন সাক্ষাংজ্ঞান, আক্ষম্ভানও সেইরূপ সাক্ষাংজ্ঞান।

অতএব পঞ্চশীর এ কথাটি অংশগুনীয় যে, "আপনাকে না জানিয়া কেইই অন্ত কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।" তবেই হইল যে, আত্মাও জ্রেয় বিষয়—আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়; তা শুরু নয়, আপনি আপনার জ্ঞানের নিরস্তর-জ্রেয় বিষয়। জ্রেয় বিষয় অনেক আছে; ঘট একটা জ্রেয় বিষয়, বাটি একটা জ্রেয় বিষয়, ইত্যাদি; কিন্তু উহাদের কেইই জ্ঞানের অবিদ্ধেদ্য সহচর নহে—জ্ঞানের নিরস্তর-জ্রেয় নহে। আত্মাই কেবল জ্ঞানের একমাত্র নিরস্তর-জ্রেয়। অতএব বিষয় হুই গ্রেণীতে বিভক্ত,—আত্মা এবং আনাত্মা। অনাত্ম বিষয় হুই গ্রেণীতে বিভক্ত;—অবাস্তবিক (ষেমন স্বপ্নের বস্তু) এবং বাস্তবিক (ষেমন অনুপত্মিত (ষেমন স্বর্গন ক্রিয়া হুই গ্রেণীতে বিভক্ত,—উপন্থিত (ষেমন স্বর্গন ক্রেয়া এবং অনুপত্মিত (ষেমন স্বর্গন ক্রেয়া হুই গ্রেণীতে বিভক্ত,—মনোময় (স্বপ্ন, মনোরাজ্য ইত্যাদি) এবং অভাবরূপী (আলোকের অভাব অক্ষকার, শব্দের অভাব নিস্করতা, স্পর্ণের অভাব অসাড্তা, জড় বস্তুর অভাব শৃত্য আকাশ, ক্রিয়ার অভাব শৃত্যকাল ইত্যাদি); সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে;—



বিষয় যে কি, তাহা এখন বুনিতে পারা বাইতেছে। জ্ঞান যাহা কিছু লইয়া ব্যাপৃত হয় তাহাই বিষয়; তা সে—আত্মাই হউক্ আর অনুপছিতই হউক্, বাস্তবিকই হউক্ আর অনুপছিতই হউক্, মনোময়ই হউক্ আর অভাবরূপীই হউক, তাহাতে অনুইসে বায় না। বিষয় কি—তাহা তো এই দেখা পেল; এখন বিষয় নয় কি—তাহা দেখা যা'ক্। বাহা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহিত্ ত—তাহাই অবিষয়। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, জড়বস্ত মুখন জ্ঞানের বিষয়-শ্রেমী-ভূক্ত, তখন জড়বস্তর অভাব জ্ঞানের অবিষয়; কিক তাহা ঠিক্ছ নহে। জড়বস্তর অভাব-রূপী শৃক্ত আকাশ, আলোকের অভাব-রূপী অন্ধনার, এইরূপ যত কিছু অভাব আছে সমস্তই জ্ঞানের ক্যিনা, তাহাদের কোনটিই জ্ঞানের অগোচর নহে। কিন্ত জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহিত্ ত বস্ত যে, কি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর নহে। কিন্ত জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহিত্ ত বস্ত যে, কি, তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা নহে;—কোন-জ্ঞানেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা নহে;—কোন-জ্ঞানেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা নহে গ্লান-জ্ঞানেই প্রমাণ হইবে যে, জ্ঞানের সহিত তাহার সহিত প্রকাশ-প্রকাশক সম্বন্ধ রহিয়াছে,—তবে আর কেমন

করিরা সে বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহিভূতি ? অতএব যাহা জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ বহিভূত—যাহা কোন জ্ঞানেই—কোন স্ত্রেই প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহাই অবিষয়। মনে কর একটা কলস সম্ভ-পর্ভে তলাইয়া পিয়াছে, ও তাহা ঐশরিক জ্ঞান ভিন্ন আর কোন জ্ঞানেরই প্রাহ্ম নহে; ঈশ্বর তাহা জ্ঞানিতেছেন, এ বৃত্তান্তাটি যদি গণনা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সেই জ্ঞান-বহিভূতি অবস্থায় কলসাটি কি ভাব ধারণ করে ? তাহার রপরসাদি গুণ-সকল জ্ঞান-গোচরেই প্রকাশ পাইতে পারে, স্থতরাং তাহার বর্ত্তমান অবস্থায়—জ্ঞানের অগোচর অবস্থায়—তাহার রপরসাদি নাই; তবে কি কলসাটির উজ্ঞান বর্ণ অন্ধকারে পর্য্যবিত হইয়াছে ? আলোকের স্থায় অন্ধকারও জ্ঞান-গোচরেই প্রকাশ পায়; হতরাং জ্ঞানের অগোচরে তাহার যেমূল বর্ণ নাই, তেমনি অন্ধকার রূপী অবর্ণও নাই; তাহার যেমূল মল নাই, তেমনি নিস্তন্ধতারূপী অশব্দও নাই; তাহার যেমূল সভা নাই, তেমনি শৃশু আকাশরূপী অস্ত্রাও নাই। স্থতরাং তাহা সং এবং অসং ( অর্থাং কোন কিছু এবং কিছুই না ) হুয়ের বা র। জ্ঞানের ঐকান্তিক অবিষয়ের এই যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, বেদাহসারে অবিদ্যার ঠিক এইরপু লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; হথা;—

• "সদসভ্যাননির্কাচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং ধংকি কিং' যাহাকে সংও বলিতে পারা যায় না আহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞান-বিরোধী, ভাবর পী একটা কিছু।

ভড়বস্তু সক্পাবস্থায় (অংগিং কোন জ্ঞানেরই সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরপ অবস্থার) অবিদ্যা শব্দের বাচ্য। কিছু জড়বস্তু যে অংশে জ্ঞানের গোচর সে অংশে ভাষা অবিদ্যা নহে। জ্ঞান স্পর্শ-মণি তুলা; ভাষার সংস্পর্শনিত্রে অবিদ্যা বিদ্যার পরিণত হয়, স্ববিরোধী অবিরোধীতে পরিণত হয়—জনির্কাচনীয়ে হানির্কাচনীয়ে পরিণত হয়। কিছু সর্প্রভিত্র সর্প্রভিত্র জ্ঞানালোক হইতে কোন বিছুই লুকাইয়া থাকিতে পারে না, এ জ্ঞা সর্প্রভিত্র নিকট অবিশ্যা থাকিতে পারে না। অবিদ্যার অর্থ উপরে যেরপ ব্যাথাতে হইয়াছে, তাহার ভাষপ্য এই ;—অবিদ্যা নিতান্তই জ্ঞানবহিছুত; ভাষাকে বিদ 'কিছু না'',বলা ষায় তবে ভাষা অন্ধরাদির আয় অভাব পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়; কিছু অন্ধরার জ্ঞানের নিকটেই অন্ধরার, নিস্তরভা জ্ঞানের নিকটেই নিস্তরভা, শুল্ঞ আকাশ জ্ঞানের নিকটেই শুন্য আকাশ;—অভাব পদার্থও জ্ঞানের গোচর; তবে আর ভাষা জ্ঞান-বিহিতৃতি হইল কই ও জ্ঞানের অবিষয় যে, অবিদ্যা, ক্রিয় একোরেই জ্ঞান-বিছুতি; স্কুতরাং ভাষা বেমন মুট্ওটির ন্যায় ভাব পদার্থ নহে, তেমনি অন্ধরাদির ন্যায় অভাব পদার্থও নহে; ভাষা যে, কিছু, ভাষাও নহে, আর, ভাষা যে, কিছু না, ভাষাও নহে; ভাষা "কিছু-অথচ-কিছুনা" এইরূপ একটা জ্ঞান-বিরোধী শ্রনিরিগ পদার্থ। বর্তমান মুইওকে যেমন "আছে" বলিবামাত্র ভাষা নাই,—আছে

যে—তাহাও নহে, নাই যে—তাহাও নহে.—অবিদ্যা ঠিকু সেইরপ একটা স্বিরোধী পদার্থ। জ্ঞানে প্রকাশ পাইলেই অবিদ্যা আর অবিদ্যা থাকে না—অমনি তাহা বিদ্যা হুইয়া দাঁড়ায়; জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া-টাই অবিদ্যার মৃত্যু, এবং সেই মৃত্যুই ভাহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; অবিদ্যার জীবন-গর্ভেই তাহার মৃত্যুর বীজ নিহিত অছে, সে বীজ-টি আর কিছু নয়—জ্ঞানের নিকট প্রকাশ-যোগ্যভা, অথবা যাহা একই কথা—আপনার মরণ-যোগ্যতা। যে অংশৈ অবিদ্যা মরণ-যোগ্য—অর্থাং জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য—সেই অংশে তাহা **সত্ত-গুণ। কিছু অঞ্চ** কিছুনা—এই যে এক অনিৰ্ব্বচনীয় জ্ঞান-বিৱোধী পদাৰ্থ, ইহাঁর যে অংশটী কিছুর দিক্ ঘেঁমা— সত্তার দিক্ ঘেঁমা—সেই অংশটি সত্ত-গুণ; সহ এবং সতা এ হুয়ের একই অর্থ। অবিদ্যার যে অংশটি কিছুনার দিকু ঘেঁদা— অভাবের দিক ঘেঁসা—সেই অংশটি তমোগুণ; আর অবিদ্যার যে অংশটী কিছু এযং িছ্লা র—ভাব এবং অভাবের—বিরোধ-বেঁসা, সেই অংশটীই রজোগুণ। রজ্যেগুণই অধিদার জীবন, সত্তথাই অবিদ্যার মৃত্যু, তমোগুণই অবিদ্যার উপজীবিকা। এই জন্য অবিক্যা ত্রিগুণা লক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানের বিষয়ই বা কি এবং অবিষয়ই বা কি ভালা দেখা গেল ; জ্ঞান যাহা কিছু লইয়া ব্যাৰ্ড হয় তাহাই জ্ঞানের বিষয়, আর, অবিদ্যা যা। একেবারেই জ্ঞান-বিরাদ্ধ, তাহাই জ্ঞানের অবিষয়। এখন আত্মা এবং অনাত্মা এ গুরের মধ্যে কিরপ ভেদাভেদ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যা ক্।

প্র্দানীর গ্রন্থকার ভাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন

অহমূতি রিদম্তিরিতান্তঃকরণং দিধা। বিজানং আদহমূতিরিদমূতিম নোভবেং॥ অহস্থাতারবীজন্থ মিদ্ধূতেরতিক্টং। অবিদিয়াধমান্তানং বাহাং বেদ ন ভুক্তিং॥

অন্তঃকরণের বৃত্তি চুই প্রকার.—অহন্ত ( অন্তঃ আমা-বিষয়ক বৃত্তি ) এবং ইদংবৃত্তি ( অন্তঃ আনা মানিবায়ক বৃত্তি )। অহন্তিই বিজ্ঞান এবং ইদন্তিই মন। ইহা অতীব স্পাই যে, অহস্তায় (আত্মজ্ঞান) ইদন্তির (বিষয় জ্ঞানের) বীজ স্করপ; কারণ আপনাকে না জ্ঞানিয়া কেহই অত্য কোঁন বিষয়কে জানিতে পারে না।

জ্ঞান মাত্রেরই তৃইটি বৃত্তি; তাহার মধ্যে একটি আপনাকে লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটিই অংফৃত্তি; আর-একটী অনাম্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটিই ইদমৃত্তি। এখানে আরো এই বলা হইয়াছে যে, অহসৃত্তিই বিজ্ঞান, ইদমৃত্তিই মন। এই শেয়েজ বাক্যটির অর্থ কি 
 বিজ্ঞান এবং মন এ হুই শক্ষের অর্থ অনেকে অনেক প্রকার বারেশন, কিন্তু এখানে তাহার প্রকৃত অর্থ-টি পরিকার করিয়া খুলিয়া দেওয়া 
ইইয়াছে। অহংস্তিকেই বা কেন বিজ্ঞান বলা হইল, আর, ইদমৃত্তিকেই বা কেন

মন বলা হইল, ইহার তাংপগ্য জ্বরক্ষম করা অতীব আবশ্যক। জ্ঞানের যে-বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান, আর, যে বৃত্তি বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভ তাহাই মন। সাধারণ তত্ত্ব অবধারণ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পরীক্ষিত বিবরণ দ্বারা তাহার অঙ্গ-পৃষ্টি করাই বিজ্ঞানের এক-মাত্র কার্য্য। যে-কোন বিজ্ঞান-শান্ত হউক না কেন (বেমন জ্যোতিষ) তাহার সমস্ত সাধারণ তত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে. বিশেষ বিশেষ বিবরণ, যাহা অবলিষ্ট থাকে, তাহা বিজ্ঞান নামের অযোগ্য। কাট্, যিনি ইউরোপীয় ভত্তবিদ্গণের সর্ব্বাগ্রগণ্য, তাহার মতে অহন্ধৃত্তি ('The I think' অর্থাৎ আমি চিন্তা ক্রিতেছি বা আমি জানিতেছি এই ব্যাপার্টি ) এমনি একটি ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব বৈ, তাহা বিজ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্বের ভিত্তিমূল। অতএব পঞ্চশীর এই যে, একটি কথা মে, অহমু ত্তিই বিজ্ঞান, এ কথাটি কেহ যে 'সেকেলে বিলয়া উড়াইয়া দিবেন তাহাৰ জো নাই। অহম্বৃত্তি বাস্তবিকই সাধারণ-তত্ত্ব-সকলের শিরোমণি। ইদম্বৃত্তির যে কোন বিষয় ধর না কেন—বেমন ঘট—তাহা আমাদের জ্ঞানাভ্যস্তরে থাকিলেও থাকিতে পারে—না-থাকিলেও না থাকিতে পারে,—ঘটের পরিবর্ত্তে পট থাকিতে পারে, পটের পরিবর্ত্তে আর একটা কিছু থাকিতে পারে; অতএব ঘটপটাদি বিষয়-সকল জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ বিষয়-সকল সময়ের সাধারণ তত্ত্ব ,নহে ; কিন্ত বখন আমি ঘট জানিতেছি, তথনও আমি জানিতেছি ষে, আমিই জানিতেছি,—যখন আমি পট জানিতেছি তথনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি; স্থতরাং আমি জানিতেছি (কান্টের 'The I think') এই ষে একটা ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ বুত্তাম্ভ নহে. কিন্তু সকল সময়েরই সাধারণ তত্ত্ব। তবেই হইতেছে যে, অহস্ তি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ ; পুর্দের বলিরাছি (এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র মাত্রই আমানের এই কথার যথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে ) যে, জ্ঞানের যে বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য; অতএব অহস্বৃত্তি যে, বিজ্ঞান, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এক मितक माधात्रण उह, आत এकनिटक **जाहान अधीनञ्च वित्यय विवन्न,**—এक मितक বিজ্ঞান এবং আর এক দিকে মন,—এক দিকে অহমু তি এবং আর এক দিকে ইদমূ তি, এ হুরের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ? স্পষ্টই দেখা বাইতেছে বে, ও হুরের মধ্যে নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ; অহমৃতি ইদৃষ্তির নিয়ামক, ইদৃষ্তি অহমৃতির নিয়শ্য। এই ভন্য পঞ্দশী বলেন "অহস্প্রত্যন্ন বীজত্মিদংবৃত্তেরতিক্ষুটং" অহস্প্রতান্নই ইদষ্তির বীজ অর্ণাৎ মুলস্থিত নিয়ামক, কারণ 'অবিদিত্ব। স্বমান্দ্রানং বাহুং বেদ ন তু কচিং" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইদস্বির সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত হইরা অহস্বি একাকী থাকিতে পারে কি না ? যদি বল "হাঁ—পারে," তবে তুমি অবৈত-বাদী; যদি বল "না—পারে না" তবে তুমি হৈত-বাদী; এই একটী কথার হাঁ এবং না'য়ের উপর অবৈত বাদ এবং হৈত বাদ আলম্বিত রহিয়াছে। যদি হাঁবের পক্ষ বিচারে ছির দাঁড়ায়, তবে
নিয়ম্য ইদম্বুত্তির সহিত সম্পর্ক একেবারেই লোপ পাওয়াতে—অহম্বৃত্তির নিয়মিকা
শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়া যায়; তাহা হইলে ঈশরের ঐশী শক্তি এবং জীবের কর্তৃত্ব
শক্তি উভয়ই উপেক্ষিত হওয়াতে—জীবেশরের মধ্যে কোন প্রভেদই লক্ষিত হয় না,—এক
মাত্র নিরুপাধিক জ্ঞান কেবল অবশিষ্ট থাকে; আর, সে জ্ঞান ঈশর শক্ষেরও বাচ্য নহে,
জীব শক্ষের ও বাচ্য নহে, শুদ্ধ কেবল ব্রহ্ম শক্ষের বাচ্য। এখন উপরি-উক্ত তুই পক্ষের
্কান্টি সভ্যের পক্ষ, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইভেছে।

একটা অতি সহজ রুত্তাম্ভ হইতে বিচারের স্ত্রপাত করা যাউকু। যে কোন বৃক্ষ হউকু ন, কেন, তাহার কতকণ্ডলি লক্ষণ এরপ যে, সেগুলি শাল তাল তমাল এভৃতি সকল রক্ষেরই স্বারণ লক্ষণ; আর সেই সাধারণ-লক্ষণ-গুলির স্বাষ্টিকে আমরা সংক্রেপে "রক্ষত্র" বলিয়া ্র্দেশ করি ; রক্ষত্ব সকল-রক্ষেরই সাধারণ ধর্ম। কিন্তু এমন এ ছটি বৃক্ষ আমাকে দেখাও দেখি – যাহার শুদ্ধ কেবল ঐ সাধারণ ধর্মটি আছে, ভদ্নাতীত ভাহার আরু কোন লক্ষণই নাই ? কথনই ভূমি তাহা দেখাইতে পারিবে না । যদি বট রুক্ল দেখাও, এবে তাহার যেমন রুক্ষর আছে তেমনি বটত্ব আছে ; যদি দেবলারু রুক্ষ দেখাও, তবে ভাছার রুক্ষত্বের স্ত্রে সঙ্গে দেবদাকত্ব আছে; এমন একটিও বৃক্ষ তুমি আমাকে দেখাইতে পারিবে না-যাহার ওদ কেবল বৃত্তাই আছে, ততির আর কোন-কিছু ইই নাই ৷ বৃক্তের এ যেমন দেখা গেল— জ্ঞানেরও অবিকল এইরূপ ;—যে-কোন জ্ঞান হউস না কেন—সেই জ্ঞানেরই—এক দিকে যেমন এরপ একটি লক্ষণ থাকা চা বাহা সকল নেরই সাধারণ ধর্ম, আর-এক-দিকে তাহার এরপ একটি বুঁক্রণ থাকা চাই যাহা সেই 🚋 শ্ব জ্ঞানের বিশেষ লক্ষণ। পুর্বের আমরা দেখিয়াছি যে, 'আমি জানিতেছি' এই ন্যাপারটি সম্স জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম : আর ঘট জানিতেছি, পট জানিতেছি, পুস্তক জানিতেছি, এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ; অতএব বৃক্ষমাত্রেতেই যেমন 'রুজ্ব' এই তাহার সাধারণ ধর্ম, এবং 'আর-কোন-কিছুত্ব' এই তাহার বিশেষ লক্ষণ, ডুস্ট এক সঙ্গে বিদ্যমান থাকা চাই, তেমনি জ্ঞান-মাত্তেতেই—অহম ৃত্তি—এই তাহার সাধারণ ধর্মা, এবং ইদস্ ত্তি— এই তাহার বিশেষ লক্ষণ, উভয়ই এক সঙ্গে বিদ্যমান থাকা চাই। একটাপত্তের শুদ্ধ কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা আছে ইহা ষেমন অসম্ভব,—জ্ঞানের শুদ্ধ কেবল অহম্ব তিটি আছে— ইদস্তি মূলেই নাই, ইহাও তেমনি অসম্ভব। অহমৃতি যদিও ইদস্তির নিয়ামক— অহমৃত্তি যদিও ইদ্যুত্তি অপেকা উচ্চ পদবীম, তথাপি তাহা ইদ্যুত্তির সহিত একে-বারেই সম্পর্ক-রহিত হইয়া—আপনার নিয়ামিকা-শক্তিকে একেবারেই বিসর্জন দিয়া— একাকী অবস্থিতি করিতে পারে না। অধৈত বাদী এ কথা অবশ্য স্বীকার করেন বে, ইদস্ব ডি বিল্পু হইলে সেই সঙ্গে অহম্বৃত্তিও বিল্পু হইয়া বায়; কিন্তু অহৈত বাদী বলেন বে, षर्य वि विलुख इहेला आ ज्ञानित अचि प विलुख हम ना ; देव वामी वतन व, व ज्ञान

অহন্দৃত্তি শৃত্য, যে জ্ঞান আপনাকে আপনি জানে না, সে জ্ঞান জ্ঞানই নছে। পঞ্চদীর গ্রন্থকার বলিতেছেন

> '' স্বয়মেবাকুভূতিত্বাথ বিদ্যতে নাকুভাব্যতা। জ্ঞাতৃ-জ্ঞানান্তরাভাবাৎ অজ্ঞেয়ো ন স্বসত্তয়া॥"

স্বয়ং যে, জ্ঞান, তাহার ক্রেয়ত্ব থাকিতে পারে না। জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞাতা নাই বলিয়াই জ্ঞান অক্তেয়, জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে।

অर्थाः अनाज-विषय-मकल श्रेटा जिन्न त्य, ज्ञान, जाशरे अनाज विषय-मकलत्क জানে; কিন্ত জ্ঞান হইতে ভিন্ন এমন কি বস্তু আছে যাহা জ্ঞানকে জানিবে ? জ্ঞানের অ্য কোন জ্ঞাতা নাই বিশিয়াই জ্ঞান অজেয়, জ্ঞানের আন্তিত্ব নাই বলিয়া নহে। জ্ঞানের অন্তিত্ব আছে অথচ জ্ঞান অজ্ঞের। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞেরত্ব বাতিরেকেও জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভবে। উপরের গ্লোকটিতে আত্মা অগ্য কর্তৃক ( অর্থাৎ আনাত্মা কর্তৃক ) ক্রেয় না-হওয়া অপরাধে একবারেই অজ্ঞেয়ের অন্ধ কৃপে বলপুর্বাক নিক্ষিপ্ত হইল। দৈত-বাদী এ ব্যাপারটি নির্বিবাদে যাইতে দিতে পারে না—তাই নিয় নিথিত বাদালুবাদ ;—

দৈতবাদী ॥ যাহা অন্ত কর্তৃক জ্ঞের নহে কিন্তু আপনা-কর্তৃক জ্ঞের, তাহাকে কি জ্ঞের বলিতে পারা যায় না ?

অহৈত বালী। কেন পারা যাইবে না ? আপনা-কর্তৃকই হউক,আর, অক্স-কর্তৃকই হউক, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়, এতো অতি সহজ কথা স্পষ্ট পড়িয়া আছে।

দৈতবানী ॥ ভূমি বলিতেছ যাহা আপনা কর্তৃক জেয় তাহাও জেয়, যাহা অন্ত কর্তৃক জ্যে তাহাও জ্বেয়;—অজ্বেয়, তবে, কি ?

অহৈত বাদী ॥ যাহা আপনা কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, অস্ত কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, তাহাই ष्टाङ्ग्र।

দৈত বাদী ॥ তুমি বলিতেছ আখ্রা অজ্ঞের;—তবে কি আখ্রা আপনা-কর্তৃক বা অগ্র কর্ত্তক—কাহারো কতৃক—ক্রেয় নহে ?

অহৈত বাদী। যথন বলিয়াছি 'অজ্ঞেয়' তথন বৃঝিতে হইবে যে, আপনা কর্তৃকও **८** ख्रुप्त नरह, व्याग कर्ज़क ७ स्क्रिप्त नरह।

দ্বৈত বাদী। কিন্তু তুনি আপনিই বলিয়াছ বে, "অবিদিত্বা সমাজ্বানং বাহুং বেদ ন তু কচিং" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না। তোমার আপনার কথা অনুসারেই দাঁড়াইতেছে যে, জ্বাত্মা বেমন অন্তান্ত বিষয়কে জানে, তেমনি তাহার সঙ্গে সাঙ্গে আপনাকেও জানে; তবেই হইল যে, আত্মা আপনা-কর্তৃক জ্ঞেয়; আর এই মাত্র ভূমি বলিলে যে, আপনা কর্তৃকই হউক্, আর, অন্ত কর্তৃকই হউক্, জের বে— সে জ্বের; অতএব ভোমারই কথার দাঁড়াইতেছে বে, স্বাত্মা জ্বের। এখন ভূমি তাহার উণ্টা বলিতেছ—এখন বলিতেছ আত্মা অক্টেব্ন ! ইহার কোন্টা ঠিকু?

অহৈত বাদী ॥ ও চুই কথার মধ্যে বিরোধ তো আমি কিছুই দেখিতে পাই না। আমি কি বলিয়াছি ? আমি কেবল বলিয়ছি বে, আজা যখন যে-কোন অনাজ-বিষয়কে জানে, তখন তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে। কিন্তু যখন অনাজ-বিষয়ের সহিত আদবেই জহার কোন সম্পর্ক থাকে না,তখন কি হয় ? তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, পত্রের এক পৃষ্ঠাকে ছাড়িয়৷ বেমন অপর পৃষ্ঠা একাকী থাকিতে পারে না, সেইরপ ইদস্ তিকে ছাড়িয়৷ অহস্ব তি একাকী থাকিতে পারে না। নিরুপাধিক জ্ঞানের উদরের সঙ্গে সঙ্গে ইদস্ব তির অস্তগমন অনিবার্য্য, এবং ইদস্ব তির অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অহস্ব তির অস্তগমন অনিবার্য্য, এবং ইদস্ব তির অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অহস্ব তির অস্তগমন অনিবার্য্য। সমাধি-কালে ইদস্ব তির মূলোছেদের সঙ্গে সঙ্গেই অহস্ব তিও উমুলিত হয়; তখন কেবল-মাত্র নিরুপাধিক জ্ঞান একাকী অবশিষ্ঠ থাকে। জ্ঞানের অস্তিত্ব পূর্কেও বেমন ছিল, তখনো তেমনি থাকে;—মধ্য-হইতে কেবল ইদস্ক তি এবং অহস্ব তি অস্তর্হিত হইয়৷ য়য়।

বৈতবাদী ॥ আমি বলিয়াছি বটে এবং এখনো বলিতেছি যে, ইদস্তিকে ছাড়িয়া অহমৃতি একাকী থাকিতে পারে না ; কিন্তু তেমনি ইহাও বলিয়াছি যে, ঐ দুই বৃত্তির কোনটাকে ছাড়িয়া জ্ঞানের অস্তিত্ব সস্তবে না ; ঐ দুই বৃত্তিই জ্ঞানের অস্তিত্বের নিদান। যে ক্যান একেবারেই অজ্ঞেয়—আপনার নিকটেও অজ্ঞেয়— স্বতরাং আপনার অস্তিত্ব আপনি উপলব্ধি করে না, সৈ জ্ঞানের অস্তিত্ব অপর ব্যক্তি কিরুপে উপলব্ধি করিবে ? কেহই যে জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে ইহা কে বলিল ? জ্ঞানই জ্ঞানের থাকিবার ছান ; জ্ঞান যদি আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকিবে তবে আর কোথায় থাকিবে ? জ্ঞান আপনার জ্ঞানে নাই— তুর্ তোমার মুখের কথায় আছে— এরূপ থাকিলেই বা কি, আরে, না থাকিলেই বা কি ! জ্ঞান নিজে আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, অথচ তুমি তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে ;—ধন্য তোমার জ্ঞানের দেগিড় ! কিন্তু আমার ক্ষুত্ত বুবিতে এইরূপ মনে হর যে, সে জ্ঞানের অস্তিত্বের বাপও তুমি উপলব্ধি করিতেছ না— তুর্ কেবল মুখে বিণিতেছ যে, তাহার অস্তিত্ব আলোক !

অবৈত বাদী ॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও বে, ইদস্ ভিশৃন্থ নিরুপাধিক জ্ঞানের অন্তিত্ব মূলেই সম্ভবে না ? বেদে কি আছে শ্রবণ কর,—"ইদস্বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীং সদেবত্বসান্দ্রেদ মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং স বা এব মহানজ আছা।" "এই জগং উৎপত্তির পূর্কে, হে প্রিয় নিষ্য ! কেবল একই অন্বিতীয় সংস্করপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন মহান্ আছা।" যখন ইদং বলিয়া কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য ইদস্ ভিও ছিল না; আর ভূমি আপনিই বলিয়াছ বে, ইদস্ ভির অবিদ্যমানে অহম্ব তি থাকিতে পারে না; কিন্তু অহম্ব তির অবিদ্যমানেও এক মাত্র অন্তিতীয় জন্ম বিহীন মহান্ আছা ছিলেন। প্রথমে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি বে, ঈশ্ব জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি স্টির পূর্কেও বর্তমান ছিলেন, এ কথা ভূমি মানো কি না ?

ছৈতবাদী ॥ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি নিত্য বিদ্যমান (বিদ্যমান শব্দের অর্থ জ্ঞের-भान तूबित्ल शानि नार्ट वतः जात्ता जाल रहा । अ क्या अत्कवात्तर ज्या अति । "कव ममणः मब्बाद्धि '' ष्ममखा दृष्टराज रक्षम क्षित्रा मका छेरश्रम दृष्टराव १ छेरश्रम ब्ह्रीय क्षेत्र আছে তাহাদের উৎপত্তির পূর্নের আকাশ ছিল, কাল ছিল, আর, আকাশ এবং কাল কোন না কোন সন্তায় পরিপূর্ণ ছিল; এ বিষয়ে স্থার কাহারো মংশয় হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানকে ছাড়িয়া সতা একাকী থাকিতে পারে না। তোষার আমার যদি জ্ঞান না থাকে, ভবে তোমার আমার সমকে বেমন কোন অন্তিত্বই থাকিতে পারে না, ষেইরপ মূলেই খনি জ্ঞান না থাকে, তবে মূলেই অন্তিত্ব থাকিতে পাবে না ;—বাহা কেহই কোন কালে জানে নাই-জানে না-জানিবে না, তাহার অস্তিত্ব শুধু কেবল একটা মুখের কথা মাত্র, তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব ইহা বধন স্থনিশ্চিত বেং উৎপন্ন জীব-সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ছিল, কাল ছিল, আর আকাশ এবং কাল কোন না কোন সন্তার উংপাদিকা শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল; **আর ইহা যখন স্থানি-চিত যে, জ্ঞানের মহিত সম্বন্ধ** ব্যতিরেক সতা একাকী থাকিতে পারে না; তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীব জগং উংপন্ন হইবার পূর্বেও জন্মবিহীন মহানৃ **আত্মা বর্ত্তমান ছিলেন। স্মন্তিত্ব** জ্ঞান-সাপেক্ষ; এজন্য মূল অস্তিত্বও বেমন নিত্য **মূল জ্ঞানও** তেমনি নিত্য। 'বে জ্ঞান কালের অস্তিত্বের নিদান, সে জ্ঞান অবশ্য কালাজীত জন্মবিহীন ; আর, বে ক্রান আকাশের অন্তিত্বের নিদান, সে জ্ঞান অবশ্য আকাশাতীত মহানৃ; অতএব পরমাত্মা "মহানক আত্মা" তিনি জন্মবিহীন মহান আত্মা, এ কথা নিঃসংশয় বেদবাক্য।

অংহতবাদী ॥ ইহা তবে তুমি মানো বে, "স বা এষ মহানজ আত্মা " তিনি জনবিহীন মহান্ আত্মা। এটা তবে তোমার,না মানিবার কারণ কি যে, 'ইদং বা অগ্রেনেব কিঞ্চাসীং" এ জগং পূর্বেকিছুই ছিল না !

দৈতবালী ॥ কে ইহা বিশাস করিতে পারে যে, যিনি জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা তাঁহার জ্ঞান ইদস্তি-বর্জ্জিত এবং কাজেই অহস্ব দি-বর্জ্জিত, এক কথার তাঁহার জ্ঞান জ্ঞানই নহে! বেদে তাই অব্যবহিত পরেই আছে 'স তপোহতপ্যত, স তপস্তপ্ত। ইদং সর্ব্ধ মস্কু মদিদং কিঞ্চ।" 'তিনি বিশ্ব-সজনের আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু স্পৃত্তি করিলেন।" ইহাতে স্পৃত্তই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই জগংউংপন্ন হইবার পূর্বেও তাহা ঈশরের আলোচনার বিদ্যমান ছিল। বেদে যাহা ইদং বিলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা আমাদের এখনকার এই ইদং—এই স্তৃত্ত জ্ঞাবং; কিত্ত এই স্তৃত্ত জ্ঞাবতের মূলে ঈশরের আলোচনা-জ্ঞাথ বর্ত্তমান বহিয়াছে;—স্কৃত্তির পূর্বেও তাহা বর্ত্তমান ছিল, এখনো তাহা বর্ত্তমান, এবং চিরকালই তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। সেই আলোচনা-জ্ঞাথ যদিও আমাদের ইনং নহে, কিন্তু তাহা ঈশরের ইদং তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ছই ইদ্যের মধ্যে খদিও আকাক্ষীপাতাল প্রতেদ তথাপি উভয়ই ইদংশব্দের বাচ্য।

আমাদের চিন্তা-জগং বেমন আমাদের আত্মা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ঈশ্বরের আলোচনা-জগং স্বরুৎ ঈশার হইতে ভিন্ন; তেমনি আবার, রেমন তোমার আমার চিন্তা-জগতের তুমি আমিই সর্ব্বস্ব, সেইরপ স্বারের আলোচনা-জগতের ঈশ্বরই সর্ব্বস্থ। চুই ইদম্ব ভিন্ন মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই বে, ঈশবের ইদস্ তি মূল আদর্শ, আমাদের ইদস্ তি তাহার প্রতিলিপি মাত্র। ঈশ্বর আর কাহারো নিকট হইতে চিন্তা করিতে এবং রচনা করিতে শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতেরা ঈশেরের চিন্তা হইতেই চিন্তা শিক্ষা করেন, কবিরা ঈশবের রচনা হইতেই রচনা শিক্ষা করেন। ঈশের সংসারের পরপারে থাকিয়া। যেরপ লেখা লিখিতেছেন, আমরা এপারে থাকিয়া তাহারই দাগা বুলাইতেছি। পুনন্চ, ইদধৃত্তি এবং **অহমৃতির মধ্যে বেরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ,** তাহা সকল জ্ঞানেরই खिताक मा भर्म, - असन नाट त्व, जांटा एवं त्कवन कीव-क्वात्नवरे धर्म- केवितिक জ্ঞানের নহে। আমাদের নির্ম্য মনোরতি না থাকিলে আমাদের আত্মার নিয়মিকা-শক্তির ধেমন কোন অর্থ ই থাকে না, সেইরূপ ঈশরের নিয়ম্য আলোচনা জগং না থাকিলে ঈশবের ঐশী শক্তির কোন অর্থ ই থাকে না। আমাদের নিয়ামিকা শক্তি ঐশী-শক্তির স্থায় মূল শক্তি নহে; আমাদের নিয়ামিকা শক্তি ঐশী শক্তির প্রতিলিপি মাত্র; ঐশী শক্তির সহিও বে অংশে তাহার সাদৃশ্য—সেই অংশে তাহা হাধীন; আর, যে অংশে তাহা মূল শক্তি নহে—কেবল প্রতিলিপি মাত্র, সেই অংশে তাহা পরাধীন। আমাদের ইদস্থ বি সম্ভূরণে আমাদের অধীন না হওয়াতে—আমাদের নিয়ামিকা শক্তি পরিমিত হওয়াতে—আমরা স্থ হু:খ মোহে আক্রান্ত হই। পরমাত্মার ইদম্ভ তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্ত্বাধীন—ভাঁহার ঐশী শক্তি মূল শক্তি হতরাং অপরিমিত—এইজন্য পরমাত্মা পরিপূর্ণ আনন্দময়। মুমুষ্য ধবন তাহার পরাধীন ইদদ্ধ তি হইতে মনকে সংযত করিয়া ঈশবের ভাবের ভাবুক হয়, তখন তাহার আত্মাতে ঈশবের শক্তির কণা মাত্র সঞ্জিত হইয়া তাহার কর্তৃত্ব-শক্তিকে এবং আনন্দকে দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। মনুষ্য মতই ঈশ্বরের প্রতি প্রদ্ধাবান এবং ভক্তিমান হইরা কার-মনো-বাক্যে তাঁহার অনুগত হয়, ততই তাহার নিয়ামিকা শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়, ততই সে তাহার ইদম্ব ত্তির উপর কর্তৃত্ব লাভ ় করে, ততই মে দুঃখ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনলামৃত উপভোগ <sup>করে।</sup> কিন্তু মনুষ্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুকু না কেন—ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও পরাৎপর পরম উৎকৃষ্ট; এ জন্ম মনুষ্ট্যের নিজের উৎকর্য মনুষ্ট্যের চরম লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে, এক ক্ধায়— চরম জ্ঞাদর্শ নহে। ঈশ্বরের প্রতি এদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিই মনুষ্যের মুধ্য <sup>লক্ষ,</sup> তাহার **আপনার উৎকর্ষ তাহা**র আনুষদ্ধিক উ**পলক। সেই** মুখ্য লক্ষ্যের সাধনই মহুষ্যের সর্কোচ্চ কার্য্য; মুমুষ্যের আন্মোংকর্ষ ধাহা সেই লক্ষ্য সাধনের অবশুস্তাবীঃ <sup>ফল,</sup> তাহা**⊕ সেই লক্ষ্যেরই উচ্চত**র সাধনের সহায় বলিয়া সমধিক প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আমাদের আত্মোৎ কর্বের জন্য নহেন, কিন্তু ঈশ্বরাত্মরাগ-বর্ধনের জন্যই আত্মোৎকর্ব-

সাধন ; এইরূপ হইলেই সাধক ঠিকু পথে দাঁড়ায়। নিন্ধাম ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্য জীবনের উচ্চতম আদর্শ।

**अ**विष्कुत्रनाथ ठाकूत।

# বিরহীর পত্র।

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দ্রে গেলে এই মনে হয়,
ছজনার মাঝখানে অক্ককারে ছিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভরে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

ভারায় ভারায় মদ। থাকে চোখে চোখে
অক্ষরার অসীম গগণে।
ভরে ভারে অনিমেধে কম্পিত আলোঁকে
চেয়ে থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল, স্তব্ধ স্থগভীর রাত্রি,
ভরহীন মক্ষমর ব্যোম,
মৃথে মৃথে চেয়ে ভাই চলে বত বাত্রী
চলে গ্রহ রবি ভারা সোম।

নিমেবে অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেবে অসীম পড়ে ঢাকা।

অন্ধ কাল-ভুরক্তম রাশ নাহি মানে

বেগে ধার অদৃষ্টের চাকা।

কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই

জেগে জেগে দিতেছি পাহারা—
একটু এসেছে ঘূম চুমকি তাকাই
গেছে চলে কোথার কাহারা!

ছাড়িয়া চলিক্স গেলে কাঁদি তাই একা—
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনস্তের মাঝখানে হুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহ এসে বিরে!
ফ্তা বেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে রবে হায়
ধরশীর শুস্ত খেলা ঘর!

গ্রহ তারা ধ্মকেতু কত রবি শশি,
শৃশু বেরি জগতের ভীড়,
তারি মাঝে বদি ভাঙ্গে, যদি যায় খসি
আমাদের হৃদণ্ডের নীড়—
কোথায় কে হারাইব, কোন্ রাত্রি বেলা
কে কোথায় হইব অভিথি;
তথন কি মনে রবে হু দিনের খেল।
নয়নের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে করে কিরে চোথে জল আসে,
একটুকু চোখের আড়ালে,
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভাল বাদে
সেও কি রবে না এক কালে?
আশা নিয়ে একি শুধু খেলাই কেবল
স্থুব হুংখ মনের বিকার!
ভাল বাসা কালে হাসে মোছে অঞ্জল
চায় পায় হারায় আবার!

# হেঁয়ালি নাট্য।\*

(রার কৃষ্ণ কিশোর বাহাত্র সি, এস, আই মৃত্যু শ্যার শরান। চন্দ্র কিশোর, নন্দ কিশোর, ও ইন্দ্রকিশোর পুত্র ত্রের পুরামর্শেরত। ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দনোর্শী)

ह छ। का'रक का'रक निर्धि।

हेसा। (तनल् ज्नु जारत्रवरक लार)।

কৃষ্ণ কিশোর। ( অতি কষ্টে ) কি লিখবে বাবা!

নন্দ। তোমার মৃত্যু সংবাদ।

কৃষ্ণ। মৃত্যু সংবাদ! এখনো ত আমি মরিনি, নল!

ইস্র। এখন নেইবা ম'লে বাবা ; কিন্তু একটা সময় স্থির করে লিখতে হবে ত !

চন্দ্র। বত শীঘ্র পারি সাম্নেবদের condolence letter গুলো আদায় করে কাপ্সজ ছাপিরে ফেলা দরকার—সমস্ত জুড়িরে গেলে তখন ছাপালে বিশেব কোন ফল হবে না! কৃষ্ণ। বাবা, একট্ সবুর কর, আন্তো আমি জুড়িয়ে বাই!

नन । अवूत कत् (ल हल् दे ना वावा। अिम् एन आत्र अना किलिएक वार्तित वार्तिक

চিঠি পাঠাতে হবে তাদের একটা ফর্দ করা বাক্—বলে বাও!

চক্র। লাট্ সায়েব। ইল্বট্ সায়েব। উইল্সন্ সাহেব, বেরেস্ফোর্ড। মেকলে। রেনল্ড্স্। পিকক্——

কৃষ্ণ। বাবা কানের কাছে ও কি নামগুলো করচ, তার চেরে ভগবানের নাম কর। এখন তিনিই সহায়। হরি হে তুমিই ভরসা। বল হরি——

हेला। ठिक वलाइ—ভान मत्न क्तिरत्न निरत्न एगातिम्न प्रास्त्रक धना इत्रनि।

কৃষ্ণ। বাবা, বল রাম রাম ----

নন্দ। দাদা, রামজে সায়েবকে ভূলো না বেন!

कुष्। नातात्र्व नातात्र्व।

<sup>\*</sup> প্রাবণ মাসের হেঁরালির উত্তর কবিতা। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস, অত্ল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার, লালমোহন বিধাস, জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল, স্থরেশচন্দ্র খোষ, বিপিন-বিহারী লাহা, গোপালচন্দ্র ভারা, করুণাভিরাম বড়ুরা, হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত, সত্নীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যার, বিধুভূষণ খোষ, বিহারীলাল গোস্থামী, নীলমণি বসাক, উপেক্স নাথ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মি ত্র, অনন্তলাল খোষ, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, জলধর দাস, উমানাথ চক্রবর্ত্তী, কুমার বিপ্রনারায়ণ, শ্রীনতী, মূনালিনী দাসী, এলোকেশী দাসী, মূত্যকালী দাসী ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

চন্দ্র। নন্দ, লেখতহে নোরান্ সায়েবের নামটা লেখত !

ऋन किर्माद्यत्र श्रदम ।

স্কল। বা, তোমরা ত বেশ বাহোকৃ! আসল কাজটাই বে বাকি!

ठल। कि वल पि !

স্কল। বাবাকে নিমতলার **যাটে নিয়ে যাবার সময় procession-এ যা'রা যোগ দেবে** তাদের ত আগে থাক্তে থবর দিতে হবে! কোন্ সময়ে তারা আস্বে সেটাত আগে থাক্তে ছির করে বল্তে হবে!

কৃষ্ণ। বাবা কোন্টা আসল হল! আগে ত মরতে হবে, তার পরে—

চন্দ্র। বাবা ভূমি অন্থির হোরো না, কোন্টা আগে কোনটা পরে আমরা সমস্ত ঠিক করে দিচিচ!

স্কল। ু তুমি ত কেবল মরবে তোমার কোন ভাবনা নেই, খাট্নি আমাদেরই। কাগজে লিখতে লিখতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

ডাক্তার। (স্বগত) হার হার, তোমাদের মরণ হর না!

চন্দ্র। ডাক্তার।

**छ। व्या**टकः।

চন্দ্র। বাবার আর কত বাকি! সাধারণকে কখন আস্তে বল ব ?

छ। বোধ হয়—( त्रभगीरमत ही कात स्रत क्रमन)

স্কৃদ। (বিরক্ত হইরা) মা একটু থাম। আংগে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিই। কখন ডাকার ?

ডা। বোধ হয় রাত্রি—( পুনশ্চ ক্রন্দন )

নন্দ। বড় মৃজিল কর্লে। তোমরা কাজের ভারি ব্যাম্বাত কর্চ। তোমাদের কেঁদে কোন ফল নেই। আমরা বড় বড় সায়েবদের কাঁগুনী চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেব। (রম্বী-দিগকে গৃহ হইতে বহিদ্ধরণ)।

**४न।** ডाङात-कि ताथ इस्छ !

ডা। বে রকম দেখচি তা'তে বোধ হয় বা আজ রাত্রি চারটের সময় মৃত্যু হয়।

চন্দ্র। তবে ত আর বেশী সময় নেই। তবে ত এই বেলা সিপু ছাপিয়ে বিলি করতে হয়। নন্দ, যাও ছুটে যাও—প্রেসে ছুটে যাও!

ডা। আছে, ওষ্ধটার জন্যে জনেক কণ বসে আছি এধনো এলনা। সে ওষ্ধের

বিশেষ দরকার। প্রেসেঁ বাবার আগে বদি ওষ্ধের—

স্থল। বিলক্ষণ ! ওম্ধ পরে আন্লেই হবে—তোমার ডাক্তার খানাত আর পালাচে না। আগে প্রেসে যাওয়া দরকার—

ডাক্তার। আজে ততকণে রুগী ষে——

চল্র। সেই জন্যেই ত তাড়াতাড়ি। পাছে সিপু বিনি হবার আগেই রুগী মারা পড়ে।

नन। এই আমি চলুমা।

कन । लिट्य मिश्र काल दिवा चाएँछोत्र समग्र procession चात्रस इति!

### षिजीय मुना।

স্ক। কই ডাক্তার! চারটে ছেড়ে সাতটা বাজ্লো বে!

ডাকার। ( অত্যম্ভ অপ্রতিভ ভাবে ) তাই ত, নাড়ি এখনো বেশ সবল আছে।

চন্দ্ৰ। বা তুমি বেশ ডাক্তার ষাহোকু! আচ্ছা বিপদে ফেলেছ !

নন। তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়ে ওষুধটা আন্তে দেরী করেই এই বিপদ ঘটল। ডাক্তারের ওষ্ধ থেলে এডক্ষণে শেষ হয়ে ষেড—ওব্ধ বন্ধ হয়ে অবধি বাবা অনেকটা সবল হয়ে উঠেচেন!

কৃষ্ণ। বাবা এভক্ষণ ডোমরা বেশ প্রফুল্ল ছিলে, হঠাৎ এখন এমন বিমর্শ হয়ে গেলে কেন ? আমার ত ভালই বোধ হচ্চে!

স্কল। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের কথায় রিখাস করে আমরা যে আটটার সময় public-এর সঙ্গে তোমার খাট-processionএর engagement করেছি।

কৃষ্ণ। তাইত টেনটা ভক্ষ হলে অত্যন্ত লজ্জা ও হুংখের কারণ হবে। আমার মরা উচিত ছিল বটে !

ডাক্তার। ( আর থাকিতে না পারিয়া ) একটা কাজ করত সমস্ত গোল চুকে যায়!

रेखा कि!

**उत्त**। कि!

नम। कि!

इन। कि.!

় ডাক্তার। 'ওঁর বদলে তোমরা ধদি কেউ সময়-মত মর'।

### তৃতীয় দৃশ্য।

( বহির্কাটিতে বিস্তর লোক সমাগম।)

कानारे वार्। সাড়ে चांग्णे उ त्रदक्ष लिल, चात्र विलय द्वन ?

চন্দ্র। বহুন, একটু তামাক খান।

কানাই। তামাক ত সকাল থেকে খাকি।

ৰলাই বাবু। কৈ হে—তোমাদের বোগাড় ত কিছু দেবিনে।

চন্দ্র। আঞ্জে বোগাড় সমস্তই আছে তার কোন ক্রেটি নেই—এখন কেবল— রামতারণ বাবু। কিহে চক্র আর ত দেরি করা ভাল নয়!

চক্র। ঠিক বলেচেন। আমাদের সকলেরই মেই মত কিত্ত—— ছরিছর বাসু। দেরি কিসের জন্যে হচ্চে ?

চন্দ্র। আমরা ত তাড়াতাড়ি করেই উদ্যোগ করেছিলুম কিন্তু দেরী করচেন কেবল—
মধুস্থন। কৈ গো আপিসের বৈলা হয় যে। তোরাদের কাগু ধানা কি !

চন্ত্ৰ। আন্তে, আমাদের কোন দোব নেই-এখন কেবল-

#### ইন্দ্রকিশোরের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আপনারা অত বাস্ত হবেন না, বাবার হল বলে। ততক্রণ এই Condolence letter তলো পড়্ন। (হাতে হাতে বিলি) এইটে ল্যাম্বাটের চিঠি, এইটে হ্যারিম্নের, এইটে মার জেম্ন্—

#### স্বন্দকিশোরের প্রবেশ।

স্কল। এই নিন্, ততক্ষণ কাগজে বাৰার মৃত্যুবিবরণ পড়ুন্। এই টেট্স্ম্যান্, এই ইংলিষ্ম্যান্, এই মিরার।

মধুস্দন। (মাদবের প্রতি) দেখেছ ভাই, বান্ধালীরা punctuality কাকে বলে

পশ্চাৎ হইতে ইন্দ্রকিশোর। ঠিক বলেচেন। মরবার সময়েও তারা punctual হয় না। (খনরের কামজ এবং condolence পত্রী পড়িতে পড়িতে অভ্যাগতগণের প্রবল বেগে অঞ্ছ

রাধামোহন বাবু। (সজল নেত্রে) হরি হে দীনবন্ধু!

নয়ান চাদ। হায় হায়, এমন লোকেরও এমন বিপদ ঘটে !

नवदीशहल । ( भीर्मनिः चात्र किलिया ) अंकू टामांत्र हे छहा !

র্মিক বাবু। (কাতর স্বরে)

"क्षम ब्राइ कृटि ए क्यन"

তার পরে কি ভূলে যাচিচ !

"হাদর বৃত্তে ফুটে বে কমল" তাহারে ছিঁ ড়িলে কাল অকালে, হাদর-য়ণাল ডুবে খোক-সাধরের জলে!

এও ঠিক তাই! "ক্লম মূলাল ডোবে শোক সাগরের জলে!' আছা! আডিয় এক্ষোয়ার। O tempora O mores! • . ভবনানীশ। (গদাল কর্পে)

> हनक्रिकः हनिष्ठकः हनक्षीयन योयनः हनाहन भिनः मर्सरः कीर्जिन्म मक्षीयकि ।

ন্যায় বাগীশ।

মচ্পতেঃ কগতা মথুৱাপুরী রঘুপতেঃ—( কর্গরোধ )

হঃধীরাম। কি বল্লে ন্যায়ব্যানীশ খুড়ো ? মধুরা ? আমার মধুরা কি আর আছে ? তার পিলের উপর আবার বিকার হল রাত পোহাতে না পোহাতে মারা বেল ! ( মুদ্র্যি )

শোকে অধীর হইয়া অভ্যাগতগবের হোহো শব্দে ক্রন্সন )

(ज्नन किंकिश नितृष इरेल)

মগুসুদন। ওগো তোমাদের আর বাকী কিসের! •

চন্দ্র। আর বাকী কিছুই নেই এখন কেবল বাবা মোলেই হয়।

কালাচাদ। (শোকাবেণে শুনিতে না পাইয়া বুক চাপড়াইয়া উর্দ্ধকঠে) হার কৃষ্ণ-ক্রিশোর বাহাত্র ভূমি কোথায় গেলে !

ে (নেপথ্য হইতে ক্ষীণকঠে) আমি এই খেনেই আছি বাবা! দোহাই, তোরা অত এটেচাসনে 1

## কত রচিব শরন।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শর্মন থাকুল নয়ন রে !
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুত্রম চয়ন রে !
কত শরদ যামিনী হইবে বিফল
বসস্ত যাবে চলিয়া !
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাত যাইবে চলিয়া !
এই বৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে !
সেই চয়ণ ণাইলে য়য়ণ মানিব
সাধিয়া সাধিয়া রে !
আমি কার পথ চাহি এজনম বাহি
কার দয়শন যাচিরে !

বেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া णारे जाबि वत्म जाबि ता फार्ट यानाजि गाँविता भरति यानात मीनवादम जन् गक्ति। छारे विकन जानदा धनीश कानादा একেলা রয়েছি জাপিয়া। প্ৰগো তাই কত নিশি টাদ উঠে হাসি छाई (केंदन गांत्र अछाटि, ওগো তাই ফুল বয়ন মধু সমীরণে ষুটে ধূল কত শোভাতে। ওই বাঁশি শ্বর তার আসে বার বার (मरे छर् किन चारमना, **এই ज्नम्र जामन मृग्र शर्फ शांक** क्टिंग यदा छश् वामना, মিছৈ প্রশিষ্টে কার বায়ু বহে যায় বহে যমুনার লহরী, কেন কুছ কুছ পিক কুহরিয়া উঠে कामिनी (व फेर्फ मिर्दि । প্রগো বঞ্চি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে মোর হাসি আর রবে কি ! वह काश्रवण कीण रमन मिनु আমারে হেরিয়া কবে কি ! আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুল মালা প্রভাতে চরণে ঝরিব ! ওগো আছে সুনীতল ষ্মুনার জল দেখে তারে আমি মরিব ঢ়

এরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ₽

### কাব্য জগৎ।

### कवि की हेम्।

ংব এক জন কৰি আছেন বাঁহারা সংসারে অতিথি মাত্র—হঠাৎ এক দিন দেবিতে পাঞ্জ দূর জনপদের সীমানার সন্ধ্যাব্সরিত একধানি কুটীরের গুরারে অতিথি দাঁড়াইয়া আছেন। ুএকটা রাত্রির জন্ম তিনি তোমার আমার নিকট আশ্রমের শান্তি, শিক্ষা, জ্ঞান লইয়া আন্দেন—কথনও বা তাঁহার মধ্যার তেজোদগ্ধ কাতর মুধধানি, ও সপ্পমর চকু চুটি লইয়া মর্মান্তিক কাতর স্বরে প্রচ্ছায় দূর কোন প্রকেশের কথা আমাদিপের স্মৃতিতে আনিয়া দেন। তিনি একটা তিথিমাত্র আমাদের সহিত থাকিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার কথা আমাদের জদ্যে রাধিয়া যান,—আমরা সে অতিথি কবিকে কত তাল বাসি। এই অতিথি কবিরা দেবশিশু। শিশু-দেবতার মুধ্বের কথা কত মধুর লাগে—সে পবিত্রকব্যি-জগতের স্পর্ময় নিশাস আমাদিপের প্রাণে ভুল ফোটাইয়া যায়।

তৃই জন কবির কথা আমার এই মৃহুর্তে মনে হইতেছে। ইংরাজ কীট্ স এবং ফরাসী আঁচেসেনিয়ে। তৃই জনেই আমাদিগের জলতে এক দিনের অতিথি ছিলেন। তৃই জনেই থোবন বিকাশের পূর্বের আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন—তৃই জনেই নিজের কথা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িলে চক্ষে জল আসে—কেমন মায়া হয়—দেবশিশুগুলির চোখের জল মৃছিয়া বুকের ভিতর ল্কাইয়া রাধিতে ইচ্ছা হয়।

কীট্স এক দিন এক জন বন্ধকে মরিবার কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—" আমার মনে হইতেতে যে আমার মাধাব উপর মাঠের ফল ফুটিতেছে"। ইহা সংসারপান্থারে একটা আকুল প্রাণের কথা নহে কি ? তাঁহার করবের উপর তিনি এই কয়েকটি কথা লিখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন "এথানে যে মরিয়াছে তাহার নাম জলের অক্ষরে লেখা হইয়াছিল:" এই কথা কয়েকটিতে যে বেদনা আছে তাহাতে উগ্রভাব আছে কি ?

আঁত্রেসেনিয়ে বলিয়াছিলেন যে "জগতের এই মহাভোজে আমি চুরদৃষ্ট একজন অভিথি উপস্থিত—যখন আমি চলিয়া বাইব তখন কাহারও চক্ষে এক ফোঁটাও জল পড়িবে না"। তুই জনেরই মরিবার ভয়—যেন চিরদিনের জন্য ভাল বাসিবার যাহা কিছু, চিরদিনের আশা, ভরসা চিরসঞ্ছিত্ জ্ঞান, চিরস্ফুৎকলনা সবই যেন এক দিনে, এক নিমেষে গ্রাইগা যাইবে। চিরদিনের অবসানের ভয় আছে বলিয়াই কবি কীট্সকে আমরা এত ভাল বাসি।

"মহাকবি, আকাশেও তোমাদিগের কি আত্মা আছে, তোমরা কি দ্বিজ ? ভূজাও (earth-born) তোমাদের বে আত্মা আমাদিগের দ্দিনের স্থধ দুংখের কথা, দ্বেম, হিংসার কথা, গৌরব অগোরবের কথা, বলের এবং তেজের অভাবের কথা বলিয়া কোথা চলিয়া বায় ? নৃতন নৃতন প্রদেশে কি নৃতন নৃতন আত্মা তোমরা পাও" ? সকাতরে কবি কীটস কি জ্লাসা করিয়াছিল—"যাহা কিছু জানি তাহা জানাইতে পারিলাম না, আমার মাথার ভিতর বে সহস্র চিস্তা আছে তাহা শেষ হইবার পূর্বেই আমি মরিয়া যাব"—এই তাঁহার ভর।

ধর্মের নির্মাম অনুজ্ঞা " মৃত্যুকে ভন্ন করিবে না" মনে রাধিয়াও, জগং ছাড়িতে মারা করে না কি ? আমাদিনের এই ক্ষুদ্র হৃদরের ক্ষুদ্র ভালবাসার সহিত ধদি একজন কবির বিখবাপী প্রাণের মধ্যা দেখিতে পাই ভাহাকে আদর করিতে ইচ্ছা করে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে বে "দেবতারা বাহাদিগকে ভাল বাসেন তাহারা শৈশবে মরিয়া বায়"। কাঁট্স নিশ্চঃই দেবপ্রসাদিত। ব্ধন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর তথন এই জীবন-লীলা শেষ করেন। বলিতে গেলে কীট্সের সব মানসিক ভাবই শৈশবে ভক্ষিয়া বায়।

কীট্স ফ্যানী বলিয়া একটা মেয়েকে ভাল বাসিতেন—ফ্যানীকে বেমন করিয়া-ভাল বাসিতেন সে শিশুর ভালবাসা। একবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াও তোমাকে দেখিব। একবার বাগানে বেড়াইও দেয়ালের গায়ে তোমার যে ছায়া পভিবে তাহা দেখিব। কাল রাত্তিরে আমার ঘ্য় হয় নাই—ত্মি সেই যে রোজ কাগজের ট্করায় "গুড়নাইট" লিখিয়া পাঠাও তাহা ত দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে। আমার বালিসের নীচে সে কাগজখানি না রাখিলে—আমার কেমন ঘ্য হয় না। 'ফ্যানি, ফ্যানি, ফ্যানি গুড়নাইট"। কেন আজ দেখা দেও নাই বলী দেখি" ?

কীট্ স যে পত্র গুলি লিখিয়াছিলেন তাহা কোনমতেই কছন বয়স্ক লোকে লিখিতে পারে না। এমন কি বয়োভাবসম্পন্ন একটা বালব ভালিখিতে পারে না। শিশু যেমন মার মুখ না দেঁখিতে পাইলে কাতর হইয়া পড়ে—কাঁদি । মাকে পর্যান্ত বিরক্ত করিয়া তুলে কাঁট্ স তেমনি তাহার অবৈপ্রান্ত কাতরতা দারা ফ্যানীকে খানিকটা ঝালাপালা ব্রিয়া তুলিরাছিলেন।

আসর মৃত্যুর সময় কীট্স ফ্যানির নিকট হইতে একখানি পত্র পান তিনি তাহা পড়িতে চাহিলেন না—কাহাকেও পড়িতে বলিলেন না—ক্ষদ তে পত্রখানি যেমন ভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবে তাঁহার সহিত কবরে দিতে বলিয়াছিলেন। কেন গ্

কীট্সের শিশুভাবের একটা প্রধান কারণ যে শুশবেই পিতা মাতা উভরকেই তিনি হারান। সাধারণতঃ প্রক্রপ অবস্থার বালক হার বালকত হারাইরা থানিকটা সংসারী হইরা পড়ে—কিন্ত কীটসের মত শিশু বাহার তালবাসা হৃদয়-পূর্ণ তাহার পক্ষে পিতানাতার অভাব বেন চিরজীবনের তেজ নষ্ট করিয় কেলে। সে অভাবই দেখিতে পায়, অভাব হইরাছে বলিয়া কেমন করিয়া সংসারের উপর নির্ভর করিতে হর তাহা কবি কীট্স কখনও শেখেন নাই। এই অভাবপূর্ণ আবেপমন্ত হৃদন্ত লাকে কনিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে ? বৌবনের প্রাকালেই কীট্স বাহাকে ভাল বাসেন সে তাঁহাকে সেরপ ভালবাসা ক্ষিরাইয়া দিতে পারিল না। সে তীত্র কাতরতা স্কুছ করা একটা বয়য়া মুবতীর-কেমন করিয়া সম্ভব ? অধীরতা বৌবন-ফুলভর্থন্ম হইতে পারে, কিন্ত বিবাদ—অনেক সমন্ত গছ করা কি একজন পূর্ণবৌবনা, ফুমনীরা সংসারী গৃঁহন্থ বালিকার পক্ষে সম্ভব। কীট্স চাহেন বে সে দিনে দশবার জানালায় গাঁড়াইয়া ভাঁহাকে দেখা দিবে—
যদি কার্যগিতিকে সে একবার কম আদিল ভাহা হইলে কীট্স কাতরম্বরে ক্যানি কেন

আসিলে না বলিয়া অভির হইয়া পড়িতেন—খদি একবার অধিক আসিলেন—কীট্সের এতই অধিক আনৰ হইত বে তাহাতে তাঁহার বক্ত বমন হইত।

कवित्र ভागवात्रा धर्क हे अन्न तकत । कवि कि कान वाक्तिवित्मवरक ভाग वास्त्र-ना ७१ कत्रिक किছूकि वास्तिवित्येय खरलयन कत्रिया जान। वारम १ बाहाक जानवामा (नक्षरेराज्य त्र जेशनक माज-रिव पर जानिकन कविराज्य त्र जनवीती किছ्व क्य-বে কথা কহিতেছে সে আকাশের জন্ত—বে যুবতী ভনিতেছে সে জনেক সময় তাহা বুঝিতে পারে না। কীট্লের ভালবাসা ব্যক্তিগত হইয়াও তাহা নহে। সে ড সংসারের কোন ক্যার জন্ম নহে।

প্রসিদ্ধ ফরাসী উপস্থাস লেখক বালজাক (Balzac) এক স্থানে বলিয়াছেন-কবিকে কখনও ভাল বাসিও না। সংসার তুমি বৈ ভাবে জান-সে বেরপ ভাবে জানে না-সে ভাল বাসিলে হুদয় শুকাইয়া লইতে চাহিৰে—জীবনের জীবন যাহা তাঁহা নিঃশেষ করিতে চাহিবে। তাহাকে ভাল বাসিতে দিওনা। তুমি বালিকা, মা বেমন ছেলে সহস্র দোষ कतित्ल, भे ज महञ्च व्यावनात कतित्व क्षेत्रज्ञाति कित्रनिन्दे त्नर्थन, जुनि कि त्यक्काविशती একজন কবিকে সে ভাবে ভাল বাসিতে পারিবে ? সে বাঁধা থাকিবে না। সে কখন ৰে তোমার জনবের ভিতর আসিতে চাহিবে, তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হঠাৎ তোমার নিভূত লুকান চিন্তাগুলি বাছিয়া লইডে চাহিবে—প্রত্যহ তোমার হুদয় লইয়া খেলা করিবে, সে বালককে হুদয় দিবে কি করিয়া ? এ হুক্রই কাজ করিও না-কবিকে ভাল বাসিও না।

কবিতা সম্বন্ধেও কীটসের পুরুষ ভাব নাই; আমি তাঁহার সমস্ত লেখার মধ্যে কেবল এক স্থানে একটু বলের কথা পাইরাছি—সে স্থানটি এই——

"বলীয়ান অস্থরের ন্যায় আমি বিস্তৃত জগতের ২ট াবলি আয়ন্ত করিব, আমার মনকে বার বার প্রশ্ন করিব ষত দিন না মন অনবর জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়।"

ইহা ভিন্ন সব স্থানেই কেমন কোমলভাব ৰাখা কথাওলি, কোমল রঙের ফুলওলি লইয়া কবি কীটস খেলা করেন—বে কবিতা হইতে উপরের করেকটি ছত্ত তুলিরা দিলাম সেই কবিতাতেই তাহার প্রচুর পরিচর পাওয়া বায়।

"একবার দাঁড়াও ভাবিয়া দেখ—জীবন ত এক দিনের, গাছের আগা হইতে পতনদীল শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্ত পরেই শুকাইবে"—"জীবন জফুট গোলাপ কোরকের ফুটিবার আশা - যাত্ৰ''—

"জীবনে আর বদি দশ বৎসর পাইতাম কবিতা দির। আপনাকে ড্বাইয়ঃ দিতাম''। কীটসের যে এই বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল, মরিবার আশকা ছিল তাহা উপভোগের জন্ত-সৌন্দর্য্য লালসা পরিভৃপ্ত করিবার জন্য। নীরবে পত্রাবলীর হাদরের ভিতর থাকিরা আর একটা প্রাণীর সহিত ভক্তির মধ্যে চুইটা মুক্তার মত পুকাইরা মিলিরা, মিশিরা জীবন কাটাইতে তাহার বড়ই সাধ হইত।

কটিস উপন্যাস প্রির ছিলেন তাই যেখানে সেধানে কবিতাতে উপন্যাসের কথা বলিয়াছেন। "জীবন নৃতন নৃতন ধল পড়ার মত,"—"গাছের ছায়ায় যদি একটা অপ্সরী দেখিতে পাইতাম তাহার সহিত মধুর একটা মানব জীবনের গল চুই জনে মুখে মুখ দিয়া, তাহার খেত হত্তে হাত রাধিয়া হথে পড়িতাম।

এই কোমল ভাবের মধ্যে যৌবনের আশা মধ্যে মধ্যে যেন ভাসিরা ওঠে—বৌবনের বে তেজে পৃথিবী সহজে অধিকার করিতে পারিব বিগত গৌরব আবার জগতে পুনরার আনিব—ক্ষীণ কীটসের কর্গেও শোনা বার। পুর্বের গৌরব একেবারে গিয়াছে তাহা কি আর ফিরিয়া আসিবে নাং স্থ্য, চক্র তারকা লইয়া লোকে আগে খেলা করিত, আজকাল কেন তাহা পারিবে না। আলোকের রশ্মি দিয়া, আঁগুণ চারিদিকে ছড়াইয়া স্থ্যদেবতার অধ গুলি কেন আজ কাল চালাইতে পারিব না—এ কথা কীটস্ কত স্থানে কত ভাবে বলিয়াছেন।

গ্রীসের একটা প্রস্তর নির্মিত পাত্র সম্বন্ধে কি বলিরাছেন শোন—"প্রশান্তির কুমারী কন্যা তৃমি, বনভূমির ইতিহাস তোমাতেই আছে, ছন্দেও আমরা যে উপন্যাস বলিতে পারি না, তৃমি কেমন মধুর ভাবে তাহাই বলিতেছ। কোন দেশের কোন দেবতার, কোন মানবের, পর্রবিত উপকথা তোমার তবন্ধ বৈডিয়াছে। তোমার গায়ে যে গাছের পাতা আছে তাহা চিরদিন থাকিবে, তোমার গায়ে যে প্রথমীর মূর্ত্তি আছে তাহারা চিরদিন প্রণয়ী থাকিবে, যে হর্ব, যে আনন্দ, যে উৎসবের কাহিনী তোমার কপোলে আছে তাহাও চিরদিন থাকিবে। তুমি আমাদিগকে যুগ্রুগান্তরের খেদ, ক্লান্তি, হৃ:খ, আবেগের মধ্যে থাকিয়া এই মাত্র শিক্ষা দিতেছ—সৌদর্য্যই পূর্বসত্য এবং যাহা সত্য তাহা পূর্বভাবে স্থল্য, জীবনে ইহাই তোমরা জানিবে, ইহা ভিন্ন আর কিছু জানিবার নাই।

কীটস বিনি মন দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহার নিশ্চয়ই মনে হইবে বে অনেক ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ, অপাঠ্য কবিতার মধ্যে কত সৌন্দর্য্য ছড়ান আছে। কেন বল দেখি ? একটা কিছু শেষ করা থানিকটা বলের পরিচরু, শেষ না করা কিছা শেষ করিবার ইচ্ছা না হওয়া তুর্বলতা বুনায়, কিন্ত তুর্বল কীটসের প্রতিভার বল ছিল, বে প্রতিভাশালী সে কখন নিতান্ত তুর্বল হইতে পারে না, তাহার মজ্জাতে বল থাকিবেই থাকিবে। কীটসের কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—প্রথম গুলি সাধারণতঃ অপাঠ্য—মাহা তিনি ২২ বংসর বয়সে প্রকাশ করেন;—ছিতীয়, মধ্যম রকমের কবিতা যাহা ২৩ বংসর বয়সে লেখেন; তৃতীয়গুলি পূর্ব প্রতিভা সম্পায়, সে গুলি ২৫ বংসর বয়সে লেখেন, তাহার চারিমাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেলির মত এই অসাধারণ শিশু সহসা অসাধারণ কবি হইয়া উঠিয়াছিল। "নাইটিংগেল"—এর উপর কবিতাটি অতি আশ্চর্য্য রচনা। "লেমায়া" (Lamia) ইংরাজী কবিতার মধ্যে একটা উজ্জ্বলরম। ইভ অব সেণ্ট অ্যাম্বেসের "The Eve of St. Agnes," সঙ্গীত কেমন বিশুদ্ধ, তাহার চিত্রকার্য্য বর্ণসংযোগ কত ভাল।

Maia ( মায়া ) অপূর্ব্ব একটা অসম্পূর্ণ কবিতা। আমার অন্ধুরোধ কীটস বিনি পড়িবেন তিনি আমি বেরপ কবিতা ভাগের কথা বিশিলার সেইরূপ করিয়া পড়িবেন, তখন বুরিবেন কীটস কিরূপ কবি।

শেষ কথা কীটস্কে সমালোচনায় মারে নাই। শেলি বে বিশ্বাসে Adonais লেখেন সে ভূল বিশ্বাস। এডনেরস শেলীর ও কীটসের উভরেরই উপযুক্ত। বাহার কবিতাতে অতদূর প্রতিভা ছিল, তাহাকে ক্ষুত্র সমালোচনে খুন করিতে পারে না।

্ৰীশান্ততোৰ চৌধুরী।

# নাসিক হইতে।

#### খুড়ার পত্র।

কলকভামে চলা গয়োরে স্থরেন বাবু মেরা, হুরেন বাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা। খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা-মহিনা-ভর্কুছ খবর মিলেনা ইয়েড নহি আচ্ছা! টপাল, \* টপাল, কঁহা টপালরে, কপাল হমারা মন্দ, সকাল বেলাভে নাহি মিল্তা টপাল্কো নাম গন্ধ! चत्रका चारक कांब्रका वावा, जूम एम हम एम कत् थर। দো-চার কলম লীব্ দেওকে ইন্মে ক্যা হয় হর কং! প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠ্কে আছি একলা— হুরি বাবাকো বাস্তে আঁখ্সে বছৎ পাণি নেক্লা। সর্বাদা মন কেমন কর্তা, কেঁদে উঠ্তা ইর্দায়— ভাত খাতা, ইম্পুল যাতা, স্থরেন বাবু নির্দিয় ! यन्का इः एवं इंड कत एक निकृत्न हिन्द्रानी-অসম্পূর্ণ ঠেকৃতা কানে বাঙ্গলাকো জবানী। মেরা উপর জুলুম কর তা তেরি বহিন বাই, কি করেকা কোধার বাকা ভেবে নাহি পাই! वहर कांत्रम भान हिन् छ। मात्ना आकृ नि मिटक, বিলাডী এক পৈনি বাজু না বাজাডা থেকে থেকে,

<sup>\*</sup> চিঠির ডাক।

কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিন্টি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জল সাহেব কুছ বোল্ডা নহি রক্ষা কর্বে কেটা
কঁহা পয়োরে কঁহা পয়োরে জল সাহেবকি বেটা !
আড়ি চড়কে লাঠিন পড়কে ভুম্ভ বাভা ইছিল;
ঠোঁটে নাকে চিম্টি খাকে হমারা বহুই মৃছিল !
এবিকে আবার party হোতা খেল নেকোবি যাতা,
জিম্থানামে হিম্বিম্ এবং খোড়া বিক্ট খাতা।
ভূম ছাড়া কোই সম্জে না ভ হম্বা হ্রাবছা,
বহিন তেরি বহুই merry খিল্ খিল্ কর্কে হাতা।
ভিটি লিখিও মাকো দিও বহুই বহুই সেলাম
আলকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

#### क्लक्ष।

ভীলগাম হইতে কিছু দ্বে, আবসড় জরণ্যের অপেকায়ত নিমাংশে একলিঙ্গনেবের মন্দির, এই মন্দিরের মৃত প্রোহিতের পদী কমলাবভী ওাহার প্ত কলা চুইটিকে লইয়া এইখানে বাস করেন। প্রটিই আমাদের সুবক। সুবকের নাম, কি তাহা এখনো বলা হয় নাই, ভাহার নাম শৈলেশ্বর; কিন্তু তাহার মাতা কোন তীর্থ হইতে কিরিয়া আসিবার সময় একটি পর্মত গুহার তাহার কম হইরাছিল ইহা হইতে লোকে তাহাকে গুহা বলিয়াই ছাকে। ত্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও গুহার কভাব ছেসেবেলা হইতেই নেহাত ক্ষত্রিয়; ছেলে বেলা হইতে সে গ্রামের ভীল ও রাজপুত সন্তানদিগের সহিত মিনিয়া খেলিয়া বেডার, পাহাড়ের হুরারাহ্য স্থানে ছুটিয়া উঠে, পর্মতের সন্ধার্ণ ধার দিয়া, তরবারের মত লক্ লক্ বি তে করিতে শীকারের পণ্ডাতে ছুটে; পুত্রের কীর্ত্তি দেখিলে কমলাবতী ভয়ে চেঁচা-মেচি করিয়া সারা হন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, কিছুতেই সে জ্যান্ত ব্রাম্বণসন্তানদিপের মত প্রতিদিন পাততাড়া হাতে বহিয়া, সারানিন পড়া আওড়া-ইয়া, আর ভীলনিগেরুর হু:সাহসিক খেলার দিকে মান্তে মানের মধ্যে একজন হইতে চায়।

অনেক বলিয়া কহিয়া কমলাদেবী দিনকতক তাহাকে পাঠশালায় নিয়াছিলেন; কিন্ত সমস্ত প্রভাতটা সন্ধী বালকদিগকে ছাড়িয়া, ধহুর্কাণ ছাড়িয়া মুক্ত পাহাড় প্রদেশ ছাড়িয়া একটা সন্ধীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে তাহার এতই কট্টকর লাগিত যে তাহার মাতা বিশেষত দিদির অনুরোধের জন্য নহিলে গুরু মহাশয়ের সহস্র শাস্তিতেও তাহাকে সেখানে রাখিতে পারিত না। তবে এতটা কট্ট করিয়া'ছে সে দিদিলের কথা রাখিত যতটা পারে পাঠিশালার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাহার শোধ তুলিয়া লইত। ছু একটা দৃষ্টাস্ত দিই।

একদিন শুরু মহাশায় ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন কএ আকার দিলে কি হয় দ্
সকলে বলিল 'কা'। মুবক মাটী হইতে একটা ঢিল কুড়াইয়া সন্মুখের পাছের একটা
কাকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মারিল, কাকটা কাকা করিয়া ভূমিতে পড়িল—মুবক তাহার
প্রতি আকুলাদিয়া দেখাইয়াদিল। শুরু মহাশয় রাগিয়া ভাহাকে এক পায়ে দাঁড়াইতে
স্থাক্তা করিলেন—কিন্তু ঐরপ বে-আইনি কাজ করিয়া তখন তাহার এতটা আমোদ
হইয়াছিল য়েকিছুতেই সে দিন শুরুমহাশয় ভাহাকে পাঠদালায় রাখিতে পারিলেন না,
স্থানেক ছাত্রের হাত এড়াইয়া সোদিন শোপালাইয়া গেল।

এ ঘটনাট শুহার হাতে যড়ি অবস্থার ঘটনা, সুতরাং গুরুমহাপয় ভাবিলেন, ক্রমে পড়াগুনার (সঙ্গে সঙ্গে শান্তিভেও) ভৈয়ার হইয়া আসিলে তাহার এ সব দোষ গুণরাইয়া যাইবে। গুরুমহাপয় নিতান্তই ভুল রুঝিয়াছিলেন—দোষে গুণে মে সমান রূপে তৈয়ার হইতে লাগিল। ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে একদিন মে উক্ত ঘটনা অপেক্ষাও গুরুতর অপ্রাধ করিয়া বসিল—একটী।সূত্র মুখন্থ বলিবার সময় এক বলিতে আর বলিয়া খেল। বলিবে—রেলয়োর্ডলয়োন্তমং ক্ষয়োর্বব্যারাপি

ভাহা না বলিয়া বলিল-

"রলয়োডলয়োস্কদং ব্রাহ্মণক্রতিয়োর্ফ্রীপ''

শুরুনহাশর প্রারই ভাহাকে পালাগালি দিয়া বলিতেন, "হতভাগান প্রাদণের ছেলে হয়ে ক্ষত্রিয় হলি—" তাই সে ক্রেরিয়ত নজীর দেখাইয়া দিল। গুরু মহাশয় মহাকুদ্দ হইয়া পাঠশালার পাশের মরে ভাহার হাতকড়ি লাগাইয়া দার বন্ধ করিয়া দিলেন। খানিকক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন—শুহা সেখানে নাই; পশ্চিম দিকের দেয়ালে যে অয় একট্ শার্ত্ত ছিল ভাহা ময়ে হইয়াছে, দেয়ালের কতকক্ষল বাধারি মেজেতে পড়িয়া আছে—ভাহার মধ্যে য়য়ুকদশা-প্রাশ্ত একখানির খায়ে বাল সরুপ একটা কলম ঝুলিতেছে। মরের দীসান ক্রির দোলনায় একটিও কড়ি নাই, কড়িগুলা স্বরময় গড়াগড়ি য়াইতেছে। বাধারির ধনুকে কলমের বাণ অর্গিত হইয়া যে ভাহা এই কড়িগুলার প্রতি এতক্ষণ প্রযুক্তা হইয়াছিল ভাহা বুরিতে গুরুমহাশরের বাকী রহিল নাঃ—কড়ির উপর দিয়াই যে বাণের লক্ষ্যটা গিয়াছে, ইহাতে তিনি মনে মনে সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন। মাই হৌক শান্তি দিয়া শুহার যে কিছু হইবে না সেই দিনু গুরুমহাশয়ের ছালয়সম হইল। পরদিন গুহা আসিবামাত্র বলিলেন—"বাবা, উত্তম বলিয়াছ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের কিছু মাত্র ভেদ নাই—হুমি কছেদে গিয়া ক্ষত্রেয় হও, পড়াভনা ভোমার মধেন্ত হইয়াছে।"

যুবকের **এইরপংসভাবের জন্ম এখন প**র্যান্ত সে.উপবীত হয় নাই। কমলাবতী ক্রমাগতই বলেন "আরো কিছু দিন যাক, ছেলে বুদ্ধিটা ঘূচিয়া বুদ্ধি ভদ্ধি একটু পাকুক তথন উহার: পৈতা দেওয়া ৰাইবে।" কথাটা এই, উপথীত হইবার আগে যা কর তবু সাজে, কিন্তু ভাহার পর সুবক্ষের এরপ। ব্যবহার অমার্জনীয়া হইবে। এমনিতেই ত আত্মীয় সজনের। ক্থার জালায় কম্লাবতী অন্থির, ডাঁহার পুত্রের জন্য ভাঁহার হত না মাথা ব্যথা, ভাঁহার: জাতি কু স্থ দিগের ত তদোধিক। অধিক-কথা কি, গ্রামের ব্রাহ্মণদিগের রজা সজা বেঁড়ে খুদে ব্যাং প্রভৃতি হুম্ব পোষ্য যে শিল্ভগুলি আছে তাহারাও যুরককে দেখিলে আপনার: লোকের মমতার অধীর হইয়া ছিছি করিয়া উঠে, ও নানা রূপ ভঙ্গীতে স্থপরামর্শের চোখা। চোখা বাক্যবাণ গুলি তাহার উপর বর্ষণ করিতে ছাড়ে না;--সেই মমতার জালায়: भगराख रहेशा थहा व्यापनात लाक प्रतित्व अक त्कामः पृत रहेरा हूं, हिशा प्रवास । আপনার লোকদিনের সহিত ও তাহার এই রপ: সম্পর্ক, এই রপ: প্রাণের মিল। বলিতে গেলে, মা ও বোন ছাড়া তাহার আগনার লোকই নাই। অনেকের সঙ্গে সে খেলিয়া: (वड़ात वर्षे; किन्छ मिनिटे जाहात **এकमाँ** ब्यालन स्मानन, मिनिन मछ स्म.काहारकछ। ভাহার হরের হুখী তু:ধের হু:ধী দেখে না, ভীনবালক্ষদিপের সহিত খেলিলে দিদি ভাহাকে-क्थाना वरकन ना, नौकारत, रथलात क्यी इटेशाः व्यामित्त छाटात व्यर्थका राज छाटात पिषित्र अधिक आनम रहा, मा. यिन त्रांगः कत्रियां कथरना यहाक रक्षात्रा किर्छ वरत्तन, पिषित মাকে অনুনয় করিয়া তাঁহার কথা ফিরাইয়া লয় ; দিদি তাহার বড় ভাল, দিদির মত কাহা: रक्छ (म.जीन.बाटम.ना:;—निनि दक्रान कथा वनितन कडे किवाछ रम.जोहा भातन करत ;, (তবে তাহার রিশেষ ভালর জন্য নহিলে, কত্তে রাগ্নিতে হইবে এমন অনুরোধও দিদি। করেন না। ) তাহার ষভটুক লেখাপড়া হইয়াচ্ছে তাহা তাহার দিদির জন্যই হইয়াছে।। দিনিকে সে.এতই ভাল বাসে ছে ছেলেবেলা যথন সে বড় ছষ্ট্রীম করিতেছে যদি কমলা-বহা বলিলেন —তবে সভাবতী তোর দিদি হইরে না⊢কিন্ধা—ভাহাকে খণ্ডর বাড়ী পাঠা-ইয়া দিব'' **অমনি গুহার ধেলা ধুলা চুষ্টুমির শেষ। .তাহাকে জব্দ করিবার** এমন উপায়-খার ছিল, নাঃ। তবে কমলাবতী, ছাঃা: এরপ, কথা খন্যে বলিলে খার রক্ষা নাই। একবার অত শত না সুঝিয়া একজন ছেলে.তাহাকে এইরূপে কেপাইতে গিয়া এমন শিক্ষা: <sup>লাভ</sup> করিধা**ছিল যে সেই হইতে কেহ কখনো** এরপ কথা ভাহাকে .বলে নাই।

এখন যে এত ৰড় হইয়াছে—এখনো এরপ ঠাটা সহু করিতে পারে না, এত সবলঃ ইংয়াও এ সম্বন্ধে সেন্দেহাত হুর্বল, নেহাত শিশু।

যখন তাহার দিদি প্রথম প্রভর বাড়ী যায় তাহার কি কট্টই হইয়াছিল, দিদি বাড়ীয় জানিলে তেমনি আনন্দ।

এবার দিদি বাড়ী আসিয়া অবধি শীকারের ঝঞাটে তাহার আনন্দ যে সেপূর্ণ মাত্রায়: ভোগ করিতে পারে নাই, দিদির সহিত প্রাণ থুলিয়া গন্ধ করিতে পায় নাই ইহাতে তাহার:

বড়ই ক'ষ্ট হইতেছে, শীকারের মধ্যে, উৎসবের মধ্যে—তাহার অভিবেকের মধ্যেও সে দিদিকে ভুলে নাই, তাহার কাছে ছুটিয়া আসিবার জন্ম ব্যক্ত হইতেছে, বর্ধনি ভাহার অভিবেক অনুষ্ঠান শেষ হইল, সে বেন বাঁচিয়া গেল, তখনি ভীল দিখের আদর অভ্যর্থনা হইতে কপ্তে রেহাই লইয়া অধীর চিত্তে দে গৃহাভিমুখী হইল।

বিকাল বেলা, এক লিফ দেবের মন্দিরের পার্বে একটা উচ্চ প্রশন্ত ভূমিতে পশ্চিমের এক থণ্ড লাল মেবের আলোর মধ্যে দাঁড়াইরা একটা বালিকা ভাল গ্রামের দিকে উৎস্কলনেত্রে চাহিয়াছিল। হঠাৎ আকানের সেই লাল মেবধানার মত তাহার মুধ্যানি হাসি হাসি হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি পানের কামিনী পাছের কোপের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই ওহা সেই উচ্চ ভূমিতে আসিয়া দিদি দিদি করিয়া ডাকিতে ডাকিতে চারিদিকে তাহাকে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে কামিনী গাছের কাছে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"কেমন জক—ধরেছি—" দিদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইয়া ভাহার দিকে কিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার নতন বেশ দেখিয়া বলিল—"এ কি গুহা, একি ভাই'' ! গুহা হাসিয়া বলিল "রাজবেশ। দেখছিস কি আমি রাজা হয়েছি'

"আমরি কি রাজ বেশেরই औ।" বালিকা হাসিয়া বাঁচিল না। হাসিটা শেষ হইলে গুহার সাজটা ভালরপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল "গুহা সত্যি বদি তুই রাজা হ'স। এই যাসের মুক্টটা তাহলে সোনার মুক্ট হরে পড়বে ? এই স্থার হুধের শরীর জরির পোষাকে এঁটে চারি পাশের লোকজনের মধ্যে সোনার সিংহাসনে গ্রামভারী চালে বমে থাকবি ? গুমা সে কি বিশ্রী"!

সে চেহারাটা সভ্যবতীর বড়ই ধারাপ লাগিল, চেহারাটাকে একেবারে ধঁ যাচ করিয়া দিবার অভিপ্রারে আরো বার হুই জিন ধরিয়া ক্রমাণত সে ছিছি করিয়া উঠিল কিন্তু তাহাতেও মন না উঠার শেবে গুহাকে আদর করিয়া, তাহার ধালি বুকে আন্তে আন্তে হাত বুলাইতে আ্বার বলিল"এ আমাদের কেমন গুহা, ছি সে কি বিশ্রী ইহার পর সে চেহারা ধানির ভাল হইবার আর কোনই বেন সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু গুহাবলিল "কেন বিশ্রী কেন! আমি রাজা হব তুই রাজার বোন হবি, মা রাজার মা হবেন সে কি বিশ্রী হোল"

দিদি বলিল "তা রাজা হয়ে বদি তুই আমাদের ভূলে বাস ? এইত স্বরং ভগবান কৃষ্ণ রাজা হয়ে বশোদাকে ভূলে গিয়েছিলেন !"

বুনি এই আশকাতেই গুহার রাজমূর্ত্তিটা সত্যবতীর এত ধারাগলাগিরাছিল। একথার গুহার হাসিম্থ গোমসা হইয়া গেল, সে বলিল "কি এক ঠাটা! ও ক্থা আমার একট্ও ভাল লাগেনা" দিদি হাসিয়া গুহার হুই গাল ধরিয়া টিপিয়া দিল, তাহার পর মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল "যেমন ভাই তেমনি বোন ? তুই রাজাও হলি, আর আমাদের ভূলেও গেলি'' ? গুহা গন্তীরভাবে বলিল "সভিটে আমি রাজা হইরাছি। ভীলরাজ তার রাজ্য আজ হইতে আম.কে দিয়াছেন।'' বলিয়া সংক্রেপে সে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। বালিকার হা হঠাং কেমন মলিন হইয়া পড়িল, চোধ ছল ছল করিয়া উঠিল, তাহার চোধের জলের কুয়ালায় গুহার মাথার খামের মুকুট, গলার পাতার মালা, কপালের রক্ত ফোটা, হাতের রাজদণ্ড ক্রমল ক্ষীত ইইতে হইতে গুহার আকৃতি থানি তাহার মধ্যে অতি ক্ষুক্ত হইরা গেল, ঢাকিয়া বাইতে লাগিল, লেবে একেবারে মিলাইয়া গেল,—সত্যবতী চমকিয়া চোধের পাতা বন্ধ করিয়া আবার চোধ খুলিয়া গুহার দিকে চাহিল, আক্তে আক্তে বলিল "গুহা ভূই রাজা হইয়াছিয়, হয়ত আমাদের মত দীন হীন লোক আর তোর আপনার থাকিবে না। যদি তাই হয় হোক; কিন্ত আলীর্কাদ করি মুধ্যে থাক; রামের মত ভায়বান হইয়া প্রজা পালন কর।''

গুহা ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে দিদির দিক্ক চাহিয়া বলিল 'দিদি আমি কি এত অবিধাসের , কাজ করেছি—বে আমার স্নেহ মমতার শুক্তির তোমার এই সন্দেহ—''

বালিকা কট্টের স্বরে বলিল "সন্দেহ শুরা ভাই—কিন্তু—সভ্যি বলিও গিরা বালিয়া গেল, মুবক ব্যথিত হইয়া বলিল "সন্দেহ-না—আমি সভাই ভোমাদের পর করিব ?" বালিকা বলিল "নানা ভা বলিভেছি না। আমি বলিভেছি ভূই পর না করিলেও লোকেত পর বলিতে পারে—"

গুহা আশ্চর্য্য হইল, জুদ্ধ হইল, গুহা রাজা হইরাছে বলিরা তাহার আপনার লোককে লোকে তাহার পর বলিবে ? মে রোষ কল্পিত সরে আরক্তিম লোচনে বলিল—'লোকে তোমাদিগকে পর বলিবে !'' কীর বাণফলকে তাহার হাত পড়িল, বলিল বদি আমি মানুহ হই ত এতদিন এই যে বাণ প্রশুবক্ষ বিদ্ধ করিরাছে ইহা মেই হুডভাগ্যের শোণিত পান করিবে" সত্যবতী বলিল " কিন্তু বদি—সভ্যি'—

হঠাং থামিয়া গেল, কামিনীগাছের ঝোপের ওপিঠ হইতে চুইটা চক্ষু তাহার চোধে পড়িল—মে বলিল "কেও আসিয়াছে ?" গুহা মেই দিকে চাহিয়া বলিল—"কেও—" উত্তর হইল "মুইডা তাল গাছ্" ভীলপুত্র কিছু বেশী রকম লখা ছিল বলিয়া উহাকে স্বাই বলে তালগাছ। বুবক বলিল "ডুই ডা এখন এখানে বে".

'ভীল পুত্র বলিল "কথাড়া আছে এ দিকে আর" মুবক বলিল "একটু পরে ভনিব—এখন যা" সে-বলিল "উঁহ" তা হইবু না—এদিকে আর" সত্যবজী বুঝিলেন তাঁহার সাক্ষাতে সে বলিতে চাহে না, আর তিনিও নির্জ্জনে 'নিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন,—বে কথা ওহাকে বলিতে চান ভাহা বলিবার আগে, একাকী কাঁদিয়া সবল হইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সত্যবভী আতে আতে চলিয়া বেলেন, 'ওহা বোণ ঘুরিয়া ভালগাছের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

2

এত শীঘ্র যে ভীলপুত্র আবাই গুহার মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইবে খানিকক্ষণ আগে তাহা সে জানিত না। খানিকক্ষণ আগে তাহার দ্যিতি পরিত সমস্তই একটা অক্ষারার আনিশ্চিতের মধ্যে নিহিত ছিল। পিতার আফ্রায় নব-অভিষিক্ত গুহাকে গুটাম করিয়া, সে যখন অলক্ষ্যে উংসবের জনতা হইতে সরিয়া, পড়িল, গভীর যম্বণার একটা গুরুবলে, চালিত হইয়া সে যখন দিনিদিক লক্ষ্যহীন হইয়া চলিতে লাগিল, তখন য়ে জানিত নাঃকোখায় গিয়া তাহার সে পতির অবসান। কেহ জানিতে খারে না; অনুত্রের তাড়নার কোখায় গিয়া শেষ কেহ জানিতে পারে না, বখন ভারক। লক্ষ্যভান্ত ইইয়া চলে — উক্রাপিণ্ড কক্ষ্যুত হইয়া পড়ে, তখন কোখায় গিয়া ভাহাদের শ্ব তাহারা জানিতে পারে না:—ভক্ষ হইতে ছইতে তবে তাহাদের সে চেতনা জন্মে।

ভীলপুত্রের ধধন চেতনা জঝিল তথন সে মৃত্যুর সমুধে—তাহার সমুধেই পর্কতের শেষ, আর একপদ অগ্রসর হইলে অনুন্তের অভিত্যে সে তথন বৈলীন হইয় পাি্বে, ভীলপুত্র থমকিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু কেন দাঁড়াইল ?

সমূখের ঐ যে গহর—চরাচর প্রাস করিতে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, উহা কি তাহাকে আত্রর দিবার জন্য সংস্নহে আহ্বান করিতেছে না, তবে ও স্নেহের ডাক উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া কেন সে ? জীবনে আর তাহার কি আক্ষাক ? তাহার পিতার প্রেহ যখন ফুরাইয়াছে—তখন জীবনে আর তাহার কি হুখ ? জীবনে এখন যাহা পাইবার আশা নাই, বরঞ্চ মৃত্যুতে এক দিন সে তাহা পাইতে পারে, তাহার মৃতদেহ কোলে লইয়া পিতার এক দিন কাদিবার সন্তাবনা আছে, মৃত্যুতে পিতার সেহ এক দিন ফিরিতে পারে—জীবনেনহে। তবে কি জীবন অপেকা মৃত্যুই তাহার প্রার্থনীয় নয় ?

তাহার দুই চকু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে পাশ্রের গাছের একটা তাল সুরাইয়।
ধরিয়া ঘ্র্যমান মস্তক তাহার উপর রাখিল; কতক্ষণ এইরূপে কাটয়া গেল সে তাহা
জানে না,—হঠাং কাহার স্পর্নে চমিকয়া—িকরিয়। দাঁড়াইল. পেরিল মন্দালিক তাঁহার
সম্ধে দাঁড়াইয়া। তাহার মনে হইল সে সপ্ন পেথিতেছে। মন্দালিক ক্ষেহের স্বরে যথন
বলিলেন "বাছাড়া তাের কি হউছুরে ?" তথন ভালপুত্রের মনের আবেগ আর রহিল
না, সে কাঁদিয়া বলিয়া, উ,টল—বাবাড়ারে মুই তাের কি করুছি, কোন দােষেরে মােরে
তুই তেরাপ করিলি ?"

সে করণ স্বর —সে কাতর ক্রন্দন ম দালিকের হৃদয় বিদ্ধ করিল তিনি বিচ্নলিত, হইয়া পড়িলেন —তিনিই বে পুত্রের কঠের কারণ তাহা বুঝিতে পারিলেন, অথচ তাহা না হইয়াও বেন উপায় ছিল না, তাঁহার মনে হইল —তিনি বেন একটা বয়মাত্র। তিনি কম্পিত কঠে আলেকার ভাবায় বলিলেন (আমরা সাদা ভাবাতেই এখন হইতে বলিয়া বাই) "বৎস পিতা হইয়া পুত্রকে কি কেহ ত্যাগ করিতে পারে" পুত্র বলিল তিবে আমার এ দুশা কেন ?" পিতা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইকেন, ছোট বেলায় বেমন আদর করিতেন সেইরূপ আদর করিয়া বলিলেন "ও আমার বাছল রে, তালগছিডারে, তোকে আমি ত্যাগ করিব। আলনার মন্তানকে আমি ত্যাগ করিব।" পিতার স্করে ব্যথিত মন্তক রাখিয়া ভীলপুত্র কাদিতে লাগিল, আগেও কাদিয়াছিল—এখনো কাদিল; এ কায়ায় আর সে কায়ার কত তকাং ! এইরূপ পিতার কাধে মাথা রাখিয়া স্ব্রের কায়া কাদিতে কাদিতে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল,—আর আগেও এক বার মিতে চাছিয়া ছিল, এই হুই রূপ হতুতে কত তকাং ! ভীলরাজ তাহার ক মে ইতে মুছাইতে বলিলেন, "তোর কি সিরু গোয়ালিনীকে মনে পড়ে, মা হইয়া সে সম্বানকে নিলি জলে বিসর্জন দিয়াছিল মনে আছে কি ! মন্তানের প্রতি তাহার কি স্নেহের অভাব ছিল বংস! তাহাকে ভাসাইয়া মেই শোকে সেও কি প্রাণত করে নাই ! তবে সে এমন কাজ করিল কেন ? সে জানিয়াছিল তাহা দেবতার কাজ, তাহা না করা তাহার কমতার নাই, তাহা না করিলে তাহার সন্তানের মঙ্গল নাই। পুত্র, আমিও ভোমাদের মঙ্গলের জন্যই, তোদের সত্য রক্ষার জন্যই—দেবতার কার্য্য জ্ঞানে ভোমার হুলে জন্যকে রাজ্য দিয়াছি। কি হু আমার হুলে জন্যই বছিয়াছে"

"সতাই কি তবে পিতার স্নেহ তাহারি আছে, ভীলপুত্র কি এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখিতেছিল—মিখা। একটা কৃহকের মধ্যে জুবিয়াছিল!" পিতার সে স্নেহের কথার, সেই স্নেহের আলিঙ্গনে, দীর্ঘকালব্যাপী একটা হুঃস্বপ্ন বেন তাহার হঠাং ভাঙ্গিয়া গেল, অনেক দিন পরে একটা মহাঘ্ম হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রগাঢ় শান্তিতে তাহার হৃদয় জুবিয়া গেল, সে শিশু কালের নির্ভার কালের বিশাস ভরে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিতান্ত শিশুটির মত বলিল "বাবা আমি রাজ্য চালিনা,—ভোর এই বুক আমার থাকিলে আমি কিছুই চাই না আর—"

ভীলরাজ বলিলেন "ইছা ত চিরকাল তোর আছে বংসা ভীলপুত্র পিতার স্কল ফ্টতে মুখ কুলিরা ভাঁছার আলিঙ্গন ক্ইতে স্ফ হইয়া এমনি দৃষ্টিতে ভাঁছার নিকে চাছিল—যেন সে তাহার পিতার নিকট কত অপরাধই করিয়াছে—একটু পরে বলিল "এতদিন আমি তা বুঝি নাই—আমি মনে করিতাম গংহা আমার শক্তা

ভীলরাজ একটু থামিয়া বলিলেন "আপনি অ।পনার শত্রু না হইলে জগতে কেহ কাহারো শত্রু নাই। বংস এখন ত বুঝিয়াছ গুহা তোমার শত্রু নয় ?"

পিতার সমুশে গাঁড়াইয়া. পিতার বুকে আশ্রয় পাইয়া. পিতার স্নেহে পূর্ণ হইয়া. তাহার আর তথন কাহাকেও শক্র জ্ঞান ছিল না তাই সে বলিতে পারিয়াছিল "আমি মনে করিতাম গুহা আমার শক্র" তাই সে আবার বলিল— 'আমার কেহ আর শক্র নাই বাবা' মনালিক বলিলেন "বংস তবে এই মুহুর্তে তাহাকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্কন করিয়া এস, সময় চলিয়া গেলে এ ভাব নাও থাকিতে পারে। এখন এ ওভ সময়ে যাহাকে মিত্র

বলিবে, পরে আর আহাকে শত্রু মনে হইবেনা অনেক কট্টের পর, অনেক দিনের পর ভীলপুত্রের হৃদয় প্রেমের হৃশে পূর্ণ. উথানিত, বিশ্ব সংমারকে প্লাবিত করিতে খেন ব্যপ্র, গুহা মেই বিশ্ব সংমারের একজন, গুহাকে কেন সে তাহার প্রেমের ভাগ না দিবে, সে অফ্টিত চিত্তে আবার বলিল "সে আমার শত্রু নয় বাবা—আমি তাহাকে আলিজন করিব" মন্দালিক বলিবলন "তবে এখনি যাও বংস এ মুহূর্ত্ত অবহেলা করিও না"

ষাইবার আরে ভীলপুত্র পিতাকে আর একবার আলিঙ্গন করিল।

ছুই এক পদ গিয়া সে আবার থামিরা দাঁড়াইল—ফিরিয়া জিল্লাসা করিল—"বাবা ডা একটা কথা মনে হইল, গুহা ত রাজা হইবার নয়" ভীলরাজ বিশ্বিত হইলেন—বলিলেন এ কথা কেন পুত্র! তোমার কি এখনো রাজ্যলোভ আছে? আমি রাজ্য ছাড়িতে পারিলাম তোর এখনো লোভ আছে"! সে শ্বর হইয়া বলিল "তুই রাজ্য ছাড়িলি—আমি রাজ্য চাহিব! আমি কেবল ভগাই এই, গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র তবে সে রাজা হইবে কিরপে ও তুই ত বলিয়াছিস—রাজ্ পুরুষ না হইলে মোদের বংশে কেহ রাজা হইতে পারে না"—

ভীলরাজ একটু নিস্তন্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন "তবে শোন। গুহা ব্রাক্ষণ পুত্র নহে, রাজপুত্র। উহাকে রাজা করিলে আমাদের নিয়ম ভাঙ্গে না। ভীলপুত্র বিদ্যিত হইয়া পিতার প্রতিধনির শত বলিল "গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র নহে, রাজপুত্র''! ভীলরাজ বলিলেন 'হা''

তবু যেন তার সন্দেহ থৃচিল না—সে আবার বলিল "গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র নহে ? গুহা তবে কমলাবতীর সস্তান নহে ?" ভীলরাজ বলিলেন " না কঁমলাবতী উহার কেহই নহে, প্রতিপালিকা মাত্র"। ভীলপুত্র আর কোন কথা কহিল না এক বার চারি দিকে বিশয়-নেত্রে চাহিরা দেখিল,—চারিদিকে আর সব ঠিক আগেকার মত আছে কি না বুনি তাহার সন্দেহ জন্মিল; কিন্তু আর কিছুই বেঠিক না দেখিয়া আল্তে আল্তে গন্তব্য পথে পদক্ষেপ করিল। ভীলরাজ বলিলেন "গুহা ভীলগ্রামে নাই, মন্দিরের পথ ধর" ভীলপুত্র মন্দিরের পথে নামিতে নামিতে, মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া বতবার সেই উচ্চ ভূমির দিকে চাহিয়া দেখিল—ততবার তাহার পিতার হির মূর্ত্তি ছবির মত তাহার চোধে পড়িল।

50

ভীলগ্রাম দূরে পড়িয়া গেল উৎসবের কোলাহল স্কলতার মিলাইয়া পড়িল, ভীলপুত্র নিস্তম বিজন পথে আসিয়া পড়িয়া বখন আবার উপর দিকে চাহিল আর পিতাকে দেখিতে পাইল না, বে উচ্চ ভূমিতে পিতা দাঁড়াইয়াছিলেন—দেখিল ভাহা অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ বড় বেন তাহার একাকী বলিয়া মনে হইল, বড় বেন একটা শূন্যতা তাহার মনের মধ্যে আসিয়া পড়িল, বে উৎসাহরাশি, বে স্নেহ রাশি সঙ্গে রেইয়া সে চলিতে আরস্ত করিয়াছিল চারিদিকের বিজনতার মধ্যে সে,সব বেন সে হারাইয়া হারাইয়া চলিতে লাগিল। অবদর পাইয়া নানা রপ ভাবনা ভাহাকে আক্রমণ করিল, পিতার সন্থ্য দাড়াইয়া, তাঁহার আলিম্বনে বন্ধ হইয়া তাঁহার কথা গুলির যেরপ স্নেহময় মূর্ত্তি দেখিয়া-ছিল, এই চুল্চিস্তায় পেষিত হইয়া ভাহারাও বিরুত হইয়া পড়িতে লাগিল—ক্রমণ ভীল প্তের মনে হইতে লাগিল, "গুহার মঙ্গে ভাহার মিক্রভার জন্ম পিতা যে এত উংফ্রক ভাহার কি গুহার মন্ধ্রল জনাই নহে, এ উপারে গুহার পথের ক্টক দৃষ্ক করাই কি ভাহার অভিপ্রায় নহে ?"—পিতার প্রতি কথা তলাইয়া ভাহার সে কথাগুলিতে এখন সে গুহার প্রতিই ভাহার স্নেহের ভাব দেখিতে লাগিল।

যে জ্বন্ধে একবার সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে, অবিশাসের আখাতে যে জ্বয় একবার ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে, সে জ্বন্ধ প্রতিমৃহুর্তে মেহের শীওল স্পর্শ অত্তব করিতে না পারিলে অবিরত স্বেহের আখাস বাণীরূপ ঔষধের প্রলেপ না পাইলে—একেবারে আরোগ্য লাভ করিতে চাহে না সেক্ষত পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া দেখা দেয়।

পিতার স্বেহের নাঁধন হইতে দূরে আসিয়া পুত্রের ভাঙ্গন-ধরা বিশাস আন্তে আস্তে ধিনরা পড়িতে লাগিল, কিছুতেই সে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিল না তাহার মনের মধ্যে একটা নেরাশ্যের আগুল হছ করিয়া উঠিল। এই নৈরাশ্য লইয়া এই কঠের মন লইয়া কেমন করিয়া সে এখন গুহাকে আলিক্ষন করে! যে শ্রেমের ভাব জলয়ে ধরিয়া সে গুহাকে বন্ধু বলিতে আসিতেছিল—সে ভাব ত তাহার এখন নাই, তবে এখন সে কিকরিবে ? এই কথা বলিতে আবার কি পিতার নিকট সে ফিরিয়া যাইবে ? ভীলপুত্র পীড়িত কিন্তু হইয়া পড়িল, তাহার চিন্তা ভার লইয়া যে যে একেবারে মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই, হঠাং গুহার কুপিত কর তাহার কানে প্রবেশ করিল—সে দাঁড়াইল,—শুনিল "লোকে তোমাদিগকে, পর বলিবে ?—যদি আমি মানুষ হই, ত এত দিন এই যে বাণ পশু বক্ষ বিদ্ধ করিয়াছে ইহা সেই দিন মেই হতভাগার শোণিত পান করিবে—"

ভালপুত্র আগুল হইয়া উঠিল, এ কথা মন্দালিককে লক্ষ্য করিয়া যে বলা হইয়াছে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। মন্দালিক এ কথা ষধন ভাহাকে বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহ আর এক জনকেও বলিয়াছেন গুহা ভাহা ভনিয়া এইরপ থলিভেছে। তিনি ছাড়া এ কথা কেই জানে না, কেই বলিভেও সাহস করিবে না।

ভীলপুত্র যে জন্য আমিরাছিল একেবারে ভূলিরা থেল, এখন তাহার শক্র তাহার পিতারও শক্র, স্পষ্ট করিয়া তাহাকে শক্র বিন্যা ডাকিতে আর তাহার সংস্কাচ রহিল না। শুহা বর্ধন তাহার নিকট আমিরা দাঁড়াইল—তাহার জুঁ মুখ ভঙ্গী দেখিরা বুনিল গতিক বড় ভাল নহে, রাজ্য পাইরা সে বে তাল গাছের শক্র হইরা দাঁড়াইয়াছে সে তাহা বুনিল—সে বলিল—"কেন ডাকিলি, কথাটা কি ?" ভীলপুত্র উত্তর করিল "কথাডা— ফুইটা কাল সল্প-কেউটা ধোধরা"!

যুবক ঠাটার ছলে কথাটা উড়াইতে: গিয়া বলিল "এই কথার জন্য এতদূর কন্ত করিয়া আসিবার ত আবশ্যক ছিল না" ভীলপুত্র বলিল 'ভুইডার মুগুপাতের জাবশ্যক ছিল সুবক বলিল "তালগাছটা, জাত উঠিমনে, একটু খাট হ। তো হোতেই আমি রাজা. এখন রাগ করিলে চলিবে কেন রে ?" ভীলপুত্র বলিল "জারে রাজস ডা— যানাডা ডোমারে রাজা করিল মোরু সেই বাবাডারে ভুই মারিতে চাম! বেইডার খাও ভূমি— সেইডারে ছোবল।"

এ কি কথা ! মদালিককে যুবক মারিতে চাহে ! বে তাহাকে রাজ্য দিরাছে, পিতার ক্ষেহ দিরাছে তাহাকে যুবক মারিবে ! এটি অপবাদ ! যুবক বুনিল এইরপ অপবাদ ভূলিরা কৌশলে মদ্দালিককে তাহার শব্দ করানই ভীল প্তের উদ্দেশ্য । সরোবে ঘূণার সরে গুহা বলিল "পাষণ্ড মিধ্যাবাদী" ভীলের মার্মান্ত কাশিরা উঠিল,—এমন গালাগালি তাহাদের আর নাই, মে লাল ভবাফুলের মত চকু বাহির করিরা বলিল 'মুই ডা মিধ্যাবাদী'! ভূই বাবারে মারুতে চাহিলি মুই ডা মিধ্যাবাদী ! কমলাবতী ভূইডার কেও না—ভূই তানাডারে মিধ্যা মা করে আমিলি—মুইডা মিধ্যাবাদী !

যুবক বলিল 'চুপকর বর্মার, কমলাবতী আমার মা" ভীল পুত্র বলিল—"চুপ করিতে হয় তুই ডা চুণ কর, মুই ডা একশ বার বলিবু কমলাদেবী তোর মা না. মত্যবতী তোর विनि ना-छूटे छा তানাদের কেউ ना" তাহার कथा এक है विनि ना, म्लेडे म्लेडे कथाइ সত্যের মূর্ত্তি যেন তাহার কঠ হইতে নিঃহত হইল, বুবক মুহূর্ত্তের জন্য নির্কাক নিম্পন হইয়া পড়িলেন, সেই কঠিন কথাগুলা তাহার মাধার মধ্যে ঘুর পাক দিয়া 'বেডাইতে লাগিল,-'সেই সক্ষে দিনির শেষ কথাটিও মনে আসিয়া পড়িল-দিদি কি বলিতে বলিতে প্লামিল ? 'কিন্তু—সত্যি''—কি মত্যি ?—ভীৰপুত্ৰ বাহা বলিতেছে তাহাই কি ? যুবকাঁকি যেন হইয়া পড়িল। ভীলপুত্ৰ থলিল "এই কৰাৰ লাখিন—তুইভা বাবাৰে মারিতে চাহিলি—মুইডা আসিছি<del> ধরু</del>ডা ধর—'' সুবক আত্মন্থ হইরা বলিল— তুই মলালিকের পুত্র না হইলে অনেক আগে ধনুক ধরিতাম—" ভীলপুত্র ভীব্র হিজপের হাসি হাসিয়া বলিল "বাবাডারে মারিতে পার—ছেনেডারে মারিতে নার ৭ বড়ই ন্যাকা পাইছ! ধ্বসু উটারে কালসপ্পতা !" যুবক তাহার প্রতি অবক্রার কটালপাত করিয়া বলিলেন "মরিতে এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে শেষ প্রহরে জ্যোৎস্নার সময় ভীলগ্রামের দক্ষিণ মাঠের পুকুর তীরে বড় গাছের নীচে আমাকে পাইবি। এখন অক্কার--অক্কারে ভারবৃদ্ধ হয় না—" জীলপুত্র বিশুলু "কথাড়া বেশ। মুইড়া সামনে মাঝারি'গাছটার তলার খাকিব—" ভীলপুত্তের কথা ভনিবার জন্য না গাড়াইয়া সুবক মন্দিরের দিকে ক্রভপদে অগ্রসর হইল- দিদির শেষ কথাটা শুনিবার জন্য সে অত্যন্ত উৎস্থক হইয়া পড়িয়াছিল— তাহার উপর ধেন তাহার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে।

## ় বিশাসের মূল ও জড়জগৎ।

#### উত্তর।

"ভারতীর" বিগত সংখ্যায় স্পৃত্তিত শ্রীষ্ক বাবু ফাণিছ্বণ মুখোপায্যায় আমার প্রণীত 
"Roots of Faith" নামক প্রকরের সমালোচনা উপলক্ষে উহার অন্তর্গত দার্শনিক 
অধ্যাত্মবাদ (Idealism) ও কার্ণবাদের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে চেঠা করিয়াছেন। সমালোচনা হিবিধা একপ্রকার সমালোচনা আছে, তাহাতে সমালোচক সমালোচ্য গ্রহকারের 
ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তংপরে সমালোচনা বিষয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতর মুক্তি প্রন্দর্শন করেন। যদি 
কুজ বিষয়ের প্রসক্ষোপলক্ষে বৃহৎ বিষয়ের উল্লেখ মার্ক্রনীয় হয়, তবে উক্তরপ সমালোচনার 
দৃষ্টায় স্বরপ হ্থানা প্রপ্রসিদ্ধ ইংরেক্রি প্রক্রের নাম করা বায়, বথা, (১) জনন্ত য়ার্ট মিলকত 
হ্রামিলটনের সমালোচনা। (২) টি এইচ গ্রীন কৃত হিউম ও তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তীদিগের সমালোচনা। ছিতীয় শ্রেণীর সমালোচনা ছিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আমার 
বিবেচনায় ব্রন্ধবিদ্যা প্রস্তুতি ওক্রতর বিষয় সম্বন্ধায় প্রক্রেকর সমালোচনা। প্রথমোক্ত 
প্রালীতে হওয়াই উচিত। বিশেষতঃ ফণীবাবুর মতন ক্রম্বনিশাসী ব্যক্তির পক্ষে ব্রন্ধপ্রতিপাদক ক্রেন ব্রক্রির ভ্রমপ্রনর্শন করিয়াই নিরস্ক থাকা। উচিত নহে। উক্ত বিষয়ে 
অকাট্যতর মৃক্তির ভ্রমপ্রনর্শন করাই উচিত ছিল।

আমি এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে দেখাইতে চেম্বা করিব বে, প্রশ্নেতঃ, কণীবাবুর আপবিতে
আমার অধ্যাত্মবাদ ও কারণবাদ খণ্ডিত হয় নাই; দিতীয়ত, ফণীবাবুর মতের উপর, অর্থাৎ
জড়ের স্বকীয় অন্তিত্ব মানিতে গেলে, ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,—এই গুরুতর
বিষয় দয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিবার প্রথম কারণ অবকাশাভাব, বিতীয় কারণ এই যে
অব্যাত্মবাদের আপতি খণ্ডন এবং জড়াত্মবাদের উপর ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠার অস্ক্রাবনা—এই
ছুই বিষয়েই আমার উক্ত পুত্তকে অনেক বলা হইয়াছে।

ফণীবাবু ধীকার করিয়াছেন যে জড়ের জাত-গুণমমূহ, জর্মাং "বর্গ, দৃঢ়তা, জাকুতি, ভার'' ইত্যাদি জামাদের মনের ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে" জারো ধীকার করিয়াছেন বে আমরা জড়পদার্থের স্বরূপ জান লাভ করিতে পারি না।" তবে যে তিনি জড়ের "ক্লীয় অন্তিড়ে" বিশ্বাস করেন, তাহা কেবল এই জন্ম যে "আমরা যে সকল ঘটনা দেখিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রকৃতি এই যে তাহারা আমাদিগের শক্তিষারা মাধিত হয় না। আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া আমরা বলি আমাদিগের অন্তিড় আছে, স্বতাং জড়পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ইহা বলিতে হইবে যে জড়পদার্থের অন্তিড় আছে; ' জড়পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ইহা বলিতে হইবে যে জড়পদার্থের কার্য্য নাথার

(১) ইন্দ্রির-জ্ঞান দ্বারা শক্তির অস্থিত্ব জানা বায় না, কেবল পরম্পরাগত ভাবনিচর জানা বায়। ইন্দ্রির-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে শক্তির অস্থিত্ব জানা দূরে থাক্ শক্তির কোন অর্থই হয় না।

পুস্তকখানা মনোবোগ পুর্ব্বক না পড়িলে এই সমুদায় যুক্তির বল অমুভব করিতে পারিবেন।

- (২) কেবল অন্তর্জ গতে—কেবল আত্মন্তান দারা শক্তির জ্ঞানলাভ করা যায়।
- (৩) আয়ক্ষান যে শক্তিকে প্রকাশিত করে, সে শক্তি জ্ঞান বস্তু ; সে শক্তি ইচ্ছাশালী আয়া।
- (৪) আর কোন প্রকার শক্তির জ্ঞান—শক্তির আর কোন ভাব—আমাদের নাই; শক্তি বলিলেই আআ বুণি; শক্তি আর আত্মা একই বস্তু।
- (৫) যদি আমাদের নিজ শক্তি হইতে পৃথক কোন শক্তির অন্তির মানিতে হয়, তবে সে শক্তিকে আত্মা বলিয়াই মানিতে হইবে; তাহা না হইলে তাহা মানা না মানা সমীন— তাহা অথহীন।
- (৬) আনাদের হইতে পৃথক লক্তি মানিতে আমরা বাধ্য; আমাদের লক্তিনিরপেশ-ভাবেও অনেক খইনা ঘটে, অর্থাং অনেক ভাবের উংপত্তি হয়; এবং ভার স্বয়ং নিষ্কিয়,—

আত্মার **অধীন,—কেবল আত্মার প্রভাবেই** তাহা আবিভূতি বা তিরোহিত হইতে। গারে।

(৭) স্থতরাং **লগং নামধের বে** ভাব সমষ্টি, তাঁহার কারপরপী এক শক্তি আছে, অর্থাং আলা আছে। সেই আলার নামই পরমালা।

উপরোক্ত বৃক্তিতে কি ভূল আছে, কণিভূষণ বাসু তাহা দেখাইরা দিলে বাধিত হইব।

শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত বড়ই গোলবােগ পূর্ণ বলিরা বােধ হইল। আমি বলিরাছি

শক্তি হইলেই সচেতন হওয়া চাই। তিনি এই কথা টুকু ঘ্রাইরা আমার কথার উত্তরে

বলিরাছেন—'শক্তি থাকিলেই বে সে সম্প্রে আমারের স্থার চেতনা থাকা আবশ্রুক ইহার

কোন প্রমাণ নাই''। "আমাদের স্থার" কথাটি আমার নহে। চেতনার চেতনার অনেক

তফাং থাকিতে পারে; আমাদের চেতনার আর ঈশরের চেতনার আনক প্রভেদ; কিত

তথাপি কতক সাদৃশ্য আছে; না থাকিলে উভরকে চেতনা বলা হইত না। ফণী বারু

তাহার প্রভাবের নােটে বলিরীছেন—"আমরা একথা সীকার করি বে জড় পদার্থের এক

প্রকার অর্প্রানের নােটে বলিরীছেন—"আমরা একথা সীকার করি বে জড় পদার্থের এক

থকার অর্প্রানের লাকিতে পারে'। বড়ই পোল; জড়ের ঘদি অর্প্রচেতনাই" থাকিল, তবে

আর তাহাকে জড় বলেন কেন ? চেতনা-যুক্ত জড় কথাটা যে সবিরাধী। আর জড়কে

যদি চেতনাযুক্ত বলিরাই সীকার করা হইল তবে আর অধ্যান্থবাদের কি বাকী রহিল ?

যাহা হউক ফণী বারু 'থাকিতে পারে বলিতেছেন, আছে' বলিতেছেন না হতরাং তিনি

অচেতন শক্তির সন্তাবনা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু অচেতন শক্তির প্রমাণ কোথার ?

দিতীয় বিষয়ে ষাইবার পূর্বে সংক্ষেপে একটী অবাস্তবিক কথার উত্তর দিব।

জার্মানের। তো হিউমের অকাট্য উত্তরই দিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এখনো
লোকে হিউমের দোহাই দিতে ছাড়ে না, ফণী বাবু অধ্যাত্মবাদের ধণ্ডন করিতে গিয়া

ডিউমকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। হিউমের মূল কথাটা এই বে জড়ের বিষয় ষেমন আমরা
কেবল এই মাত্র জানি যে জড় পরম্পরাগত ভাবনিচয় মাত্র, তেমনি আত্মার কথাও এই
মাত্র জানি যে উহা ও পরম্পরাগত একটা ভাবত্রেণী মাত্র; জড়ের যদি ফ্রোলিক অন্তিত্ব
না থাকে, আত্মারও কোন মৌলিক অন্তিত্ব নাই। এই কথার উত্তরে কয়ং হিউম-শিয়্য
জন য়ৢয়াট মিল যাহা বলিয়াছেন, পূর্কে তাহার উল্লেখ করিব। (তিনি বলিতেছেন—

"If, therefore, we speak of the Mind as a Series of feelings, we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future; and we are reduced to the alternative of believing that the mind or ego is something different from any series of feelings or possibilities of them or of accepting the paradox that something which is hypothesis is but a series of feelings, can be aware of itself as a series" (Examination of Hamilton, Chap XII.)

ফলতঃ দ্বারী—কাল প্রবাহের অতীত.—আত্মার অন্তিত্ব কালবােধ ও সম্দার জ্ঞানের ভিত্তি নি। "বটনা সমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে," "চিন্তাপ্রান্ত প্রাহিত হইতেছে, এই সম্দায় কথা আসিতে পারিত না, যদি ঘটনার অতীত—ল্রোতের অতীত — দ্বির জ্ঞান বক্ষা না থাকিত। অতীত এবং বর্ত্তমানকে কেবল সেই সংযোগ করিতে পারে, যে অতীত এবং বর্ত্তমানে সমভাবে বিদ্যমান,—বে অতীতের সত্তে অতীত হয় নাই এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে নৃতন জন্মে নাই.—অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ বে কালের অতীত। তেমনি দেশে অবহিত বিষয় সমূহকে কেবল সেইজানিতে পারে যে বিষয় সমূহের মধ্যে একটা নহে,—কিন্তু সমভাবে প্রত্যেক বিষয়েই বর্ত্তমান—অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ বে দেশাতীত। এক কথার বলিতে গেলে—আত্মার মেট্লিক অন্তিত্ব সমুদার জ্ঞানের ভিত্তি। এই বিষয়ে বিস্তৃতরূপে কিছু বলিব না; ফার্ম বাবু নিজেই হিউমের কথাতে বিলেম সারবত্বা আরোপ করেন না, স্থতরাং ওাহার সহিত এই বিষয়ে বিস্তৃত কর্ক প্রিয়োজন। পূর্বের দেশান হইয়াছে চিন্তাতীত জড় শাক্তির অন্তিত্বের কোন প্রমাণ্ট নাই; এখন দেখা গেল আত্মার অন্তিত্ব উহার মতন একটা প্রমাণ হীন বিশ্বাস মাত্র নহে, ইহা সমুদার বিশ্বাস,—সমুদার জ্ঞানের, ভিত্তি-ভূমি।

এখন সংক্ষেপে দেখাইব বে জড় শক্তির অন্তিও স্যালতে গেলে ঈশ্বরাস্থিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এই যে প্রকৃতিতে কার্য্যশালিনী মহতী শক্তি, বাহার প্রভাবে সমগ্র জড়জগং (জড়জগং ৰলিতে আমি কি বুঝি তাহা পাঠক জানেন) পরিচালিত হইতেছে, এই শক্তি যে এক काटन किन ना,- এই मिक्टि रव क्रे जारांत अभाग कि ? विकादनत दिनोड मजनूत यात, ততদর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে বিজ্ঞান যায় না, কেবল কলনা যায়, সেধানেও শক্তির কার্য ব্যতীত আমরা আর কিছু ভাবিতে পারি না। এই অচিস্তা কাল-ব্যাপিনী শক্তি যে এককালে ছিল না—ইহা যে স্প্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। আর ইহার হট্ট সপ্রমাণ না হইলে ইহার স্টেকর্তা করনা করার কোন অর্থ নাই। স্তরাং যে শক্তি এই জড়জগ্যতর পরিচালক ফাহার প্রভাবে জড়জগতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্প্র স্থিত হইয়াছে, উহার স্টের এমাণাভাবে উহাই জগং-শ্রন্তার স্থান অধিকার করিতেছে। ম্বাহা হউক কেহ কেহ বলিতে পারেন মে 'জড়জগং বেন জড়শক্তিই ষষ্টি করিল, আস্থা জনংত আর জড় শক্তি ষষ্ট করিতে পারে না; যাহাতে চেত্না নাই সে চেত্না দিবে কিরূপে?" কেনই বা দিতে পারিবে না ? জড় শাক্তিকে ভাবের উৎপাদকী বলিয়া স্বীকার বরা হুইয়াছে। জড় শুক্তি স্বয়ং ভাবশূতা, অথচ ইহা আমাদের মনে বিবিধ ভার উৎপন্ন করিতে পারে. ইহা ফণী বাবু,প্রভৃতি জড়াক্ষবাদীরা স্বীকার করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই জড়-শক্তি স্বয়ং ভাবশূন্য হইয়াও যদি ভাবো-পাদন করিতে পারে, তবে স্বয়ং জনেতন হইয়াও চেতনা উৎপাদন করিতে পারিবে না কেন ? স্থতরাং জড়ুখ ক্রিকে চৈতনেক্স ভ্রন্তী বলাতে কোন ক্ষতিই দেখিতেছি না, এবং আত্মা জগতের জন্য সতর স্রহা কল্পনা করার কোন

সুক্তিই নাই। এক কারণ দারা যখন সমগ্র জগং ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তখন চুই কারণ কল্পনা করা তর্ক শক্তি-বিরুদ্ধ। ত্তরাং উপরোক্ত সুক্তি অনুসারে ঈশর অসিদ্ধ, জড়শক্তিই চেতন অচেতন উভয়বিধ জনতের এটা ও পরিচালক, এবং শুড়বাদই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্তান।

জড়ের স্বকীয় আশ্বিষ মানিলে,—জড়শক্তির অশ্বিষ শানিলে—অবশ্রস্তাবীরপেই উক্ত স্বাসাংসায় উপানীত হইতে হইবে। ফ্রী নিবু উল্বেক্ত চুক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিলে বাধিত হইবা

শ্ৰীনীতানাথ দত।

### প্রত্যুত্র।

সীতানাথ বাবুর উত্তর সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে ইহা ব*ৃ স্থা*খর বিষয়। আমার প্রহাত রটীও ঐদপ সংক্ষিপ্ত হই ে সীতানাথ বাবুর প্সতকে বে সকল বড় বড় বিষয়ের অবতারণা করা হইরাছিল, আমি কেবল সে গুলির মধ্যে একটী বিষয় সমালোচনা করিয়া-ছিলাম সমুদর গুলি সমালোচনা করার অবকাশ আমার ছিল না। ঐ বিষয়ে বাহা বলার তাহা পুর্কেই বলিয়াছি—এখন যে এই প্রভান্তর লিখিড়ভছি তাহার কারণ সীতানাথ বাবু আমাকে উল্লেখ করিয়া কয়নী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সীভানাথ বাবু বলিয়াছেন যে আমি সমালোচনায় কেবল তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করাইতে চেটা করিয়াছি, নিজে কোন যুক্তি দিই নাই। এ কথা ঠিক নহে। যাহাকে লোকে জড পদার্থ বলে আমি ভাহার স্কীয় অন্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি দিয়াছিলাম। জভু প্রের অন্তিত্ব বিষয়ে সীতানাথ বাবু যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা আমার নিক্চ ভ্রমালক বলিয়া বোধ হওয়ায় আমি তাহা খণ্ডা করিতে চেঠা করিয়াছিলাম—ঈশবের অস্তিত্ব প্রমাণ করা আর একটা বিষয়, ইহ। আমি সমালোচনার মধ্যে মুখ্যভাবে অবভারণা করি নাই, স্থতরাং ভদ্বিষয়ে আমি কোন শুজি দিই নাই বলিয়া সীতানাথ বাবু দোষ ধরিতে পারেন না। "জড় পদার্থের কার্য্য" এই কথাট। লইয়া দীতানাথ বাবু এক) রহস্য করিয়াছেন, তাহাতে জামার বিশেষ কোন মাপত্তি নাই, আপত্তি এইটুক যে জড় পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি যে যুক্তি দিয়াছি তিনি তাহা তলাইয়া দৈখেন নাই। আমি বলি মানুষ হইতে নিয়তম জৰু পৰ্যান্ত যাও, মানুষের <sup>স্কীর</sup> অস্তিত্ব স্বীকার করিলে নিয়তম জ্বন্তর স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে - নিয়তম জ্যুর স্কীয় অস্তিত্ব গ্রাছ হইলে নিয়তম উদ্ভিদেরও এবং তাহার পর নিয়তম হইতে <sup>উক্তম</sup> সমৃদয় উদ্ভিদেরই স্বকীয় অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জন্ত ও উদ্ভিদ্দিণের <sup>স্কীর</sup> অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অন্যান্য সম্দন্ত প্ৰাত্ৰেরও স্বকীর অভিস্কৃতীকার করিতে

হইবে। এই একটা ডিম্ব কিশ্ব। বীজ বহিয়াছে ইহা হইতে একটা জন্ত কিশ্ব। উদ্ভিদ জ্বিতে পারে ইহার স্কার অস্তিত্ব আছে। আমি একণে ঐ ডিম্ব কিম্বা বীজগরম জলে কেলিলাম—উহা সাধারণ ভাষার মরিরা ধেল—কিন্ত উহা পূর্ব্বেও ষেরপ ছিল এখনও অনেকটা সেইরপ আছে মুতরাং উহার অন্তিত্বও আছে অর্থাৎ স্বকীয় অন্তিত্ব আছে। ৰে কারণে আমি বলিব যে আমার বন্ধর স্বকীয় অস্তিত আছে, সেই কারণে ইহাও বলিতে ছইবে যে প্রস্তুর খণ্ডেরও স্বকীয় অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ আমার বন্ধুর অস্তিত্ব যদি ঈশ-রের অস্তিত্ব হইতে কোন অর্থে পৃথক বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে প্রস্তর থণ্ডের অস্তিত্বও সেই অর্থে পৃথক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লোকে যাহাকে জড়-বস্ত বলে তাহা বাস্তবিক অচেতন কি সচেতন তাহা বলা কঠিন, তবে আমাদিগের মত পূর্ণ চৈতন্য জড় পদার্থে নাই একরপ অর্দ্ধচেতনা থাকিতে পারে। জড় বন্ধ অচেতন আমি ইহা বলি না; আমি বলি আমারও যেরূপ ঈশ্বর ইইতে এক অর্থে পৃথক অন্তিত্ব আছে, জড়বস্তরও সেইরূপ পৃথক্ অস্তিত্ব আছে--তুতরাং আমার মত আর সীতানাথ বাবুর অধ্যান্থবাদ এক নহে-কারণ ভাঁহার এই মতে জড়ের ঈশ্বর হইতে পৃথক অন্তিত্ব নাই। সীতানার বাবু বলেন আমাদিগের নিজ্বশক্তি হইতে পুথক শক্তি মানিলৈ তাহাকে আত্মা বলিতে হইবে, কারণ এই শক্তি দারা ভাবের উংপত্তি হয়' ইহার কোন অর্থ নাই. আমাদিশের মনে বাহা উপস্থিত থাকিলে ভাবের উংপত্তি হয় তাহাও বে আমাদিগের স্থায় সম্পূর্ণ-চৈত্ত্ব-বিশিষ্ট ইইবে এমন কোন কথা স্বীকার করি না। সীতানাথ বাব বলেন জন্ম নামধেয় ভাবসমষ্টির কারণক্ষণী শক্তি প্রমান্তা। জন্ম ভাবসমষ্টি এ কথা দীকার করি না, জগং আমাদিবের মনে ভাবসমষ্টিরপে প্রকাশ পার-এই ভাব-সমষ্টির আদি কারণ প্রমাত্মা, ক্রি নিকটত্ব কারণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্হ। আমি যখন বলি জড়পদার্থের চেতনা "আমাদিপের ন্যায়" নছে--তখন এই বুঝিতে र्श्टेर एवं व्यामानित्वत्र नाम मण्युर्ग एकजा नम्र । व्यानि शिकेटमत्र त्नाश्चे निर्धे नार्शे — আমি এইমাত্র ব্রলিয়াছিলাম যে হিউমের মতে জড়পদার্থের কেন চেতন পদার্থেরও অস্তিয় আছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। এই সন্দেহ খণ্ডন করিয়া ষধন বিশাসে আসি তথন ওদ্ধ চেতন পদার্থের স্কীয় অস্তিত্ব স্থীকার করিয়া চূপ করিয়া থাক। যুক্তিসিদ্ধ নহে, জড়-পদার্থেরও (অর্থাৎ নোকে বৈ সকল বস্তুকৈ জড়পদার্থ বলে সে সকলেরও) স্বকীয় অন্তিত্ব খীকার করিতে হইবে। জড়পদার্থের **অন্তিত্ব: মা**নিলে ঈশরের অ**ন্তিত্ব সপ্র**মাণ হয় না এ কথা ঠিক নতে। জড়পদার্থ সীমাবিশিষ্ট পদার্থ—সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আদিকারণ मौमाविभिष्ठे भगार्थ दरेरा भारत ना-ए वार्मिकात्रम दरेरा क्रिजन भगार्थ छ भन्न दरेतारह, সেই আদিকারণ হইতে সাধারণ ভাষায় বে সকল বস্তুকে জড়পুদার্থ বলে সে সকল বস্তুরও উৎপত্তি হইরাছে। আমি জড়পদার্থ ও চেতন পদার্থ এই হুরে জাতিগত বিভেন্ন স্বীকার করি না—একই বঙ্গর নিমতম অবস্থা জড়পদার্থ আর উচ্চতম অবস্থা সচেতন মানুষ। সেই

এক বস্তু ঈশ্বর; জনতত্থ সমৃদয় জীব, সমৃদয় পদার্থ সেই এক বস্তুর ছায়া মাত্র— সমৃদয় ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হয়, সমৃদয় জাবার ঈশবে লীন হয়।

🕮 ফণিভূষণ মুখোপাধ্যার।

### নক সা।

আমাদের কামিনীকান্ত বাবু বড় জবর বাবু, রাজের বেলাতেও তাঁহার বিছানায় হাতের কাছে ৰড়ি চেনটা থাকা চাই। একদিন রাত্রে ঘুমের খোরে তাঁহার অঙ্গম্পু ह হইয়া সরিতে সরিতে ঘড়িটা আঁতে আতে জাঁহার পারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, হঠাৎ একবার ঘূর্ব ভারিয়া তিনি বেমন পা সরাইতেছেন অমনি ষড়িটা তাঁহার পারে লাগিল, রাত্রের বেলা বিছানায় ঠাণ্ডা অমন ওটা কি-কামিনী কান্ত বাবু মহাভয়ে বিছানা হইতে উঠিয়া পঢ়িলেন। তাঁহার ক্রীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া নেল, তিনি জিজ্ঞাসা कतित्तन 'कि श्रेतारह '१ कामिनी वातू विलित्तन 'भीय छो, विहानात्र এको। माथ खारह, এখনি আমার পা জড়িরে ধরেছিল"। সাপের কথা শুনিয়া গৃহিনী চীৎকার করিতে করিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। কামিনী বাবু বলিলেন 'আঃ অত চেঁচাটেচি করে গোল করোনা, শীঘ্র একগাছা ঝাঁটা কি লাঠি নিরে-এসো আমিপ্সব ঠিক ক'রে দিছি । গৃহিনী একগাছা লাঠি আনিয়া দিলেন, অন্ধকারে সোণার চেনটা একট একটু জল জল করিতে-ছিল, কামিনী বাবু প্রাণ পণে তাহার উপর বা মারিতে লাগিলেন। সাপ মারাত হইল, তারপর আলো জালিয়া সাপ দেখিতে আসিলেন, দেখিয়াই বাবুর চকু ছির! সমুখেই গৃহিনী,—ক্ৰুদ্ধভাবে বলিলেন 'ভোমাদের কথাও মাতুৰে শোনে, ভোমার পালায় পড়েই অত দামের ষড়িটা ুমাটা !' গৃহিনী বলিলেন 'তুমিই ত সব গোল করলে, আমি আবার কি কর লুম ?'

বাবু বলিলেন "আঃ মিখ্যে বোকোনা—মেরেরাই ত বত নষ্টের গোড়া। তুমি অত চেঁচাটেচি না করলেত সব ভালর ভালর চুকে ক্ষেত।

এক দিনু প্রিয়বন্ধ হরিহর বাবুর বাড়ী বেড়াইতে আসিরা ওঁাহার লাইত্রেরীর দিকে রাম বাবুর দৃষ্টি পড়িল, তিনি বলিলেন "ভায়াহে, তোমারত বেশ জমকাল লাইত্রেরী হয়েছে" হরিহর বাবু বিশেষ ভৃপ্তি সহকারে প্রশংসাটা উদরন্ধ করিয়া বিনয়তা প্রকাশ পূর্বক একট্ হাসিতে হাসিতে মাধা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু বলিলেন "কিন্তু একলাই বে ভূমি এমন লাইত্রেরীটা ভোগ করবে তা হবেনা আমাকেও ভূএকখানা বই ধার দিতে

হচ্ছে'' বছু তথন তাড়াতাড়ি নাথা-চুলকানি শেষ করিয়া বলিলেন "না হে ভাই সেটি হচ্ছে না। কারণ, বরের থেকে বই একবার বেক্ললে আর সহজে বরে ফিরে আসে না, ভেবে দেখনা কেন এওকো সবই ধার ক্রা বই।''

একটি নৃতন উপস্থাস হইতে আমরা নিমলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ছই হস্ত প-চাদেশে স্তস্ত করিয়া, নানারপ চিস্তাসাগরে মক্ষমান হেরেন্দ্রনাথ প্রাতঃকাল্ডে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে একখানি সংবাদ্ধার প্লাঠ করিতেছিলেন।

সার্বভামিক মহানয় নৃতন কলিকাভায় আসিলে একজন নৃব্য সহরে রিসিকদাস ভাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিলেন। সার্কভৌমিক সহাশ্য কিঞিং হুস্থকায়, ভাই রসিক দাস বলিলেন "সা-ভৌম মহাশয়, এ শরীরটি আপনার কি বেরে হরেছে ?" ব্রাহ্মণ কিছু অপ্রন্তত হইয়া বলিলেন "আমরাত আর আশনাদের মত নানাপ্রকার হুবাদ্য বেতে পাইনে, আমাদের শরীর এই শাক সবজি থেয়েই হয়েছে "রসিক দাস নির্দ্ত্র হইয়া বেচারা ব্রাহ্মণকে একেবারে মাটা করিতে গেলেন—বলিলেন "ভবে মশায়ের শরীর দেখছি একেবারে খেসো—" সার্বভৌমিক মহাশর প্রস্তীরভাবে বলিলেন 'আজ্ঞে ভাত বটেই, নহিলে ইহার উপর গরুর এত দৃষ্টি"

# আগ্ৰমনী।

(5).

দেখিতে দেখিতে এ কি মেখের কুছেলি হতে

হইল প্রকাশ—
নীলিমা ছটার ভরা শিরে রাঙ্গা রবি পরা
সোণামাথা চূর্ণকেশে মধুর আকাশ!
(২)
হাসিল সংসার! হেসে বুকের দর্পশী
করিল ধারণ—
শুসামলে নীলিমে মাধা; ছবি ধানি হাসি মাধা
নদ নদী সরোবর—প্রশান্ত আনন!
(৩)

এ সৌন্ধ্য সাগরের গহিন মরম হ'তে

কে বাজালে বাদী !-

হাসিতে ধেলাতে ভরা,—নিমেবে বাছনি হারা
চুষিছেন ধেরে সান্দী সে চাঁদ বরান!
(৭)
স্থামল প্রাস্তবে, যেন স্থামলসাগরে বে
প্রভাতের বার
বেলায় তরঙ্গ ভঙ্গ; নেহারি প্রকৃতি রঞ্গ
স্থবেশ কৃষক আজি গৃহ ছাড়ি ধার!
(৮)
বাজিছে গ্রামের পারে আনন্দ বাজনা

—ললিতে বাঁশরী। কৈ যেন কোথায় ডাকে, প্রাণ যেন চায় কাকে, আনন্দে মিশিছে শীণ বিষাদ লহরী! কাননে শেফালি ফোটে, সনিলে কুমুদ উঠে:
তারা বেরা শৃক্ত পথে শশী খেলে হাসি !!

(৪)

বাজিল বাশরী বলি, ফুটাইবের-প্রকৃতির
সৌলর্ঘ্য কানন!
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি, নরহুকে উঠে ধ্বনি
জাগারে মুমন্ত-মুতি—মুবের স্বপর!

( 0)

বাজিরে উঠেছে বালী;—প্রবাদী ক্রুন্তর:
নিবশানিজ্বল !

গনে পড়ে গেছে তার স্বেহের পূর্তলি গুলি,
ন্মৃতির-সায়রে ভাসে আগর কমল !

( W)

মৃত্য মনোজাঁথি তার হেরিতেছে দিন রার্ডি গৃহের প্রাঙ্গণ, (3:)

আমে আমে, গৃহে গৃহে এ বন্ধ ব্যাপিয়া থেলে স্ লহরী!

জননী জনম-ভূমি, পারেতে প্রমা রাণী,—
দশভূকা মহামারা পুজে নর-নারী!

(50)

গড়ি মুর্ত্তি পুজি মোরা সবে মা ডোমার, হেন ক্ষীণ প্রাণ ! শ্রামলা নির্মালা মাতা ফুল কৌম্দিতে স্নাতা ভারিতে পারি না মুর্ত্তি, নাহি ধ্যান জ্ঞান !

(33.)

তোমার মরম ছেদি বাজে যে বাঁশরী

— बन्छ म शन !

বিহ্বল বিবশ-প্রাণে, ধাইতে অনন্ত পানে কই তা জাগাতে নারে বাঙ্গালীর প্রাণ !

**औत्रीगठ ऋ यज्**यनात्र ।

#### षागमनी ।

কুরাশার জালে ঢাকা;
শরতের নিশি শেব;
বড় রান মুখ খানি
বড় হার রান বেশ।
এ রান প্রভাত শিরে
ভকতারা ভৃদ্ধি বালা;
কে দেবি উদিলে আসি।
আধার করিয়ে আলা ং
কার দরশন পেরে
সমীরে পুলক ছুটে;
কাহার এ হাসি রাশি
দুলে দুলে আছে দুটে ং
ধরেছে নেহারি কারে

সকলি নৃতন ছবি,

ত বেন আরেক দেশে
আরেক নৃতন রবি।
বার পথ চেরে আছি
সারাটি বরব ধরে—
এতদিন পরে বুঝি
সে মোর এসেছে বরে!
এসেছেন উমা আজ
বজের স্থের তারা,
আঁধার পরাশে তারণ
চালিতে কিরণ ধারা।
হরব তরক্ষ আজ
বহে চারি দিকে তাই,

তবুও অভাব কি এ
সংখতে কি যেন নাই!
প্রাণেতে হুতাশ জাগে
কাতর নম্বন চাম,
কেনে কেঁদে খুঁজে খুঁজে

কি বেন রে নাহি পায়।
আকুল নিখাস ছাড়া
বুঝাতে পায়না ভাষা,
কেঁদে কেঁদে ওঠে ডাই
প্রাণের নিরাশ আশা।

व्येश्विषशो (परी।

# वीत काहिनी।

#### রোমাণ-বীরত্ব।

বৃষ্টান্দের ৫০৭ বংসর পূর্বের রোমের রাজা টারকুইনিস হুপারবদের\* পূত্র সেক্ষটস রোমের প্রধান রাজ-কর্মচারী স্পুরিয়স লুক্রেসিয়সের কন্যা এবং টারকুইনিস কেটিলটননসের পত্নী লুক্রেসিয়ার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমবাসীরা ক্রুছ হইয়া পিতাপুত্র উভয়কেই রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করে। নির্ব্বাসিত রাজা ইটুয়ান নামক অসভ্য জাতিদিপের অধিনায়ক লাস পোর্সীনার মাহার্যে অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিয়া হত রাজ্য প্রারাধিকার করিবার মানসে তাহা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রোম অধিকার করা বড় সহজ্ব নহে, রোমের উয়ত প্রাচীর বেয়ন করিয়া টাইবর নদী বহিয়া ঘাইতেছে, তাহা অতিক্রম না করিয়া রোমে প্রবেশ করা য়ায় না, এই নদীর একটা ক্রুজ্র সেতুই রোমপ্রবেশের একমাত্র পথ, সেতু এত সকর্মণ বৈ তিন জন পাশাপাশি দাঁড়াইলেই তাহার পথ বন্ধ হইয়া বায়, এই সেতুর অপর প্রান্তে জানিকিউলম' নামক হুর্গ। প্রথমে এই হুর্গ জাক্রমণ করিলেন। তাহার অগণ্য সেনাবল, অবাধে হুর্গ জয় হইল।

সিনেটেরা এই ঘটনার মহা চিন্তিত হইরা নগর রক্ষার উপার ছির করিতে নদীতীরস্থ নগরছারে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের অন্ধ সংখ্যক সৈন্য হারা নগর রক্ষা
অসম্ভব দেখিরা, সেতু ভান্নিরা কেলাই শক্ত হস্ত হইতে নগর রক্ষার একমাত্র উপার
ছির হইল। এমন সময় একজন গুগুচর আসিয়া সংবাদ দিল বে আর মূহুর্তমাত্র
সমর নাই—শক্তরা পুরের অতি নিকটে সেতুর মূথে উপস্থিত। সিনেটেরা দেখিলেন
বাস্তবিকই শক্তেমেলা সেতুর অপর মুখে দাঁড়াইরা, সেতু ভান্নিরা ফেলিবারও আর সময়

<sup>\*</sup> ইনিই রোমের শেষ রাজা। ইটার পর হইতে সিনেটগণ রাজ্য শাসনের পূর্ণ ক্ষুমতা লাভ করেন।

নাই, সেতু ভালিয়া ফেলিবার আগেই শক্রেমেনা নগর ঘারে পৌছিবে। আসর বিপদ
দৃদ্টে সকলেই কিংকর্ত্তর বিষ্ট হইরা পড়িলেন! এমন সময় হোরেসিয়স নামক একজন
যুবক অগ্রসর হইয়া বলিলেন আমি বাইব—কে ভোমরা আমার সঙ্গে বাইতে চাও এস।
যখন একদিন মরিতেই হইবে তখন সেক্ষটসের অভ্যাচার হইতে মা বোন জ্রীকে রক্ষা
করিবার জন্ম মরিব, ইহা হইতে ক্থের মৃত্যু আর কি আছে ? কে ভোমরা আমার সহিত
যাইবে এস—আর হই জন মাত্র লোক পাইলে আমি কিছুক্ষণ সেতু হক্ষ করিয়া রাখিতে
পারি, শক্রেমেনা আমাদের হাত এড়াইয়া আসিতে আসিতে সেতু ভালিবার বথেন্ত সময়
পাওয়া যায়"। স্পুরিয়স লারিসস এবং হারমিনিয়ম নামক আর হুই জন রোমান যুবক
ভাহার সাহাব্যে অগ্রসর হইলেন। তিন জনে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে চলিলেন—
তিন জনে সেতু মুখে অগণ্য শক্রেসেন্যের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। শক্রেসেন্যেরা হাসিতে
লাগিল, কিন্তু শীন্তই তাহাদের সে হাসি দ্রাইল। ক্ষুদ্র সেতুর উপর তিন জনের বেশী
পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইবার যো নাই—সম্মুখে যে সৈনিক আক্ষিতেছে সেই, যুবকত্ররের
তরবারির স্তীক্ষ আযোতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইতেছে, দৈববলে বলীয়ান যুবকদের
সমুখে আর কেহই অগ্রসর হইতে চাহে না।

এ দিকে সেত্র বাঁধন ধােলা প্রায় শেষ হবল, আর মুহুর্তমাত্রে সেতৃ ভার্মিরা পড়িবে, রোমবাসীরা ব্রকদিগকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। লারিসস এবং হারমিনিয়স ফিরিয়া আসিলেন, সে মুহুর্ত্তে হোরেসিয়স আসিতে পারিলেন না, পর মুহুর্ত্তে সেতু ভার্মিরা জলে পড়িয়া পেল। শক্র নিক্ষিপ্ত-বাণে এক চক্ষ্-হীন, ভম্পদ, জর্জরিত-দেহ, অবসম হোরেসিয়স ক্ষণকালের জন্য অগণ্য শক্রেসেনার মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন, একবার রোমের পানে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর টাইবর নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রোমাণদের পিতা, উপাস্য দেবতা টাইবর—আজ ভোমার কোলে একজন রোমানের প্রাণ সমর্পণ করিতেছি, ভোমার হাতেই তার রক্ষার ভার" এই বলিয়া বীর হোরেসিয়স টাইবর নদীতে মাঁপ দিলেন।\*

<sup>\*</sup> রোমের একজন ইতিহাস লেখক—পজিরিয়স বলেন বে নদীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, কিড দ্বিতীয় ইতিহাসলেখক লিভি বলেন যে তিনি অনেক করে কুলে পৌছেন ও জীবনের শেষ ভাগ সকলের আদর ও সম্মানেরুপাত্র হইয়া স্থাধ যাপন করেন। শেষের কথাটিই অধিকতর সম্ভবপুর বোধ হয়, কারণ কথিত আছে রোমে যখন অত্যম্ভ তুর্ভিক্ষ হয় তথনও ৩০০০০ রোমবাসী প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতার চিত্র স্বরূপ, হোরেসিয়সকে তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্যের ভাগ আনিয়া দিত। এই সেতু রক্ষার পর হোরেসিয়স "ককলস" অর্থাৎ কাণা' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। রোমানেরা তাঁহার বে ধাতুময় প্রতিমৃত্তি নির্মাণ করে তাহাও একচক্ষ্ ও ভর্মপদ করিয়া নির্মিত করা হয়।

\$

আরু এক দিন আর একজন রোষাণ হোরেসিরসের কথা মদে করিয়া টাইবর নদীতে
কাঁপ দিয়াছিলেন; রোমের জন্য নিজের প্রাণের মারা বিসর্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের
১৮১ বংসর পূর্বের গলেরা রোম আক্রমণ করে। আক্রমণের কারণ এই:—গলেরা টুয়ান
প্রাণেশ আক্রমণ করিলে টুম্বানরাজ রোমের সাহাব্য প্রার্থনা করেন। রোমের প্রতিনিধি
করণে প্রেরিত ফেবিয়স বংশীয় তিন জন ভাচা গলরাজের নিকট গির্মণ তাঁহাকে এই
মুদ্ধ হইতে নিরক্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলেন "বে টুয়ানেরাত গলদের নিকট কোন
অপরাধ করে নাই তবে কেন তাহারদের সাজ্য আক্রমণ করা হইল ?"

গলরাজ উত্তর করিকেন "কথাই আছে 'জোর বার মুসুক তার,' টুস্কানরা থে হীনবল এই তাহাদের অপরাধ—আর তাহাদের রাজ্য লইতে আমার ইচ্ছা হইরাছে ইহাই রাজ্য আক্রমণের বথেষ্ট কারণ।'' এই উত্তরে ফেবিরসগণ এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে দৌত্য-নিয়ম ভঙ্গ
করিলা ভাঁহারাও টুকানশিগের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিলেন এবং একজন প্রধান গলকে
বথ করিলেন। গলরাজ ইহাতে অত্যক্ত ক্রুদ্ধ হইরা এই তিন জন অপরাধী যুবককে
ভাঁহার হল্তে সমর্গণ করিতে রোমান দিনেটকে বলিয়া পাঠাইলেন। রোমের অধিকাংশ
দিনেট ও পুরোহিতগণও গলরাজের এই আব্য দাবীর গক্ষ সমর্থন করিরা যুবকদিগকে
ভাঁহার হল্তে সমর্গণ করিতে বলিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ফেবিয়স পুত্রেহে অন্ধ হইরা তাহা
করিতে পারিলেন না, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে এ দণ্ড হইতে উদ্ধার
করিলেন। যুবকদিগকৈ গলরাজের হল্তে সমর্গণ করা হইল না। গলরাজ এই অপ্যালে
কুপিত হইরা রোম আক্রেমণ করিলেন।

তিন জনের অপরাধ সমস্ত জাতির- স্বন্ধে নিপতিত হইল! রোম হইতে ১১ মাইল দূরে এলিরা নদীর তীরে প্রথম বুজ। বুজে রোমাণেরা পরাজিত হইল। একে রোমাণদিনের সৈন্যেরা স্থসজ্জিত ছিল না, তাহার উপর এযুদ্ধ জন্যার যুদ্ধ জ্ঞানে তাহারা মনের সমস্ত বল হারাইয়া ফেলিরাছিল। স্থতরাং সহজেই গলগণ জয়ী হইল। পরাজিত রোমানগণ কতক গলদের হস্তে নিহত হইল; অবশিপ্ত নিকটবর্তী ভিই নগরে আশ্রুর গ্রহণ করিল। নিজ রোমবাসীপথ নগর রক্ষার আশা ত্যাগ করিয়া সহরের সমৃদর্ম খাদ্য জব্য লইয়া নগর মধ্যস্থিত হুর্গে আশ্রুর গ্রহণ করিল। কেবল ৮০ জন বুদ্ধ সিনেট মাত্র হুর্গের বাহিরে গলদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বক্রেল লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে খলি দেশের রাজ্ঞা বা শাসনকর্তা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রজাদের দোবের প্রার্নিচন্ত করেন তবে দেবতারা সদর হইয়া তাহাদিগকে বক্ষা করেন। সিনেটরাই রোমের শাসনকর্তা, তাহারা রোমবাসীদিপের জন্য প্রাণ জিবের জংগ লইয়া নিজেদের জক্র্মণ্ড জীবন রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আয় খাদ্য জবেরর অংশ লইয়া নিজেদের অকর্ম্মণ্ড জীবন রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আয়ও শীত্র গলদের হস্তে আম্ম সমর্গণে বাহ্য করিবেন কেন?

এই মহান্ভাৰ পূৰ্ণ ছাৰত্ব লইয়া আন্দোৎসৰ্ব করিবার নিমিত উহোরাই কেবল নগরে বহিলেন।

গলেরা রোমে আসিয়া কোখাও জনপ্রাণী দেখিতে পাইল না, অবলেবে রোমের ভূবিস্ত ত-মন্ত্রদানে পৌছিয়া বাহা দেখিল তাহাতে আরও আণ্চর্য্য হইরা থেক।

ভদ্রবেশ—ভদ্রকেশ—হঞ্জিদন্ত নির্মিত আসনে উপবিষ্ট সারি সারি ৮০ জন বৃদ্ধ. সকলেরই 'হত্তে এক এক খানি হস্তিদন্ত-নির্মিত ষ্টি। ইইারা দেবতা কি মানুষ কি পুড়ল প্রথমতঃ গলেরা কিছুই বুরিতে প।রিল না অনেককণ অবাক ভাবে দেখিয়া দেখিয়া একজন গল কৌ তুহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত একজন সিনেটের খালে একটা ক্রড মারিল, তংক্ষণাৎ কটোর বৃষ্টির আখাতে তাহার কৌতৃছল নিবারণ হইল। খলের। क्षन (पिन हैराता मालून उरक्रमाः निर्मन्न जात्र मक्रमार वर्ष क्रिन। এই नुमारम হত্যাকাণ্ড শেষ করিয়া ভাহান্ধা হুর্গাভিমুখে গমন করিল। হুর্গ টাইবর নদীর তীরে চুরা-রোহ্য পর্বতের উপর ছাপিত। বুঝিল আহা যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিবার নহে। অনাহারে कुर्गवामीनिशतक क्रांत्र क्रिष्ठे कतिया कुर्ग व्यथिकांत्र कित्रवांत्र मानत्म कुर्ग व्यष्टेन कित्रया विभिन्न রহিল। কিন্তু অতদিন ভারু ভারু বিসিয়া কি করে, প্রথম রোমনগর ধ্বংশ করিয়া নিকটবর্ত্তী ভিই নগর আক্রমণ করিল'। রোমের প্রধান বোদ্ধা মার্কাস কামিলস এই সময়ে ভিই নগরে বাস করিতেছিলেন। কামিলস ইহার পূর্বের রোমের জন্য অনেক যুদ্ধ করিয়া সব গুলিতেই বিজ্ঞা ইইয়াছিলেন। রোমের করেক জন লোক ইহাতে ঈর্বাধিত হইয়া ভাঁহার নামে এক মিধ্যা দোষারোপ করে। তাহারা বলে কামিলস শেষ যুদ্ধে লুঠের অষথা ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। গর্মিত কামিলস এ অপবাদ সত্য কি মিথ্যা কিছুই না কলিয়া ক্রে**ন্ধ জ্গন্থে নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া মান, এবং পরে নগ**র ত্যাগ করার এই অপরাধে অর্থদত্তে দণ্ডিত ও নির্কামিত হছয়া একণে ভিই নগরে বাস করিতে-ছিলেন। ভিই আক্রমধকারী গলগণ কামিলসের বীরতে পরাজিত হইয়া শীঘ্রই ভিই পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমে পলায়ন করিব। ইহা দেখিয়া ভিই নগর আগ্রিত রোমাণগণ মহা আশাৰিত হইয়া কামিলসের নিকট পিরা প্রার্থনা করিল, হে বীরবর কামিলর ভূমি গল-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া রোম উদ্ধার কর, ভূমি ভিন্ন এ বিপদে উদ্ধার করিতে পারে এমন বীর খার কেছ নাই"। কামিলস বলিলেন,"ডিনি রোমের এক জন নির্বাসিত প্রজামাত্ত, রোমের ইইয়া নিজের ইচ্ছার কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, তবে বদি রোমাণ <sup>সিনেটেরা</sup> তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেন তবে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন''।

কিন্ত রোমে সিনেট কই। তাঁহারা ত সকলেই প্রান্ত মৃত্যুর গ্রাসে। যে চুই চারি জন <sup>খব মি</sup>ষ্ট আছেন তাঁহারাও চুর্গে আবন্ধ। সেখানে গিয়া কে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া षामित्व १ क्टर्गन अकिनित्क नगदन ष्यमश्या भल, ष्यना मत्क छाड्यन नमीन छे भन कृतादनाहा পৰ্কত-- চুৰ্গে কে ষাইৰে ?

পোণ্টিরস কোমিলিয়স নামক এক জন যুবক এই ভয়ানক কাজ করিতে প্রস্তুত ছইলেন। পোণ্টিয়স চাধার বেশে কাপড়ের মধ্যে কতকগুলি সোনা লুকাইয়া লইয়া সমস্ত দিন পথ ইাটিয়া সন্ধাবেলা টাইবর নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। একটু অন্ধকার হইলে প্রহরীরা দেখিতে না পার এরপ স্থান হইতে প্রাণের আশা বিসর্জন দিয়া টাইবর নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ঝাঁপদিবার পূর্বে তিন্তি টাইবর নদীর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন 'হে টাইবর রোমের জ্বন্ত একদিন হোরেসিয়স তোমার গর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিলেন আজ রোমের জন্ত আমিও তোমার জলে ঝাঁপ দিতেছি. আমাকে ও রক্ষা কর। উন্মত্ত টাইবর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পোণ্টিরস অন্ধকারে পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। টাইবর উজীর্ণ হইয়াছেন, এখনও সমুখে উচ্চ পর্বত, কিন্ধ নিভীক যুবক তাহাতেও ভীত নহেন। সেই অন্ধানে অতি সাবধানে, নিস্তন্ধে পর্বতম্ব উদ্ভিদ ধরিয়া ধরিয়া প্রত্যেক পদে মৃত্যু লইয়া গভীর রক্ষনীতে ভূর্গে পৌছিলেন। উংসুক জ্বর ভূর্মবাসীরা সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিরিয়া ফেলিল। পোটিয়স আমু গুর্বিক সংবাদ বলিয়া তৎক্ষণাৎ কামিলসকে ডিক্টেটর\* নিযুক্ত করিয়া অবিলয়ে আবার সেই ভরানক বাত্রা আরম্ভ করিলেন। অন্ধকারের আপ্ররে গলদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভোর হইবার আগেই তিনি নির্কিন্ধে ভিই নগরে পৌছিলেন। পরদিন প্রাভ:কালে ভীক্ষুদৃষ্টি গলেরা দেখিল পাহাড়ের গারের লতা পাতা মাঝে মাঝে হিঁড়িয়া গিয়াছে— শৈবাল সরিয়া পড়িয়াছে, পাধর বসিয়া পিয়াছে, বুরিল রাত্রে এই পথে কেহ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। একজন বিলাসী রোমাণ বে পথে উঠিতে পারে, আমপর্কতিবাসী কঠোরকায়-গলগণ কি সে পথে বাইতে পারিবে না ?

এতদিন তাহারা বে কাজে অপ্রসর হইতে সাহস করে নাই আজ তাহাতে তাহারা দৃঢ় সংক্ষম হইয়া রাত্রের জন্য অপেকা করিতে লাগিল। রাত্রের অক্ষ করে সহস্র সহস্র গল চুলি চুলি পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘুমন্ত হুর্গ বাসী তাহাদিগের এ বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারিল না, আর একটু হইলেই তাহাদের এই ঘুম চির-ঘুমে পরিণত হইত, কিন্ধ সোভাগ্য বশতঃ হুর্গছিত জুনো দেবতার মন্দির রক্ষিত হাসেরা পাথর পড়িবার শন্দে ভর পাইয়া পাখা ছাড়া দিয়া ডাকিয়া উঠিল। রোমাণেরা একেই দেবভক্ত লোক, এ সমর আবার তাহাদের বিপদের জবস্থা, এখন দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহারা বিশেষ উৎস্ক এমন কি, হুর্গ মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের এত জনাটন তর্প মন্দিরের রক্ষিত হংস স্পর্ণ করা দূরে খাক্ক তাহাদের প্রতি কোন রূপ অয়ত্ব পর্যান্তপ্র

<sup>\*</sup>যুদ্ধ বা অন্ত কোন বিশেষ বিপদ কালে এক জন নির্ন্নাচিত লোকের হস্তে <sup>যথেচ্ছা</sup> ক্ষমতা প্রদান করা হইত—এমন কি তখন রাজাও ভাঁহার কথা অগ্রাহ্ম করিতে পারিতেন না। এইরপ ক্ষমতাপন ব্যক্তিই ডিক্টের।

তাহারা করে নাই, আজ তাহার ফল লাভ হইল। হাঁসের ভাকে প্রথমেই মানিল্স নামক 🐣 একজন রোমাণ জাগিয়া উঠিলেন, উঠিয়াই দেখিলেন সন্মুখে একজন গল। মুহুর্ত মধ্যে তাহাকে ধরিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন, আর এক জুন গল অমনি ভাঁহাকে মারিতে তরবারি উঠাইল, মানিলস তাহার ছাত ভদ্ধ কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইছার মধ্যে চুর্ববাসীরাও জাগিয়া উঠিল। প্রথম-জারোহী দিবের এইরপ হর্দশা দেখিয়া অক্ত পলগণও ভয় পাইয়া থেল, যাহারা উঠিতৈ আরম্ভ করিয়াছিল বা কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সকলেই প্রাণ ভয়ে নামিমা পড়িল। মানিলসকে প্রভ্যেক চুর্ববাসী এই চুর্ভিক্সময়ের অমূল্য ধন অন অন খাদ্যভ্রব্য আনিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ উপহার প্রদান করিল। কিন্ত ইহার পর চুর্যবাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষয় হইয়া পড়িলেন। এবার বেম এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া গেল কিন্তু এরূপে আর কতদিন চুর্য রক্ষা হয় ? আহার দ্রব্য ত সকলি প্রায় ফুরাইল-অনাহারে আর কদিন চলে ! সিনেটের অসুমতি পত্র লইয়া পোণ্টিয়স বে ক্রমিলদের নিকট পৌছিয়াছেন ভাহারই বা ছিরতা কি-হয়ত তিনি ভিই পৌছিবার পথেই প্ৰলদের হাতে ধরা পড়িয়াছেন, নহিলে কি কামিলস এতদিন বোম ৰক্ষা করিতে জগুমর হইতেন না ? গলদিধের হুস্তে আছু স্বর্পণ করা ভিন্ন চুর্যবাসীর, খেন অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। এই সময় আবার একজন চুর্গবাসী বলিল যে "তাহাদের অবশিষ্ট সমস্ত মন্ত্ৰদার কটী প্রস্কৃত করিয়া ভাহা নীটে শক্রগণকে ভিক্লেপ করিতে জুপিটর-দেব তাহাকে সপ্তে আদেশ করিয়াছেন "। ভয়ানক बाজ্ঞা, কিন্ত যত ভয়ানকই হউক দেবতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। অবশিষ্ঠ যে ময়দা ছিল তাহার রুটা করিয়া সুধার্ত রোমাধেরা নীচে শত্রুদের নিকট নিক্ষেপ করিল।

ভান্য দিরিল, অত কটা দেখিয়া খলরাজ চমকিরা থেলেন— যাহারা এখনো এত কটা দেলিয়া দের তাহাদের কত অধিক থাদা সংগ্রহ আছে। কিছুল্লণ প্রেই খলরাজ একজন প্রধান রোমাণের সহিত সালাং প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সলপিটিয়স নামক একজন প্রধান তাঁহার সহিত দেখা বরিতে গেলেন। গলরাজ বলিলেন যে যদি রোমাণেরা তাঁহাকে একহাজার মন কর্ম প্রদান করেন তবে তিনি এখনি রোম পরিত্যাপ করিয়া চলিয়া থাইতে প্রস্তুত আছেন। সলপিটিয়স তাহাতে সম্মৃত হইরা চুর্য মধ্যে বত কর্ম অলক্ষার পাইলেন তাহা লইরা পুনরার পলরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। ওজনের সমন্ত্র ভারে হাজার মনের অধিক হইল, অধিকজংশট্কু সলপিটিয়স ম্বাইয়া রাখিতে গেলেন—পলরাজ স্বর্ধ-লোভ মামলাইতে না পারিয়া, তাহাতে বাধা দিয়া জুদ্ধভাবে বলিলেন পরাজিতের কথা কে শোনেপ্'

এ অপমান নীরবে সহ্য করিবার মত দশা এখনও রোমের হয় নাই—বাদ প্রতিবাদে বিগড়ার স্ত্রপাত হইতেছে, এমন সমর কামিলস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪০০০০ হাজার সৈত্য তাহার সঙ্গে। তিনি এই চুক্তির কথা শুনিয়া বলিলেন "হর্ণছারা নছে—রোম লোহ দারাই নগর রক্ষা করে। প্রনীক্ষ বলিবেন 'রোমানেরা এক বার স্বর্গ দিরা সদ্ধি করিতে স্বীকৃত হইরাছেন এখন সে চুক্তিভঙ্গ করিলে ভাহাদের অপ্রায় করা হয়। কামিলস বলিলেন তিনি এখন ডিক্টেটর, তাঁহার বিনা অসুমতিতে এখন আর কাহারও পদি করিবার ক্ষমতা নাই।"

কথার কথার বাবড়া হইরা আবার মুদ্ধ আরম্ভ হইল। থলেরা প্রাজিত ও অধিকাংশ কিহত হইল। পোণ্টিরসের মহান সাহেরে এবং কামিলসৈর বাছবলে রোম উদ্ধার হইল।

যুদ্ধ শেষ হইরা গেলে তাঁহাদের বীরতের প্রভার স্বরূপ কাষিলস "রোম্লস" অর্থাৎ রোমের দিতীর "ছাপন কর্জা" এবং মানিলস "কাপিটোলিনিস" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন, আর জুনোর মন্দিরে একটা শ্বর্ণ নির্শ্বিত হংস স্থাপিত হইল। কিন্ত প্রধান বীর পোণ্টিরস বিনি সেই অন্ধার রাত্রে নদী পাহাড় উত্তীর্ণ হইরা জীবন মরণ পণে সিনেটদিগের নিক্ট হইতে কামিলসকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করিবার অনুমতি পত্র লইরা আসিলেন—দেশোদারের সেই মূল কর্তা পোণ্টিরস কোন প্রভার পাইরাছিলেন বলিরা ইতিহাসে উন্ধেশ নাই। নাই থাক তাঁহার আত্মবিসক্র্মী মহান সাহস ও দেশের জন্ম বৃদ্ধসিনেটদের মহান অন্থেৎসর্গ কাহিনী জগতের ইতিহাসে চিরকাল স্থাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্বদেশের উদ্ধারই তাঁহাদের অম্বায় প্রভার।

সহজে গান অভ্যাস।

ছারান্ট—কাওরালি।

আর তবে সহচরি,

হাতে হাতে ধরাধরি
নাচিবি খিরি খিরি,
গাহিবি গান।

আন্ তবে বীধা,
সপ্তর হুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা,
পাশরিব ভাবনা,
রাখিব প্রমোরে ভরি
মন প্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীধা,
সপ্তর হুরে বাঁধ ভবে তান।

ঢাল' ঢাল' খশধর, চাল চাল জোছনা। • अभीत्रभ वरह वा'रव कूल कूल एलि एलि ; উলসিত তুটিনী,—— উথলিত গীতরবে খুলেদেরে মন প্রাণ।

## ছায়ানট-কাওয়ালি।

সা--পা—র— পা—পা—পা—। ম—পা—ম—পা—। ম—রা—রা—রা-রা-षात्र जल महा कि शांख्या छ। अपनि भिन्न (त - ना-ना-। म-म-ना-ना-। ना--। ना--। ना--। নাচিবি দিরি দিরি গা হিবি গান আনতবে र धा--धा—नि—। शा—धा—नो—मा•नो॰। धा—नो॰धा॰शा--। वी ना . (त--त्रा—गा—। य—त्राय—त्रा--। भा—य—त्र—(त्र—। जा----। भा—भा—धा—जा—। স্প্ৰ ফ্রে বাঁধু ড ৰে ডানু পা ঋরি ব मा-मा-मा-। मा-नी-धा-भा-। धा-मा-मा-। मा-त-त-त-त-त-। मा-त-ভাব ना পা**भ दि व क**ैं ज ना दा कि व क्षाराल मा—त्र— । मा—त्र—भा—त्र—। मा—मो—वा—भा— । भा-- वा—भा— । वा -- वा—नि-। छ ति मैं न द्यां न कि वानि मि आयोग्छ दा दी ना भा—ध—नी—मा॰नी॰। धां—नी॰था॰भा-ा द्र ∹ शा—शा—। य—शाय—शा--। शा—य-

म श्रम य

র—রে—। সা——। পা—পা—ধা—সা—। সা—সা—সা—। সা—নী—ধা—পা—।
ত বে তান ঢাল ঢাল শ শ ধ র ঢাল ঢাল

থা—সা—সা—। সা—রে—রে—রে—। সা—রে—সা—রে—। সা—রে—গা—রে—
জো ছ না স মী র প ব হে ষা' রে ছু লে, ছু লে

সা—নী—ধা—পা—। পা—পা—ধা—পা—। ধা—ধা—ধা—নি-। পা—ধা—নী—গা•নী•।
ঢ লি ঢ লি উ ল সি ত ত টি নী

থা—নী•ধা•পা—। রে—রে—গা—গা—। ম—ম—ধা—পা—। ম—গা—গা•ম•।
উ থ লি ত গী ত র বে খু লে দে রে

রে—রে—সা--। ম ন প্রাণ

শ্রীপ্রতিভাসুদ্রী দেবী।

## রত্বাবলী ১

নিরিবিলি বন, নিঝ্ম কানন
রক্ষনী পূর্ণিমা নিশি গো—
শির পরে চাঁদ, স্থমোহন ছাঁদ
ধীরে ধীরে ধার ভাসি গো।
বকুলের তলে, দাঁড়ায়ে বালিকা
করেতে লতার ফাঁসি গো—
মু'ধানি আনত, হুদম্ম দলিত,
আঁধি জলে ধায় ভাসি গো।

উড়িছে অলক, মৃত্ল সমীরে,
 গুলিতেছে কাল ফণী গো,
তমুতে জোছনা পেতেছে বিছানা
 উপমার উপমা ধানি পো।
অমুভবি চিতে, পারেনি যুকিতে
 মেনেছে রণেতে হারি গো,
অতি ঘোর ত্যা বালিকা বিব্লা
 সমুধে শীতল বারি গো।
 শ্রীগরীশ্রমাহিনী দাসী

## . मद्भारमाह्या।

ক্বিতাসংগ্রহ, সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত। শ্রীঈশরচন্দ্র গণ্ড প্রাণীত ক্বিতাবলী। শ্রীযুক্ত বাবু বন্ধিনচন্দ্র চটোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীগোপালচন্দ্র মুধ্যোদ্যায়।

এ গ্রন্থানি কেবল ঈশরচক্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রন্থ নহে, প্রকাম্পদ বিদ্ধিনবার উক্ত পৃস্তক মধ্যে তাঁহার জীবনী ও তাঁহার কবিতাবলীর সমালোচনাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিদ্ধিন বার্র এই সমালোচনা এতই কথাকথ স্ক্র সমালোচনা দে ইহার উপর কাহারে। আর একটি ক্রা কহিবার আছে এমন মনে হয় না। এরপ ছলে বিদ্ধিন বার্র সমালোচনা উদ্ধৃত করিলেই কবিতাসংগ্রহের প্রকৃত সমালোচনা হয়, স্বতন্ত সমালোচনা বিড্সনা মাত্র।

আমরা কবিতাসংগ্রহের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বস্থকে ব্যৱস্থ বাবুর উক্তির সারাংশ পাঠকদিগকে নিয়ে উপহার দিশাম।

ইশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি ?

ভারতবর্ষে পূর্বের জ্ঞানী মাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্র-বেস্তারা সকলেই "কবি''। ধর্ম-শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত খটিয়াছে। "কাব্যেন্ মাখা কবি কালিদাসঃ' এখানে অর্থ টা ইংরাজি Poet শব্দের মৃত। তার পর এই শতাকীর প্রথমাংশে
"কবির লড়াই'' হইত। তুই দল পায়ক জুটিয়া ছন্দোবল্বে প্রস্পারের কথার উত্তর প্রভ্যুত্তর
দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি''।

আবার আজ কাল কবি অর্থে poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্ত "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজ কাল বড় গোল। ইংরাজিতে যাহাকে poetry বলে, এইর তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, স্তরাং এই অর্থে ঈরর ওপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য। পাঠক বোধ হর আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না বে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা বৃশাইতে বসিব। অনেক ইংরাজ বাঙ্গালী লেখক সে চেটা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র বক্রব্য যে সে অর্থে ঈরর গুপুকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য ক্রদরের কোমল, গল্পীর, উন্নত অক্ট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌদর্থ্য স্কটিতে তিনি তাদৃশ পট ছিলেন না। তাহার স্কটিই বড় নাই। মধুস্থান, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেকা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাহার অপেকা প্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের স্থায় হীরা মালিনী গড়িবার তাহার ক্ষমতা ছিল না; বাশীরামের মত স্তভাহরণ কি শ্রীবংসচিন্তা, কীর্তিবাসের মত তরনীনেন বধ্য মতক্রনাহেরর ব

মত কুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈশ্ব কবিদের মত বীণায় বাকার দিতে পারিতেন না।
. তাঁহার কাব্যে স্থানর, করুণ, প্রোম, এ সক্ষাম্ত্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার হাহা
আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। বাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে, বে তার অপ্লেখা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ম আমরা কামনা করি। সেই উংকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হুদরে অক্টু রকর থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। বিনি তাহা হুদরক্ষম করিয়াছেন, তাহাকে পঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হুদরগ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাহাকেই আমরা কবি বলি। মর্স্দনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মর্স্দনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশরচন্দ্রকেনিমশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইবানেই কি কবিন্দের বিচার শেব হইল ? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না ?

রহিল বৈকি। বাহা আদর্শ, বাহা কমনীর, বাহা আকাজ্বিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু বাহা প্রকৃত, তাহা প্রত্যক্ষ, বাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নর কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই ? কিছু সৌলর্য্য নাই ? আছে বৈকি ? ঈবর গুপু, সেই রসে রসিক, সেই সৌলর্ব্যের কবি। বাহা আছে, ঈবর গুপু তাহার কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যস্তর। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পোব পার্ব্যেণে পিঠাপুলি ধাইরা অজীর্বে, তুংব পাও, তিনি তাহার কাব্যরস্টুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নব বর্ষে মাংস চিবাইরা, মদ গিলিয়া, সাঁদাদুল সাজাইয়া কই পার, ঈবর গুপু মক্ষিকাবং তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। তুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা কি শিশুর চক্ষে অক্রবিল্পেনী সাজাইয়া মুক্তাহারের সক্ষে তাহার উপমা দাও—তিনি, চালের দরটি কবিয়া দেবিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

## মনের চেলে মনু ভেঙ্গেছে । ভাঙ্গা মন আর পড়েনাকো।

তোমরা স্বল্পীগণকে, পূর্ণোদ্যানে বা বাতারনে বসাইয়৷ প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রালাঘরে, উন্থন গোড়ায় বসাইয়া, শান্ত ড্ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম বাঁটি কাব্যরস বাহির করেন ;—

## বধুর মধুর থনি, মুখ শতদল। সলিলে ভাসিয়া বার, চকু ছল ছল॥

ঈশর ওপ্তের কাব্য চালের কাঁটার, রালাখরের ছুঁরার, নাট্রে মাঝির থাজির ঠেলার, নীলের দাদনে, হোটেলের খানার, পাঁঠার অভিত্তিত মজার। তিনি অনারনে সংগ্র রম ছাড় কাব্যরদ পান, তপ্ সে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপসীভাব দেখেন, পাঁঠার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দুখীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রজ ভরা। তোমরা মাথা কুটাক্টি করিরা চুর্লোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি— তোমরা এ ওকে কাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইডুছে, এখানে কাঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কালা কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল বাজানীর মেরে বড় হুন্দরী, বড় গুণ্ধতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের হুসার, ধর্মের ভাণ্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে বেমন ক্ষীবাদর পোষে, আমি বলি প্রথম তেমনি মেরে মানুষ পোষে—উভরকে মুখ ভেলানতেই সুখ।"

ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশর ওপ্তও জানিতেন, কিছু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মৃদ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিরা হাসিবার কথা। তিনি দ্রী লোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিরা পুটাইয়া পড়েন। মাষ মাসের প্রাতঃলানের সমর বেধানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্ম, যুবতীগণের পিছে পিছে বাইতেন, ঈশরচন্দ্র সেধানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য বান।

তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল দ্বচ্ছ সলিল-ধোত কবিত কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, ''দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! বে জাতি দানের সময় পরিধের বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়ী এত বাড়াবাড়ি কর।'' তোমরা মহিলাগণের গৃহ কর্মো আছা ও বর দেখিরা। বলিবে, 'ধয় দ্বামীপুত্রসেবাত্রত ? ধন্য ক্রীলোকের দ্বেহ ও ধর্মা!' ঈশরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রশ্বনের চাল চর্কনেই গেল, পিট্লির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে খাভড়ী ননদের মৃত ভোজন হইল, এবং কৃটম্ব ভোজনের সময় লজ্জার মৃত ভোজন হইল। স্থুল কথা, ঈশর ওপ্ত Realist এবং ঈশর গগু Satirist ইহা তাঁহার সামাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাসালা সাহিত্যে অহিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিশ্বেপ্রস্ত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গ কুশল লেখক জনিয়া-ছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সমরে হিংসা, অস্থা, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রী কাতরতা পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় বৃদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জনিয়াছে—ছয়ের কাজ মানুষকে ছঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামলী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরম্বাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। ছতোম পেঁচার নক্ষা বিদ্ধে পরিপূর্ণ। ঈশর গুক্তের বাঁজে কিছু মাত্র বিদ্ধে নাই। শক্রেতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তাছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনক। কেবল বাের ইয়ারকি। গৌরী শক্রকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিনীয়া—ব্রাক্ষণকে কুড়ায়ায় পরাজয় করিতে

ছইবে এই জিদ, কবির লড়াই, ঐ রক্ম শক্ততাশৃত্য পালাগালি। ঈশর ওপ্ত "কবির লড়াইরে" শিক্ষিত—মে ধরণটা তাঁহার ছিল।

अन्य जा व ना-त्करन बानम । त्य त्यथात अपूर्ध भूर , जाशांक हे जेयत हल তাহার গালে একচড় নহে একটা কানমলা নিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, इरे करन এक हे शमिवात कछ। रक्श के का भार हैरे कि निकात भारे राजन ना। भवर्वत জেনেরল, লেপ্টনান্ট গবর্ণর, কোন্সিলের মেশ্বর ছইতে, মৃটে, ষাঝি, উড়িয়া বেছারা কেছ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্ব—বে মারে তাহার রাপ নাই. কিন্ত বে ধায়, তার হাড়ে হাড়ে লাপে। তাতে আরার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,——

## विजानाकी विश्रम्थी, मृत्थ शक कूटि 1

. জামাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত হুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল-

ষিশুরের বিশু সহ কপালেতে উন্ধি। नमो वनी क्यो वामी, तामी चामी, खल की। মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitator দের কাণ ধরিয়া টানাটানি---

> ভূমি মা কলতক, জামরা সব পোষা পক, निर्धिनि प्रिः राकात्ना, **क्विन थाव (थान विज्ञान चात्र)**

বেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,

' গামলা ভাকে না আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব,

🍍 · धूति (चंटन राँह व ना॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা-

যখন আস্বে শমন क्रद्रद प्रमन,

কি বোলে তায় বুঝাইবে।

वृति एवं त्वारम वृत्ते भ रत्र भिरत् ं চুबरे कूं रक चर्ल वारव !

এক কথার সাহেবদের নৃত্যগীত——

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল। তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল ॥

मर्थंद वातू, विना मचल,

তেড়া হোয়ে ভূড়ি মারে, টয়া নীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিতি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
ভদ্ধ হন ধেনো গাসে, বেনোজলে নেয়ে॥

কিন্ত অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। আনেক স্থানেই কেবল রক্ষ রস, কেবল আনন্দ। তপ্সেমাছ লইয়া আনন্দ।———

কৃষিত কনক কান্তি, কমনীর কায়। গালভরা পোঁপদাড়ি, তপন্দীর প্রায়॥ মাকুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে। মোহন মধির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে-

লুনমেখে লেবুরস, রসে বৃক্ত করি। চিমরী চৈতন্মরূপা, চিনি তাম ভরি॥

অগ্ৰা পাটা----

দাব্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে।
ভাপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে।
হাড়কাটে ফেলে দিই, খোরে হুটি ঠ্যাক।
সে সমরে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাক্স ছ্যাড্যাক্স।
এমন পাঁটার নাম, বে বেবেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা।

তবে এই স্বীকার করিতে হয়, য়ে ঈশর গুপ্ত মেকির উপর পালি গালাজ করিতেন।
মেকির উপর য়থার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি থাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ,পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দধি চোসার" দল, গালি
গাইতেন। হিল্লু ছেলে মেকি শুটিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত
না। মিশনরি-দের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। য়গা
ভানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।
অনেক সময়ে ঈশর গুপ্তের জালীলতা এই জোধসভ্ত। জালীলতা ঈশর গুপ্তের কবিতার
একটী প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে শিয়া, ঈশর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া,
জাসরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। বিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক,
ভিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্ত এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের ষেরপ
ভবন্ধা, তাহাতে কোনরপেই জালীলতার বিশ্বমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি ষে

স্বার গুপ্তের অগ্লীলতা, প্রকৃত অগ্লীলতা নহে। মাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদরন্থিত কদর্য ভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অগ্লীলতা। তাহা পবিদ্রে সভ্য ভাষার লিখিত হইলেও অগ্লীল। আর মাহার উদ্দেশ্য সেরপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা ক্রচ্চি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে হইলেও অগ্লীল নহে। ঝিষরাও এরপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সে কালের বাঙ্গালীদিনের ইহা একপ্রকার স্বভাব সিদ্ধৃ ছিল। আমি এমন জ্বনেক দেখিয়াছি, অশীতিশার রৃদ্ধ, ধর্মাত্মা, আজন্ম সংঘর্তেন্দ্রিয়, সভ্য, স্থূলীল সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্জোবান" আরম্ভ করিতেন। তথনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অগ্লীল ছিল। ফলে মে সময় ধর্মাত্মা, এবং অধর্মাত্মা উভয়কেই অগ্লীলতায় হপট্ দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, ধিনি রাগের বনীভূত হইয়া অগ্লীল, তিনি ধর্মাত্মা। ধিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অগ্লীল।তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্তমে সেরপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে ক্রিপ্র হইতেছে।

স্থার গুপ্তা ধর্মাত্মা কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই স্থার গুপ্তের কবিতা অগ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর স্থার গুপ্তের রাগের কারণ অনুনক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ব ধে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্য রক্ত স্থে যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রেটি বয়সের, বার্দ্ধক্যের ভুল্যরূপেই অমূল্য রত্ব যে ভাগ্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, স্থারচন্দ্র তাহা লইলেন না কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্ল বয়সে পিছহীন, সহায়হীন হইয়া স্থার গগুও অলকপ্তে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সাল ভোজন করে, আর তিনি দেবভুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমগুলে আসিয়া, শাকালের অভাবে ক্ষার্ত্ত। কত কুরুর বা মর্কট বয়ষে জুড়ি জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হুদরে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও—খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতেপারেন না। হুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া রণে ভঙ্গাদিরা, পলায়ন করিয়া ভূথের গঙ্গেরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রারই বলবান।

ঈশর শুপ্ত সংসারকে, সমাজকে, স্বীয় বাছবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সন্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত বে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজকে জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিভদ্ধ পবিত্র কথাদেব দিজাদি প্রভৃতি যে বিভদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্যা—বে হুরা্ড্রা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশব্রচক্ষের কবিতায় অন্ত্রীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে তাহা ছাড়া অন্যবিধ অগ্নীলতাও তাঁহার কতিপ্রাল্ আছে।কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইরারকির জন্য এক আধাই অগ্নীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য স্থাবরচল্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সেকালে অগ্নীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে বক্ষ অগ্নীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অগ্নীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অগ্নীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য ক্ষিত না। তথনকার সকল কাব্যই অগ্নীল। চোর কবি চোর পঞ্চাশং ছুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে। ছুই পক্ষে সমান অগ্নীল। তথন পূজাপার্বণ অগ্নীল—উংসবগুলি অগ্নীল— হুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিধ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সং অগ্নীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালীঃ হাফ আক্ডাই অগ্নীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবনপ্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমণা অনায়াসে একট্খানি মার্জ্কনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য-সমাজেই ঘূণিত। তবে, যেমন লোকের কৃচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশ ভেদেও কৃচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক क्था चाह्य, यादा देश्ताटकता चन्नीन वित्वहना कदतन, चामता कति ना। जावातः এমন অনেক কথা আছে, यांशा आमहा अहीन वित्वहना करि, हैश्टब्राइवा कटवन ना। ইংরাজের কাছে, প্যানটালুন বা উরু দেশের নাম অশ্লীল—ইংরাজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে জানিতে নাই। জামরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দ গুলিকে জ্ঞাল মনে করি না। মা ভগিনী বা ক্**সা কাহারও সন্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে** আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুক্ষনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্ত ইংরাজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য-মাতৃ পিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া গাকে। এখন আমাদের সোভাগ্য বা হুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাপ করিতেছি, বিলাতি জিনিস 🐠 তাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী ফুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর অনারত চরণ, আলতাপরা মল পরাপা। দর্শনে বিশেষ ষাপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিভিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দারা র্<sup>রাই।</sup> মেঘদতের একটা কবিতায় কালিদাস কোন পর্য়বত শুক্ককে ধর্ণীর স্তন বলিয়া। বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচি বিরুদ্ধ, স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অঞ্লীল কথা। <sup>কাজে</sup>ই এই **উপনাটি নব্যের কাছে অগ্নীল**। নব্য বাবুহিয়ত ইহা শুনিয়া কানে আস্কুল <sup>দিয়া</sup> পরন্ত্রী: মৃথচুম্বন ও করম্পর্শের মহিমা কীর্জনে মনোযোগ দিবেন। কিন্ত আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী, তাই ভাঁকে ভক্তি ভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বহুমতী'' বলি ; আমরা তাঁহার সন্তান ; সন্তানের <sup>চক্ষে</sup>, মাস্স্তনের **অপেক্ষা স্থল**র, পবিব্যু, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে নাঞ্

ষ্ঠাত এমন পবিত্র উপমা স্থার হইতে পারে না। ইহাতে যে জ্ঞালতা দেখে, জ্ঞামার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ চিস্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে স্থাল নহে—এখানে পাঠকের হালয় নরক। এখানে ইংরাজিফুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী ফুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরপে বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অগ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইরাছেন। স্বরং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মহ্বর জোলার নবেলের আদর সেই ইউরোপের রুচি বির্ভন্ধ, আর বাহারা রামারণ, কুমার-সম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার স্ঠি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অগ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অত্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপুও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকস্থর ধালা দ দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্থাকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে, তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার ক্রচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অঞ্লীল, এবং বিরক্তি কর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

স্বার গুপ্তের যে অপ্লাশতার কথা আমরা লিখিলাম পাঠক ভাষা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সৰ কাটিয়া দিরা, কবিতা গুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেক গুলিকে কেবল অপ্লালতা দোব জন্মই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে ভাষার কবিতার এই দোবের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোব ভাষার প্রসিদ্ধা। স্বার গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুনিতে গেলে, তাহার দোব গুণ হই বুনাইতে হয়। শুরু তাই নর, তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুনাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কিছিলেন, তাহাই বুনাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুনিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্ত কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুনিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্শণ মাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুনাইয়া কি হইবে ও ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া ভাহাকে বুনিব। কবিতা কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুনিব, কিন্ত বিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাক্ষা গেলেন, তাহাই বুনিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষাও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, এক জন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতার আসিরা, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে ? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভাগুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুষায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হৃইতে আসিল ? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার সাভাবিক নিয়ম বে, প্রতিভা ও স্ফুচি পরন্পার সথী—প্রতিভার অনুপামিনী স্ফুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন ? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের ফুচি বুঝাইলাম, কালের ফুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম বে পাত্রের ফুচির অভাবের কারণ, (১) পৃস্তক-দন্ত স্থশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র-সংসর্বের অভাব, (৩) সহধর্মিনী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্বের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেখে প্রভাকরের তেজোব্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যথন অগ্লীল তথন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অগ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির স্থায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অগ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলন্থ প্রতিবিধ্বের সাহায্যে প্রতিবিদ্বধারী সন্ত্রাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অগ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা ক্রচিকর নহে! মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া হুই কথায় সারিয়া ঘাইতে পারিতাম। অভিপ্রার বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা—পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

অপ্লিলতা বেমদ তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শক্ষাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শক্ষ্কটার, অনুপ্রাস যমকের ঘটার, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘ্রিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভ্রম থাকিয়া যায়, কবি ভাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবণ করিতেছে না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, তৃঃধ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অনুলিতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশর গুপ্তের পূর্বেই—কবিওয়ালার কবিভায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়া। দাশরথি রায়ে অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিড না ছিল এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দেবিরাজ্যে তাহ। প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে;পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির প্রেণীতে উঠিতে পান লাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পূটুতার ঈশর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জ্রিত করির অভাব জন্য বড় তৃঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই হুষ্য এমত কথা আমি বলি না। ইংরাজিতে ইহা বড় ক্দর্য্য ভানায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময় বড মধুর। কিছু বই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস ষমকের বাহুল্য বড় কপ্তকর। রাধিয়া চাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুস্দন-দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া স্থাঝিয়া, রাধিয়া চাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, তুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশর গুপ্তেরও এক একটা অনুপ্রাস বড় মিঠে—

#### বিবিজান চলে যান লবৈজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্ত ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা: সরহদ্দ নাই। একবার অনুপ্রাস ষমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অন্ধিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি। এই দোষ গুণের উদাহরণ স্বরূপ চুইটী গীত বোধেশ্বিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম;—

আমরা একটিমাত্র উঠাইয়া দিলাম।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেরে, বামা বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দক্তর জয়।
হের হে ভূপ কি অপরপ, অনুপ রপ, নাহি হরপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে,
তহন্ধার রবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, পগবে চলিছে,
কোপেতে জলিছে, দক্তর দলিছে, ছলিছে ভূবনময়॥ ২
কেরে, ললিত রসনা; বিকট দশনা,
করিয়ে ছোরণা, প্রকাশে বাসনা,
হরে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়॥০

ঈশর গুপ্ত অপূর্ব্ধ শব্দ কৌশলী বিলিয়া তাঁহার বেমন এই গুরুতর দোব জ্ঞািরাছে, তিনি অপূর্ব্ধ শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জনিয়াছে— যখন অমূপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালার, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় জার কৈছ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজ্ঞনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপু ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপু দেশী কথা—দেশীভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা দূল নাই।

উধর ওপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য জামরা বে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। বাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠ-কেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, বে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বাহাতে জ্বাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতাপ্রাপ্ত না হয় ভাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ব্রুপাক খাইতৈছি'। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজ্ঞান বহিতেছে—কত "য়উল্যুয়্র প্রাড্বিবাক্ মলিয়ুচ' গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর এক দিগে ইংরেজীর ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া ভূশিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, ষবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্লুদে লঞ্চের জালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাজী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষাণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক ভুল্যরপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার ক্বত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার বে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেই নাই! তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ধাকালের নদী"। "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচর পাইবেন।

স্থূল কথা তাঁর কবিতার অপেকা তিনি অনেক বঁড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। \* \* \* \* \* \*

(''তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায়' না থাক্ —বিদ্নম বাবু কবিতাসংগ্রহে তাঁহার যে জীবনী লিধিয়াছেন, তাহাতে আছে। স্থানাভাব বশতঃ ইচ্ছাসত্ত্বেও সে জীবনী 'হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না ; এখন পাঠক স্বয়ং কবিতাসংগ্রহে ড্বিয়া ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিলেই আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়।)

## ( বালিকার রচন।।)

## প্রীতি উপহার।

(ইংলও-প্রবাসী ভ্রাতার প্রতি।)

দীর্ঘ কাল তরে, হায়! শোক পারাবারে ভাসায়ে আত্মীয় জনে. कॅम्बिशा वसूत्रत्व, ইংলণ্ডে গিয়াছ, ভাই, প্রফুল্ল স্বস্তরে, জ্ঞানের অধুর্ব্ব জ্যোতি লভিবার তরে।

অতুল বিদ্যার আশ হৃদয়ে ধরিয়া ছাড়ি প্রিয় বন্ধুগণ, ত্যজি সুখ নিকেতন, স্নুদুর বিদেশে কাল করিবে যাপন, কেমনে রহিবে ছাড়ি আত্মীয় স্বজন ?

**क**नककननी **ज्य त्राकृ**ल अञ्चल ভাসিছেন তব তরে मना नग्रदनत नीदत्र, এক মাত্র পুত্র—তুমি জ্পন্নের ধন, কত চিস্তা করিছেন তোমার কারণ।

কত দিন যাবে চলি, কত বর্ষ পরে, বিদ্যার কিরীট শিরে পরিয়া গৌরবভরে कितिया व्याभित्त जारे, ऋत्मत्म यथन, নিরবিয়া জুড়াবেন ব্যথিত জীবন।

শৈশবস্থক্দ ভূমি স্নেহের আধার, হাস্যময়, মনোহর, জ্দয় বিমুগ্ধ-কর অতুল সেন্দির্যাভরা আনন্দ তোমার সদাই ভাসিছে, ভাই, নয়নে আমার!

আশীর্কাদ করি—ভুমি দীর্ঘজীবি হও! পূৰ্ণ ধেন হয় তব ক্দয়বাসনা সব! তোমার কীর্ত্তির ধ্বজা ভারত ভিতরে উড়ক-বাসনা এই-চিরদিন তরে! প্রীপ্রমীলা হন্দরী

# রাজনৈতিক আলোচনা [

## ব্রহ্ম রাজ্যে বিষম বিড়ম্বনা।

কতিই কেন ডাকাতি ডাকাতি করিয়া চীংকার কর না ব্রহ্মে কখনই সহজে শান্তি স্থাপিত করিতে সক্ষম হইবে না। ব্রহ্মের রাজা পরাজিত হইয়াছে মাত্র, ব্রহ্মবাসীরা এখন পর্যন্তও পরাজয় স্বীকার করে নাই—শীত্র করিবে এরপ সন্তাবনাও নাই। আমাদের মুখবন্ধ করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট বোমণা করিতেছেন যে বর্মা অধিকৃত হইয়াছে ও সমগ্র জাতি অধীনভা স্বীকার করিয়াছে, কেবল মাত্র কতকগুলা মন্দস্বভাব-বিশিষ্ট-লোক রাজ্যে শান্তি স্থাপনের ব্যাঘাত করিতেছে। ডাকাতেরা কোন্ কালে স্থাক্ষিত ২৫ হাজার সৈত্মকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা আমরা ইতিহাস পাঠে আজও পর্যন্ত অবগত হই নাই। কিজন্ম পুনরায় আরো ১৫ সহন্র সৈন্ম বর্মায় প্রেরিত হইতেছে ?

ডাক্রার হাটার পালি য়ামেণ্টে প্রস্তাব করেন যে বর্মায় একজন দেশীয় রাজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তাঁহার রক্ষক (Protectorate) স্থরূপ থাকিলে, রাজ্যে শান্তি বিস্তার হইবে; ভারতবাসীদিগকে বর্মা রাজ্য রক্ষার্থে ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না এবং স্বার্থপর ইংরাজ বণিক্ দিপেরও স্বার্থ সাধনা উত্তম রূপে স্থাসিদ্ধ হইতে পারিবে। "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এরূপ ক্রায় প্রস্তাব পালি য়ামেণ্টে অনুমোদিত হইল না। দেশীয় সংবাদ পত্রসম্পাদকগণও ডাক্রার হণ্টারের প্রস্তাব বহু পূর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই।

## লর্ড র্যাওল্ফ্ চচ্চ হিলের চাতুরী।

এবারে পার্লি য়ামেন্ট মহাসভার প্রথম অধিবেশনে মহারাণীর (Speech) খোষণা পত্রে আয়ল ও সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা ছিল না। মহামতি য়াড্টোন খোষণা পত্র সম্বন্ধে তুই একটী কথা বলিয়াই বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে ইংলগু ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। এই ম্বোগ পাইয়া লর্ড রাাওল ফ্ মহারাণীর এক খানি অতিরিক্তষোষণাপত্র ছারা আয়ল ও সম্বন্ধে কতক মতামত প্রকাশ করিয়া বড়ই বাহাত্রি লইয়াছিলেন, এ দিকে র্দ্ধ য়াড্টোন ইহা শুনিয়াই পুনরায় ইংলগু প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এরপ অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার এক প্রকার বিলাতি জুয়াচ্রি এবং গ্রায়বিক্ত্রন। তবে লর্ড রাাওল ফের নিকট নাায় প্রত্যাশা করা কেবল ত্রাশা মাত্র। এইরপ অসদ্যবহারে পীড়িত হইয়া পার্ণেল-দল ঘোর মংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। মহাসভার কোন কার্য্যই হুচাক্তরূপে সম্পন্ন ইইতেছে না। কেবল মাত্র বক্তৃতার ছড়াছড়ি ও নিলাবীদ চলিতেছে। আইরিষদিগের ন্যায় প্রার্থনা মঞ্কুর না হইলে তাহারা কথনই কোন কার্য্য স্ক্রাক্ত্রণে সম্পন্ন করিতে

দিবে না। নিজদলভু ক্তদিগকে বিশেষ সন্তষ্ট করিবার জন্ম পার্ণেল নাকি রোমানক্যাথলিক মতাবলম্বী হইবেন এরূপ শুনা বাইতেছে।

## বল গেরিয়ার রাজা আলেকজাতার।

প্রিন্স, আনেকজাণ্ডার হঠাৎ নি**ল প্রজা ও মন্ত্রীবর্গ কর্তৃক সিংহাসনচ্যু**ত ও দেশবহিষ্কৃত হইলেন। সভ্যজগং এরপ সংবাদে আন্তর্ব্যান্তিও ও তান্তিত, বে রাজা সারতিরার যুদ্ধে ভয়ানক বিক্রম, সাহস ও বীরুত্বের পরিচর দিয়াছেন—বে রাজা প্রজাবর্গ কর্তৃক পিতৃত্ল্য আদ্বিত ও স্থানিত হইতেম, সেই রাজা হঠাৎ কেন এরপ অবমানিত হইয়া সিংহাসনচ্যত হইলেন ? **তনা গেল ফুলিয়ার দতের মন্ত্রণায় এরপ ঘটিয়াছিল**। বিদ্রোহী-গণ রাজাকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া, জামু পাতিরা ক্লব দূতের নিকট অধীনতা স্বীকার ও ক্ষ বাদসাহের সাহাধ্য ভিক্লায় কুঠিত হয় নাই। দুই দিন পরেই সৈন্য ও প্রজাবর্গ বিদ্রোহী মন্ত্রিবর্গকে কারাপারে নিক্ষিপ্ত করিয়া আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসন অধিকার করিতে নিমন্ত্রিত করার, তিনি স্বদেশে ফিরিরা আইসেন, কিন্তু রুষ ও জন্মানির আজ্ঞার পুনরায় রাজ্য ত্যাপ করিয়াছেন। বলবেরিয়ানগণ ফলের অভিসন্ধি বুনিতে পারিয়া স্বাধীনতা লোপভয়ে তুর্কির স্থলতানের সাহাব্য বাচিঞা করিয়াছে। বোৰ হয় এই वन रातिया नरेया रेजेरवारम अकी सानरमान वाधिराज भारत, देशनक चारनकवाकारतत পক্ষে ছিলেন, কিন্তু বেগতিক দেবিয়া এখন মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

#### মোরভি রাজ্যে ভীষণ অত্যাচার।

বোম্বে বিভাগে কাটিওয়ার অধীনে মোরভি রাজ্য স্থাপিত। এখানে লেফ্টেনেন্ট সলমন (Salmon) কাটিওয়ার এজেনির তরক হইতে বিচারক'নিযুক্ত আছেন। কোন মোকর্দামায় তিনি বিরক্ত হইয়া বারিষ্ঠার ওয়াডিয়াকে চুপ্ করিতে বলেন ও কান্ত না হইলে বহিষ্ত করিয়া দিবেন ভয় দেখান। ওয়াডিয়া বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করেন। তংপরে জাডিজা ভাওসিংজি মোদিকে ডাকিরা, সলমন ওরাডিরার স্থলে অন্য উকীল করিতে বলেন, ভাওসিংজি ইহাতে সম্মত না হওয়ায়, সাহেব কদর্য্য গালি বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাওসিংজি বলিলেন যে তিনি রাজপুত, তাঁহাকে এরপ গালি দেওরা উচিত নহে। ইহাতে সাহেবের ক্রোধ সহত্র গুণ বর্দ্ধিত হয়, ঘুসি ও লাখি চালাইয়া পলা টিপ দিয়া ভাওসিং ও তাহার ভাতাকে কাছারি হইতে দূর করিয়া দেন। ভাওসিং**ভি** কাটিওয়ারের পলিটিক্যাল এব্রেন্সির নিকট সলমনের বিক্লক্ষে অভিবোপ করিয়াছে। বিচারালয়ে কি ভীষণ অ্ত্যাচার !! সলমন ইংরাজ নামের কলক। দেশীয় রাজারা এ ভয়ানক সংবাদ পাইয়া কিরূপ **স্থাহর থাকিবেব বলিতে পারি** না। আমরা লর্ড ডফরিন্তে স্থায়বিচার করিতে অসুরোধ করি। ইংরাজ বলিয়া সলমন বেন নিষ্কৃতি না পান।

## অম্বালায় ভীষণ অভ্যাচার।

মুসলমানদিগের ইদ পর্ব্বের সময় এ বংসরেও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং পঞ্চাবের স্থানে ছানে হিন্দু মুসলমান দিলের মধ্যে বারে বিবাদ হইয়া শিরাছে। মুসলমানেরাই এই বিবাদের মূল কর্ত্তা। নিজের ধর্মের অসুরোবেই বে ডাহারা এই বিবাদ বাধাইতে বাধ্য হইয়াছে এমনও নহে, হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করার উদ্দেশে হিন্দু পল্লী মধ্যে গোহত্যা করিয়াই তাহারা এই বিবাদের স্ত্রপাত করে। ইংরাজ গভর্গমেণ্টের স্থাসনে কোথায় এরপ গোলখার নিমারিত হইবে—না গভর্গমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারীর দোবে স্থানে এরপ গোলখার বংসর বংসর বরঞ্চ রুদ্ধি পাইতেছে।

বে জেলার বৃদ্ধিমান বিবেচক এবং সাহসী ম্যাজিন্টেট থাকেন, সেধানে মুসলমানের। এরপ করিতে প্রারে না. নহিলে সুষোগ পাইলেই ্এ সমর মুমলমানের। হিল্দিগের উপর অত্যাচার করে। এই অত্যাচার হইতে আত্ম রক্ষা, ধর্ম রক্ষার জন্য বল প্রকাশ করিলে কিন্তা ভাষ্য উপায় অবলম্বনে ইহার প্রতিকার করিতে বত্বান হইলে অনেক সমর হিল্পা উক্ত রাজকর্ম্মচারীদের ক্রোধের ভাজন হইয়া বিপদগ্রস্ত হন।

এইরপ পোল উপলক্ষে মধ্যে অশ্বালায় একটা বড় অরাজক কাণ্ড ঘটিয়া নিয়াছে।
অশ্বালার মুসলমানেরা পোহত্যা করিয়া কাঁচা পোমাংস হিল্পের ছারে ছারেলইয়াবেড়াইতে
আরম্ভ করে। হিল্পা ত্রস্ত আকুল হইয়াউঠে; সমস্ত হিল্পোকানদারদের দোকান বন্ধ হইয়া
য়য়। শেবে এই অত্যাচার নিবারপের উপায় ছির করিতে তাহারা এক দেব মলিরে একটা
সভা আহ্বান করে। কথা নাই বার্তা নাই হঠাং ঐ খানের পুলিস হ্পারিণ্টেণ্ডেট এবং
ডেপ্টি কমিসনার (পঞ্চাবে ম্যাজিস্টেটকে ডেপ্টি ক্মিসনার বলে) এই সভায় উপন্থিত
হইয়া দোহাতি বেত মারিতে আরম্ভ করেন। অনেকে পলাইয়া য়য়, তাহাদের মধ্যে
৬০।৬৪ জনকে ডেপ্টি কমিসনার বলী করিয়া হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া দেন। পরে
১৪ জন ছাড়া তাহাদের আর সকলেই রেহাই পায়।

বেই ভক্ষক—সেই রক্ষক, বিনি উহাদের বন্দী করিয়াছিলেন,—তাঁহার কাছেই আবার তাহাদের বিচার; বন্দীরা তাহাতে আপত্তি করিয়া লাহেশ্বে প্রধান আদালতে দর্থান্ত করে, সেই অনুসারে প্রধান আদালত তার-বোগে ডেপ্টি কমিসনারকে মকন্দামা ইণিদ রাখিতে তুকুম দেন ও ইহার কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠান। প্রধান আদালতের একজন ইংরাজ বারিষ্টার এ সংবাদ আসামীদের উকীল ম্বলীধরকে ( বিনি গত বম্বে জাতীয় মহাসভায় অম্বালার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হিলেন) টেলিগ্রাম করেন।

প্রধান আদালতের এই ত্তুম পত্তে আসামীর নামের এক অংশ একটু ভূল হয়; এই জচিলায় ডেপ্টি কমিসনার এই মকর্দামা সম্বন্ধে কোন ত্তুম পান নাই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আসামীদিগকে এমন এক দণ্ড দিয়া দিলেন যে সে দণ্ডের আর অপ্লীল নাই, অথচমুর্লীধর

সেই দণ্ডের ছকুমের একটি নকল প্রার্থনা করায় বলিলেন যে প্রধান আলালতের ছকুষ মতে এই মকর্দমার সমস্ত কাগজ সেখানে গিয়াছে, ত্তুমের নকল তাঁহার আপিসে পাওয়া যাইবে না!

এইরপে সম্রান্ত ব্যক্তিদিগের উপর অক্সায় অত্যাচার করিয়া ও প্রধান আদালতের হুকুম লজ্মন করিয়াই যে ডেপুটি কমিমনার ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, ইহার পরে তিনি আব্যে একটি অতি স্থবিচারের কার্য্য করিয়াছেম। আসামীদের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার সময় বক্ত তার মধ্যে একদিন পূর্ব্বে তাহাদের উকীল মুরলীধর বলেন যে—কোন অন্যায় আচরণ করিবার অভিপ্রায়ে আসামীরা যে সভা আহ্বান করে নাই তাহা তিনি বেশ জানেন। কারণ সভার মধ্যে তাঁহার নিজের করেক জন মকেল ছিল—ভাহারা কি করিলে ভাল হয় তাঁহার নিকট পরামর্শ লইবার জন্ত ঐ সভায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠায়, তিনি ঐ সভায় গিয়া—গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত—এইরূপ পরামুর্ণ দিয়া চলিয়া আসেন। যেদিন মুরলীধর তেপুটি কমিসনারকে এই কথা বলিয়াছিলেন, সে দিন তিনি কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই, তাহার কয়েক দিন পরে আবার যথন মুরলীধর এই মোক-ৰ্দামার ওকালতী করিতে আদালত উপস্থিত হইয়াছেন তখন সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম করিয়া বলিলেন, "সেই সভায় তুমি যে উপদ্তি ছিলে ইহাতুমি নিজেই শীকার করিয়াছ স্থতরাং ভূমিও দোষী,—ভূমিও বন্দী হইলে—" অবশ্য অন্য লোক তৎক্ষণাৎ জামিন দিয়া তাহাকে থালাস করিয়া লইল। যাই হউক ঠিক এতদুর অরাজকতা আর কথনো দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ !!! এখন লাহোরের প্রধান আদা-লত ও সেখানকার লেপ্টেনেণ্টগ্নভর্ণর ইহার কি বিচার করেন দেখা যাক্।

## একটি অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি ভীষণ পাশবিক অত্যাচার।

হিন্দু-স্ত্রীগণ সতীত্বত্নকে যে কিপ্রকার মূল্যমান মনে করে তাহা এই মটনা দ্বারা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। আজ কাল বেখানে সেখানে দেশীয় দিগের প্রতি অত্যাচার इटेट्टि । जामात्म हा वांगात्मत ७ कान कथारे नारे । दिन गाफिटि खीलाकि मिर्लित নিস্তার নাই। গত ৩০ আগষ্ট ১১ নম্বরের গোয়ালন্দ ট্রেনে(No. 11, Goalund up Truin) তিনটি হিন্দু মহিলা ভ্রমণ করিতেছিলেন। ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিলে গার্ড শ্বিলার (Snillar) স্ত্রীলোক দিগের গাড়ি বদল করিয়া আপনার (Van) গাড়ীর নিকটের কামদায় আনিয়া পথে মধ্যে মধ্যে স্ত্রীণোকদিগের প্রতি নানা প্রকার কুংসিং অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকগণ গাড়ির খড়খড়ি উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। হুরু তি গার্ড যখন দেখিল মহিলাগণ তাহার প্রতি জ্রুকেপ করিতেছে না, তখন আপন কামরা হইতে স্ত্রীলোকদিগের কামরায় আসিয়া রোহিনী নামী ২৫ বয়স্কা বিধবার প্রতি

অত্যাচার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সতীত্বক্লার্থ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রোহিনী গাড়ির জানালা দিয়া নীচে পড়িয়া গেল। পোড়াদহ ষ্টেসনে গাড়ি পঁছছিলে, দেশীয় গার্ড ইেসনমান্তারকে সংবাদ দিল যে একটা জ্বীলোক গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। স্থিলার সে কথা কিছুই বলে নাই। রোহিনী পড়িয়া মৃচ্ছিতা হইয়াছিল, পোড়াদহ হইতে লোক গিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে।

দেশীয় সংবাদপত্রগণ এ বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন করায় রেল বিভাগের পূলিস সিলারের নামে অভিযোগ মকদামা আনিয়াছে। মকদমা প্রথমে কুষ্টিয়ায় উঠিয়াছিল—
কিন্তু সেখানকার বিচারপতি দেশীয় লোক বলিয়া স্থিলার ভাহাতে আপত্তি করায় মকদামা কৃষ্ণনগরে গিয়াছে। গার্ডের প্রেফ ইয়োরোপীয় উকীল, ব্যারিষ্টার আছে, আর পূলিসের গক্ষে বাঙ্গালা হুই একজন উকীল আছেন। মকদামা। কিরপ বিচার হয় আমরা জানিতে উৎস্ক আছি।

## কুলির প্রতি অত্যাচার।

কুলি অত্যাচার কাহিনী আর কত বলিব। অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে সহস্র সহস্র ভীষণ অত্যাচার আসাম, চা বাগানে প্রত্যহই হইয়া থাকে। শিবসাগরের এক চা বাগানের কালী কুলি, আসিষ্টাও কমিসনেরর নিকট অভিযোগ করে যে উক্ত বাগানের সর্দার মেট কালীর সন্থান শিবচরণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে জবরদন্তি করিয়া এগ্রিমেট লেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্থবিচারক সমন মঞ্জুর না করিয়া চা-বাগানের সাহেবকে পত্র লেখেন যে ঘটনা সত্য কি না ? চা-কর সাহেব সত্য ঘটনা পোপন করাতে এক তরকা মকর্দমা ভিদ্ মিদু হইল !!

কালী তৎপরে আপনার ছয় মাসের মাহিয়ানা বাবদে নালিস রুজু করিল। সাহেব কালীর বেতন দেন নাই ইহার কারণ এই য়ে, কালী তাহার পুত্র শিবচরণকে এগ্রিমেণ্ট দিতে দেয় নাই। কালীর এ মকর্দামাও ডিস্মিস্ হইল। হায়! এরূপ স্থবিচার ইংরাজ রাজত্বে আর কত দিন চলিবে ?

গরিব কুলিরা ষেরূপ অতাাচার সহ্য করিতেছে বোধ করি সভ্য জগতে ইহার অনুরূপ্ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ক্রীত-দাসদিগের প্রতিও এরূপ অত্যাচার হইত না। ইংরাজ গবর্ণমেট কি এ অবিচার কলক মৃচাইবার যত্ন করিবেন না ?

## প্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ।

বোষজা মহাশয় শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কেন যে তিনি হুই বার নির্কাচিত হুইতে পারেন নাই এক ধানি পত্রে তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইংরাজেরা স্বাধীনতাপ্রিয় এবং তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে অত্যাচার

হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ বছবান। "লকায় বে আসে সেই রাক্ষস হয়।" ভারতে পদার্পণ মাত্রই কি ইংরাজ হ্নীতি পূর্ণ ও স্বার্থ পর হইয়া বায় ? ইহার কি কোন ঔষধ আবিদ্ধিত হইবে না! সে বাহা হউক লালম্যেহন বোৰ প্নরায় নির্বাচিত হইবেন এরপ আশা করেন। তিনি পালি য়ামেশ্টে বাইলে আমাদের কতকটা বে উপকার হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি দাদা ভাই নওরোজি ও লালমোহন খোব চুই জনেই হাউদ্ অব্ কমন্সের সভ্য নির্বাচিত হইরা সেধানকার সভ্যদিগকে ভারতে हेश्ताक व्यञ्जाहात काश्नि स्था विश्व ब्यापन क्राहेर प्रतिष्ठ थाकिरवन।

শ্ৰীব্ৰজেন্ত্ৰৰাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজার বন্ধের তাড়াতাড়িতে এই চুই-সংব্যক "ভারতীতে" চুই চারিটা মূজান্ধণের ভূল রহিয়া গিয়াছে। আশা এই, "ভারতীর" গ্রাছকগ্রাহিকাগণ তজ্জ্ঞ ক্ষমা করিবেন।

#### বিজ্ঞাপন।

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

বে সকল গ্রাহক মহাশহ্রপ এখন পর্যান্ত তাঁহাদিগের দের ভারতীর বাকী মূল্য এবং वर्जमान वरमत्त्रत्र अधिम मृत्रा भागान नारे, छारामित्रत्र निक्षे मासूनम् नित्वमन (व ভাঁহারা বেন এই সংখ্যা প্রাপ্ত ইইরাই স্ব স্থ দের মূল্য প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করেন। বারস্বার পত্র লিধিয়া বিরক্ত করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই।

ভারতী ও বালক কার্য্যাধ্যক।

## বিশেষ স্থবিধা।

গত নম্ন বৎসরের পুরাতন ভারতী বিক্রেরার্থ, আমার নিকট আছে ! ইহার মধ্যে ৩ বৎসরেরর কোন কোন সংখ্যা ভারতী ব্যতীত অন্য সমস্ত খণ্ডই সম্পূর্ণ আছে। সমস্ত श्विन এकद्व नहेल पूर्व भूनंत्र २१ होकात ऋल ३० होकात्र दम्खत्रा शहेता ।

প্রথম খণ্ড বালকও স্থলভ মূল্যে বিক্রেরার্থ আমার নিকট পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ৩ মাসের বালক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট সমস্তই আছে।

স্থি স্মিতি প্রকাশ হইয়া বিনা মূলো বিতরিত হইতেছে। তবে মাঁহারা লোক না পাঠাইয়া ডাকে চাহিয়া পাঠাইবেন—ভাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আধ আনা মূল্যের একধানি ডাকের টিকিট পাঠাইবেন।

> শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়। कानिया वात्रान-वात्रानवाठी, छेन्होडिकि, कनिकाछ।

## হ্যারও এও কোম্পানি

#### সকল প্রকার বাদ্য যন্ত্রের আমদানি কারক



উन্নতি সাধিত হারমনি ফু ট্স্

#### नशुप मृला।

0	चक्रांडिज,	. 5	ষ্টপ যুক্ত	বাক্স মধ্যে	8• होका।
o	<b>A</b>		<b>3</b>	<b>্র (উ</b> ৎ:	क्षे) ८० ् छ ।
•	ক্র	•	ষ্টপ		१६ 🔄 ।
0	ক্র	>	ष्ट्रेश	<b>@</b>	३०, छ।
Oli	ক্র	, <b>o</b>	हेश	<b>A</b>	18 /36

## न्जन शांत्र क्यू हे म।

বাঙ্গালা এবং হিন্দুম্বানী গত বাজাইবার বিশেষ উপযোগী।

আমাদিগের মূল্যের তালিকা দেখিলেই ইহার দাম ও অস্থান্থ সমস্ত জানা বাইবে। মূল্যের তালিকা পত্র লিখিলেই বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত হইবেন।

স্থলভ ভায়োলিন (বেহালা), হুলভ ভায়োলিন (বেহালা)।

ভায়োলিন বেহালা	(বাকু	(বান্ধ ও ছড়ি ব্যতীত)			প্রতিটা		< । विकास ।	
<b>3</b>	(ছবি	সহিত বি	কন্ত বা <b>ন্ধ</b> ব্যতী	ত)	ঐ	301	3	
ক্র	(	<b>(3)</b>	3	) উৎক	के हा	20,	ক্র	
ক্র	(	ক্র	<b>D</b>	) ঐ	3	90,	<b>(2)</b>	
<b>3</b>	(	3	বাক্স সহিত	)	3	80,	3	
ক্র	(	ক্র	<b>3</b>	)	ঐ	40	B	
	স্থলভ কর্ণেট—স্থলভ কর্ণেট।      •							

#### • नगम मूला।

র্এই স্থনির্ম্মিত, সর্ব্বিত্র প্রশংসিত, আদর্শ সরপ যন্ত্র বান্ধ সহিত ... ৪৫ টাকা। সোপ্রানো কর্ণেট (in E 6) বান্ধ সহিত ... ৪৫ টাকা। হারমোনিয়ম ... ... ৭৫ টাকা হইতে

হ্যারণ্ড এণ্ড কোম্পানি। ৩ নং ডেলহোসী ক্যার, কলিকাতা।

#### 'বিজ্ঞাপন া

বঙ্কিম বাবুঁ কৃত এীমন্তগবদগীতার ব্যাখা।

এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইবে, ইতি পূর্ব্বে সম্বাদ পত্তের দ্বারা ইহা রাষ্ট্র হইয়াছে।
সাধারণকে অবগত করা ঘাইতেছে, যে উহা এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইয়া
গত প্রাবণ মাস হইতে প্রচারেই প্রকাশিত হইতেছে।

মূল সংস্কৃত, তাহার একটি নৃতন অনুবাদ, এবং তংপরে বাহালা টাকা। গীতোক ধর্ম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জ্বায়ক্তম করাই এই ব্যাখ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। আর গীতাকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দু ধর্মের স্থুল তত্ততলির বিস্তারিত সমালোচনাও বন্ধিম বাবুর অভিপ্রায়ণ

# কুষ্ঠরোগের অমোঘ ঔষধ। মাহেশ্বরী তৈব।

এই তৈল অবংগতিক-মতে সামান্য উত্তিদ হইতে প্রস্তুত, এই একমাত্র তৈলের মোহিনী শক্তি প্রভাবে সর্ক্রবিধ কুষ্ঠ, ক্ষত, উপদংশ, (গরমি) দূষিত বা, নালীবা, ভগদর পৃষ্ঠাবাত, বিধাচ, ফোড়া, পাচড়া, ধবল, দক্ষে প্রভৃতি, অরকাল মধ্যেই আরোগ্য হয়। বাত, বাতরক্ত প্রভৃতিও আরোগ্য হয়। ব্যবস্থাপত্র ও অভিনদ্দন পত্র তৈল সহ পাঠান বায়। মূল্য প্রতি শিশি ২ টাকা, প্যাকিং। মাত্র। আমার নিকটে পাওয়া বায়।

জীমধুস্থদন চতুধুরীণ বি, এ, হেড মান্তার, সেরাজগঞ্চ।

# মূল্য প্রাপ্ত।

কম্বলিটোলা<u></u> বাবু রাজেন্দ্রলাল শেঠ বিডল খ্রীট ৩ ডি, খোষ এস্কয়ার বাবু দারকানাথ চটোঃ ছোট আদালত ভোলানাথ ধর রূপচাঁদ রায়ের দ্বীট ৩ 10 ক্ষেত্ৰনাথ সেনগুপ্ত কর্ণপ্তয়ালিস খ্রীট ১১ ঈশ্বরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী 21 বিপিনবিহারী মিত্র স্থামবাজার कानकीनाथ हरोाः ক্লাইভ খ্ৰীট ٤, ব্ৰজ্বাল চক্ৰবৰ্ত্তী জে: পোষ্ট আফিস ৸৽ হরচন্দ্র মজুমদার আজমীর 0000 " इदिनाम नील চণ্ডীচরণ মিত্র বাশওয়াডা 0000 চাপাতলা वर्गानाम कोधुती দিনাজপুর 0000 এম, গুপ্ত এস্করার মেছবাজার দ্রীট 21 উমাকিশোর রায় বরিশাল 0000 বাবু লালটাদ মিত্র মৃজাপুর 9 বিশেশর কারফরমা .000 ভাগলপুর 000 क्मेन्डम (प्र সীতাপুর রাজেল্রকুমার বস্থ আহিরিটোলা নেপালচন্দ্র চট্টোঃ উলিপুর 21 0 চৌরঙ্গী 9 জ্ঞানেশ্ৰনাথ চক্ৰবতী বেরিলী হেমচন্দ্র গোসামী ¢\ ভগবতীচরণ দত্ত বালাঘাট . 0 000 (मरवन्यरमव माम জানবাজার जिल्लाकानाथ हक्कवर्खी हाः साः वाकिन् ঐমতী কাদম্বিনী মোষ ভবানীপুর 9 कौरतामवाजिनी माजी মৃজাপুর 21 রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাহোর বাবু ভগবতীচরণ মিত্র ব্রজেক্রক্মার মুখোঃ ক্যানিং খ্রীট 8 দানাপুর 31 বিহারীলাল মিত্র স্থামবাজার 8 বিষ্ণুচরণ মিত্র মিসনুরো 0

## বিজাপুর।

#### দিতীয় ভাগ।

#### ইতিহাস।

বিজাপুর রাজ্য সংস্থাপ এ মুসক আদিল সা ভুরক স্থলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। রুসফ আদিল সা ) ১৪৪৩ অবে তাঁহার জন্ম। স্থলতান রাজবংশে একটা মাত্র পুত্র ১৪৮৯ —১৫১০ সম্ভান জীবিত রাধিয়া অবশির গুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথাসুসারে স্থলতান মহম্মদ সিংহাসনার্ক্ত হইবামাত্র তাঁহার অবশিপ্ত ভাতগণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন—যুসফ ভাহাদের মধ্যে এক জন। যুদকের মাতা সম্ভানের প্রাণরকার অনেক চেটা দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হততে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্ধীন নামক জনৈক পারক্ত বৃণিক কনস্তান্তানিয়ার বাস করিতেন; তাঁহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থানে অপর একটা বালককে সাজাইয়া দিয়া যুসফকে বণিকের হল্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাঁহার জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়া যুসফকে পারস্য দেশে লইয়া যান ও ডাঁহার বিদ্যাধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেধানেও তাঁহার জীবন-রহস্য প্রকাশিত হইয়া ভাহাকে বোর বিপদার্থবে মগ্ন করে। অবশেবে অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর যুসফের স্থপ হয় যে ভারতবর্ষ প্রয়ানেই ভাঁহার কল্যাণ, সেই স্থপানুসারে ১৭৬১এ তিনি পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে (রম্বনিরি) উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাহার বয়ঞ্জেম ১৭ বংসর —রূপবান বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন। জনৈক পারস্য বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাতোল হইতে বাহ্মন-রাজধানী বিদুরে গমন করেন। তথার রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়াসের অমুগ্রহে দৈনিক পদে নিৰুক্ত হয়েন, সত্ত্ব তাঁহার পদোল্লতি হইল। বিদূর হইতে বল্রাড়ে গিল্পা তিনি ১৫০০ অবের অবপতি ও আদিল খাঁ আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহম্মদ গওয়াস ভাঁহাকে দৌলভাবাদের প্রবর্গর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বহুমনী রা<mark>জান্</mark>ব ষ্বানে ভাঁছার কর্ম্ম হয়। ১৪৮৯এ ডিনি ষ্বধীনতা-বসন পরিত্যাগ পূর্কক রাজপদবী গ্রহণ ও বিজ্ঞাপুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮এ দক্ষিণ স্থলতানেরা বাহমনী রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়া ও তৎসমীপবতী প্রদেশ বুসফের ভাগ্যে **আইসে। বধন ভাজে ডি** গামা ভারতবর্ষের •ন্**উন পথ আবি**কার পূর্বক কর্ণাটক তীরে আবিভূতি হন, তখন রুসফ বিজাপুরের অধীবর, পোর্জুগীসদের সঙ্গে গোওয়া লইবা ভাঁহার **অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০১**এ পোর্জুনীস রাজগুতিনিধি আলবুকর্ক বিজাপুর বিপক্ষে <sup>বিজয়নগরের রাজার সহিভ সন্ধি বন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকর্কের হত্তে বিজাপুর</sup> <sup>সৈন্যের</sup> পরাভ**ৰ হই**য়া পোওয়ায় পোর্ত্তনীস আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

বিজাপুরে চুই শত বংসরের মধ্যে নয় জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু ওাঁছারা নির্কিলে রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। সেকাল'মুখনান্তিভোগের কালই নহে—যোর উপত্রব—ভূমুল বিপ্লব—গভীর অশান্তির মধ্যে তাঁহার রাজ্য কারবার। হয় বৈরনির্ঘা-তনের চেষ্টা নয় শত্রু হইতে আত্মরকার উপায় চিন্তন। সিয়া ও সুনী মুসলমানের যুদ্ধ-প্রতিবাসী সুলতানের সহিত যুদ্ধ-বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ধ-মোগলদের সহিত যুদ্ধ-এই সকল যুদ্ধ বিগ্রাহের মধ্যে বিজ্ঞাপুর রাজারা কখন বে রাজ্যশাসন– রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাইতেন তাহা ভাবিয়া ওঠা योग्र ना।

মুসক আদিল স। পারস্যে বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া সিয়া ধর্মে অকুরক্ত হইয়া-সিয়া ও স্থামী

 ছিলেন। স্থায় রাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারটা নিভান্ত সহজ নয়। ভাঁছার সেনাদের মধ্যে তুর্ক প্রভৃতি অনেকে সুত্রী মুসলমান ছিল, আর প্রতিবাসী স্থলতানেরাও এই নতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই সূত্রে বে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর,গোলকণ্ডা, বিদুরের স্থলতানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মসুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে পর যুসফ অনেক কঙ্কে এই ষড়চক্র ভেদ করিয়া পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে ডিনি তেমন গোঁড়া সিয়া ছিলেন না-জরাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুলীদের ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ নিষেধ করিলেন। ধর্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত ছিল, তিনি বলিতেন " বেমন স্বর্ণের নানা নিকেডন ভেমনি ইস্লামের নানা সম্প্রদায় ;'' হিন্দুদের উপর ভাঁহার বিশেষ মমতা ছিল. তিনি একজন মহারাষ্ট্রী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দুজাতির সহিত সহানু-ভুতির পরিচয় দিলেন :

মহারাষ্ট্রী মহিনীর ঔরষে তাঁহার এক পুত্র জন্মে—নাম ইন্দায়ল। রুসফের মৃত্যুর পর ইশ্বায়ল আদিল সা / ইম্বায়ল আদিল সা সিংহাসনে অধিরত হরেন, রাজ্যাভিবেক ১৫১০—১৫৩৪ ) কালে তিনি অন্তবয়ন্ত বালক ছিলেন; তিনি সিয়া, তাঁহায় মন্ত্রী কমাল থাঁ। স্থনী, রাজা মন্ত্রীর মধ্যে বিষম গোলষোগ উপস্থিত, মন্ত্রীর মতলব স্বরং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুনীধর্ম প্রত্যানয়ন করেন।

वालक चूलाञान ও छाँशात्र मांछा कमाल थे। कर्जुक श्रामार विकीक्ष रहेरलन। মনী স্বয়ং বল পূর্বকে রাজ্য লাভের অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণংকারেরঃ গণিয়া বলিক এখনো সময় হয় নাই, তাই তিনি নিজগৃতে ভভলগ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন ।

রাজ্ঞী তাঁহার পুত্রের সমূহ শঙ্কট উপস্থিত দেশিয়া একজন বিশাসী তুর্ককে কমালর্থী বংধ নিযুক্ত করিলেন, তুর্ক মক্কা যাত্রার ভান করিয়া মন্ত্রীর সন্থিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। मली जागांदक मानदत अलार्थना करतन, मन्नीवत स्थान जुटर्तत होएं भान निरंख शंख বাড়াইলেম, স্বমনি সে ভড়িতের তার হরিতে লুফাইত খড়া বাহির করিয়া মন্ত্রীর

বুকে বসাইয়া দিল, মন্ত্রীর অনুচরেরা সেই দণ্ডে ভুর্ককে কাটিয়া ফেলিল, মন্ত্রী ও ভাঁহার হস্তা হন্তনেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইলেন।

মারীর মাতা ফ্লতানা সদৃশী সাহসিকা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র হারাইয়া আপন পৌত্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মনস্থ করিলেন। পৌত্রের নাম সক্ষর বাঁ। প্রচার করিয়া দিলেন বে তাঁহার পুত্র কমাল বাঁ। মরেন নাই, আহত হইয়া-ছেন মাত্র। মৃতদেহ বসন ভূষণে সাজাইয়া বারান্দায় পালকের উপর বসাইয়া রাখিলেন ফেন লোকদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে রাঁতিমত বসিয়া আছেন। এদিকে সক্ষর বাঁ একদল সৈত্য লইয়া স্বাতানের প্রাসাদ আক্রেমণ করিতে চলিলেন।

রাজ্ঞীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দিলসদ নামক রম্পী তার স্থী, এই চুই রম্পী যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ঘরে লোকজন বড় বেলী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে একদল সিয়া পক্ষপাতী সেনা প্রবেশ লাভে তাহাদের বলর্দ্ধি হইল। সফদর খাঁ বেমন তাহার প্রনীদের লইয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন অমনি উপর হইতে ভাহাদের উপর গোলাগুলি প্রস্তুর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সিয়া প্রনীদের ঘোরতর সংগ্রাম অনেকে হত ও হাহত হইয়া পড়িল, পরিশেষে সফদর খাঁ ঘার ভেদ করিয়া অস্পনে প্রবেশ করিলেন এই সমরে এক বাণে তাহার নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরুক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই প্রাচীরের উপর বালক স্থলভান উপরিষ্ট। শক্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইন্মায়ল এক বৃহৎ প্রস্তুর খণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন ভাহা সক্ষর খাঁর উপর পড়িয়া তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। এই বিজ্ঞাহ নিবারণের পর ইন্মায়ল নির্ক্তিয়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইয়ায়লের রাজত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। মুসলমান স্থলতানদের সহিত তাহার যে সকল যুদ্ধ হয় তাহা এছলে বর্ণন করা অনাবশ্যক। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্কনাজা তাহার স্থানার্থে বিজ্ঞাপুরে দৃত প্রেরণ কবেন।

ইত্রাহিম স্থনী ছিলেন। স্থনীদের মানবর্ত্তন, সিয়াদের নির্বাতন ও অপদন্থ করা ভাঁছার

ইত্রাহিম
কাজ ; এমন কি অনেক সিয়া মুসলমান তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া
১৫৩৪—১৫৫৭
বিজয় নগর রাজার অধীনতা স্থীকার করে। ১৫৫৭ এ ভাঁছার
নৃত্য হয়। অভিভাচারই ভাঁছার মৃত্যুর কারণ। ভাঁছার করাগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া
অনেক রাজ্যিকিং সংক্রে কুওজেন্দন ও হৃত্তীপদ সর্কনে প্রাণদ্ভ বিধান হয়।

ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্ব কালে বিজয় নগরে খোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়। ) চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রিংশং বংসর পরে হকা ও বুকা চুই ভাই

) শৃক্ষিরি মঠাধিপতির সাহাব্যে দাঞ্চিণাত্যে বিজয় নগর পত্তন करबन । ১००৫ এ एका एतिएव तात्र नाटम विकासनगरतव ताका एटेया मुक्छे धावन करतन । ঐ সময় আবার হসন গাস্থ নামক জনৈক পাঠান আলা উদ্দীন নাম ধারণ পূর্বাক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের স্ত্রপাত করেন। হমন গাস্থূ একজন ব্রাহ্মণ গণকঠাকুরের উপকার ঝণে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে ভিনি "বামন " পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশ "বাহমণী'' নামে বিখ্যাত। বিজয় নগর ও বাহমণী ফুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। বিজ্ঞাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া গাড়াইলে মেও বিজয়-নগরের বিষম প্রতিদ্বনী হইয়া উঠিল। ইত্রাহিম বাদসাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা। তিমা নামে ভাহার মন্ত্রী ছিল। দেবরারের মৃত্যুকালে ভাহার কোন প্রোচ্বরম্ব পুত্র ছিল না। তিত্রা একজন বালক-রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবন প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিয়া আর একটা বালকের মাধার মুকুট দেওয়া হয়-এইরপে উপয়্রপরি তিনজন বালক-রাজার অভিবেক ও মৃত্যু হয়। অবলেৰে তিমা দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রাম রারের বিবাহ দিয়া রাম রায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজক্ল সমূলে নির্মাণ করা তিমার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হাইল। কেবল তির্দ্ধাল নামক একজন আধপাগলা জানোয়ার আর কন্যাকুলের একটা রাজ কুমার এই চুই বংশধর অবশিষ্ট রহিল।

রাম রায় অবাধে রাজালাভ করিলেন কিন্তু নিকটকে রাজ্যভোগ ওঁছোর ভাগ্যে ছিল না। রাজপদ পাইয়া তিনি প্রগল ভ ও গর্নিত হইয়া উঠিলেন, প্রজারা হাহার উপর চটিয়া হাহার বিরুকে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল— হাহারা বলিতে লাগিল ইনি কোথাকার জাল রাজা, আমরা একজন খাটি রাজা চাই। রাম রায় বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট রাজ-ক্ষারটীকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে ভাঁহার অরিকুল ধ্বংস করিয়া রাজাকে স্রাইয়া পুনর্কার স্বয়ং রাজ্য ভাঁর গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও রাজ্যের শান্তি হইল না, এ দিকে আবার আধপাগলা তির্মাল গোলবোগ আবস্ত করিল, তাহারও রাজা হইবার চেন্টা। তির্মাল ও রাম রায়ের মধ্যে বিষয় দক বার্মিয়া গেল, অনৈকে রাম রারের পক্ষ হইয়া তির্মালের বিরুদ্ধে অন্ত বারণ করিল। তির্মাল এই শকটে বিজ্ঞাপুর স্থলতাশ ইত্রাহিমকে অনৈক ধনরত্ব উপহার পাঠাইয়া ভাঁহার সাহাব্য প্রার্থনা করিলেন।

ইব্রাহিম আহ্লোদের সহিত আরন্ত্রণ শ্রীকার পূর্বক সৈন্য সংস্কৃত্ব সমাজিব্যাহালে বিজন্ত নগরে উপস্থিত— ডিক্সল ওাহাকে স্থাগত ব্লিয়া বহু সমাসূত্রে অভ্যথন্ত্রে স্বায়িকেন ৷ হিন্দুদের মধ্যে হলুস্থুল বাধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবন রাজের হস্তক্ষেপ সকলেরই অসহ হইল। রামরায় ও তংপক্ষীয় লোকেরা তির্মালকে হালান বিসর্জনে অনুবোধ করিল—বলিল, আমাদের কথামত কাজ করিলে আমরা চিরকাল আপনার অনুগত ভূত্য হইরা থাকিব। তির্মাল আখাস পাইয়া লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা দক্ষিণা দিয়া অনেক করেই ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানেরা যেমন কৃষ্ণা পার হইল প্রজারাও আপনা-দের বচন ভূলিয়া দাঁত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তির্মালকে ধরিতে আসিতেছে। এই সংবাদে তির্মাণ একেবারে অধৈব্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িলেন। অর্থ গজের চক্ষ্ণ উৎপাটন, রাজবাটীর গহনাপত্র জাঁতায় পিশিয়া চুরমার করণ, এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শক্ররা রাজভবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যায় বিপদরাশি হইতে নিম্নতি পাইলেন।

রামরার এখন নির্ভরে রাজ্ব করিতে লাগিলেন— ওাঁহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব্ব সভৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈধা ও ভয়ের সঞ্চার হইল।

এ দিকে ইত্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল সা বিজ্ঞাপুরের সিংহাসন আরোহণ করিআলি আদিল সা ) লেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতা বন্ধন করেন।
১৫৫৭—১৫৮০ ) হিন্দু মুসলমানের এরপ মিলন আর কখন শুনা যায় নাই। রাম
রায়ের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়নগরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিজয়
নগরের রাজা রাজী আলিকে পুত্ররূপে বরণ করেন। আহ্মদ নগরের সহিত আলির যখন
যুদ্ধ হয় তখন রামরায় বিজ্ঞাপুর সুলভানের সহায়তা করেন।

হিল্পদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। বুদ্ধাবসানের পর রামরায় অহন্ধারে স্ফীত হইয়া যবন রাজ্য তৃণবং দেখিতে লাগিলেন—মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর নাই। মুসলমানদের উপর দৌরাস্থ্য আরম্ভ করিলেন। মসজিদে খোড়ার আন্তাবল বসাইয়া তাহাদের ধর্মের অপমান—স্থলতানেরা বেন তাঁহার পদানত ভূত্য—তাঁহাদের দূতের অপমান, তখন ফলতানেরা চটিয়া উঠিয়া প্রগলত হিল্প রাজাকে দমন করিতে কটিবদ্ধ ইইলেন। তাঁহারা পরপর বিবাদ বিসন্ধাদ বিসজেন দিয়া বিদ্র ও আহমদ নগর বিজ্ঞাপ্র ও গোলকণ্ডা এই চতুঃস্থলভান বিজ্ঞাপ্রে আসিয়া একত্র ইইলেন। তথা ইইতে চারি স্থলতান বিজ্ঞান্ত্রর উপর হল্লা করিতে কুফানদা পার ইইলেন। নদী তীরে আসিয়া দেখেন রামরায়ের সৈন্যদল পরপারে সন্মিলিত। নদীর ঘাট স্থর্জিত পারাপার বর্দ্ধ। স্থলতানেরা এক ফলী করিলেন, তাঁহারা নদীর কিনারা দিয়া কর্তক দূর চলিয়া গেলেন ধেন পরি ইইবার অপর স্থান অবেষণ করিতেছেন। তদর্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্থান ছাড়িয়া পরপারে শক্রের সঙ্গের প্রত্যাবর্তন পূর্মক প্রস্থানে আসিয়া নির্বিশ্বে নদী পার

ছইলেন। প্রদিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানের। রামরায়ের সৈন্যের ৫ ক্রোশ দূরে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

প্রভাতে হুই প্রতিধন্দী দল পরস্পার সামূধীন হুইল। উভয়েই বন্দুক কামান ও নানা অক্তশত্ত্বে স্থ্যজ্জিত। হিন্দুরা মহারোগে আক্রমণ করিয়া মুসলমান তালিকোটের যুদ্ধ ) সৈন্যের বাত্ত্বয় ভাক্সিয়া ফেলিল. কিন্তু মধ্যভাগ অটল। মধ্য-ভাপের নেতা আহমদ নগরের দিওয়ানা স্থলতান হুসেন নিজাম সা শীত্রই রামরায়ের সৈন্য দলের উপর আসিয়া পড়িলেন। ওাঁহার সঙ্গে যে কামান ছিল তাহাতে পরসা পুরিরা হিন্দুদের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন—সেই মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দু সৈন্যের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটল। ক্রেম হিন্দুগণ অবসন্ন হইরা পড়িল। রামরার তাঁহার পালকীতে উঠিয়া বেহারাদের দূরে বাইতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ থানিক দূর গিয়া পালকী রাধিয়া পলায়ন করিল। রামরায় জ্বারোহণে পলায়নোদ্যত এমন সময় ধ্বত হইয়া হসেন সার সমক্ষে আনীত হইলেন। হসেন সা ওঁাহার "দিওয়ানা" উপাধীর উপধৃক রূপ মৃগুচ্ছেদের হৃত্যুম দিলেন—তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। স্থলতানের অমুচরেরা রামরায়ের ছিল্ল মুগু বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রাজার এই দুশা দেবিয়া হিন্দৈত হতাখাসে প্লায়ন প্রায়ন—মুসলমানেরা তাছাদের পুণ্চাৎ ধার্মান হইরা ছির ভিন্ন করিয়া দিল। এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে চুপক্ষের লোক মিলিয়া সমরক্ষেত্রে ন্যুনাধিক হুই লক্ষ সেনার সন্মিলন হয়। হিন্দুসৈন্য বিশ্বর মারা পড়ে এবং বিজয়ীদের পু<sup>•</sup>নজাত প্রচুর ধনরত্ব লাভ হয়। অত:পর বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক নগর মাঝে ধবন-জন্নপতাকা উড্ডীন করিল। সেধানকার পুটপাটের ব্যাপার বর্ণনাতীত। নগরের বাড়ীখর চুরমার, লণ্ডভণ্ড--হিন্দুকীর্ত্তি চিহু সকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। রামরান্তের ছিন্ন মৃত জন্মস্ত সরপ আহমদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা বিজ্ঞাপুরে স্থাপিত হয়। এই প্রস্তর মৃণ্ড **আর্ককে**ন্নায় সে দিন পর্যান্ত অনেকে দেধিয়াছেন। তালিকোটের বুদ্ধেই বিজয়নগরের ধ্বংস। এই বে তাহার পতন হইল আর তাহার উখানশকি বহিল না। দক্ষিণের ফাধীন হিশ্বাজ্য চিরকালের মত প্রলব্ন সাগরে ডুবিয়া त्रम ।

১৫৮০ অবে আলীর মৃত্যু হর। ইনারত নির্দ্ধাণে তাঁহার বিলেব উৎসাহ ছিল—কুমা মদজিদ, তাজ বাউ দী, সহরের প্রাচীর, জনপ্রধালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাঁহার সময়-কার। তাঁহার রাজত্বের শেব ভাগে দিল্লীবর আকবর প্রেরিত করেক জন চূত বিজাপ্রে আগমন করেন, তাহাদের কি গুড় মতলব প্রকাশ পার নাই। মোরলের ওওচ্রেরা বিজা-প্রের উপর সেই বে শনির দৃটি নিক্ষেপ করিল অচিরাৎ তাহার পরল ফল ফলিত হইল।

ত্রীপত্যেত্রনাথ ঠাকুর।

#### ष्टा का

ভূবে আছি সপনের কোলে

হারামর জগং সংসার,
একা আসি একা বাই চ'লে
কেহ নাই কথাটী কবার।
জীবনের মহান সম্বল

হ ফোটা নীরব অঞ্চজন,
ফোটে তাহে ফুল শত শত

জগতে বিলা'তে পরিমল।
জাশা শুরে নিরাশার ছারে,
হাসি লেগে খাশানের গারে,
থেকে থেকে হত্ত করে মন

জনতে মিলারে বেতে চার।

চাহেনা সে পৃথিবীর সুখ
সংসারের মোহ কোলাহল,
ভূবে আছে স্থপনের কোলে
অঞ্চল্জল মহান্ সম্বল।
মরমের ছিঁড়েগেছে তার
হুদয়ের থেমে গেছে গান,
অঞ্চলেল ফুটে উঠে হাসি
তাহাতেই জুড়াই এ প্রাণ।
আয় হুদে আয় অঞ্চলল
শ্বশ্বানে বিলা রে পরিমল,
ভূই বিনে ফুটে না ধে হাসি
ভূই মোর মহান্ সঙ্গল।
শ্বীবলেক্রনাথ ঠাকুর।

#### ( वालिकात तहना । )

शान।

চিস্তার তরক্ত গুলি জ্বার বেলার পাশে,
একটা হুইটা করি ধারে ধারে বরে আসে।
কত চিস্তা, কত আশা, কত ক্ষেহ ভালবাসা
তুলিয়া হিল্লোল-মৃত্ জ্বাদরে ছুঁইয়া যায়।
কেহনা দেখিতে পায়, কেহনা জানিতে পার,
বাসুময় জ্বিতীরে, কত অক্রে বারি-ধারে
নীরবে ঝিরা পড়ি—আপনি ভুকায়ে বার।

श्रीशिवना (नवी।

### প্রবাস পতা।

আমি পূর্মপত্রে পারসীদের রীতিনীতি কতক কতক বর্ণন করিয়াছি, এবার এক পারসী পরিবারকে রক্ষ ভূমিতে অবভরণ করা বাক্। বোশ্বাই পিয়াই এই পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমার কর্মন্থলে বাইবার পূর্বের আমি কয়েক মাস সন্ত্রীক ইহাদের বাটীতে বাস করি। বাড়ীটা বড়সড়, দোতালা, ইংরাজি ধরণে সাজান ও কতকগুলি মুল্যবান তৈল রঙ্গের চিত্র ফলকে অলঙ্কত। বৃদ্ধ মা—জী গৃহক্তা, ভার হুই কন্যা তাঁহার গৃহপ্রদীপ। একজন পার্মী ভূতা—তাহার নাম জিলা। জিলাকে জরির কাপড় পরাইয়া সাজ সজ্জা করাইয়া দিলে চাকর মনিবে বড় তকাৎ জানা যার না। মনিব অপেকা চাকর সুশী ও এক হাত উচ্চ। মা—জী বেমন আকারে ধর্মকার, সভাবেও ভার কতক্টা তেমনি ছেলেমাসুষি জাঁকের ভাব, ঐ কুজ দেহটি আত্মপ্রাবার পূর্ব। कान कान लाक चारह रम निरक्षत्र हरक निरक्ष मन्ड लाक-मात्रामिन मगर्स्व भूक ফুলাইরা বেড়ার, সময় অসমর নাই অবাধে আপনার গুণগান করিরা বার, শ্রোতা তাহা গুলাধ:করণ করিতেছে, কি ভূনিয়া মনে মনে হাসিতেছে সে পিকে ভ্রাক্লেপ নাই ; মা—জী ঐ ধরণের লোক, বড় বড় ইংরাজ ও রাজা রাজড়ার পরিচিত বলিরা আপনার পরিচর দিতে তাঁর বড় আমোদ, ইউরোপের সমুদায় মুকুটধারীর সহিত তাঁহার গলাগলি ভাব এই ভাবে অনেক সময় তিনি তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের গল করিতেন। আমাদের দেশে কিছুই নাই, যাহা আছে সমস্তই ধারাপ—ইউরোপীয় সভ্যভাই আমাদের একমাত্র আদর্শ ও অনুকরণীর এই তাঁর উপদেশের ধুয়া। তাঁহার কথার যদি তোমার প্রতীতি না জমে ভাহা হইলে কোন লড় তাঁহাকে কোন পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহার কি উত্তর দিয়া-ছিলেন, কোন্ কালে তাঁর কোনৃ পামকে ট ছাপা হইয়াছিল এই সব পাঁজিপুঁধি বাঁর করিয়া ভোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন—অবশেষে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলিয়া তোমাকে অগত্যা ভাঁছার মতে মত দিতে ছইবে। মানুষে গুণদোষে জ্রজিত—দোষ ধরিতে পেলে কাহার না ধরা যার, মা—জীর অনেক সদ্ওণও আছে—উদার সাদাসিদে সরল অন্তঃকরণ। এ দিকে বেমন ইংরাজ ভক্ত ভেমনি আবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবারও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বধন ছোট আদালতের জল্প ছিলেন, তখন গবর্ণর Sir Bartle Frere কোন এক সংবাদ পত্তের রিপোর্ট দৃষ্টে ভার, কাজের দোষ ধরিয়া ডাঁহাকে অপদস্থ করেন। মা—জী শীন্ত ছাড়িবার পাত্র নন, এ দেশে কোন প্রতিকারের সভাবনা না ৰেখিয়া এই ব্যাপারটি তিনি পাল মেট সভা পর্যান্ত লইরা পিরা আপনি দোষ মুক্ত হইলেন—ভগু তা নয়, ক্ষতিপুর্ধ ছকুম পকেটে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কোর্টের উচ্চতর আসন অধিকার করিয়া লইলেন। মা—জী একটি পারসী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ-পত্নী আলেক্জাম্রার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন।

এটি তাঁর বিশেষ ষদ্বের ধন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলশ্বন। লোক দেখাইবার এই একটী জিনিশ পাইয়া মা—জী হাতে এক কাজ পাইয়াছেন, নত্বা পেলন লইয়া নিজ্মার লায় জীবন মাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কোথার ব্রিটিশ রাজ পরিবার—কোথায় বড় লাট সাহেব—কোথায় পোর্ত্ত্রীস গবর্ণর জেনেরল কোন একজন বড় লোক বোম্বায়ে এলে হয়, অমনি মা—জী তাঁহাকে বলিয়া আপনার স্থল পরিদর্শনার্থ লইয়া ঘাইতে ব্যস্তা। ঈশ্বরের রূপায় স্থলটী এখন ভাল চলিতেছে—ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক, তাহার প্রায়্ম সকলেই পারসী বালিকা—ছ্জন মাত্র হিন্দু কল্পা। হিন্দুরা এই বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে চান না তার এক কারণ মনে হয় বে এখানে দেশীয় ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবহা নাই, কেবলি ইংরাজি শিক্ষা। পারসীদের মাড়ভাষা যে গুজরাতী, তাহা শেখান হয় না কেন ? এ প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর ভাবিয়া পাওয়া তৃত্ব। বোধ করি ইহা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠাতার অপার অন্তরাপের ফল।

কিন্ত ইউরোপীর সভ্যতার থাতিরে বৃদ্ধ মা—জী ভাঁহার জরতোন্তী প্রার্থনামাল। আর্ত্তি করিতে শৈধিল্য করেন না। প্রশুহ সকালে তিনি হুরুহ জন্দ ভাষার বীজ বীজ করিরা "মনস্বী গবল্পী কোনস্বা," কত কি মন্ত্র পাঠ করিতেন—সে ছবি আমার মানসপটে এখনো জলন্ত দেখিতেছি।

ম।—क्रोत कृष्टे कन्गातरकृत शालत कथा कि किट्रत, जाँदारमत ज्ञामा समृत मूर्डि আমাদের হৃদরে চিরমুদ্রিত থাকিবে—তাঁহাদের যত্ন শুক্রমা কখনই ভূলিতে পারিব না। আমার স্ত্রীর সেই প্রথম দূর প্রবাস। অন্তঃপুর-কারাগার হইতে সহসা স্বাধীন সমাজের পূর্ব আলোকে পড়িয়া পিথকের পাণীকে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়. তিনি সেইরূপ কত্রুটা থত্মত খাইয়া গিয়াছেন—এই চুই পার্সী ভগিনীর সংসর্গে তিমি অনেক অংশে সেই পরিবর্ত্তনের ধানা সামলাইতে পারিয়াছিলেন। মেয়ে চুটি বয়স্কা কিন্ত উভয়েই অবিবাহিতা। বড়টির তখন Courtship চলিতেছে। আমরা থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতা সাহেবী ভোজ দিয়া 'উনবিংশ শতাব্দীর সভারীতি' অনুসারে মহা ধুমধামে ক্ন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন। এখন তিনি অনেকগুলি ছেলে মেয়ে লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্দ্ধান্ত করিতেছেন, তাঁহার স্থামী কর্স দজী কামা পারসী মণ্ডলীর মধ্যে প্রাতত্ত্বিং পণ্ডিতবর বলিয়া বিখ্যাত। কনিষ্ঠা সিরিণবাই ইংরাজি ভাষায় বিলক্ষণ <sup>বুংপন্ন</sup>—লোকজনের সঙ্গে কথাবাত্তায়—সামাজিকভান্ন, গৃহকার্ব্যে সুদক্ষ। তুঃখের বিষয় তাঁহার শরীর নিতান্ত অপই কিন্তু ঐ ক্লম শরীক কইয়া ব্লুজ পিতার সেবা ভশ্রবা, ভগিনীর গৃহকাৰ্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ, বালিকা বিদ্যালৱেক ভত্তাবধান প্ৰভৃতি কৰ্ত্তব্য সাধনে ৰথাসাধ্য পালাভিপাত করিতেছেন। তাঁহাদের **অসেব** আতি<del>বা</del> সংকার লাভে তাঁহাদের বাটাতে <sup>বর্ত</sup>টুকু সময় স্থাধে কাটাইয়াছি, তজ্জন্য ক্বান্তভাতা প্রকাশ করিয়া এই পত্র শেষ করি।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থ্রীমকোট।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

বারওয়েল সাহেব। আমি নন্দর্মারকে বোর্ডের সন্মুখে তাকিয়া আমাইবার কোন विभिन्ने कार्य वा প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না। আমার মতে গবর্ণরকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় খাড়া করিয়া—নলকুমারের আনীত অভিযোপগুলির বিচার জন্য विहातक तर्ल उनिविष्ठ र्हेटड Board এत कान ग्रांत नचड कमडाई थाकिटड नारत ना। রাজা নক্তুমার গ্রণ্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিবোগ আনিরাছেন, তাহার ব্থার্ণতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সভাগণের যদি বাস্তবিক ইচ্ছা হইয়া থাকে ও এই একতা-প্রাণ মরীসভার শান্তি ও একতা রক্ষা করিবার বাসনা ৰদ্যপি তাঁহাদের সত্যসতাই হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাঁহারা অন্য এক সরল অধ্য স্ফলপ্রদ উপার অবলম্বন করিয়া মনোভিষ্ট সাধন করিতে পারেন। অহারাজা নন্দক্ষার কোম্পানির অমুকৃলে ও গবর্ণবের বিহুদ্ধে বাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, পার্ল বিদ্ধুটের সনন্দ দারা নবস্থাপিত ৰাঙ্গলার সর্ব্যোক্ত ধর্মাধিকরণ বর্ত্তমান স্থানী মহকার্ট তৎসমুদায়ই অবাধে গুনিতে পারেন। সুথীমকোটে অভিযোগ উপস্থিত হুইলে বিচারক্রণ নলকুমারের ও তাঁহার আনীত সাক্ষীদের সমস্ত জোবানবন্দী শুনিরা বিচারাক্তা প্রকাশ করিতেও পারেন। হুশ্রীমকোর্ট ভিন্ন আমার মতে গবর্ণবের উপর বিচার ক্ষমতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। Board এর হত্তে যে এ প্রকার ক্ষমতা ন্যন্ত আছে, এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দেহ कति।"

" সৌভাগ্যের বিষর এই বে —পার্লামেণ্টের আইনে কি গবর্ণমেন্ট, কি প্রঞা—উতর দলেরই সকল প্রকার অপরাধের বিচার করিবার জন্য সীমা নির্দারণ করিয়া দিয়াছে— ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের ক্ষমতাগুলি ইহার হারা অধিক পরিমাণে সংষত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহারা বে বার্থসাধনোদ্দেশে কোন প্রকার অন্যার কার্য্য করিতে সহস্যাপ্রবন্ধ হইবেন—তাহারও পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারের উচ্চ দরের ধর্মাধিকরণের হস্তে কোনও প্রকার অবিচার হইবার আশকা নাই। এই সকল কারণে আমি বোর্টের সমূর্বে নক্ষমারের উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছি। আরও এই সক্ষে আমি আমাদিরের সেক্টোরি সাহেবকে অনুরোধ করি বে তিনি বেন নক্ষ্মারকে স্প্রীমকোর্টে গবর্গরের বিশ্বতে অভিযোগগুলি দাবিল করিতে আমার হইয়া অনুরোধ করেন। স্প্রীমকোর্ট নক্ষ্মারের অভিযোগগুলি দাবিল করিতে আমার হইয়া অনুরোধ করেন। স্প্রীমকোর্ট নক্ষ্মারের অভিযোগগুলি দাবিল করিতে আমার হইয়া অনুরোধ করেন। স্প্রীমকোর্ট নক্ষ্মারের অভিযোগ গুলির স্বন্ধে বে কোন জ্যোনবন্দী প্রকৃত ও উপায়ুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, বোর্ডের মেন্ত্ররণণ মেই সমস্থি সাক্ষ্য প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন মতে হিলা করিবেন না। ইহার অন্যথার,

নন্দকুমারের আনীত কোন অভিযোগই Board আদতেই প্রান্থ করিবেন মাও ভাঁছার এই প্রকার কার্য্যগুলিকে গ্রন্থবির পক্ষে ভ্রানক মান-ছানিকর বলিয়া বিবেচনা করিবেন।\*

কর্ণে নকান। আমার মতে মহারাজা নক্ষ্মারকে মন্ত্রীসভার সন্মুখে আনিবার বিশেষ প্রবাজন আছে। বোর্ডের সন্মুখে নক্ষ্মার বে সমস্ত লাক্ষ্য দিবেন, পরিশেষে সেই সমস্ত জোবানবন্দী সমেত অভিযোগগুলি স্থ্রীমকোর্টের নিষ্ট প্রেরিত হইবে। নক্ষ্মারকে বোর্ডের সন্মুখে আনিলে স্বর্গং প্রব্রই তাহার জোবানবন্দী শুনিরা ভাহার সভ্য মিধ্যা বুনিতে পারিবেন। এ প্রকার স্থানে গ্রব্র সাহেবেরই স্থবিধা অধিক বলিয়া বোধ হয়।

ক্রেনারেল ক্রেভারিং—বাদানার পর্বর্গর জেনারেল হেটিংস সাহেব এই মন্ত্রীসভার প্রধান সভ্য ও সভাপতি। তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাজা নক্ষুমার এই সমস্ত অভিযোগগুলি আনাতে ওঁ হোর পদোচিত সম্পানের সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডেরও সন্মান হানি ষটিয়াছে। আমার বিবেচনার প্রথবের নিজের ও সেই সঙ্গে এই মন্ত্রীসভার সন্থান রক্ষার জন্য মহারাজা নন্দকুমারকে আমাদের সন্মুধে উপস্থিত করান হউক। নন্দকুমার গবর্ণরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিবোগ আনিয়াছেন ও তাহার সমর্থনার্থ বে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন—সেই সমুদার প্রমাণ সারগর্ভ, স্তা ও সমূলক কি না-ইহা তাঁহার সন্মুধে বিশেষরূপে বিবে-চিত হইতে পারে। এই সময়ে যদি আমরা নক্ষ্মারকৈ বোর্ডের সন্মুধে উপস্থিত হইতে ना निष्टे—जोटा ट्टेरन अबः भवर्षब्रेट रुष्ठः अविग्रट आमामिश्रटक स्माय निरंज शादन যে, অভিৰোক্তাকে তাঁহার সমুধে উপস্থিত হইয়া অভিৰোগগুলির বধার্থতা প্রমাণ করিতে না দিরা আমরা তাঁহাকে তাঁহার চরিত্র রক্ষণের ও নক্তুমারের অভিযোগগুলির যথার্থতা-খণ্ডনের উপযুক্ত অবসর হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। নন্দকুমার বোর্ডের সন্মুখে উপস্থিত হইলে ভবিষ্যতে এ প্রকার আপভির কোন সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রীসভার সমুখে মহারাজা নক্ষমারের উপন্থিতি গ্রথরের পক্ষেই হিতজনক। এই অবসঁরে তিনি সকলেরই সমক্ষে অভিযোগগুলির অমূলকতা প্রতিপাদন করিয়া আপনার চরিত্রের গৌরব রুদ্ধি করিতে পারেন। এই স্কল প্রত্যক্ষ কারণের জন্য আমি নন্দকুমারের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

<sup>\*</sup> বারওয়েল সাহেব হেটিংসের প্রাণের বন্ধ ছিলেন। বারওয়েল না থাকিলে এ প্রকার ছলে সভার আসিরা উপবেশন করা ওঁছার পক্ষে নিভান্ত অসভব হইত। এই প্রকার রাজনৈতিক সমূরে বারওয়েল হেটিংসের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। হেটিংস নিজে যাহা কিছু বলা অসভব বিবেচনা করিভেন, ভাছা বারওয়েলকে দিয়া বলাইতেন। নক্তুমারের অভিবাগ গুলির বিচার করিবার ক্ষমতা হে বোর্ডের মেম্বরপণের হস্তে ছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। স্প্রীমকোটে অক্সিরোগ গুলি উঠাইয়া লইতে পারিলে হেটিংসের পক্ষে নঙ্গলক হইবে, ইহা বুরিরাই এ প্রকার প্রভাব করা হইয়ছিল। হেটিংসের পত্ত ইইতে পরে আমরা এ বিবর প্রতিপর করিব।

এই মৃহূর্ত্তে আমরা নক্ষুমারের উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলে গবর্ণর হয়তঃ তাহার পর মুহুর্ত্তেই পূর্ব্বেকার ন্যার এক লম্বা চৌড়া সম্ভব্য লিখিয়া বলিতে পারেন যে নৰূকুমারকে আমরা তাঁহার সমকে উপস্থিত হইতে না দিয়া তাঁহাকে তাঁহার নির্দো-ষিতা প্রমাণের একমাত্র অবসর হইতে বঞ্চিত করিরাছি। বর্দমানের মহারাণী মৃত মহা-রাজা তিলকচাঁদের বিধবা পত্নী গ্রথরের বিরুদ্ধে বে সমস্ত অভিযোগ আদিয়াছেন, ও ভাহার সমর্থনার্থ বে সকল মূল দলিল দাখিল করিয়াছেন, ছেটিংস সাহেব ভাহা দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি সেই দলিল ও প্রমাণপত্রগুলি বিনা আপজিতে দেখিতে পারেন। তিনি যখনই তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তখনই রাণীর উকীল তাঁহাকে সেই সম্বস্ত কাগজ পত্র দেখিতে দিবেন। নক্ষ্মারের সম্বন্ধেও সেইরূপ। মহারাজা সে সমস্ত पितन, अ श्रमानापि অভিবোগগুলির সমর্থনার্থে Boardaর সন্মুখে দাখিল করিবেন— তাহা যদি বোডের বিবেচনার অমূলক ও অসার বলিয়া বিবেচিত হর—অথবা বর্দ্ধনানের बाबीब डेकील रव সমস্ত हिमार পত্ৰ ও প্ৰমাণাৰ্থে দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন, তাহা বদি তিলমাত্র সন্দেহজনক বলিয়া উপলব্ধি হয়—তাহা হইলে আমিই লর্কপ্রথমে এই Boardএর সমক্ষে প্রস্তাব করিব—বে প্রবর্ধর সাহেবের বিরুদ্ধে মহারাজা নক্ষমারের ও বর্দ্ধমানের রাণীর অভিযোগ সর্কৈব বিখ্যা-কুউদ্দেশ্য ও অস্থা পরিপূর্ণ। এই সমস্ত কারণে আমার ইচ্ছা বে নন্দকুমারকে এই মন্ত্রীসভার সমক্ষে উপস্থিত করান হয়।

গবর্ণর জেনারেল—আমার এ সম্বন্ধে আর দৃতন কিছু বলিবার নাই—আমার বক্তব্য আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বোর্ডে উপস্থিত থাকা বা না থাকা উভয়ই আমার পক্ষে সমান।

[ এই সমরে বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেব মহারাজা নক্ত্মারকে ডাকিরা আনিবার জন্য অন্যান্য সভাগণ কর্তৃক আদিও হইলেন ]

কর্পেল মন্তান — মহারাজা নক্ত্মারকে এই সভার সমক্ষে আনিবার জন্য আমি বে প্রতাব করি. তত্ত্তরে গবর্ণর সাহেব যে মন্তব্য লিবিরাছেন, ভাছাতে আমাকে বংশন্ট বিদ্রুপ ও প্রকারান্তরে তিরস্থার করা হইরাছে। হেটিংস সাহেব আমাকেই তাঁহার প্রকৃত অভিযোক্তা বলিয়া বিবেচনা করেন। কোন্ লোকের মুখে তিনি আমার সহিত নক্ত্মারের সাক্ষাং ঘটনা ভনিয়াছিলেন, তাহা বলিতেও তিনি বংশন্ট সক্ষ্টিত হইতেছেন। কিন্ত বিদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে আমি সেই অভিযোগপত্র দেবিয়াছি, ও সেই লোকের সহিত সাক্ষাং করিয়াছি, তাহা হইলেই সেই অভিযোগপত্র দেবিয়াছিও বিষয়-গুলি মিধ্যা হইয়া যাইবে, ইহা নিতাত্ত অবোক্তিক ও অসন্তব।

নশকুমারকে Boardএর সন্মৃথে উপস্থিত করাইবার প্রধান উদ্দেশ্য এই বে, এইরূপ কার্যা দারা গবর্ণরের পদোচিত সম্মান মতদূর অক্ষত ও অনাদ্রাত থাকিতে পারে, এরপ আর অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। আইনাসুসারে আমরা মতদূর পারি, গবর্ণরের সগুণে নন্দকুমারের সাক্ষ্যের আন্দ্যোপান্ত প্রবণ করিব। বদি তাঁহার কথিত বিষয়গুলি কোন অংশে দোষার্হ ও মিখ্যা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে তাঁহার এই প্রকার অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যথেপ্ত তিরস্কার করিব। পর্বর্গর স্থায় উপস্থিত থাকিলে এই সকল কার্য্য স্থচারুরূপে ষটিবার সন্তাবনা। তিনি নিজে নন্দকুমারের কথিত বিষয়গুলির সত্যাসত্য নিজারণে বতদ্র ক্ষমতাবান্, বোধ হয় এই মন্ত্রী-সভামধ্যে অন্য কোন সভাই তদ্রপ নহেন।

গবর্ণর জেনারেল—আমি এই মন্ত্রীসভা একণে একবারে ভক্ত করিলাম। আমার অবভ্রমানে এই অসম্পূর্ণ মন্ত্রীসভার বে সমস্ত কার্য্য হইবে, তাহা কোনমতে আইন ও ন্যায় সক্ত বলিরা বিবেচিত হইবে না।

ফু কিন্স নাহেব— আমি গৰ্ণরকে জিজাসা করি, হঠাৎ তাঁহার এ প্রকার খোষণার কারণ কি ? এই খোষণা ছারা তিনি কি এই মন্ত্রীসভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে ও সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ?

গবর্ণর জেনারেল—জামি আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া ইছার কোন উত্তর দিতে চাহি না। আমি সভাগ্রহ ত্যাগ করিলাম।

( সবেগে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

বারপ্তরেল সাহেব—গবর্ণর সাহেব সভা ভক্ষ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।
একণে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ অক্ষকার হইয়াও আসিডেছে। আমার
বোধ হয় পবর্ণর এ কথা বলেন নাই—"এই সভার সভাপতির পদ আমি পরিত্যাগ করিলাম"। "এই সভাগৃহ ত্যাগ করিলাম" এই কথাই বলিয়াছেন। যাহা হউক আমিও
এই সভা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি। পবর্ণর চলিয়া যাওয়াতে সভার কার্য্য অদ্য
হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এখানে এ কথাও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে
বতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আইন-সক্ষত উপায়ে, ও প্রচলিত নিয়মান্স্সারে গবর্ণরের নিকট
হইতে কোন প্রকার আহ্বান-পত্ত (শমন) না পাইতেছি, ততক্ষণ আমি এই সভার কোন
কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করি না।

( আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

গবর্ণর ও তাঁহার প্রিয়মিত্র বারওরেল সাহেব রোবভরে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিরা গেলেও মন্ত্রীসভা ভঙ্গ হইল না। অবশিষ্ট তিন জন সভ্য আইনাম্সারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই দিনে সভার কার্য্য অনেক রাত্ত্রি ধরিয়া হইরাছিল। সেই সমস্ত ঘটনা আমরা এই স্থলে নিভান্ত আবশুক বিবেচনার লিপিবছ করিতেছি। বারওয়েল সাহেব প্রস্থান করিবার পর মন্সন সাহেব বলিলেন—'আমার মতে বোধ হর—গবর্ণর সাহেবের এই মন্ত্রীসভা একবারে ভঙ্গ করিবার কোন ক্রমভাই নাই। এই সভার কার্য্য কিয়ন্দিবসের জন্য হুগিদ রাখিতে হইলে বখন অন্যান্য সভ্যগণের মত লইতে হয়,

ও ঠাহাদের মত সংখ্যা এই প্রকার প্রস্তাবের সম্বন্ধে অধিক না হইলে মথন সভার কার্য্য ম্থানিদ রাখা হয় না—তথন প্রবর্গর কর্ত্তক হঠাৎ এই প্রকার সভাভক্র কি প্রকারে সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হঠতে পারে ? "ক্রেমণাঃ রাত্রি অধিক হইয়া আসিতেছে বলিয়া বে বারওয়েল সাহেব সভাভক্রের কারণ নির্দেশ করিলেন, তাহাও কোন ক্রেমে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। নক্ষ্মারের আনীত এই সমস্ত অভিযোগে আমাদের সভার সভাপতি হেটিংস সাহেবের চবিত্রে বিষম কালিমা পড়িবার সম্ভাবনা। সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে বলিয়া যে তিনি এই প্রকার শুরুভারপূর্ণ অত্যাবক্ষকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহা কথনই সম্ভব নহে। যতক্রণ পর্যান্ত প্রবর্গর সাহেব প্ররায় আসিয়া এই সভায় স্বীয় পদোচিত আসন গ্রহণ না করিতেছেন, ততক্রণ পর্যান্ত আমরা আমাদিগের মধ্যে প্রাচীন অভিজ্ঞ ও কার্যান্তক্ষ ক্রেভারিং সাহেবকে সভাপতির হইয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করি। আশাকরি আমার এই প্রস্তাব সর্ক্রাণী সম্বত হইয়া গৃহীত হইবে।"

ফানিস সাহেব—ত্তিই পার্লামেণ্টের আইনের স্থান্থ্যারে আমরা ন্যার-সঙ্গতরপে আমাদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও প্রাডন সভ্যকে গবর্ণরের অবর্ত্তমানে আমাদের এই মন্ত্রী সভার সভাপতির পদে নির্বাচিত করিতে বিশেষরূপে ক্ষমতাবান। যখন উক্ত আইনের পরিভাষার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছে—বে গবর্ণরের অবর্ত্তমানে সভার কার্য্য কোন মতে ছপিত থাকিতে পারে না ও এরপ ছলে কোন প্রাতন সভ্যকে সভাপতি রূপে নির্বাচিত করিয়া কার্য্য চলিতে পারে, তখন এ বিয়য়ে আর কোন আপত্তি ও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং এই প্রকার মভাপতি নিয়োগে যে সমস্ত কার্য্য সম্পান্ধ হইবে, তাহার সমস্তই গবর্ণরের কার্য্য সমৃহের ন্যায় বিধিসঙ্গত, ভাষ্য ও কার্য্যকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জেনাবেল-ক্রেভারিং— আমি মন্ত্রন এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইতাম না বদি না আমি ব্রিতাম যে গবর্গর সাহেব মন্ত্রীসভার অক্তাম্থ সভাগণের সম্বতির অপেক্ষা না করিয়া ক্রেছায় ও অসমত উপায়ে তাঁহার ক্রমতার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিয়া এই মন্ত্রীসভা ভঙ্গ করিতে চেঠা করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এ প্রকার করিত ক্র্যতানুসরণে সভা ভঙ্গ করার কোন ক্রমতাই গবর্গর সাহেবের নাই। এই সমরে সভায় উপবিষ্ট থাকিয়া নক্ষ্মারের অভিযোগ ও ভদাসুক্লে প্রমাণগুলির আদ্যোগান্ত ভনিয়া অভিযোগ গুলির অব্যার্থতা প্রতিপন্ন হারা আন্তর্নান রক্ষা করা তাঁহার সম্পূর্ণ উচ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি ভাহানা করিয়া ও তাঁহার পদত্যাপ সম্বন্ধে সভাসপের ঘারতের আপত্তির দিকে কর্ণ্যাত না করিয়া অনায়াসে সভা হইতে চলিয়া সিয়াছেন। এপ্রকার সকটাপর ছলে সভার কার্য্য যাহাতে অসম্পূর্ণ না থাকে, ভত্তেশেশ্য আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিলাম।

জেনারেল সাহেব দভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সর্কবাদী সম্মত মতে নদকুয়ারকে বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করা হইল। Auriol সাহেব ( আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি ) বাহিরে গিয়া নলকুমারকে ডাকিয়া আনিলেন।

Sir John D'oyly এই সময়ে কলিকাতা কৌলিলের প্রধান সেল্টোরি ছিলেন।
কিন্তু সেই সময়ে তিনি কার্যান্তরে প্রেরিত হওয়াতে অরিয়ল সাহেব দিভাষীর কার্য্য
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজা নক্তুমার ভালরপ ইংরাজি জানিতেন না। মন্দান
সাহেব মন্ত্রীসভার হইয়া মহারাজা নক্তুমারকে যে সমন্ত প্রেম ইংরাজিতে করিতে
লাগিলেন, অরিয়ল সাহেব তাহা ছিলী করিয়া ওাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।
আমরা ইহার মধ্য হইতে আ্রেশ্রকীয় অংশ এখানে উচ্ত করিব।

মহারাজা নক্ষ্মার উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়াই সর্ক প্রথমে কৌলিলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে রাজ্বারে অভিযোগ করিতে আমার কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না। বর্ত্তমান স্থলে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আমাকে এ প্রকার কর্মে প্রত্তুত্ত হইতেছে। বিশ্ব আমি দেখিলাম বে গবর্ণর সাহেব আমাকে ও প্রকার বাটা প্রবেশ করিতে নিষেধ্ করিয়া আমার পরম্প্রক্রেও কলুষিত-চরিত্ত মোহন প্রসাদ ও জগং চাঁদকে সকল সময়েই তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন, তখন এই প্রকার কার্য্য আমার কোন মহতী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, ও আমার চরিত্রের উপর কোন প্রকার আমার কোন মহতী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, ও আমার চরিত্রের উপর কোন প্রকার আক্রমণ হইবে, অস্কুমান করিয়া আমি বর্ত্তমান পথাকুসরণে দৃঢ় প্রতিক্ত হইয়াছি। এই সমস্ত বুনিরা স্থাবার ই আত্ররক্ষা করিতে অন্য উপার না দেখিয়া আমি এই এক মাত্র উপার অবলখন করিয়াছি। গবর্ণর হেটিংস সাহেবের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে আমার মাহা কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে, তাহার আদ্যোপান্তই পূর্কোন্তিত পত্রে লিপিবন্ধ করা ইইয়াছে। ইহা ছাড়া আমার নিকট করেক খানি দলিল আছে; কৌন্সিলের সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে অভিযোগের সমর্থনার্থে সেই সমস্ত আমি ভাহান্দিগকে দেখাইতে পারি।"

কৌলিলের সদস্যগণ মূল দলিলগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, নক্ষ্মার তাঁহান্দিগকে এক খানি দলিল প্রদান করিলেন। এই দলিল খানি মূল দলিলের ইংরাজি অমুনাদ। কার্যসৌক্যার্থে পূর্ব্বাক্তেই অমুনাদ করাইয়া রাখা হইয়াছিল। মহারাজা নক্ষার সেই অমুনাদিও অংশ কলিকাতা মন্ত্রীসভার সেক্তেটরীর হত্তে প্রদান করিলেন।

ষক্তন সাহেব দলিল থানি হাতে করিয়া লইয়া কৌনিলের সন্ধ্য আদ্যোপান্ত পাঠ
করিলেন। পুর্কেই বলিয়াছি এখানি ইংরাজি জহুবাদ মাত্র। দলিল খানি পড়া শেষ
হইলে মজন সাহেব মহারাজা নক্ত্মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দলিল খানির মূল
গার্মী থানি ওঁহারে নিক্ট আছে কি না ? বহারাজা নক্ত্মার মূল দলিল খানি বাহির
করিয়া দিলে বোর্ড ওঁহাদের সহকারী জন্ত্বাদক জরিজেল সাহেবকে সেই দলিল খানি

পড়িতে দিলেন। তাহার উপর বে মোহর করা আছে, ঐ মোহরটী মণিবেগমের প্রকৃত মোহর কি না, ইহাও পরীক্ষা করিবার আদেশ হইল। অরিয়েল সাহেব প্রধায়প্রধারপে শীলটী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ইহা মণিবেগমের প্রকৃত শীলই বটে"। এই সময়ে সেক্রেটারি সাহেব সেই স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার সহযোগীর ন্যায় শীলটী পরীক্ষা করিতে অনুকৃদ্ধ হইলেন। তিনি বিশেষ মনোবোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া অরিএল সাহেবের ম্যায় মত প্রকাশ করিলেন।

মন্সন সাহেব নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলি মহারাজা নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন———
প্রশ্ন। আপনার আর কোন লিখিত প্রমাণ বা দলিলাদি আছে ?

উত্তর। আমার আর কোন লিখিত প্রমাণাদি নাই।

প্রশ্ন। বে মূল দলিলখানি আপনি এক্ষণে বোর্ডের সম্মূখে দাখিল করিয়াছেন, তাহা লইবার জন্ম প্রবর্গ হয়ং বা ভাঁহার হইয়া জন্য কোন ব্যক্তি এই দলিল প্রার্থনা করিয়া জ্ঞাপনাকে প্রাদি লিখিয়াছিল কি না ?

উত্তর। হাঁ মণিবেগম গবর্ণর সাহেবের বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী দারা এই মূল দলিল ধানি আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়া**ভিলেন**।

প্রশ্ন। তাহার পর সেই দলিল খানি আপনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন কি না १

উত্তর। কাস্ত বাবু আমার নিকট সেই দলিল থানি চাহিলে আমি তাঁহাকে মূল দলিল থানি পাঠ করিতে দিই। পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাস্ত বাবু মূল দলিল থানি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে—আমি তাহাতে স্টাকত না হওয়ায় তিনি অক্ত উপার না দেখিয়া ইহার এক থানি নকল লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই দিবস সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। একথানি নকল লইতে হইলে অনেকটা সময় লাগিবে, তাহাতে রাত্রি অধিক হইবার সন্তাবনা বিবেচনায়, কাস্ত বাবু আর এক দিন দিবাভাগে আসিয়া সেই দলিল থানির নকল লইয়া বাইতে প্রতিশ্রুত হন।

প্রব। ইহার পর কান্ত বাবু এই দলিল খানি সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না ?

উত্তর। আমার বোধ হর—প্রার চারিমাস পূর্বের অর্থাং অগ্রহারণ মাসে কান্ত বাবু আমাকে এই পত্র খানির সম্বন্ধে হুই একটা কথা জিল্ঞাসা করিয়ছিলেন।

প্রম। এই মূল দলিল থানি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কান্ত কথন কোন চেষ্টা করিরাছিলেন কি না ? তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি কথনও আপনাকে প্রচুর অর্থ বা জন্য কোন প্রকার প্রলোভন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না?

**डिवद्र।** ना-किहूरे ना।

প্রম। আপনার অভিযোগপত্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে গ্রথবের খানসামা বালকৃষ্
ও জগরাথ ও আপনার ভূত্য চৈতন্য নাথের মারফং গ্রথবিকে আপনি দ্বকায় দ্বকায় চীকা

পাঠাইরাছেন। একথা লাপনি ভাহাদের মধ্যে কাহারও দারা বা অন্য কোন উপারে প্রমাণ করাইতে পারেন ?

উত্তর। আমি গবর্ণরকে ঐ সকল লোকের মাঃ টাকা দিয়াছি কি না, ভাষা উহা-দিপকেই জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে। গবর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ ও জগন্ধাথ ও আমার পক্ষের লোকেদের মধ্যে নরসিংহ, সদানন্দ ও চৈতন্য নাথ, প্রভৃতিকে এই কথা জিক্সামা করিলে ইহার মবিশেষ তথ্য পাওয়া যাইবে। নরসিংহ এফণে মুরশিদাবাদে আছে ও অপর তিনজন সাক্ষী কলিকাভায় আছে।

প্রধ। শেষ কয়জন সাক্ষীর নাম কি १

উত্তর। চৈতন্যনাথ, সদানন্দ ও নরসিংহ। চৈতন্যনাথ পূর্দের আমার চাকর ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে সে স্বাধীনভাবে ডেজারভির কারবার করিভেছে। নরসিংহও আমার চাকরি করিত বটে, কিন্ধু আমি তাহাকে জবাব দিয়াছি। সে এক্ষণে মুবশিদাবাদে অবস্থান ক্রিভেছে। আর সদানক কলিকাতায় তেজারতির কারবার করে।

প্রশ্ন। যে সময়ে আপনার লোকেরা গ্রণরের থানসামাদিগের হস্তে টাকাগুলি গ্ৰিয়া দেয়, তথন সেই ক্ষেত্ৰে আপনি কি সমুং উপস্থিত ছিলেন গ

উত্তর। তাহারা আমার সাক্ষাতেই গ্রথবিরর ধানসামাদিপকে টাকা গুণিয়া দিয়া-ছিল, ও দেয় অর্থ সমস্তই প্রায় দর্প মোহরে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রধ। আপনি কি এই টাকা দেওয়ার জনা কোন রসিদ পাইয়াভিলেন । উত্তর। না।

প্রশ্ন। এই প্রকার গোপনীয় ভাবে ষে সমস্ত টাকা কড়ি দেওয়া হইয়া থাকে. ভাহার কি কোন প্রকার রসিদ লইবার প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে ?

উত্তর। যথন কোন প্রকাশ্য কার্যো বা বাবসায় স্থলে টাকা কড়ি দেনা পাওনা হয়. ত্বন প্রচলিত নিয়মালুসারে রসিদ লওয়া হইয়া থাকে। টাকা কর্জ্জ প্রদান করিতে হইলে সেই টাকার পরিবর্তে জামিনস্করপ একখানি সামান্য খত বা রসিদ লওয়া হইয়া থাকে।\*

<sup>\*</sup> হাইকোটের প্রাচীন রেকডে এই প্রকার ক্ষেক্থানি জীর্ণ শীর্ণ রসিদ দেখা গিয়াছে। রসিদ বা খতগুলি এক একটা টুকরা কাগজে (Slip) বন্ধ ভাষায় লিখিত। মহত্মদ কমল (পরিশেষে কমলউদ্দীন আলি খাঁ) জালংশেঠদিলের চুঁচুড়ার ও ম্বশিদাবাদের প্রদী হইতে যে টাকা কর্জ্ঞ লাইয়াছিল; তাছারই পরিবর্ত্তে এই খতগুলি দেওয়া হইয়াছে। খতের উপরিভাগে মাতার রায় ছত্র নেঠের নাম ও কর্জ্জা টাকা ও কিস্তিবন্দীর বিষয় উব্লিখিত আছে। আজু কালকার মতু আইনের কড়াকড়ির কিছুই তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া ষার না। এই রসিদের সর্কোচ্চভাগে কমলের পারসিতে সহি, ও তাহার নামের একটা কুজ স্বোহরের ছাপ রহিয়াছে। বর্তমান ইংরাজি আমলে <sup>ৰতদ্র</sup> আদৰ কায়দা বাড়িয়াছে, এতদ্র নবাবী আমলে, বা তাছার শেষ ভাগে ছিল না। কোম্পানির আদালত হইয়াই এই সমস্ত আদৰ কায়দা আরক্ত হইতে থাকে।

প্রশ্ন। শিবরাম কে ?

উত্তর। শিবরাম পূর্ব্বে আমার নাপীত ছিল। এই প্রকার টাকা দিবার সময়ে সে আমার চাকরী করিত। এক্লণে সে ছাড়িয়া গিয়াছে।

প্র। আপনি কি করিয়া জানিলেন বে সেই টাকা গ্রহণের জন্য ভাঁছার খানসামারা লইতে আসিরাছিল ? এ বিষয়ে আপনি কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ করিতে পারেন ?

উ। তাহার নিশ্চরই আমার নিকট হইতে টাকা লইরা গবর্ণরের নিকট দিরাছিল। কারণ টাকা পাঠাইবার পরে আমার মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্ম আমি গবর্ণর সাহেবকে জিল্লাসা করিয়া পাঠাই যে মংপ্রেরিত মোহরগুলি—যাহা তাঁহার খানসামাদিগের ছারা তাঁহার নিকট পাঠান হইরাছে, তাহা তিনি পাইয়াছেন কি না? ইহার উত্তরে গবর্ণর আমার বলিয়া পাঠান—'হা আপনার প্রেরিত অর্থগুলি আমার নিকট নিরাপদে আসিয়া পোঁছিয়াছে।''

উক্ত দিবস মহারাজা নক্তুমারকে আর কোন প্রশ্ন করা হইল না। গবর্ণরের বেনিয়ান ক্লুকান্ত বাবুকে, মণিবেগমের উপরোক দলিল প্রার্থনা ও অক্সান্ত আকুস্থিক বিষয়ের প্রমাণ করাইবার জন্য আবশ্যক হওয়াতে বোড একথানি শমন ভাঁছার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার উপন্থিতির উপর এই অভিযোগোক একটা অত্যাবশ্রকীয় বিষয়ের প্রমাণ নির্ভর করিতেছে থলিয়া সভাগণ তাঁহার উপস্থিতির জন্য টাহাকে ডাকিয়া পাঠান। কান্তবার নির্ফিবাদে ও বিনা আপদ্ভিতে ইনি বোর্টের আছে৷ পালন করিয়া বাঁহাদের সমুধে উপত্তিত হইতেন, তাহা হইলে হেটিংসের বিক্রছে অভিযোগ গলির মধ্যে অত্যা-বশ্যকীয় অভিযোগটীর এক প্রকার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া ষাইত্ত। কিন্তু ঘটনাবশে তাহা কোনমতেই হইল না। হেটিংস কান্তবাবুর প্রধান প্রচপোষক ও মুক্তির ছিলেন। কান্ত ৰাৰু নোৰ্ডে উপস্থিত হইয়া জেৱার মূখে সৰ কথা বলিলে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইয়া পড়ে—এই জন্য তিনি কান্তবাসুকে প্রকাশ্যভাবে বোর্ডের আক্ষার প্রতিযোগীতা করিতে প্রামর্শ ও সাহস দেন। সেই সাহসে বলীয়ান হইয়া প্রভুক্ত জ ক্রান্ত বোটের আক্রা অব্যাহ্য করিলেন। তাঁহার ক্রায় কুফ্চরণ চট্টোপাধ্যার নামক আর এক ব্যক্তিকে এই সম্বন্ধে কোন বিষয় প্রমাণের আবশ্যক হওয়াতে আর একধানি শমন পাঠান হয়। কৃষ্ণবার্ও হেটিংসের সহিত লিগু ছিলেন, তাঁহার পরামর্শাহুসারে তিনিও কান্তবাবুর পথ অনুসর্ণ করিয়া বোর্ডের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। ইহারা উভরে Beardএর আজার বিরুদ্ধে বে প্রকার ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন**⇒াহা দে**খিলে হেষ্টিংসের যথেচ্চাচারিতা—বিষরে মুথেষ্ট প্রমান পাওয়া যার। আমরা তাঁহার চরিত্র সমালোচনা হলে এ বিষয়ের পুনরবতারণা করিব।

বোর্ড আনেশপত্র দারা কাস বাবুকে তাঁহাদের সম্থে উপস্থিত হইবার জন্য আজ্ঞা করিলে তত্ত্বে তিনি নিম লিখিত পত্র ধানি পাঠাইয়াছিলেন। পত্র ধানি বাঞ্চলা ভাষায় শিখিত। "আমাকে হজুরে উপস্থিত হইবার জন্য আজ্ঞা করা হইয়াছে। আমি এক্ষণে গবর্ণর সাহেবের নিকট অবস্থান করিডেছি। তাঁহাকে আপনাদের শমন দেখাইলে তিনি আমাকে আপনাদের নিকট হাজির হইতে নিষেধ করিলেন। এই হেডুতে জাথি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতে অপারক হইতেছি। ষধন মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে—সেই সময়ে আমি হকুম পাইলেই আপনাদের সমকে হাজির হইব।"

बैक्ककां मान।

এই পর পাইয়া মন্ত্রীসভার সদস্যগণ অভিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এক জন সামান্য ব্যক্তি এই প্রকারে রাজ্যের কার্য্য-নির্নাহক প্রধান মন্ত্রীসভাকে অগ্রাফ করিতে সাহস করিতেছে, ইছা তাঁহাদের কোন মতেই সহ্ন হইল না। তাঁহাদের ক্রমতা ও আত্ম-সন্মান এইরূপ ব্যবহারে আহত হইয়াছে—ইহাঁই বিবেচনা করিলেন। কান্ত বাবুর উপর আর এক পরোয়ানা পাঠান হইল। তাত্তরে কান্ত বাবু নির্নালিখিত জ্বাব দিলেন—"আমাকে পত্র প্রাপ্তি মাত্র উপন্থিত হইতে আজ্ঞা করিয়া আপনারা যে পরোয়ানা দিয়াছেন, তাহা আমার হন্তগত হইয়াছে। গ্রবর্গর সাহেব আমায় বুয়াইয়া দিয়াছেন যে, মন্ত্রীসভা প্রকৃত পক্ষে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে—স্থতরাং সে ছলে আমার উপন্থিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। সেইজন্য আমি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতে কৃথিত হইতেছি।——''

বোর্ড এই পত্র পাইরা হান্ডে হাড়ে জলিয়া উঠিলেন। সেই দিনের সভায় নিম লিখিত মন্তব্যটী স্থিনীকৃত হইল—"যে গবর্ণরের বেনিয়ান কাস্ত বাবু একজন সামান্য লোক হইয়াও গবর্ণরের পৃষ্ঠপোষকভায় ও উৎসাহে বোর্ডের আজা অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছে। এইরপ কার্য্য স্বারা গবর্ণরের চরিত্রে বিলক্ষণ দোষ পড়িতে পারে এইহাদারা প্রমাণ হইতেছে যে, গবর্ণর রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা ও গঢ় মন্ত্রণা ভাঁহার সামান্য ভ্তাদিগের নিকট খুলিয়া বলিতে ও এই প্রকার মান হানিকর কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে কোন মতে সক্ষ্রিত হন না।"—[ ক্রমশং। ]

## কথার উপকথা।

( घृगा।)

ছেলে বয়সে কে না উপকথা শুনিতে ভাল বাসে। আইমার পাশে বোসে ছোট ছোট ভাই বোন্ একত্র হোয়ে চুপ্ চাপ্ কোরে ধরের কোণে গুড়িস্থড়ি মেরে—আজ ধারা থুব

ভারিকের মধ্যে, দেখলে ভয় লাগে, পাকা দাড়ী গোঁপ নিয়ে গন্তীব হোয়ে তাড়া বখন দেন প্রাণ শুকিয়ে যায় —ভারাও এককালে বাড়ীর ছোট ছেলেটির চেয়েও ছোট ছিলেন এবং তাদেরই মত উপকথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। উপকথা শুনতে যাদের ছেলেবেলা ভাল লেগেছে—তাঁরা বড় হোয়েও অনেক উপকথা নিয়ে থাকেন। আমার ধর আক্ষকাল কথার উপকথা থ্ব ভাল লাগে। আমি চুণচাপ কোরে ঘরের কোনটিতে বসে ভাবি— আচ্ছা. রোজ রোজ যে কথাগুলি আমরা সকলেই যথন তথন বলি—কোন দেশের, কত দিনের, কত লোকের কথা দে গুলি! চিরদিনই কি সে একটি কথার একই মানে ছিল— না গাছের যেমন শাথাপ্রশাখা বাড়ে, তেমনই ক্রাটির ভাল পালা হোয়েছে? বড় গাছের গায়ে যেমন পরগাছা জন্মার, ভাষাভেও জেমনি কে জানে, কোথা থেকে কত কথা এসে কেমন আপৰা আপনি নিজের স্থানটি খুজে নিয়ে খুকিয়ে থাকে—দিন কতক পরে দেশীয় কথা বোলে ভূল হয়-একবার মনেও হয় না যে পর দেশের কথা-দূর করো ছাই—ও কেন এখানে ? ডবল পয়সা—হ ডবল, তিন ডবল—ক্থ্যকটিতে 'ডবল' ইংলাজী হইয়াও তাহার অন্য মানে হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে চাকর ষেমন অনেক দিন বাস্থালী বাড়ী থাকলে আধ্থোট্টাই আধ বাঙ্গালা কথা নলে—তেমনই বিদেশের কথাগুলির ভাব জ্বে থানিকটা বদলে যায়—আমাদের কানে জার নৃতন লাগে না

আইমার কাছে যেমন কত অত্ত রাজ্বাজ্যার কথা—দেশ বিদেশের কথা ভনেছি— আজ তেমনি কত পুরাতন জীৰ্ণ পুঁথি ইত্যাদি নিয়ে কত কথা শিখি। যেমনই তোমার বয়স হোক্ না কেন যদি একবার কথার উপকথা মন দিয়ে শোন, তা হলে ছোট ছেলের উপকথা শোনার ইচ্ছাকে ছণা করবে না—এই ধর ''দূণ্।'' কথা। ভার উপকথা শোন।

তুমি বয়স্ক লোক, ছোট ছেলেকে ঘূণা কর— হুমি দেশ হিভৈষা, ইংরাজ ঘূণা কর— ভুমি বৃদ্ধ হিন্দু-সমাজ-সংস্থারক নবা সম্প্রদায়কে ছণা কর-জ্বার ভূমি হিন্দু স্থূলে পড়, হেয়ার ফ্লের ছাত্রকে ঘূলা কর, সে পাড়াগেঁরে ছেলেকে ঘূলা করে। মেজাজ 'গরম' হলেই লোকে অন্যকে দ্বা করে—সেত স্বাভাবিক। আর যার গায়ে **চর্ক্রি অধিক**—তুধ, খি থেয়ে এক ই বুনিয়াদি রকম ভূড়ি যার, তিনি ত ফ্রীণ অভুক্তকে ছণা করেন—আর তাকে দেখে খানিকটা দুঃখও করেন।

আচ্ছা বল দেখি যে ''মৃত পারী'' আর মেজাজ যার ''গরম'' তাঁদের স্বভাব ''ম্বণা' করা ८कन ?

'श्वा' অনেক नित्तत कथा—यङ नित स्था উঠে—यङ नित थटत (तार्न ''नलन-वर्षा'' হয়, তত্তদিন কথাটি আছে—আর্থ্যরা খুব ছিলেন, আমাদের চেয়ে খুব বড় ছিলেন, ভাল ছিলেন, জানতের অনেক—তবু রোদে দাঁড়ালে তাঁদেরও মাথার "বাুম" পায়ে পোড়ত— ''ছ**ণা'' কথাটি আ**ৰ্য্য, পূৰ্ণ মাত্ৰায় আৰ্য্য-ঋক্ৰেদে পৰ্য্যন্ত পাওয়া যায়।

"বেমন ঘূণ| হইতে ছায়ায় তেমনি তোমাতে আমরা আতায় পাইয়াছি" (ঋকু-৬:১৬:১৩৮)

উপরের শ্রোকে 'ঘূণা' অর্থে ''উত্তাপ''। আবার অন্য স্থানে ''ঘূণা'' অর্থে ''গ্রীম্মকাল''। " কি ঘূণায় কি শীতে আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইও"

(秋季-50:09:50)

যে "ঘূণার" অর্থ "গ্রীশ্ব"—তাহারই অর্থ "ম্বর্ম"—আবার কালে হিতোপদে**শ লেখকের** সময়, তাহার অর্থ "দয়া"

अर्थी, वृशी, देजािम"---

আছে। তাহাই যদি হয় তাহ'লে এই বিভিন্ন । 'ষৰ্মা' অৰ্থ 'খাম'' এবং 'গ্রীম্ম'— আর 'ছেনা' এবং 'বিশ্বের' একই দ্যান্ত--'ছ ধাতু হইতে। ধাতুর অর্থ পরে ঠিক করিব। এখন দেখা যাকু যে আগেকার আর্যা 'ঘূণা'—যাহার অর্থ 'গ্রীম্ম' এবং ঘর্মাছিল তাহাই কালে—'দয়া' অর্থাং সংয়ের উত্তাপ হইতে নিতান্ত বাঙ্গালী ''ছেল্লা'' কেমন কোরে হোয়েছে। আমরা দিন দিন খারাপ হোয়ে যাচ্ছি বটে—কিন্তু ভাই বোলে আমাদের শরীরে দয়া নাই আর ভার পরিবত্তে ঘূণা হোরেছে বলা নিশ্চয়ই ভুল। क्रभरमुत छेखान, रक्षम, इटेरल्डे मम्रात छेर्प्यक इथ---आत गोहा मम्रात वज्र लाहा खरनक সমর নিভাম্ব নীচ এবং হেয় অর্থাং ছূপেয়। এখন দেখিলে আর্ঘ্য ''ছূপার'' আজ কাল কেমন অসাধু অনার্যা ভাব হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইং পাজী (ঘূণা) Haleএর ইতিহাসটা দিয়ে আমার মনে যে পক্ষপাতীত্ব নেই প্রমাণ করা যায়। ইংরাজী Hate (হেট) কথাটি এবং Haste (হেণ্ড —তাড়াতাড়ি) একই কথা—এবং পূর্কে তাড়িয়ে নিয়ে ষাওয়া—পশ্চা-দত্সরণ করা বুঝাইত। ক্রেশে দেখ, াজের লেকে ধে—অর্থাৎ যে তাড়াতাড়ি নিজের কাজ শেষ করে—নিজের যাহা তাহা চোখে রেখে চলে, ক্রমে ত : স্থার্পর নীচাশয় হওয়াই সম্ভব, এবং শীঘ্ই সে যে ছণার পাত্ত হয় তাহা আর আশ্চর্যাকি ? যেমন আমাদের "গুণা"র অবনতি হোয়েছে পুরাতন ইংরাজী 'ান (হেট) ও আধুনিক খন্তীয়ান hateএ পরিণত হয়েছে।

এখন দেখা ষাক্ " য় '' ধাতুর অর্থ কি ? যদি " য়ত ' " য়পা '' " মর্মা " এক বংশের হয় এবং তাহারা নিশ্চয়ই এক বংশের--তাহা হইলে "ঘু" ধাতুর কি অর্থ হওয়া সন্তব গ

" অগ্নিকে মৃতাত্তি দিয়া মূণিত করি '' ( উজ্জ্বল করি )—( ঋক্ ২ঃ ১০ঃ ৪ ) অতত্রব " ছ " ধাতুর অর্থ " মহণতা উৎপাদন করা " " উজ্জ্বল করা " হওয়াই সম্ভব। ষাহা মহণ তাহা স্থন্দর এবং উজ্জ্বন, তাহা ভাল বাসিতে, ইচ্চা করে, তার গায়ে হাত দিতে সাধ যার, আমরা তাহাকে "লেহ" করি। "লেহ" কথাটির অর্থ "তৈল" এবং " ভালবাস্যু " উভরুই। শুধু যে আমাদেরই—অসভা বাঙ্গালীর " স্নেহ " কথায় তৈল বুঝার এমন নহে। ঐীক হইতে ইংরাজি বাইবেল অমুবাদিত, তাহা হইতে একটি সাম (Psalm) इलिया निट्डिছ।

"দেখ ভাই ভাইয়ে এক সঙ্গে বাস করা কেমন ভাল এবং তৈলাক (শ্লেহময়— Cr: Charien)

"সে Aaronএর (এয়ারণের) দাড়ি বহিয়া বে মহামূল্য তৈল ( Ointment ) পড়িয়াছিল—এমন কি দাড়ি হইতে কাপড়ের মুড়ো পর্যান্ত গড়াইয়া পড়িয়াছিল—সেইরপ।"
( বাইবেল, সাম, ১৩২ঃ২ )

কিন্তু আধুনিক ইংরাজীতে 'Oily tongue" (তৈলাক জিহ্বা) শ্লেহময় কথা বে বলে তাহাকে বোঝায় না,—অর্থটি নিতান্ত অন্মরকম। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদিগেরও তৈলে অনাদর হইয়াছে—আমাদিগের চরিত্রেও থানিকটা লেহের অভাব প্রতীত হয়।

এখন বুঝিয়াছ বে ' ঘৃতপায়ী বে এবং ''গরম'' মেজাজ ধাঁর তাহাদিগের চরিত্রে ''ঘুণা' প্রবল কেন?

ঝরেদে অগ্নির অবের নাম "হৃতপৃষ্ঠাঃ" "ছৃতন্ধাঃ" দেখিতে পাওয়া বার—অর্থাৎ বাহা-দিগের পৃষ্ঠ হৃত-মার্জ্জিত মহণ, এবং উজ্জ্বল।

"ঘূণা' আবার যে মরের মেয়ে সেই বংশের আর এক পক্ষ হইতে ''হরি'ও 'হরিং'' ঝকে সূর্য্যের অধ্বহরের জন্ম; নামের অর্থ উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। তাহাদিগের আরও অনেক নাম আছে। প্রাভাতিক আকাশের রক্ষ হইতে নামগুলি গৃহীত। যথা ''অরুব' ''অরুণ'' 'রোহিত'। শেষ চুইটীর অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। ''অরুব' অর্থ সায়ন বলেন 'হিংসক-রহিত'' (ঝকু ১৯৬১) অর্থাং তাহা অগ্নির অন্যতম নাম।

সূর্য্যের অশ্বকে ছাড়িয়া বনের "হরিণে'ও উজ্জ্বল রক্তপাটল বর্ণ হইতে তাহার নাম দোখিতে পাই। Shelley (সেলী)তে বখন পড়ি Queen Muboa (কুইন ম্যাব) বোড়ার মূথে আলোকের রশ্মি (Reins of light) তখন ঋগেদের "হরিং"দিগের কথা মনে পড়ে, অকুণের রক্তরশাসংযত অথের ছবি চকুর সমূধে দেখিতে পাই।

আবার নিজের দেশ ছাড়িয়া, নদী পর্বত সম্ত্র পার হইয়া 'হরি'বংশের কয়েকটি দেবী ক্যাকে প্রাচীন গ্রীসে দেখিতে পাই। একটি, "কেরিস' ওাঁহার নাম (charis) গ্রীসে তিনি রতিদেবী। অন্য তিনটি ভগ্নী 'কেরিটীস' (charites) যাহাদিপের স্বভাবের পূর্ণ অকলক মাধুর্য্য এবং অক্লের পূর্ণ নির্দোষ সৌল্ব্যের জন্য (Graces) নামে অধিকতর জানিত—ভাঁহাদিপের নামের অর্থ 'উজ্জ্বল'। ক্রমে উষার মধুর শোভা ভাঁহাদিপের ছিল বলিয়াই ভাঁহারা উষা নামে ধ্যাত হন্। বেদের 'উষার' মত ওাঁহারা, "ভূহিতাদিবং" আকান্যের কন্যা। Zeusও হ্যাঃ একই দেবতার নাম।

কালে "কেরিস" "কেরিটিস" ভগ্নীদিগের সঙ্গে মিশিরা বান। তাঁহার বভন্ত অন্তিত্ব লোপ পার, কিন্ত বংশদোষ—তেলি বংশে জন্মের দরুণ—যাবে কোথার! তাুহাদিগকে আমরা সাইপ্রাস্ (Cyprus) দ্বীপে বৃদ্ধ পিতা Zeus (ঝেউস)এর সমূথে তৈলপাত্ত হতে দেখিতে পাই (Whom they wash at Paphos and anoint with Oil.)। ভনিলে হাসি পায় বে গ্রীদের সৌন্ধর্যের দেবীদিগের তেলি বংশে জন্ম। আমাদিগের সমরেও তেলি বংশে ছ একজন বড় লোকের জন্ম হইতেছে। গ্রীক পুরাণের সাহায্যে তাঁহাদিগের মাহান্ম্যের কারণ বুঝিতে পারি। আজকাল তেলি মালি বে কেহ হন্ না কেন যদি আর্য্যবংশের দোহাই দেন, হঠাং তাঁহাকে ঠাট্টা তামাসা কোরো না। কে জানে কোন জন্মীপে পথ ভ্রষ্টা কোন আর্য্যার সন্তান সন্ততি তাঁহারা! চুপ কোরে মেনে নিও, বাক্বিতওা কোরো না। বিশেষ এই গ্রীম্ম প্রধান দেশে যদি স্লিগ্ধভাবে মৃত চুগ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকতে চাও, তবে কাহাকেও ম্বলা দেখিও না। গরমের দিনে একটা কথা নিয়ে এত তর্ক কোরে গলদ্বর্দ্ম হবার দরকার নাই।

আবার বে দিন দেখা দেব সে দিন আর একটি কথার উপকথা বলিব।

আমার কথা ক্রলো
নটে গাছ্টি মুড্লো
বা কথা বনে
যথন বলি তথন আসিদ মনে।

শ্ৰীআগুতোৰ চৌধুরী।

### পঞ্জাব ভ্রমণ।

(२)

#### লাহোর। •

ি আমার অমৃতসর নগরের বিবরণে ভারতীর ছাপাধানার প্রভুরা একটা জায়গায় নিতান্তই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। গ্রাহারা ছাপাইয়াছেন "গোবিন্দগড় নগরের বাহিরে একটি হুর্গ। রণজিৎ সিংহ আরাম ও আদন্দ উপভোগের জন্ম এই সুরক্ষিত বাগান নির্মাণ করেন। এখন আর সে উচ্চ প্রাচীর নাই—ভূমিসাৎ করা হইয়াছে।" গোবিন্দগড় বেচারী এখনো বেশ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার প্রাচীর আগেরই মত উচ্চ আছে—ইংরেজ সেনা এখন সেখানে পাদ চারণা করে। উদ্যান গোবিন্দগড়ে আগেও ছিল না, এখনও নাই। আমি উদ্যানের কথা লিখিয়াছিলাম বটে—সে উদ্যানের নাম রামবাগ। তাহার সহিত গোবিন্দ পড়ের কোন সম্বন্ধ নাই।

অমৃতসর দেখিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন ৯ টার সময় রেলে উঠিলাম। অমৃতসর হইতে লাহোর হুর্ঘটনার পথ। মধ্য পথে আটারী নামক একটী মুদ্র প্রাচীন শিখ সহর। ষ্টেশন হইতে আটারী বেশ দেখায়। আটারীর ইতিহাস আছে। গৌর সিং নামে একজন সিধু জাট এই সহরটির সংস্থাপনা করেন। আটারীর সন্ধারেরা

গৌর সিংহের বংশধর। শিধদের সময় ইহাদের অনেক ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল। রাম-নগর ও চিলীয়ানওয়ালায় যে শের সিং লর্ড গফকে খোল খাওয়াইয়াছিলেন, সে শের সিং এই আটারীর একজন সন্দার ছিলেন। সোর্ত্রায়ের যুদ্ধ বাঁহাদের মনে আছে, তাঁহাদের আটারীর বৃদ্ধ সন্দার স্থাম সিংহকেও মনে আছে। শিথকলঙ্গ লাল সিং ও ডেজ দিংছের বিশাস্থাতকতায় শিখেরা এ যুদ্ধে পরাজিত হয়—অভ্যথা তাহাদের জ্যের কোন সন্দেহ ছিল না। তবে এ কথা বলা উচিত যে লাল সিং আর তেজ সিং পঞাবী জাট শিখ ছিল না। ইহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্শীর ব্রাহ্মণ সন্তান-পঞ্চাবে যাইয়া শিখ ধর্ম অবলম্বন করে। সোত্রায়ের যুদ্ধকেত্র ছইতে যখন লাল সিং আর তেজ সিং বিশ্বাস-ছাতকতা করিয়া পলায়ন করিল, তখন বৃদ্ধ শ্রাম সিং শিখ ধর্ম ও রাজ্যের জন্য আন্মোং-সর্গ করিবেন বলিয়া আপাদমস্তক খেত বন্তপরিহিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন শিধনিগকে বার বার একত্র করিলেন, এবং অবশেষে পরাজিত, হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রাম নিংছের মৃত্যু সংবাদ ধর্ষন আটারী পৌছিল, তর্ধনি তাঁহার পতিগতপ্রাণা স্ত্রী চিতারোহণ कवित्तन ।

১১ টার সময় গাড়ী লাহোরে পৌছিল। লাহোরের ট্রেশনটা একটা ভুর্গের মত দেখিতে। ষ্টেশনের বাড়ীটার উপরে চারি দিকে বুরুজ। সর্দার — সাহেবের গাড়ী আমার জন্ত ষ্টেশনে আসিয়াছিল। আমি ৫।৭ মিনিটের মধ্যে যাইয়া সর্দার সাহেবের সায়্রথে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার একজন পরিচিত লোকের বাটীতে ছিলেন। আমি অতিথির বাটীতে অতিথি হইলাম। বাড়ীটা প্রকাণ্ড—সন্মুধে অতি বড় চত্তর—চার-দিকে উচ্চ প্রাচীর-চত্বর মধ্যে একটা মস্ত বটগাছ। বাড়ীর পণ্চাতে একটা মস্ত সরাই। ভাহাতে খত শত লোক সর্বদাই **দেখিতে পাও**য়া যায়। পথিকেরা কেহ আসিয়া ভাহাতে षालं नहेर्टिक, त्कर वा हिन्सा सरिएक्ट। व्यक्तिकाश्म मत्राहेनामीहे खन्न-वादमात्री কাবুলী দেখিলাম। তাহারা কাবুল হইতে ঘোড়া লইয়া বেচিতে আসিয়াছে। অসংখ্য ৰোড়া সরাই প্রাক্তণে বাঁধা বহিরাছে। দালাল ও ধরিদদার ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখি-**एउट्ड**। इंशांत जात्न कथाना मताई (मिथे नाई। मताईहै। अतनी क्रिनिम वर्षे। वाक्रमान আমাদের চটা পর্যান্ত ছিল, তাও এখন প্রার উঠিয়া গিরাছে। পরিকেরা চলিতে চলিতে প্রান্ত হইলে বা রাত্রি উপছিত হইলে প্রধ্রীত্তে কোন হাটে বা বালারে গিয়া উপছিত হইতেন। ৰাজারে এমন হ একধানি দোকান সর্ব্বতই থাকিত মাহাতে চাল, চাল, হুদ, তেল, হাঁড়ি, কাঠ, তেঁ তুল, চিড়া সূর্ম্মদাই পাওয়া বাইত। সে দোকানেই পৃথিক ক্লানা ৰান্না করিয়া আহার করিতেন, ও নিদ্রা বাইতেন। এ দেশে স্বাই আন্যে রকম। সরাই একটা প্রকাশ্ত জিনিস। সুদ্ধাদির ভব এদেশে চিরকাল—ভাই সরাই এক একটা হর্নের মত তৈরারি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর-নাঝ খানে প্রকাণ্ড চত্তর-প্রাচীরের সঙ্গে সংক ভিতরের দিকে চত্তর-প্রমূব হইয়া লাভ লাভ কোঠা। পা**বিকেরা এই স্ব মত্তে** 

আশ্রর লয়। সমূবে একটা দালান বা বারান্দা থাকে, ভিতরে একটি কুঠরি থাকে।
দালানে পথিকেরা বসে, আরাম করে, আহার করে, কুঠরিতে জিনিস পত্র রাখে। এক
এক সরাইতে শত শত লোকের স্থান হয়। সরাই একটা প্রকৃত বাদসাহী ব্যাপার। পূকরিণী খনন, অয়ছত্র স্থান বেমন আমাদের বাসলায় প্ণ্যকাল, এদেশে সরাই নির্মাণ
তেমনি প্ণ্য কাজ। হিশ্বাও সরাই নির্মাণ করে। সরাইতে হিশ্ব মুসলমান, উচ্চ নীচ
সকলেরই সমান অধিকার। একজন যেতর যদি পিরা সরাইবের একটি খরে আশ্রর
গ্রহণ করে, মহা আমীর আসিলেও তাহাকে সে য়য় ছাড়িতে হয় না।

नारशास्त्रत প্রাচীন ইতিহাস নাই। আলেকুজাগ্রার বর্ধন ভারত আক্রমণ করেন, লাহোর বোধ হয় তথন একটি ক্ষুদ্র স্থান ছিল, কেননা গ্রীক ইতিহাসলেধকগণের কিতাবে কোথাও লাহোরের নাম পাওয়া বার না। খৃষ্টের সপ্তম শতাকীতে বধন মুসলমানেরা পঞ্চাব আক্রমণ করে, তথন লাহোর আজমীরকুল-সন্তুত চৌহান রাজগণের অধিকারে ছিল অনুমান করা যায়। দশম শতাব্দীর শেব ভাবে গজনীর স্থলতান শবওঁগীন লাহোরের রাজা জয়পালকে পরাজিত করেন—তিনি জহোর বা আত্মবলিদান করিয়া প্রায়ন্ডিত করেন। অপমান হইতে বাঁচিবার জন্য চিতারোহণকে জহোর বলে। জয়পালের পুত্র অনঙ্গ পাল পেশোয়ারে গজনীর মামুদের সঙ্গে বুদ্ধ করেন। অনঙ্গ পালের পর ছিতীয় জয়পাল লাহোরের সিংহাসনে বসেন। মামুদ ১০২২ শৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাজিত করেন। লাহোরে এই বার হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হইল। ইহার পর শ ধানিক বৎসর কাল পর্যান্ত গজনীর স্থলতানগণের নিয়োজিত শাসন কর্তারা লাহোরে রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ (वाती यथन ১১७० वंहाटक शक्रनी छाड़िया मिल्लीएड जानन जिश्हाजन छानन करतन, লাহোর তথন দিল্লীর শাসনে আসে। মুসলমান রাজইকালে ডাডারীরা যতবার আফগান বা পাঠান রাজত্ব উঠাইয়া আপন রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা পায়, সকল বারই লাহোরে তাহারা বড়্যন্ত করে—লাহোরই পাঠান রাজত্ব ধ্বংস করিবার জন্ত বড়বদ্ধের স্থান ছিল। **জেकिन गँ।** ১২৪১ **प्** होत्स नारहात मु∮न करतन—रेजमूत ১०৯৭ **पृष्ठारस**। ১৪৩७ मृष्टोरम दिरलाल भा लामी नारहात अधिकात करतन। दिरलारनत शीज मीन भा, यिनि लाट्यात्त्रत भामन कर्डा ছिल्लन, वित्याशी श्रेषा वावत्रत्क निमञ्जल कतिया शार्थान। বাবর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর সুর্গন করেন। দৌলত এই প্রস্থারে সন্তুষ্ট না হইরা বাবর চলিরা পেলে ভূঁাহার বিক্লছে বড়বন্ধ করেন। বাবর আবার আসিরা দৌলতকে পরাজিত कतिया मर्रमना नित्नी बाद्धा करतन, शाठीन स्मना शानिनरथ भवाक्षिण कतिया ১৫२७ পৃষ্ঠাবে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

মোগল সমাটদের সময়ই লাহোরের চরম উন্নতি ও পৌরবের সময়। তাঁহারা লাহোরকে এক প্রকার রাজধানী করিয়া তুলিরাছিলেন। কত মসজিদ, কত উদ্যান, কত প্রাদাদ বে তাঁহাদের সময়ে নির্মিত হইরাছিল বলা বায় না। লাহোরের ধনসম্পত্তি,

ব্যবসা বাণিজ্য তখন অসামান্য ছিল, লোকসংখ্যাও খুব বেশী ছিল। এখন লোকসংখ্যা একলক একত্রিশ হাজার মাত্র। তখন লাহোর শালিমার পর্যান্ত ও শালিমার হইতে মিয়াঁমীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৫৬ ক্রোশ জায়গা ভগ্ন মসজিদ, স্মৃতিপ্রাসাদ, পুল্পোদ্যান প্রভৃতিতে পূর্ব। মোগলদের সময়ে লাহোর ছত্রিশ বিভাগে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান লাহোরে তার নর্টি মাত্র বিভাগ পাওয়া বায়—অর্থাৎ, লাহোর তথন এখনকার লাহোরের অপেক্ষা বিস্তারে চতুর্গুণ ছিল। সাজাহান বাদশাহের সময়ে লাহোরের পরিধি বোধ হয় অন্যূন ১৬।১৭ মাইল ছিল। বিস্তারে চতুও প হইলে লোক সংখ্যায়ও বোধ হয় ত্রিগুণ কি চতুগুণ ছিল। ত্রিগুণ হইলেও লাহোর তখন চার লক্ষ লোকের বাসস্থান ছিল। ভ্মায়নের ভাই কামরান সর্বাত্তে প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়া লাহোরের শোভা সম্বর্দন করিতে আরম্ভ করেন। ভাঁহার নির্শ্মিত একটি বারদ্বারী রাভীর অপর তীরে আজও দাঁড়াইয়া আছে, অদৃষ্টক্রমে এখন ইংরেজ গবর্ণমেট তাহাকে টোল হাউসে পরিণত कृतिशाह्य । সমাটकूलत ताङा चाक्यत नाट्यात चरनक সময় वाशन कृतिएन। এই খানে তিনি দেশীর বিদেশীর পণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন লইরা তর্ক বিতর্ক করিতেন। এইখানে আকবরের অসুজ্ঞাক্রমে মুসলমান ধর্মের ইতিহাস লিখিত হয়; মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী পারস্যভাষার অনুবাদিত হয়। আকবর লাহোরের কেলা অনেক বাডাইয়া বান, আর নগর প্রাচীর-বেষ্টিত করেন। এই প্রাচীরের বাহিরে অনেক বড় বড় বাজার ও সহরতনি ছিল; তাহার। এখন বহুকাল অনুষ্ঠ হইয়াছে। সাজাহান ষধন আপনার পিতার বিরুদ্ধে অন্ত উত্তোলন করেন, তখন তিনি লাহোরের চুর্গ অবরোধ করেন। তিনি সহজেই জাহাঙ্গিরের সেনা কর্তৃক পরাজিত হন। সাজিহানের অমুচর-গণের মধ্যে ৭০০ লোককে লাহোরের সিংহ ঘারে ঘারে শূলে বসাইয়া প্রাণে বধ করা হয়। हेटानिरांत मर्था এक खत्नत नाम चर्च्यनमल हिल। देनि निथनिरांत हर्थ छत्र, আর ইনিই শিখদিগের ধর্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব সকলন করেন। অর্জ্জুনমলের দিছার হত্যার দিন অবধি শিখেরা মুসলমানদের উপর ভরানক ক্রোধ, বিষেষ ও শক্রতা হৃদরে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। তাই ১৮৫৭ বৃষ্টাকে ধবন নানাসাহেব দিল্লীতে মুসলমানের জন্ন পতাকা উড়াইলেন, শিৰেরা ইংরাজ পক্ষ হইরা মুসলমান ও তাহাদের পক্ষীয় পূর্ব্বীয়া দৈন্যদিগকে পরাজয় করিতে কৃতসক্ষম হইল। ঔরক্ষজীবের মৃত্যুর পর হইতে লাহোরের শোভা সমৃদ্ধি কমিতে আরম্ভ হয়। শিধেরা তাহাদের প্রম শত্রু ঔরক জীবের মৃত্যুতে উৎসাহিত হইয়া লাহোরের শাসন কর্তাকে একটা যুদ্ধে পরাজিত করে। তাহার পর শিবেরাই পরাজিত হয়। ১৭০৮ বুঁ ছাব্দে নাদীর সা ষধন লাহোরের ছারে উপস্থিত হন, লাহোরের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কুড়ি লক্ষ টাকা ও কতকগুলি ছাতী দিয়া লাহোরকে লুগন হইতে রক্ষা করেন। ইহার কিছু কাল পরে লাহোরের খাসনকর্তার সহিত শির্থদিগের অনেক কুল কুল কুল বুদ্ধ হয়। একটা বুদ্ধে শিধেয়া পরাজিত ছইলে

কতকণ্ঠলি শিখ বলীকে লাহোরের উদ্ভর পূর্ব্ব পার্শে হত্যা করা হয়। সে ছানের নাম আজও শাহিনগঞ্জ। "শাহিন" কথার মানে ধর্ম্ম বা দেশের জন্য বে প্রাণত্যাগ করে—ইংরেজিতে বাহাকে মার্টার কহে। তারা সিং এই শাহিদগণের নেতা ছিলেন, তাঁহার নামে এখানে একটি মন্দির আছে। এই সময়েই লাহোরের ব্যবসায়ীরা অনেকে লাহোর ছাড়িয়া অমৃত্তসর ও জন্যান্য সহরে বাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। লাহোরকে এই সময়ে জনেক বৈদেশিক আক্রমণ সহু করিতে হয়। শেষ আক্রমণের কর্তা দ্বানী আমেদ সাহের বংশধর শাজামাদ। তিনি ফিরিয়া বাইবার সময় রণজিং সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বান। রণজিং সিংহ ক্রমে কত বড় রাজ্য সংস্থাপন করেন, শিখ দিগকে কত বড় সাহসী ও বোদ্ধা জাতি করিয়া বান, কিকরিয়া ইংরেজ সে রাজ্য আজ্সাৎ করেন, তাহা পাঠক ইতিহাসে দেখিবেন.।

এখন লাহোর কেম্বন দেখিতে বলি। লাহোর একটি রুত্তের মত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আকবর খাঁ প্রথম নির্মাণ করেন। বর্ত্তমান শতা-স্বার প্রথম ভাগে রণিজং সিংহ উহা পুননির্দ্মিত করেন। ইহার উচ্চতা ৩০ ফিট ছিল। খাস্থ্যের উন্নতির আশাম ইংরেজ এখন ১৫ ফিট মাত্র রাধিয়াছেন। এই ব্রুতের ভিতরে লক্ষ লোক বাস করে—আর ২৫:৩০ হাজার লোক আনারকালী প্রভৃতি সহরতলিতে বাস করে। প্রবেশ বার তেরটা—এক একটা দ্বার প্রকাণ্ড, তুর্গদ্বারের মত দেখিতে—তুর্গদ্বারে-রই মত নির্দ্মিত। এদেশে নগরই ভগু প্রাচীর-বেষ্টিত করিবার রীতি ছিল এমন নয়, বড় রকমের গ্রামে বাও, দেখিবে তাহাও প্রাচীর বেষ্টিত। ভারতবর্ষ লুঠনের জন্যে বড म्या ताज जाशात्ज व्यातम कतिबारक, मकलके পেमाबारतत भथ मिबा भक्षात्व मर्वारत প্রবেশ করিয়াছে। এত বৃদ্ধ, এত লু গুন কখনো আর কোন দেশে হয় নাই। তাই এদেশের লোক সর্মনাই সশান্ত থাকিত, বতদুর সম্ভব সুরক্ষিত হইরা থাকিবার চেষ্টা পাইত। তাই এ দেশের সহরাদি প্রাচীর-বেষ্টিত। লাছোরের প্রবেশ দ্বারগুলির মধ্যে দিল্লী, লোহারী ও টাক্সানী সর্ন্নাপেকা প্রসিদ্ধ। টাক্সানী গেট চমংকার দেখিতে। অতি উচ্চ ও অতি প্রকাও। উপরে চুদিকে বুরুত্র—ভাহাতে কামান বসাইবার জারগা। প্রাচীরের পাদদেশ ধৌত করিয়া আবে প্রশস্ত গভীর পরিধায় জল বহিয়া বাইত। বধন প্রাচীরের উপর, সিংহদার বুরুজে দাঁড়াইরা গৈনোরা গোলা গুলি নিক্ষেপ করিত তখন শক্রর পক্ষে এই গভীর প্রশন্ত পুরিখা পার হইরা আসিরা বিংশতি হস্ত উচ্চ প্রাচীর উল্লব্জন করিয়া বা পর্মতের মত দৃঢ় প্রবেশহার ভাঙ্গিরা নগরের ভিতর প্রবেশ করা অতি স্থকঠিন ব্যাপার ছিল, भः न र नारे। এখন পরিখা মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ফলপুল্পের উদ্যান করা হইয়াছে। তৃষি এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া প্রার সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পার। প্রাচীর সহর বেপ্টন করিয়া আছে। পরিধান্থানীয় এই উদ্যান প্রাচীরকে বেপ্টন করিয়া चारक-क्विल मद्दातन छेखनाश्यन त्यथारन लारहारतन कुर्न महानर्ट्स मांक्री चारक,

সেধানে অৱ কতকটা জারগা এই উদ্যান নাই। এই জারগাটুকু হাড়া সমস্ত সহর তুমি এই উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রদক্ষিণ করিতে পার। আর এই উদ্যান যেমন তেমন উদ্যান नय- व्यक्ति यत्नात्रम উদ্যান। व्याम, क्षाम, क्यलात्वत्, পেয়ারা, কলা, নাশপাতি লোকাট, আড় ( পীচ ) র অন্ত নাই। ফুল খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় না হইলেও অনেক ও স্থুন্দর স্থুন্দর রকমের। বাগানটিতে এত লতা পাতা, এত ঝোপ ঝাপ, এত গাছ পালা, এত ফল দুল যে ওখানে গেলে পাড়া গাঁরে কোন জগলের ভিতরে আসিয়াছি মনে হয়-মানুষের কাটা কোটা, ফ্যাশন করা কোন একটা অসহ্য সভ্য বাগানে আসিয়াছি একে-बार्दारे मत्न रह ना। वादि माह्राव क्रानान रहेरा अकृषि कृष क्षेणानी अरे छेम्रात्नद्र ় ভিতর দিয়া দিন রাত কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আড়ু ধাইতে বেমনই হউক, আ চুবন ষধন মুকুলিয়া ওঠে, তখন দেখিলে প্রাণ আহ্লাদে নাচিতে থাকে। এই উদ্যানে আড়্বনের অন্ত নাই। যখন আড়্বনে নৃতন পাতা ও নৃতন ফুল হয়, তখন ইহার শোভা এ উদ্যানে অসংখ্য কমলালেবু বন। কমলালেবুর বন আর আমি কখনো দেখি নাই। ৰধন ফুল হয়, তখন ফুলে গাছ সত্যি সভ্যি ছাইয়া ফেলে, আর শত শত কমলালেরু পাছের ফুলের পদ্ধ কত মিষ্ট ও কত তীব্র ও কত ঘন, বে ক্থনো দেখে নাই ও ভোগ করে নাই, তাহাকে বোঝান অসম্ভব। প্রকে সত্যি সত্যি হাওয়া ভারি হইয়া ষায়—সৌর-**छा**जिभरका बाबू जनम हहेबा भरफ़—एमोबच्छा स्वन न्यूभा भनीती हहेबा नारक मूर्य প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তোলে। কিন্ত ভূলের গন্ধ ছাড়িয়া আমাকে এখন লাহোরী গন্ধ গ্রহণ করিতে হইতেছে। একবার কোন একটা বার দিয়া সহরে প্রবেশ কর—দেখিবে একটা অভূত গন্ধ আসিয়া তোমার নাসিকারন্ধ্ ষ্ষতি তীব্রভাবে আক্রেমণ করিবে। এ গন্ধটা যে কেবল লাহোরেই তৈয়ার হয়, এমন কথা বলিতে পারি না, কেননা অন্তদরেও ইহার আভাস পাইয়াছিলাম। বোধ হয় अरमभी महत्र मार्ट्य अनक्षेत्र धक्क इत्र। लार्ट्यादत त्राक्षाश्वान व्यथनक, अष অপ্রশস্ত বে অধিকাংশ রাস্তায়ই গাড়ী চলিতে পারে না। তাহার চুধারেই অতি ঘন ঘন ভেডালা চৌতালা বাড়ী। রাস্তার ভিতর দিয়া প্রণালী রহিয়াছে—ভাহারা অনির্কচনীয় ক্লপ ও অনির্বাচনীয় নামা জিনিসসকল বৃহন করিতেছে। সে সকল জিনিস রাস্তায় নানা স্থান দৰল করিয়া পথিকগণকে আভস্কিড করিভেছে। এ গন্ধটা হোমিওপাথদের র্ষধের মত সিম্পল্ বা অমিল নয়-এটা এলোপাধদের কম্পাউও বা মিল্ল পদার্থ। **अत्नाभाषतां अध्यान शिक्ष् हात्र ऋडि कत्रिटा भारतन कि ना मत्मह। करित्राक्षी भाहन** বেমন বনের সর্মস্ত লতা পাতা মূল হইতে প্রস্তুত, এ গন্ধও তেমনি যেন হুনিয়ার সমস্ত বদগন্ধ মিলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তবে কলিকাতার লাহোরের দিকে তাব্ধাইয়া ষ্চকে হাসি হাসিবার কোন কারণ নাই। এ দেশে ঘাঁহারা ক্ছি দিন রহিয়াছেন,

তাঁহারা জানেন গলা পার হইয়া কলিকাতার রাস্কায় পড়িলে কি অমুপম গন্ধ আসিয়া নাসিকাকে অভ্যর্থনা করে। আগে নাকি লাহোরের আরো শোচনীয় অবস্থা ছিল। এখন মিউনিসিপালিটা রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিবার জন্য অনেক যন্থ করিতেছেন। আমি উপরে বলিয়াছি রাস্তাগুলি অতি সঙ্গীর্ণ, আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে তাহারা শ্রামটালের অধিক বাঁকাচোরা। শ্রামটালতো ত্রিভন্ত মাত্র ছিলেন, ইহারা শতভন্ত। যে কারণে এ দেশের লোকেরা আপনাদিপের গ্রাম বা নগর প্রাচীর-বেষ্টিত করিত, সেই কারণেই আমার বোধ হয় ইহারা রাস্তা ঘাট সঙ্কীর্ণ ও বক্ত করিত। শক্ত দলে বলে প্রবেশ না করিতে পারে, সহক্তে প্রবেশ না করিতে পারে, প্রবেশ করিতে করিতে পলায়নের উপায় হইতে পারে, এই সব উদ্দেশ্যে এ দেশের সহরের রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ ও বাঁকাচোরা।

लाट्यादा च्यत्नक थिन पिर्वात क्रिनिम च्याद्य । महदत्र प्रेखताश्म छारेग्रा व्यकाश-কায় হুর্গ দাঁড়াইয়া। কে এই হুর্গ প্রথমে নির্দ্ধাণ করে বলিতে পারি না। এই পর্য্যন্ত জানি বে আকবর তুর্গকে অনেকটা বাডাইরা বান। বোধ হয় এ তুর্গ হিন্দুদের সময়ের-জ্যুপালা-नित्र आर्थकात । माखिशान, बाँशांत्र निया श्रामानानि निर्मात्नेत करना कनत्त्र राम সর্মদাই একটা জ্বলম্ভ বাসনা জাগিত, এই মুর্গের ভিতরে অতি চমৎকার সব হর্ম্ম্য নির্মাণ করিয়া গিরাছেন। রাজ প্রাসাদ তিনি জনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাড়াইয়াছেন। সামান বুরুজ তাঁহারই নির্মিত। ইহার বুরুজ গুলি স্কলই অষ্টভুজ (Ootngonal) সকলের বড় বে বুরুজটা তাহাতে একটি অপূর্ব্ব মার্ব্বেল প্যাভিলিয়ন আছে যাহার স্পাজে চুণী পালাদি বহুমূল্য প্রস্তর খণ্ড বসান। এই বুফ্জের নাম নওলাখ, কেননা ইহাতে নয় লাধ টাকা ধরচ হইয়াছিল। তথনকার নর লাধ এখনকার ক্রোড় টাকা विलिल ७ रहा। मार्क्सन रव विना भन्नमात्र ज्यामित्रारह, मार्क्सन-छत्रन हुने भाना ७ বে রাজা রাজ্বড়াদের পকেট হইতে আসিয়াছে, অসংখ্য লোক বে বিনা পরসায় খাটিয়াছে, কে সন্দেহ করিতে পারে <sup>৪</sup> ত**ব্**ত বা সিংহাসনগৃহ ও দেওয়ানী আমও সাজিহানেরই নির্মিত। ইহারাও মার্কেলনির্মিত ও অতি শোভাশালী। এই রাজ্ঞাসাদ তখন এক দিক रहेट खना निक भधास भीत म अब नम्ना हिन-ताली ज्यन हेरात भागतम स्रोज করিয়া চলিত। এখন রাভী রাজপ্রাসাদ হইতে এক ক্রোশেরও অধিক দূরে বাইয়া পড়িয়াছে। রাজপ্রাসাদের সন্মুধদেশ বে পোরসিলেন কারুকার্য্যে শোভিত, তাহাও সাজিহানের কৃত। এই পোর্মিলেন কারুকার্য্য সাজিহানের সময় অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল-এখন এ শিল্প একেবারে পুপ্ত হইয়াছে। পোরসিলেন ওরার্ক্ কোন দেখে थमन চमश्कात इहेज ना, अथन ए इस ना, किछ जामता रंग निवाधि अरकवारत हाताहेसा विभिन्नाहि । नाट्टाद्य छेक्नीत शांत्र ममिक्क नाटम এकि ममिक्क चाट्ट । ১७०৪ वहाटक উহা নির্শ্বিত হয়। ভিতরের দিকে মসজিদের দেওয়ালে অতি চমংকার পোরসিলেন-**७** शार्क् रत्नथा यात्र । अयन পোরসিলেন-ওয়ার্ক আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। এখন

আবার চুর্বের কথা বলি। এ চুর্বেও একটা শিস মহাল আছে। সেকালে সকল রাজ-প্রাসাদেই একটা শিস মহাল থাকা আবশ্যক ছিল। আর শিসমহালটা অতি বিশুদ্ধ वाँ शिंकितित भन्न, छाँशांकितित निकिष्ठ खातको। तक्षठाक मान श्रेति छन माधात्रानत নিকট অতি আত্চর্যা জিনিস। আমি দেখিরাছি অনেক লোক বাহারা লাহোরের হুর্গে প্রবেশ করিয়া ভূষারবেত মার্ক্সেলে খোদিত ফটোগ্রাফের মত লতা পূষ্প ফল দেখিয়া কিছুই चान्तर्ग इत्र नारे, जाराता निममरान रा कतिया क्कानमृना रहेबा चर्कचणा पाड़ा रहेबा দেখিয়াছে। রাত্রে বধন শত শত ঝাড়, ফানস লগুনের আলোতে শিসমহাল আলোকিত হইড, আর প্রাচীর হইতে, ছাদ হইতে সে আলো শত ভিন্ন রক্ষে প্রতিভাত হইয়া ঝলমল করিত তখন না জানি কতই স্থকর দেখিতে হইত। এবার শিসমহাল কথাটার মানে বলিরা দিরা শিসমহাল ছাড়িয়া চলি। আশ্চর্য্য নাই আমাদের দেশে এমন লোক থাকিতে পারেন বঁছারা শিসমহাল ভনিয়া আমরা বাহাকে শিসা বলি, সেই শিসা (Lend) নির্ম্মিত মহাল মনে করিবেন। তবেই বেচারী লাহোরের রাজপ্রাসাদের শিসমহাল মারা रान । এ দেশে আরনাকে भित्रा वरन- छाई आत्रना-महानक भित्रमहान वरन । भित्र-মহাল আয়না মহাল দেয়ালে, ছাদে সর্ব্তেই নানারকের নানা রক্মে, নানাছলে সাভান আরনা। তুর্গের ভিতরে একটা ষরে শিখদের সমরের রাশি রাশি অন্তর্শক্ত আছে। তথন-কার বর্ম্ম, তথনকার তরবারি, তখনকার শিরস্তাণ, তখনকার বলুক, তথনকার কামান, তথন-কার বল্লম, তখনকার ঢাল ইত্যাদি শত শত রক্মের অন্ত্রাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিতে হয়। একটি পিতলের ছোট কামান আছে, তাহা লইয়া নাকি দলীপসিংহ বাল্যে ক্রীড়া করিতেন। আর এখন তাঁহার কি দশা।

তুর্গের বাহিরে আসিলেই হন্দুরীবার্গ। বড় হ্লের এ ক্ষুদ্র বাগানটি—ইহাতেও অসংখ্য ক্ষলালেবুর গাছ। ইহার কেন্দ্রছলে একটি মনোহর মার্কেল প্যাভিলিরন। প্যাভিলিরনটি একটি বারঘারী গৃহ। ইংরেজেরা এ দেশের বারঘারীকে Summer house বলিয়া থাকেন। বলিতেও পারেন, কেননা বারঘারী এ দেশে গ্রীদ্মের সমরে রজনীতে আরামের ছান। বারঘারীটি দৈর্ঘ্য প্রদেষ্ট সমান। প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া ঘার—তাহাতে কবাট নাই। হতরাং বারবার দিরা অহরহ বায়ু আসা বাওয়া করিতেছে। বারঘারীর উচ্চ ভিত্তিও মার্কেলের। তাহার প্রাচীর ও স্কন্ত ওলির গায়ে লতা পাতা ফুল ফল অতি আশ্বর্য শিল্পার্কেরে। তাহার প্রাচীর ও স্কন্ত ওলির গায়ে লতা পাতা ফুল ফল অতি আশ্বর্য শিল্পার সহিত খোদিত—প্রকৃতির লতাপাতা ফুল ফল মনে হর। এ শিল্পানপ্র্যা এখন কোথা ? কোথায় এত শীঘ্র লুপ্ত হইয়া গেল—কি করিয়া গেল, ভাবিলে আশ্বর্যকু মানিতে হয়। বারঘারীটি ক্ষুদ্র বাড়ী. কিন্তু কান্ধকার্যে, শিলনৈপুণ্যে ও সৌলর্ঘ্যে একটি হীরক খণ্ড বিশেষ। রণজিৎ সিংহ ইহা নির্মাণ করেন। তবে ইহার শিল্পানপুণ্যের জন্য তিনি কোন প্রশংসার দাওয়া করিতে পারেন না। এই যে সব চমংকার কান্ধকার্যপূর্ণ মার্কেল্য প্রস্তর, ইহাদিগকে রণজিৎ সিংহ রাভীর পরপারন্থিত জিহাঙ্গীর ও আসকলার সমাধি-

মন্দির হইতে উঠাইয়া আনেন। চুর্গনারের সন্মুখে বেমন হজুরীবাগ, তেমনি রণজিৎ সিংহের ও অর্জন মলের সমাধিমন্দির। শিখগুরু অর্জ্জনমলের মৃত্যু-কথা আমরা উপরে লিঞ্চি ষাতি। তাহার সমাধিমন্দির অতি ক্ষুদ্রভান। রণজিং সিংহের সমাধিমন্দির দেধিবার উপ- -ষ্ক্র। ইহার নির্দ্ধাণ-প্রণালী মিশ্র হিন্দু ও মুসলমানী। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটা প্রস্তরের ভিত্তির উপরে একটা বড় মার্কেল-নির্মিত পদ্মতুল—তাহার চতুর্দ্ধিকে ক্ষুদ্র কুল্র এগারটি পরকুল। রণজিং সিংহের ভশ্ম মধ্যন্থিত বৃহং পশ্ম আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। বাকী পল্ল গুলি রণিন্ধিং সিংহের চার স্ত্রী ও সাত উপস্ত্রী বঁছারা তাঁহার সহিত চিতারোহণ করেন. তাঁহাদিদের ভন্ম আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। এই সমাধিমন্দিরের সহিত সংযুক্ত হইয়াই य गृष्टि कुत्र ममाधिमिक्त **चार्ट्स, जारा**त्रा त्रविक्षः मिश्ट्र भूख मराताका धतक मिश् छ পৌত্র নৌনেহাল সিংহের সমাধিমন্দির। ত্জুরীবাগের সন্মুবেই জুত্মা মসজিদ। ঔরঙ্গজীক ইহার নির্মাতা। এরপ মসজিদ দিলীর জুমা মসজিদ ছাড়া বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই। দিল্লীর মসজিদ বিস্তারে, গান্তীর্ঘ্যে ও নির্মাণ-কৌশলে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সামান্য মসজিদ নর। দেখিয়া বিশ্বরে যেন স্বস্তিত হইতে হর। ভ্জুরীব'গ হইতে ষে সোপানশ্রেণী দিয়া মসজিদ-চত্বরে উঠিতে হয়, তাহা কাবুল হইতে আনীত আত্রী নামক নানা রক্ষে রক্ষীন প্রস্তারে তৈয়ারি। এই সোপানত্রেণীর শীর্ষদেশে চতর-প্রবেশ দ্বার-এ প্রবেশ দার অতি উচ্চ, সুপ্রশস্ত ও গান্তী গ্রাণালী। রেড স্যাও টোন (Red Sand Stone) দ্বারা প্রবেশ দ্বার নির্দ্মিত। প্রবেশ দ্বার পার হইলে সন্মুখে অতি বিস্তীর্ণ ইটে বাঁধান চ হকোণ চত্ত্র। লক্ষাধিক লোক সেধানে অনায়াসে একত্রিত হইতে পারে। এবানে ওবানে গোটাকতক বট ও অবথ গাছ আছে। প্রবেশ দ্বার পার হইয়া চত্তর স মুধে দাঁড়াইয়া দেখ, জুমা মসজিদ কি গন্তীর, কি রাজঁবিক ভাবে দণ্ডায়মান। মসজিদও লাল স্যাও ষ্টোনে রচিত—ভিতরের দিকে মার্কেলে আচ্ছাদিত। দেওয়ালে বড় বড় করিয়া লতা পাতা আঁকা—ঠিক ষেন প্রকৃতির ছবি।" প্রকাণ্ড মসজিদ—বোধ হয় ৪।৫ হাজার লোক এক সঙ্গে বিদিয়া নেমাজ পড়িতে পারে। এক এক জনের নেমাজ পড়িবার জন্য এক এক शानि সাদা বা काल প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নির্দ্দের উচ্চেল মার্কেল-খণ্ড পাতা विशारकः। **अक्थानि काल. अक्थानि जाना, अर्थ वक्राय विकान वरि**वारकः। अञ्जितन চত্তরের চারি পাশে চারিটা উচ্চ মীনার বা স্বস্ত আছে--ভাহাদের কোন একটার উপরে উঠিলে লাহোর সহর পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যার। চত্তরের চুই পাশে চতুর প্রাচীরের সঙ্গে অনেকগুলি কোঠা আছে। মুসলমান্ত্রদর বধন দিন ছিল, তখন নাকি ঐ সব ষরে কোরাণ জ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যার্থী যুবকেরা আসিয়া বাস করিত ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিত। এই মসজিদের ধিনি রাজমিন্ত্রী তাঁহার নাম ফিদে খাঁ খোকা। আমাদের কুপাস-হিলের ইঞ্জিনীয়ার প্রভুরা কি কখনো এরপ মসজিদ একটা কলনাও করিতে পারেন ?

কেলা ও জুমা মসজিদের নীচে একটা প্রকাণ্ড বন্দ বা পোস্তার চিত্র দেখিতে পাওয়া

١

ষার। আমি উপরে বলিয়াছি রাভী—ইহার সংস্কৃত নাম ইরাবতী—এক সময়ে কেলার পান্দেশ ধৌত করিয়া বহিত। জুত্মা মসজিদ আর কেলা একই লাইনে। জুত্মা মসজিদের চরণও পবিত্র ইরাবতী অনেক কাল ধৌত করিয়াছেন। ঔরঙ্গজীব লাহোরকে রাভীগর্ভ ছইতে বাঁচাইবার জন্যে এক প্রকাণ্ড পোস্তা নির্মাণ করেন। তাহারই চিত্র এখন কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠক্রমে পোস্তাও বেমন তৈয়ার হইল, ইরাবতীও তেম্নি যেন অভিমানিনী হইয়া একেবারে এক লাফে ক্রোশ খানিক দূরে সরিয়া পড়ি-লেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখিবার জিনিসের মধ্যে চৌবুজি বলিয়া একটি প্রবেশ দার আছে। সাজিহানের জেবিন্দা বেগম নামে এক অতি স্থপণ্ডিতা কন্যা ছিলেন। তিনি ইরাবতী তীরে এই বিশ্রাম ভবনে বাস করিয়া অনেক ধর্ম-বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছিলেন। পঞ্চাবে ৬, হিন্দু-স্থানে আজও মৌলবীরা সসন্মানে তাঁহার কবিতাগ্রন্থ পাঠ করেন। এই প্রতিভাশালিনী জেবিন্দার বাগানের প্রবেশঘার এই চৌবুজি যাহা আমরা আজও দেখিতে পাই। উজীর খাঁর মসজিদের আমি উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার নিকটেই সোনেরি মসজিদ। ইহার পণ্চাতেই রণজিং সিংহের প্রকাণ্ড কৃপ। আনারকালীতে আজবধানা (museum)র সমুখে জমজমা নামে প্রসিদ্ধ কামান পড়িয়া রহিয়াছে। আমেদ সা আবদালী ১৭৬১ পৃষ্টাকে এই কামান ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। পানিপথের যুদ্ধে নাকি ইহার ব্যবহারও ছইরাছিল। ইহা অতি প্রকাণ্ডকার। অত্যন্ত ভারি বলিয়া আমেদ সা ইহাকে লাহোরে ফেলিয়া বান। শিব মিসিলগণের মধ্যে সর্দ্নাপেক্ষা প্রবল ভাঙ্গী (ভাঙ্গধেকা) মিসিলের हार् এই कामान **घरनक मिन थारक। त्रनकिए जिश्ह ই**हारक ১৮•२ धृष्टारक व्यविकात করেন। শিখরা ইহাকে একটা মস্ত সোভাগ্য চিহু মনে করে—মনে করে যাহার হাতে এ কামান যাইবে, তাহারই জয় হইবৈ। রপজিৎ সিংহের হাতে গিয়াছিল বলিয়া রণজিৎ সিংহের সৌভাগ্যে কাহারও সংশয় ছিল না। বহুকাল কামানটা ভাঙ্গীদের হাতে ছিল বলিয়া জমজমাকে 'ভাঙ্গীকা তোপ''ও কহিয়া থাকে। আমরা বলিয়াছি এ কামানটা আনারকালীতে আছে। প্রকৃত কথাটা আনাড়কলি বা দাড়িম্ব মুকুল। কথিত আছে বুড়ো আকবর বাদশাহের আনাড়কলি নামে একটি পরমাস্থদরী তরুণী দাসী পত্নী (Slavegirl) ছিল। বৃদ্ধ বাদশাহের পুত্র যুবক জাহাঙ্গীর নাকি এক দিন আনাড়কলির দিকে চাহিয়া হাসিয়াছিলেন। বেচারী আনাড়কলি যুবকের হাসির উন্তরে হাসিয়াছিলেন। আকবর জানিতে পারিয়া অভাগিনী আনাড়কলিকে জীবন্ত কবরসাৎ করেন। জিহান্তীর ১৬০০ খুট্টাব্দে সেখানে এক স্মৃতিহন্দির নির্মাণ করেন। সেই স্মৃতিমন্দিরে এখন সেট জেন্সেদ চর্চ্চ। স্থানাড়কলি হইতে এ রাস্তাটা স্থানারকালী নাম পাইরাছে।

শ্ৰীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যয়।

লেখক এই মাসের পঞাব ভ্রমণের গোড়ার প্রেসওয়ালাদের উপর যে দোষ চাপাইরা-ছেন, দোষটা তাহাদের একলার নহে, প্রেক্ত সংশোধনের সময় আমাদেরও ক্রটি হইয়া পড়িয়াছে। ভাং সং

#### কুড়ানো।

গ্রাম্য জমীদার মিইর বি — পালি রামেণ্টের নৃতন সভ্য হইয়া লগুন সহরে আসিয়াছেন।
মহরের সব সভ্যেরই একজন করিয়া সেক্রেটেরী আছে, মিইর বিও একজন সেক্রেটরী
নিস্কু করিলেন। এক দিন তাঁহার নৃতন সেক্রেটরীকে মিইর বি বলিলেন "দেখ কাল আমি পালি রামেণ্টে বাণিজ্য জব্যের শুল্ক সম্বন্ধে একটা বক্তা দেব।" সেক্রেটরী
বলিলেন 'কাল ? তা হ'লে যে দেখছি আর মোটেই সময় নেই, তা যাক্ এক রকম করে
হয়ে যাবে এখন, আপনি কোন পক্ষে বলতে ইছে করেন''? মিইর বি বলিলেন 'বাণিজ্য
জব্যের শুল্ক থাকা উচিত নয় এই কথাই আমি বলব''। সেক্রেটরী আর কিছু না বলিয়া
পন্তীরভাবে মাথা নায়াইয়া চলিয়া গেলেন। সেক্রেটরীর রকম সকম মিইর বির নিকট
একটা রহস্য বলিয়া মনে হইল, তবু তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহ্স করিলেন না,
তিনি নতন মেম্বর, কি জানি কি জিল্ফাসা করিতে কি জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের জ্বান্তাটা
প্রকাশ করিয়া বিস্বনে। তার পর দিন সকাল বেলা একখানি কাগজ আনিয়া সেক্রেটরী
মিইর বির হাতে দিলেন। মিইর বি বলিলেন "এটা কি'' সেক্রেটরী উত্তর করিলেন
"আপনার বক্ত তা' 'আমার বক্ত তা'' ? মিইর বি আশ্বর্য হইয়া গেলেন।

সেক্টেরা বলিলেন ''আছে ই।—বাণিজ্য ভব্যের শুল্ক নিবারণ করা সম্বন্ধে পালি রি-মেটে আপনার যা বলতে হবে, তাই লিথে ঠিক করে এনেছি'। মিউর বির আর ধৈর্যা রহিল না, সরোধে বলিলেন "হতভাগা-লক্ষ্মীছাড়া—আমি কি বলিব না বলিব তুমি আগে থাকিতে তাহা হুক্ম করিয়া দিবে, আর আমি সেই হুকুম শুনিয়া চলিব!''

নিষ্ঠর বি সেক্রেটরীর এই মহা অপরাধের শাস্তি হরপে তৎক্ষণাং তাহাকে গলহস্ত প্রদান করিয়া বন্ধুবর নিষ্ঠর ডির নিকট মনের কথা খুলিয়া শান্তিলাভ করিতে আগমন করিলেন। বন্ধুকে সেক্রেটরীর প্র্নির কথা আনু শুর্দিক খুলিয়া বলিয়া সেই স্পর্ধার প্রমাণ করণ তাহার লিখিত বক্তাটী পৃষ্যস্ত বন্ধুকে দেখিতে দিলেন। মিষ্টার ডি পালি য়ামেন্টের একজন পুরাতন সভ্য, তিনি বন্ধুর অপমান-দঃ ক্রদয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি সিন্ধন করিয়া বক্তৃ তাটী পড়িতে আরস্ত করিলেন, পড়া হইলে বলিলেন "বড় স্পর্ধাই প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে যে তাড়াইয়া দিয়াছ অতি উত্তম করিয়াছ, বুদ্ধিমানের কান্ধ করিয়াছ"। বন্ধুর ক্রণায় নিষ্টর বি সে দিন অনেকটা শান্তি লাভ করিয়া তাহার পর দিন ভনিলেন যে তাঁহার তাড়িত সেক্রেটরী তাহার বন্ধুর সেক্রেটরী নিসুক্ত হইস্লাছে।

প্রোকেসর জি এক বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে দেহতর সম্বন্ধে লেকচর ণিতেছিলেন। সাত বংসর অস্তব আমাদের শরীরের যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে সেই কথা বলিতে বলিতে তিনি একজন বালিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন " Miss A--তৃমিও সেইরূপ সাত বৎসর পরে আর এ Miss A থাকিবে না"।

Miss A লক্ষায় মুখ অবনত করিয়া বলিলেন 'আমি অস্তরের সহিত তাহাই প্রার্থনা করি।"

মিষ্টর 'কে' তাঁর ষরের জানালায় বসিয়া একথানি বই পড়িতেছেন, এমন সময় পাশের খালি বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য একজন ভদ্রলোককে তাহার স্ত্রী ও একটি কচি ছেলে সঙ্গে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিলেন—স্ত্রী মহা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন "না—না—তা হবে না—ছেলেটা রাত দিন ট্যা ট্যা করে কাঁদবে—আর আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, ওদের ও বাড়ী কখনই নিতে দেওয়া হবে না। তুমি এর ষা হয় একটা উপায় কর—ওখানে গিয়ে—বাড়ী ভাল না, জল পড়ে কি ভিজে এই রকম ষা হয় কিছু বল''। স্বামী বলিলেন "তা কি করে হবে—তা হলে বাড়ীওয়ালা ষে আমার নামে ক্ষতি আদায়ের নালিস করবে'' গু

ন্ত্রী বলিলেন " তবে তা না হোকু একটা কোন রকম উপায় কর্তেই হবে " স্বামী লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন 'ঠিক হয়েছে, উপায় মনে পড়েছে—তুমি গিয়ে তোমার পিয়ানো বাজাও ও "মধুর কুহুম" গানটা গাও, তা হ'লে আর কিছুই করতে হবে না"।

#### সংসার।

এ বে ভগু ফ্ৰের সমাধি!

এ নহে গো ফ্ৰের আবাস,
হেথাকার ষত ফুল
না ফুটিতে ছিল্ল মূল
কাঁদে ভগু আকুল স্বাস।
হেথাকার ষত পাধী
কক্ষণ বিলাপ ডাকি

মরে বার—রাধি দীর্ঘবাস;
পথ ভূলে বদি হার!
আসে গো মলর বার
ফিরে বার হরে সে উদাস।

প্রথের হরষ-গান
লইরে স্থাবর প্রাণ
কথনগো বদি আসে ভেসে,
বিষাদে মিলায়ে প্রাণ
ধরে বিলাপের তান
আপনা হারার হেখা এসে।
কেনরে হেখার ডবে
স্থাবের খুঁ জিস সবে ?
স্থা সে কি নেঁচে আছে আর ?
হেখার বে সমাধি ভাহার।

(হেখা)

বসন্তের শুক্ষ ফুল,
তটিনীর কুল কুল—
মৃহ মৃহ বিলাপের তান;
নিরাশ প্রণয় কথা,
ভগ্গ হৃদয়ের ব্যথা,
পল্লব-লতার শোক গান;
বুক ফাটা অশুক্তল,
ছিল্ল ভিন্ন মর্মান্থল,
হতাশের প্রাণের হতাশ;
সাল্লাহ্ল-রবির রেখা,
প্রভাত-চাঁদের লেখা,

প্রিরজন অন্তিম নিধাস—
রচে গেছে হুংগর সমাধি!
হুংগ নাই—উপছারা তার
ছুংগ সদা করি হাহাকার
হেংগার ফিরিছে কাঁদি কাঁদি,
কেমনে বাঁচিবে ফুল
গাহিবে বিহুগ কুল
এ বে শুধু সুখের সমাধি!

औदिवशेषी (परी

### কাব্যজগৎ।

(পোএ।) (EDGAR POE.)

আমেরিকার একজন প্রধান কবি পোএ (Poe) বলেন যে পৃথিবীতে দীর্ঘ কবিতা নাই;
দীর্ঘ কবিতা কথা চুইটা বিবাদী। আমারও তেমনই বলিতে ইচ্ছা হর যে দীর্ঘজীবী
কবি কেহ নাই, বে দিকে ফিরিয়া তাকাই দিকে দেখি বাহা স্কর তাহা নিতান্ত
এক মূহর্তের জন্তে। উষার হাসিমাখা শিশিরবিক্, আপনার হাসিমাখা দুল, আকাশের
হাসিকাল্লামাখা নদী-ভূদর সবই এক পলের ছবি; শরতের জ্যোৎস্লা সরিয়া সরিয়া
গাছের গায়, লতার পাতার, ঘাসের আগায়. কুস্থমের রুদ্ধে মৃত্ বায়্হিলোলে বহিয়া বায়
বলিয়া স্কর। সমৃত্তের অলান্তি হইতেই, মেঘের ভালা চোরা গড়া হইতেই তাহাদিকের
গন্তীর সৌন্দর্য। সৌন্দর্য্য অন্থির, অন্থায়ী, গতিনীল। শিশু স্কর, শৈশব কদিনের 
বার্ষিকার সৌন্দর্য্যর অবসান সন্নিকট মৃত্যুতে সেলী, কীট্স, চ্যাটারটন কদিন এখানে
ছিলেন, পোএ নিজেই কদিন মাত্র পথ হারাইয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। পোএ
নিতান্তই পথহারা কবি। দূর পশ্চিমে—আমেরিকায়—তাঁহার জন্ম, যেন নীছই তাঁহার দিন
শেষ হইবার জন্তই হইয়াছিল। তাঁহার কবিতাতে গোগুলির বিবাদ আছে, অন্তের ছায়া
আছে। তাহার যেখানে আলোক তাহা রক্ত সন্ধ্যার শেষরিয়া—বেখানে রক্ততরেখা, হয়

বে স্থ্য ড্বিয়া গিয়াছে তাহারই, কিন্সা বে চন্দ্র ওঠে নাই তাহারই। শৈশবে পিতা মাতা, যৌবনে দ্রী, প্রৌরাবস্থার আশ্রয় হারাইয়া নিতান্ত পথহারা পরিত্যক্ত ভাবে পোএ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কবির জীবনের স্থূল ইতিহাস দেওয়া আমার বোধ হয় দেবতাকে মূর্ত্তি দিবার মত, তাহার দেবত্ব তাহাতে চলিয়া যায়। যেরপ জীবনী জনসনের সাজে তাহা সেলী কিম্বা বাইরাণের পক্ষে নিতান্ত অনুপ্যুক্ত। যে কবিতা পড়িয়া আনন্দ পাই তাহারই ইতিহাসে আবশ্যক সে কবিতার উংস কোথায় তাহাই জানিতে চাই, তাহা ভিন্ন আর কিছু নহে। পোএ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন কবির জীবন যাঁহারা বাছল্যে লেখেন তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে——

" তোমাকে ভাল বাসিব কেমন করিয়া, তুমি জ্ঞান দিবে কি করিয়া। তুমি ত আমাকে আপন মনে হিরকখচিত আকাশে রতন খুজিয়া লইতে দাও না। যদি দঃসাহসে ভর করিয়া নৃতন পথ খুজিয়া লইতে চাই তুমি বাধা দেও। তুমি চল্রের রথ কাড়িয়া লইয়াছ তুমি নদী হইতে জলবালিকাদিগকে দ্র করিয়া দিয়াছ—তোমাকে ভাল বাসিব কি করিয়া।"

স্থলে পোএ যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না তবে সেথানে শিশু-তাঁহার একটি শিশু বন্ধু এবং তাহার মাতাতে একটি দেবী লাভ হয়। তথন পোএর শৈশব যৌবনে মিল হইয়াছে মাত্র। সে বয়সে সৌল হ্য ভরা প্র্যোবনের গৌরব যাহার আছে সে স্ত্রীলোককে কি চক্ষে দেখে বলা কঠিন। ক্রুসো উন্মাদের মত ভাল বাসিয়াছিলেন, বাইরানও সেই শৈশবের প্রণয় কখনও ভুলিতে পারেন নাই, কিফু পোএর হেলেনের প্রতি ভালবাসা যেন অন্য জগতের, তাহাতে সে বয়সস্থলভ সঙ্গোচ ও হ্রুয় ভরা স্বেহ ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ই মানসিক—তাহাতে শরীরের তাপ নাই, বিপুর রাগ নাই—তাহা স্ব্যালোকের মত গুল। ক্রুসোর শৈশবের ভালবাসায় শরীরের উত্তেজনা ছিল। এক জন ক্রাসী লেখক বলেন যে ''অল্ল বয়সে স্ত্রী কন্যার মত, পূর্বযৌবনে তিনি ভারনী এবং বার্দ্ধকো তিনি মাতা''। প্রথমে তুমি তাহাকে লালন পালন কর, পরে তোমরা পরস্পরের হাত ধরিয়া ভাই ভরিনীর মত চল, শ্বেষে তিনি তোমাকে লালন পালন করেন। কথা নিতান্ত সত্য। আমার মনে হয় যে হেলেনকে প্রণয়ীমাকে হারাইয়া নিজকেও চিরদিনের মত হারাইলেন—তাহার 'জীবনের আলোক অবসিত' হইল।

'তোমার পৌরাণিক সৌন্ধ্য আমার মনে সমগ্র গ্রীস অর্থাং গৌরব এবং সমগ্র রোম অর্থাং গরিমা কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল।''

''তোমার যাহা কিছু উগ্র তাহাতে গীতেরই তীব্রতা আছে।''

"একদিন একবার মাত্র তোমাকে দেখিয়াছি—কত বর্ষ হইল। পূর্ণচল্ল, ভোমার আত্মার মত, আকাশ হইতে তৃষ্ণাভরা চোধ তুলে যে সহত্র গোলাপ চাহিয়াছিল সে দিন সে গুলি কে প্রণয়ালোক দিতেছিল। আমার কপাল,ভাগ্য—তাহার অক্ত নাম "শোক' — সেই রাত্রি তোমাকে দেখি। ছাণত পৃথিবী তখন ঘূমে আচ্চন্ন। শুধু তুমি আর দূরে আমি জাগৃত। তুমি আর আমি কথা ছাট একত্র করিতেই প্রাণ কেমন কাঁপিয়া উঠে।

"দাঁড়াইয়া একবার মাত্র দেখিলাম আর জগং কোথায় যে সরিয়া গেল। চল্রের মৃক্তা-ভাতি নিভিন্না গেল, হাসি মাধা তূল, বিষাদ মাধা গাছ আর দেখিতে পেলেম না। গোলা-পের সৌরভ-উপাসক-বায়ু দেবতাদিগের বুকে ল্কাইয়া গেল। সব—সবই কোথা গেল—ভারু তুমি, না সব তুমিও নহ থাকিয়া গেল। সে তোমার চোখের দেবালোক—ভারু তোমার আয়ালাত চোখ—আমি ভারু তাহাই দেখিলাম। কত দণ্ড ধরিয়া দেখিলাম—চল্র অন্ত পর্যন্ত দেখিলাম, আহা সেই দেবালোক ভারা চোখে কত বিজ্ঞান-ছদয়ের ইতিহাস লেখা আছে।

"সে চোথের তারায় কত শোকের কালিমা,তাহার বিস্তারে কত উদার আশার জ্যোতি! সবই চলিয়া গেল, শুরু সেই চুইটি কিছুতেই গেল না—কিছুতেই তাহারা যায় না। সেই রাত্রি জনশূন্য পথে আলোক দেখাইয়া লইয়া গিয়া,তুল তেন্দ্রের আশাগুলি যেমন চলিয়া গিয়াছে তাহারা ত এখনও যায় নাই।

"আমি ষেধানে যাই তাহাঁরও সেধানে। চিরদিনই পথ দেখাইয়া চলে। তাহারাই আমার দেবতা, আমিই তাহাদের উপাসক, তাহাদিপের আলোক মাধিয়া আমি হোমপৃত হই।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন "সে চোণ আমাকে খেন ব্যাপিয়া ছিল। আমি অনেক সময় বাহ্নিক জগতে সেই রকম ভাব অনুভব করিয়াছি, কিন্ত ভাষা দিয়া তাহা বুশাইয়া দিতে পারি না"

'লতা বহিয়া উঠিতেছে দেখিলে তাহা মনে সা, প্রজাপতিতে, নদীপ্রোতে মহান সন্দ্রে, পতনশীল উদ্ধাতে এমন কি নিতান্ত ব্দের তেনখেও তাহা দেখিয়াছি। সঙ্গীতে, অনেক সময় অনেক পুস্তকে সে ভাব মনে উদয় হইয়াছে। বিশেষ এই কয়েকটি ছত্ত্রে—লেখার ধরণ পুরাতন বলিয়া হইতেও পারে।'

তাহাতেই মানস—তাহা অমর। তাহার গন্তীর রহস্য কে জানে, তাহার বীর্ঘ্য কে বোনো। দেবতাই বিস্তৃত মানস। তাহার প্রকৃতিই জগং অধিকার করা। মানুষ দেবতারও সহিত লয় পায় না, যতক্ষণ সে তাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন মানসিক বল রক্ষা করিতে
পারে।"

গরটে (Goëthe) ফাউপ্টে এক স্থানে বলিয়াছেন "যদিও আমরা মানুষ আমাদিগের প্রতিপত্তি দেবতার মহত্তের নিকট হ্রাস পায় না।" এই উচ্চ উন্নত দেবভাব অর্থাৎ দেবতা আর আমরা একই জাতির ইহা প্রত্যেক উদার চিস্তার সহিত মনে হওয়া কি আশ্চর্য্য ? তাহা না হইলে মন আর বিস্তৃত জ্বগৎব্যাপী হইল কেমন করিয়া। যাঁহারা আবার প্রতিভা- শালী কবি তাঁহারা যদি হরেসের (Horace) মত বলেন বে "আমার উন্নত ললাট আকাশের নক্ষত্র ছুঁইয়াছে'' তাহা অহস্কারের কথা নহে।

এই উদার সাধনা যাহার জন্য তিনি নিশ্চরই দেবী ছিলেন। তাঁহার জভাবে পোএর জীবন আঁধার হইয়া গেল — তাঁহার স্বপ্নরাজ্য, তাঁহার স্বাষ্টি, তাহার বিহারভূমি সবই এক অলোকিক ছারায় ও আলোকে রঞ্জিত হইল।

"আমার স্বপ্নরাজ্যে রাত্রিদেবী কৃষ্ণবর্ণ রাজাসনে যোগে বসিয়া আছেন—কত বিজ্ञন, কত বিকট প্রদেশ ছাড়িয়া—আকাশ, সময় অতিক্রম করিয়া তাহা বিস্তৃত। সেধানে উপত্যকা অতলম্পর্শ, পারাবার অসীম, তাহা গুহাগহরের সঙ্গুল। মানুষ সেধানে চারি দিকের ধূম শিশির ভেদ কয়িয়া কিছুই দেখিতে পার না।

'নেধানে পাহাড় ষেন ভাঙিয়া জলে পড়িবে পড়িবে। অপার সমুদ্রের তরক্ষ আকাশ ছুঁইবার আশায় আক্ষালন করিতেছে, সে আকাশের গায়ে অগ্নি প্রজ্জুলিত। হুদের জল সেধানে বিজনে যেন মরিয়া আছে, এমনই স্থির। তাহার বক্ষে নলিনী তুষারের বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহার প্রত্যেক নিভূত কোণে পূর্বস্মৃতি সমাধির বেশ পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তোমাকে দেখিয়াই চমকিয়া ওঠে এবং দীর্ঘ নিখাস কৈলিয়া মরিয়া, যায়।

"আমার স্পরাজ্যে রাত্রিদেবী বোগময়া। অপারীরা চন্দ্রালোকের বিজনে বিহার করে, "সেধানে সকলেই গভীর নিজাভিভূত"। কিন্তু কবি কখন আলোক শূন্য নহেন, তাঁহার চক্ম আকাশের মেম, রোজের আবরণ ভেদ করিয়া সেই চক্ম ছুইটি দেখিতে পায়। "যদিও সে দূর রিশ্ম রাত্রিতে এবং মাের ছুর্দিনে কম্পিত চক্ষে দেখেন, তবু স্বর্গের স্থ্যালোকে আর কি অধিকতর উজ্জ্বল হইতে পারে ?"

পোএ এক ছানে বলিয়াছেন 'সত্য এবং কবিতা তেল এবং জলের মত মিশে না।'' শুনিলে প্রথমে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সত্য এবং কবিতা যদি বিবাদী হয় আমাদিগের কবিতায় আবশ্যক নাই। সঙ্গীতের উচ্ছ্যুদের সহিত ছন্দোমর ভাষার যদি মিথ্যা লুকাইর। থাকে সে গান শুনিব না—সে ভাষা জিহ্বা উচ্চারণ করিবে না—গীতশূন্য, সংসার ছাড়া, গাথারে যাইব, তবু মিথ্যা গান শুনিব না—এ ভাব কাহার না মনে উদর হয় ? কিন্তু পোএ বাহা বলিয়াছেন তাহা খানিকটা সত্য। "সত্য মানব হুদরে গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়া দের—আমি কাহারও অপেক্ষা কম সত্যম্বরাগী নহি; কিন্তু সেই সত্য প্রচারের প্রণালী মন্ধীর্ণ করা উচিত। সীমাবদ্ধ করিলে সত্য আরও প্রবল হয়। বেখানে সেখানে ছড়াইরা তাহাকে আমি ক্ষীণ করিব না। সত্যের অমুক্তা কর্কশ। সত্য ভূষা বিরাগী। বাহা কিছু কবিতার জীবন ভাহাই সত্যের অমুপ্যোগী। সত্যের ভূষা বার্বণিতার বেশ—তাহা প্রলাপ ভাষার মত। সত্যের ভাষা সরল অর্থবন্ধ, সীমাবদ্ধ। আমরা সত্য প্রচার করিতে সক্ষম যথন আমরা সিঞ্জ, ধীর, রাগশুন্য। কিন্তু কবি ধীর হইতে

পারে কি ? সত্য সাধনা আর কবিতা সাধনার মৌলিক তেদ যে দেখিতে পার না সে অন্ধ।'' বাদছাদ দিয়া ধরিলে পোএ যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। অধীর কবি অন্থির প্রাণী, ছু দিনের অতিথি, ভিধারী, চঞ্চল জগতের গতিশীল গ্রহ বিগ্রহের কথা কম্পিত সরে গাহিয়া যায়। না হয় ছু দিনের রাজা, দেবতা। দেবভূমির আলোকের দিকে চাহিয়া থাকিবে কদিন ?

"ম্বর্গ তোমারই, কিন্তু এ পৃথিবী স্থা তৃংখের। আমাদের ফুল ভগু—ভগুই ফুল। তোমার পূর্ণানন্দের ছায়াই আমাদিশের স্থ্যালোক।

"তুমি ইস্রাফেল, হৃদয়ের তন্ত্রীই তোমার বীণা। আকাশে তোমার মত মধুর আর কেহই গাহিতে পারে না। 'বদি আমি ইস্রাফেল যেখানে, আর সে আমার স্থানে হইত দেখিতাম, সে মর্ত্তের গান এত সাহসে ভর করিয়া, এত উচ্ছ্বাসের সহিত আমার মত আকাশ হইতে গাহিতে পারিত কি না।''

পোএ ভাজি নিয়া বলিয়া একটি কোমলস্বভাবা যুবতীকে পালকগৃহতাড়িত হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। সে বিবাহ স্থের হইয়াছিল। তাঁহার মা পোএকে সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। "আকাশে দেবতারা নিজের কাণে কাণে যথন তাহাদিগের জ্বলস্ত ভাল-বাসার কথা বলে আমার মনে হয় যে তাহারা "মা" কথাটির অপেক্ষা ভক্তিভরা হৃদয়ভরা কথা পায় না—তাই তোমাকে আমি "মা" বলি। আমার মা আমারই মা ছিলেন, শৈশবে তাঁহাকে হারাই, কিন্তু তুমি আমার ভাজি নিয়ার মা। তুমি আমার মার চেয়ে এক অনস্ত জীবন দিয়া অধিক আদরের—সে অনস্ত জীবন আমার জীর, যাহা আমার এই জীবনাত্মাতে মিশিয়া গেছে"। ভাজি নিয়ার মৃত্যুর পর তাহার মার নামে ঐ কবিতাটি লেখেন।

"সে অনেক দিন হইল, কত বংসর বহিয়া গিয়াছে, সাগর পারে এক দ্র রাজ্যে আনাবেল লী বাস করিত। সে আমাকে ভাল বাসিবে, আর আমি তাহাকে ভাল বাসিব, এই সে ভাবিত। শিশু আমি, নিতান্ত শিশু সে— সেই দ্র রাজ্যে, সেই সমুদ্র পারে আমরা ভালবাসার অধিক ভালবাসা দিয়া ভাল বাসিতাম—সে ভালবাসা দেবতারা হিংসা করিত।

"তাই—কত দিন হোয়ে গেল—দেই সমুদ্রের পারে, সেই দূর রাজ্যে একদিন একথানি মেবের শীতল নিখাসে আমার আনাবেল লী শুকাইয়া গেল। সঁকলেই জানে দেবতারা হিংসা করিত, তাই আনাবেল লী মেবের ঠাণ্ডা বাতাসে শুকারে মরে গেল। "আকাশের দেবতা কি সমুদ্রগর্ভের দানব কেহই আমাদিগের, আত্মাত ভাগ করিতে পারি বে না যখনই চাঁদের আলোক দেখি তখনই আমার স্বপ্ন আনাবেল লী—ময় হয়। যখনই তারা ফোটে আনাবেল লীর চোখ দেখিতে পাই। তাই সারা য়াত তারই পাশে—আমার জীবনের পাশে—সেই সমুদ্রের পারে, সেই দূরদেশে, তাহারই সমাধি শয্যায়, সমুদ্রের গান শুনি আর শুইয়া থাকি।"

বে আনাবেল লী পড়িয়াছে তাহার নিকট উপরের অনুবাদ অপাঠ্য মনে হইবে। তাহার ছন্দে, তাহার ছত্রে ছত্রে যে কবিতা আছে তাহার অনুবাদ অসম্ভব।

"I was a child, and she was a child, in the Kingdom by the Sea. But we loved with a love, that was more than love—
I and my Annabel Lee."

পোএর The Bells, The Raven সকলেই পড়ে। প্রথমটির ছন্দ আর দ্বিতীয়টীর ভাব এত মধুর, এত নৃতন এত অভৃত যে তাহার অনুবাদ গদ্যেও আমি চেষ্টা করিব না।

'তাহার রক্ত নিরুণ রাত্রির হিম বায়ুতেও মধুর। আকাশ ছাইয়া যে তারা আছে তাহারা সে নিরুণ শুনিয়া শুভ্র আনকে (শেত হাসিতে) কাঁপিয়া কাঁপিয়া কলে।

"আবার খোর রজনী চমকিতকর্পে তাহারই তীত্র চীৎকার, কথা কহিতে পারিতেছি না বলিয়া তাহার কাণ বিদার করা যে আর্ত্তনাদ তাহা গুনে, তাহা বাতাসের কম্পিত বুকে ভয় জাগাইয়া দের। 'আবার তাহার খোর নির্ঘোষ মানুষের বুকের উপর দিয়া পাথর গড়াইয়া লইয়া ষায়—-সে গান ত পুরুষের নহে স্ত্রীলোকের নহে, জীব জন্ত কিছুরই নহে—তাহা কোন পিশাচের চীৎকার।"

তাহাতে মরুর রজত নিরূপ আর্ত্তের চাৎকার আছে, তাহাতেই দানবের গর্জন আছে, তাহা পোএর কবিতার মত—পোএর জীবনের মত। পোএর গল্পগুলি তাহার কবিতা গুলির মত, অন্য জগতের, পড়িলে আতঙ্ক হয়—পরিত্যক্ত গৃহশূন্য পোএর পথের ধারে মৃত্যুত্ব কথা মনে করিলে যেরূপ আতঙ্ক হয় তাহার মত।

শ্রীন্সান্ততোষ চৌধুরী।

## বীরকাহিনী।

রোমান বীরত্ব।

(0)

২৪৯ পূর্ব খট্টাব্দে সিসিলি দীপের অধিপতিত্ব লাভার্থে রোম এবং কার্থেজ উভয় দেশে বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্রমাগত ৮ বংসর ব্যাপী সুদ্দের পর রোমানরা নিজ কার্থেজে একদল সৈন্য পাঠাইয়া কার্থেজবাসীগণকে বিব্রত করিয়া পরাস্ত করিতে মনস্থ করিলেন। মার্কাস্ আটি লাদ্ রিগলদ্ এবং লুসিয়স মানিলস নামক তুই জন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সসৈন্য নৌধান প্রেরিত হইল। পথে জলের উপর কার্থেজিয়ান্দের সহিত মুদ্ধ বাধিল, এ মুদ্ধে রোমানরা জয়ী হইয়া অবশিষ্ট পথ নির্বাধে অভিক্রম করিলেন। আফি কার পৌছিয়া তাহারা রিপিয়ায় শিবির সায়িবেশ করিয়া চতুর্দ্ধিকত্ব নগর লু ন আরম্ভ করিলেন।

এই সময় রোম হইতে আদেশ আসিল লুসিয়স রোমে প্রত্যাগমন করিবেন এবং রিগলস কার্থেজে থাকিয়া যুদ্ধ ও লু গ্রন কার্য্যের ভার লইবেন, রিগলস্ নিতান্ত দরিদ্র, অল একটু জমী চাষ করিয়া তিনি নিজের ও ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ চালাইতেন, যুদ্ধে আসিবার সময় যাহার হস্তে জমীর ভার দিয়া আসিয়াছিলেন হুর্ভাগ্য বশতঃ সে মরিয়া যাওয়াতে শেষে যে একজন ঠিকে মজুরের হাতে জমী চিষবার ভার দেওয়া হয়, সে বিশাস ঘাতকতা পূর্বেক তাঁহার লাঙ্গল, গয় চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখন তিনি দেশে না যাইতে পারিলে তাঁহার ত্রীপুত্রেরা উপবাসে প্রাণত্যাগ করিবে, অথচ রোম হইতে আদেশ আসিয়াছে তাঁহার এখন কার্থেজে থাকিতে হইবে, আদেশ ভনিয়া রিগলস্ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষয় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রোমান সিনেটেরা তাঁহার অবছা ভনিয়া তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। রিগলস্ ও তাহার সৈন্যগণ ", স্কুলাং স্ফলাং শস্য শ্রামলাং " স্কুলর কার্থেজ ভূমি উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কার্থেজিয়ানদের যদিও অনেক অশ্বারোহী সৈন্য ও হস্তী ছিল তথাপি তাহারা নগর রক্ষার চেষ্টা না করিয়া পর্যতে বাস করিতে লাগিল।

অবশেষে ৩০০ শত গ্রাম ধ্বংশ হইবার পরে তাহারা রিগলসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। রিগলদ্ নিভাঁস্ত অ্যথাপণে সন্ধি করিতে রাজি হইলেন—দূত তাহাতে সত্মত না হওয়ায় তিনি কর্কশ উত্তর করিয়া তাহাকে 'ফিরাইয়া দিলেন-বলিলেন হয় তোমরা জয় কর—নয় আমাদের আজ্ঞা বহন কব। কার্থেজিয়ানেরা সন্ধি বিষয়ে নিরাশ হইয়া দেবতা মোলাকের প্রসাদ লাভার্থে সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিশু গুলিকে দেবতার উদ্দেশে তাঁহার পূতঃ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল এবং বুদ্ধেরা দেশ রক্ষার জন্য স্বইচ্চায় দেবতার উদ্দেশে সেই কুওে ভন্মীভূত হইলেন। ইতি মধ্যে তাহারা গ্রীস হইতে বেতন ভোগী দৈন্য আনিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিল তাহারা দৈন্য লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। চিরদিন কাহারও সমান যায় না--বেতন ভোগী সৈন্যদের মধ্যে জ্যান্তিফদ নামক এক জন হস্তীযুদ্ধ-নিপুন স্পার্টান দৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধের নেতা হইয়া শত শত হস্তী লইয়া রোমানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—রোমানরা হস্তীযুদ্ধের কৌশল জানিতেন না,—তাহাদের মধ্যে হস্তীপদ দলিত হইয়া অধিকাংশ নিহত ও আবদ্ধ হইল —রিগলস্ও বন্দী হইলেন। কার্থেজিয়ানরা জয়ী হইয়া বন্দীরুদ সহ মহোল্লাসে কার্থেক্তে আগমন করিয়া দেবতা মোলাকের নিকট কৃতজ্ঞতা উপহার স্বরূপ রিগলস্ ভিন্ন অগ্ত অন্য প্রধান বন্দীগণকে ভাঁহার অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিল। রিগলস্ দৃঢ় লোহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। এ দিকে ক্রমাগত হুই পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, হুই বৎসর পরে কার্থেজিয়ানরা একেবারে এরপ পরাজিত হইল যে আর কথন তাহাদের জয়াশা রহিল না, তাহারা সন্ধির জন্য এবার নিজ রোমে লোক পাঠাইতে মনছ করিল।

রিগলস্ যে কথা বলিবেন রোমানেরা কৃতজ্ঞতার অনুরোধে নিশ্রই তাহা পালন

করিবেন এই ভাবিয়া ভাহারা রিগলসকেই ভাহাদের দৃত সরূপ সন্ধির প্রম্ভাব লইয়া রোমে প্রেরণ করিল। পাঁঠাইবার পুর্বে এই মর্মে ভাহার নিকট অন্ধীকার করাইয়া লইল যে যদি সন্ধির প্রস্ভাব গ্রাহ্ম বা বন্দী বিনিময় করা না হয় তবে রিগলস্ পুনরায় কার্থেজে প্রভ্যাপমন করিয়া পুনর্ব দী থাকিবেন। রুগদেহ, নিরাশহুদয়, বীর রিগলস্ এই সন্ধির প্রস্ভাব লইয়া রোমের হারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; নগরে প্রবেশ করিলেন না, বিল্লেন "আমি আর এখন রোমবাসী নহি এখন কার্থেজিয়ানদের দাস; অপর লোককে সেনেট রোমে যাইতে দিবেন কেন"। তিনি কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিলেন না, কাজেই সেনেটেরা নগর বাহিরে আসিয়া ভাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য ইইলেন। ভাঁহার স্ত্রিয়া ভাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য ইইলেন। ভাঁহার স্ত্রিয়া ভাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে জ্বানিল তিনি একবার মুধ তুলিয়া ভাকাইলেন না, তিনি এখন ছ্বিড, হেয় দাস—ভাঁহার কলন্ধিত দৃষ্টিতে ভাহাদিগকে ক্র্পবিত্র করিবেন কেন ?

সেনেট কর্ত্ক আদিষ্ট হইয়া তিনি উঠিয়া কার্থেজিয়ানদিপের সন্ধির প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। প্রস্তাব শেষ হইলেই বাহিরের লোকের নিকট "তাঁহারা পরামর্শ করিতে সঙ্কু চিড হইবেন ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া ষাইতে চাহিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে খাকিতে এবং এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনেক অমুরোধ করিলেও তিনি কোনমতে ভাহাতে সমত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার সঙ্গী কার্থেজিয়ানদের অমুমতি পাইয়া পরামর্শ স্বরূপ বলিলেন—"কার্থেজের এখন ষেরূপ বিপদ ভাহাতে রোম এখন সহজেই কার্থেজ অধিকার করিতে পারিবে। সন্ধি করা কেবল ভাহাদেরই উপকারের জন্য, রোমের ভাহাতে কোন লাভ নাই স্তরাং সন্ধি না করাই উচিত, বন্দী বিনিমর করিবার আবশ্রুকও নাই। কারণ কার্থেজের যাহারা এখন রোমে বন্দী আছে ভাহারা সকলেই স্থম্বকার, ভাহারা মুক্তি পাইলে পুনরায় মৃদ্ধ করিয়া রোমকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। কিন্তু চুই বৎসরের ভয়ানক কারাজেশে তিনি একেবারে রুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর মৃদ্ধ করিতে পারিবেন না, তাঁহার অকর্মণ্য শরীরের জন্য স্থ্যকার ব্যক্তিদিগকে মৃক্তি দিবার আবশ্যক নাই; ভাহাতে রোম বিপদে পড়িবে"।

স্বদেশপ্রিয় আত্মত্যানী রোমানরা পর্যান্ত তাঁহার এই কথা শুনিয়া, দেশের জন্য তাঁহার এতদ্র আত্ম বিসর্জন দেখিরা অবাক হইল। সকলে তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ আরম্ভ করিল। প্রধান প্রোহিত আসিরা বলিলেন—তাঁহার নিকট কার্থেজিয়ানরা জ্যোর করিয়া ফিরিয়া বাইবার অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছে, তাহা না রাখিলে দোব নাই। রিগলস্ বলিলেন "আমি জানি আমি নিশ্চয় কোন রূপ নিষ্ঠুর মৃত্যুর হত্তে ঘাইতেছি কিন্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ন্যায় পাপের অপেক্ষা তাহা কখনই অধিক ভয়ানক নহে। আমি যদিও কার্থেজের দাস আমার মন এখনও রোমের—আমি বাইবার জন্ম অঞ্চীকার করিয়াছি, যাওয়াই আমার কর্তব্য, অবশিষ্ট দেবতার হাতে"।

দেশের মঙ্গলের জন্য রিগলস্ বন্দী বিনিময় করিতে না দিয়া পুনরায় কার্থেক্তে প্রত্যা-গমন করিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। কার্থেক্তে ফিরিয়া গেলে ক্রুদ্ধ কার্থে-জিয়ানরা তাঁহাকে নিতান্ত যাতনা দিয়া বধ করিল।

8

দেশের জন্য রোমানেরা তখন কিরূপ অকাতরে প্রাণ দিতেন তাহার আর হু একটি পল করি। ৩৩৯ পূর্ব্ব খুষ্টাব্দে নৃতন রোমরাজ্য ও পুরাতন লাটিন রাজ্যে যুদ্ধ হয়। টিটস মানি-ল্স ও পুবি রুস ডিসিরস নামক হুই ব্যক্তি রোমানদের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আপন আপন অধীনত্ব সৈন্য লইয়া মানিলস ও ডিসিয়স বিস্থবিয়স পর্কতের পাদদেশে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখনও 'বিস্থবিয়স ' জালামুখী নাম পায় নাই, তখন পর্বতশিখরে একটা গহরর ও কখন কখন পহরেরের কাছে অন্ন ভন্ম ও অন্যান্য আগ্নের পদার্থ মাত্র দেখা বাইত, কিন্তু তাহা আগ্নেয় পদার্থ বলিয়া লোকে জানিত না, তাহাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস ছিল এই পহরর মৃত ব্যক্তিদিগের আবাস। গহররের নিম্নে পর্বত গাত্রে বড় বড় গাছ নানা রকম লতা শৈবাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্মারে পূর্ণ; বিস্থবিয়সের তখন নয়ন-হারী হরিতরপ ছিল। একদিন রাত্রে উভয় সৈন্যাধ্যক্ষই স্বপ্ন দেখিলেন যে লাটিন ও রোম হুই পক্ষের মধ্যে যে পঁক্ষের সেনাপতি মৃত্যুদেবতার নিকট আপনাকে উৎসর্গ করি-বেন সেই পক্ষই আগত যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। তাহার পরদিন প্রত্যুবে উভয়ে উভয়কে ম্বপ্ন বুত্তাম্ভ বলিলেন এবং একত্রে কার্য্য করিছে মনস্থ করিয়া এইরূপ কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিলেন যে, যুদ্ধ দিনে হুই দল সৈন্য একত্র করিয়া ডিসিয়স দক্ষিণ ভাগের ও মানিলস বাম ভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন ও বে ভাগের সৈন্য প্রথম হঠিয়া পড়িবে তাহার নেতা অপর ভাগের নেতাকে সংবাদ পাঠাইয়া নিজেকে মৃত্যুদেবতার নিকট উৎসর্গ করিবেন, আর অপর নেতা বৃদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবেন।

লাটিন ও রোমানরা আছতি ও পরিচ্ছদে দেখিতে একই প্রকার, পাছে সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঞ্জলতা উপস্থিত হয় সেইজন্য অধীনস্থ সৈন্যদিগকে বিশেষ করিয়া তাঁহারা আজ্ঞা দিলেন দে য়য় করিবার অমুমতি পাইবার পূর্বে তাহারা কেহ কোন ক্রমে লাটিনদের সহিত স্বস্থম্ম করিতে পাইবে না, করিলে তাহাদের মৃত্যুদণ্ড হইবে। কিন্ত হর্ভাগ্যবশতঃ মানিলসের পুত্রকে একজন লাটিন এই সময় দ্বন্ধ মুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পূর্বে মানিল্ম একবার একজন ভীষণকায় দৈত্য বিশেষ গলকে দ্বন্ধ যুদ্ধে বধ করিয়া বহু সমানলাভ করিয়াছিলেন, পুত্রেরও পিতার ন্যায় দ্বন্ধ য়্বের বীরত্বের পরিচয় দিয়া পিতাকে সন্তন্ধ করিতে ইচ্ছা হইল, সেই উচ্ছাসে পিতা যে আপাততঃ দ্বন্ধ য়্বন্ধ করিতে নিষ্ধে করিয়াছেন তাহা তিনি ভূলিয়া গেলেন, য়ুদ্ধে জিতিয়া জয়ী-বীর মৃত প্রতিদ্বন্ধীর অন্ত লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মানিলস পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া সন্তন্ধ হইলেন, কিন্ত কর্ত্ব্যপরায়ণ রোমান কর্ত্ব্য ভূলিলেন না, গুঃখিত হুদন্ধে পুত্রকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন "বৎস তুমি নেতার আজ্ঞা অবহেলাম্বরূপ যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ মৃত্যুই তাহার একমাত্র দণ্ড। আমি কর্ত্তব্য ও ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিয়া মাত্র তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। কিন্ত ভূমি যদি আমার পুত্র হও এরপ জীবন কখনই তোমার প্রার্থনীয় হইবে না'' বীর পিতার বীরপুত্র অমান বদনে অসঙ্ক চিত হৃদয়ে আপনার মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করিলেন। মানিলস যুদ্ধের পুরস্কার-বিজয় মাল্যে পুত্রের মস্তক ভূষিত করিয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রাণ হত হইল, বুকের বাঁধন ছিন্ন ভিন্ন হইল; তবু নির্শ্রুনয়নে কর্ত্তব্য পালন করিলেন। ইহার তুই একদিন পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিছুক্ষণ পরেই ডিসিয়সের সৈন্যের অগ্রভাগ পিছাইয়া পড়িল, তিনিও এই জন্যই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, ইহা দেখিবামাত্র তিনি রোমের প্রধান পুরোহিতকে ডাকাইলেন। পুরোহিত যথাবিধি মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে পুত করিয়া দিলেন, ডিসিয়স একটা খেত অখে আরোহণ করিয়া বিহ্যুৎবেগে একাকী শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহারা প্রথমে তাঁহাকে কোন রূপ অমানুষী মূর্ত্তি ভাবিয়া আক্র্য্য হইল, তাহার পর চিনিতে পারিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এদিকে ডিসিয়স মানিলসকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, সংবাদ পাইরাই প্রথম মানিলস কাঁদিয়া ফেলিলেন, পুত্রশোকাতুর পিতার আশা ছিল মৃত্যুদেবতা তাঁছাকেই গ্রহণ করিবেন, আর বেশীদিন তাঁহার পুত্র বিরহ সহ্য করিতে হইবে না, তাহাতে নিরাশ হইয়া পুত্র শোক উথলিয়া উঠিল, কিন্তু শীঘ্রই তাহা দমন করিয়া সৈন্য দল একত্র করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ডিসিয়স আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন স্থতরাং জয়লক্ষী তাহাদেরই, এই ভাবিয়া দিওণ উৎসাহে রোমানসৈন্যেরা মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধে মানিলস জন্মলাভ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কিছু দিন পরেই পুত্রশোকে তাঁ হার প্রাণ-ত্যাগ হইল।

ডিসিয়সের পুত্রও পিতার ন্যায় আছ্মোৎসর্গ করেন। ২৯৪ পুর্বে খৃষ্টাব্দে রোমানদের সহিত গলদের যুদ্ধ হয়। রোমানরা পরাজিত প্রায়—এমন সময় পুত্র ডাসিয়সের পিতার প্রাণোৎসর্গ কাহিনী মনে হইল, তিনিও যুদ্ধের একজন নেতা ছিলেন পিতার ন্যায় তিনিও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেশকে রক্ষা করিতে স্থির করিলেন এবং তংক্ষণাৎ পুরোহিত ডাকাইয়া যথাবিধি ময়পুতঃ হইয়া আছ্মোৎসর্গ করিলেন। এবারও রোমানরা জয়ী হইল।

এই খানেই আমরা রোমের বীরকাহিনী শেষ করিলাম। ইহার পর কি আর রোমে বীর জন্ম নাই? তাহা নহে, ইহার পর রোমে অনেক বীর জন্মিয়াছে, ইহার পর রোম সভ্য নাম পাইয়াছে, রোমে দর্শন বিদ্ধানের আধিপত্য বাড়িয়াছে, পুরাতন বিশ্বাসাদি তখন হাসিবার কথা হইয়া পড়িয়াছে, তখন বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিই রোমের চালক; রোমের বীরগণ তখন আর পূর্দের ন্যায় অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, নিজের লাভালাভের প্রতি দৃক্পাত শূন্য হইয়া অভদূর উন্তভাবে কার্য্য করেন না, সীজরের,

আণ্টানির ভুবনবিধ্যাত বীরত্বের কথা সকলেই জানে, কিন্তু তাঁহায়া নিজের অধিকারের জন্য সম্মানের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, সেরূপ বীরত্ব কাহিনীতে আমাদের জ্নয় মুদ্ধ হয় না, তাই অন্ধ সংস্কারের বশবন্তী হইয়া স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করার শেষ কাহিনী দিয়া আমরা এই খানেই রোমের বীর কাহিনী শেষ করিলাম।

# একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈতবাদ ও অবৈতবাদ লইয়া বিবাদ, অনেক কাল হইতে চলিতেছে; এই বিবাদের গোড়াট কোথায় ইহা একবার অনুসন্ধান করা কর্তব্য। হৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম এই হুইএর মধ্যে আমাদের যে ভেদ জ্ঞান আছে ঐ ভেদজ্ঞান নিত্য কিন্তু অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা ভ্রান্তিমূলক; এই ভ্রম দূর হুইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্মসন্ত্রপ বলিয়া বুঝিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে।

'তং তং অসি বিদের এই মহাবাক্য অবৈতবাদীরা থেমন মান্য করেন, দৈতবাদীরাও সেইরপ মান্য করিয়া থাকেন, কিন্ত অবৈতবাদীরা উহার যেরপে অর্থ করেন দৈতবাদীরা সেরপ অর্থ করেন না।

বেদান্ত জ্ঞানাভিলাধী শিষ্য গুরুর নিকট যখন দীক্ষা লাভ করেন তখন গুরু তাঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম এই কথাটিতে অন্তরে কি অর্থ বােধ হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া শিষ্যকে "তৎ তুম্ অসি" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মন্ত্র আলোচনা বারাই শিষ্য পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

অবৈতবাদীদের মতে 'তং ত্বম্ অসি'' এই মস্ত্রের অর্থ এই—তৎ অর্থাং যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়ছে—তংত্বমিস অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। শিষ্য তথন এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিবেন যে আপাততঃ ''আমি'' বলিলে আমাকে যেরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝি বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য উপাধি নহে; আপাততঃ আমি ব্রহ্ম কথার যে অর্থ বুঝিতেছি প্রকৃত পক্ষে আমিই তাই, কেবল ভ্রমবশতঃই এখন আমি আমাকে বিশেষ কোন উপাধি যুক্ত জ্ঞান করিতেছি। গুরুদেবের নিকট হইতে ব্রহ্ম বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান\* লাভ করিয়াছি এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ও উপাধিশূন্য স্বরূপ

<sup>\*</sup> যিনি মধু খাইয়াছেন তিনি যদি আমায় বলিয়া দেন যে মধু মিষ্ট জব্য তবে তাঁহার কথায় বিশাস করিয়া মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু মধু খাইয়া মধুর মিষ্টতা অনুভব করিলে পর, মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান।

বুঝিয়া "ব্ৰহ্মই আমি" এই ধ্যান করিতে থাকিব তাহা হইলেই ক্ৰমে ব্ৰহ্ম বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ক্ষাবৈতবাদীর মতে "তং ত্বম্ অসি" এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—তৎ ত্বম্ অসি অর্থাৎ তম্ব ত্বম্ অসি। হে শিষ্য ত্বি তাঁহার। সত্য স্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ত্বি সেই ব্রহ্মের, ইহা জানিও। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিবেন, যে—সেই আদি পুরুষ ব্রহ্মের সহিত আমি একটি নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। আমি তাঁহার। শাস্ত দাস্য সংখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের কোন না কোন সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত গাঁথা। তাঁহার সহিত আমার এই বে সম্বন্ধ এ সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ; আমি আমার, নহি, আমি তাঁহার। শুধু আমি নহি জীব মাত্রেই সকলেই সেই আদি পুরুষের। আমিও তাঁহার ত্মিও তাঁহার তিনিও তাঁহার, গুরুদেব যিনি আজ্ব এই উপদেশ দিলেন তিনিও তাঁহার, ইহা বুঝিয়া আজি গুরু পদে নমস্কার করি।

অহৈতবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্মের বে ভেদজ্ঞান আমাদের আছে সেই ভেদ যদি নিত্য বল, তবে জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপতঃ একটি ভেদ স্বীকার করিতে रम्र किन्छ जारा रहेला "अँ এकस्मिनाधिजीमः" अहे महानात्कात महत्र निर्देश चरित। "একমেবাদ্বিতীরং" কথার অর্থ এই ষে, চৈতন্য পদার্থের উপাধিগত নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগতে যাহা এক এবং অদ্বিতীয় তাহাই ব্রহ্ম। ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে গেলে, সেই এক এবং অঘিতীয় পদার্থ কি তাহাই অনুভব করিতে হইবে। বাহার পরিণাম আছে অর্থাৎ আজ বাহা এক রকম আকার ধারণ করে, অন্য সময় অন্য রকম আকার ধারণ করে তাহা এক এবং অন্বিতীয় नाम পाইতে পারে না। এই জগতে যত জীব আছে এই জীব সমূহের মধ্যে পরস্পরের বে বে বিষয়ে বিভিন্নতা আছে সেই সেই বিষয় চৈতন্য পদার্থ নহে কিন্ত এই সমস্ত জীবের মধ্যে বে বিষয়ে একতা আছে তাহাই চৈতন্য পদার্থ। এইরূপে, এক এবং অ্বিতীয় কি তাহাই অবেষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। স্থতরাং হৈডবাদী, জীবচৈতন্যকে ব্ৰহ্মচৈতন্য হইতে যদি পৃথকভাবে ভাবেন তবে তিনি ব্ৰহ্মচৈতন্য বিষয়ক অপ্রোক্ষ জ্ঞান লাভে কখনই সমর্থ হইবেন না। নিজের চৈতন্য সম্বন্ধেই মানুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সন্তব, কেননা পুরুষ নিজের চৈতনাই নিজে অনুভব করিতে পারেন; চৈতন্য ইন্সিয় গ্রাছ পদার্থ নহে ফুতরাং পরের চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার, অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না; স্বতরাং নিজের চৈতন্যকে ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন ভাবিলে ব্রহ্ম চৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান কথনো সম্ভবে না। স্থতরাং নিজের চৈতন্য বিষয়ক যে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে অর্থাৎ "আমি" এই জ্ঞানকে, উপাধি শূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া, উপাধি পুন্য চৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য উপায় নাই। ্বহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না স্থতরাং দ্বৈতবাদে মুক্তিলাভ হয় না। দ্বৈতবাদীর মতে, জীবের উপাধি নিত্য স্থতরাং সেই উপাধি ঘুচাইতে দ্বৈতবাদীর চেষ্টাও হয় না ; অদ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্যের জীব-উপাধি অজ্ঞান মূলক, আত্মজ্ঞান জন্মাইলেই সেই উপাধি ঘুচিয়া যায়।

'উপাধিগত ভেদ---' এই কথাটির অর্থ একটু বুঝান আবশুক। মনে কর একটী কাচের পুতৃল আছে, কাচ এই কথাটিতে যাহা বুঝার, কাচের পুতৃল কথাটিতে তাহাই কিছু বুঝায় না; কিন্তু কাচ ও কাচের পুতৃলে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, উপাধিগত একটি ভেদ আছে; এখানে কাচ-বস্ত পুতুল উপাধি পাইয়া অন্য অন্য কাচ হইতেএকট ভিন্নতা পাইয়াছে। সেইরপ যাহার কোন বিশেষ নাম নাই তাহা উপাধিশূন্য কিন্ত বাহা কোন বিশেষ নাম পাইয়াছে তাহাই উপাধি যুক্ত। বাহা না থাকিলে আমার 'আমি জ্ঞান' থাকে না তাহাই আমার চৈতন্য; ৰাহা না থাকিলে অন্যান্য জীবের 'এই আমি জ্ঞান,'—'অস্তিত্ব জ্ঞান' থাকে না তাহা তাাহদিপের চৈতন্য, ব্রহ্ম বিষয়ে भाजकात्रन वत्तन त्य त्मरे चामि शूक्य रिजनामम शूक्य; त्यशानरे रिजना मिथिय সেইখানেই যথন এইরূপ দেখিব যে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্রই এক তখন আমার চৈতনাকে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করিতে পারিব না। তখন আমি উপাধিশূন্য হইতে পারিব। কিফ আপাততঃ আমার অহংজ্ঞানের উপাধি আছে। আমি জানি বে আমি মনুষ্য, ইতর জন্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ। আবার মনুষ্যের মধ্যে আমি একটি বিশেষ দেহ-ধারী মনুষ্য, অর্থাৎ এই দেহ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্য-দেহধারী মনুষ্য হইতে আমার প্রভেদ জ্ঞান আছে স্বতরাং আমার একটি বিশেষ নাম আছে। এই নামটিই আমার উপাধি। আমি এখন, 'আমি' কথায় যাহা বুঝি এবং ব্ৰহ্ম কথায় যাহা বুঝি এই হুইটি জ্ঞানের (Idea) মধ্যে প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ জ্ঞান নিবন্ধন এখন আমি, আমাকে ব্রহ্ম বলিতে পারি না এবং আমি, চেতন পুরুষ হইলেও, আমাকে জীব এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্ম নাম निश्रा थाकि । क्वीत श्रावित व्यापनाटक छेपाधिशृना टिक्नामश्र पुरुष वित्रा ना त्रिस्त ज्जिन कीटवर कीव छेशाधि थाकिटर। एक छान इटेएडरे छेशाधित रुष्टि। दिख्वामीत মতে জীব চৈতন্যের সহিত জীব চৈতন্যের কোন ভেদ নাই কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যের সহিত ভেদ আছে এবং সেই ভেদ নিত্য, স্থুডরাং জীব ডাহার জীব উপাধি ত্যাগ করিয়া क्षन् निक्रुभाधिक इहेट भारत ना। चरिष्ठामी वर्णन कीव निक्रुभाधिक ना इहेटन তাহার মুক্তি লাভ হয় না অর্থাৎ সেই পুরুষ পুণ্যাত্মা হইলেও স্বর্গাদি ভোগের পর তাহার ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয়।

অবৈতবাদী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথার বেরূপ অর্থ করেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্র এক, জীবনামধারী চৈতন্য সোপাধিক এবং ব্রহ্ম চৈতন্য নিরুপাধিক। জীবের উপাধি রক্ষা করা কিস্বা ঘুচাইয়া দেওয়া, সেই জীবের নিজের চেষ্টাম্ব উপর নির্ভর করে; এই উপাধি ঘুচাইরা দেওয়াই পুরুষার্থ। বৈতবাদী

'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যটির কিরূপ অর্থ করেন তাহা দেখা যাক। দ্বৈতবাদী বলেন যে জীব নিয়ত উপাসক; বেলোক্ত দেবতা সকল উপাস্য পদার্থ। কিন্ত এই দেবতা সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হওয়ায় বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়াছেন; দেবতারা নিত্য পদার্থ নহে স্নতরাং তাহারা নিত্য স্থুখ প্রদানে সক্ষম নহে; যে চৈতন্যের স্বস্তা নিবন্ধন দেবতারা কর্মফলানুষায়ী স্থথ প্রদানে সমর্থ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়াছে। দেবতা-উপাধিগত চৈতন্য অবচ্ছিত্ৰ চৈতন্য, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষই নিত্য পদার্থ: জ্ঞানমার্গাবলম্বনে তাঁহার উপাসনা দ্বারা জীব নিত্য স্থুখ লাভে সমর্থ হয়। সেই চৈতন্য-ময় পুরুষ বিষয়ক মানসব্যাপারের নামই ভাঁহার উপাসনা। প্রণবমন্তই সেই পুরুষের বাচক। ইহাই 'একমেবাদিতীয়ং' কথার অর্থ।

অদৈতবাদী পুরুষার্থসাধন নিমিত্ত পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজেই নিত্ত ণ পুরুষত্ব পদ পাইতে অভিলাষ করেন; দ্বৈতবাদী নিত্য পুরুষের নিত্য উপাসক হইয়া উপাসক থাকিতেই অভিলাষ করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন ''চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে চাই" ইহাই দ্বৈতবাদীর মনের ভাব।

অহৈতবাদী ও হৈতবাদী উভয়েই বলেন যে ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই অৰ্থাৎ জন্ম জরা মরণাদি ব্যাপার জনিত হুঃখভোগ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য পথ নাই। এখন একটি কথা ভাবিতে হইবে যে, যেখানে জ্ঞান আছে সেই খানেই জ্ঞাতা আছে এবং জ্ঞেয়ও আছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সম্ভবে না। দ্বৈতবাদী বলেন যে যখন ব্রহ্ম আমার ক্রেয় বিষয় হইলেন তথন ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের ক্রাতা হইবে কে ? অবশ্যই আমিই হইব। তাহা হইলেই জ্ঞাতা ও জের পদার্থের মধ্যে যে পৃথক্ সন্তব্ধ, আমার সহিত ব্রহ্মের সেই পৃথক্ সম্বন্ধ রহিল। জীবের চরম উন্নতি অবস্থাতেও আমার ব্রহ্ম-জ্ঞান থাকিবে স্নতরাং ব্রহ্ম আমার পক্ষে নিত্য ক্ষের হইলেন তাহাহইলেই ব্রহ্মের সহিত আমার একটি নিত্য ভেদ রহিল স্থতরাং দৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম পদার্থ, তাহার অহংপদার্থ হইতে ভিন্ন আর কিছু। তাঁহার কাছে 'আমি' জ্ঞাতা, ব্রহ্ম ঞের এবং এই জ্ঞাতা ও জ্জের পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্ম জ্ঞান।

অবৈতবাদী যে পদ্ধতি অবলম্বনে ধ্যান করেন তাহাতে যিনি জ্ঞাতা তিনিই ব্ৰহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্ৰহ্ম, এবং আমিই ক্লেয় বিষয়, অৰ্থাৎ জীব যে আমি তাহা কি পদাৰ্থ তাহাই জ্জের বিষয়, এবং এই জ্ঞাতা ও ক্লেয়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে অভেদ সম্বন্ধ তাহাই ব্ৰহ্মজ্ঞান।

গত বারের ভারতীতে শ্রীসুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে "এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইদমৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত হইয়া অহমৃত্তি একাকী থাকিতে পারে কি না ? যদি বল 'হাঁ পারে' তবে ভূমি অদ্বৈতবাদী; যদি বল "না—পারে না" তবে ভূমি

দ্বেতবাদী। এই একটি হাঁ ও না'য়ের উপর অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ আলম্বিত রহিনাছে।" এই একটি হাঁ ও না'য়ের উপর অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ কেমনে আলম্বিত রৃহিনাছে তাহা একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইদম্বৃত্তি বলিতে আমার অহং প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যয়; এই ইদংবৃত্তি ছাড়া যদি অহংবৃত্তি থাকিতে না পারে তবে ধ্যানের যতই কেন উৎকর্ষতা জন্মাক না,—অহং জ্ঞান থাকিলেই অহং জ্ঞান ভিন্ন যে ইদং জ্ঞান তাহা থাকিবে স্তরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের একটি প্রভেদ নিত্যই রহিল; শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্রন্ধ ভিন্ন আর কিছুই ধ্যানের উপযুক্ত নহে কেননা ব্রন্ধ ভিন্ন আর সব অনিত্য পদার্থ স্থতরাং ব্রন্ধই আমাদের নিত্য জ্ঞেয় এবং তাহা হইলেই অহং ও ব্রন্ধ এই চূইএর একটি নিত্য প্রভেদ রহিল অর্থাৎ দ্বৈতবাদ সমর্থন হইল। কিন্ত বদি এমন হয় যে ধ্যানের চরম অবস্থায় 'আমি জ্ঞান' ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান না থাকিলেও 'আমি জ্ঞান' থাকিতে পারে তবে অহং ও ইদম্এর সহিত যে ভেদ তাহা অনিত্য হইল স্তরাং অদ্বৈতবাদীর মত সমর্থন হইল।

আমি এতক্ষণ দৈতবাদীর কথা ও অদৈতবাদীর কথা বাহা বলিলাম তাগতে কাহার কথা সত্য কাহার কথা বা অসত্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই; কেন্দ্র্মি কেবল তর্ক দ্বারা আমাদিগের ন্যায় লোক এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপছিত হইতে পারেন না। 'তৎ তমি' 'একমেবাদিতীয়ং' ইত্যাদি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ কি অর্থাৎ বেদকর্ত্তা ঐ সকল কথায় ঠিক কি অর্থ যোজনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বেদজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন স্থতরাং আমরা কেবল ঐ রূপ বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের কথার উপর শ্রদ্ধা ছাপন করিয়াই ঐ সকল মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বাহা কিছু বলিবার আছে তাহাই বলিতে পারি। তাহার পর আবার,—সমাধির চরম অবস্থায় আমাদের অহং জ্ঞান 'কোন অবলম্বন শূন্য অবস্থায়,— অর্থাৎ অহংবৃত্তি ইদংবৃত্তির সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারে কি না, এ কথার উত্তর পরম্বোগী ব্যতীত আর কেহই দিতে সমর্থ নহেন স্মৃত্রাং এই সকল হুরহ বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে মহাপুরুষগণের বাক্যকেই প্রমাণ স্বন্ধপ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।

পরম যোগী পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে দ্রপ্তা তাহার নিজের হুরূপ বুঝিতে পারিলেই কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকেন। বেদাস্ত শাস্ত্রে যাহাকে জীব চৈতন্ত বলা হইয়াছে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে তাহাকেই দ্রপ্তা নাম দেওয়া হইয়াছে। পরম যোগ সমাধা হইলেই দ্রি কৈবল্য পাইয়া থাকেন, এই যোগ কাহাকে বলে প্র যোগশাস্ত্রের ২য় ও ৩য় ও ৪র্থ হত্ত্ব এই———

ষোগন্চিত্ত বুত্তি নি রোধ:। ১ চিত্ত বৃত্তি সমূহের নিরোধের নাম যোগ।

## তদাদ্রষ্ট ই সক্রপে হবস্থানং ॥ ২ সেই সমর অর্থাৎ যোগাবস্থায় দ্রষ্টা তাহার স্বক্রপে অবস্থান করে। বৃত্তি সাক্রপ্য মিতরত্র ॥ ৩ অফ্য সময় বৃত্তি সাক্রপ্য প্রাপ্ত হয়।

অনুমান বা শব্দ প্রমাণ পাতঞ্জল শান্ত্রের ভিত্তি নহে, যোগমার্গ অবলম্বনে যে সকল অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুভৃতি জন্ম সেই সকল কথাই যোগশান্ত্রে লিখিত আছে। পাতঞ্চল ৰোগ শান্ত্ৰে যে সকল কথা আছে তাহ। হইতে ইহা পাওয়া বায় যে, চিতের রুত্তি সমূহ নিবন্ধন দ্র হা অর্থাৎ জীব, যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা দ্র ছার স্বরূপ নহে; চিত্তরতি নিরোধাবস্থা পাইলে, দ্রষ্ঠা, উপাধিশূন্য হইয়া তাহার স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিতি করে। যোগমার্গ অবলম্বনে মনুষ্য যখন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন যে চিত্তের বৃত্তি সমূহের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে ঘূচিয়া যায় তখনই পুরুষ কৈবল্য পদ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে দেখা ষাইতেছে যে পরমযোগী পতঞ্জলির কথায় জীবের যে উপাধি তাহা অনিত্য; এই উপাধি ঘুচানই মোক্ষ এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধন জন্য বেঁ যে উপায় অবলম্বন প্রয়োজনীয় তাহাই তাঁহার যোগশাল্রে বর্ণিত হইরাছে। স্বতরাং পতঞ্জলির কথা মানিতে হইলে বৈদান্তিক দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। সাংখ্যকার কপিল দেবের মতে পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ ও মৃক্ত, এই পুরুষতত্তই তাঁহার পঞ্বিংশতি তত্ত্বের পরম তত্ত্ব। দেহী অর্থাৎ পুরুষ সভাবত: মুক্ত হইলেও দেহাভিমান নিবন্ধন তাহার হুঃধভোগ হইয়া থাকে, এই হুঃধ নির্ত্তিই পুরুষের পুরুষার্থ। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় অবিবেক নিবন্ধন, পুরুষ আপনাকে সাকার ও সোপাধিক ক্রান করে, সেই অবিবেক দূর করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। স্বতরাং সাংখ্যকার মতেও জীবাস্থা ও পরমান্মায় স্বরূপত: কোন ভেদ নাই; জীব যে আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান করে তাহাই তাহার বন্ধের হেতু। সাংখ্যকার অসংখ্য পুরুষ স্বীকার করেন অথচ তিনি অবৈতবাদী। তিনি বলেন যে পুরুষ অসংখ্য হইলেও, আমি পুরুষ, তুমি পুরুষ তিনি পুরুষ ইত্যাদি কাহারো মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই স্থতরাং পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়।

মহানির্বাণ তত্ত্বের যে ব্রহ্ম স্ত্রোত্র ইদানী ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করা হয় তাহাতেও ব্রহ্মকে অহৈত তত্ব বলিয়া বর্ণনা করা আছে।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়। নমোহদৈত তত্বায় মৃক্তি প্রদায়॥

প্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা বুঝা ষায় যে জীব মোক্ষ লাভ করিলে ব্রহ্ম সারপ্য লাভ করে স্তুতরাং জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে থে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা নিত্য নহে। ব্ৰহ্মভূতং প্ৰসন্নাত্মা ন শোচন্তি ন কাৰ্মতি।
সমঃ সৰ্কেষ্ ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাং ॥
ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্বতঃ।
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরং ॥ গীতা ১৮।৫৪, ৫৫।
ঈশ্বর ভক্ত শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ অর্থ করেন——

ব্ৰহ্মাহং ইতি নৈশ্চল্যেনাবন্থানস্য ফলমাহ ব্ৰহ্মেতি। ব্ৰহ্মভূতো ব্ৰহ্মণ্যবন্থিতঃ, প্ৰসন্ন চিত্তঃ, নষ্টং ন শোচতি ন চ অপ্ৰাপ্তং কাঋতি দেহাদি অভিমানাভাবাৎ। অতএব সৰ্কেম্বিপি ভূতেম্ সমঃ সন্ রাগ হেষাদি কৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সর্কাভূতেম্ মন্তাবনা লক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে।

ততশ্চ ভক্তোতি। তরা চ পররা ভক্তা তত্ততো মামভিজ্ঞানাতি, কথস্তং, যাবান্ সর্প্নব্যাপী ৰকান্মি সচিচদানন্দমনস্ততাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ততো জ্ঞাত্বা তদনস্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে, পরমানন্দরপো ভবতি।

' আমি ব্রহ্ম ' এই জ্ঞানে, নিশ্চল ভাবে অবস্থানের ফল বলিতেছেন। মনুষ্য ব্রহ্মে অবস্থিত হইরা প্রসন্নাত্মা হইলে কোন কারণে শোক করেন না এবং কিছুরই আকান্ধা করেন না। অতএব সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানী হইরা, সর্ব্বভূতে ঈশর ভাবনা রূপ যে ঈশর ভিক্তি, সেই পরা ঈশর ভিক্তি লাভ করেন।

আমি (ঈশর) ষেরপে সর্বব্যাপী এবং আমি যে সচ্চিদানক স্বরূপ ইহা এই পরা ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারা দায়। ভক্ত এইরূপে আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া পরে সেই জ্ঞানের চরমু অবস্থায় আমাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ প্রমানকরপ হয়।

স্তরাং দেখা যাইতেছে বে ভক্তি-প্রধান-শাস্ত্র ভগবদ্নীতা অনুসারেও হৈতবাদ ভ্রমাত্মক। নীতার কথানুসারে ভক্তের পরা ভক্তির চরম ফল ব্রহ্মসারূপ্য লাভ এবং ইহাই মুক্তি। স্তরাং হৈতবাদী যে বলেন যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য, সে কথা ঠিক হইতেছে না।

অধৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গুটি কত কথা বলা হইল কিন্তু বিবাদের মূলটি কোথায় সেটি এখনো বলা হয় নাই।

ক্রমণ:

**बिक्कथन** मूर्याशायात्र।

# হেয়াঁলি নাট্য।\*

#### নবকান্ত বাবু।

নব। ওঃ! প্রেমের কি মোহিনী শক্তি! তার অগাধ রহস্য কে ভেদ কর্তে পারে।
না জানি সে কিসের বন্ধন যাতে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর এক হৃদয় বাঁধা পড়ে! সে কি
জ্যোৎস্নাপাশ, সে কি পূজ্প-সৌরভের ডোর, সে কি মুকুলিত মধু মাসের মধুর মলয়ানিলের
বন্ধন? হরি হরি! না জানি সে কি কাল-হতাশন যাতে দগ্ধ হওয়া ভন্ম হওয়াই জীবনের
একমাত্র আকাজ্যা। একমাত্র উদ্দেশ্য! মরি মরি, সে কি দেখলেম, সে আমার কাছে
প্রভাত স্বপ্ন বলে বোধ হচ্চে। সেই প্রভাতে সেই বাগানে, সেই কামিনী গাছের ভলায়
আপন মনে দাঁড়িয়ে বাগানের পাঁচিলে সে গোবর দিছিল। আমি রাজা হ্মান্ডের মত
গাছের আড়াল থেকে তাই দেখছিলেম।

#### নরোত্তমের প্রবেশ।

নরো। কি সর্বনাশ! নবকান্তের হাতে পড়লে আর ত রক্ষে নেই। ধর্লে বুঝি!

নব। (নরোত্তমকে ধয়িয়া) ভাই েমের কি মহান শক্তি!

নরো। ঠিক বলেছ ভাই, কিন্তু ক্ষিদের শক্তি তার চেয়ে চের বেশি। আমি থেতে যাই, আমাকে ছাড়!

নব। হৃদয়ের কুধা-

नता। ऋषरात्र ना ভारे छेषरात्र। आभि এथनि थएत आम्हि।

নব। খাওয়ার কথা আহি বলু চিনে-

নরো। তুমি ত বল চ না আনি বল চি। এক্ট রোস, আমি—ঐ আদ্যানাথ বাবু আস্চেন এঁকে ধর উনি প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে ঠিক বুঝুবেন। (প্রস্থান)

#### আদ্যানাথ বাবুর প্রবেশ।

নব। (আদ্যানাথকে ধরিয়া) মশায়, প্রেমের কি মহানু শক্তি!

আদ্যা। মহান্শক্তি কাকে বলে বাপু ? মহতীশক্তি বলা উচিত। কারণ শক্তি শক্ত ত্রীলিঙ্গ, তংপুর্কোন-

নব। আপনি ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই সামস্ত নেই অথচ প্রেম বিশ্ব বিজয়ী। সে আপনার জীবস্ত-

<sup>\*</sup> গত ভাদ্র আধিন মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'বাকি''। শ্রীযুক্ত, বিহারীলাল গোসামী, কুম্বনাথ রার, নালমণি বরাট, অনক্ষোহন দাস, ষোণেক্রকুমার চক্রবর্তা, রাজ-কুমার চক্রবর্তী, তারিশীচরণ রার, অনস্তলাল খোষ, কেদারনাথ পুগুরীক ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

আদ্যানাথ। "জীবন্ত" শব্দ ব্যবহার হতে পারে না।

নব। আৰ্জ্জে হাঁ, সে আপনার জীবন্ত প্রভাবেই—

আদ্যা। "জীবিত" বলনা কেন, কথাটা তা হলে ব্যাকরণ সন্মত—

নব। জীবন্ত প্রভাবে সর্ব্বত্র আপনার পথ হজন-

षामा। २ जन नग्न मर्द्धन-

নব। পথ স্জন করে নেয়। এই যে সূর্য্যতারাথচিত—

আদ্যা। সর্জ্জন, কেননা হজ ধা-

নব। নীলাকাশ, এই যে বিচিত্র পুষ্প শোভিত-

আদ্যা। স্জ্বাতুর উত্তর—

नव। श्रुकानन,-

( কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান।)

#### লেখক জীগণেশচল ব্যুর প্রবেশ।

गराना। कां क धति ! त्यांना भानाहे कां क ! आमि रायात थां हर साहे, সেগানে কাউকেই দেখ্তে পাইনে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে যাই অনুসন্ধানে यारे।

## দিতীয় দুশা !

#### इतिहत्र, नदीन, शावव, नःशक्यः

হরি। ওহে এত দিন ছিলেম ভান্য কোন আপদ ছিল না। এখন কি করা যায় বল দেখি!

নবীন। তাইত কি করা যায়!

নরোত্রম। তাইত হে কি করা যায় !

হরি। এতদিন আমাদের বাসায় আপদের মধ্য কেবল এক নবকান্ত ছিল, কিন্ত অভ্যেসে তাকে সয়ে গিয়েছিল, এখন কোথা থেকে একটা লেখক জুটেছে।

নরোত্তম। বাসায় লেখক থাকা কোন কাজের কথা নয়।

নবীন। কাল জাতিভেদের উপর এক কবিতা লিখে আমাকে শোনাতে এসেছিল কিছুতেই ছাড়লে না, আমার ভাত জুড়িয়ে গেল ভাল করে খাওরাই হল না।

হরি। কাল রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমার বেশ একটু তন্ত্রা এসেচে, এমন সময়ে লেখক মশায় খাতা হস্তে উপস্থিত। তিনি "হিন্দু ধর্মের প্রহরী" বলে একথানা কাগজ বের করবেন, তাতে 'আর্য্য জাতির দূর দর্শিতা' 'টিক্টিকি পড়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' ও ''বাগবাজারের নীলকমল রায়কে জ্লাভিচ্যুত করা উচিড'' এই তিন বিষয়ে তিন প্রবন্ধ লিখেছেন অতি উত্তম কাজ করেছেন, হিন্দু ধর্মকে অত্যম্ভ সজাগ করে তুলেচেন কিন্ত

ভাই বলে আমি বেচারা ঘুমোতে পাব না কেন? আমি ত মহুও না বেদব্যাসও না, আমাকে পীড়ন করবার ত কোন কারণ দেখিনে।

নরোত্তম। ঠিক বলেচ, আমাকেও ভারি নাকাল করেচে। আমি বলে—

নবীন। (সভয়ে) ঐ আসচে!

হরি। ঐ আস্চে!

নরোত্তম। ঐ ধাতা!

नवीन। পালাই! (अञ्चान)

হরি। আমিও পালাই। (প্রস্থান)

নরো। আমি মোটা মানুষ আমার পালাবার ত্রিধা হবে না। আমি কি করি! (খাতা হস্তে লেখক খ্রীগণেশচন্দ্র বস্তুর প্রবেশ)

श्रातम । (महामा भूर्य) कृटी अवक निर्थिछ ।

नर्त्राख्य। क'णे वाक् ल क कारन।

গণেশ। এক্টা হোচে আধুনিক ন্ত্রী জাতির—

নরোত্তম। মশার, আপনার কাছে খড়ি আছে, দেখুন দেখি সময় কত।

গবেশ। আজে বড়ি নেই। আমার প্রবন্ধের কথা বল্ছিলুম, এক্টা হচ্চে—

নরোত্তম। (উচৈচঃস্বরে) ওরে মোধো, আমার আপিসের চাপকান কোথার রাধ্লিরে! গবেশ। বুঝেচেন নরোত্তম বাবু. একটা প্রবন্ধ হিন্দু ধর্মের--

নরোত্তম। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ ঐ ঐ সর্বানাশ হল, ছেলেটা প'ল বুঝি! (প্রস্থান)

গণেশ। কাল থেকে চেটা কর্চি একটা লোকও ধর তে পাচ্চিনে। কে যেন কাকের বাসায় ঢিল ছুঁড়ে মেরেচে বাসাহছ লোক চঞ্চল হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। এদের ভাব ত কিছু বোঝা যাচেচ না। পূর্ব্বে যে বাসাটাতে ছিলুম, সে বাসাতে এক্টি লোকও বাকি রইল না, কাজেই ছেড়ে আস্তে হল। এথেনে দেখ্লুম অনেকগুলো মানুষ আছে, কিন্তু এরা ছু দণ্ড ছির হয়ে বসে না কেন ? যাই নরোভ্তম বাবুকে ধরবার চেটা করিগে। লোকটির বেশ ভাল মানুষ চেহারা।

# তৃতীয় দৃশ্য।

#### नद्याज्य । नदकाष्ट ।

নব। দেখ নরোত্তম হৃদয়ের রহস্য আজ পর্যান্ত কেউ উদ্ভেদ কর্ত্তে পার্লে না। নরো। হৃদরের রহস্যের কথা এখন পেড়োনা ভাই, জামাকে এখনি আপিসে বেরোডে হবে।

নব। (দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া) আহা ! তোমার ত আপিস আছে, আমার কি আছে

বল দেখি! আমার, বে "Occupation gone"! Othello's occupation gone!" সেকৃসপিয়র যে লিখেছে—কোথায় যাও, আ: শোননা—

নরো। না ভাই আমাকে মাপ কর—সাম্নেব রাগ করবে, আমারো occupation-টুকু যাবার যো হবে !

নব। কিন্তু ভাই ভালবাসার কথা যদি বল-

নরো। সে কথা আমি বল্ চিইনে আমি আপিসের কথা বল্ চি।

নব। আমি বল ছিলুম উভর পক্ষের যদি—আহা কোথায় বাও শোননা—উভর পক্ষের—

নরো। উভয় পক্ষের কথা আমি পরে ভন্ব ভাই, আমাকে মাপ কর। আর এ সকল কথা আমার ভাল জানা নেই—উভয় পক্ষের কথা ভন্লে আমার ভারি গোল বেখে যায়। মাথা ঘুরতে থাকে।

নব। তুমি আমার কথাটা না শুনেই ভর পাচ্চ—আমি যা বল্চি তা তর্কের কথা নর, হৃদয়ের কথা, সহজ কথা---

নরো। কিন্ত ঐ সহজ কথার বেলা চারটে বেজে যাবে, তোমার চুটি পারে পড়ি আমাকে তোমরা ছাড।

নব। আচ্ছা দেখ, কথাটা বল্তে দশ মিনিটের বেশি লাগ্বে না—তুমি ছড়ি ধ'রে দাঁডাও আমি বলে যাই।

নরো। (সকাতরে) নবকান্ত, আমি তোমার কাছে কি দোষ করেচি আমাকে বল। কেন তোমরা সকলে মিলে আমাকে নিয়েই পড়েচ। ওখরে হরি আছে নবীন আছে। তাদের কাছে ত কই তোমরা বেঁষ না। সে দিন এফ্নি সময়ে তুমি হৃদয়ের রহস্যের কথা পাড়লে বেলা দেড়টা হয়ে গেল। সায়েবের কাছে জরিমানা দিতে হল। আজ আবার হৃদয়ের রহস্যর কথা পেড়েছ। গরীবের চাক্রীটি পেলে তোমার হৃদয়ের রহস্য আমার कि काटक लाग्रव वल ? (अञ्चादनामाम)

নবকান্ত। (ধরিয়া) রাগ কর্লে ভাই !

নরোত্তম। না রাগের কথা হচ্চে না। এখন কি না আপিসের বেলা হল তাই তাড়া-তাড়ি কর্তে হোচে। (প্রস্থানোদ্যম)

নবকান্ত,। (ধরিয়া) না ভাই তুমি রাগ করেচ। তোমার আপিস আছে তা কি আমি জানিনে। আমি কখনই তোমাকে দেরি করাতুম না।

नरता। এও ত विषय मुश्चिटल रकटन्न। त्रारात कथा स्माटिटे एटक ना-नांग व्यामात्र কিছুতেই হয় না। কিন্তু শীতকালের দিনে কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়। (প্রস্থানোদ্যম)

নব। (ধরিয়া) না ভাই তুমি রাগ করে চলে যাচ্চ। আমি মনে করিনি বে এত **অলে** তুমি রেগে উঠ্বে। আজ সমস্ত দিন আমার মন ধারাপ হয়ে থাকুবে।

নরোত্তম। আচ্ছা ভাই আপিস থেকে এসে এ বিষয় কথা হবে। (প্রস্থানোদ্যম)

নব। না, ভূমি বল আমাকে মাপ করলে!

नरता। याभ कतन्य! (श्रष्टारनामाय)

নব। (ধরিয়া) না ভাই তোমার মুখ যে প্রসন্ন দেখচি নে।

नरता। मूर्थ कि करत्र क्षेत्रज्ञ १८८ नरकोछ । दिना स्य विखत १०। अथे धर्यन्छ খাওয়া বাকী আছে। (প্রস্থানোদ্যম)

নব। (ধরিয়া) না তুমি প্রসন্নমূবে আমাকে মাপ করে যাও, তবে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!

নরো। ভাই আমি তোমাকে মাপ করব কি, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি নাকে খৎ দিচ্চি আমাকে যা কর্তে বল্বে তাই করচি! (প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য।

( নরোত্তম বাবুর পশ্চাতে গণেশ বাবু )

গণেশ। মশায় অত হাঁপাচ্চেন কেন ? পাড়ায় ডাকাতও পড়েনি, বর্গির হাঙ্গামাও হয়নি, আপনি এক্ট্ স্থির হয়ে বস্থন না। আমার প্রবন্ধে আর্গ্য-জাতির-

নরোত্তম। কি ভয়ানক! মশায়ের খাওয়া হয়েচে?

গণেশ। আভ্রেনা। কিন্তু যে লেখাটার কথা বল্ছিলুম তাতে—

নরোত্তম। মাছি পড়েছে!

গণেশ। আজ্ঞে মাছি কেন পড়বে!

নরোত্তম। আপনার লেখার কথা বল্চি নে আমার হুধে মাছি পড়েছে।

গণেশ। তা যাগ্গে কিন্ত লেখাটার সম্বন্ধে-

### নবকান্তের প্রবেশ।

নবকান্ত। তুমি ভাই সেই রাগ করে চলে এলে, আমার কিছুতেই মন ছির হচ্চে না। নরোত্তম। আমারো মন অত্যন্ত অন্থির, আমাকে একটু ছাড় আমি এলেম বলে! (তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

নব। ষাই দেখিগে। নরোত্তমের মুখ প্রফুল্ল না দেখে আমি তাকে কিছুতেই ছাড়তে পারচিনে! (প্রস্থান)

গবেশ। নরোত্তম বাবু গেলেন কোথায় দেখে আসি। (প্রস্থান)

## 'পঞ্চম দৃশ্য।

নরোত্তম আহারে প্রবৃত্ত। গর্ণেশের প্রবেশ।

গণেশ। এত সকাল সকাল আহারে বসেচেন যে!

नरता। भकान जात करें ! जामारक नीख जानिरम र्वरतार इरव !

গণেশ। শীঘ্র যেতে হবে! তবে যতক্ষণ থাচেচন ততক্ষণ যদি আমার এই স্ত্রী-জাতির—

নরো। মশার আমার খাওয়া হয়ে গেছে আমি উঠ্লুম।

পণেশ। কিছুই যে থেলেন না। সবই পড়ে রইল। সে যাহোক পান তামাক ত খাবেন ততক্ষণ যদি—আমার এ বেশি দেরি হবে না!

নরো। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐরে, নবকান্ত মুখ বিষর করে আদচে! আচ্ছে না আমার পান তামাকে প্রয়োজন নেই আমি চল্লন। আমাকে আচ্ছা নাকাল করেছে! (প্রস্থান) ( অত্যন্ত গন্তীর বিষয় মুখে নবকান্তের প্রবেশ )

নব। নরোত্তম কোথায় মশায়!

পবেশ। (খাতা বাহির করিয়া) তিনি চলে গেছেন, তা হোকু না, আপনি বস্তুন না!

নব। (দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া) হাঃ! আমাকে দেখে আপনার কি রকম মনে হচ্চে বলুন দেখি। অত্যন্ত শীর্ণ অত্যন্ত বিষয় মনে হচ্চেনা কি?

গণেশ। আছ্রে না, কিছু না। আপনি ভাব্বেন না, আপনি বেশ আছেন। দেখুন, আমার ''হিলৃধর্ম্মের প্রহরী —

নব। আমি বেশ আছি বল্চেন! কি করে বল্চেন বেশ আছি! আপনি কি দেখচেন না, আমার চোখের নীচে কালি পড়ে গিয়েছে—আমার—

পণেশ। ও সব কিছুই নয়। বুঝলেন ? "হিন্দুধর্মের প্রহরী'তৈ আমি গোটা হুয়েক—

নব। কিছুই নম্ব! বলেন কি! হৃদয়ের তুলনাম্ম জগতে এমন কি আছে— গবেশ। কিন্তু হৃদরের কথা আমি ত বল ছিলুম না। আমি বল ছিলুম আর্থ্যমনীষী-গণের—

নব। আর্থ্য মনীধী আবার কি! হাদরের কথাই ত হচ্ছিল। আমি বল্ছিলুম, হাদর যথন তুষানলে দক্ষ হতে ধাকে তথন মানুষের দশা কি হয়!

গণেশ। কিছুই হয় না! কিন্তু আমি যা লিখেচি তার বিষয়টা হচ্চে এই—আর্য্য মনীবীগণ পূর্বের যে সকল বিধান করে গেছেন, এখনকার অবস্থায় তার কি করা উচিত ?

নব। তার প্রান্ধ করা উচিত। সে কথা যাক—যার হৃদয়ে প্রণয়ের তুষানল জ্বচে— গণেশ। সে ষেন কারো চালের উপর গিয়ে না বসে তা হলে লক্ষাকাণ্ড উপস্থিত হবে! সে বাহোক, আমার লেখায় এই প্রশ্ন তুলেছি যে, প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের মূলে কি আছে—

नवः। कहः।

नत। कला!

গণেশ। এবং সেই মূল উদ্ধার কর্বে কে?

নব। বরাহ অবতার!

গণেশ। এবং তার ফল ভোগ করবে কে ?

নব। বানর। আপনার প্রশ্ন আর অধিক নয়। আমার প্রশ্ন হচ্চে এই জগতে সকলের চেয়ে গুরুতর রহস্য কি!

গণেশ। আর্য্যশাস্ত্র।

নব। প্রেম।

গণেশ। মনুসংহিতা এবং---

নব। অভিমানের অঞ্জল—

. গণেশ। এবং গৃহস্ত্র—

नव। এवः हास्य हास्य हार्न।

গণেশ। এবং দায়ভাগ।

নব। এবং প্রাণে প্রাণে মিলন!

## यर्छ मुना।

### গণেশ লিখিতে প্রবৃত্ত।

গণেশ। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। "নারদের টেকি এবং মুরোপীয় বেলুন।" জিনিষটা একই। আরম্ভটা অত্যন্ত চমংকার ফেঁদেছি, কিন্দু শেষটা কিছুতেই মেলাতে পারছিনে—কিন্তু শেষটার কোন দরকার নেই। ভূমিকা পড়েই সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হয়ে ষাবে, আসল বিষয়টা না জান্লেও, চল্বে। যারা ভূমিকার চেয়ে বেশী লেখে তাদের আবার পাঠক যোটে না। আসল মজাটুকু হচ্ছে যতক্ষণ বিষয়ে এসে না পৌছান যায়! কিন্দু কাকে শোনাব ? নরোভন বাবু একেবারে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। ছরি বাবুর কাছে যেঁদ্তে ভয় হয়। আরো খানিকটা লিখি!

#### নবকান্তর প্রবেশ।

নব। হার হার ! নরোত্তম বাসা ছেড়েছে এখন কার কাছে যাই। গণেশ। এই যে নবকান্ত বাবু ! "নারদের ঢেঁকি"— নব। "নিথর জোছনা জালে নধর নবীন"—

### व्यानग्रानाथ वावूत्र अत्वम ।

গণেশ। বাঁচা গেল। আদ্যানাথ বাবু শুরুন্ মহাশন্ন—আমার নারদের টেকি—
নব। শুরুন আ্দ্যানাথ বাবু—"নয়ন-নলিনীদল নিদ্রায় নিলীন"—

গণেশ। আমার বক্তব্য হচ্চে—প্রাচীন আর্থ্য মনীধীগণ বিরচিত স্নাতন আর্থ্য শাস্ত্র স্কল মন্থন করে নারদের চেঁকি— আদ্যা। ওন্থলে ঢেঁকি শব্দের ব্যবহারে লেখা গ্রাম্যতালোবে দ্বিত হয়ে পড়ে। সাহিত্য দর্পণের—

নব। সাহিত্যদর্পণের মাথা এবং মৃণু, শুরুন না —"মোহন মদির মধু"—
তাড়াতাড়ি ভত্যের প্রবেশ।

ভূত্য। বাবুরা পালাও গো! ঘরে আগুণ লেগেচেন।

আন্যা। (হাসিতে হাসিতে) বেটার ব্যাকরণ জ্ঞান দেখ একবার, কি বল্লে শোন। আজ কাল বাঙ্গলা ভাষায় এমনিই হচ্চে বটে!

নব। (সনিঃখাসে) আগুণ! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে—

গণেশ। আগুণের কথা যদি উঠ্ল তবে এই খেনে বলে রাখি মহারাজা নল যে বিনা আয়োজনে আগুণ জালাতে পারতেন সে ব্যাপারটা কি! হাইডােজেনএবং অক্সিজেন।

আদ্যা। ওটা যাবনিক প্রয়োগ হল। হওয়া উচিত জলয়ান এবং অমুজান। কারণ কিনা—

(গৃহে অগ্নির আবিভাব)

#### কলম্ব।

#### 22

যখন বিষয় উংস্ক ভাতার মুখের দিকে সজল দৃষ্টিতে চাহিয়া সত্যবতী কিলাতকর্পে বিলল—"ভাই সত্যই আমরা তোমার আপনার লোক, নই" তখন মৃত্যুদণ্ডের মত যুবকের কর্পে তাহা ধ্বনিত হইল. মুহূর্ত্তের জন্য তাহার জীবনের শ্রোত ষেন বন্ধ হইয়া গেল, ইন্দ্রিয় ক্রান লুপু হইয়া পড়িল, কে যেন তাহাকে হঠাৎ পাষাণে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়া গেল। সত্যবতী বড় ভীত হইল, আকুল ভাবে গুহাকে কোলে টানিয়া কাঁদিয়া বলিল "গুহা—" ধাঁরে ধাঁরে গুহার মাথা দিদির কোলে লুটাইয়া পড়িল,—দিদির কোলে মুখ লুকাইয়া শিশুর মত গুহা কাঁদিতে লাগিল, সত্যবতীও কাঁদিতে লাগিলেন, ভাই বোনের অক্রজলে নিস্কর নিশাকাল সে দিন সিক্ত হইয়া উঠিল। কাই দিন সেই হুদয় বেদনার মধ্যে, অক্রজলের মধ্যে গুহা তাহার জীবন কাহিনী শুনিতে পাইল। যাহা শুনিল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই।

কনক সেন নব-কোটের ( আধুনিক লাহোর ) স্থ্যবংশোত্তব এক রাজপুরুষ। তিনি কোন কারণে লাহোর হইতে সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া এখানকার প্রমর বংশীয় এক রাজার রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক এইখানে বীরনগর রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাঁর প্রপৌত্তি প্র বিজয় সেনের রাজ্যকালে কনক সেনের এই স্থাপিত রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ

করে। বিজয় সেন সমগ্র বিদর্ভ অধিকার করিয়া বিজয়পুর (বিজাপুর) বহলভিপুর প্রভৃতি কয়েকটি নৃতন রাজধানী স্থাপিত করেন। শেষে বীরনগরের পরিবর্ত্তে বহলভিপুরই স্থানংশী রাজাদিগের রাজধানী হইয়া উঠে।

কমলাবতীর পিত্রালয় বীরনগর। তাঁছার পিতৃবংশ স্থ্যবংশী রাজাদিগের কুলপুরো-হিত ছিলেন।

সোরাঞ্জের শেষ রাজা শিলাদিত্যের মহিষী পূপ্পবতী কমলাবতীকে বড় ভাল বাসিতেন।
চতুর্দশ বর্ষ পূর্ক্তে কমলাবতী পিত্রালয়ে শেষ বাস সময়ে ষধন মহিষীর সহিত দেখা করিতে
যান তথন মহিষী অন্তঃস্বস্ত্রা। তিনি তথন তাঁহার ভাবী পূত্রের মঙ্গলকামনায় পিত্রালয়
অস্ত্রের রাজধানী চন্দ্রাবতীতে অস্তাভবাণীর পূজা দিতে গমন করিতেছিলেন, তিনি
কমলাবতীকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন, কমলাবতীর তথন গভরালয় ফিরিয়া আসিবার সময়
হইয়াছিল, রাণী বলিলেন অম্বর হইতে ফিরিবার সময় পথ হইতে তাহাকে শভর বাড়ী
পাঠাইবেন।

চন্দ্রাবতী গিয়া রাণীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, দেবী তাঁহার ভাবী পুত্রকে শুভ বর প্রদান করিলেন, মহিনী হুষ্ট চিত্তে অল্প দিনের মধ্যেই আবার শ্বভুরালয়মুখী হুইলেন।

বহ্লভিপুর হইতে চন্দ্রাবতীর পথে মলয় পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়, একদিন বিকালে পাহাড়ের একছানে শিবিকা রাত্রের জন্য থামিয়াছে—পরদিন কমলাবতীর পথ ও পূজ্পবতীর পথ ভিন্ন হইয়া যাইবে, তাঁহারা হথের চুঃথের নানা কথা কহিতে কহিতে শেষদিন পাহাড়ে একসঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লোক আসিতেছিল ভকুম পাইয়া তাহারা শিবিরে ফিরিয়া গেল, তাঁহারা চুই জনে একাকী শিবির ছাড়াইয়া থানিকটা দূরে আসিয়া পড়িলেন,—নিকটেই গাছ পালার মধ্যে একটা ভয়্ম মন্দির দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মহিষী মন্দির দেখিলেই পুত্রের মঙ্গল কামনায় দেবতা উদ্দেশে সেখানে প্রণত হইতেন।

এই জরাজীর্ণ, অশ্বর্থশিকড় প্রবিষ্ট তথা মন্দিরের গুহা মাত্র অবশিষ্ট ছিল; এই গুহা প্রবেশ কালে তাঁহারা গুহার অপর পার্শে ভগ্ন প্রাচীরের পর পারে কয়েক জন লোকের মস্তক দেখিতে পাইলেন, তাহাদের লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া মহিষী যখন বাহিরে আসিবেন হঠাই তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সর্কাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—অপর পার্শের লোকদিগের কি কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল, তিনি সেই খানে মন্দিরের অশ্বর্থমূলে মাথা ধরিয়া বিদ্যা পড়িলেন, কমলাবতীকে আস্তে আস্তে বলিলেন "উহারা কি বলিতেছে শোন দেখি" কমলাবতীও তাহাদের কথা কিছু কিছু ভনিয়াছিলেন, তিনি কম্পিত্রেরণে মন্দির ঘ্রিয়া তাহাদের নিকটে গিয়া জিক্তাসা করিলেন—"বৎস তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? মহারাজ শিলাদিত্যের কথা কি বলিতেছিলে" তাহারা যখন বুঝিল রমণী বীরনগরের লোক

তথন তাঁহার কাছে কিছুই লুকাইল না, কিন্তু দাহা বলিল তাহা তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া গেল—গুনিলেন তাতাররা দেশ আক্রমণ করিয়া শিলাদিত্যকে বধ করিয়াছে, সৌরাষ্ট্র এখন তাহাদের, মহিধীগণ অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন, দেশের লোক পলায়নে প্রাণরক্ষা করিতেছে"।

অবসন্ন কমলাবতী প্রাণ পণে গাছে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন, শোকাপনা মহিষীকে রক্ষা করিতে হইবে—এই চিস্তামাত্র ভাঁহাকে আসন্ন মৃচ্ছার হাত হইতে রক্ষা করিল—এই বলে বলীয়ান হইয়া তাহার ঘূর্ণ্যমান মন্তক প্রাণপণে উন্নত রাখিয়া আকুল স্বরে বলিলেন "মহারাজ পরাজিত হইয়াছেন তাঁহার সপ্তার্ধ" উত্তর হইল "মহারাজের মন্ত্র নিস্কল হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞায় সপ্তার্থ উঠিল না; শক্ররা স্ব্যক্তে গোপনে গোরক ঢালিয়াছিল।"

কথিত আছে, কোন দেববরে বহুলভিপুরের হুর্গ মধ্যে এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয়,—বর এই, বিপন্ন রাজা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিলেই স্থ্যদেব সপ্তাশ রথে এই কুণ্ড হইতে উথিত হইয়া শক্রকৃল ধ্বংশ করিবেন, কিন্তু যে দিন একবিন্দু গোরক্ত এই কুণ্ডে পতিত হইবে সেই দিন মন্ত্র ব্যর্থ হইবে।

কমলাবতী সেধান হইতে যথন রাণীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন রাণী সংজ্ঞাহীন, তিনি যে সমস্ত কথাই ভনিয়াছেন কমলাবতী বুঝিলেন। অলক্ষণের মধ্যে সেই গুহাতেই রাণীর সন্তান জন্মিল, নব শিশুকে কমলাদেবীর হস্তে-সমর্শণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, পর্ন্মতেই তাঁহার অধিকার্য্য সমাধা হইল।

সত্যবতীর কথা শেষ হইলে বড় বড় হুই ফোটা জল গুহার কপোল বাহিয়া মাটীতে পড়িল, গুহা বলিল 'দিদি এ কথা তবে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলি কেন।''

সত্যবতী বলিল "মৃত্যুকালে তোমার মা আমার মাকে হুই একটি অনুরোধ করিয়া যান প্রধান এই, যেন কোন ক্ষত্রিয়ানীর সহিত তোমার বিবাহ হয়, আর তোমার চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তোমাকে যেন ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিপালন করা হয়। তোমার সামর্থ্য জন্মিবার আগে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিলে শক্র কর্তৃক পাছে তোমার কোন অনিষ্ট হয়—বোধ করি এই আশক্ষায় মহিষী এই অনুরোধ করিয়া থাকিবেন। আমাকে পর্যন্ত মা এতদিন ইহা বলেন নাই, এবার এখানে আসিয়া মাত্র আমি এ কথা জানিয়াছি।"

দিদি এবার আসিয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে কেন যে এমন বিষয় হঁইয়া পড়িত—হাসিতে হাসিতে সহস্যা কেন তাহার হাসি শুকাইয়া যাইত, খেলা করিতে করিতে কেন অবসন্ন হইয়া ঘরে চলিয়া যাইত, আদর করিতে করিতে মাঝখানে কেন সে থামিয়া পড়িত—গুহা এখন তাহার কারণ বুঝিল। খানিকক্ষণ পরে বলিল "যদি এ কথা আর কেহ জানে না তবে ভীলপুত্র জানিল কি করিয়া ?"

সত্যবতী বলিল "তোমাদের বংশের একটি কুলাচার এই, প্রথম অস্ত্র শিক্ষাকালে একজন রাজপুরুষ স্বহস্তে কুমারের কটিদেশে অসি বন্ধন করিয়া দেন, তাহা ধারণ করিরা তখন তাহার অস্ত্র শিক্ষার অধিকার জন্মে। তোমার অন্তম বর্ষ বয়ঃক্রমে এই নিয়ম রক্ষা করিতে মহিনী মাকে বলিয়া যান। তাঁহার এই কথা পালন করিবার জন্য তোমার জন্মের কথা ভালরাজকে মায়ের জানাইতে হয়,—কেননা ভীলরাজদিগের পবিত্র অভিষেক অস্ত্র রাজপুরুষের অঙ্গ ছাড়া সাধারণ অঙ্গ স্পর্শ করে না। তোমার ত্রয়োদশ বংসর না গত হইলে এ কথা কাহাকে তিনি বলিবেন না প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,—এখন সময় পূর্ণ হইয়াছে—তাই এ কথা ভাহার পুত্রকে বলিয়া থাকিবেন—"

গুহা চুপ করিয়া রহিল — বুঝিল ভীলপুত্র দোষী নহে সে নিজেই দোষী।

52

আঁধার সন্ধ্যা, আকাশে চন্দ্র নাই, গাছ পালায় ঢাকাঢোকা ক্ষুত্র ভীলগ্রাম কাল একটা ছায়া মণ্ডলীর মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছে, অদূরে ঈষত্র দিখর প্রদেশে বসিয়া ভীলপুত্র সেই ছায়ার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাহার আগ্রহপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধার অন্ধকারের আবরণ যেন ভেদ করিয়া ফেলিয়া ভীলগ্রামের প্রত্যেক কুটীরগুলি প্রত্যেক গাছটি পর্যন্ত ভীলপুত্রের সন্মুখে উন্ত করিয়া দিয়াছে।

গ্রামের মধ্যস্থলে- বড় রাস্তার দক্ষ্র্রে, তরুশ্রেণীর মধ্যে তাহাদের পাতায় ছাওয়া কুটীরখানি; এতক্ষণ কুটীরে আলো জ্বলিয়াছে, এতক্ষণ তাহার সঙ্গীরা সারাদিনের আমোদ আল্লোদের পর প্রান্তগ্ররে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিতেছে, পথিমধ্যে তাহাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়া একবার করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকি-তেছে, উত্তর না পাইয়া হয়ত বা তাহার মায়ের কাছে গিয়া তাহার খোঁজ লইয়া ষাইতেছে। মা এতক্ষণ গৃহের কাজকর্ম সারিয়া তাহার বোনটির চুল বাঁধিতে বসিয়া-ছেন, অন্য ছেলেরা ভূতের গল শুনিবার জন্য তাহাকে অন্থির করিয়া তুলিতেছে, মাদলা মায়ের আঁচলটা ধরিরা টানিতেছে, ভুল্লু বোনের বিজুনিটা ধরিয়াই নাড়িয়া দিতেছে, ছোটীয়া খেলা করিতে করিতে 'বলনা বলনা' করিয়া আচমকা মায়ের পিঠের উপর আসিয়া পড়িতেছে. – বোন থাপা হইয়া উঠিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের মারিতে হাত উঠাইয়াছে। বাবা এই গোলমাল হইতে দূরে অস্ত্রশালার রোয়াকে বসিয়া এভক্ষণ অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ভীলপুত্র আজ গৃহে নাই, তিনি একাকী, সে থাকিলে সে তাঁহার গহায়তা করিত ! গৃহের এ সময়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার—খুটিনাটি ছবি তাহার মনে পড়িতে লাগিল—একটা গভীর দীর্ঘ নিখাস তাহার মর্মান্থল হুইতে উথলিত হইল, সে হুই হাটুর উপর বাহুর মধ্যে মাথা রাখিয়া চোথ বুজিল। অনেককণু পরে যথন আবার চোধ খুলিয়া মুথ তুলিল তথন আর সন্ধ্যা নাই, তথন নূতন তারকা রাশিতে আকাশ ছাইয়া পড়িয়াছে, তখন দ্বিপ্রহরের অন্ধকারের বুকে একটা গল্ভীর আলোক জ্বল জন করিয়া উঠিয়াছে. প্রকৃতি স্তব্ধ গন্তীর ঘুমস্ত, ভীলগ্রামের অস্পষ্ট কোলাহলও তথন ষ্মার এই নিভ্ত প্রদেশকে তরঙ্গায়িত করিতেছে না। এই স্তব্ধ ঘুমস্ত নিশীথে হু একটা

পেচক ও বাতৃড় পক্ষী কেবল তাহাদের চীৎকার কোলাহল ও অশান্তি জাগরণ লইয়া ভীল-পুত্রের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—আর ভীলপুত্র তাহার অশুজল ও মর্মাবেদনা লইয়া এথনো জাগিয়া বসিয়া। নির্কাণের পূর্কে দীপ যেমন জলিয়া উঠে তাহার এ জাগিরণ বুনি সেইরূপ অনস্ত ঘুমের পূর্ক জাগরণ!

ভীলপুত্র সাঞ্চনয়নে আবার ভীলগ্রামের দিকে চাছিল—একটা অদম্য বাসনায় সে আকুল হইয়া পড়িল—এখন বাড়ীর সকলে নিদ্রিত,—এখন একবার তাঁহাদের সে কি দেখিয়া আদিতে পারে না ? তাঁহারা ত তাহা জানিতেও পারিবেন না। ভীলপুত্র শিখর-দেশ হইতে নামিয়া তাহার পাদদেশে বিচরণ করিতে লাগিল, হঠাৎ চমক ভাঞ্চিয়া দেখিল গুহের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াজে, যেন সে কি একটা চুম্বর্ম করিয়াছে—থমকিয়া দাঁ ড়াইয়া চারিদিক ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু সন্মুখেই জল তখন আর পিপাসা থামাইবার সাধ্য নাই. অতি সম্বর্পণে গৃহের নিকট আসিয়া বাঁাপে হাত দিল, আন্তে টানিবা মাত্র ঝাঁপে খুলিয়া আসিল, বুঝিল তাহার জন্য এখনো ঝাঁপ বন্দ হয় নাই। তখন পা টিপিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তেজ দীপের আলোকে চারিদিক চাহিয়া দেখিল—মা ছোট ছেলেদের লইয়া গভীর নিদ্রায় ময়, কিছ্পিতা সেখানে নাই। নিরাশ হৃদয়ে, শয্যা পার্পে আসিয়া—উথলিত আঁবেগ বহুকটে চাপিয়া নিস্তন্ধে মাকে প্রণাম করিয়া তাহার সর্ল কনিষ্ঠ বড় স্লেহের ঘ্মন্ত ভাইটির মুখ চুম্বন করিল, অমনি ছুই বিলু অঞ্চ তাহার গাল বহিরা শিতর গালে পড়িল, – মুমাইরা গুমাইরা হঠাৎ শিশু সশবে হাসিরা উঠিল, জানিনা সে অশ্রুপর্শে শিশু হৃদয়ে কি স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল। অন্য সময় হইলে ভীলপুত্র কত না আহ্লাদে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিত, আজ সে হাসি গুনিয়া সে ভীত হইল, ঘরে দাড়াইতে আর তাহার সাহস হইল না—ধীরে ধীরে হারাভিমুখে সে পদ নিক্ষেপ করিল, এই সময় তাহার মা একবার অক্ট্রুরে তালগাছ বলিয়া উঠিলেন—ভীলপুত্র চমকিয়া ভাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া পড়িল— বুঝি এইবার সে ধরা পড়ে। কিন্তু তথনি বুঝিল তাহার মা জাগিয়া ডাকেন নাই, তাহা ভাঁহার ঘুমন্ত ডাক। বাহিরে আসিয়া আর সে নয়ন জল রাখিতে পারিল না – তাহার বুকফাটা নিস্তব্ধ অশ্রুজলের মধ্যে সেই কুটীর, সেই কুটীরের মধ্যে যে সব ক্ষেহ মমতা ফেলিয়া আসিয়াছে সেই সব ভাগিতে লাগিল, আর মে ঘরের মধ্যে যাহাকে খুজিয়া পায় নাই যাহাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যারুল হইয়া আসিয়াছিল তাহাকে একবার দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িল। পিতা কোথায় ? তাহার ঘ্মস্ত মুখখানি একবার শেষ বার দেখিতে পাইবে না ৭ ভীলপুত্রের নয়নে অন্ধ-কার-জনমে মর্ম যাতনা, সে অস্ত্রশালার দিকে দৃষ্টি নিক্লেপ করিয়া আন্তে আত্তে সেই দিকে গমন করিল, অনেক সময় মলালিক সেই খরেই শয়ন করিতেন। গৃহের প্রাঙ্গন পার হইয়া রোয়াক দিয়া অন্ত্রশালায় ষাইতে হয়, ভীলপুত্র প্রাঞ্চন ছাড়াইয়। রোয়াকে আসিয়া পেথিল অস্ত্র শালার ঝাঁপও ঈষং থোলা, গৃহ মধ্যে একটী দীপও

মিটমিট করিতেছে, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যেন তাহার আর মাহস হইল না, সে খোলা ঝাঁপের মধ্য দিয়া একটু খানি মুখ বাড়াইয়া ঘরে উঁকি মারিল,—তাহার মুখের ছায়া গৃহ মধ্যে পড়িল—মন্দালিক তথনো জাগিয়াছিলেন, আহ্লাদের হরে বলিয়া উঠিলেন—"তালগাছটা বুঝি—এন্ডটা দের কেন হইলু রে—"

তালগাছ চমকিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—মদ্দালিক তাহার সন্মুখে আসিয়া পড়ি-লেন, আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—তালগাছটা কি হইল রে —''

এই উত্তর এড়াইবার জন্যই তালগাছ সমস্ত সন্ধ্যা এখানে আসে নাই। তাহার মনে ছিল পর দিন তাহাদের হুই জনের একজনের মৃতদেহই পিতাকে উত্তর দিবে তাহার আগে একথা পিতাকে বলিতে তাহার সাহস নাই—এ কথা ভনিলে এ যুদ্ধে পিতা বাধা দিবেন এই তাহার ভয়,—ভীলপুত্র নিরুত্তর স্তব্ধ হইয়া রহিল।—[ক্রমশঃ]

#### স্বপ্ন ।

বকুলের ডালে বসি পিউ পিউ করিয়া,
গাহিতেছে গীত মধু মন খুলে পাপিয়া।
 হপুরে নিজন ঘর,
 বায়ু বহে কর কর,
পাতাদের মর মর, লতা উঠে হুলিয়া।
 ধীরে ঝরে পড়ে ফুল,
 ঘুমে জাঁধি ঢুল ঢুল,
শিথীল কবরী চুল পড়িয়াছে খুলিয়া,
 আধ তন্ত্রা ঘুম ঘোর
 স্পনে পরাণ ভোর
 মৃহ্খাসে হৃদি খানি উঠিতেছে কাঁপিয়া,
 মলিন অধর টুটি
 ধীরে হাসি উঠে ফুটি
 ছু বিন্দু মুকুতা অঞ্চ আসে ধীরে গড়িয়া।
 শ্রীগেরীক্রমোহিনী দাসী।

# বিজাপুর।

ইতিহাস। ( উপসংহার। )

দ্বিতীয় ইব্রাহিম) আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতব্যের মৃত্যুকালে ১৫৮০ —১৬২৬ ∮ তাঁহার বয়:ক্রম ৯ বংসর মাত্র। তাঁহার নাবালক অবস্থায় আলির মহিষী চাঁদ্বিবি রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কমাল খাঁ সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিজোহ চেটা প্রকাশিত হওয়াতে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন, তাঁহার পশ্চাৎ কিশোর খাঁ প্রধান পদে আরুত হইয়া চাঁদনিবির শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ও ছলে বলে কৌশলে রাজ্ঞীকে গ্রেপার করিয়া সাভারা চর্গে নির্মাসিত করেন, মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অভ্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। চাঁদ্বিবি স্থক্ষীয় সৈন্য সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হইলেন কিশোর খাঁ প্রাণভয়ে প্রায়ণানস্থর গলকণ্ডায় একজন হস্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অতঃপর মন্ত্রী দিলাবর খাঁ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত কয়েক বংসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার স্থশা-সনে রাজ্যের শ্রীরৃদ্ধি সম্পাদন হইল, তিনি আহমদনগর ও গলকণ্ডা স্থলতানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ও গলকণ্ডা স্থলতানের ভূগিনী চাঁদ স্থলতানার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিয়া দিলেন দিলাবর খাঁ ইবাহিম বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, মন্ত্রীর অধীনতা সহ করিতে না পারিয়া রাজা ওাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং ভাঁহাকে প্রচ্যুত ও নির্দ্ধাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্দক রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন, ১৫৯৪এ ভাহার ভাতা ইমায়ল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোগে আহমদনগর স্থলতান বংগন নিজাম সা বিজাপুর আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে, জয়লাভ হইল না, প্রভ্যুতঃ এই যুদ্ধই তাঁহার রাজ্য নাশের মূল, যুদ্ধারত্তের অনতিকাল পরে বহুানের মৃত্যু হয় ভাঁহার পুনও রণক্ষেত্রে বিজাপুর সৈন্য হস্তে মারা পড়েন, আহমদনগরে ঘোর বিগ্লব উপস্থিত।

চাঁদ বিবি

বিহান নিজাম সার সৃত্যুর পর আহমদ নগর ছই দলে বিভক্ত হয়;

চাঁদ বিবি তমধ্যে একদলের অধিনায়িকা ছিলেন, অপর দলের

দলপতি মোগল সমাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন,
মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর

অনেক কাল অদ্বেশ করিতেছিল, তাহারা এই মুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সমাটের আদেশ

ক্রমে মোরাদ আহমদ নগুরের সংখুখে সমৈন্য-উপনীত হইলেন, মোগল আক্রমণ হইতে

স্বেশ রক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী চাঁদ বিবি। তিনি কবঁচ ধারণ পূর্ব্বক তরবার হস্তে স্বয়ং

ছর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহদান ও তুর্গ রক্ষণের তত্বাবধারণ
করিতেন, তিনি তার ভাতুপ্রত্ব বিজ্ঞাপুর স্বলতান ইন্নাহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; ইন্রা
হিম আসিলেন বটে কিন্তু সময় মত আসিতে পারেন নাই। যথন আসিলেন তথন যুদ্ধ শেষ

হইরা গিয়াছে, চাঁদ বিবির ষত্ব ও চেপ্টায় মোগলেরা প্রথমবার অন্সে তুপ্ত হইয়া ফিরিয়া বায়, যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বহার-প্রাস্ত (Berar) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি মুদ্দে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদ বিবি বিজ্ঞাপুরের সাহায়্যলাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। এবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু তুইবংসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিল তখন আর শক্র হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেপ্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সম্দায় চেপ্তা ব্যর্থ হইল, এদিকে বাহিরের শক্র, তাহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ, উপায়াস্তর না দেখিয়া মোগলদের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠিল, একজন বিজ্ঞাহী সৈনিকের খ্ঞামাতে রাণী প্রাণ হারাইলেন; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শক্রহস্তে নিপতিত হইল। চাঁদ বিবি ভারতবীরনারীদের মধ্যে একটী রত্ন; দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নাম ও যশ চিরফ্রগীয়।

দিতীয় ইব্রাহিম শিলবিদ্যা বিশারদ স্থশিক্ষিত স্থ্যোগ্য নরপতি ছিলেন, মহারাষ্ট্রী ও পারস্য ভাষা মিশ্রিত ব্রজভাষা সদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ, হিল্ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্গুরু তাঁহার আখ্যা—লোকে তাঁহাকে ইব্রাহিম জগদ্গুরু বলিয়া জানে। গুরুচরিত্র নামক গ্রন্থে আছে যে ইনি পূর্কাজন্মে দতাত্রর দেবের একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন, দেবতার প্রসাদে নূপকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিমের রাজত্বকালে দতাত্রের (নরসোবা) মন্দির নির্মিত হয় ও কথিত আছে ইব্রাহিম এই মন্দিরে গিয়া পূজা করিতেন। বিজ্ঞাপুর-মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে তিনি ইমাম পরি-ত্যাগ করিয়া প্রকাশুরুপে হিল্ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সময়কার কোন কোন প্রকাশু দলিলের উপর 'শ্রীসরস্কতী প্রসন্ম' শিরোনামা দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজ্ঞাপুরের পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থা—রাজভাণ্ডার পূর্ণ—প্রজ্ঞাণ স্থাম্যুদ্ধি সম্পন্ম—২ লক্ষ্পদাতিক ৮০০০০ অশ্বরোহী সৈন্যবল।

মাহমুদ
১৬২৬—১৬৫৬
৩০ বংসর। ইনি বদিও মুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন না তথাপি
রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সংগনে তংপর ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাপী সরোবর জনপ্রণালী সমস্ত
রচিত হইয়া সহরের জলসৌকর্যা সম্পাদিত হয়। জুয়া মসজিদের স্থবর্ণ রঞ্জিত ভজনালয়
তাঁহার রচিত। বিপুল কাঠস্তস্তাবলম্বিত উক্তছাদ, চিত্রিতপ্রকোঠ সম্বিত আসারমহল
তাঁহারি কীর্ত্তিস্ত। আর বিজ্ঞাপুরের বিশেষ ভূষণাপ্পদ যে গোলগুম্বজ্ব তাহা ভাহারি
স্থযোগ্য সমাধি মন্দির।

মাহমুদের রাজত্বকালে মহারাথ্রী বীর শিবাজী আবিভূতি হন। ভাঁহার পিতা সাহাজী

) বিজাপুর ফুলতানের অধানে কর্মা করিতেন। পিতার সর্কবিদী

সিমত রাজভিত্তির আড়ালে ও মাতার উংসাহ বা ক্যতলে তিনি

এক একটী করিয়া পাহাড় দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন তিনি বিজ্ঞাপুর রাজার হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিগঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত প্রদেশ আত্মবশ করিয়া লইলেন। ১৬৪৬এ পুণার নিকটবর্ত্তী তোরণা দুর্গ অধিকার ও তাঃহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজ্ঞাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোকণছ কল্যাণ হইতে বিজ্ঞাপুরে রাজ্য লইয়া এক দল লোক আসিতেছিল শিবাজী সে ধন লুঠন করিয়া লন ও ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন, এই সকল কাপ্ত দেখিয়া রাজা তাহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ছির করিলেন। সাহাজী তখন কর্ণাটকে— তাহাকে বিজ্ঞাপুরে আনাইয়া জেলখানার বদ্ধ করা হইল ও বলা হইল যে তাহার পুত্র যত দিন ধরা না দেন তত দিন তাহার মুক্তিলাভ নাই, শিবাজী মোগল সমাট সাজিহানের নিকট আবেদন করিয়া অনেক কম্বে পিতার মুক্তি সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন ও আবার পূর্ব্ববৎ লুট পাটে রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সন্ধি লাভ করেন।

দ্বিতীয় আলি

মাহমুদের রাজত্বনালে শিবাজীর এই কাণ্ড,—দ্বিতীয় আলি

১৬৫৬—১৬৭২ 

আদিল সার সময়ে তাঁহার দৌরাত্ম্য ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে
লাগিল। মোগল ও মহারাষ্ট্রীদের উপদ্রবে বিজ্ঞাপুরের মূহুর্ত্তের তরে স্থাছির হওয়া হুকর।
১৬৫৭ অব্দের পূর্ব্বে শিবাজী বিজ্ঞাপুরের অধীনত্ব অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন ও
নোগল সমাট ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ ও কায়ম
করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দমন করিবার ভার বিজ্ঞাপুর সেনাপতি আফজুল খাঁর
হস্তে সংন্যস্ত হয়।

আফজুল খাঁর সৃদ্ধ যাত্রার পরিণাম জানাই আছে, তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পলাতিক ৫০০০ যোড়সওয়ার কামান অন্ত্রশস্ত্র লইয়া মহা আড়ম্বরে কৃচ করত মহাবলেশ্বর পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। নিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে সেনাপতির হস্তে আত্ম সমর্পণে প্রস্তুত, প্রতাপরত্তে তাহাদের সাক্ষাংকার সাব্যস্ত হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাহাদের সন্তিলনে অন্যলোক জন উপস্থিত না থাকে। নবাব সাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া সৈন্য সামস্ত পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটা মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাং করিতে যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে সম্ভর্গণে পদার্পণ করিতে দেখিয়া নবাব সাহেব তাহাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে বাঘনথ প্রচ্ছন ছিল কোলাক্লির সময় সেই গুপ্তাস্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরাশায়ী করেন ও ভবানী খঞ্গাঘাতে কর্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এ দিকে তাহার সৈন্যগণ ঝোপ অন্তরাল হইতে নিজ্বান্ত হইয়া নবাব সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদের ছারখার করিয়া চলিয়া যায়। এইরপ ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূল পত্তন

ক্রিলেন। তাঁহার যশের রব চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার পরেও বিজাপুরের সহিত তাহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্ত যুদ্ধে হারাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক স্থাদে পরাভূত হইয়া অপর স্থানে ফুঁড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্ববং উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে বিজাপুর রাজা হার মানিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে ় ক্বতনিশ্চয় হইলেন। শিবাজী ষে সকলস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন কল্যাণ হইতে সাহাপুর পর্যান্ত সমুদায় কোঙ্কণ তীর ও ভীমা হইতে বৰ্দ্মা নদী পৰ্যান্ত ১১০ মাইল দীৰ্ঘ ১০০ মাইল প্ৰস্ত মহাত্ৰিখণ্ড। শুদ্ধ তাহা নহে শেষে এমন হইল যে শিবাজীর বর্গীনিপ্পীড়িত চৌথাই কর হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিজ্ঞাপুর তাঁহাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাধ্রীদের অত্যাচার হইতে নিহ্নতি পাইয়াও বিজাপুরের শান্তি নাই। ১৬৬৫ তে সমাট ঔরঙ্গজীব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। আলি যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্ত দেখিলেন দুর্দান্ত চুর্দ্বর্ধ মোগলদের হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা স্থকঠিন, ছু বংসর পরে মোগল সমাটের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয় তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন, ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ভীমানদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত হইল। ১৬৭২ অন্দে ১৬ বংসরের বিচিত্র ঘটনা-পূর্ণ রাজত্বের পর দিতীয় আলি আদিল সা ইহলোক হইতে অবগত श्रदेशनः ।

সেকন্দর আদিল সা ) আলির মৃত্যুকালে ভাঁহার পুত্র সেকল্বের বয়স ৫ বৎসর। ১৬৭২—১৬৮৬ ) সেকলর আদিল সা বিজাপুরের শেষ স্থলতান, ইহার রাজত্ব কালে মোগল সমাট ঔরস্কীব বিজাপুর আক্রমণ করেন।

উরক্ত জীব তাঁহার আশান্তরপ ফল লাভ হয় নাই তাঁহার সাধ—যদিও এ পর্যন্ত ১৬৮৩ তাঁহার আশান্তরপ ফল লাভ হয় নাই তাঁহার সেনাপতিগণ বাব- শ্বার বিফলপ্রায় বিজ্ঞাপ্রের দার হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন তথাপি সে চিরপোষিত রাজ্যলোভ নিরস্ত হইবার নহে। ১৬৮৩ তে তিনি দক্ষিণ-বিজয় উদ্দেশে অসাম সৈন্যমায়ন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে নিজ্বান্ত হইলেন—সেই যে দিল্লী ছাড়িলেন ত্মার ফিরিবার অবকাশ পাইলেন না! তথন তাহার বয়াক্তম প্রায় ৬০ বংসর—তাহার জাবনের অবশিষ্ঠ ভাগ পথে পথে তামুতে তামুতে অতিবাহিত হইল। অনেক মুদ্দে তিনি দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল জয় কল্লিনেন বটে কিন্ত মহারাষ্ট্রীদের দমন চেন্তায় তাহার সমস্ত বল হানি সমস্ত আয়ুংক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় কংই বংসর বয়সে উন্শতার্দ্ধ বংসর রাজত্বের পর অশেষ বিদ্ব বিপত্তির মধ্যে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। তথন তাহার কি শোচনীয় অবস্থা! অতীতের দৃশ্য কি ভয়দ্পর। ভবিষ্যৎ ও সকলি নিরাশান্তর্কার ময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী—উংপীড়িত হিন্দু রাজাগণ প্রতিপীড়িলে

সম্দ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ স্থলতানের সহিত মিলিয়া মহারাষ্ট্রীদের দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিন্তু দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল গ্রাস করিয়া সে পথ বন্ধ করিলেন। তিনি স্বহস্তে প্রলয়ের বীজ বপন করিয়া গেলেন— অল্ল কাল মধ্যেই তাঁহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল।

) ১৭৯৫এ কাবেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ঔরঙ্গজীবের **উরঙ্গজীবের** ্রিক্যাম্প দেখিতে যান ভাষার ভ্রমণ বুতাত হইতে মোগল সমাটের চালচলন ও যুদ্ধ প্রবাসের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাবেরী রাজদরবারে স্ত্রাটের সাক্ষাংকার লাভ করেন। ঔরজজীব কুশাল্প, ধর্মেকায়, বুহুনাসা ও বয়োভারে অবনত— গুনবেশ পরিহিত—মস্তকে মুক্তা জড়িত জরির পাগড়ী। তাহার শ্যাম মুখে গুল্রদাড়ী জুটিয়া উঠিয়াছে, দরবার তাম্বুর মধ্যে স্থ্রঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন—চারিকোণে চারিটি রজ্জত স্কন্ত — উঠবার একটি রজত পাণপীঠ—সমাট এই সিংহাসনে উপবিই—আমীর সভা-সদেরা তাহার আগে আগে চলিয়াছে—হুই জন ভূত্য চামর ব্যক্তন করিতেছে একজন ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ঔরঙ্গজীব সহাস্যবদনে নিজ হস্তে প্রজাদের আজী সকল গ্রহণ করিতেছেন—বিনা চসমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে তুকুম লিখিতেছেন, কাবেরি বলেন সম্রাটের সঙ্গে সৈন্যবল দশ লক্ষ্ণ পদাতিক—অশ্ব ৬০০০০—মাল বহনের জন্য ৫০০০ উট্ট আর হস্তা ৩০০০, সেনা নিবাস ৩০ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন ব্যাপারী দোকান-দার কারিগর কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়া জনসংখ্যা সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে। নানা-বিধ খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য সকল প্রকার সামগ্রী সমাকীর্ণ সম্রাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জন্ম পুরী বলিলেই হয়। হাট বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচর বর্গের জন্য প্রত্যেক ওমরার আলাদা আলাদা হাট বাজার, সম্রাট ও রাজাদের তাম্বু প্রায়ত মাইল খান জুড়িয়া অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে স্থাক্ষিত, তীর ধনুক বর্ষা তরবার পিস্তল বন্দুক— ত্ত হ ও লবু কামান এই সকল অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোতু নীস ইংরাজ ওলন্দাজ জর্মণ ফরাসিস প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত। বিদেশীগণ একবার মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাডিবার পথ পায় না—পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

পই এক দৃশ্য আর মহারাঞ্জী সেনাদের ধরণ দেখ। সহস্র সহস্র অধারোহী সেনা তাহাদের কোন নিয়ম নাই বন্দেজ নাই—পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়ত কোন বিজন প্রদেশে সিমিলিত। সঙ্গে যংকিঞিং খোরাক—খোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল ভরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত-শিবসে গাছতলায় কিম্বা কম্বলের আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম—রৌদ্রের উত্তাপে শুক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বাধা ও অধ্যের সামনে ভূনিখাত এক একটা বল্লম। এই সব সামান্য সরঞ্জাম লইয়া মহারাঞ্জী বীরেয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইতেন মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া

উঠিত না। অনেক বংসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট আপনার ক্যাম্পেই বন্দী হইয়া পড়িলেন, মহারাষ্ট্রী সেনাগণ মৃম্দ্ সম্রাটের চতুর্দ্ধিকে বীরদর্গে নৃত্য করিতে করিতে মোগলেদের নাজেহাল পিশেহাল করিয়া তুলিল।

বিজাপুর বিজয় ) এই সব উড় উড় কথার পর এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাক্! ১৬৮৯এ রাজকুমার আজম সোলাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুর বিজয় য়ৄদ্ধ আরম্ভ করেন। সোলাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিজাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্তু সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাধা পড়িল, মোগলদের আগমনে বিজা-পুরের লোকেরা বিবাদ কলহ দলাদলি ভুলিয়া ঐক্য বন্ধনে মিলিত হইল, বিজাপুর সৈন্যের প্রতিষাতে মোগলের। বিপদগ্রস্ত হইরা ভীমার উত্তরে হটিরা গেল। বর্ষশেষে আজ্ঞ পুনর্কার সৈন্যসহ প্রত্যাণত হইলেন, এবার বিজ্ঞাপুর সেনারা আর এক কৌশল অবলম্বন করিল, তাহারা সীমাত্তে মোগলদের প্রাতরোধ না করিয়া রাজধানী মধ্যেই বলসঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া বহিল এইরূপ আচরণের স্রফল আপনা হইতেই ফলিল। বিজাপুরের উত্তর অঞ্চা ধান্য শাস্ত জলের অভাব—অতবড় মোগল সৈন্যের আহার যোগান বিষম দার। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত—এ দিকে বিজাপুরের অখারোহাঁ দল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে—মহা উৎপাত। অবশেষে আহমদ নগর হইতে অনেক কণ্টে এক বোঝাই ধান্য আমদানী ছওয়ায় মোগল সৈন্য রক্ষা পায়, ইত্যবসরে স্মাট প্রং রক্ষভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তথন হাইন্দাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তের আয়োজন করিতেছিলেন তাহা কোনমতে তালি-তলি দিয়া শেষ করিয়া সদৈন্য যুদ্ধাতায় বাহির হইলেন, আসিয়া দেখেন টাছার প্রত আজমের সৈন্য বিজাপুর এক প্রকার ধিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে সৈন্যুর যে সমস্ত অভাব ছিল তাঁহার আগমনে তাহা দূর হইল। সহরের দক্ষিণে প্রাচার ভেদ্যোগ্য কামানসজ্জা প্রস্তুত হইল ও তাহার বলপ্রবোগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুথ মুদ্ধের প্রয়োজন নাই—ভিতরে অল্ল কঠেই কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা, "সবুরে মেওয়া ফলে" এই বাক্য শ্বরণ করত পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, ভাঁহার মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। যেমন অন্নাভাব দিন দিন বাডিতে লাগিল বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল, ১৬৮৬, ১৫ অক্টোবরে নগরপালেরা হার মানিয়া সম্রাটের চরণে আত্ম সমর্পণ করিল। ঔরক্ষজীব তাঁহার আমীর উমরা প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজাপুরে প্রবেশ ক্রিলেন। প্রজাবর্গের বিলাপ ধানির মধ্যে আর্ককেল্লার গগন মহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সরদারদের নজরানা গ্রহণ করিলেন। অভাগা সেকলর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক বন্দীকৃত বিজোহীর ন্যায় রজত শুঝলে সম্রাটের সমক্ষে আনীত হইলেন। সমটি তাঁহাকে বসিবার আসন ও অভয় বচনে সাস্ত্রনা দিয়া তাঁহার ১ লক্ষ টাকা বার্ষিকী

বাধিয়া দিলেন। ইহার কয়েক বংসর পরে সেকলর লোকান্তর,গমন করেন। ভাঁহার ইচ্ছামতে সহরের উত্তর পূর্ব্বে আপন গুরুর গোরের সন্নিকট এক সামান্য গোরস্থানে ভাঁহার
সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, জীবদ্ধশার অনুরূপই ভাঁহার চরমগতি। ভাঁহার প্রবল প্রভাগ
পূর্ব্ব পুরুষদের সমূনত সমাধি মন্দির সকল আজও সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আর আদিল সাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকলরের মৃতদেহোপরি অভ্যেপ্তির
চিত্র সরূপ একটী প্রস্তর খণ্ডও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিজাপুরেব নাম ইতিহাসের পৃষ্টা হইতে অপনো-দিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল অ. এ ফিরিল না, ঔরঙ্গজীব তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বিজাপুর সেনাদের আশ্রয়দান—আমীর ওমরাদের মান মর্যাদা রক্ষণ, ভূমি সম্পত্তি নগদ টাকা ইলামে প্রজা রঞ্জন, বসতি বিস্তা-রের উত্তেজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না. ভাঙ্গা যেমন সহজ, গড়া তেমন সহজ নয়, স্বাধীনতা নই হইয়া অবশ্যি সহারর জীবন বিনষ্ট হইল, তাহার শ্রীনৌভাগ্য চলিয়া গেল, মান্তবের অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতির উপদ্রব, ওরঙ্গজীব থাকিতে ৭ কিতেই এমন এক ভরঙ্গর মামারা উপহিত হইল যে তাহাতে লম্বাধিক লোক মারা পড়েও অনেকে সহর পরিলোগ করিয়া পালায়. ঔরঙ্গজীবের মহিবীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গোরের কথা পুর্কেই উল্লেখ করা গিরাছে, মড়ক থামিয়া গেলে সমাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল যে লোক সংখ্যা সর্বাভদ্ধ ১০ লাখের কিছু কম; মাহমুদ আদিলসার রাজত্ব কালে বিজ্ঞাপুর ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী সাহাপুর মিলিয়া যে লোক সংখ্যা নির্ণীত হয় তদপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ১৬ হাজার লোক কমিয়া গিয়াছে। নোগল হইতে মহারাষ্ট্রীদের হত্তে পড়িরা বিজ্ঞাপুর দিন দিন আরো অবসাদহিমে মান হইতে লাগিল। মোগলদের মময় তাহার শ্রীমৌভাগ্যের যাহা কিছু অর্থণ ও ছিল বগীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল, পেশওয়ার অধিকার গিয়া সাতারার রাজাদের আমল আরস্ত, সাতারার শেষ রাজা সাহাজী। ১৮৪৮ এ সাহাজীব নিপুত্রিক মরণানন্তর ইংরাজেরা সাভারা আত্মসাৎ করেন সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপুরও ইংরাজ রাজ্যে মিলিত হইল।

ত্বিখ্যাত প্রাচীন সহর এই ক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত হিংরাজ রাজ্য তিহার জালের রাজ্যানী হইয়া বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে তাহার পাশ দিয়া লোহ পথ মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উত্তেজন হইয়াছে, তাহার জার্ণ ভয় গৃহাবলি কতক বাসোপযোগী কতক বাসরকারী কার্যালয় রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, মুসলমান রাজভবন সকল জজ কলেইর মাজিট্রেট পোলিয়াধ্যক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থিন কর্মানারীদের বাসগৃহ, নবাব মুস্তাফা খাঁর পান্থ শালা জেলখানায় পরিণত, গ্রন্থমণ্ট এঞ্জিনিয়রগণ গোর মস্ত্রিদ প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধীয় ইমারতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেও

কুঠিত হন নাই, বোধারা মসজিদে পোষ্ট আফিস— ওরঙ্গজীবের ভজন গৃহে পুলিষ সিপাহিদের বাস, 'তুই বোন' গোর স্থানের এক বোন সয়ং এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসস্থান। কিরু 'এই সকল উপায়ে কি এই শবপুরীতে প্রাণ সঞ্চার হইবে ? বিজাপুর কি নবজীবন পাইয়া পুনর্কার পূর্ব্ব গোরবে সম্খিত হইবে ? সে আশা তুরাশা মাত্র, লোকদের সে জীবস্ত ভাব কোথায় ? সে স্বাধীন ক্ষূত্তি কোথায় ? এই পুরীর ভগ্ন গৃহের উপর কারিগরি মৃত দেহের ফুলসজ্জার সদৃশ বিসঙ্গত বোধ হয়, লাভের মধ্যে পি. ডব ল্যা, ভির দোরাজ্যে বিজাপুরের পুরাতনের মার্গ্য তিরোহিত হইয়াছে, কিছুদিন পরে সে বিজাপুর আর চেনা যাইবে না, কিন্ধ আধুনিক কারিগরেরা সীয় কারকার্য্যের যতই বাহার বাহির করুক না কেন কল্পনা এ সকল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন স্থূপের উপরেই অতীতের সহিত জ্বীড়ামোদে মত্ত হয়।\*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

मगाश्च।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থ্রীমকোর্ট।

( পূর্দ্ব প্রকাশিতের পর।)

মহারাজা নলকুমার বোর্ডের সমুথে উপস্থিত হইবার পূর্কেই গবর্ণর সাহেব সভাভন্ন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই দিবস আরও চুইটা কৌতুহলমর ঘটনা ঘটিয়াছিল এম্বলে তাহার উল্লেখ করার আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। নলকুমারের জোবানবলী শেষ হইয়া গেলে তিনি মন্ত্রীসভা হইতে চলিয়া বাইতে আলিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই বোর্ড সেক্রেটারি সাহেবকে হেটিংসের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। হেটিংস্ তথন নিজ গৃহে বিসিয়া, অতীত ঘটনাবলী আদেয়াপাল আলোচনা করিতেছিলেন। কি প্রকার কৌশল অবলম্বন করিলে তিনি এ ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষালাভ করিতে পারিবেন মনে মনে তাহারই কল্পনা করিতেছিলেন। সন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি যে বিশেষ উচিত কার্য্য করিয়াছেন—ইহাই তাহার মনের ধারণা। এই প্রকার অক্যাং সভাভন্ন দারা পাপিষ্ঠ নলকুমারের সম্মুখে সামান্য অপরাধীর ন্যায় বসিয়া, এক একটা প্রের উত্তর দিবার দায় হইতে যে অব্যাহতি পাইয়াছেন ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য

<sup>\*</sup> Bombay Gazetter Vol. 23, Bijapur. Wheeler's history of India Vol. 4 Part I.

হেটিংস সাহেব এইরপ দ্বির সংকল্প করিয়া নিজ্প গৃহে বিসিয়া,উত্তেজিত মনোরুত্তি গুলিকে প্রশমিত করিতেছিলেন। তাঁহার মনে এ প্রকার ধারণা হর নাই যে তাঁহার অধীনম্থ মন্ত্রী সভার সভ্যগণ, প্নরায় তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিবে। কিন্তু চুর্ভাগ্য ক্রেম গবর্ণর সাহেবের এই প্রকার উচ্ছেলিত কল্পনাস্রোতে সহসা বাধা পড়িল। বোডের সেক্রেটারী অরিয়ল সাহেব, তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হহলেন। সেক্রেটরী সাহেব উভয় পক্ষেরই নিমক্ খান, স্তরাং বোডের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হেটিংস সাহেবের বাটাতে উপস্থিত হইয়াতেন। বোড একখণ্ড মন্তব্য লিখিয়া, গবর্ণরের শিরোণামা দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াভিলেন। সেই ক্ষুদ্র মন্তব্যে লিখিত ছিল "মহারাজা নন্দকুমারের পরাক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে ও তিনি বোডের সদ্মতি ক্রেমে অনেকক্ষণ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। নন্দকুমারের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া বোডের সভাপতিত্ব করিতে আপনার আপত্তি ছিল কিফ তিনি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন। আপনি আসিয়া পুনরায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীসভার কার্য্যারম্ভ করিলে বড়ই ভাল হয়।"

তখন রাত্রিও কিছু অধিক হইয়াছিল—হেষ্টিংস নিজেও বিশেষরূপ পরিপ্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্থরিক উদ্বিধাতা, সেই প্রান্তিকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেত্রেটারির নিকট বোডের পত্র পাইয়া সেই সময়ে তিনি কিংকর্ত্রাবিমৃঢ় হইয়াউঠিলেন। একাকী সেই রাত্রে, মন্ত্রীসভায় গমন করিতে তাঁহার আদে ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক, বিপদে প্রধান সহায়, ও পরামর্শনাতা, রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রধান সহযোদ্ধা বারওয়েল সাহেবঞ্জ সেই রাত্রে কলিকাতা ছাড়িয়া তাঁহার বাগানবাটিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বারওয়েলকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। সেরাকে বারওয়েলকে ডাকিয়া আনানও সহজ নহে—স্কুতরাং এরপ স্থলে হেষ্টিংস একাকী সেই গভীর রাত্রে মন্ত্রীসভায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি পত্রোত্তর দিয়া সেত্রেটারি সাহেবকে বিদায় করিলেন। নিয়ে আ্যান্রা হেষ্টিংসের উত্তরটি সংনিবদ্ধ করিলাম।

<sup>\*</sup> আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এ নন প্রধান কর্মচারীরা সকলেই এক একটি করিয়া বাগানবাটী বা Villa রাখিতেন বাজ কন্ম-পরিপ্রান্ত হইয়া তাঁহারা এই নির্জ্জন স্কুলে বাস করিতেন। হোষ্টংস সাহেব বর্তুমান হোষ্টংস ফ্রান্টে, পাথুরিয়া গির্জ্জার অতি সারিধ্যেই অবস্থান করিতেন। এই স্থানে তাঁহার প্রধান আবাস স্থান ছিল। আমরা কলিকাতার প্রাচীন রেকর্তে দেখিতে পাই—হোষ্টংস পদত্রজে প্রতি রবিবারে নিকটগ্র্ভজনালয়ে গমন করিতেন। সিং. John গির্জ্জা কলিকাতার অতি প্রাচীন গির্জ্জা, মহারাজা নবকৃষ্ণ এই গির্জ্জা নির্মাণের জন্য জনী দান করেন। কলিকাতা কৌলিলের মন্ত্রীসভাও হেষ্টিংসের বাটা হইতে অধিক দরে ছিল না। আজে কাল বে

"সেক্রেটারির মুধে শুনিলাম, আপনারা এখনও মন্ত্রণা-সভাগৃহে অবস্থান করিতেছেন জেনারেল ক্রেভারিং, ফিলিপ ফুান্সিস্ ও মন্সন সাহেব আমার সস্তাধণ জানিবেন। আমি মন্ত্রীসভায় এক্ষণে উপস্থিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে বা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানাকারণে অম্বন্ধন বারওয়েল সাহেব এক্ষণে কলিকাভা হইতে কিছ দূরে তাঁহার বাসান বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। এত রাত্রে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একটা সম্পূর্ণ সভা সংগঠন করিবার স্থবিধা দেখিতেছি না। এ প্রকার নানাবিধ কারণে আমি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অম্বন্ধ হইতেছি। কল্য রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্য সমূহ দেখিবার জন্য একটা সভা আহ্ত হইবে। সেই সভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে সম্মানিত বোধ করিব। সহী "ওয়ারেণ হেষ্টংস"

পত্র নিয়মিত সময়ে বোটের হস্তে পৌছিল।

যদি কলিকাতার মন্ত্রীসভার সভ্যপণ একট ধীরতার সহিত, একট শাস্তিভাবে মহারাজা নক্তুমারের আনীত অভিযোগগুলির বিচার করিতেন ও পরে সেই প্রকার ধীরতা অবলখন করিয়া তদাসুষ্ঠিক কার্য্যগুলি করিতেন—তাহা হইলে হেষ্টিংসের দোষগুলি অতিশয়

রাস্তাটীকে Old Court House street বলে তাহারই প্রান্তভাবে ট্যাক্স স্বোয়ারের (লালিদিখির) সারিধ্যে এই মন্ত্রীসভাগৃহ ছিল। আজকাল লালদিখীর কোণে যে স্থানে সে∙ট আনজ্ঞ গিৰ্জ্জা প্ৰতিষ্ঠিত বহিয়াছে—অনেকে অনুমান করেন, এই স্থানেই court house ছিল। কোট হাউদের এক অংশে মন্ত্রীসভার জন্য স্থান নির্দিপ্ত ছিল ও অপ-রাংশে কাছারি বসিত। হেষ্টিংসের বাগানবাটী আলিপুরে ছিল, আজকালকার বেল-ভেডিয়ারের ঠিক পশ্চাতে, আজও যাহা Hasting's House নামে কথিত, তাহাই হেটিংসের বাগানবাটী। এ কথা আমরা পূর্কেও বলিয়াছি। বারওয়েল সাহেবের বাগানবাটী কোথায় ছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। স্থবিখ্যাত দ্যর উইলিয়াম জোন্সের বাগান বাটী বৰ্ত্তমান মুচিখোলায় স্থাপিত ছিল। সেই সময়ে মুচিখোলা বা Garden Reach অতিশয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। অনেক বড় বড় ইংরাজ সদাগর এখানে বাগান ও বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। স্যার উইলিয়াম, প্রতিদিন এই মুচিখোলা হইতে Court House গিয়া বিচার কার্য্য নির্বাহ করিতেন। ভারতীয় শাস্তালোচনার জন্য তিনি জগদিখ্যাত। নগরের কোলাহলে তাঁহার পাঠের ও চিন্তার ব্যাঘাত জুনিবে বলিয়া তিনি এই বিজন আবাদে বাস করিয়া তুরুহ শাস্তাদির আলোচনায় কাল কটিছিডেন। অপ্রামকোর্টের প্রধান জজ ইন্পি সাহেবের বাটা বর্ত্তমান চৌরঙ্কীর মিডলর্টন দ্বীট ও পার্ক খ্রীটের মধ্যবর্তী ছলে ছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার স্থাপিত একটা ফুদীর্ঘ Park ছিল। ইম্পিন্ন পার্ক যে স্থানে ছিল, তরিকটবর্ত্তী স্থান আজকাল Park Street বলিয়া ক্রিড श्रेएएक।

পরিক্ট রূপে প্রমাণ হইরা বাইত। কৌলিলের সভ্যগণ নক্ষমারের জোবানবকীতে ও দাথিলি-দলিলাদিতে বিশেষ রূপে আগন্ত হইরাছিলেন যে, হেষ্টিংস বন্ধতই অপরাধী। কিন্তু তাঁহাদের হঠকারিতায় ও অবিবেচনার দোষে বিপরীত ফল ফলিয়া উঠিল। ইরাতে নক্ষমারের অনিষ্ঠ বই ইষ্ট হইল না! শত্রু ও মিত্র, উভরবিধ লোক হইতেই মহারাজা নক্ষমারের অনিষ্ঠ সাধিত হইয়াছিল। মিত্রপক্ষ ধীরতার সহিত বিবেচনা না করিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে ভাঁহাদের নিজের কোন অনিষ্ট হইল না বটে কিন্তু নক্ষমারের নিরাপদতার পথে কটক পড়িল। তাঁহারা দ্বির বিধাদে ও ভভফল দায়ক বোধে অবশ্য সেই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন—কিন্তু ঘটনাচত্ত্রে সে ব্যবস্থা উণ্টাইয়া গেল। শত্রুপক্ষ এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবার পূর্কে, নক্ষুমারের ধ্বংশ বাসনায় ফাঁদ পাতিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিং দীর্যস্ত্রতার সহিত। বর্ত্তমান ব্যাপারে ভাহাদের চৈতন্য হইল, দীর্যস্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অতি ক্রুভভাবে ও ক্ষিপ্রহুত্তে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। তাহাদের বিস্তাণ ও হুর্ভেদ্য ফাঁদ হইতে নক্ষুমার অধিকক্ষণ দ্রে থাকিতে পারিলেন না। তাহারা শীঘ্র গিয়া তাহাকে বেইন করিল। তিনি ও তাহার বন্ধুপক্ষ মক্তির জন্য অশেষ চেঠা করিলেন—কিছুতেই কোন ফল ফলিল না। কিন্তু ইহার পরিণাম ফল হইল নক্ষুমারের শোচনীয় মৃত্য। পাঠক ক্রমশঃ ইহার প্রমাণ পাইতে থাকিবেন।

পূর্কেই বলিয়াছি-জবিমূশ্যকারিতার ও অপরিণামদর্শিতার দোষে, বোর্ডের মেম্বরগণ কার্যান্ত্রোত বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিলেন। পূর্কে বখন কলিকাতায় প্রথম আসিয়াই তাঁহারা রোহিল্লা মুদ্ধের সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেবের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়েও ভাহারা ভবিষ্যং বুনিয়া কার্য্য করেন নাই—যেরূপ ভীত্রবেগে ও দৃঢ়-তার সহিত তাঁহারা প্রথমে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—লোকে ভাবিয়াছিল হেটিংস সাহেবের আর বুঝি এবার নিস্তার নাই। ইহাদের ঘারাই বুঝি ওাঁহার পাপের ও অবিচারের প্রায়ণ্ডিত হইয়া যাইবে—বিশেষতঃ যথন ইহারা ইংলও হইতে রাজকীয় সনন্দে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সহায়তা করিবার জন্য ও তাঁহার অন্যায় ও অধর্মানুমোদিত কার্য্যগুলিতে বাধা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন—তখন ইহাদের ক্ষমতা যে গবর্ণর সাহেব অপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৌন্সিলের মেম্বরগণও ঠিক এই প্রকার ভাবিতেন। ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে এম্বলে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক নাই কিন্তু সভ্য কথা বলিতে গেলে তাঁহাদের সমবৈত-ক্ষমতা, গবর্ণরের একক ক্ষমতার অপেক্ষা যদিও বস্তুত অধিক কার্য্যকারী ছিল তথাপি তাঁহারা নিজ দোবে সমস্তই খারাব করিয়া ভুলিলেন। রোহিল্লা মুদ্ধের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার সময় যদি তাঁহারা ধীরে সুছে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলেই জয়প্রী সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই হইত; কিন্ধ তাহার ব্যতিক্রম করাতে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল না। নন্দকুমারের সম্বন্ধেও ব্যস্ততা প্রকাশ করায় তাঁছারা কাজ খারাব করিয়া

ফেলিলেন। অত্য পশ্চাং না দেখিয়া কিসে কি ঘটিতে পারে, না দেখিয়া ভাহারা একটি মন্তব্য লিখিয়া গ্রব্রের নিকট পাঠাইয়া,দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন—ভাবিলেন ইহাতেই তাহার কার্য্যাসিদ্ধি হইবে। মেই মন্তব্যটী সময়োপযুক্ত হয় নাই— কিঞিং বিলম্বে ভবিষাং দেখিয়া, অত্য পশ্চাং দেখিয়া মংলব আঁটিয়া কাজ করিলেই ভাল হইত। তাঁহারা যাহা অব্যর্থ ভাবিয়া হির করিলেন ঘটনাবশে তাহা শক্তি বিহীন হইয়া পড়িল। কিন্ধ অদৃষ্টের গতি কে রোধ করিতে সমর্থ? আমরা বাঙ্গালী, জগতের মধ্যে সর্ক্রপ্রধান অদৃষ্টনাদী জাতি। তাই আমরা বলিতেছি—মহারাজা নক্ত্মারের এই প্রকার শোচনীয় পরিণাম, বিধাতার লিপি বলিয়াই তাঁহার পক্ষে যাহা ভাল তাহাও মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। শুধু আমরা কেন—মহারাজা নক্ত্মার কয়ং এই প্রকারে অদৃষ্টকে প্রধান কার্য্যকারী বলিয়া স্থীকার করিয়া গিয়াছেন। পাঠক ক্রমশং দেখিতে পাইবেন—কৌনিলের মেস্বরগণের ব্যগ্রতায় নক্ত্মারের ধংশপ্র্থ কত শীল্ল পরিষ্কৃত হইতেছিল।

মহারাজা নক্তুমারের পরীক্ষা শেষ হইবার পরে, বোড আর একটা মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণর সাহেবের নিকট প্রিটয়া দিলেন। তাছাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ছুল মর্ম্ম এই—"মহারাজা নক্তুমারের ৮ই মার্চ্চ তারিখের প্রোট্মিখিত, তিন লক্ষ্ চুয়ার হাজার একশত পাঁচ টাকা । যাহা গবর্ণর সাহেব তাঁহার ও মণি বেগমের নিকট হইতে লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে.) আমাদের মতে ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাপ্য। ঐ অর্থ গবর্ণর সাহেব যে অন্যায় উপায়ে আম্বামাং করিয়াছেন. ও কোম্পানীর ধনাগারে তিনি যে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সম্পূর্ণ রূপে বাধ্য— এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই। অতএব উল্লিখিত অর্থ সম্লায় হোষ্টংস সাহেবকে কোম্পানীর ধনাগারে কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য প্রভ্যুর্পণ করিতে হইবে।"

মস্ব্য লিখিয়া গ্রণ্রের কাছে তংক্ষণাং পাঠান হইল। সেক্রেটারি সাহেব চিটিখানি লইয়া গেলেন। সেই পত্রের প্রত্যুত্তর আনিবার জন্য তিনি আদিও ছইয়াছিলেন। কিন্তু হেটিংস পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। এইবারে তাহার ক্রোধ বহ্নি সম্পূর্ণ রূপে প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিল। এডক্ষণ তিনি কৌলিলের আবদার ও উপেক্ষাগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে সহিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহার আর সহ্য হইল না। তিনি এতদূর আশা করেন নাই যে কৌলিলের স্পর্কাবন্ তুর্ত্ত মেম্বরেরা প্নরায় তাহাকে উত্যক্ত করিতে সাহসী হইবে। যে মন্ত্রীসভা তাহার অবর্ত্তমানে, (তাহার বিবেচনায়) সম্পূর্ণর পে অঙ্গহীন, যে মন্ত্রীসভার তাহার প্রিরবন্ধ বারওয়েল সাহেব উপস্থিত নাই,—যে মন্ত্রীসভার সভ্যপণ তাহার ন্যায় উচ্চ পদ্স্থ রাজকর্মচানীর দোষোদ্যাটন করিবার স্পর্কা রাথে, সেই অসম্পূর্ণ সভার প্রস্তাহকে বিধিসঙ্গত ও ন্যায়ান্থনাদিত বলিয়া গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। তিনি সেক্রেটারিকে দিয়া রোষভরে বলিয়া পাঠাইলেন—"এ প্রকার অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন সভার কোন মন্তব্যই আমি প্রকৃত ও কার্যকারী বলিয়া বিবেচনা

করিতে পারি না। স্থতরাং এই মন্তব্যযুক্ত পত্রের কোন প্রকার উত্তর দিব না।" সেক্রেটারি সাহেব সংবাদ লইয়া নিয়মিত সময়ে কৌন্সিলে পেশ করিলেন। তথন স্থিনীকৃত হইল যে, "মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র, ও ওঁাহার জোবানুবন্দী ও তংসম্বন্ধে এই কৌন্সিলের কার্য্য বিবরণ, কোম্পানীর এটর্ণি সাহেবের নিকট পাঠান হউক। এটর্ণি সাহেব কোম্পানীর নিযুক্ত বারিষ্টারের নিকট সেই সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইয়া দিবেন। মহারাজা নন্দক্মারের ও মণি বেগমের নিকট হইতে গবর্ণর যে সমস্ত টাকা উংকোচ স্বরূপ লইয়াছেন, তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার জন্য কোন প্রকারে আইনের সাহায্য লওয়া উচিত কি না ইহাই নির্দারিত করিবার জন্য, ঐ সমস্ত কাগজপত্র কোম্পানীর নিযুক্ত কাউন্সেলের মতামতের জন্য প্রেরিত হইবে।"

নিয়মিত সময়ে এই মন্তব্যের এক খণ্ড প্রতিলিপি সরকারী উকীলের নিকট উদ্বিধিত উদ্দেশ্যে পাঠান হইল। এ সম্বন্ধে তিনি কি প্রকার মত দিলেন,—ভবিষ্যতে উপযুক্ত স্থলে আমরা তাহা বর্ণনা করিব।

১৭ই মার্চ্চ নিয়মিত সময়ে রেভিনিউ বোর্টের অধিবেশন হইল। প্রধান মন্ত্রীসভার সদস্যগণের সহিত তথনকার রেবেনিউ বোর্টের সভ্যগণের কোন বিভিন্নতা ছিল না। যাঁহারাই মন্ত্রীসভার কার্য্য নির্কাহ করিতেন তাঁহারাই আবশ্যক মত রেবেনিউ বোর্টে বিসিয়া রাজস সম্বন্ধীয় নানাবিধ কুটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন। মন্ত্রীসভার ন্যায় গবর্ণরও এই সভার সভাপতি ছিলেন। এই সভার অধিবেশনে স্তরাং হোটংস, জেনারেল ক্রেভারিং, মন্সন ও ফান্সিস সাহেব উপস্থিত হইলেন।

কান্তবাবুর ঔদ্ধত্য পূর্ণ ব্যবহারের বিষয় বোডের সদস্যগণের কাহারও মন হইতে অপনীত হয় নাই। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবামাত্রই কান্তবাবু ও কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আগেই উথাপিত হইল। জেনারেল কেভারিং প্রস্তাব করিলেন—"উল্লি-থিত কৃষ্ণকান্ত দাস, ও কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের সভায় কোন প্রকাশ্য কার্য্যের জন্য উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল—কিন্ত তাহারা সেই আজ্ঞা পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করাতে আমি প্রস্তাব করিতেছি তাহাদিগকে এখনই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পুনরায় ডাকিয়া পাঠান হউক।" হেষ্টিংস তখনই আপত্তি-জ্ঞাপক এক প্রশ্ন উথাপন করিয়া বলিলেন "জেনারেল সাহেব কি উদ্দেশ্যে উল্লিখিত তুই ব্যক্তিকে এই স্থলে উপস্থিত করিতে বাসনা করেন—শ্র্লিয়া বলিলে বাধিত হই।"

জেনারেল সাহেব। "উল্লিখিত চুই ব্যক্তি গ্রবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়াও বোর্ডের আজা অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছে। এইরূপ• কার্য্য দ্বারা তাঁহারা বোর্ডের ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া সভ্যগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক জনের সহিত গ্রবর্ণমেণ্টের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে—এ প্রকার ছলে বোর্ডের ন্যায়ামুমোদিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে গিয়া সেই ব্যক্তি বোর্ডের সন্মানহানিজনিত গুরুতর

দোষে দোষী হইয়াছে। আমি বোর্ডের ক্ষমতা বজায় রাধিয়া গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্র রাধিতে বাসনা করি। এই জন্যই আমি জানিতে চাই ভাহারা বস্তুত প্রকৃত পক্ষে বোর্ডের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে কি না বা ভাহা পাইয়াও ভারিধিত আদেশ প্রতিপালনে অনাম্বা দেখিয়াছে কি না"?

হেটিংস সাহেব। "আমি বোর্ডকে বলিয়া রাধি—ক্রফ চটোপাধ্যায়, বা কান্তবাবুকে বোর্ডর সম্ব্রে উপছিত করাইবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাইডেছি না। তাহাদিগের নিকট হইতে যে সকল বিষয়ের উত্তর পাইবার জন্য জেনারেল সাহেব সম্ব্রুক
হইয়াছেন—তাহাদের অনুপছিতিতে আমি তাঁহাকে সেই সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিতেছি।
বোর্ডের নামে, সমার সাহেবের হাত দিয়া যে উপছিত আজ্ঞাপত্র (শমন) তাহাদের
নিকট পাঠান হইয়াছিল, তাহা তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, ও তাহার যে উত্তর দেওয়া
হইয়াছে তাহাও আমি দেখিয়াছি। আমিই তাহাদিগকে বোর্ডে উপছিত হইতে নিয়েধ
করিয়াছি। আমার বিশাস এই যে, আমার ভৃত্য ও কর্মচারীদিগের উপর অন্যায় ব্যবহার
করাই বোর্ডের সদস্যগণের উদ্দেশ্য। তাঁহারা অন্য উপায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়ণ্ডলি জানিবার
চেপ্তা করিতে পারিতেন কিন্তু এফণে তাঁহাদের মনে এ প্রকার কোন অভিসন্ধি ছিল কি
না—আমিই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি। বোধ হয় এ কথা তাঁহারা প্রকাশ
করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

জেনারেল সাহেব। "বর্ত্তমান'মন্ত্রীসভা'গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহারা এই মন্ত্রী সভার আদেশ লঙ্গন করিয়া বোর্ডের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেটের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে এই প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশের কারণ কি তাহা জানিবার জন্যই বোর্ড তাহাদিগকে ভলব করিরাছেন—তাহাদের নিকট হইতে এই বিষয়ের কৈফিয়ং লওয়াই বোর্ডের উদ্দেশ্য।

গবর্ণর জেনারেল। ''আমি জেনারেল কেভারিংকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমার কর্মচারীদিপের প্রতি কোন প্রকার শারীরিক শান্তি বিধান করিতে চাহেন কি না ? বদি তাহাদের বার্ডের সামুধে নিতাস্তই উপস্থিত হইতে হয় তবে এই বিষয়ের উত্তর পাইবার জন্য আমি আপনাদের বিশেষ রূপে জেদ্ করিতে ক্ষমতাবান। তাহাদের প্রতি বাহাতে কোন প্রকার অন্যায়াচরণ না করা হয় তদ্বিষয়ে স্থিরতা জ্ঞাপক কোন কথা আমি আপনাদের মুধ হইতে শুনিতে চাই।"

এ সম্বন্ধে গবর্ণরের এই প্রকার দৃঢ় ব্যগ্রতা দেখিয়াও জেনারেল রেভারিং তাহার কোন বিশেষ উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি উত্তরে কেবল এই মাত্র বলিলেন "যখন কৃষ্ণ-কাম্ব ও কৃষ্ণচরণ এইছলে উপস্থিত হইবেন, তখন আমরা তাহার সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা করি—গবর্ণর তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। মন্সন ও ফ্রান্সিদ্ সাহেব ক্রেভারিংএর এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহাম্ভৃতি প্রকাশ করাতে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেটা আরম্ভ হইল।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী, ও কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়কে কৌন্সিলে উপস্থিত করার সম্বন্ধে হেষ্টিং-সের অনেকগুলি আপত্তি ছিল। তাঁহার প্রথম ও প্রধান আপত্তি, তিনি মনে মনে চাপিয়া রাধিয়াছিলেন। সে কথা কাহাকেও তাঁহার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল নাঁ-ও করিলেও তাঁহার শত গুণ ক্ষতি হইত। বুদ্ধিমান লোকে কে কোথায় সকল কথা সরল ভাবে প্রকাশ করে! স্থতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই। তিনি মনের ভাব চাপিয়া রাথিতে পারিলেন বটে কিন্তু অতীত ঘটনা,ও নিজকত কার্য্যগুলি চাপিয়া রাখা তাঁহার পকে তুরহ হইল। যাহারা তাহা জানিত তাহারা বুঝিল অমুক কারণেই হেষ্টিংস কান্তবাবুকে বোর্ডের সমকে উপস্থিত হইতে দিলেন না। যতদূর বাহ্য ঘটনা দেখিয়া বোধপম্য হয়—ভাহাতে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায়, আত্মসন্মান, ও পদোচিত গৌরব, অকলক্ষিত রাধাই এ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মূল উদ্দেশ্য। কাস্তবার তাঁহার প্রধান বেণিয়ান, ও প্রাচীন কর্মচারী। সে কালের বেণিয়ানেরা গবর্ণরের সকল খবরই রাখিতেন। প্রবর্ণরের সমস্ত বিশ্বস্ত কার্য্যে ভাহারাই অত্যে নিযুক্ত হইতেন। নৃদ্দুমারের ও মণি বেগমের নিকট হইতে গবর্ণর সাহেব যে সমস্ত অর্থ উৎকোচ স্কুরূপ লইয়াছিলেন তাহার কিছুই কৃষ্ণকান্তের অজ্ঞাত ছিল না। নরসিংহের নিকট মুরশিদাবাদের গদিতে ষেটাকা পাঠান হয় তদ্বিষয়ে কান্তবাবু প্রধান সাম্মী। তিনি বোর্ডের দরবারে উপস্থিত হইলেই এ সকল কথা প্ৰকাশ ও প্ৰমাণ হইতে বাকি থাকিবে না ভাবিয়া হেষ্টিংস কান্ত বাবুকে বোর্ডের সম্মুবে উপস্থিত হুইতে দিতে আপত্তি করিতেছিলেন। ইহাই তাঁহার এই বিষয়ের প্রতিষোগিতার প্রধান কারণ। কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় ছেষ্টিংসের সদর মেট— তিনিও এ সকল গোপনীয় কার্য্যের অনেক সন্ধান রাখিতেন—স্তরাং তাহাকেও বার্ডের সামুখে উপদ্বিত হইতে না দিবার সম্বন্ধে হেষ্টিংসের পক্ষে বিশেষ কারণ বভ্রমান।

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কারণ এই—হেটিংস বরাবরই মনে মনে ছির মতলব করিয়া রাবিয়াছিলেন যে মন্ত্রীসভার নবাগত সভ্যগণ যেমন তাঁহার প্রতিকার্য্যে বাধা দিতেছেন তিনি তাহাদের কার্য্যেও সেহরূপ করিবেন। কৌন্দিলের মেম্বরগণ, তাঁহাদের দৃঢ়তার শুণে ও হেটিংসের প্রতি বিশেষ বিছেষ বশতঃ তাঁহার সমস্ত কার্য্যই দোষাকর ভাবিয়া পদে পদে তাঁহার বিক্লভাচরণ করিয়াছেন! তাঁহারা হেটিংসের 'হাঁ'কে 'না'' করিয়াছেন—ও যে দোষগুলি আন্দোলিত না হইলে হয়ত বিস্মৃতি গর্ভে লুকায়িত থাকিত তাহা উজ্জ্বলরূপে সাধারণের চক্ষের উপর ধরিয়া দিয়াছেন। ইহাতে হেটিংস তাঁহার পদগোরব হানির আশক্ষা করিয়া বিশেষ রূপে মর্ম্মশীড়া পাইতেছিলেন—কৌন্দিলের সহযোগীগণকে তিনি নম্বকুমার অপেক্ষাও প্রচণ্ড শক্র বিনিয়া জানিতেন—ও মনে মনে তাহাদদের যথেপ্ত মুণা করিতেন। আআভিমানী হেটিংস মনে মনে ছির করিলেন—তাঁহার বিশ্বন্ত কর্ম্মচারী মন্বকে, বোর্ডের সদস্যগণ তাঁহাদের সম্মৃথে হাজির করাইয়া—হয়ত সমস্ত গোপনীয় কথাগুলি বাহির করিয়া লইয়া—বোডের আজ্ঞা পালনে অবহেলা জনিত অপ্রণাপনীয় কথাগুলি বাহির করিয়া লইয়া—বোডের আজ্ঞা পালনে অবহেলা জনিত অপ্রণ

রাধের জন্য কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বিধানও করিতে পারেন। লোকে বলিবে-বোডের সদস্যগণ গবর্ণরের হুই জন বিশ্বাসী ভূত্যকে ধরিয়া আনিয়া শারীরিক শাস্তি দিয়া অর্পমান করিয়াছেন—ইহাতে যাঁহার ভূত্য তাঁহারই অপমান হইয়াছে—এ কথার তীত্রতা সহ্য করিতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে অপারক ছিলেন। স্থতরাং সদস্যগণের কার্য্য কলাপে বাধা দিয়া যতক্ষণ পর্যান্ত চেষ্টা করিয়া তিনি কুটিল ভবিষ্যতের গতি ফিরাইতে পারেন ততক্ষণই তাঁহার ভভ। এই সকল কারণেই হেষ্টিংস কান্তবাবু ও কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে উপস্থিত করিতে এতদুর আপত্তি করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি পূর্ব্বেকার ন্যায় একটী স্থদীর্ঘ মন্তব্য (Minute) লিখিয়া বসিলেন। আমরা তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় অংশগুলি এই ছলে সন্নিবদ্ধ করিলাম। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—'ভামি ভাবগতিকে, ও বোর্ড আমার এই সম্বন্ধে প্রশের যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন, তাহা হইতে এই বুঝিতে পারিতেছি---বোর্ডের সদস্যগণ আমাকে অপমানিত করিবার জন্যই এই প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আমার সকল প্রকার অপমানই করিয়াছেন—কিন্তু এইটা বাকি আছে—আমার প্রাচীন ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদিগকে অসন্মানজনক শাস্তি দিয়া এক্ষণে তাহাও পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। বোর্ডের মেম্বরগণ প্রথম হইতেই আমার প্রতি যে প্রকার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন—তাহাও বর্ত্তমানে বোডের অসম্পূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করিলে এই প্রকার আদেশ পত্র (শমন) যে আমার কর্মচারীগণের উপর প্রকৃত কার্য্যকারী ও বিধি-সঙ্গত উপায়ে প্রেরিত—ইহাত আমার বোধ হয় না। আজও বোর্ড অসম্পূর্ণ দেখিতেছি, श्वाक এই ছলে এই সকল বিষয়ের সমালোচনার জন্য আমরা সমবেত হই নাই, হুতরাং আমার মতে বর্ত্তমান বিষয়টী, সভা সর্ব্তাবয়বপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের জক্ম রাখিয়া দেওয়া হউক। আমাদের অদ্যকার সভা—এক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগঠিত। এই সভার অদ্য আমরা হুই একটা সম্ভ্রাম্ভ রাজা ও জমীদারকে খেলাত দিতে আসিয়াছি। কণ্টারবের গোলাতে যে সমস্ত লবণ মজুত আছে উপযুক্ত গোমস্তাদিগকে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য ছাড় দিতে আজ্ঞা করাই আমাদের একত্ত হইবার উদ্দেশ্য—এ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত অবৈধ। এ সমস্ত কার্য্য কেলিয়া রাথিয়া আপনারা সহসা এই বিষয়ের উত্থাপন করাতে আমি অতিশর আশ্চর্ষ্য ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। এ প্রকার কার্য্য দ্বারা কেবল আপনাদের কার্য্যের বিশৃত্থলত। ও মনের অসরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া ষাইতেছে।"

ইহার উত্তরে—মন্সন সাহেব তীব্র ভাষায় হেটিংসের আপদ্ধিগুলি খণ্ডন করিয়া দিলেন। অনেক ওর্ক বিতর্কের পর, এই ছির হইল—কান্ত বাবুকে বোর্ডের সমাথে উপস্থিত হইতেই হইবে। সদস্যগণের মতই অবশেষে প্রবল হইল—হেটিংস এত চেষ্টা করিয়া বে ঘটনার গতিরোধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন তাহার কিছুই ফল ফালিল না। বোডের সভ্যগণ কান্তবাবুর এই প্রকার ব্যবহারে আপনাদিগকে নিতান্ত অপ

মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন — স্থতরাং কান্তবাবুকে হাজিয় না করাইয়া - ভাঁহারা ক্ষান্ত ছইলেন না। এবার কৌলিলের আজ্ঞা লজ্জন করিতে কান্তবাবুর সাহস হইল মা—তিনি বোর্ডের আলেশ মান্য করিয়া তাঁহাদের সন্মুখে উপছিত হইলেন! সমগ্র মন্ত্রীস্ভার হইয়া মন্সন সাহেব তাঁহার নিয়লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। \* বিভাষীর বারা এই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইল।

প্রশ্ন। আপনি ১০ই সোমবার—বোর্ডের নিকট হইতে একধানি শমন পাইয়াছিলেন কিনা ?

ঐ শমনে আপনার বোর্ডের সন্মুখে হাজিরা দিবার আদেশ ছিল কি না ?

কান্তবাবু। হাঁ সেই শমন পাইরাছিলাম, ও তাহাতে আমার হাজিরা দিবার আদেশ ছিল—তাহাও দেখিয়াছিলাম।

- প্র:। তবে আপনার হাজির না হইবার কারণ কি ?
- উ। শমন পাইবার সময় আমি গবর্ণর সাহেবের কাছে ছিলাম। তিনি শমনের কথা আদ্যোপাস্ত তুনিয়া আমার বোর্ডের সমুখে উপন্থিত হইতে নিষেধ করিলেন।
- প্র । আপনি কি জানেন না এই রাজ্যের শাসন ভার কোন্সিলের ক্ষমতার উপর নাস্ত ।
- উ। আমরা দেশী লোক—বাঙ্গালী,—গবর্ণরের আজ্ঞাকেই প্রথমে আমরা জবর বলিয়া মান্য করি। তার পর কৌন্সিলের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি।
- প্র। গবর্ণর যদি আপনাকে বোর্ডের আজ্ঞা অমান্য করিতে উপদেশ না দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনি বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কোনমতে অন্যথা করিতেন না ?
  - উ। হা-এইরপ ছলে আমি নিত্রই বোর্ডের আজ্ঞা পালন করিতাম।
- প্র। ১৪ই (মঙ্গলবার) তারিখে, বোর্ড অব্রেভেনিউএর মণুখে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি আর একখানি শমন পাইয়াছিলেন কি না?
  - छ। है। शहिशाहिलाम:
  - প্র। আপনার সে আদেশ পালন না করিবার কারণ কি?
  - छ। আমি পূর্ফেই ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছি।
- প্র। ১৭ই (শুক্রবার) আপনাকে বোর্ড অব রেভেনিউএর সমুধে উপন্থিত হইছে পুনরায় শমন দেওয়া হইয়াছিল—আপনি তাহা পাইয়াছিলেন কি না ?
- উ। আমি শুক্রবার কোন প্রকার শমন পাই নাই। শনিবার একথানি শমন প্রথম সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পাইরাছিলাম। আমি সুমার সাহেবকে দিয়া বলিয়া পাঠা-ইরাছিলাম যে আগামী প্রথম সভার দিন আমি বোর্ডের সমূথে উপস্থিত হইব। এই বিষয়ের জন্য উক্ত দিবস প্রাতে আমি সমার সাহেবের কাছে গেলাম—সাহেব বলিলেন

<sup>\*</sup> Bengal Secret Consultations. 28 th March 1775

বে সে দিবস সভা হইবে রা। সমার সাহেব প্রথম সভার অধিবেশনের দিন পুনরায় আসিতে বলিলেন।

- প্র। অদ্য এখানে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি কোন আজ্ঞাপত্র পাইয়াছেন কি না ? উ। আজ আমি কোন লিখিত আজ্ঞা পাই নাই। কোম্পানার একটি হরকরা আমার বাটিতে গিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। সেই সংবাদ পাইয়া আমি অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।
  - প্র। সেই পিয়ন কোথা হইতে আসিয়াছিল আপনি তাহার সন্ধান রাখেন ?
- উ। আমি সেই হরকরাকে দেখি নাই। আমার লোকের মুখে শুনিলাম, যে এক জন হরকরা আমার বাটিতে গিয়া, বোর্ডে উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়া আসিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া আমি অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

এই প্রকারে জোবানবলী শেষ হইলে ক্লেভারিং সাহেব প্রস্তাব করিলেন "আমার ইচ্ছা এই ষে "গবর্ণর জেনারেল তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে বোডের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কান্তবাবুকে তাঁহার গুরুতর অপরাধের জন্য—কোন প্রকার কঠিন শাস্তি দেন।" গবর্ণর জেনারেল তাহার উত্তরে রিলেলেন "কান্তবাবু গবর্ণরের দেওয়ান বলিয়া কলিকাতার সকলে তাঁহাকে একজন উচ্চ পদস্থ লোক বলিয়া জানে ও সম্মান করিয়া ধাকে। তিনি কলিকাতার অধিবাসী নহেন এবং অতিশয় সম্বংশ জাত। দেশের সকলেই ইহা ছাড়া তাঁহাকে সম্ভান্ত রাজকর্ম্মচারী বলিয়া জানে, ক্র আজও পর্যান্ত এসম্বন্ধে তাঁহার উপর কেহ কোন দোবারোপ করিতে পারে নাই। আরও আমার কর্ম্মচারী বলিয়া পার্লিয়ামেন্টের বিধান অনুসারে কান্তবাবু আপনাদের বিচার্য্য হইতে পারেন না। তিনি প্রকৃত পক্ষে আপনাদের সীমা বহিত্তিও মহামান্য স্প্রীমকোটের সীমাভুক।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ক্লেভারিং সাহেব প্রস্তাব করিলেন 'কান্তবাবুকে শান্তি দিবার প্রস্তাব করাতে গবর্ণর সাহেব তাহাকে শান্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমায় ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—ধে তিনি কাস্তকে নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করিবেন! এই জন্য

<sup>\*</sup> কান্তবাবু গবর্গমেণ্টের অধীনে কোন আবশ্যকীয় সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কি না এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রাচীন রেকর্ড হইতে জানা বার তিনি করেক বংসরের জন্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত নিয়তর আদালত সমূহের একটা রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বটে। হিন্দু বিচারপ্রার্থীদিগের মধ্যে বখন জাতি ঘটিত কোন মোকদম। বা বিষয়লইয়া কৃতিতর্ক উঠিত—কান্তবাবু তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। দ্বান্সিটার্টের সময় হইতেই এই কার্যার্ট গবর্গরের বেনিয়ানদিগের একচেটিয়া ছিল। হেটিংসের আমলে প্রথম প্রথম আমরা কান্তবাবুকে এই কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই । ইহার পরিবর্ধে কোন পরিশ্রমিকের ব্যবহা ছিল কি না তাহা জানি না।

আমি প্রস্তাব করিতেছি—গবর্ণর অতিশয় সামান্য অপরাধের নিমিন্ত প্রতি দিবস শত শত হিন্দুকে যে শান্তি দিয়া থাকেন আমি অদ্য কান্তবাবুর জন্য সেই প্রকার শান্তির বিধান কামনা করিব। আমি কান্তবাবুকে তাহাদের ন্যায় তুড়ুম (Stocks) প্রাইতে ইচ্ছা করি! কেন্তিংস এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে খোরতর আপত্তি উপাপন করিলেন। তিনি বলিলেন "এ প্রকার শান্তি দ্বারা কান্তবাবুর অক্ষত সম্মান চিরকালের মত নত্ত হইরা যাইবে ও তিনি লোকের চক্ষে হেয় ও অপমানিত হইবেন।" সি দিবস এ কথার কোন শেষ হইল না—হেন্তিংসের আপত্তিতে সেই দিবস তৎক্ষণাৎ সভা ভক্ক করা হইল। ইহার পরে কি হইল আমরা আগামী বারে বলিব!—[ক্রমণঃ]

#### कलक ।

30

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া মন্দালিক ভাল বুঝিলেন না, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন-—"চুপ কি লাগিন রে—কি হইলু বলরে বেটা—"

আর কতক্ষণ ভীলপুত্র পিতার জিজ্ঞাসায় নিরুত্তর থাকিবে ? তাহার সকল সকল বুথা হইল, দুই হাত সবলে বুকে আঁটিয়া নতদৃষ্টি উন্নত করিয়া সবল মুক্তকঠে তখন সেবলিল—''বাবা গুহাটা কালসপ্ল, মুইডা তার মিত হইতে নারিল—শক্ত হয়ে আসিছি। মোর শক্ত হইলে সব পারিত মুই—সেডা থে তোর শক্ত''

<sup>\*</sup> ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে অপরাধীদের বড় মজার শাস্তি হইত—হেটিংসের সময়ে গড়ের মাঠে ও Esplandeএর সিরিছিত কোন স্থানে মলমূত্র পরিভাগি করিলে ভাহাকে গবর্ণরের আদেশালুসারে ভূড়ুম লাগান হইত। তখন মিউনিসিপালিটি ছিল না—নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইরপ উপায় অবলম্বন করা হইত। এ কথা
হেটিংস নিজ মুখে স্ঠীকার করিয়াছেন। তখন চুরী করিলে প্রায়ই প্রাণ দণ্ড হইত! কোন
প্রশস্ত জনাকীর্ণ ছলে লইয়া গিয়া সকলের সমক্ষে বেত্রামাত করা বা অপরাধীকে, অপরাধানুসারে রোজোন্তাপে দগ্ধ করা তখনকার শাস্তি ছিল। পার্ক্বতী নামে একটি বেশ্যা
একবার অপহত ত্রব্য মরে রাখিয়াছিল—এই অপরাধে তাহাকে আট দিন কারাগারে
রাখিয়া নয় দিনের দিন বাহির করিয়া বছ বাজারের চৌঝাথায় লইয়া গিয়া বেত্রামাত করা
হইল ও সর্বাশেষে এক টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া আরও
অনেক প্রকারের নৃতন ধরণের শান্তি ছিল। এ ছলে সে সমস্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক।

কান্তবাবুর সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে—নবজীবন—কার্ত্তিক ২৮ সংখ্যা দেখুন।

"তার শক্র হরে আসিছি"—অর্থাৎ তাহাকে শ্বস্থয়ের আহ্বান করিয়াছি। মন্দালিক হঠাৎ বেন আকাশ হইতে পড়িলেন—"তুইডা তার শক্র হ'য়ে আসিছিস্?"— স্মাবার দৃঢ়স্বরে উত্তর হইল—"হঁই—"

মন্দালিক কাতর দৃষ্টিতে চাহিন্না একট্ পরে বলিলেন—"মুইডার সে শক্ত কোনডা বলিল ভোরে—" মন্দালিকের সে কথা বিশ্বাস হর নাই। সে কথা এতই অসন্তব। পুত্র বলিল—' তুই খাঁটি কথা বলিলি—সে লাগিন সেইডা তোরে মারিতে চাহিল—কালসপ্লডা জানিল না মোরে আগে না মারিলে তা হইবুর নর—" বলিয়া সে বাহা শুনিয়াছিল খুলিয়া বলিল। সমস্ত কথা মন্দালিকের একটা ধুঁয়া—একটা অন্ধকার—একটা বেন ভ্রান্তি বলিয়া বোধ হইল,—গুহা তাঁহাকে মারিতে চাহিবে—একথা কেমন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইবে,—অথচ পুত্রের প্রভ্যেক কথা বৃশ্চিক হুলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, শীতল হিমময় রাত্রে তাহার কপাল স্ম্মিক্ত হুইয়া উঠিল—তিনি কম্পিত কঠে ধীরে ধীরে বলিলেন—"মোরে মারিতে চাহিল গুহাডা! বেশ মুইকে তার শোধ নিতে দে—তুইডা কিছু করুস না—মোর কথাডা রাখ—"

এক্বার স্বস্থান্ধে আহ্বান করিয়া তাহাতে নিরস্ত হওয়াই ত কাপুরুষতা, তাহার উপর সে থাকিতে কিনা পিতার অপমানের শোধ পিতা লইতে যাইথেন!

ভীলপুত্রের প্রদীপ্ত চক্ষু অক্সকারের মধ্যেও জ্বলিয়া উঠিল—সে উত্তেজিত কর্জে ঈষং ভীব্রস্বরে বলিল—"বাবাডা মুই বে ধকু ধরিবার কথাডা দিয়ে আসিছি তা ভূললু নাকি ? আর মুই থাকিতে ভুইডা শোধ লইবি ?"

এই যুদ্ধ ইইতে প্ত্রকে বে সহজে নিরস্ত করিতে পারিবেন না তাহা মন্দালিক জানি-তেন—তিনি অনুনয়ের স্বরে আবার বলিলেন "বেটারে শোন তুইডা,—তোর কথাডা ফিরাইতে হইবু না, সেইডাই কথা ফিরাইবে—তুইডা ক্ষমা কর তুরু। সেডা মোরে মারিতে চাহে নাই, কথার কথাডা কি বলিল—সে লাগিন সে ক্ষমা চাহিবে —তুইডা ক্ষমা কর—"

এখনো সেই দ্বেহ! বে তাঁহাকে বধ করিতে চাহে—তাহার প্রতি এখনো এত দ্বেহ এত ভালবাসা! আর ভীলপুত্র তাঁহার জন্য বে প্রাণ দিতে যাইতেছে—তাহার জন্য কি একটা মমতার কথাও নাই ? একটা বস্ত্রপার বিহ্যৎ তালগাছের হুদর যেন ভুমা করিয়া দিয়া গেল,—একট্খানি আগে মরিবার জন্য তাহার বে কন্ত হইয়াছিল তাহা আর বিশ্ব মাত্র রহিল না, মরিবার আগেই সে মরিয়া গেল, তাহার প্রেত্রোনী—তাহার প্রার্ত্তি মাত্র তাহার দেহ বেন অধিকার করিয়া বহিল। হার! মাত্র বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে কতবার মরিয়া বার—কেহ কি জানিতে পারে? তালগাছ তীত্রকঠে কম্পান শরীরে বলিল—" মুইডা চলিন্থ, তুইডা নোরে ক্রমা কর—কথাটা বা দিরে আসিছি—মুই ফিরাইতে নারিবু। মুইডা বা শুনিরা আইল—ঠিক শুনিয়া আইল"। আগেকার তালগাছ হইলৈ এমন করিয়া পিতার অমতে কথা কহিতে পারিত না—এমন করিয়া আর কথনো সে কথা কহে নাই। বলিয়াই

সে তীরবেগে বাহির হইয়া গেল—মন্দালিক তাঁহার চিস্তাভার লইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন— 'সত্যই কি গুহা তাঁহাকে মারিতে চাহিয়াছে? যুবক—ষাহাকে তিনি রাজ্য দিয়াছেন, স্নেহ দিয়াছেন—ৰাহার জন্য নিজের পুত্রের প্রতি তিনি সত্যই জন্যায় করিয়াচ্ছেন—সে তাঁহাকে মারিতে চাহিয়াছে? তাঁহার ভালবাসার, স্নেহের এই প্রতিশোধ ? মর্দ্মান্তিক কপ্তে তাহর বুক ফাটিয়া উঠিল। মন্দালিক গুহাকে যে পুত্রাপেক্ষাও ভাল বাসেন তাহা এখন স্থাপন্ত রূপে বুঝিলেন, আগে তাঁহার নিজের মনের ভাব নিজের কাছেই লুকান ছিল তাই সে দিন না বুঝিয়া তালগাছকে আর এক রকম বলিয়াছিলেন। তিনি কাতর হইয়া এখন মনে মনে বলিলেন 'গুহাটারে তুই আমাকে মারিবি, মার তবে, আমি নিজেই গিয়া তোকে বুক পাতিয়া দিতেছি, এ জন্য জন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের হানি করিবি কেন''

এখনো তাঁহার সন্দেহে বিশ্বাস জড়িত, এখনো তাহার কটে আশাপূর্ণ, এখনো তাঁহার মনে হইতে লাগিল— গুহা যদিই বা না বুঝিয়া কিছু বলিয়া থাকে মন্দালিককে দেখিলে অনুতপ্ত জ্দয়ে নিশ্চয়ই সেক্ষমা চাহিবে,—তিনি বলিলে তাঁহার পুত্রের নিকটেও ক্ষমা চাহিয়া যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবে'

এই বিশ্বাস তঁহোর গভীর ক্লেহের ফল—এই বিশ্বাস তাঁহার ক্রোধের অতীত, প্রতিশোধ স্পৃহার অতীত স্বার্থহান পবিত্র ভালবাসার ফল, তাই তিনি যখন ভাবিলেন গুহা তাঁহাকে মারিতে চাহিয়াছে—তাঁহার হঃধ হইল, অভিমান উথলিয়াউঠিল—রাগ হইল না, তিনি অভিমানের উচ্ছাসে—ক্লেহের বিশ্বাসে নীত হইয়া ক্রতবেগে যুবকের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন।

59

চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎসা ইইয়াছে, তবু চারিদিক মলিন, চারিদিক আচ্ছর, গাছ পালার মধ্যে, পাছ পালার ছায়ার মধ্যে, পাহাড়ের শারদীয় শেষ প্রহরের কুয়াসার মধ্যে জ্যোৎসা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃটিয়া উঠিয়াছে, ভীলপুত্রের দ্রিয়মান বাম্পাকুল দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই যেন প্রকৃতির হাসিমুখ সহসা এমন মলিন ইইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের তরুণ অরুণ জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভীলপুত্রের এ নয়নবারি যখন শুকাইয়া ফাইবে তথন ধরণীর ম্থও আবার প্রকৃত্র ইইয়া উঠিবে। নিরাশায় সতেজ, যয়ণাভারে উত্তেজ্ঞিত,বিহ্বল ভীলপুত্র এই কুয়াসার মধ্য দিয়া ক্রতপদে নির্দিষ্ট গাছ তলায় আসিয়া থামিল। ইহার কিছু আগে হইতেই গুহা রাস্তার পরপারে পুকুরের ধারের বড় গাছের নীচে তাহার জন্য অপেকা করিতেছিলেন, থামিবামাত্র তাহার অপ্রস্তু প্রতিকৃতি ভীলপুত্রের নজরে পড়িল, অমনি হঠাং একটা জ্বলম্ভ আগুণ তাহার সর্ব্বাক্তে ছহু করিয়া ব্যাপ্ত হইল, ধনুক খুলিয়া হাতে উঠাইয়া ধরিবার সময় হাত টলমল করিয়া উঠিল। তালগাছকে দেখিয়া গুহা কথা কহিল, কিছু রণোদ্যত শক্তর ক্রেক্ত কর্পশ স্বরের পরিবর্ত্তে গুহার স্বাভাবিক তেজ্পী স্বর তালগাছের

কর্ণে প্রবিপ্ত হইল গুহা বলিল —"তালগাছ একট্ অপেক্ষা কর,—ধকুক ধরিবার আগে আমি বে কথা বলিতে আসিরাহি শোন।" এখনো আগেকার মত অনুজ্ঞা! কিন্তু এখন আর আন্তোকার সে ভীলপুত্র নহে। ভীলপুত্র আরো ভাল করিরা ধনুর্কাণ কসিয়া ধরিল,—তাহার পর তাহার ভাষার কম্পমানকরে বলিল "ধনুক উঠারে কাপুরুষ. এখন কথার সময় নহে, তুই প্রাণভরে এত কাতর, আমি নির্ভয়ে তোর কাছে প্রাণ লইয়া আসিরাছি।"

ভীলপুত্রের হস্ত তাহার প্রতি উন্থ হইল. গুহার ধনুক ধরিবার মাত্র অপেক্ষা। তখন গুহাও ধনুক উঠাইরা বলিলেন তবে তাহাই হউক, এ হত্যার দোষ কিন্তু আমার নাই।" বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন, কখনো ষাহা হয় নাই আজ তাঁহার অটল হাত কাঁপিয়া গেল। সমকালে ভীলপুত্রের বাণও সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল. হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ রাত্রের বিজনতা বিদীর্ণ করিয়া আকাশে উথলিয়া উঠিল, ভীলপুত্র হঠাৎ বক্সাহত হইয়া মৃচ্ছি ত হইয়া পড়িল।—[ ক্রমশঃ। ]

## রাগিণী ভুপালী—তাল স্থরফ াকতাল।

চন্দ্র বরিবে জ্যোতি তোমারি, নিরমল; অতি শীতল কিরণ স্থদারী;
চৌদিকে তারাগণ উজলি গগন-অঙ্গন, ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।
বিতরণ করি জীবন বহিছে মৃত্ সমীরণ অমৃত পূর্ণ মঙ্গল ভাব তব প্রচারি।
বর্ষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে জ্দয় প্রাণ; বিহুগগণ করে গান তব গুণ বলিহারী।

### · ব্রহ্ম-সংগীত।

### ভূপালী-স্বুষ্ট কভাল।

नी•मा—मा—मा—। मा—धा—मा— मा—मा—द्व—मा•नी•मा—धा—शा—द्व— त्र व के कि नि ग न क क न धा " ર ૭ ` > त्व—द्व—द्व—द्व—गा—भा—धा—धा—। धा—द्व—मा•नी•मा—धा—धा—भा—भा— র ণ ক রে জোমা রি শো ভা ম নোহা গा॰ दत-(मानोमा)-। मा॰ नी॰ मा-धा-धा-धा-(भामाभा)- गा-दत-मा-दत-। রা চ স্তাব রি ষে জ্যোডি ডো ১. ২ ও ১ পা॰মা॰পা—গা - গা—গা—গা—গা—গা—। পা॰মা॰পা—রে—রে—রে - - গা— मा तिनितम गण्य जिनी जनकित शा—धा—मा—। मा—द्व**ं**मा—मा—धा—शा—त्व—(मानीमा) - - । शा— शा— য়ী বি ত ণ হ ধ দা ২ ৬ গা—গা—গা—গা—পা•মা•পা—রে—রে— রে—রে—রে—গা—পা—মা•পা•ধা– त न क ति की वन व हि एह मूह म भी সা-রে-পা $\circ$ মা $\circ$ পা-গা-  $\circ$ । পা-গা-পা-ধা-সা-সা-সা-সা-সা-না $\circ$ নী $\circ$ সা-সা-। व क्षा ब्रिव त विदिय स्व का न गा—्या—जा—जा—जा—द्व—जा॰गी॰जा—्या—शा—शा—शा—शा—शा—शा—शा—शा— ष् जात्र का मन्ना न दिह गंभ न क ৩ পা—পা•মা•পা—গা—। পা—ধা—পা—গা—গা—রে—(সানীসা) - • । ति शांन उद्युग द नि हो

স্থুর ফাঁকিতালে তিনটি কবিয়া তাল থাকে। প্রথম এবং তৃতীয় তাল চারিটি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। দ্বিতীয় তালে চুই মাত্রা মাত্র।

প্রীপ্রতিভা দেবী

## পঞ্জাব ভ্রমণ।

লাহোর।

আমি আধিন মাসের ভারতীতে বলিয়াছি যে মোগল সমাট্দের সময়ে রাভী বা ইরাবতী नाट्याद्वत भागतम कृत्रन कतिया विष्ठ। এখন ইরাবতী- লাহোরকৈ ছাড়িয়া দেড় ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। লাহোর ইরাবতীর পূর্বতীরে অব্হিত। নোসেতু বা রেলওয়ের লোহ-সেতু দিয়া ইরাবতী পার হইলেই সমুখে অনতিদূরে শাহাডেরা বা রাজবিরাম স্থান। ইহার নাম শাহাডেরা হইয়াছে কেননা- সম্রাট জিহাঙ্গীরের এখানে সমাধি-ক্ষেত্র। এন্থানে জিহাঙ্গীরের জীবদশার তাঁহার ভুবন বিখ্যাত রূপসী ও প্রতিমা-মন্ত্রী—মহিধী-তুরজিহান একটি উদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্থামীর মৃত্যু হইলে সে উদ্যানে তিনি তাঁহার সমাধি করেন, আর সমাধি কেত্রের উপরে এক অতি মনোহর म्युजि मन्त्रित निर्म्यान करतन। এরপ সমাধি-मन्त्रित ভারতবর্ষেও অধিক নাই। মুসল-মানী সমাধি মন্দির অধিকাংশই গুম্বেজশিরা তাজ বা হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরের অনু-कत्रत्व िर्चिछ । जिल्लाकीरतत ममाधि मन्तिरतत छाछ खामारमत रमरनत मानारनत छारछत মত সমতল। লাল পাথর ও মার্বলে নির্দ্মিত। ভাজের মত কারুকার্য্য অত স্কর, নির্মাণ বা নিকলক না হইলেও জিহাঙ্গীরের সমাধিমন্দির নুরজিহানের অনুপযুক্ত নয়। এ রৌড পোড়া দেশে মার্কলের বাড়ী বে কি আরামের স্থান তাহা বে পঞ্চাবী সুর্য্যের তাপে ना मक्ष श्रेशाष्ट्र जाशांत्र तूबिवाद ८० हो। क्या वा वा व्यापता व्यापता व्यापता वा वा মিলিয়া একদিন শাহাডেরায় যাই। রোদে পুড়িয়া, অনন্ত ধৃলিরাশি নাকে, চোকে, কাণে, মুবে, দাড়ির্গোপে প্রিয়া, আমরা বাইয়া জিহাঙ্গীরের সমাধিক্ষত্তে প্রবেশ করিলাম। সমাধি মন্দির চারিদিকে বারান্দায় বেষ্টিত। বারান্দায় প্রবেশ করিভেঁই বেন প্রাণ্টা ফিরিয়া পাইলাম। **বধন মন্দিরের কেন্দ্র**খানে, সেধানে মার্ফাল নির্দ্ধিত শ্বাধারে (Sarcophagus) জিহালীর অনস্ত অম্বপ্ন নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন, সেধানে বাইবার পথে প্রবেশ করিলাম, তখন শরীর ও মন হুই ই ফুড়াইয়া গেল। বাহিরে এমন উত্তাপ, সেধানে এমনি ঠাণ্ডা বেন গ্রীম্ব সেধানে প্রবেশ করিতে পারে না । শবাধার

নিৰুল্ক তুষারবেত মার্কলে নির্শ্বিত—তাহার গারে ধর্মোপদেশ সব জ্যোতিদ্বাণ কৃষ্ণ মার্ব্ধলে লিখিত। জিহাক্লীরের সে প্রিয় মহিষী আজ নাই—তাহার মলিরের কোন ষত্ব নাই। শ্বাধারের উপর একধানি সামিয়ানা টাঙ্গান আছে, তাহা অতি জীর্ণ ও অতি সমল। সমাধি মন্দিরের চারি কোণে চারিটি অতি স্থন্দর মীনার বা স্তস্ত আঁছে ইহারীও লাল পাথর ও মার্বলে নির্শ্বিত। খেত মার্বলে এমন স্থলর করিয়া লাল মার্বল বসান হইয়াছে বে স্বস্তুগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তাজের স্বস্তুগুলি তাজের চতর্দিকে যে চত্বর তাহার চারি কোণে—জিহাকীরের সমাধি মন্দিরের স্তম্ভর্তনি মন্দিরের চারি কোণে। ইহার কোন একটা স্তম্ভে উঠিলে অনতি দূরে ইরাবতী বহিয়া বাইতেছে দেখা যায়। তবে এ দেশের নদী-যখন বৃষ্টি হয় তখন উন্মাদিনীর মত তর্জন গর্জন করিয়া, বুক ফুলাইয়া, দুকপাত না করিয়া চলিয়া যায়; আর যধন বুষ্টি না থাকে তখন বালুরাশি হৃদরে লইয়া পড়িয়া থাকে--এথানে ওখানে একটি ক্লুড় স্রোত বহিয়া যায়। এ স্বস্তুগুলির উপর হইতে ইরাবতীর পূর্ব্ব তীরে লাহোর দেখা যায়—জুম্মা মসজিদের স্তস্ত গুলি খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাধি মন্দির নুর্বিজ্ঞানের যে উদ্যানের কেন্দ্র ছলে নির্শ্বিত হইয়াছিল সে উদ্যান আর নাই। এখন তাহা কৃষক দিগের হাতে দেওয়া হইয়াছে—তাহারা চাস বাস করে আর বাজনা দের! সমাধি মন্দিরের নাকি আরে সৌলগ্য আরো অনেক বেশী ছিল। নানা সময়ে নানা রাজদম্য ইহার সৌলগ্য অপ-হরণ করিয়াছেন।

জিহাঙ্গীরের সমাধি মন্দিরের অতি নিকটে নূরজিহানের ভাই আসফ্ খাঁর সমাধি মন্দির। ইহা উচ্চ ওম্বেজনিরা মন্দির। এক সময়ে ইহাও নাকি অতি সৌন্দর্যাশালী ছিল। এখন ইহার কোন সৌন্দর্যাই নাই। ওম্বেজ মার্বলে আছোদিত ছিল। সমস্ত মার্বল রাজদম্যুরা লুঠন করিয়াছে। রপজিৎ সিংহ ইহারই মার্বল প্রস্তার অয়তসরের ওফুদরবারের শোভা বর্জন করেন! নূরজিহানের সমাধি মন্দিরও তাঁছার সামীর সমাধি মন্দিরের নিকটে। উহা একেবারে শেব দশার—চিহ্ন মাত্র আছে। নরজিহান স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর সমাধি মন্দিরেরই নিকটে থাকিতেন—ধর্মকর্মে, বিদ্যালয়সংস্থাপনে, পরোপকারে দিন কাটাইতেন। তিনি অনেক সরাই নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। জিহাক্লীরের সমাধি মন্দিরের বাহিরেই একটা বিস্তৃত সরাই। তাঁছারই নির্মিত হইবে সংক্ষেহ নাই। এখন সরাই রেলওয়ে কোম্পানির করলাতে পূর্ণ।

লাহোরের প্রবিদকে ৩ ক্রোল দরে বিখ্যাত শালিমার উদ্যান। এমন চমৎকার উদ্যান বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ধে আর একটিও নাই। ইহা কাশ্মীরের শালিমার উদ্যাননের অক্তর্বের সালেমার উদ্যাননের অক্তর্বের সালেমার ভালের অক্তর্বের সালেমার পরিতে হয়। সে সময়ে শালিমার লাহোর নগরের অন্তর্ভু ত ছিল—লাহোর তখন শালিমার পর্ব্যন্ত বিভূত ছিল। শালি—হানের অপ্রব্ধ অতুল অট্টালিকা ও উদ্যানাদি রচনা করার বুঝি একটা অভৃত্ত ভ্রান

ছিল। শাজিহান লাহোরের চুর্গে কত মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন ভাহা আধিনের ভারতীতে আমি বলিয়াছি। আগ্রার তাজ, আগ্রাও দিল্লীর হুর্গ, আর আথা ও দিল্লীর তুর্গে বে সকল মসজিদ, স্বানাগার, দরবার গৃহাদি দেখিয়া লোক মুদ্ধ ও বিশ্বিত হয়, শাজিহান তাহাদিগের নির্মাতা। লাহোরে তাঁহার হুর্গে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্বাণ করিয়া সাধ মিটিল না। বিমাতা নূরজিহানের নির্মিত পিত সমাধি মন্দিরের শোভা দেখিরা তিনি তাহা অপেকা শ্রেষ্ঠ কোন কীর্ত্তি স্থাপনের সঙ্কল করিলেন। শালিমার উদ্যান সে সঙ্কল হইতেই প্রস্ত। সেজন্য শালিমারকে সাহাডেরার জবাব বা উত্তর কৃত্য। শালিমার উদ্যান সুবিস্তৃত—আগে বিস্তার আরও অধিক ছিল। চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর-প্রাচীর স্বন্ধে স্থানে ২ বুরুজ। প্রবেশ হারটি অকুচ্চ-প্রবেশ কালে মনে হয় না এমন অপূর্ব্ব উদ্যানে প্রবেশ করিতেছি। প্রবেশ করিলেই উদ্যানসমূথে স্থপনত ইটে বাঁকান পথ-পথকে সমভাগে বিভক্ত করিয়া জলপ্রণালী—জল প্রণালী অসংখ্য ফোয়া-ডাতে পূর্ব। পথের ছদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম গাছের উপবন। এত বড় বড় আম গাছ আমাদের দেশে দেখা যায়না। পথ বেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে অতি স্থলর একটা আরাম বা প্রমোদ গৃহ। আরাম গৃহ বলিলাম কেননা আরামের স্থান তেমন অতি অন্নই আছে। প্রমোদগৃহ বলিলাম কেননা এখানে প্রায়ই নৃত্যগীত হইত। এই আরাম বা প্রমোদগৃহে আসিয়া দাঁড়াইলে সমুধে এক অপুর্ব দৃশ্য-সমুধে ৭৮ হাত নিমু সমতল ভূমিতে আর এক স্থবিস্তৃত উদ্যান-মধ্যন্থলে, আরাম গৃহের সন্মুথে পদতলে একটি পুষরিণী-পুষরিণী দৈর্ঘ্যে ও প্রয়ে সমান-নীচে উপরে ইটে গাঁকান - কেন্দ্রছলে একটি ৰসিবার স্থান—সে স্থানে পৌছিবার জন্যে পুক্ষরিণী জদ্বে তীর হইতে তীরান্তর পর্যান্ত রাস্তা। চুই তীরে চুটা রমণীর কুরে প্রমোদগৃহ। প্রথমে যে প্রমোদ গৃহের উল্লেখ করা হইরাছে তাহার পদতলে পৃষ্করিণী তীরে একটি বড় মনোহর দৃশ্য। শালিমারে প্রবেশ क्रिडिं र क्रन्थनानी (मथा यात्र जारा এर थरमाम ग्रह्त नीत्र विद्रा यारे जिल्हा। প্রমোদ গ্রহের নীচে বহিয়া এই জলপ্রণালী নিম-সমতল উদ্যানে পড়িয়াছে —পড়িয়া পুছরিপ পূর্ণ করিতেছে। বেখানে জ্বপ্রপালী নীচে জল ঢালিতেছে সেখানে একটি हमःकात अत्रवात रुष्टि कन्ना रहेताहा। धारमाम शृहरत ভिত्তिम्न रहेरा अम्मूचन छम्। সমতলী পর্যন্ত মার্কলে বাধান—এই মার্কল প্রাচীর বাকা হইরা, অর্থাং শির পশ্চাতে ৰুঁ কাইরা আর পাদদেশ সন্মুখে বাড়াইরা দাঁড়াইরা আছে। ইহার দেহে কৃষ্ণ প্রস্তরে चरनक कांक कता चारह। थरमान मन्निरवत नीरि निवा थनानीत कन वहे मरनाहत মার্ব্বল প্রাচীরের উপর দিয়া ঝর ঝর করিয়া বহিয়া বায়—প্রাচীরে এমনি কাল করা বে জল তাহার উপর পড়িলেই তরকের অভিনয় করে। এ দুশ্যন্তি বড় মনোহর। জল নিয়-তদ উদ্যানে পড়িরাই একটি অতি স্থলর ফোরারা রূপে আবার বছ উচ্চে উঠে। এই स्मित्रात्राहरे अनुर्व अक्थानि मार्कल निश्हामन-भाकिशन के निश्हामत बिना मार्कण

প্রাচীরে ঝরণার অভিনয়, পুকরিণী ও উদ্যানের শোভা, প্রমোদগৃহে নৃত্যগীত দেখিতেন ও ভোগ করিতেন। শরংকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে এক দিন আমি জনকতক বন্ধুর সহিত শালিমারে গিয়াছিলাম, পুকরিণী জদয়ে যে বসিবার স্থান আছে সেখানে আমরা চাঁদের আলোতে বসিলাম। পুন্ধরিণী জ্বান্ত শতাধিক ফোয়ারা—তাহারা খেলিতেছিল—বেন টাদের আলোতে দেহটা মিলাইয়া দিবার জন্যে পুষ্কবিণীর বারিরাশি কুত্র কুত্র কর্বিকা-রাশি শ্রোতে পরিণত হইয়া আকাশে উন্মত্ত হইয়া ছড়াইয়া উঠিতেছিল। মার্কল প্রাচী-রের উপর ঝরণা চাঁদের আলোতে চিক চিক করিতেছিল, দেখিয়া আমরা একেবারে মুদ্ধ হইয়া পড়িলাম। তবে এই মোহভাব সারারাত রহিল না। নিকটম্থ বাগোয়ানপুরা গ্রামের এক জন খানসামাকে আমরা ইতিপূর্ক্তে খানার ত্ত্ম দিয়াছিলাম—তিনি রাভ দশটার সময়ে মুর্গ্যাদি নব্য ভারতের রসনা তৃপ্তিকর থানা লইয়া হাজির হইলেন। আমরা পুकर्तिनी वटक ठाँटमत आत्माटण विमया छिमटतत भाष्टि यथाविधाटन मन्नामन कतिनाम। ভার পর রাত ১১টার সময় গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর পহঁছিলাম। কিন্তু শালিমার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বাকী আছে। শালিমার উদ্যান দ্বিতল নয় ততল। উদ্যানের একতলা ও দোতলা পাঠক দেখিয়াছেন—আমরা ভদ্ধ করিয়া বলিলে বলিতে হয় তেতলা ও দোতলা দেখিয়াছেন, কেননা শালিমার উদ্যান ক্রম-নিয়। প্রবেশ দার অতিক্রম করিলেই পদতলে ও সম্মুখে উদ্যানের তেতলা—তেতলা অতিক্রম করিয়া প্রমোদ গৃহের হু পাশে নীচে ষাইবার পথ—সে পথে গেলেই উদ্যানের দোতদা, বাহার পুষ্রিণীর আমি এখনি বর্ণনা করিয়াছি। দোতলা অতিক্রম করিলেই উদ্যানের এক-তলা। দোতলা হইতে নীচে ৰাইবার শিঁড়ি আছে-।৮ হাত নীচে নামিতে হয়। তেতলা বা সর্কোচ্চ ও সর্ক্ব প্রথম তলায় বেমন জলপ্রণালী সরল রেখায় স্থপ্রশস্ত বাঁধান পথকে সমন্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বহিয়া যাইতেছে—একতলায় তেমনি বহিয়া **যাইতেছে**। তেতলার জলপ্রণালীর জল চলিয়া দোতলার পুষ্করিণী হাদয় পূর্ণ রাবিতেছে, দোতলার পুষ্ক-রিণী জল ঢালিয়া একতলার প্রণালী-সূদয়ে স্রোত বহাইতেছে। এ প্রণালীও শত কোরা-বায় শোভিত। দোতলার পুরুরিণী হইতে একতলায় জল নামিবার একটি মনোহর কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। পুক্ষরিণী-তীরে একটি স্থন্দর মর অথচ তাহার মে**জে** নাই—স্বরটির চারদিকের দেয়ালের নীচে দিয়া পুক্ষরিণীর জল বিলু বিলু বৃষ্টির মত হইয়া পড়িতেছে - কৃষ্টিরই মত শব্দ করিয়া পড়িতেছে। একতলায় প্রণালী কাটা রহিয়াছে---সেই প্রণালীমূখে এই অবিপ্রাপ্ত বৃষ্টি হইতেছে। এই প্রণালী মুখটি যে বরের দেয়ালের নীচে হইতে জল বৃষ্টিরূপে পড়িতেছে ভাহার নীচের ষর-দোতলা হইতে একতলার জল পড়িতেছে। একতলার দেয়ালে অসংখ্য কুল কুল কোলগা বানান আছে। ভাছার প্রত্যেক্টিতে এক একটি প্রদীপ রাধা যায়। বিশেষ বিশেষ সমরে এই বর্টির দেয়ালের गाँडव र वनश्या: (कालका व्याद्ध-नकरनव मर्यार्ट এक এकि अमीन बाणिका राजवा

হয়। সে অসংখ্য জলত প্রদীপের সন্মুখে অবিপ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে—সহস্র দীপালোকে দ্যে বৃষ্টি, আর বৃষ্টিতে সে সহজ্র দীপালোক কি চমৎকার দৃশ্য! একতলার উদ্যানও একট্টি প্রকাণ্ড আশ্রবন। আশ্রবনের ভিতরে সহল্র সহল্র কমলালেবুর গাছ। এত কমলা-লেবুর গাছ কথনো দেখি নাই। যথন কমলালেবুর গাছ ফুলে আচ্ছাদিত হইয়া যায় তথন তাহার তীত্র মিষ্ট গন্ধে বায়ুকে পীড়িত করিয়া তোলে। যখন গাছগুলি সহস্র সহস্র পাকা কমলালেবুর ভারে অবনত হইয়া পড়ে তখন সে কি ফুলর দেখিতে হর বলিতে পারি না। ফলের শোভা এমন আর কোথাও দেখি নাই। শালিমার উদ্যানে বৈশাধ মাসে বৎসর বৎসর একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়। তাহার নাম চিরাগোঁকা-মেলা বা দীপোৎসব। ন্যুনাধিক স্ত্রী পুরুষ এ মেলায় আসিয়া শালিমারে জড় হয়। মেলা তিন দিন থাকে। নাচ ও কুস্তির ধুম পড়িয়া বায়। ফোয়ারাগুলি এ সময়ে দিন রাত চলিতে থাকে। সন্ধ্যা रहेल महस महस धानील कालिया फिटिं। शक्कारत खरात्रांथ थाथा नाहे। शक्कारी श्रूक्य বেমন দীর্ঘকায়, সবল শরীর ও স্থাঠিত দেহ, পঞ্জাবী রমণী তেমনি তপ্তকাঞ্চনবরণী, অঞ্চ সৌষ্ঠবশালিনী, অনিদ্যরূপসী। পঞ্চাবী পোষাকও অতি স্থিদর ও স্থক্ষচি সঙ্গত। রঙ্গিন বা ছরির কাপড় ছাড়া স্ত্রীলোক অন্য কাপড় পরে না। সহস্র সহস্র স্থলরী স্ত্রী ও সহস্র সহস্র স্থলর বালক বালিকা এ মেলার শোভা বর্দ্ধন করে—দেখিয়া বাঙ্গালীর চোখ অভুড়ার। রাত্রিকালে এই মেলার কদিন এই লক্ষ লোক আত্রবনে আত্রবক্ষতলে সতরঞ্জি বা কশ্বল বিছাইয়া ভইয়া থাকে। আর একটা কথা বলিয়া শালিমার সমাপ্ত করিব। শালিমার নির্মাণ করিতে কত দূর দূর দেশ হইতে কত কত কারিপর আনাইতে হইয়াছিল তাহা এই বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে শালিমারের পার্যন্থিত বালোয়ানপুরা বা বাগানপুর প্রাম সেই কারিগরদিগের বশংধরদিগেরই গ্রাম। এখানে কোন গ্রাম আগে ছিল না। বে সৰ কারিগর ও মজুর শালিমার নির্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা এইখানে উপনিবেশ ছাপন করে। নির্মাণ কার্য্যে বহু বংসর লাগিয়া যায়—কত কারিগর মরিয়া বার, তাহাদের ন্ত্রী পুত্রেরা এখানেই থাকিয়া যায়। অনেক কারিগর উপনিবেশের বসতি আর ভাঙ্গিয়া দেশে যার না। বাগোয়ানপুরা এখন একটি কুড সহর বলিলেই হয়। কড লোক আর কত কালই না জানি শালিমার নির্মাণে লাগিয়াছিল।

লাহোরে বড় ফুলের শোভা—এমন ফুলের শোভা আমি কোথাও দেখি নাই। আনার-কালী বা গোলবাগ নামে একটি কুল্ত পুলোল্যান আছে, তাহারই বা কত শোভা। আর লাহোরের লরেন্স গার্ডন্সের মত বাগান ত অতি অরই আছে। কলিকাতার ইতেন্ গার্ডন্সের ত্ল্য না হইলেও তাহার পরে অন্বিতীর বটে। বোন্বাই, লক্ষ্ণে, দিল্লীতে ত এমন একটিও বাগান নাই। ইডেন গার্ডন্সের প্রবেশ করিলে বেমন ইডেন্ গার্ডন্সের অ্পূর্ক নির্মাণকোলন একবারও চোখে পড়ে না, মনে হয় নিসর্গের স্বহম্ব তৈরারি উদ্যান, লরেন্দ্র, পার্ডন্স, ও তেমনি। গোলাপ ফুল এ উদ্যানে ও গোলবারে বেমন নেবিরাহি

তেমন কোথার দেখি নাই। এক রকম গোলাপ গাছ আছে, এক একটা গাছে এক একটি ক্লুড় উদ্যান প্রিয়া যার বলিলেও হয়—এক একটা গাছে এক একটা ঝোপের স্টি আর সে ঝোপ প্রকাশু প্রকাশু হ্মবেত বা ঈষৎ গোলাপী রঙ্গের গোলাপ রাশিতে আছোদিত, এত বড় স্থলর ও স্থান্ধ গোলাপ দেখি নাই। এক একটা গাছের গোলাপের গন্ধে এক একটা বাগান আমোদ করে। এই লরেন্স্ গার্ডন্সে হুটি রমণীর হর্ম্ম্য আছে। একটি লর্ড লরেন্সের স্মৃতি চিত্ন, ১৮৬২ খৃষ্টান্দে নির্ম্মিত। আর একটির নাম মণ্টগমেরি হল—স্যার রবার্ট মন্টগমেরি পঞ্চাবের একছন লেফ্টেনেণ্ট গবর্গর ছিলেন—তাঁহার স্মৃতি চিত্ন। মন্টগমেরি হলটি ইংরেজি রক্মের স্থলর বাড়ী। হুটা হলই দেশীরদের টাকার নির্ম্মিত। কিন্তু দেশীরদের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। শ্বেতকর্তারা উহাদিপকে নাচ গানের, পড়া শুনার স্থান করিয়াছেন।

শ্ৰীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

# বীরকাহিনী।

### গ্রীক বীরত্ব।

এবার আর গ্রীসের রক্ষা নাই। রাজাধিরাজ পারস্য অধিপতি তাঁহার অসীম ঐশ্ব্যুপ্র্ব রুবের ভাণ্ডারের সাহায্যে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীস অধিকার করিতে আসিতেছেন। পারস্যপতির অধিকারছ বিস্তৃত সামাজ্যের তুলনায় গ্রীস সমূদ্রে নীহার বিশূবং কিন্তু তাহা বলিয়া পারস্যরাজ লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ''ষার ছেলে ষত খায় তার ছেলে তত চায়" পারস্য রাজের নিতান্ত ইচ্ছা গ্রীক রাজগণ\* তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন, গ্রীস তাঁহার সামাজ্য ভুক্ত হয়। গ্রীস আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বে গ্রীক রাজগণের নিকট হইতে অধীনতার চিহু স্বরূপ তাঁহাদের অধিকারছ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জল ও মাটী লইয়া যাইবার জন্য পারস্যরাজ তাঁহাদের নিকট একজন দৃত প্রেরণ করিলেন। পারস্য রাজের অতুল ক্ষমতা অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা রাজাদের অবিদিত ছিল না, অধীনতা স্বীকার না করিলে যে সম্মুধে নিশ্চিত মরণ উপছিত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তথাপি অধীনতা স্বীকার করিতে, অপমান সহ্য করিতে, তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন না। দৃত

<sup>\*</sup> পূর্ব্বে রাজপুতানার ন্যায় গ্রীস ও থেসেলি, স্পার্টা প্রভৃতি ক্ষ্ ক্র নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। থেসেপিয়ান, থেবান, কোসিয়ান, মাইসিয়ান, স্পার্টান ইত্যাদি সেই সকল শতর বাজ্যের শতর অধিবাসীগণ।

রিজহক্তে প্রত্যাগমন করিল। ক্ষুদ্ধ হৃদয়, ক্রোধোয়ত্ত পারস্যপতি অর্থবলে অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীসাভিম্থে অগ্রসর ইইলেন, গ্রীসকে সমুদ্র গর্ভসাৎ করিতে মন্থ করিল। এ দিকে গ্রীকরাজগণত্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্ত ভাহাদের মুষ্টমাত্র সৈন্য লইয়া পারস্য রাজের অগণ্য সৈন্যের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব, স্থতরাং দেশ রক্ষার অন্য কোন কৌশল স্থির করিতে ভাঁহারা সকলে 'করিছ' ষোজকে সমবেত হইলেন। পারস্য নৌষান সকল ইজিয়ান সাগরে আসিয়া গ্রীস বেট্টন করিবে এবং হেল্পৃণ্ট নদী উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণ স্থলপথে সহজেই গ্রীসের সীমানায় পৌছিবে, ভাহাতে বাধা প্রদানে গ্রীস সক্ষম নহে, গ্রীস রক্ষার একমাত্র উপায় দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবার যে সন্ধার্ণ পথগুলি আছে—যাহার মধ্য দিয়া অধিক সংখ্যক শক্রসেনা একেবারে প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই সকল পথগুলি কোন রক্ষমে রক্ষা করা। প্রথম সন্ধার্ণ পথ টেম্পিতে অত্যে সেন্য প্রেরিত হইল, কিন্ত ভাহা রক্ষা করা তত স্থবিধা জনক নহে সেই জন্য সৈন্য-দল সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ছিতীয় পথ ''থর্মাপিলি' রক্ষা করাই পরে স্থির হইল।

গ্রীসের উপসাগর এবং এটা পর্কতের মধ্যস্থিত একটা অত্যন্ত সন্ধীর্ণ পথের নাম ধর্মাপলি। এটা পর্কতন্ত আগেয় নিঝার জলে স্নান করিয়া অনেক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইতে এখানে আসিত সেই জন্য ইহার নাম ধর্মাপলি, অর্থাং উষ্ণ স্থানের দ্বার।
ইহার স্থানে স্থানে এত সন্ধীর্ণ যে কেবল একখানি ছোট গাড়ী যাইতে পারে। পূর্ক্বে এই পথের উভয় পার্থবাসী ফোসিয়ান ও থেসেপিয়ান জাতিদের মধ্যে সর্কাদা বিবাদ
হওয়াতে পথের পশ্চিমাংশে একটা প্রাচীর নির্দ্মিত হইয়াছিল কিন্তু পরে ফোসিয়ানরা
আর একটা হর্গম গুপ্ত পর্কত পথের সন্ধান পাইয়া এই প্রাচীর রক্ষায় অবয়্দীল হইয়া
পড়ে, এই কারণে প্রাচীরের স্থানে স্থানে এক্ষণে ভয় হইয়া পড়িয়াছিল।

এই পথ রক্ষা করিতে হির করিয়া পারস্য নৌষান যাহাতে উপসাগর অতিক্রম করিয়া পথের ওপার্শে দৈন্য লইয়া না যাইতে পারে সেই জন্য উপসাগর তীরে সমুদয় নৌষান স্থাপিত ওপথের মুখে স্পার্টার রাজা লিওনিডদের অধীনে গ্রীদের সমগ্র রাজাদিগের সমবেত ৪০০০ সৈন্য রক্ষিত হইল। পুর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য পথের কথা রাজাগণ জানিতেন না স্কুতরাং ভাবিলেন সব স্থরক্ষিত রহিল। লিওনিডস জানিতেন যে এ মুদ্দে নিশ্চয় মৃত্যু সেই জন্য যাহাদের সন্তান সন্ততি আছে অর্থাং কোন পরিবার একবারে নির্ব্বংশ না হয় এইরপ সাহসীও বীর ৩০০ জন স্পার্টান সৈন্য তিনি নিজে নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা দেশ হইতে আসিবার সময় নিজের নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আসিল। (তাহাদের বিশ্বাস ছিল অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পয় না হইলে মনুষ্য ভৃতবোনি প্রাপ্ত হয়্য)। লিওনিডসের আীও জন্যান্য স্পার্টান রমণীগণ "মুদ্দে জয় লাভ কর নয় ত মৃত্যু লাভ কর" এই আশীর্বাদ করিয়া স্বামী পুত্রকে বিদায় দিলেন। বীর মাতার বীর পত্নীর উপয়ুক্ত আশীর্ক্রাদ!

লিওনিডস থর্মাপলিতে উপস্থিত হইলে ফোসিয়ানরা তাহাদের আবিষ্কৃত পার্ক্তিয় পথের কথা লিওনিডসকে জ্ঞাপন করিল এবং তাহারাই সে পথ রক্ষা করিবার প্রার্থনা করিল। লিডনিডস তাহাতে সম্মত হইয়া, ভগ্ন প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করাইয়া শক্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পারস্য সৈন্য আসিয়া পঙ্গপালের ন্যায় দেশ ছাইয়া ফেলিল তাহা দেখিয়া অনেক গ্রীকের মনে মনে সাহস ক্ষীণ হইয়া পড়িল কিয় লিওনিডস অটল সাহসে য়ৢদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। এই সময় পারস্য রাজের এক জন গুপুচর আসিয়া দেখিল যে গ্রীকেরা কেছ কেছ অয় থেলায়, এবং অবশিষ্ঠ তাহাদের দীর্ঘ কেশ বিন্যাসেরত। চর ষাইয়া রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। ডিমারাটস নামক এক জন বিশ্বাস্থাতক নির্কাসিত গ্রীক রাজকুমার পারস্য রাজসভায় আশ্রেয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পারস্য পতি ওাঁহাকে ডাকাইয়া য়ুদ্দের সময় গ্রীকদের এরপ বিলাসিতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার বিলালেন উহা বিলাসিতার চিহ্ন নহে, তাহারা যে প্রাণপণে মুদ্দ করিবে উহা তাহারই চিহ্ন; গ্রীকদের রীতি এই যে কোন বিশেষ বিণদে :্যাইবার পূর্দ্বে তাহারা কেশ বিন্যাস করে। তথাপি রাজার বিশ্বাস হইল না যে তাহারা এই মৃষ্টি মাত্র সৈন্য লইয়া তাঁহার মহিত বাস্ত বিক মুদ্দে প্রবৃত্ত হইবে, ভাবিলেন তাহারা নিশ্চয়ই ভয় পাইয়া বিনা মুদ্দে অধীনতা স্বীকার করিবে এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি হুই দিন গ্রীক সেনা আক্রমণ করিলেন না কিন্ত তাহাতেও গ্রীকরা অধীনতা স্বীকার করিল না দেখিয়া তৃতীয় দিনে সম্রাট যুদ্দে প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রীকদের হস্তে অনেক শক্র সৈন্য ধ্বংশ হইতে লাগিল, কিন্ধ পারস্য সৈন্যগণ পর্বতের নাায় তুরভেদ্য গ্রীক ব্যুহের কিছুই করিতে পারিলনা। এই দৃশ্যে পারস্যরাজ ক্রোধে তিনবার সিংহাসন হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—তাঁহার সৈন্যগণকে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিতে লাগিলেন, কিন্ত গ্রীকরা ভাহাদের দেশের জন্য—ক্রী পুত্রের জন্য স্বাধীনতার জন্য সিংহ পরাক্রেমে যুদ্ধ করিতেছে; বেতনভোগী সৈন্যগণ ভাহাদের সহিত মুদ্ধে সক্ষম হইবে কেন ? প্রথম ভূই দিন মুদ্ধে গ্রীকরা জয়লাভ করিল।

ঘিতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় এফিএণ্টাস নামক স্বদেশদ্রোহী একজন লোক বছ অর্থের বিনিময়ে পারস্যরাজকে অন্যতম ক্ষুদ্র পার্মত্য পথের সন্ধান বলিয়া দিল। তাহার পর দিন প্রভাতের অপ্ট আলোকে পার্মত্য পথের ফোসিয়ান রক্ষকেরা দেখিল পর্মতের উপর কি ভত্রবর্ণ পদার্থ ঝক ঝক করিতেছে তাহারা প্রথম মনে করিল পার্ক তীয় আগ্নেয় নির্মার। কিন্তু সহস্র সাহস্র পারস্য সেনা, অল্লকণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল রোজকিরণে বর্ষা ঝকমক করিতেছে। অত সৈন্য দেখিয়া তাহার। আর পথ রক্ষার কোন চেষ্টানা করিয়া সভ্যে পলায়ন করিল, পারস্য সৈন্য নির্মাণে অগ্রস্র হইল। লিওনিড্স এ সংবাদ্ধ ভনিলেন, বুঝিলেন ধে এবার আর কোন রক্ষে রক্ষা নাই, কিন্ত বন্ধুর পার্মত্য পথে

আসিতে শক্রদের অনেক সমর লাগিবে, তাহার মধ্যে গ্রীকরা পলায়ন পূর্বাক নিরর্থক নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারে, এই ভাবিয়া যাহারা পলায়ন করিতে চাহে লিওনিডস ভাহাদিগকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন, নিজে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইলেন। পুরোহিত মেজেসটিয়স বলির অমঙ্গল চিহু দর্শনে বলিলেন এ যুদ্ধে পরাজয় হইবে। লিওনিডস ও তাঁহার ৩০০ স্পার্টান ৭০০ থেসেপিয়ান ৪০০ থেবান এবং ৮০ জন মাইসিয়ান ভিন্ন অন্য সমুদ্য সৈন্য পলায়ন করিল। পারস্যরাজের এখনও ছই লক সৈন্য আছে। স্পার্ট নি সৈন্যদের মধ্যে লিওনিডসের আত্মীয় হুই জন রাজকুমার हिल्ल, छांशांनिशतक युक्तत्काज इटेल अवश्य कतिया छांशांनत थान तकात मानतम লিওনিডস তাঁহাদের চুই জনকে স্পার্টায় লইয়া বাইবার জন্য চুইখানি পত্র দিলেন, কিন্তু একজন উত্তর করিলেন তিনি যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছেন, পত্র বহন করিতে আসেন নাই, আর একজন বলিলেন স্পার্টার পত্র প্রেরণের কোন আবশ্যক নাই, উ।হার কাজেই স্পার্ট বি তাঁছার বক্তব্য জানিতে পারিবে। কেহই বাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এ দিকে শক্ত সেনা আসিরা উপস্থিত হইল—তুমুল যুদ্ধ বাধিল। লিওনিডস নিহত হইলেন, তাঁহার নগর অধিকারের নিমিত্ত প্রবল বেগে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। পরিশেবে থেসেপিয়ানর। সমুদ্ধ হত হইল, থেবানরা ভর পাইয়া পারস্য রাজের আশ্রয় বাচিঞা করিল, তিনি আশ্রয় দান করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে তাহাদের গাত্রে "বিশাসঘাতক" এই অপ-রাধের বাক্য খোদিত হইল।

এখন কেবলমাত্র স্পার্ট নিরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট রহিল তাহার। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। বতক্ষণ একজনও জীবিত ছিল যুদ্ধের শেষ হয় নাই। সন্ধ্যার সময় গ্রীক ক্ষেত্রে কেবল হস্ত-পদ-চ্ছির মৃতদেহ ও ইতস্তত নিক্ষিপ্ত তীর বর্ষা প্রভৃতি অন্তাদি ভিন্ন জীবিতের কোন চিহুই ছিল না। ৩০০ শত স্পার্ট নি বিশ হাজার পারস্য সেনা বিনষ্ট করিয়া একে একে হত হইলে যুদ্ধের শেষ হইল।

পারস্যরাজ জয়ী হইয়া অত্যে ভাঁহার সৈন্যদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অধিকাংশ সরাইয়া ফেলিলেন, ভাঁহার অত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে তাহা কাহাকেও জানিতে দিবেন না এই ইচ্ছা। তাহার পর তাঁহার অমাত্য পারিষদবর্গকে ডাকাইয়া জয়বিল্ সর্রপ লিওনিডসের মন্তক সকলের সমুধে কাঠদণ্ডে স্থাপন করিলেন।

গ্রীকরা তাহাদের পরাজয়ের চিহু স্বরূপ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরে লিওমিডসের স্মরপার্থে তাঁহার বশকাহিনী সমবিত একটা সিংহমূর্ত্তি ও অন্য চারি হাজার বীরসেনার
স্মৃতি চিহু স্বরূপ প্রথম হুই দিনের সুদ্ধকালিনী খোদিত আর একটা স্বস্তু সুদ্ধক্ষেত্র
যারে ছাপন করিল। নিজ স্পার্টাতেও ৩০০ শত স্পার্টানদের নাম খোদিত আর একটি
স্বস্তু ছাপিত হইল, এবং এই সমস্ত স্বস্তু গুলি গ্রীক কবি সাইমোনিডস রচিত-কবিতার
ভূষিত হইল।

আজ অনেক দিন হইল সে সিংহম্তি সে স্তম্ভ সে খোদিতাক্ষর ধ্বংশ হইরা গিয়াছে, এখন নৃতন জমী এটা পর্ব্বত ও উপসাগরের মধ্যে আসিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া বিস্তৃত প্রদেশের স্থিট করিয়াছে, এখন আর সে থর্মাপলিও নাই, কিন্তু লিওনিডসৈর ও তাঁহার বীর সেনাদের নাম; তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষীতা, তাঁহাদের গোরবময় পরাজয়কাহিনী আজও জগতে খোষিত হইতেছে, তাহা ধ্বংশ হইবার নহে।

### দৈতবাদ এবং অদৈতবাদ।

ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদং
পথ্যমিতি চ।

ক্ষচিণাম্ বৈচিত্ত্যাদৃজুকুটিলনানানাপথজুষাংনূণামেকোগম্যস্তৃমসি

পয়সামর্থইব ॥

মহিম্নস্তবঃ॥

"বৈতবাদ ও অবৈতবাদ' দীর্ষক প্রস্তাবে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশর নিজাম ঈশ্বর প্রেমকেই মনুষ্য জাবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার উপর আর কথা নাই, পরমেশ্বরের পর আর তত্ত্ব নাই। এই প্রেমটি ষে কি পদার্থ তাহা কুতর্কের স্পর্শযোগ্য নহে; যজ্ঞের হবিঃ কুকুরকে দেওয়াও ষা প্রেমভক্তিকে তর্কের মুখে দাঁড় করানও তাই। বসন্ত ঋতুতে উৎকট প্রেমান্মত্ত কোকিল যখন চূতারু র আখাদে রক্তক্ঠ হইয়া গীতচ্চলে প্রাণ চালে তথন তাহার কোন তর্কের অপেক্ষা থাকে। তোমার কচি ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া তোমার কাপড় ধরিয়া পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইতে ষায় তথন যে রোমাঞ্চ হইয়া ক্রদর উথলিয়া উঠে তাহা কোন যুক্তির অধীন। দীর্ঘকাল তীব্র বিরহে তৃঃখ সহু করিয়া প্রিয়সন্তাষণে যে সুখ তাহাতে বিচারের নিপ্রায়েজন। তদ্ধপ ঈশর প্রেম মুক্তির বহিভূতি।

নাথ খোনি সহত্রেষ্ ধেষ্ থেষ্ ব্রজাম্যহং।
তেষ্ তেব চলাভক্তিরচ্যুতাস্ত সদাত্বি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
তামনুম্মরতঃ সামে হৃদয়ামাপসর্পত্ ॥

পিখর প্রীতির এইটি নিগৃঢ় সন্ধান। ইহা ভক্তরাজ প্রজ্ঞাদের উক্তি। অন্যত্র প্রেমোজ্জ্বল ভক্ত হৃদয়ের উচ্চাসে ইহাই প্রস্কৃটিত।

নাহং বন্দেতবচরনয়োর্ছ দ মন্দ্রদেহেতোঃ।
কুন্তীপাকং গুরুমপিহরেনারকংনাপনীতুং।

রম্যা রামা মৃহততুলতানন্দনে নাপিরন্তং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবরেয়ং ভবস্তং ॥ নাস্থাধর্মেনবস্থনিচয়ে নৈবকামোপভোগে ষদ্ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্মানুরপং। এতং প্রার্থাং মম বছমতং জন্ম জন্মান্তরেহপি তপাদাস্ভোরহয়ুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তা॥

শ্রীমন্তাগবতে রাসলীলাখ্য পঞ্চাধ্যায়ের প্রথমাধ্যায়ে ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণি দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রুতিও এ বিষয়ে একবাক্য। খেতাখতর উপনিষদে এ তত্ত্ব বার বার শ্রুত হওয়া ধায়। কুটবল্লীতে ঈশ্বর কামেই ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হয় ইহা শ্রোতব্য। তৈত্তিরীয় সংহিতাও ইহাই বলেন, স্তরাং পূজনীয় প্রস্তাবক মহাশয়ের নির্দেশ শ্রুতিস্মৃতি অনুকুল।

তবে অবৈতবন্ধ ব্যতীত প্রেমভক্তি অপ্রাপ্য। প্রমাণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ সকলেই অবৈতভাবযুক্ত।

কর্ত্তা ক্রিরাণাং সচ ইজ্যতে ক্রত্ত্ব:
স এবতংকর্মফলঞ্চস্য তং।
ক্রগাদি যং সাধনমপ্যশেষতঃ
হরের্ণকিঞ্চিয়াতিরিক্তমন্তি॥

व्यशि ह।

এক: সমস্তং যদিহাস্তিকিঞ্চিং
তদচুটে নাস্তি পরং ততোহন্যং।
সোহং স চ, ত্বং সচ সর্ব্বমেতৎ
আত্মস্তরূপং ত্যক্রভেদমোহং॥

বৃন্ধাবনের গোপিকারা অধৈত ভাবাশ্রিতা। ইহার প্রমাণ ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে উনত্তিংশা-ধ্যান্যে। যে কারণে সে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রে ইহাই ব্যক্ত রহিয়াছে যথা,

নামাপ্যস্যাপ্যনন্তানি তীর্থপ্তানি নারদ।

অনস্তানি চ বিশ্বানি বিচিত্রকৃত্রিমাণিচঃ 

নানাবিধানি সর্ব্বাণি জীবরূপাণি সর্ব্বত।

তথাচ ঘথৈব শাতকুল্পেয়ু নির্ম্মলেযু জলেয়ু চ।

প্রত্যেকং প্রতিবিশ্বন্দ দৃশ্যএব হি জীবিনাং 

॥

चनाफ।

সর্বান্তরান্ধা ভগবান্ প্রত্যক্ষং প্রতিজীবিষু # ইত্যাদি শ্রুতি যে কখন দ্বৈত সহ্য করেন না ইহা নিশ্চিৎ।

অথ বোহন্যাংদেবতামূপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহমশ্মীতি নসবেদ ববা পশুরেব সদেবা-নামিতি শ্রুতিঃ।

স্কুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে যুক্তি দিবার কালে রামমোহন রায় এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উদমন্তরং কুরুতেহথ তস্যভয়ং ভবতীতিশ্রুতিঃ।

যত্রনান্যৎ পশ্যতিনান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজ্ঞানাতি সভূমা যো বৈভূমা তৎ স্থমিতি শ্রতিঃ।

এই প্রকার রাশি রাশি অহৈত শ্রুতি রহিয়াছে। তত্ত্বস্যাদি মহাবাক্যের অবতারণ নিপ্রয়োজন। স্থতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে ভক্তি শ্রুতি-সম্মত, পরম পুরুষার্থ-সাধক এবং এই প্রেম ব্রহ্মজ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার মাত্র। শাস্তরত্বনীতা ম্মৃতির স্থােধিনী নামী টীকা সমাপনকালে শ্রীধর স্থামী বলিয়াছেন

ভগবদ্য ক্রিযুক্ত স্যাতি বি পার্থ বিষয়ে ।

স্থাং বদ্ধবিমুক্তিঃ স্যাত্রিতি গীতার্থ সংগ্রহঃ ।
পুরুষঃ সং পরঃ পার্থ। ভক্ত্যালভ্যস্কৃনন্য ।
ভক্ত্যাত্বনন্য য়া শক্য অহমেবং বিধার্জুন ।

ইত্যাদে ভগবদ্ধক্রমে ক্ষং প্রতিসাধকত্বশ্রবণাৎ তদেকান্ত ভক্তিরেব মৎপ্রসাদো খজ্ঞানা-বাস্তর ব্যাপারযুক্তামোক্ষহেতুরিতি ক্ষুটং প্রতীয়তে জ্ঞানস্যচ ভক্ত্যবান্তর ব্যাপার ত্বমেব,

তেষাং সতত্যুক্তানাম ভব্বতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং ষেন মামুপয়াভিতে ।

মন্তক এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে ইত্যাদি বচনাং। নচ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতিযুক্তং

সমঃসর্কেষ্ ভূতেষ্ মন্তক্তিং লভতে পরাং 
ভক্তা মামভিজানাতি যাবান যশ্চামিতভভঃ 
।

ইত্যাদে ভেদ দর্শনাৎ। নচৈবং সতি তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতিনান্যপদ্ম বিদ্যুত-ইয্নায়েতি যেতি শ্রুতিবিরোধ শক্ষনীয়ঃভক্ত্যবান্তরব্যাপারতাৎ জ্ঞানস্য ন হি কাঠিঃ পচতীত্যুকে জ্লুনানাম সাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ

যস্যদেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
 তস্যৈ তে কথিতাহুর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন।

<sup>দেবং</sup> পরংব্রহ্মব্যাচপ্টে। যমেবৈষর্ণতে তেন লভ্য ইস্ত্যাদি শ্রুতি পুরাণবচনাণ্যেবং শতি সমঞ্চসানি ভবস্তি তন্মাং ভগবছক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতিসিদ্ধং।

এ কথাগুলি অতিশয় গুরুতর। এ নিমিত ইহার অমুবাদ করিয়া পরে **ইহাতে অন্য** শাস্ত্র সম্মতি দেখান যাইবেক। "নীতার সংক্ষেপ অর্থ এই বে তগৰ্ভকিযুক্ত জীব তাঁহার প্রসাদজাত আত্মবোধ হইতে সুধে বন্ধন বিমুক্তি হয়। তথাহি,

"হে পৃথা তনয় সেই পরম পুরুষ অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য।"

'হে অর্জ্জন এবস্থিধ অর্থাৎ বিশ্বরূপ যে আমি হে পরস্তপ সেই আমাকে তত্ত্বওঃ জানিতে দর্শন করিতে ও তদাত্ম লাভ করিতে এক নিষ্ঠ ভক্তি হারা সক্ষম হয়।'' ইত্যাদি হলে ভগবছক্তির মোক্ষ সাধকত্ব প্রবণ করা বিধায়ে তদেকাস্ত ভক্তিই আমার অর্থাৎ পরমে-শ্বরের প্রসাদোশ্ব জ্ঞানাবান্তর ব্যাপারযুক্ত হইয়া মোক্ষহেত্তৃত হয় ইহা স্পষ্ঠ প্রতীত হইতিছে। ভক্তি যে জ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার তাহার প্রমাণ,—''যাহারা নিত্য অভিষুক্ত হইয়া ক্ষেহ বশতঃ আমার ভক্তনা করে তাহাদিগকে আমি সেইরূপ বৃদ্ধিযোগ দান করি বাহা হারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।'' 'আমার ভক্ত ইহা অর্থাৎ ঈশ্বর স্বরূপ অনুভব করিয়া আমার ভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন''—ইত্যাদি বচন হইতে পাওয়া যায়, জ্ঞানই যে ভক্তি ইহা যুক্ত নহে যেহেতু—''সর্বজ্বতে সাম্যান্ত্রিত জীব আমার সম্বন্ধে পরাভক্তি লাভ করেন। 'ভিক্তি হারা আমি যিনি ও যেরূপ তাহা স্বরূপতঃ ভক্ত অনুভব করেন।''—ইত্যাদি বচনে জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ দেখা যায়, যদি এরূপ হইল তবে আর এই যে শ্রুতি—''ঠাহাকে জানিয়া অমৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, মোক্ষের অন্য পহা নাই''—ইহার বিরোধশকা অকর্ত্ব্য যেহেতু ভক্তি জ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার। কাঠের হারা পাক করিতেছে বলিলে জ্বলনের অসাধনত্ব উক্ত হয় না।

আরও দেখা যায় যে এইরপ হইলেই এই সমস্ত শুতি স্মৃতিপুরাণ বচনের সামঞ্জস্য হয়। বচন যথা, "যাহার ঈশবরে পরাভক্তি ও ওরুর প্রতিও তদ্রূপ সেই মহাত্মার কথিত অর্থ সকল প্রকাশিত হয়।" "পরব্রহ্ম তারকদেবকে ভজন করি।" "এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য হয়েন।" অতএব ভগবদ্ধক্তিই মোক্ষহেতু ইহা সিদ্ধ হইল।"

মহাভারতে পরম ভক্ত বিহুর বলিয়াছেন,

ষা প্রীতি পুগুরীকাক্ষ তবাগমন কারণাৎ। সা কিমাখ্যায়তেভুভ্যং অন্তরা ন্যাসিদেহিনাম॥

ধদি চৈতন্যরূপী ঈশ্বর সর্মনেহীর আত্মবোধ হইতেন তাহা হইলে কি আর এনন প্রীতি উদর হইত ? "পরমাত্মন্ তোমাকে ভাল বাসি" ইহা জ্ঞান স্তরাং গৃই জ্ঞানের যে তাদাত্ম্যে পর্যবসান হইবে তাহা সহজেই প্রাপ্ত হওয়া ষায়। তাদাত্ম্যের অধিক আর জ্ঞান নাই। আর এই তাদাত্ম্য জ্ঞানেরই নামান্তর মোক্ষ। ব্রহ্মোবিদ্ ব্রহ্মোব ভবাতীতি শ্রুতি:। বিষ্ণুপুরাণেও ভনা যায় ন জ্ঞানাৎ বিদ্যতে পরম্। স্ক্তরাং জ্ঞান যে মোক্ষের অব্যবহিত হেতু তাহা শাস্ত্র সন্মত ইহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না। ভক্তগণ যে জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহা অহংকার মিশ্রিত বাহ্ জ্ঞান, আত্মরিক অর্থুভব নহে।

এখানে এরপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে অধৈত জ্ঞান ভেদজ্ঞান শূন্য তবে কি প্রকারে ভক্তির সহিত ইহার সামঞ্জন্য হইতে পারে। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, অধৈত জ্ঞান সিদ্ধানস্থাতেই উদয় হয়। সাধন কালে দৈত মানিয়া লইতে হইবে। তৎত্মসি বাকের এরপ অর্থ নয় যে "তুমিই ঈশ্বর," "ঈশ্বরই তুমি" ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান অনস্তত্ত্বপেত ঈশ্বর ও অল্পত্ত অল্পতিমান ও অসদ্ভাণমৃত জীব এই চুয়ের প্রভেদ দেখিয়া পরে তৎপদ ও ত্বম্পদ শুদ্ধ করিয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়।

উপাধি বিলয়াদিফে নির্কিশেষং বিশেশুনিঃ। জলে জলং বিয়দ্যোদ্মিতেজস্তেজসিবা যথা॥

ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞানভেদ কালে প্রদর্শিত হইয়াছে—

সর্বভৃতের ষেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তের তজ্জানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকং॥১॥
পৃথকে ন তু যজ্জানং নানাভাবান্ পৃথিধিধান্।
বেতি সর্ব্বের ভূতের তজ্জানং বিদ্ধিরাজসং॥২॥

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত জ্ঞান অদৈতাত্ম দর্শন। দিতীয় দৈতজ্ঞান। সত্ত্যেৎকর্ম হেতৃ আত্ম দর্শন যাবং উপস্থিত না হয় তাবং দৈত জ্ঞানাবলম্বন করা প্রয়োজন। রজোগুণ কর্মাত্মক স্কুতরাং সাধন ক্রিয়োপহিত জ্ঞান অবশ্যই রাজসিক ও দ্বৈত। অদ্বৈতাচার্য্যগণ কথনই এমন উপদেশ করেন না যে ব্যবহার দশায় অদ্বৈত জ্ঞানের ভান করিয়া বস্তুতঃ দৈত জ্ঞানাবলম্বন করিবে। অনেকে আত্মোপদেশ ধারণে অপারগ হইয়া তামসিক জ্ঞানকে অদৈত আত্মদর্শন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই তামস জ্ঞান বিশেষ রূপে হয়ে। ইহা গীতা স্থৃতিতে প্রকৃতিত রহিয়াছে।

ষত্কংশ্বদেকদ্মিন্ কার্য্যেসক্তমহেতুকং। অতত্বাল্ল বদল্লঞ্চ তত্তামসমুদাহতং॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যচ্চশ্রুতারকৈতিষ্ঠন্ যশ্চশ্রু তারকান্তর। স্তরাং অধৈত আত্মা বিশ্বনহে।

দৈতগুরু মধ্বাচার্য এই প্রকার শ্রুতি বিরোধী ও তমোগুণ জাত প্রমাদ বশতঃ জাত ব্যবহারিক দশাতেই জীব ও ব্রন্ধের ঐক্যরূপ মিধ্যা জ্ঞানকে অদ্বৈত জ্ঞান ভ্রমে গ্রহণ শাহাতে না হার তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদৈতবাদের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে জীব ও ঈশ্বর এ উভয়ের প্রভেদকারিণী যে মায়া তিনি ঐকান্তিক অসং নহেন। যেহেতু একটা জীবের মুক্তি হয় লা। প্রাণী প্রবৃত্তি অবিদ্যা প্রবাহ রূপে নিত্য স্থতরাং যিনি মুক্ত তাঁহার পক্ষে অবিদ্যার নাশ হইল বটে কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অক্ষুর্য রহিল স্থতরাং মায়াকে প্রমেশ্রের ইচ্ছাশক্তি বলিলে তাহা কোনমতেই তাহাকে ঐকান্তিক অসং বলা যায় না। যেহেতু

ইহা চৈতন্যময় পরমাত্মার শক্তি কিন্তু অন্য পক্ষে উহা সংগু নহে যেহেতু উহার স্বাতম্য নাই. উহা জড়, ঈশ্বরের চৈতন্ত অংশ হইতে বিবিক্ত করিয়া লইলে উহা অসং কেননা বস্তুতঃ অগ্নি ও তৎদাহিকী শক্তির নশ্র মায়া ঈশ্ব হইতে ভিন্ন নহে স্কুতরাং যে অংশে উহাকে বিবিক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় সে অংশে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না, মায়া যে তাহা সদসং উভয়াত্মিকাও নহেন যেহেতু উভয়াত্মিকত্ব দেশকাল অধীন কিন্তু মায়া পরাশক্তি বলিয়া ক্রিয়াশক্তিরপ কাল ও তমঃপ্রধান ভূতাদি আকাশ হইতে উচ্চপদবীত্বা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রী। এই নিমিত্তই য়ায়া সদসভ্যামনির্বাচনীয়ং ক্রিগুণাত্মকং জ্ঞান বিরোবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিং।

আসল কথাটা এই যে বাহা ভ্রম তাহাকে যদি ইহা এইরপ নির্দেশ করা যাইত তাহা হইলে তাহা ভ্রম না হইয়া সভা ছইত। মায়া পরমেশ্বরের শক্তি স্কুতরাং উহা শতর শক্তি এই বলিয়া কেহ অসতর করিতে পারিবেন না। পরমেশ্বর যাহা শুসী তাহাই করিতে পারেন ন তস্য কশ্চিংপতিরন্ধিনোকে। ন তংসমোন্ড্যধিকং কুতোহন্যে। এইরপ শুভিম্মৃতি প্রতিপাদিত পরমেশ্বের ইচ্ছাকে কেহই নির্দেশ করিতে পারে না যেহেতৃ তদ্বহিতৃতি কোন নির্দেশ্বর ইচ্ছাকে কেহই নির্দেশ করিতে পারে না যেহেতৃ তদ্বহিতৃতি কোন নির্দেশ্বর শতর শক্তি বলিয়া। তাঁহার জ্ঞানশক্তি অনার্ত। এই নিমিত্তই রামানুজাচার্য্য থল দ্বিত নাম মাত্র অহৈত্বাদকে প্রত্যাথান করিয়া বিশিদ্ধান্তিত প্রতিপন্ন করেন। তিনি ইহাই শিক্ষা দেন যে মায়া সম্পূর্ণাসং নহে আর সাধন দশায় অহৈতাবলম্বন ছুই যেহেতু উহা কেবল ভান মাত্র। বল্লভাচার্য্য শীয় প্রস্থানকে শুদ্ধান্ত নামে প্রকাশিত করেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হ্র এই যে যাবংবহিং কলকল তাবংই নানা বিবাদ বিসম্বাদ যথার্থ পক্ষে নৃণ্যনেক্রের্যমন্ত্রমসি প্রসাম্ববিইব।

আসল কথাটা এই যে পর্মেশর অনন্তরূপে সন্তণ ও নির্প্তণ এ উভয়ই। কিন্ধ বুলি দ্বারা এ অগাধ সমুদ্র পার হওঁয়া বার না য মেবৈষ মূণতে তেন লভ্যঃ। ভেবে দেখা, তোমার খোক। ক্রমে মানুর হ'লারে দেশ বিখ্যাত মান্যগণ্য হইয়া উঠিল কিন্তু তোমার বাৎ দল্য প্রেমের নিক্ট দে সকল ওণ কোথায় ৽ প্রেমের এমনই সভাব যে উহাতে সর্ব্বগুণ লোপ পাইয়া কেবল তাদাত্মই ছির থাকে। যতদিন ঈশ্বরের গুণ দৃষ্টিগম্য হয় ততদিম প্রেমের পরিপাক হয় না। ততদিন জীব ঈশ্বরকে চায় না তাহার গুণকেই চায়। যে বস্ততে তোমার কিছু মাত্র লোভ নাই সে বস্তু কথনই তোমার জ্ঞানগম্য হইবে না। স্বতরাং যখন ভূমি ঐকান্তিক ভক্তি যোগে ঈশ্বরকেই কামনা করিবে অপর সমৃদ্য বস্তু অসার বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিবে না তথনই তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে। শঙ্করাচার্য্য অহৈত পরম গুরু শারীরক ভাষ্যে ক্রমেণ্ডি বিচার কালে ইহা উপদেশ করিয়াছেন। গীতাস্মৃতির অইমাধ্যামে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা আর্ঘ্যিণান্তে শ্রদ্ধা করেন তাহাদিগকে আর অধিক বলি-

বার আবশ্যক নাই। শুক্ক হেত্বাদের দারা প্রেমতত্ত্ব অপ্রাপ্য। কিন্তু প্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রুতিরাশি প্রত্যাখ্যাত হইয়ান্তে শ্রেক্সমাজ হেত্বাদী। প্রজ্ঞাদ দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ প্রভাব লেখক স্ত্রাং গুভি বি এ সক্ত হইবেন না। এনিমিক শ্রুতি অনুকুল গুভি দ্বারা বিরোধি যুদ্ধি শুন করিয়া স্টেককে অদ্বৈতাভিমুখী করিতে চেষ্টা কর্ত্ব্য।

প্রথমতঃ ইহা বক্তব্য যে ভগবান শহরাচার্য্য জ্ঞানের বিষয়ী অম্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় চৈত্রন্যাভাসকে মুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—ইহা সহজেই দেখা যায়। অস্মৎ প্রত্যয় গোচর জীব ও যুদ্ধংপ্রত্যয় গোচর ঈগরে ভেদ কথন ছলে অহৈত মুখ্য আত্ম গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কলনা করা হয়। এম্বলে ব্রন্ধের শাস্ত্র প্রতি-পান্যত্বই বিচার্য্য। তাহাতে পূর্ব্যপক্ষ এই যে, ত্রন্ধ প্রাসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ। যদি তিনি প্রসিদ্ধ हरायन তবে তৎবিষয়ে মীমাংসার আবিশ্যক নাই। यদি অপ্রসিদ্ধ হয়েন তাহা হইলে মীমাংসা অসম্ভব। স্বতরাং অথাতো ব্রহ্ম জিজাসা ইত্যাদি শাস্ত্র নিম্প্রোজন। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম একেবারে অবিষয় নহেন কেন ন চিদচিচ্চা ছি অহংকারে তিনি অভাস রূপে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু এই বুদ্ধিতে উপহিত চৈতন্য মুখ্য আত্মা নুহেন। শরাবন্থ জলে প্রতিবিন্ধিত হুর্য্য মুখ্য হুর্য্য নহে। পূজনীয় লেখক মহোদয় এই আভাস-চৈতন্যকে মুখ্য চৈতন্য বলিয়া মানিয়া লইয়। খোইয়াছেন যে যদি উপাধি অর্থাং বিষয় না থাকে তবে উপহিত চৈতনা পাকিতে পারে না। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। শরাবস্থ জল ন, ধ িতে প্রতিবিশ্ব-স্থ্য থাকিবে না – ইহা সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এই যে উপাধিভক্ষ অর্থাৎ অন্তঃকরণ দংশহেতু জীব চৈতন্য নিরপাধিক মহাটেলনে লীন ইলে পর্ম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় কি না এবং এই পুরুষার্থ লাভের অংগতেজান ভিন্ন অনা উপায় আছে কি না এ বিষয়ে অদ্যাপি কোন সারগর্ভযুক্তি বা শতি প্রাপ্ত হওয়া যাস নাই এবং শাস্ত্রবোনি ঈশ্র যদি মিথ্যাবাদী না হ'ন ও আচাগ্যগত বাল বঞ্চ ন। হ'ন এবং সদ্যুক্তি যদি অসং না হয় তবে কোনকালে অদৈত বিরোধী ন্যায় বা শ্রুতি কখনও কুত্রাপি পাওয়া যাইবে ও না।

পঞ্চশী হইতে যে বচনটা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও মুখ্য আত্মা প্রতিপাদক নহে।

অবিদিত্বা সমাত্মানং বাহ্যবেদ নতুকচিং।

এম্বলে আত্মা শব্দে বিজ্ঞানময় কোশ বা জীব। ইহা সুস্পন্ত।

অহং বৃত্তি বিদম্ভি বিত্যন্ত:করণং দ্বিধা।

বিজ্ঞানং স্যাদহং বৃত্তি বিদম্ভি ম'নো ভবেং।

যাহাকে আত্মা বলা হইয়াছে এ ছলে তাহাকেই অহংর্ত্তি যুক্ত অন্তঃকরণ বলা ইইয়াছে। আত্মা অন্তঃকরণের অন্তভূতি বা রুত্তি নামধেয় নহেন। স্থতরাং বিষয়

সংযোগ ভিন্ন বিজ্ঞানময় কোশ থাকিতে পারে না ইহা সহজে বোধগম্য হয়। বিজ্ঞান-ময় কোষ অবিদ্যার বিজ্ঞান মাত্র হতরাং যত দিন বিজ্ঞানময় ততদিন যে অবিদ্যা ও ষতাদিন অবিদ্যা ততদিন যে বন্ধন ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

যদি এমন তর্ক উঠে যে মোক্ষ বলিয়া কোন কিছু একটা নাই তাহাতে এই উত্তর, যে মোক্ষ প্রতিপাদিকা বলবতী শ্রুতি রহিরাছে। শ্রুতি অগ্রাহ্য করিলে ঈশ্বরকে প্রত্যাধ্যান করিতে হয় যেহেতৃ যুক্তি দ্বারা কেহ কখনও ঈশ্বর সপ্রমাণ করিতে পারিবে না —ইহা জৈমণি দর্শনে সুম্পন্ত। যাহাহউক এ স্থানে সে বিষয়ের বিচার নিপ্পয়োজন। **শ্রুতি অনুমোদিত মার্গান্তুসরণ করিয়া জ্ঞান লিপ্স**ু হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চতর লক্ষ্য কেহই দেখাইতে পারিবেন না। যে কোন আশ্রমে থাকুক্ষে কোন বর্ণ হউক না জ্ঞানের क्ना मकल्बर एडिश कर्ता कर्खवा।

এমাহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

### আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে, শীতের প্রভাতে আছে বসম্ভের পাথী আঁধার বকুল শাখে উঠিয়াছে ডাকি! কাননের প্রাণ হতে কুয়াশা পড়িছে ছুটে, আশার উষার রাগে মুখানি রেকেছে; আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। ষেতে ষেতে বল পাখি, কোন ফুলময় দৈশে ? স্থূদূর প্রবাসে এই একাকী পড়েছ এসে ? দিশাহারা সাথী হারা ডাকিছ,আকুল পারা. সে গানের প্রতিধানি হৃদয়ে জেগেছে; আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। না পাখি; পেয়োনা আর অমন আকুল তানে ; দেখদেখি কে চাহিয়ে তোমার মুখের পানে! কেনগো উতলা তুমি ! এ নহে প্রবাস ভূমি— তোমারি কানন এবে তোমারি আশায় আছে। আকুল যাবার তরে প্রবাসীর মত এসে!

সে দিনের কথা হায় মনে কি পড়েনা ভোর? গাহিতে কাননে থাকি স্থথের স্বপনে ভোর ? শাখে শাখে কুল ফুটে চরণে পড়িত লুটে, হায়রে সে ফুল বটে বহুদিন ঝরিয়াছে! তবুত এ বন সেই ষদিও কুসুম হীন, সবি আছে গেছে তার শুধু বসম্ভেরি দিন। তাই আজ পাখি হা রে! চিনিতে নারিস তারে— এমন মলিন দীন তোরি তরে যে হয়েছে! যে দিন হইতে তুই গিয়েছিস দেশাস্তরে, সেই দিন হতে তার ফুলগুলি গেছে ঝরে; সেই দিন হতে তার कृषि यन अक्कात . সেই দিন হতে তার হাসি সব ফুরায়েছে। আজ তুই চাহিলিনে, আজ তারে চিনিলিনে '

সরলা কানন বালা-কেমনে সঁপিবি জালা! সে যেরে নেহারি তোরে সব হৃঃখ ভূলিয়াছে!

বসম্ভের নব আশা ভাহার শীতের প্রাণে— জাগিয়ে উঠেছে বেরে তোর কুহু কুহু তানে! মরমের সাধ্থানি পুরুক তাহার,

হায় দে বসস্ত হ'রে সে আনন্দ মান ক'রে কেমনে চলিয়া যাবি কে হেন নিঠুর আছে! —ফুটেছে শীতের প্রাতে বসন্ত বাহার— ভাল বেসেছিস ভুই এক দিন যারে!

এবে ফুল হীন ব'লে কেমনে যাইবি চলে ? ভাসাইবি নিরাশায় কেমনে তাহারে ? পাখিটিরে---

এলি যদি পথ ভুলে গারে গা জ্বয় খুলে,

> কাননের ফুল্ল হাসি করিসনে যেন বাসি

ফুটুক তাহারে স্লান করিস নে আর।

ঘুম ভেঙ্গেছে আমার।

# ্ হেঁয়ালি নাট্য।

ক্ষ ৷ ''যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে' এ কথার মানে এত দিন বুনতে পারিনি, এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি।

इति। कि ভाই, व्यर्थ है। व्यामात्क तूर्वास (मध ना।

কৃষ্ণ। এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করে এই বাঙ্গালা কথাটার ভিতর যে গুঢ়ভাব লুকান আছে সেটা যে না বুঝতে পারে তার বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করাই উচিত নয়। বঙ্গের প্রধান কবি ভারতচন্দ্রকে উপলক্ষ করে ঐ কথাটি প্রচার হচ্ছে ইহা আমি স্পষ্ট দেখতে शिक्ति।

হরি। সোজা করে বুঝিয়ে বল; আমি তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলুম না। কৃষ্ণ। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে—-অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্থলরের ভিতর যা নেই এই ভারতবর্ষে তা নেই। ধর্ম্ম বল কর্ম্ম বল জ্ঞান বল স্বষ্টি স্থিতি প্রলয় রহস্য বল যা কিছু জানবার বা শিখবার আছে বিদ্যাস্থন্দরের ভিতর সঁব পাবে। সাধারণ ণোকে বিদ্যাস্থলরের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করতে সমর্থ নয় সেই জন্য লোকে বিদ্যা-স্পরের প্রকৃত মর্য্যাদা এখনও বুঝতে পারেনি। আমি কিন্তু বিদ্যাস্থলরের প্রকৃত মর্য্যাদা

<sup>\*</sup> গত কার্ত্তিক মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর ''নাকাল''।" শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, খনজমোহন দাস, নীলমণি বরাট, অনস্তলাল খোষ, কেদারনাথ পুগুরীক, বিহারীলাল গোম্বামী, কুমুদনাথ রায়, জ্যোতিশ্চল সান্ধ্যাল ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

স্থাপন করতে রতসক্ষল হয়েছি। আমি উহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করব। কবি ভারতচন্দ্র যা কখনও ভাবেন নাই আমি বিদ্যাত্মনরের ভিতর থেকে সেই সকল ভাব বার ক'রে জনসমাজে ছড়াব, আধ্যাত্মিক ভাবে ভারত ভূমি মাতাব, ভারতবর্ষের পূর্ব্বগোরব সংস্থাপন করব এ বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল করেছি।

হরি। তোমার বিদ্যাস্থলরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও না।
কৃষণ। তবে বলি শুন। ধর্ম কাকে বলে? যাতে জ্বগতের প্রকৃত হিত সাধন হয়
তারই নাম ধর্ম ; এই ধর্ম সংস্থাপন জন্য চেষ্টা করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সেই জন্যই ত
আমি ধর্ম সংস্থাপন উদ্দেশ্যে এত পরিশ্রম করছি।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃক্কতাং ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

হরি। ভালরে ভাল, তোমার বিদ্যাস্থলরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটাই বল না।

কৃষ্ণ। আরে কথা একটা বোঝাতে গেলে একটা ভাল রকম ভূমিকা করা চাইত। ধর্ম কাকে বলে ভাত ভোমাকে বলেছি, এখন সেই ধর্ম কোথা হতে শিক্ষা করতে পার ? আমি বলি যে, যেখানে বিদ্যাস্থলরের মিলন দেখতে পাবে, যাও সেইখানে খুঁজে দেখ দেখতে পাবে যে সেই বিদ্যাস্থলরের মিলনেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। "Union of Knowledge and Beauty" এই কথাটির ভিতর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিহিত রয়েছে কি না একবার ভেবে দেখ দেখি। তাই বলছি যে বিদ্যাস্থলরের মিলন যা কবিবর ভারতচক্র বর্ণনা করে সিয়েছেন, তাহার ভিতর ভুমি জগতের সকল রহস্য লুকান দেখতে পাবে।

হরি। বেশ বেশ, তুমি বিদ্যাস্থলর কথার ত বেশ মানে করেছ দেখছি; তা ভারত-চল্রের বিদ্যাস্থলরের ভিতর ধর্মোর কথাটা কি আছে এইবারে বুঝিয়ে দাও দেখি।

কৃষণ। বিদ্যাস্থলর নামটার আধ্যাত্মিক অর্থ যখন বুনোছ তখন ও কাব্যটার ভিতরে বে আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা একট্ ভাবলেই বেরুবে এখন; ও রকম অর্থ বার করা ত আর শক্ত কথা নয়। আমি এইবারে একখানি বিদ্যাস্থলর কিনে পড়ব, তা হলেই ওর ভিতরকার গুঢ়ভাব সব বার করে ফেলতে পারব।

হরি। তুমি বুঝি বিদ্যাস্থলরখানা এখনও পড়নি ?

কৃষণ। না, বইখানা পড়ি নাই বটে কিন্তু আমি বই না পাছেই। উহার যে গৃহ্যভাব বুৰতে পারব অন্য লোকে ৫ বংসর পড়েও তা পারবে না। আমার মন আজকাল আধ্যাত্মিক ভাবে ভরিয়ে ফেলিছি; যেখানে যা দেখি, তার ভিতর থেকেই আধ্যাত্মিক ভাব বার করে ফেলে, অমনি টাট্কা টাট্কা হাতে হাতে খবরের কাগজে তা ছাপিয়ে ফেলি; বাসী হতে দিই নে। এই সে দিন মুক্জ্যেদের রথের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা করেছি সেটা পড় নি ?

रुति। कहेना।

কৃষ্ণ। তা তোমরা পড় না পড় তাতে আমার লাভালাভ নাই; কাগজটায় এক কলম লেখবার দরুণ আমার যা পাবার তা ত আমি পেয়েছি।

হরি। ভাল, মুখুজ্যেদের রথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা কি বল না শুনি।

কৃষণ। রথটা হচ্চে মনোরথ আর ঐ যে হুটা খোড়া আছে একটা সাদা আর একটা নীল, উহার সাদাটা ধর্ম আর নীলটা অধর্ম। ঐ যে পুতুলগুলা সাজান আছে উহাদের ভিতর বড় গভীর অর্থ আছে। ঐ যে কাঁটাল মাথায় মানুষটি দাঁড়িয় আছে উহার অর্থ মানুষ মাত্রেরই মাথার উপর তাহার কর্মফল চাপান আছে।

হরি। ঐ যে পুতুলটা মেছুনী মাছ কুটচে—ভার কথা কিছু লিখেছিলে।

কৃষ্ণ। লিখেছিলাম বই কি। ঐ স্ত্রীলোকটি স্বয়ং প্রকৃতি, মাছটি মৎস্যরূপী চৈতন্য, আর মাছ কুটছে—উহার অর্থ প্রকৃতির বশে সমষ্টি ভাবাপন্ন চৈতন্য ব্যষ্টিভাবাপন্ন হচ্চে। এক হতে বহু উৎপন্ন হচ্চে।

হরি। বেশ লিখেছ বটে, কিন্ত ওরপ আর না লিখলেই ভাল; তা হলে লোকে তোমাকে পাগল বলবে;

কৃষ্ণ। হাহাঃ ! লোকে আমাকে পাগল বলবে ? আমার মত পাগল তারা আগে হোক দেখি—তা হলে দেশ উদ্ধার হয়ে যায় "

হরি। "কি রকম করে ভাই"

কৃষ্ণ। " কি রকম করে ? তা হলে আর দেশের দৈন্যদশা থাকে না। হে বঙ্গবাসী ভাতাগণ তোমরা যদি দেশকে ধনী করিতে চাও, যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, যথন যে দিকে শ্রোত চলে পয়সার থাতিরে সেই দিকে অঙ্গ ঢালিয়া দাও, অমূল্য পয়সা রত্বের জন্য স্থদেশের রমণীগণকেও ছার জ্ঞান করিয়া তাহাদের অপমান করিতেও লজ্জা বোধ করিও না।

হরি'৷ Bravo! Bravo!

### প্রেমফোট।।

কতবার দেখিয়াছি তারে
শ্রোতময়ী তটিনীর ধারে,
এলান রয়েছে কেশপাশ,
নয়নে ঝরিছে স্থা হাস,
জলরাশি শুটিছে চরণে,
হাতধানি আনত আননে,—

—জীবন্ত নলিনী যেন মেয়ে;

—একবার গেছি শুধু চেয়ে।
কঁতবার দেখেছি তাহায়
ফুটন্ত সে বকুল তলায়,
ফুলগুলি ঝর ঝর ঝরে
আশে পাশে গায়ের উপরে,

কি জানি কাহার তরে বালা কুড়ায়ে গাঁথিছে ফুলমালা। কতবার দেখিয়াছি তায় গাঁথা মালা কোলেতে শুকায়— —স্বৰ্ণময়-সন্ধ্যার আকাশে আধোখানি চাঁদ আধো হাসে, —গান গায় চেয়ে তার পানে, অশ্রুফাটা শোভে হুনয়ানে। একবার দেখে শুধু চেয়ে, পान पिरम शिरम्ह हिलरम। কত ফুল ফুটিছে ধরায়, কত তারা আকাশের গায়, ছবি ভরা জগৎ এ হেন, তারি একখানি সেও যেন, বাথানি চাহিয়ে মুখপানে চলেগেছি উদাসীন প্রাণে। শুধাতেও পড়ে নাই মনে কোন হুধে জল সে নয়নে। সহসা মুহুর্ত্তে কেন আজ বিপ্লব বাধিল জ্দি মাঝ ? আজিকে কাননে যেতে বালা, চমকি রাখিয়ে তুলতোলা— মুখপানে চাহিল যখন, স্থায় ড্বিল ত্রিভুবন।

একটি সে মধুর তাকানি প্রকাশিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য খণি; আপনারে হনু বিমারণ, নৃতনে বিলীন পুরাতন! প্রেমের একি এ যাহুখেলা! উষার স্থান সন্ম্যাবেলা ! প্রতি দিন শত আঁখি পরে কত কুল ফোটে আর ঝরে, এক দিন একটি সে ফুল করি শুধু কবিরে আকুল,— াঁচিয়ে থাকে সে কবিতায়, অন্যে ষবে মৃত্যু কোলে ধায়। প্রতি দিন খেত পীত রাঙ্গা কত শত মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা আকাশে ভাসিছে স্তর স্তর, একটি রঙ্গিণ শুধু থর ধরি তার রাখে চিত্রকর, ধরা মাঝে থাকে সে অমর। একটি সে মধুর তাকানি नग्रत्नत नीत्रव (म वानी কোনক্ষণে কখন কে জানে, কেমনে আসিয়া পড়ে প্রাণে! কেমনে বাজে গো কাণে হায়! সহসা সে প্রেমেরে ফুটায় ? শ্রীহিরগ্রী দেবী

### कुड़ारना।

শ্যামবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শিক্ষার নিমিন্ত বিলাতে পাঠাইয়াছেন।
কিন্ত গুণধর পুত্রের সে দিকে বড় লক্ষ্য নাই। তিনি আমোদ লইয়া ও বাবুগিরি করিয়াই
বেড়ান। ক্রুদ্ধ শ্যাম বাবু ওরূপ স্বভাবের জন্য মহা ভং সন্দ করিয়া পুত্রকে এক পত্র
লিখিলেন, তাহার স্বভাব না শোধরাইলে তাহাকে যে আর একটিও টাকা পাঠাইবেন
ন. ইহাই বিশেষ করিয়া সে পত্রে তাহাকে জানাইয়া দিলেন। পত্র পুত্রের নিকট

পৌছিল ; পত্তে পুনশ্চ পূর্ব্বক লেখা "তোমার মা আমার অজ্ঞাতে তোমাকে ২০০১ টাকা এই সঙ্গে পাঠাইতেছেন।"

চন্দ্রবারু পল্লীগ্রামে থাকেন না। ছেলেবেল। হইতেই পড়িবার জন্য কলিকাতা বাসী। কিন্ত বৃদ্ধ পিতার পীড়ার সংবাদে এবার দেশে আসিয়াছেন। নদীর অপরিষ্কার জল পানে তাঁহার বড়ই আপত্তি, তাই আসিবার সময় সঙ্গে একটা জল পরিষ্কার করা ছোট ফিলটার আনিয়াছেন, কিন্ত তবুত এক দিন পানীয় জল অপরিষ্কার দেখিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জল এত ময়লা কেন ? কলে বুঝি পরিষ্কার করতে দেওয়া হয় নি ?"

ভূত্য। 'আজে হাঁ কলেরই জল দিয়েছি''।

চন্দ্রবার। "তবে বোধ হচ্ছে কলটাই ময়লা আছে পরিষ্কার করা হয় নাই, আঃ— তোদের আলসেমির জ্রালায় পারিনে!

ভূত্য। "আজ্ঞে না আজ সকালে খুব ভাল করে কল পরিষ্কার করেছি, তাই কর্ত্তেই দিনটা কেটে গেল। কলের ঢাকা খুলে দেখি তার ভিতর একরাশ কয়লা বালি মাটী কত কি। তা সব ফেলে দিয়ে বেশ করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখলুম।"

চক্রবাবু। (মহাকুদ্ধ স্বরৈ) 'তার চেয়ে ভোমার প্রাদ্ধ করতে পারিনি!"

হরিহর ডাক্তার ও গোবর্দ্ধন উকীলকে হাত টরাধরি করিয়। যাইতে দেখিয়া প্রথম পথিক দ্বিতীয় পথিককে বলিল ''ওরা হুয়ে মিলে একজন ডাকাত তা জান ?'' দ্বিতীয় পথিক বলিল ''কেন" ? প্রথম উত্তর করিল ''ওরা একজন উকীল আর এক জন ডাক্তার—এক জন অর্থ নেয়—একজন প্রাণ নেয়।"

নতন জজ মাধব বাবুর আজ লাট সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। মাধব বাবু কাজ কর্ম মারিয়া সন্ধ্যাবেলা কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিরা দেখিলেন যে নিমন্ত্রণে ঘাই-বার জন্যে তিনি যে কাপড় করিতে দিয়াছিলেন এখনও দজি তাহা দিয়া যায় নাই। সকালেই ভাঁহার কাপড় আসিবার কথা ছিল। মাধব বাবু ভাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন "ও হরে শীঘ্র গিরে দজি বাড়ী থেকে কাপড় আন দেখি। তখন বর্ষাকাল—ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে—কাপড় আনিতে ভিজিয়া যাইবে—ছারেই তাঁহার জুড়ি প্রস্তুত। তিনি আবার বলিলেন 'দেখ ওই গাড়ীটা নিয়ে চট করে কাপড়গুলা নিয়ে আয়, তাতে কাপড়গুলা শীঘ্রও পাব—আর নইও হবে না—"

চাকর কিছুক্ষণ পরে জবজবে ভিজা কাপড় তাঁহার হাতে আনিয়া দিল—বাবু মহা রাগিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "আপনিত আমাকে গাড়ীর ভিতর বিসিয়া কাপড় আনিতে অনুমতি করেন নাই—বিনা হুকুমে সেধানে বসিতে আমার সাহস ইইল না—তাই কোচবাক্সে বসিয়া কাপড় আনিলাম।

# সমালোচনা।

#### STAR IN THE EAST.

## (পূর্ব্বাকাশে শুকতারা)

আজও যদি তোমাকে বলিতে হয় যে এ নৃতন জাতীয় ধর্ম কি—এ প্রবন্ধ পড়িওনা, পড়িলেও বুঝিতে পারিবে না। জাতীয় ভাব এই নব যুগের। সম্প্রদায়ে ২ বিভক্ত যে জাতি-বর্ণভেদ যে সমাজে প্রবল—বর্ণশাসন যেখানে জাতীয় জীবনের মূলে, সেখানে জাতীয় একতা একটি নৃতন ভাব—সেই নৃতন ভাব যদি তোমার চক্ষে না পড়িয়া থাকে তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দেখাইব। তুমি জান আর নাই জান নৃতন জীবন আমরা পাইয়াছি। সে জীবন আমাদিগের জাতির মজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, আজ হোকু কাল হোকু তুমিই বুঝিতে পারিবে যে তোমার ক্ষীণ শরীরে নৃতন বল সঞ্চার হইতেছে।

"রুদ্ধের আশা'' Oldman's Hope ্যাঁহার লেখনী প্রস্তুত "পূর্ম্বাকাশে তকতারা'ও তাঁহারই। এই জাতীয় জীবন কেমন করিয়া দিন দিন আমাদিগের সঞ্চার হইল, কেমন করিয়া নিরবয়ব একটি ভাব অবয়ব লাভ করিল—তাহার একটি স্থন্দর স্থবিস্তার ইতিহাস সমালোচ্য পুস্তকথানিতে পাওয়া যায়। কেমন করিয়া আমরা দিন দিন ইংরাজশাসনের প্রতি বীতরাগ হইয়াছি, কেমন করিয়াই বা শাসন কর্ত্তারা আমাদিগের অপেক্ষা না করিয়া, নৃতন নৃতন শাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন—আমাদিগকে দিন দিন দূরে রাধিয়া চলিয়া-ছেন তাহার ইতিহাস অতি সহজ—আমরা সকলেই তাহা জানি। একদিন ছিল যখন আমাদের নূতন কর্ত্তারা আমাদিণের মত লইয়া আইন করিতেন—আমাদিণের মতামত গ্রাহ্য করিতেন। আমাদিগের ভালবাসার জন্য চেষ্টিত ছিলেন,—কিন্তু যেমন দিন দিল তাঁহারা সংখ্যার অধিক হুইতে লাগিলেন, স্ক্রাতীয় সেনাএদেশে অধিক সংখ্যা আনীত হইতে লাগিল, অমনি দিনদিন নিজের খেয়ালে ভাঁহারা যেমন তেমন আইন জারী করিতে লাগিলেন ; আমরাও থানিকটা শান্তি পাইয়া চোর ডাকাতের ভয়শূন্য হইয়া, কোন রূপে **আহার জো**টাইয়া রাজা কি রকমে রাজ্যশাসন করিতেছেন তাহা আর বড় দেখিলাম না। হঠাৎ গ্রীম্মে তপ্ত এক মধ্যাহে দূর দক্ষিণ হইতে—যমের হুয়ার হইতে অভুক্ত লক্ষ্য জ্বরা জীর্ণ শীর্ণ আবাল, রৃদ্ধ, বনিতার ভক্ষকর্টের;আর্ত্তনাদ ভনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ তাহা-দের কোটর প্রবিষ্ট নিস্তেজ চকুর ভিতর রক্ত বিন্দু দেখিতে পাইলাম—শুক স্তনমুখে আসর মরণ শিশু মৃত মাতার ক্রোড়ে দেখিলাম—দাক্ষিণাত্য দর-মুক্তবং, শেষ-নিশ্বাস ধুমাভিভূত শ্বানবৎ দেবিয়া ছদয়ে আতঙ্গ হইল—হতাশা যেখানে সেধানে, দ্রক্ষেত্র তপ্তরুলি ধ্স-রিত—ক কালরাশি দক্ষিণ রাজ্যে জনশ্ন্য কুটীর দ্বারে, পথে ঘাটে মাটে প্রতি পদক্ষেপে।

যেরাজ্যে কখনও আহারাভাবে কেহ মরে নাই, সেই দেশে রক্ষেও পাতা নাই—
চারিদিকে হাহাকার—চারিদিকে অশ্রুসিক নির্মাম ভূমি বিস্তৃত—এ সোনার দেশে দাবানল
জালিল কে ?

এ মহাত্রপপ্ন কোন পিশাচ রাজ্যের ? মৃষ্টি আহারের বিধানে অধিক সংখ্যা বাঁচিলনা, কদ্ধালাবশিষ্ট জনকত প্রাণী রক্ষা পাইল। আতদ্ধ খানিকটা অবসান হইল। বিষন্ন মনে কাতর প্রাণে রাজার দিকে তাকাইলাম—কিন্তু রাজা তখন মহা সমারোহোন্মন্ত। এ সময়ে সমারোহ কেন ? রাজ্যী কাইজারই—হিন্দ নাম গ্রহণ করিতেছেন! কাহার হুদয়ে আঘাত না লাগিল, আমরা মমতাময় হিন্দু মুসলমান, আমাদের মায়া আছে, আমাদিগের রাজার কি মায়া, মমতা কিছুই নাই; না, না, তাহা হইতে পারেনা। রাজ্ঞী আমাদিগের দেশে খাকেন না—দ্র সমুদ্রপারে তিনি, তাঁহার কাণে আমাদিগের আর্ত্তনাদ পঁছছেনা, আমাদিগের অঞ্চ তিনি দেখিতে পান্ না—তাঁহার ও তাহার মন্ধীদিগেরত মানুষের প্রাণ, তাঁহারা যদি জানিতেন তাহা হইলে আর্ত্ত আমাদিগের উপায় হইত। রক্ত শূন্য শরীর হইতে আর রক্ত ব্যয় বাহাতে না হয় তাঁহারা তাহা করিতেন—তাঁহাদিগের নিকট হুঃখ জানাইতে হইবে—এই নতন কথা আমরা সকলে বুঝিলাম আমাদিগের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম স্ত্রপাত হইল।

দীর্ঘ আবেদন পত্র আমরা ইংরাজ পালিয়ামেণ্টে পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। অনেকদিন পর্যান্ত তাহা ভিন্ন আরু কিছু শিথিলাম না। আমাদিগের নিন্তেজ ভার, সহজগমন-প্রবণতা দেখিয়া রাজ প্রতিনিধি লীটন অম্লালবদনে, সহস্র২ রাজা প্রজার সমুথে দাঁড়াইয়া বলিলেন ''রাজ্ঞী ১৮৫৭—সালে'ভোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, "যে বর্ণ হওনা কেন, যে জাতি হওনা কেন তোমরা সকলে একরূপে এই বিস্তুত রাজ্যে একভাবে থাকিবে, এক নিয়ম, এক আইন আমাদিগের সকলের জন্যই'' এই উদার ভাবের কথা গুলি যে পূর্ণমাতায় বুঝিতে হইবে তাহা নহে। ভোমরা পরাজিত আমরা জেতা। এ সম্বন্ধ যখন আছে তখন উচ্চশ্রেণীর কাজ তোমাদিগের পাইবার আশা করা অন্যায়—তোমা-নিগের উচ্চশিক্ষা খানিক্টা ভূল। এই সব কথা একজন রাজ প্রতিনিধি নিল জ্ঞাভাবে বলিল আর আমরা আনন্দে না হউক বিনা বিরক্তিতে শুনিলাম। আর সেই রাজ প্রতি-নিধির হুই একটি বিধির কথা মনে কর। Arm's Act, Press Act, কে বিধিবদ্ধ করিয়া-ছিল। লীটন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা বলিলেই হইবে—বে একজন নীচদরের কবি ও নীচদরের সাধু পুরুষের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে। তবে ইহা নিশ্চয় যে লীটনের মত আর একজন যদি গবর্ণর হইতেন কিংবা লীটন যদি আর কিছুকাল এদেশে থাকিতেন তাহা হইলে ভাহার শাসনের ফল হাতে২ ফলিত। একটি খোর বিপ্লবের ষে স্ত্রপাত হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করিত। কিন্তু তাঁহার পরেই রীপন আসিলেন। রীপনের বিষয় কিছু কি বলা আবশ্যক। হৃদয়ের অস্ত হইতে ধাহাকে আমরা ভালবাসি তাহার কথা আর কি বলিব ? এই পুস্তকখানিতে রীপনের আগমন এবং লীটনের প্রতিগমন, মুগপৎ উদয় ও অবসানের বিষয় যাহা আছে তাহা অতি স্থল্দর চিত্র। নীলাকাশমেঘে পাটশতাত্র রঙমাখা দেখাইতেছে। শীতের বাতাস এমনই তীব্র যে শীতকালের "হিমানী হল" "Snowdrops যাহা তুষার শয়ায় ফুটিয়া থাকে তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর জল জমিয়া গিয়াছে—গাছে পাতানাই—লতার বেইন যেন সর্গ বলিয়া ভ্রম হয়-এই বরফ পড়িয়াছে আরও ররফ পড়িবে—হঠাং এমন সময় স্থ্য দেখা দিল—নদীর স্রোত আবার বহিল—লতার গায়ে সবুজ কোরক দেখা দিল—আকাশ আবার সেই স্থল্দর নীল—অক্ষকার গৃহে আবার আলোক হাসিয়৷ উঠিল। এ মার্চমাসের চিত্র যে একবার দেখিয়াছে, সে বুঝিবে লিটনের পর রিপনের শাসনে আমরা কেমন ক্রই হইয়াছিলাম।

পুস্তক খানির একাংশে লড ডফরিনের শাসনের কথা আছে। আমরা তুই একটি বিষয়ে তাঁহাকে অন্যায় দোষ দিয়াছি। না দেখিয়া না গুনিয়া ভাল করিয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা তাঁহাকে অপবাধী করিয়াছি। উদাহরণ যে কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই—সংবাদ পত্রের জন্য নৃতন আইন সম্বন্ধে সম্বাদ পত্রে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহা নিতান্ত অমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে এবং অসম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই দোবের। লর্ড ডফরিন ইংলণ্ডে লেখেন যে যদি দেশীয় সংবাদ পত্র অনেক সময় অমূলক কথা লেখে—তাহার প্রধান কারণ যে সম্পাদকেরা যথার্থ যাহা ঘটে তাহার খবর পায়না। অতএব বাহাতে তাহারা ঠিক খবর পায় তাহা করিবার চেন্তা করা উচিত। তবে যদিও বোধ হয় লর্ড ডফরিন Censorship of the Press কথাগুলি ব্যবহার করেন নাই তথাপি তাঁর মনের ভাব থানিকটা ঐরপ। যিদি তাহা হয় তাহাহইলে প্রস্থাবটি যে আমা-দিগের অভিমত হইবে তাহা আশা কর বায় না। অন্তর্ভঃ না হওয়াই উচিত।

রাইয়ৎদিগের সভা প্রভৃতির কথাতে তিনি বলিয়াছেন যে কালে তাহার কল খারাপ হইতে পারে কিন্ত তাহা দমন করিবার চেটা না করিয়া এদেশের সাধারণ লোক যাহা চায় তাহা যদি বুক্তি সঙ্গত হয় তাহা হইলে তাহা দেওয়া মন্দ নহে। এটি সাধু ইচ্ছা। সিমলা যাওয়া সম্বন্ধে টেট স্ম্যানে যাহা বাহির হইয়াছিল যে লর্ড ডফরিন বলিয়াছেন—যে "বিরাট সভা হইয়াছে—হইলই বা তাহার ঘারা গবর্ণ-মেণ্টকে ভয় দেখান রুখা। এদেশে এখনও Gulliver এয় কথিত পশু শাসিত মানব রাজ্য হয় নাই"। এ কথা গুলি নিতান্ত অমূলক, কিন্ত লেখক বলেন যে টেটস্ম্যানের দোষ নাই—যে লোকটি ঐ সংবাদ দেন তাহার দোষ। তিনি যখন সদা সর্কাদা গবর্ণর জেনারলের সহিত মিশিতে পারেন তখন ওরূপ অরখা অপবাদ রটাইবার দোষ সম্পূর্ণতঃ তাঁহারই।

একথা গুলি জন সাধারণের জানা নিতান্ত আবশ্যক। ঝজা প্রজার মধ্যে সন্তাব নিতান্ত ইচ্ছনীয়, বিনি সে সন্তাব বটাইয়া দিবার প্রয়াস পান তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের শ্রন্ধার পাত্র। লেখক লর্ড ডফরিনের অনেকগুলি কার্য্য অবিবেচনার বলিয়া নিতান্ত

অন্যায় বলিয়াছেন। উদাহরণ স্থল আয় কর (Informe tax) বর্মার সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি। পুস্তকথানির প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস, কিংবা প্রতিনিধি পরম্পরায় জীবনী লেখা নহে—বন্ধ জাতীয় সমিতির (Bengal national League) উদ্দেশ্য আশা, কার্যকারিতা সকলে জানিতে পারে ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য মহান তাহার আর সন্দেহ ৭ কি ৭ এই বিরাট সমিতির বিস্তৃতি দিন দিন যাহাতে বুদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য। বঙ্গজাতীয়-সমিতি । ব্যপরায়ণ, বক্তুতা পরায়ণ নহে, দেখিয়া আশা হয় যে তাহা স্থায়ী হইবে এবং উত্তরোত্তর দেশের উন্নতির কারণ হইবে। পুস্তকথানির একটি অংশে ইংরাজ বাজাধীন েসব প্রদেশ তাহার গৌরবের শাসন কেমন করিয়া দিন দিন উদার করা ্ইয়াছে তাহারই ইতিহাস আছে। সে প্রবন্ধ গুলি মিরারে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহার দীর্ঘ সমালোচনা এখানে করা গেল না।

পুস্তকথানি দেশীয় মাত্রেরই পড়া উচিত। ইহা যে ভাবে লেখা ভাহা উদার, যে উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে তাহা মহান—যে সহামুভূতির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় তাহা চিরস্পৃহনীয়। পূর্দ্যাকাশে ভকতারা দেখাইয়া লেখক ভবিষ্যতের যে আশা ক্রুদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন—যদি আমরা সকলে এই নৃতন জাতীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়া লেখকের ন্যায় নিঃধার্থভাবে কার্যাপরায়ণ হই তবেই সে আশা আমাদের সফল হইবে!

### সাধক সঙ্গীত (শ্যামাবিষয়ক পদাবলী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

ঐ কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহাতে কন্কিকদ্ধন রামপ্রসাদ সেন, মহা-রাজা ক্ষচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শত্নুচন্দ্র,নরচন্দ্র রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচাঘ্য, রামতুলাল নন্দী প্রভৃতি ক্ষেক্টা প্রাসিদ্ধ ব্যক্তির রচিত সঙ্গাঁত সংগৃহাত হইয়াছে। এইরূপ সংগ্রহে বঙ্গভাষার ষে কতদ্র উপকার হয় তাহা বলা বাহল্য। এদ্ধাম্পদ বিশ্ম বাবু "কবিতাসংগ্রহের" উপক্রম-ণিকায় এক স্থলে বলিয়াছেন—এক দিন বর্ধাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম প্রদোষকাল-প্রক্টিত চক্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগির্থী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী মৃত্ পবনহিয়োলে তরন্ধভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিডেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীরগামী বারিরাশি মুহু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্রবাথী, কাব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, কবিত. পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরখীর ত কিছুই মিলে না। কালি-দাস ভবভৃতিও অনেক দূরে। মধুস্দন, হেমচক্র নবীনচক্র কাহাতেও ভৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক হইতে মগুর সঙ্গীত ধানি ভনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাই**তে**ছি।

## " সাধো আছে মা মনে। ছুৰ্গা বলে প্ৰাণ ত্যজ্জিব জাহ্নবী-জীবনে।"

তথন প্রাণ জুড়াইল—মনের স্থর মিলিল, বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা ভনিতে পাইলাম। এ জাহ্নবী জীবনে হুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তথন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

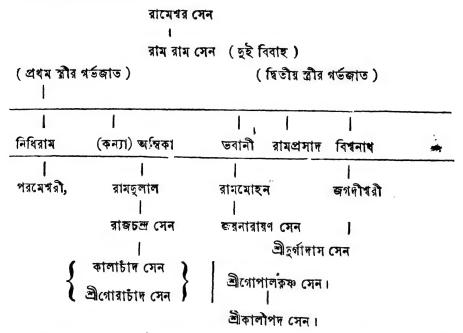
বহ্নিম বাবু সেদিন "খাঁটী বাঙ্গালা কথায় খাঁটি বাঙ্গালির মনের ভাব " শুনিয়া মৃদ্ধ হইয়াছিলেন—সেইরপ খাঁটি বাঙ্গালী ভক্ত হৃদরের উচ্ছাসে সাধক সঙ্গীতপূর্ণ, তাই এ সঙ্গীতে তিনি বলিয়া নহেন বাঙ্গালী হৃদয় মাত্রেই মৃগ্ধহয়। ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই আদেরের সামগ্রী। সম্পাদক এই সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই পুস্তকখানিতে শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতাবলী ছাড়া সম্পাদক কর্তৃক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা প্রণালী এবং কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাধকের জীবনচরিতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে কবিকঙ্কন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী সর্কাপেক্ষা স্থলর আমরা
নিমে সেইটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

"এ তৃঃধদক্ল পৃথিবীতে মাত্রের প্রাণ জুড়াইবার ছান কোথার? এ জরা মৃত্যুময় সংসারে দয় হৃদয় কোথায় শান্তি লাভ করিবে ? এ ঘোর নিনীথে, এ বিকট খাশানে কে আশা বর্ত্তিকা হস্তে নিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইবে ? সাধক হৃদয়ের শত প্রবাহিত অমৃতবারি তৃঃখ দারিজ্যের মধ্যে প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দেয়, সাধক হৃদয়ের পবিত্র আদর্শ সাম্থে দগুয়মান হইয়া অতীন্রিয় রাজ্যের পথ দেখাইয়া দেয়, সাধক মানব জাতির আদর্শ প্রুয়, সাধক মানুষের মধ্যে দেবতা। পুণ্যভূমি ভারত অন্য বিষয়ে দরিজা হইলেও তাঁহার একটা গৌরবের জিনিস আছে। তাঁহার ফুড় কুটারে, তাঁহার বনে প্রান্তরে, তাঁহার গ্রামে নগরে যেখানে যাও সেই খানেই ফ্রগীয় পারমার্থিক সঙ্গীত প্রবণ করিছে পারিবে। ভারত এক দিকে যেমন কবিতার রম্য কানন, অন্য দিগে সাধনার মনোজ্ঞ তপোবন।

এই রম্য কাননে, এই তপোবনে, কত কবির, কত সাধকের জীবনস্রোত নীরবে মিশিরাছে কে বলিতে পারে ? সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেই জ্বলম্ভ ভদ্ম রাশির একটী দীপশিখা. এই দীপশিখা কবে ক্ষলিয়াছিল এবং কোন স্থান আলোকিত করিয়াছিল, অনেক দিন তাহা সাধারণের অগোচর ছিল, বহু কষ্টে, বহু যত্নে ইহা জ্বানিতে পারা গিয়াছে যে, কবিরঞ্জন ১৬৪২ শঃ অন্দে হালি সহরের অন্তর্গত কুমারহট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত। যদিও তাঁহার কোন কোন সঙ্গীতের ভণিতাতে ছিল শব্দ\* দেখিয়া কেছ কেছ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন. কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য। এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথা ধতদূর বিধাস্য এমত আর কিছুই নছে। তিনি বিদ্যাত্মলরে আপনার পূর্ব্ব পূরুষ সম্বন্ধে যাইা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ঠ অসুমিত হয় যে তাঁহার আদি পূরুষেব নাম কৃত্তিবাস। সেই বংশ ধনবান, দানশীল ও দয়াবান ছিল। আমাদের বন্ধু ও দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কবিরঞ্জনের স্বহস্ত লিখিত এবং তাঁহার বংশধর-গণ হইতে শ্রুত যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অতীব বিশ্বদ এবং প্রামাণ্য।

প্রসাদের পূর্ব্বপুরুষের ও বংশধরগণের সংযোষিত বংশাবলী দেওয়া যাইতেছে। ুকবি-রঞ্জনের পিতার নাম রামেশ্বর সেন।



রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বান্ধালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

য়াঁহারা মিল, রামমোহন রায় প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মাগণের জীবনচরিত
পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের ইহাতে বিম্যাপন্ন হইবার কোন কারণ নাই।

রামপ্রসাদ যে শান্তে পারদর্শী হইয়াছিলেন, যে খোর সমস্যা প্রণে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট সংসারের শাস্ত্র নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যৌবনসীমায় পদার্গণ করিতে না করিতে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সংসারের গুরুতার মন্তকে ন্যন্ত হইল। ফুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিষয় কর্মের অনুসন্ধানে যাইতে হইল। তিনি কলিকাতায়

<sup>\*</sup> দ্বিজ শব্দ পরবর্তী যোজনা মাত্র। রামপ্রসাদের অনেক গান এইরূপে বিকৃত হইয়া

কোন\* ধনবানের বাড়ীতে মোহরিগিরি কর্মে নিযুক্ত হইলেন, কিন্ধ সাংসারিক কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিত না। কেমন করিয়া ভাল লাগিবে ? यँ। হার মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অমৃত্যময় আস্থাদ পাইয়াছে তিনি কেমন করিয়া সংসার পিঞ্জরে প্রাণকে আবদ্ধ করিয়া রাধিবেন ? তাঁহার প্রাণ ভক্তিরসের নির্মাল উৎস ছিল, ভক্তিতরজে হৃদয় এমনই উছলিয়া উঠিত যে তিনি সংসার ভুলিয়া, কাষ ভুলিয়া, মহাজনী খাতাতেই সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। একদিন ভাঁহার উপরম্থ কর্মচারী এই সকল দেখিয়া ভাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসক্ট হন এবং প্রভুকে তাহা দেখান। এই ঘটনা হইতেই প্রসাদের ভাবী জীবনের পথ পরিষ্কার হইল। তাঁহার প্রভু একজন গুণগ্রাহী ও ভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি মনোধোগের সহিত রামপ্রসাদের সঙ্গীত গুলি পাঠ করিলেন, এবং " আমায় দেওমা তবিলদারী " এই গানটী পাঠ করিয়া বিমুদ্ধ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রসাদের জীবনের কি উচ্চতর ব্রত ও মহত্তর সাধনা। তিনি সেই ব্রত ও সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। রাম-প্রসাদের সংসারের চিন্তা ঘূচিল, নিশ্চিন্ত মনে শক্তি সাধনায় রত হইলেন। ঐ সময়ে রাজা কুষ্ণচন্দ্র কুমার হটে আপমন করেন, ''তিনি রামপ্রসাদের কথা গুনিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আলাপ পরিচয়াদি করেন। রাজা কৃষ্ণচল্র গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি ও প্রারমার্থিক ভাব দেখিয়া মোহিত হইলেন; এবং রামপ্রসাদকে আপন সভাসদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামপ্রসাদ সম্ভ হইলেন না। কেন হইবেন? যাহার মন মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে শিথিয়াছে সে কেন কারাগারে বন্ধ হইতে যাইবে ? রাজা কৃষ্ণচল্র কোনরূপ বিরক্ত হইলেন না, বরং ভাষার হৃদরের উদারতা ও নিভীকতা দেখিয়া তাঁহাকে ১০০ বিষা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ এই অনুগ্রহের প্রতিদান স্বরূপ 'বিদ্যাস্থলর' রচনা করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করেন। এতভিন্ন রামপ্রসাদ "কালী কীর্ত্তন" "क्रक कीर्जन" ও "भिर कीर्जन" कार्या त्रह्मा करत्न। काली कीर्जरन छाहात तहना শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। যিনি সমস্ত জীবন কালী সাধনায় অভিবাহিত করিয়া-ছেন; কালীতে আহার, কালীতে বিহার কালীতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, ভাঁহার কালী কীর্ত্তন যে সর্কশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? তবে সঙ্গীতই তাঁহার অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি। সেই সঙ্গাত বাহ্যাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আর্ত নহে, বিলাস বাসনার খন অন্ধকারে আচ্ছন্ন নহে। তাহা সরল হৃদয়ের সরল ভ্রোতৃ; ভক্তি-রসের স্থবিমূল উৎস। তাহাতে গান্তীর্ব্য আছে, কঠোরতা নাই, অবিনাম গতি আছে,

<sup>\*</sup>এই রূপ জনশ্রুতি যে এই ধনবান ব্যক্তি ভূকিলাসের দেওয়ান গোলকচক্র ঘোষাল, কেহ বলেল ৺র্গাচরণ মিত্র।

আফালন নাই, ভাব আছে, ভাবুকতা নাই। একজন বঙ্গীয় স্থলেধক বলিয়াছেন "এই আদিরস প্লাবিত বন্ধ সাহিত্যের মধ্যে" প্রসাদী সন্ধীত নিচর একটা স্থাভিত দ্বীপরপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর তত্ত্ব সেই দ্বীপের ভূমি, কালীরূপ সেই ভূমির বাহ্যদেশ। ধর্ম্মের সহস্রবিধ ভূপ ও তরুরাজি এই দ্বীপকে স্থাভিত করিয়াছে। ভক্তি রস সেই ভূপ ও তরুরাজিকে পরিশোষণ করিতেছে। আর রামপ্রসাদের আত্মা কবির মত যেন এই দ্বীপের চারিদিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, বৈরাগ্য শান্তি ও স্থের বিহন্ধপণ বৃদ্ধ হইতে বৃক্ষান্তরে পড়িয়া কালী নামের সন্ধীতে দ্বীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে। আহা কি মধুময় স্থান! কি অমৃতময় নিকেতন! আমরা আদিরসে সন্তরণ দিয়া যখন এই দ্বীপে উপনীত হই,—তখন আমাদের লোচনহয় একদা সন্তপ্ত হয়, মন একদা প্রমন্ত হয়া উঠে, মন প্রমন্ত হইলে আমরা রামপ্রসাদের সঙ্গে গান গাইয়া একদা হদয় পরিত্প্ত করি'। এই অলোকসামান্য গুণেই প্রসাদী সন্ধীত সাহিত্য সংসারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিব্যাছে। এই রূপ একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রসাদ একজন সুগায়ক ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতের ভাব অজ্ঞাত ভাবে প্রাণের মর্ম্মছানে প্রবেশ করিয়া মন প্রাণ আকুলিত করিত। , কথিত আছে, প্রসাদের গান শুনিয়া
বিলাসী নবাব সিরাজের মনও বিগলিত হইয়াছিল। প্রসাদের নামের সঙ্গে একজন
বৈক্ষব কবি অচ্যুত গোস্বামীর নাম সংযুক্ত দেখা যায়। শৈব এবং বৈক্ষবে চিরদিনই
বিবাদ,প্রসাদ যখন কোন সঙ্গীত রচনা করিতেন, গোস্বামী—তাহার পাণ্টা গান রচনা করিয়া
তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেন। এই সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে অপ্রাসন্ধিক বোধে তাহা উদ্ভ্
করা পেল না। প্রসাদের সঙ্গীত রচনার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আহার বিহার যেরপ
সাভাবিক, সঙ্গীত রচনা তাহার পক্ষে সেই রপ স্বাভাবিক ইইয়াছিল। একটা সঙ্গীতে
"লাথ উকীল করেছি থাড়া" কথাটা দেখিয়া কেহ কেহ রামপ্রসাদ লক্ষ্ম সঙ্গীত রচনা
করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। লক্ষ্ম সঙ্গীত রচনা কথাটা আমরা কোনরূপ অসম্ভব
মনে করি না—; অথবা যদিও ঠিক একলক্ষ্ম রচনা না করিয়া থাকেন তবুও যে বহুসংখ্যক
রচনা করিয়াছেন তাহাতে কোন সর্ক্ষেহ নাই। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে অনেক অলোকিক
উপাধ্যান আছে।

১। রামপ্রসাদ তীর্থ ভ্রমশের আবশ্যকতা স্থীকার করিতেন না, তথাপি অনপূর্ণাকে গান শুনাইবার জন্য একবার কাশীতে গিয়াছিলেন।\*

<sup>\*</sup>৫০ পৃষ্ঠার ৪১ সংখ্যক সঙ্গীত দেখ। কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ বলিরাছেন; ভগবতী গোপবধ্ বেশে একান্রকাননে ধেনু চরাইয়া ছিলেন। (২৮,২১,ও৩০ পৃষ্ঠা—দেখ) ইহাকে বিদ্রাপ করিয়া গোমামী বলিলেনঃ—

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঠালের আমসত্ত মেয়ে হয়ে ধেকু কি চরায় রে।

- प्रश्नर काली छाँदात कन्छा क्रमिश्रतीत পतिवर्द्ध तिष्ठा वांधिशा तिन।
- ৩। স্বয়ং শিবা শিবারূপ ধারণ করিয়া তাঁছার হস্ত হইতে আছার গ্রছণ করিতেন।
- ৪। " গাবগাছ" হইতে পদ্ম নামাইয়া কালী পূজা করিয়াছিলেন।
- ে। রামপ্রসাদ পূর্কেই আপনার মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তদকুসারে তিনি কালী পূজা করেন, পরদিন কালী বিসর্জ্জনের সময় সকলের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে গলাতীরে গমন করিলেন, তথায় অর্দ্ধনাভী গলা জলে নামিয়া চারিটী গান করেন। 'বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।'' 'নিতান্ত যাবে দিন " 'কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজারে "ইত্যাদি সঙ্গীতত্ত্র গান করিয়া শেষে চতুর্থ সঙ্গীতের শেষ চরণে " মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা দক্ষিণা হয়েছে " বলিতে বলিতে ব্রহ্মরন্ধু ভেদ করিয়া প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইল। দরালচক্র বলেন " তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই; ভাবে মুত্য।" তাহাই স্ত্য। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ঘুমাইল, ভাবের ঘোরে অচেতন হইল। এখন দেখা যাউক রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্য কি ছিল, রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্য ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক হইতে মুক্ত হইয়া। তিনি (১১৩ সঙ্গীতে) বলিয়াছেন ' সতত ত্বিতাপের তাপে, হুদিভূমি গেল ফেটে।" \* আমরা দেখিতে পাই সকল হিন্দুরই সাধনার লক্ষ্য এই এক কথা—হুঃখের নির্ভি। মহাত্মা শাক্যসিংহ এই হুঃব হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্য রাজসিংহামন পায়ে ঠেলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। হিন্দুদর্শনে ও পাশ্চাত্য দর্শনে এই প্রভেদ, হিন্দুদর্শনের অন্থিতে অন্থিতে মজ্জাতে মুক্তির কথা--- হু:খ নিবৃত্তির কথা, পাশ্চাত্য দর্শন কেবল মন নিয়া ব্যস্ত। রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্যও তু:ধনিবৃদ্ধি। রামপ্রসাদ কি প্রকার মুক্তি চাহিতেন ? হিন্দু শাল্কে সালোক্য, সামীপ্য, সাধোজ্য, নির্ব্বাণ এই চারি প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে, রামপ্রসাদ ইহার (কান প্রকার মুক্তিরই কামনা করিতেন না. যথা— " নির্দ্রাণে কি আছে ফল।" রামপ্রসাদ ভক্তিই মুক্তির সোপান ছির করিয়াছিলেন, বেমন একটা সঙ্গীতে বলিয়াছেন, সকলের মূল ভক্তি, মূক্তি হয় মন তার দাসী।" বৈষ্ণব-গণ্ও ভক্তিকে সর্ক্রোচ্চ স্থান দিয়াছেন। বস্তুত:--সকল সাধকেরই একটী সন্মিলন স্থান আছে; বেখানে সকলকেই এক কথা বলিতে হয়, যাহা আসল সত্য তাহা সকলের পক্ষেই এক।

রামপ্রসাদের ধর্ম নিক্ষাম ধর্ম ছিল, তিনি সর্গের আশায় অথবা নরকের ভয়ে ধর্ম করেন নাই। যাহারা কামনা রাখিয়া ধর্ম করে তাহাদের ধর্ম নিকৃষ্ট ধর্ম, সার্থপর ধর্ম।

তা যদি হইত যশোদা বাইও গোপালে কি বলে পাঠায় রে।

<sup>\*</sup> १२ शृष्ठी (मध ।

" বিহায় কামান্ যঃ সর্কান্ পুমাং করতি নিস্পৃহঃ নির্মমো নির২ঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছন্তি ॥"

( ৭১ দ্বিঃ অঃ ডঃ গীঃ )

রামপ্রসাদ এই শান্তির জন্য বাসনাকে বিনাশ করিতে সচত যত্ন করিতেন, তিনি একটা সঙ্গাতে বলিয়াছেন—

> " বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে ক্ষার হবে তার পরিপাটী '' (৪৮ গীত)

ধার্মিক লোকদিগের মৃথ্যে প্রধান বিষয় এই দেখা ষায় যে তাঁহারা রন্দাতীত অর্থাৎ সুধ জুংখের অধীন নহেন। স্থা যদি আসে আস্ক্র, তুঃখ আসে আস্ক্র্ক্তি নাই, তাঁহার। সুধে উন্নাসিত হন না।

" যংহি ন ব্যথয়স্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্যভ।
সমত্থে প্রথং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্যতে ॥
(১৫ দ্বিঃ জঃ জঃ গীঃ

রামপ্রসাদও দশাতীত হইয়াছিলেন; তিনি বল্লিয়াছেন :—

" আমি কি প্রথেরে ডরাই

তখন হুখের বোঝা মাথায় নিয়ে হুঃখ
দিয়ে মা বাজার বসাই '' (৫৯ গীত)
"মন করোনা সুখের আশা
যদি অভয় পদে লবে বাসা"

মানুয যখন প্রার্থনা করে ঈশর তখন তাহার সহিত কথা কহেন ইহা ধর্ম জগতের একটী সার কথা। ইহাকেই প্রত্যাদেশ কহে। প্রত্যেক ধার্মিকেরই প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে; রামপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল, যথা;—"জেনেছি শ্রীনাথের বাণী" "পাগল বেটার কথায় মজে"ইত্যাদি। রামপ্রসাদ শাস্ত্র অভ্যান্ত মনে করিতেন না। অন্য শাস্ত্র দূরে থাকুক বেদের কথা বলিয়াছেন "বেদে দিল চক্ষে ধূলা" তিনি তীর্থ পর্যাইন অনাবশ্যক মনে করিতেন, তিনি বলিতেন "কাজ কি আমার কাশী। যার হৃত কাশী তহুরসী বিগলিত কেশী॥ (১১ গীত)

" আর কাজকি আমার কাশী এ" মাধ্যের পদতলে পড়ে আছে, গয়াগঙ্গা বারাণসী।" ( ৯২ গীভ ) সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নিভিম্ন ভাব রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ঘেমন দেখা যায় এমত আর

<sup>\*</sup> ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ। কিন্ত টীকার মুডান্ধন ভ্রমাদি আছে।

কোথাও নয়। রামপ্রসাদ মৃত্যুকে খেলার পুতৃলের ন্যায় মনে করিতেন ঘঁছোর পশ্চাৎ ভাগে স্বেহময়ী জগজ্জননী দণ্ডায়মান, যাহার মন ধর্মের অক্ষয় কবচে বন্ধ তিনি কেন মৃত্যুকে ভয় করিবেন। তিনি মৃত্যুকে ভয় করিবেন; ি মিন মৃত্যুকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেন, রাপ্রসাদ মার বলে বলীয়ান্ তাই তিনি বলিয়াছেন।

তুই বাবে কি করিবি শমন
শ্যামা মাকে করেদ করেছি। (১৫৩ গীত ১
দূর হরে বা বমের ভাটা।
আমি ব্রহ্মমন্ত্রীর বেটা। (১৩৬ গীত)
ওরে আমি কালীর হৃত, বমের দূতি
বলগে তোর বমরাজারে॥ (১৩৭ গীত)

৬৫, ১৩৮, ১৩৯ প্রভৃতি সঙ্গীতে তিনি মমকে তুচ্ছ করিয়াঝেন।

ঈশ্বর জ্ঞান। রামপ্রসাদ যুক্তি, তর্কঘারা ঈশ্বর নিরূপণ করিতেন না। সৃষ্টির কৌশল দেখিয়া স্রন্থার পরিচয়ের আবশ্যকতা মনে করিতেন না। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে দর্শন, বিজ্ঞানের সাহায্য অনাবশ্যক। ।তিনি নিত্যপ্রত্যক্ষ। (Direct consciousness) রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরপণের কথা দেঁতোর হাঁসি।" অর্থাং স্থাতাবিক। রামপ্রসাদ কালীয় সাধক ছিলেন, তিনি কিরূপ কালীর সাধনা করিতেন ? তিনি কি মৃত্তিকানির্ম্মিত কালীর সাধনা করিতেন ? তিনি কি সীমাবদ্ধ দেবতার উপাসক ছিলেন ? কথনই না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন

"ওরে শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা।"

"শ্রীরাম প্রসাদ রুটে, মা বিরাজে সর্কাষটে।"
মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন আই চেরে দেখনা॥
ওরে ত্রিভূবন ষে মারের মূর্ত্তি—
জেনেও কি মন তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার
কর্তে চাওরে উপাসনা। (১৫১ গীত)

এই রূপ অনেক সঙ্গীতে তিনি নিরাকার উপাসনার কথা বলিয়াছেন।

ঈশরকে কিরূপ উপাসনা করিতে হইবে? তাঁহাকে কি কোনরূপ বাহ্য বস্ত ছারা পূজা করিতে হইবে ? না, প্রসাদ বলিতেছেন

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন বে মা
স্থমগুর খাদ্য নানা।

ওবে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস ভায়
আলো চাল আর বুট ভিজানা। (১৫১ গীত)
ঈবর ভাবের বিষয় (Spirit) ভাহাকে ভাবে ধরিতে হইবে। যথা
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত

মে বে ভাবের ।ববর ভাব ব্যতাত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে। (৫৫ গীড)

রামপ্রদাদ ধর্মের বাহাাসুষ্ঠানকে সাধনার পথের অন্তরায় মনে করিতেন। ষধা;— জাক জমকে কর্লে পূজা অহস্কার হয় মনে মনে।

ধাতৃ পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোমর প্রতিমা করি
বসাও—ক্রদি পদ্মাসনে। (৬১ গীত)

রামপ্রসাদ দৈতবাদী কি অদৈতবাদী দ্বিলেন। আমরা দেখাইয়াছি রামপ্রসাদ পৌতালিক ছিলেন না, এখন দেখাইব তিনি দৈতবাদীও ছিলেন না। রামপ্রসাদ বলিতেন তাহার মন অবিদ্যায় আচ্ছন রহিয়াছে; তিনি ধর্মাধর্ম, শুচি অশুচি, তুথ হুঃখের প্রভেদ মানিতেন না। তিনি বলিতেন অহস্কারের বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মেনা। সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থাৎ কালী ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আমরা প্রমাণ স্বরূপ তাহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"অভচি ভচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে ভবি।

যথন হই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥

অহন্ধার অবিদ্যা তোর, সে' টাকে তাড়ায়ে দিবি।

"ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থোবা।

ওরে জ্ঞান খড়ো বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা॥"

"কেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

তুমি কর্ম্ম ধর্মাধর্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।

ওমা তুমি ক্লিতি ভক্তি জল, ফল ফলাচ্চ ফলা গাছে॥

তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মৃক্তি শিব বলেছে।

ওমা তুমি ভ্রং তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে।

"ওরে ত্রিভূবন যে" মারের মৃত্তি জেনেও কি তা জান না।"

পাঠক। অদ্য সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিয়া আপনাদের নিকট বিদার লইতে বাধ্য হইলাম। শক্তিসাধকদিগের মধ্যে রামপ্রসাদের শক্তেই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রামতুলাল রায় ও দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের স্থান। আমরা তাঁহাদের উৎকৃত্ত গানগুলি সাধকসন্থীতের দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিলাম। কিন্ত তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না—

"কোথা মম অবকাশ রঞ্জিব कি ছার।"

ষদি সময় পাই তবে একদিন এই অভাব পুরণ করিব।''

শ্ৰীষাভতোৰ চৌধুরী।

(गाधृनि।

গোগুলি কনক বেলা. পরায় কিরণ-বালা পল্লবের কাণে সোনা হুল ঝিকিমিকি, মাথা নাডি কয় কথা অনিলের সনে পাতা, তরুর পিছন হতে রবি মারে উঁকি, चन कानरनत्र होत्रा দুরান্তরে মিশি গিয়া অন্ধকার জমিয়াছে বেখা রাশি রাশি. একটু একটু করে স্থূৰ সেধান হতে তরল অঁধার ধীরে পড়িতেছে খসি: ধরার উজ্জ্বল স্থ कानरनद्र भगम दुक, यनिन ছারার ভার দিবে खाँथाরিরা। শোকের প্রকৃতি বথা জ্পরেতে দের ব্যথা নিজে অ'।ধিনীরে ভাসে দের ভাসাইরা।

वीनितीसमाहिनी मानी।

#### পুরস্কার।

( A comparison. )

The lapse of time and rivers is the same,
Both speed their journey with a restless stream;
The silent pace, with which they steal away,
No wealth can bribe, no prayers persuade to stay;
Alike irrevocable both when pass'd,
And a wide ocean swallows both at last;
Though each resemble each in every part,
A difference strikes at length the musing heart;
Streams never flow in vain; where streams abound,
How loughs the land with various plenty crowned!
But time, that should enrich the nobler mind,
Neglected, leaves a dreary waste behind".

বালকের গ্রাহকগণের মধ্যে উল্লিখিত ইংরাজি পদ্যটির যিনি সর্কোৎকৃষ্ট পদ্যালুবাদ করিবেন, নিবাধই নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার দাস দত্ত ভাঁহাকে কয়েকথানি ইংরাজি গ্রন্থ পুরস্কার দিবেন, পুরস্কার আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। অনুবাদ বর্তমান চৈত্রমাদের ১৫ই মধ্যে আমাদের নিকট আশা আবশ্যক। অনুবাদটি প্রারচ্ছন্দে এবং এক একটি লাইনের অনুবাদও এক একটি লাইনের মধ্যে মৃওয়া চাই।

নিম্লিখিত ধাঁধাঁ গৃইটি লক্ষ্ণে ইইতে বালকের জনৈক পাঠক তাঁহার সহপাঠকদিগকে উপহার পাঠাইয়াছেন।

ર

জন আমার অগ্নি হতে অংশনি সম্ভবে, দৌপদী না হই আমি নাতিনি সাতিনী, অতি রমণীর রূপে আমি রূপবতী, পতির অত্যম্ভ ভালবাসা আমি হই, কার্য্যকালে দক্ষিণেতে হই উপনীত, পতির যতনে দীর্ঘ জীবনে জীবিত, অতি বৃদ্ধ হয়ে পতি হইলে নিধন, পতির বিয়োগে আমি বিধবা না হই, পরিবার আমার নাহিক এক জন, করিবেন কুপা বিনি সহুত্তর দানে,

বনমধ্যে সদা থাকি বনবাসী নই
বানের অগ্রেতে হলে জরী বীর মুখে
বনমধ্যে হলে ভভ কার্য্যে সন্তামণ
বাহন বিহনে আবার অন্য নাম ধরি
প্রবিষ্ঠিত কার্য্যে বাধা দেওয়া মম কার

বীরত্বে পতিত্বে বরেছিলাম পাগুবে !
বীর সোহাগিনী আবার বীর বিষাতিনী।
ঈবং বাঁকায় আবার মুগ্ধ বীরপতি।
সজ্জার সময়ে তাঁরে বামে আমি রই।
সেইকালে রক্তে শিক্ত হই উন্মাদিত।
বোবনে বার্জক্যে কদাচিত কলুষিত।
তথ্যতার পায় নবীন বোবন।
অকলক্ষে পতি পুত্রের পায়ী হয়ে রই।
পরিবার মধ্যে কিক্ত থাকি অনুক্ষণ।
লোধিব সুধীর ধার বিধির বিধানে।

চালনা সংখোগে আমি বছরপী হই।
মধ্যে হলে মুদ্ধে গণ্য পগুরাজ সাতে।
মন মধ্যে হলে হই অত্যন্ত ভীষণ।
বাহন আমার চক্র রথ পরিহরি।
কে আমি আরারে বল পণ্ডিত সমাজ।

### নৃতন সেলায়ের কল।

দশটাকামাত্র ব্যন্ন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার নিজের নিজের পোসাক প্রস্তুত্ত করিতে পারিবেন।

অতি সহজেই কলকৌশল বুনিয়া ব্যবহার করা যায়, এমন স্থলর নিকেল প্লেটেড্
"পকেট সেলাই যয়" নিয় সাক্ষরকারী ব্যক্তি কেবল মাত্র দশটাকা মূল্যে বিনা মান্তলে
ভারতবর্ধের সর্কিছানে পাঠাইবার নিমিত্ত অর্ডার রেজেইরি করিতে প্রস্তুত আছেন।
এই কলের কাটতি এখনি অনেক বেশী, এবং আরো বেশী হইবার সন্তাবনা। স্তরাং
অর্ডারের নম্বর ও তারিধ অনুসারে ক্রেডাগণের নাম রেজেইরি করিয়া পর পর জিনিস
প্রেরিত হইবে। অতএব গ্রহণেচ্চুকগণ অবিলম্বে তাঁহাদিগের স্ব স্থ নাম ও পূর্ণ ঠিকানার
সহিত প্রত্যেক কলের জন্য আপাততঃ ২ টাকা স্ত্যাম্প অথবা মনি অর্ডার দ্বারা পাঠাইয়া
ভাঁহাদিগের অর্ডার রেজেইরী করাইবেন; জিনিস পাইলে অবশিষ্ট টাকা দিতে হইবে।

জোসেফ সোয়ারেস। ৩৩ নং এলফিনস্টোন সার্কেল, বম্বে।

উৎকৃষ্ট অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ।
ডাক্তার রামদাস সেন এম, আর, এ, এস, কৃত
ভারত রহস্য প্রথম ভাগ।
৩০১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১১ টাকা, ডাক মাস্থল ৴১০ আনা।

ইহাতে আর্ঘ্যজাতির আচার, ব্যবহার ও ধর্মসম্বন্ধীয় নিয়ম অতি উত্তম্রূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রন্থকার কৃত ঐতিহাসিক রহস্য ১।২।৩ ভাগ মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১০ টাকা, ডাক মাস্থল ৴০ আনা, ও রত্তরহস্য মূল্য ১।০ ডাক মাস্থল ৴১০ আনা ও অপস্থি মতম্ মূল্য ॥০ আনা। কলিকাতা বোড়া সাঁকো, বারাণসী ঘোষের খ্রীট ১৪৮ নং সংস্কৃত ডিপ-জিটরিতে ও ৫৫ নং কলেজ খ্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রেয় হইতেছে।

### অতি অঁপূর্ক ভ্রমণ র্ত্তান্ত। বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন।

२৫२ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১১ টাকা, ডাক মাস্থল ৴ আনা।

" এই পৃস্তকে এমন অনেক নতন নৃতন দৃশ্যের বর্ণনা আছে, যাহা বাঙ্গালার আর কোন পৃস্তকে নাই। এরূপ পৃস্তকের বহুল প্রচারে জ্ঞানর্দ্ধি হয়. মন তৃপ্তি পায়।" নব্যভারত। " এই পৃস্তক পাঠ করিতে করিতে অন্তঃকরণ কৌতৃহল ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে।" আলোচনা। "ইহাতে ইংলও, ফ্বান্স ও ইতালীর দৃশ্য সকলের স্থান্দর চিত্র আছে এবং সেই চিত্র সকল হৃদয়গ্রাহী ও কৌতৃহলোদীপক।" বামাবোধনী। "গ্রন্থখানি পদ্ধিলেই বৃধা যায় ইহা কোন শিক্ষানবিশের লেখা নহে। প্রাপ্ত বয়য় মার্জ্জিত বৃদ্ধি, মার্জ্জিত-কুচি দ্রদর্শী লোকের লেখা। বস্তুতঃ গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজে স্থপ্রিচিত।" স্বরভি। এই পৃস্তক সংস্কৃত ডিপজিটরী, ৫৫ নং কলেজ খ্লীট ক্যানিং লাইত্রেরী ও ২০১ নং কর্ণ-ওয়ালিস খ্লীট বেক্বল মেডিকেল লাইত্রেরীতে পাওয়া বায়।

# थर्यात्र निश्रम।

নানা দেশের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহসা-মনে হইতে পারে যে, ধর্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই--ধর্ম কেবল একটা কথার কথা। কিন্তু দেই-সকল বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের মধ্যে স্থির-চিত্তে তলাইয়া দেখিলে তাহার অবিকল বিপরীত দেখিতে পাওয়া ঘাইবে; দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সর্ব্বতই মন্তুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্মের নিয়ম ন্যুনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া আদিতেছে। আফ্রিকা দেশের জঙ্গুলিয়ারা (Bushmen) ব্যাধ-বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না; যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ভক্ষণ করে; কল্য কি থাইবে অদ্য তাহা ভাবে না; থাদ্য সন্মুখে পাইলে থামিতে জানে না; উপবাদ করিতেছে তো উপবাদই করিতেছে,—কিন্তু দৈব-যোগে যদি একটা বড়-রৰুমের শিকার সংগ্রহ করিতে পারিল, তবে তাহার সমস্তটা যতক্ষণ না উদরহু করে, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে না; অদ্যকার পুঁজি অদ্যই পার করিয়া নেয়, কল্যকার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাথে না। ইহাদের মধ্যে যদি কোন অসাধারণ ব্যক্তি একটা শা-মোরোগের বারো আনা অংশ ধ্বংশ করিয়া চারি আনা অংশ কল্যকার জন্য দঞ্চিত করিয়া রাখে; তবে দে-তাহার অসামান্ত কার্য্য কত-না ধৈর্য্য দহিষ্ণুতা ও মনঃসংযমের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ কার্য্যই এখানকার এক মাত্র ধর্ম্ম কার্য্য। এ ধর্ম কার্য্য—আর কিছু নয়—কল্যকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার লোভ প্রবৃত্তিকে দমন করা; এরূপ কার্য্যের লক্ষ্য স্বার্থের অধিক আর কিছুই নহে। স্বার্থ-শব্দ এখানে নিতান্ত চলিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—এটি যেন সর্বাদা মনে থাকে। আপনি ভাল থা'ব-ভাল পর'ব, ইহাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকেই লোকে স্বার্থ-পর বলে; শুদ্ধ কেবল আপনার কায়িক কুশলই প্রধান তঃ স্বার্থ-শন্দের বাচ্য। যেখানে স্বার্থের উপরে আর-কোন নিয়ামক নাই, দেখানে শারীরিক কুশল এবং মানসিক কুশল এ-ছ্যের মধ্যে অতি অল্লই প্রভেদ। স্নেহ-প্রেমাদি বৃত্তির চরিতার্থতার উপরেই মান-দিক কুশল নির্ভর করে; কিন্তু স্লেহ-প্রেমাদির লক্ষ্যের ভিতর—শুধু কেবল আপনার হিত নহে—অন্যেরও হিত—অন্তর্ভূত রহিয়াছে,—স্কুতরাং এ-সকল বৃত্তির পরিচালনা স্বার্থকে ছাড়াইয়া উঠে; প্রত্যুত, যেখানে গুদ্ধ কেবল আপনার শারীরিক স্থ্য-স্বচ্ছন্দতা মহুষ্যের একমাত্র কাম্য বস্তু, দেখানে অন্যের হিতের প্রতি লক্ষ্য-সমাধানের পথ এখনো উন্মৃক্ত হয় নাই; স্থতরাং সেইখানেই স্বার্থের—খাঁটি স্বার্থের—নিজ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই স্বার্থোদিষ্ট কায়িক কুশল-টি নির্বিলে রক্ষা করিতে হইলে লোভাদি প্রবৃত্তি-সকলকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করা আবশ্যক,—ইহারই নাম স্বার্থ দারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা; বিষয় তো এই —কিন্তু ইহাই এখানকার পক্ষে এমনি

কঠিন কার্য্য যে, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে;—যে ব্যক্তি ছই দিনের খাদ্য সন্মুখে পাইলে এক দিনেই তাহা উদরস্থ না করে, সে ব্যক্তি এখানকার অসাধারণ ব্যক্তি।

এই সকল জঙ্গুলিয়া-দিগের অনতিদ্রে গৃহস্থ কাফ্রীদের বসতি-স্থান। গৃহস্থ কাফ্রী-দের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রক্টিত হওয়াতে ইহারা স্বার্থের আস্বাদ বিশেষ-ক্সপে অবগত ইইয়াছে। মৃগয়া-লব্ধ পশুর মাংস তো আছেই—তদ্ভিন্ন গো-ছগ্ধ ও ভুটা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। হস্তীর মাংস – বিশেষতঃ হস্তীর পদ-পল্লব —ইহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা উপাদের খাদ্য সামগ্রী। ইহাদের এক এক পুরুষের অনেক-গুলি স্ত্রী; আর, গৃহপতির নিজের একটি স্বতন্ত্র কুটার তো আছেই, তদ্ভিন্ন, যাহার যতগুলি স্ত্রী— তাহার আলয় ততগুলি কুটারের সমষ্টি; আর, এক-একটি কুটার এক-একটি স্ত্রীর বাসস্থান। সেই কুটীর-গুলি চক্রাকারে সলিবেশিত হইলা মাঝথানকার উঠানের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, ও সেই উঠানে গৃহের গরুরা মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এক কথায় বলিতে হইলে—এক-একটি আলয় এক-একটি অনাবৃত গোয়াল ঘর, ও তাহার চারিদিগের কুটার-মণ্ডলী সেই গোয়াল-বরের বেষ্টন-পরিধি। ইহাদের ক্র্যি-কার্য্য এরূপ অপক্ল থে, ইহারা হল-কর্ষণ জানে না। ইহাদের স্ত্রীরা কদ্ধ কেবল রন্ধনাদি করিয়াই পার পায় না; ক্ষেত্রের কার্য্য, কুটীর-নির্ম্মাণ, <sup>1</sup>মোট বহা, প্রভৃতি যত কিছু কন্তকর ব্যাপার— সমস্তই স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া, স্বামী, বাহিরে পশু-হত্যা ও গৃহে স্ত্রী-হত্যার কাছাকাছি, এই ছয়ের মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীকে দিরা মুটে-মভুরের কার্য্য করাইয়া লুইবার জনাই স্বামী তাহাকে ঘরে রাথে ও প্রতিপালন করে—নহিলে তাহাকে ষর হইতে বাহির করিয়া দিবার কোন আপত্তি ছিল না। স্বামী আপনার স্বার্থের উদ্দেশে—যত অল্প ব্যয়ে পারে—স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ও স্বামীর উচ্ছিষ্টাবশেষ যৎ-স্বল্ল অল্লের একমাত্র ভরসায়, স্ত্রী, জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কায়-ক্লেশে বর্ত্তিয়া থাকে। এক তো আধ-পেটা অন্ন, তাহার উপর কঠোর পরিশ্রম, তাহার উপর সস্তান প্রতিপালন, তাহার উপর সপত্নী-কলহ, তাহার উপর স্বামীর উৎপীড়ন,—স্ত্রীরা त्य यथु-त्योवन भात इहेत्छ-ना-इहेत्छहे वार्क्तत्का भागर्थन कतिया मानव-नीना मध्यत করে—ইহাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই; আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে—তাহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সকল গৃহস্থ কাফ্রীরা জন্মুলিয়াদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে দভা। পূর্ব-কথিত জঙ্গুলিয়াদের ধর্ম-নিয়ম বড় জোর এই পর্যান্ত সন্তবে যে, প্রবৃত্তি-বিশেষকে স্বার্থ দারা নিয়মিত করিতে হইবে। গৃহস্থ কাফ্রীরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বার্থের নিয়মটি মানিয়া চলে; তথ্যতীত, এখানকার নৃতন আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, স্বার্থকৈ গার্হস্তা দারা নিয়মিত করিতে হইবে,—উচিত েকবল নয়—হইতে-করিতে কালে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গার্হস্থোর এখানে নিতাস্তই হীনাবস্থা;--কন্যা-বিক্রমই এথানকার কন্যা-সম্প্রদান; স্ত্রী এথানে স্বামীর

সহধর্মিণী হওয়া দূরে থাকুক্—দাসী অপেকাও অধম। পুত্র বড় হইলে পাছে সে মাতাকে ঘরের দাসী অপেকা অধিক কিছু মনে করে, এজন্য এখানকার শাস্ত্র এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের পক্ষে মাতার বাধ্য হওয়া কা-পুরুষের লক্ষণ; কিন্তু পুত্রের গোঁপ দাড়ি উঠিতে না উঠিতেই সে যদি মাতাকে প্রহার করিতে শেখে, তবে কালে সে যে একজন বীর-পুরুষ হইবে—এ বিষয়ে আর কাহারো অণু-মাত্র সংশয় থাকে না। কৌলীন্য বলিয়া একটা যে. সামগ্রী, অর্থাৎ যাহাকে আমরা সৎকুলোচিত ভদ্র ব্যবহার বলি, তাহা এখানকার ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি স্থবুদ্ধি এবং স্লেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া গার্হস্থের নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া চলে, স্বার্থকে কিয়ৎ-পরিমাণে গার্হস্থা-দারা নিয়মিত করে, —স্ত্রীক্রে মর্মান্তিক প্রহার না করে ও নিতান্ত গর্দভের মত না থাটায়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম-কার্য্য।

অতঃপর আরব দেশের মরুভূমির মধ্যে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যা'ক্। চারি দিকে বিশাল মরুভূমি ধুধু করিতেছে—তাহার মধ্যে এথানে তিন চারি ঘর গৃহস্থ (গৃহস্ত ঠিক্ নয় — তাঁবুস্থ) ও তাহার বছ দুরে এক কা আর কতক-গুলি ঘর, বাস করি-তেছে। থর্জ্জারের ফল, ক্পের জল, উট্টের হ্রগ্ধ, মেষ মাংস, কলাচিৎ কথনো বা উট্টের भारम, इंडाप्नत कीवरनत अक्यांज मश्रम। कार्ज्य, लाकांठांत विन्ना अक्टो रव, माम शी, অর্থাৎ স্মাজের নানা অঙ্গ-প্রতাজ্বের সংঘার্ধ যেরূপ আচার-বাবহার প্রস্তুত হয়— সেরপ কোন-কিছু, এথানে স্থান পাইতে পারে না; তথাপি কুল-পরম্পরা-ক্রমে যেরপ আচার-ব্যবহার চলিয়া আদিতেছে, তাহা এখানে সকলেরই সম্ভল্নীয়; কুলাচারই এখানে সর্ব্যপ্রধান নিয়ামক। কৌলীনোর মর্য্যাদা ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে অব-গত আছে; ইহার সামানা একটি উদাহরণ এই যে. ইহাদের অনেকের নামের সঙ্গে "অম্কের সন্তান" এই ভাবের একটি উপাধি এথিত থাকে,—বেমন বেন জামিন অর্থাৎ জামিন বংশের সন্তান। এই দকল অসভা আরবেরা যদিচ দত্মারুত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তথাপি, শুদ্ধ কেবল কুলাগারের বশবর্তী হইয়া অভ্যাপত অতিথির দ্ব্যাদি হরণে ক্ষান্ত থাকে,—ইহাই ইহাদের পকে যথেষ্ট ধর্ম-কার্যা। এরূপ অসভা লোকেরা যদি কুলাচারকেই সর্ব্বোচ্চ ধর্মানিয়ম মনে করে—তবে তাহাদের সে কথা নিতান্ত অবজ্ঞার সামগ্রী নহে; এখানকার পক্ষে তাহা বাস্তবিকই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম-নিয়ম-তাহা বাস্তবিকই ঈশ্বরের আদেশ; কারণ, এখানে তাহা-অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা স্নেহ এবং যত্নের সামগ্রী-পৃহপতিরা ভক্তির পাত্র। স্বার্থ, এখানে, গার্হস্তোর অধীন,—শারীরিক প্রাণ মানসিক প্রাণের ষধীন; মানসিক প্রাণ — অর্থাৎ ক্লেছ-মমতা। অভ্যাগত অতিথির রীতিমত সংকার না করিলে—ভধুকেবল আপনার নয়—কিন্তুসমন্ত গৃহের অকল্যাণ হইবে, এই ভাবিয়া <sup>ইহারা</sup> সাধ্য-মতে অভিথি-সেবার ফটি করেনা। কঠোপনিযদে আছে "বৈশানরঃ

প্রবিশত্যতিথি ত্রান্ধিণো গৃহান্" অঘির ভাষ ত্রান্ধণ অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে যদি না শাস্ত করা যায় তবে তাঁহার নিশ্বাদে গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। হইলে হয় কি,—আরব দেশীয় অসভ্যদিগের আতিথ্য কিছু অদ্ভূত প্রকার;—অতিথি যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণ সে মস্তকের মণি; কিন্ত সেই অতিথি যথন গৃহাভিমুখে আসিতেছে—গৃহে প্রবেশ করিতে কেবল বাকি—তথন ঐ আরব তঙ্করেরা তাহার সর্বস্থ অপহরণ করিতে কিছু মাত্র লজ্জিত বা বৃষ্ঠিত হয় না; তবে, অতিথির ভার-লাঘব কার্য্য স্কচাকরণে সম্পন্ন করিয়া—তাহার পর—তাহাকে গৃহে আনিয়া তাহার হথোচিত সৎকার করে ও তাহাকে গস্তব্য পথে নিরাপদে অগ্রসর করিয়া দেয়; এই যে করে—ইহাই এখানকার পক্ষে যথেই ধর্ম কায্য। পূর্বেষে ছইটি নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ হারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য হারা নিয়মিত করিতে হইবে, এ ছইটি নিয়ম এখানে অপেকা-কৃত অধিক পরিমাণে প্রচলিত; তদ্যতীত, এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য হারা (অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা-হারা) গার্হস্থাকে নিয়মিত করিতে হইবে। গার্হস্থা হইতে কৌলীন্য, অথবা যাহা একই কথা—তদ্রতা, কিরপে অল্পে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, এই খুলে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আবশ্রত

গৃহপতির যথন সন্তান-সন্ততি বিস্তৃত :ইয়া এক গৃহের অধিবাসীরা নানা গৃহে ছট্কিয়া পড়ে, তথন গৃহপতি সেই সকল গৃহের মধ্যস্থলে বাস করিয়া কুলপতি হইয়া দাঁডা'ন। তিনি সকলকেই আপনার সন্তান-সন্ততি জানিয়া সকলেরই মঞ্চল কামনা করেন; কাজেই সকলে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদা করেও তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনি যদি অবিবেচনা-পূর্বক মাহাকে তাহাকে যাহা তাহা আদেশ করেন, তবে তাঁহার শাসন অচিরে উচ্চুজ্ল ইইয়া যায়, তাহা 🖰 করিয়া, বে-সকল মঞ্ল-নিয়ম পুরুষায়ু-ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তিনি আনর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পা'ন। তিনি উপদেশ এবং দৃষ্ট. ১ ধারা এই অভিপ্রায়-টি ব্যক্ত করেন যে, "আমিই এখানে সর্বের্ম সর্বা—আমার উপরে আর কেহই নাই—আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারি, তবুও দেথ-পূর্ব্ব-প্রুবদিণের মঙ্গল নিয়মের অধীনে মন্তক অবনত করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি; অতএব সেরপ করা তোমাদের আরো কত না কর্ত্তব্য।" কুলের কোন অবাধ্য সম্ভান যদি কোন-প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করে, তবে কুলপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের নজির দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেটা করেন;— তিনি হয় তো বলেন "পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক অমুক নিয়মে চলিতেন বলিয়া তাঁহারা তিন শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; তাঁধাদের বাহুবল এরপ ছিল যে, সমগ্র একটা তালগাছ তাঁহারা অবলীলাক্রমে উৎপাট্ন করিয়া ফেলিতেন; তোমরাও সেইরূপ নিয়মে চলিলে তোমরাও তাঁহাদের মত আয়ুখান্ বলবান্ ও বীর্যাবান্ হইবে।'' এরপ বল্বৎ এবং

অকাট্য প্রমাণের উপর কাহারো আর কোন কথা চলিতে পারে না! এই স্থানটিতেই ইতিহাস-পুরাণাদির বীজ-বপনের প্রথম স্ত্রপাত হয়। এইরূপ করিয়া ক্রমে যথন কুলোচিত আচার-ব্যবহার রীতি-নাতি কুলক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়, তথন সমস্ত গৃহের গার্হস্তা দেই সকল রীতি নীতি দারা নিয়মিত হয়। প্রসঙ্গাধীন, এই একটি কথার উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হইতেছে যে, যত কিছু বলা হইল সমস্তই— যুদ্ধ বিগ্রহাদি কাঁটা (थाँ। जान निया या मरक्रिंप पायां वाय - नना इहेन। ममस् विवयन यनि आत्मापास খুলিয়া বলিতে হয়, তবে তাহার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে: তাহা করিতে গেলে এক-তো পূ্থি বাড়িয়া যায়, তাহাতে আবার, তাহার নানা দিকে নানা ছিদ্র পাইয়া বছ-তর অপ্রায়পিক কথার বন্যা আদিয়া প্রকৃত প্রস্তাবটিকে সাত হাত জলের নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এথানকার বীজ মন্ত্র এই যে, "যংস্বল্লং ত্রিস্তিং" যাহা অল তাহাই মিষ্ট।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রস্থত হইয়া সকলে একই কুল-স্ত্তে গ্রথিত হয়, সেইরপ এক কুল ২ইতে নানা কুল প্রস্ত ২ইয়া সকলে একই সমাজ-স্তে গ্রথিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি অ'বিভৃত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে ়িন স্পাপেকা ওজস্বী, তিনি দেশেব রাজা হই দাড়া'ন। এখন রাজ্যভাই সমস্ত লংশর ম্থিত সারাংশ এবং অভুক্রণায় আৰুশ। মে গ্রাম রাজধানী হইতে ষ্ত দূর-বটা ্য গ্রাম সভাতা-বোপানে তত পশ্চ। 😚 🕒 ব গ্রাম রাজধানীর যত নিকটবতী, ্য হাম সভাতা-দে!পানে তত অথবতী। ামে রাজ-সভাব সভাতা সমস্ত দেশময় ্নের্বক পরিব্যাপ্ত হহল — লাহাই দেশের সভ । ১ইলা দাঁড়ার। কিন্তু দূর-দূর-স্থিত প্রত্তিমার প্রজালার, সভাতার বড় একটা ধান বারে না; তাহারা পুরের যেমন স্বস্থ কুলপাতর অধীনে অবভিত্ত করিত, এখনো ানকটা সেই ভাবেই অবভিত্তি করে। যে প্রদেশ রাজধানার যত নিকটবভী, সেই প্রদেশের কুলাচাত ততই লোকাচার ছারা নিয়-মিত হয়। পূর্বের যে তিনটি ধ্যা-নিয়নের কলা বলা হইয়াছে, কি না-প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দারা, স্বার্থকে গার্হতা দারা, গাহতাকে কোলীনা দারা, নিয়মিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্বাতাত—এথানে নবোন্মেনি স্থাব-একটি ধর্ম-নিয়ম এই থে, কৌলীনাকে সভাতা-দারা নির্মিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নৃত্ন উদ্রেকের সময়, রাজধানীর নিক্টবর্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপের অভ্যন্তরে কব িত হইয়া যায় ; কিন্তু দূরবর্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ ন্ানাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুল-পতিরা দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। এরপ অবস্থায়—একদিকে লোকপতি রাজা এবং আর-এক দিকে কুলপতি-ব্যুহ উভয়েই জন-সাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সবিশেষ প্রয়াস পা'ন; স্থতরাং লোকরঞ্জন হুই দলেরই প্রধানতম কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জন-

সাধারণের উপর রাজা এবং কুর্লপতি-বৃহে উভয়েরই অত্যাচারের পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে; অবশেষে সে পথ এরপ অবরুদ্ধ হইয়া যায় যে, রাজা ধর্মের অনুবর্ত্তী হইয়ারাজ্য শাসন না করিলে তাঁহার রাজ্ব কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। পূর্বতন কালে আমাদের দেশের ক্ষতিয় প্রতাপ বান্ধণের ব্রন্ধতেজ দারা সময়ে সময়ে পরিশোধিত হইত; এজন্য এরপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতীব পূর্ব্বকালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতিরা যে, লোকপতির সহিত বাছবলে অ'টিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার অতি অল্লই সম্ভাবনা; কাজেই, গত্যস্তর-বিহীন কুলপতিরা লোকরঞ্জন-কার্য্যে সমধিক আগ্রহান্বিত হইলেন ও প্রতাপোন্মত্ত রাজা সে দিকে তত্টা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগা উপনিষদে আছে যে, যিনি জ্ঞাতি-দিগকে বশ করিতে পারেন তিনিই বশিষ্ঠ; ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পুরাকালে বশিষ্ঠ নামক বিশেষ একজন মহর্ষি থাকুন বা না থাকুন-কিন্তু এটা স্থির বে. ঐ নামটি প্রধান প্রধান কুলপতিদিগের উপাধি ছিল। এই সময়ে, রাজা বাহুবল দারা লোকের বল-বীর্ঘ্য বশ করিলেন, কুলপতিরা স্ভাব দারা লোকের হৃদয় বশ করিলেন। জন-সাধারণের সদয় কিছু কম সামগ্রী নহে,—তাহার বলে বলী হইয়া কুলপতির শাপাস্ত্র যে, সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জয়লাভ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কুলপতি বশিঠের সহিত লোকপতি-বিশ্বামিতের সংগ্রামের অভান্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রত্ন মাটি-চাপা রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? বিশ্বামিত্র নামটিই ইঙ্গিতচ্চলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বামিত্র কুলপতিদিগের স্থায় মৈত্রী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইরাছিলেন—কল্পতি-দিগের নিজের অস্ত্রে কুলপতিদিগের দহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাদিক গুহা-গহরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এগানে আমার যাহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল. এই ছুই দলের ঘর্ষাঘর্ষি হুইতে বিশুদ্ধ ধর্ম সভ্য-সমাজে প্রস্থত হুইয়া দীপ্ত ভুতাদনের ন্যায় সর্কোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই ওভ ঘটনাটি যথন উপস্থিত হয়, তথন বিশুদ্ধ ধর্ম রাজারও রাজা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্বের রাজ-সভা-হইতে সভাতা উৎসারিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম উদ্ভাসিত হইয়া সভাতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্মই প্রাকৃত পক্ষে রাজা; – রাজা ধর্ম্মের দর্বপ্রধান কর্মচারী – এই মাত্র। এথনকার এই ধর্মারাজ্যে রাজা যথন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, তথন ধর্ম তাঁহার ক্লন্য-সিংহাসনে 'উপবিষ্ট হয়। পূর্বের রাজা লোকপতি হইয়া লোকাচার ও সভ্যতা দেশময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন— এখন তিনি ধর্মাবতার হইয়া ধর্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহ-

রাজা এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্মণাক্ত মানব-স্মাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া দিলেন, লোকপতিরও অধিকার নির্দেশ করিয়া দিলেন; কুলপতিদিগের আর যোট-বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা রহিল না স্কুতরাং তাঁহাদের যোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই স্ব অধিকার স্থানির্দিষ্ট হইল; শান্তি স্থ্য অভ্যাদিত হইল, ও ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণণা করিয়া দেখা যা'ক। ধর্ম-সোপানের প্রথম পংক্তিতে আমরা দেথিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেথানকার একমাত্র ধর্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধম কীটাণু আছে যাহার সমস্ত শরীরটাই উদর ;—এরূপ জীবের উদরকে তাহার শরীরের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না—বেহেতু তাহার উদরই তাহার শরীর, ও তাহার শরীরই তাহার উদর; এখানে সেইরূপ স্বার্থকে ধর্মের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বার্থই এখনকার একমাত্র ধর্ম। বিতীয় পণক্তিতে ও-নিময়টি তো আছেই (কিনা স্বার্থ দারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি), তব্যতীত—এথানে আর একটি ধর্ম নিয়ম এই যে, গার্হস্তা দারা স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব পংক্তিতে ধর্ম স্বার্থ-পাশে জড়িত হইয়া ছিল; এথানে সেই স্থলতম পাশ হইতে প্রত্যাহ্বত হইয়া, ধর্ম, অপেক্ষাকৃত স্থ্যু-পাশে—গার্হস্য পাশে —আটক পড়িয়া রহিল। গার্হস্তাই এথানে দাক্ষাৎ ধর্ম—স্বার্থ ধর্মের অঙ্গ মাত্র। তৃতীয় পংক্তিতে ও-ছইটি ধর্মের নিয়ম তো আছেই— কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্বাতীত, এখানে আর একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দারা—অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা দারা—গার্হস্থাকে নিয়মিত করিতে হইবে। এথানে গার্হস্থা-পাশ হইতে প্রত্যাহত হইয়া, ধর্ম্ম, তদপেক্ষা স্ক্ষাতর পাশে—কোলীন্য-পাশে—স্বাটক পড়িয়া রহিল; এথানে কৌলীনা সাক্ষাৎ ধর্ম-স্থানীয়, ও গার্হস্থা এবং স্বার্থ ধর্মের অঙ্গ-স্থানীয়। চতুর্থ পংক্তিতে ও তিনটি ধর্মের নিয়ম তো আছেই—িক না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দারা, স্বার্থকে গার্হস্তা দারা, গার্হস্তাকে কৌলীন্য-দারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্বাতীত, এখানে আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কোলীন্যকে সভ্যতা-দারা, মর্থাৎ লোকারাধ্য আচার-ব্যবহার দারা—এক কথার লৌকিকতা দারা—নিয়মিত করিতে হইবে। এথানে কৌলীন্য-পাশ হইতে প্রত্যাহাত হইয়া, ধর্ম, তদপেকা আরো স্কল্পতর পাশে—সভ্যতা পাশে— ষাটক পড়িয়া রহিল। এখানে সভ্যতাই সাক্ষাৎ ধর্ম-স্থানীয়, ও কোলীন্য গার্হস্থা <sup>এবং</sup> স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। যেথানে সভাতার উপরে—বা লোকাচারের উপরে—আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে লোকাচার যে, সর্বাংশে নির্দোষ হইবে, তাহা হইতেই পারে না; এরপ নির্ম্মস্তক লোকাচারের সভা রীতি নীতির সঙ্গে

অনেক-এমন কুরীতি জড়িত থাকে, যাহা বিশুদ্ধ ধর্মের বশবর্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইরা যাওয়া প্রার্থনীয়। এ পর্যান্ত যে-সকল ধর্ম-নিয়মের কথা বলা হইল, তাহাদের কাহারো এত দূর চক্ষ্টে নাই যে, ভাল বস্তুকে মন্দ বস্তু হইতে বাছিয়া লইতে পারে; কিন্তুধর্ম যথন সভাতা-ছইতেও উপরে উঠিয়া নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে দুখায়মান হয়—আ্মুবিস্মৃত অজ্ঞাত বাসের বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া যথন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে, তথন কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। প্রথম পংক্তির স্বার্থ-ধর্ম আপনার শারীরিক কুশলকে (সংক্ষেপে শ্রীরকে) অবলম্বন করিয়া বর্তিয়া থাকে; দ্বিতীয় পংক্তির গার্হস্য ধর্ম স্ত্রী-পুরাদিকে এবং প্রধানতঃ গৃহপতিকে; তৃতীয় পংক্তির কোলীনা-ধর্ম জ্ঞাতি-বন্ধুকে এবং প্রধানতঃ কুলপতিকে; চতুর্থ পংক্তির লৌকিক ধর্ম দেশকে এবং প্রধানতঃ দেশের রাজাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চম পংক্তির বিশ্বদ্ধ দেশেরও উপরের বস্ত —তাহার অবলম্বন কে ? যথন সমস্ত দেশ একদিকে ও গালিলিও একদিকে—গালিলিওর সেই অবস্থাটি এক বার মনে ভাবিয়া দেখ় সে অবস্থায় কয়-জন লোকের প্রকম্পিত আড়ুষ্ট কণ্ঠ-নলী হইতে সত্য মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইতে পারে ? গালিলিও যথন ধীর গন্তীর স্বরে বলিলেন বে, "স্থ্য স্থির রহিয়াছে –পৃথিবী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে" তথন তাঁহার অবলম্বন জগতের কেহই নহে —তথন অন্তরতম বিভদ্ধ সতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ দেশকাল-নিরপেক বিশুদ্ধ ধর্মের আর-এক নাম প্রমার্থ। বিশুদ্ধ ধর্মের নিয়ম দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে বদ্ধ থাকিবার নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নিয়ম যোগ-শাস্ত্রে "দার্কভৌম মহাত্রত" বলিয়া উক্ত হইরাছে; যথা, "এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিলাঃ সার্কভৌমা মহাব্রতং"। পঞ্চম পংক্তিতে পূর্বেকার চারিটি নিয়ম তো আছেই – कि ना প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দারা, স্বার্থকে গার্হস্ত দারা, গার্হস্তকে কৌলীনা ছারা, কোলীন্যকে সভাতা ছারা, নিয়নিত করিতে হইবে; তদ্বাতীত এথানকার আর একটি ধর্ম নিয়ম এই বে, সভাতাকে পরমার্থ দারা নিয়মিত করিতে হইবে; অথবা যাহা একই কথা – লোকাচারকে দার্কভৌমিক বিশ্বদ্ধ ধর্ম দারা নিয়মিত করিতে হইবে। পঞ্চম পংক্তিতে প্রমার্থই ধর্ম-স্থানীয়, ও সভ্যতা কৌলীন্য গার্থস্থা এবং স্বার্থ এ সমস্তই ধর্মের অঙ্গ-স্থানীয়। প্রমার্থ আবিভূতি হইলে নিম্ন-নিম্ন সমস্ত পংক্তিরই ঞী ফিরিয়া যায়; তাহার নির্নিমেষ চক্ষে পুড়িয়া, সভ্যতা হইতে কুরীতির সমস্ত দল-বল ঘর-দার উঠাইয়া লইয়া একে একে প্রস্থান করিতে থাকে; এখন সভাতা শুদ্ধ কেবল সভ্যতা-মাত্রেই ক্ষাস্ত থাকে না, সভ্যতা এখন স্থসভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়; স্থস-ভ্যতার প্রভাবে কৌলীন্য স্থশেভিন ভদ্রতা হইয়া দাঁড়ায়; স্থশোভন ভদ্রতার প্রভাবে পার্হস্তা এবং স্বার্থ উভয়েই নব-তর কল্যাণ তর মূর্ত্তি ধারণ করে।

এই স্থল-টিতে বিষম এক কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে—সে-টি এই যে, ধর্ম-শব্দের

অর্থ নিতান্তই চল্তি-মুখে পড়িয়া আছে—তাহার অর্থের কোন ঠিকানা নাই; এক-(मार्म (समन कक्ट्रनिय़ा (मार्म) चार्थ हे भवाकाकी धर्म, जात-कक (मार्म चार्थ क ममन করাই পরাকাষ্টা ধর্ম ; তবে আর ধর্মের স্থিরত্ব কোথায় ? স্থিরত্ব যে, কোথায়, তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম্ম-সোপানের প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই দেদীপামান হইয়া উঠিবে। धर्म-সোপানের পাঁচটি পংক্তির পাঁচটি ধর্ম নিয়ম পাঁচ প্রকার নহে কিন্তু একই প্রকার। মূল নিয়ম একটি মাত্র; সেটি এই যে, অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দারা নির্মিত করিতে হইবে। ইহা-অপেক্ষা স্কুস্প আর কি হইতে পারে যে, লোভাদি প্রবৃত্তি जल्मा जापनात भातीतिक मन्नन-रेष्टा माधात्रग तृति ; जापनात भातीतिक मन्नन-रेष्टा অপেক্ষা গ্রহের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; গ্রহের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেকা দেশের মঙ্গল-ইচ্ছ। সাধারণ বৃত্তি; দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা সার্ব্ধভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; স্থতরাং সকল পংক্তিরই ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, বিশেষ বুত্তিকে সাধারণ-বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বুত্তি-বিভাগের সহিত এথানকার এই ধর্ম্ম-দোপানের পংক্তি-বিভাগের চমৎ-কার মিল রহিয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্রান্ত্রসারে, প্রথমে প্রাণ, তাহার পর মন, তাহার পর অহন্ধার, তাহার পর বৃদ্ধি, তাহার পর আত্মা, উত্তরোত্তর প্রধান-भनवीरक आकृ । थापम, थाप;--- नतीत-तकारे थार्गित धर्म; सार्थत भरक्तिक आगता प्तिश्वािष्ठ रम्, পশুবৎ ज्ञञ्जू निवाित्रात्र आप्ति वाहिया थाकारे जीवत्न अधान उन कार्य। দিতীয়, মন;—প্রাণে বাঁচিয়া থাকা তো আছেই –তাহার উপর স্ত্রী পুতের মুখ দর্শন করিয়া মনকে স্থথে রাথা গার্হস্থোর উদ্দেশ্য। তৃতীয়, অহঙ্কার; বাহিরের বিষয় ছার। উপরঞ্জিত হওয়া (স্ত্রীপুত্রের মুখ-দর্শনে স্থা হওয়া) যেমন মনের ধর্ম, তেমনি আপনার পৌরুষ-কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখা অহঙ্কারের ধর্ম। মনের দৃষ্টি সমুখ পানে— সমুথস্থিত বিষয়-সমূহে; অহঙ্কারের দৃষ্টি পশ্চাৎপানে, – পৌরুষ কার্য্য করিয়া অর্থাৎ কর্তৃত্ব করিয়া—"আমি এই কার্য্য করিলাম" এই বলিয়া আপনার প্রতি ফিরিয়া দেখা, অহঙ্কারের লক্ষণ। পূর্ব্ব পুরুবদিগের কীর্ত্তির প্রতি ফিরিয়া দেখা ও আপনার পৌরুষ-দারা সেই কীর্ত্তিতে নৃতন জীবন সঞ্চার করা, আর, পুত্র-পৌত্রাদিকে তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, কৌলীনোর প্রধান উদ্দেশ্য; কৌলীনা এইরূপ অহঙ্কার-প্রধান। এখানে এইটি দেখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে পারমার্থিক ধর্ম পরিক্ষুট হয় নাই, সেখানে ক্ম্টের শাস্ত্রাত্মী লৌকিক ধর্মই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম-ও সেথানকার পক্ষে তাহা ভাল বই মল নছে; তেমনি আবার, যেথানে লৌকিক ধর্ম পরিক্ষুট হয় নাই, সেথানে ইউরো-পের মধ্যমান্দীয় অহন্ধার-প্রধান কৌলিক ধর্ম, যাহা Chivalry নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সর্কোচ্চ ধর্ম্ম; স্থতরাং সেধানে তাহাই শ্রেয়স্কর। দেশকাল-পাত্যোচিত শোভন অহ-ৰার মনের উপর কর্তৃত্ব করিয়া নীচ প্রবৃত্তির পথ-রোধ করে—হতরাং তাহা

ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু যদি অহন্ধার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া অযোগ্য তীত্র ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহা অবশাই নিন্দনীয়। এমন কি, অহঙ্কারে অতি মাত্র ক্ষীত হইলে, মনুষ্য উন্মাদ হইয়া উঠিতে পারে; Don Quixot-এর উপন্যাস ইহার একটি পরিপাটী উদাহরণ। অহঙ্কারের উত্তেজনায় মনুষ্যের স্পর্কা কথনো কথনো আকাশ ছাড়াইয়া উঠে, —ক্ষুদ্র মনুষ্য পরাৎপর পরমেশবের স্থলাভিষিক্ত হইতে লচ্ছিত হয় না,---ভেক ফুলিয়া হন্তী হওয়া ইহার কাছে কোথায় লাগে ! কিন্তু "আমি ভদ্ৰ-সন্তান" বলিয়া মনুষ্যের যে-একটা দেশ কালপাত্রোচিত কৌলীন্য-অহংকার, তাহা নিন্দনীয় ছওয়া দূরে থাকুক, তাহাই ধর্ম্ম-সোপানের মধ্যম পংক্তি। চতুর্থ, বুদ্ধি;—কৌশল দারা কার্য্য সমাধা করাই বুদ্ধির ধর্ম ; বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য আপনার পৌরুষের প্রতি নতে, কিন্তু কার্য্যো-দ্বারের প্রতি। একাকী সকল-কার্য্যে কর্তৃত্ব করিলে আপনার পৌরুষেরই পরিচয় দেওয়া হয়-কিন্ত তাহাতে কার্যা ভাল হয় না; দকলে নিলিয়া দকলের জন্য কার্যা করিলে আপনার আপনার পৌরুব অনেকট। চাপা পড়িরা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য্য বেমন ভাল হয়—তেমন আর কিছুতেই নহে; এইরপ স্থকৌশলে কার্য্য স্থনির্বাহ করা সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ। কৌলীন্য যেমন অহন্ধার-প্রধান, সভ্যতা সেইরূপ বৃদ্ধি-প্রধান। পঞ্চম, আত্মা; -- সার্কভৌমিক মঙ্গল, বিঙদ্ধ মঙ্গল, পরিপূর্ণ মঙ্গল, এক কথায় পরমার্থ, বহির্জগতের কুতাপি দৃষ্ট হইতে পারে না— আ্যাই তাহার একমাত্র বদতিস্থান। चार्थ (रामन भंतीरतत मन्नन, शार्ट्या रामन मरमत मन्नन, रकोनीमा रामन अर्घारतत मन्नन, সভ্যতা যেমন বুদির মঙ্গল, পরামর্থ দেইরূপ, আলার মঙ্গল। মহুধা-জাতির আলার মঙ্গল **সাধিত হইলে—ম**নুষ্য-জাতির সাল্পা দান্ধ-ভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল-ইচ্ছাল পরিপূর্ণ হইলে—-দেশের—কুলের—গৃহের—শরারের—সমস্তেরই মঞ্চল দেই-এক মহা-মঙ্গলের অনুগামী হয়। আর একটি কথা এথানে বক্তব্য এই যে, অহংকার যেমন মনের উপর কর্ছ করে—আত্মা (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আকর আত্মা) দেইরূপ বৃদ্ধির উপর কর্তৃত্ব করে; বৃদ্ধি যেমন উচ্চতর মন—আলা দেইরূপ উচ্চতর সহং। সহস্কার মনের কেন্দ্রানে—আলা বুদ্ধির কেক্সন্তানে—অধির চৃ। এইরপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগের সহিত ধর্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের আগা-গোড়া মিল রহিয়াছে। এথন ৰক্তব্য এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি ছার। নিয়মিত করিতে হইবে—এ নিয়মটি এমনি স্থির যে, কো্থাও ইহার বিলু-বিদর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না; ইহাকে ধর্ম-সোপানের যে পংক্তিতে খাটাও, সেই পংক্তিতে খাটিবে। জ্যোতিষের একটি মূল নিয়ম এই যে, গুরুমগুলের চতুর্দিকে লঘু মগুল ঘুরিবে; এই নিয়মটিকে যখন সূর্য্য-মগুলে প্র-রোগ করি, তথন পাই যে, স্থ্য বৃহত্তর আর-একটা স্থ্যের চতুর্দ্ধিক ঘুরিতেছে: উহাকে যথন ভূমগুলে প্রয়োগ করি তথন পাই বে, স্থ্য অপেকাক্কত স্থির ও পৃথিষী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যথন চক্ত্র-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তথন পাই যে, পৃথিবী

জপেক্ষাকৃত স্থির ও চন্দ্র তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপরি-উক্ত ভারাকর্ষণের নিয়ম তিন নিয়ম নহে—উহা একই নিয়ম। ইহারই স্থায়, এ নিয়মটি একই নিয়ম যে, অস্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দারা নিয়মিত করিতে হইবে: — এ নিয়মটিকে প্রথম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, প্রবৃত্তিকে আপনার শারী-বিক মঙ্গল-ইচ্ছা দারা নিয়মিত করিতে হইবে; দিতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিরা পাই-তেছি যে, গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা দারা আপনার স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে; তৃতীয় পংক্রিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, কলের মঙ্গল-ইচ্ছা দারা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; চতুর্থ পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি বে, লোকের বা দেশের মলল ইচ্ছা দারা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; পঞ্চম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, সমস্ত মঙ্গল ইচ্ছাকে নিরপেক্ষ সার্বভৌমিক মঙ্গল ইচ্ছা দারা নিয়-মিত করিতে হইবে, ইহাই পারমার্থিক ধর্ম নিয়ম। ধর্মের মূল নিয়মটি ( অর্থাৎ সাধারণ ব্রত্তি দারা বিশেষ বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি) যদি ঐ পাঁচ পংক্তির এক জ-কোন তানে না পাটিত, তবেই বলিতে পারিতাম যে, ধর্ম-নিয়মের কোন ত্তিরত্ত নাই: কিন্তু যথন দেখিতেছি যে, ও-নিয়ম টি এমনি অটল ও অপরিবর্ত্তনীয় যে, কোথাও উহার বিদ্বিসর্গেরও অন্তথা হইতে পারেনা, তথন কোন্ লজায় এরপ কথা মুখে আনিব যে, ধল-নিয়মের কিছুই ভিরতানাই। কেহ বলিতে পারেন যে, গার্ছাও তো এক প্রকার সার্থ; স্ত্রী-পুত্র তো আমারই স্ত্রীপুত্রের মঞ্চল তো আমার আপনারই মঙ্গল; ইহার উত্তর এই যে, তোমার নিছের সার্থ (মর্থাৎ আপনি খাওয়া আপনি পরা) স্থী-পুত্রের মঙ্গল-ইচ্ছা শ্বারা এরূপ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, এখন তাহাকে চেনা ভার, তোমার স্বার্থ গৃহের মঙ্গলের মধ্যে এরূপ কবলিত হইয়া রহিয়াছে যে. স্বার্থ বলিবামাত্রই প্রের মঙ্গল তোমার মনোমাধা উদিত হয়; ইহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হুইতেছে বে, তোমার স্বার্থ অনেককাল-যাবং গার্হস্তারা নিয়মিত হুইয়া চুকিয়াছে; মত্রাং তোমাকে এরপ উপদেশ দেওলা বাছলা যে, স্বার্থকে গার্হয় দারা নিয়মিত করিতে হইবে; কিন্তু একজন জঙ্গুলিয়া—্য প্রথম পংক্তির উপরে উঠে নাই –তাহার পক্ষে ঐ নিয়মটিই সর্কোচ্চ ধর্মানিয়ম। কোন পংক্তির নিয়ম কাহারো পক্ষে সহজ. কাহারো পক্ষে কঠিন, – কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার নিয়মত্বের একচুলও ব্যতিক্রম ফ্টতে পারে না। ধর্ম-নিয়মের স্থিরত্ব সংস্থাপিত হইল, এখন আরে-একটি বিষয়ের মীমাংদা কেবল অবশিষ্ট—দেইটি হইয়া গেলেই আজিকের মত আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

সার্থ ধর্ম-দোপানের সর্জাপেক্ষা নিম পংক্তি, পরমার্থ সর্জাপেক্ষা উচ্চ পংক্তি। সার্থ সহজত্বের আদর্শ এবং পরমার্থ উৎকর্ষের আদর্শ। গার্হস্তা যথন স্বার্থের ন্যার সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তথন তাহাই পার্হস্তোর সিদ্ধাবস্থা; কৌলীন্য এবং সভ্যতা যথন

चार्थित नाम मरक रहेमा माँजामं, उथन जारारे को नीना छ मछाजात मिका यहा; পরমার্থ যথন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তথন তাহাই মনুষ্যের চরম সিদ্ধাবস্থা ও পরম পুরুষার্থ; আর, তাহার সাধন মনুব্যের অনস্তকালের উপজীবিকা। স্বার্থ যে কি—তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পরমার্থ যে কি. তাহা বিশেষরূপে वुकारेका ना विलाल-नाना लाटक তारांत्र नाना প্रकात विभवी ज अर्थ वृक्षित् भारतन । পরমার্থ কি -ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমে পরমার্থের দিক্ নিরূপণ করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-কথিত পংক্তি-গুলির মধ্যে যেথানে পরমার্থ প্রকাশ্য ভাবে নাই, সেখানেও পরমার্থের দিক্ আছে; অর্থাৎ যেখানে পরমার্থের ভাব পরিক্ষুট হয় নাই, দেখানেও পরমার্থের দিকে গতি চলিতেছে। স্বার্থ যদিচ পরমার্থ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্; স্বার্থ হইতে গার্হস্থোর দিক্ পরমার্থের দিক্; গার্হস্তা হইতে কৌলীন্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; কৌলীন্য হইতে সভ্যতার দিক্ পরমার্থের দিক; সভ্যতা হইতে সার্বভৌমিক মঙ্গলের দিক পরমার্থের দিক। জন-সাধারণের শুধু নয়-কিন্ত প্রতি জনেরই-শৈশব কাল হইতে প্রমার্থের দিকে গতি চলিতে থাকে। নিতান্ত শিশুর, প্রথমে, কেবল ন্তন পানের দিকেই ঝোঁক। তাহার পর দে মাতাকে ভাল বাদিতে আরম্ভ করে; মাতাকে লইয়াই শিশুর গার্হস্তা— কেননা শিশুর নিকটে মাতাই গৃহের সর্বস্থি ধন। তাহার পর শিশু পিতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। শিশুর নিকটে পিতা অপেকা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই; কাজেই "দেই অবিতীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমার স্নেহের বশ" এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের মতো একটা সামগ্রী দেখা দেয়; এ অহঙ্কার নিতান্ত শিগু-অহঙ্কার, ইহার এখনো বিষ দাঁত বাহির হয় নাই —এটি যেন মনে পাকে। মাতাকে লই-রাই যেমন শিশুর পার্হস্থা, সেইরূপ পিতাকে লইয়াই শিশুর কৌলীনা। দান্তিক কুলীন বেমন সমাজকে জালাইয়া তোলে, আহরে ছেলে সেইরূপ বাড়ি মাথায় করিয়া তোলে; প্রভেদ কেবল এই যে, শিশুর অহঙ্কার নির্বিষ, স্কুতরাং একটুতে শাস্ত হয়,— দান্তিক কুলীনের অহঙ্কার বিষাক্ত স্মতরাং কিছুতেই শান্তি মানে না। আমরা দেখা-ইলাম যে, নিতান্ত শিশুর কেবল স্তনপানের দিকেই একমাত্র ঝোঁক,—ইহাই শিশু স্বার্থ; তাহার পর সে মাতাকে ভালবাদিতে আরম্ভ করে,—ইহাই শিশু-গার্হস্তা; তাহার পর পিতাকে ভালবাসিতে. শেখে, ও "পিতা, ঝাহা-অপেক। উচ্চ আর কেহই নাই, তাঁহার আমি স্নেহের পাত্র' এই বলিয়া অহঙ্কত হয়, ইহাই শিও-কৌলান্য ; —গৃহের বালকেরা এখানে কুল, ও পিতা এখানে কুলপতি। অতঃপর বক্তব্য এই যে, শিশুর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে সে যথন পর গৃহের সমবয়য়দিগের সহিত ক্রীড়া কলহ ও পাঠাভ্যাসে রত হয়, তথন অনেকের টক্রাটক্রিতে তাহার অহল্বারের উপশম হইয়া বৃদ্ধির উদ্ৰেক হয়; সমবয়স্কদিগের সহিত সম্ভাবে মিলিত হওয়াই শিশু-সভ্যতা ত্রা শিশু-

লৌকিকতা। তাহার পর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিতে কোন কোন বালকের রসনায় বাধে; কোন কোন বালক অনর্গল মিথ্যা কহে; এইরূপ বালক-গণের মধ্যেও পারমার্থিক ধর্ম-ভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে বালক মিথ্যা কহে না —পিতামাতার বাধ্য — হুর্কলতর বালকের সহায়, তাহার মনোমধ্যে প্রমার্থের ভাব নবোন্মেষিত হইয়াছে — এরূপ বলিলে অত্যক্তি হয় না। এই তো গেল বালকের,— এখন যুবার কিরূপ ধর্ম-সোপান--দেখা যা'ক। শিশুর যেমন স্তন পান-- যুবার সেইরূপ অর্থোপার্জন—উভয়ই জীবন-ধারণের জন্য; এইটি স্বার্থের পংক্তি। প্রাণকে কুশলে রাখিবার জন্য যেমন অথোপার্জন, তেমনি মনকে ভাল রাখিবার জন্য বিবাহ; শিশুর যেমন মাতা—যুবার সেইরূপ স্ত্রী—মনের শুন্য যত-কিছু সমস্তই পূর্ণ করে;— এইটি গার্হস্থোর পংক্তি। তাহার পর বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা, আপনার প্রভুত্ব এবং কর্ত্ত্ব সমর্থন, ও দৃষ্টাস্ত এবং উপদেশ-দারা পুত্র কন্যাগণকে কুলোচিত রীতি নীতি ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাতি বন্ধুকে সম্ভাব-দারা বশীভূত করা, ইহাই কৌলীন্যের পংক্তি; তাহার পর দেশহিতৈয়া বিজ্ঞ-মণ্ডলীর সূহিত মিলিয়া-মিশিয়া দেশের হিতান্টানে লিপ্ত ২ওয়া,—এইটি সভ্যতার পংক্তি; তাহার পর, আত্মার নিগুঢ় আকাজ্ঞ। মিটাইবার জন্য প্রমায়ার সহিত যোগযুক্ত হওয়া, এইটি প্রমার্থের পংক্তি। এথানে এইটি দেখা আৰশ্যক যে, যে যে ভাব যে যে পংক্তির অধিকারস্থিত--সেই সেই ভাব যে, সেই সেই পংক্তিতে সহসা আদিয়া আবিভূতি হয়, তাহা নহে; তাহা পূব্ব পূব্ব পংক্তিতে অপেকাকৃত অপরিফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে—স্বপংক্তিতে আসিয়া পরিক্ষুট ভাব ধারণ করে, এই মাত্র। আর একটি কথা এখানে বিবেচ্য ; সেটি এই যে, যে পংক্তির যে-টি —দে পংক্তির সে-টি নহিলে আর-কিছুতেই আশ মিটতে পারে না। গার্হ্য-ভিন্ন আর কিছুতেই—মনের—আশ মিটিতে পারে না; কিন্তু অহংকারের আশ মিটাইতে হইলে গৃহ তাহার স্থান নহে,—স্ত্রাপুত্রের উপর কর্তৃত্ব করিয়া অহঙ্কারের পেট ভরিতে পারে না,—জ্ঞাত বন্ধকে সদ্গুণ-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেই অহঙ্কার রাতিমত পারত্প্ত হয়; তেমান আবার, পলীগ্রাম-স্থলভ দলাদলি ব্যাপারে তীক্ষ বুদ্ধির সমন্ত ঝোঁক সমর্পণ করিলে, বুদ্ধির নিতান্ত অপব্যয় করা হয়,—অথচ তাহাতে বুদ্ধির পেট ভরে না; দেশের হিতদাধন কার্য্যে বুদ্ধির যেমন উদর-পূর্ত্তি হয়, এমন আর কিছু-তেই নহে। এথানে আরও-একটি কথা বিবেচ্য; সেটি এই ্যে, উচ্চ পংক্তির অধিকার নিম-পংক্তিতেও বলবৎ;—লোকার্থ (অর্থাৎ দেশের মঙ্গল) বুদ্ধির স্বপংক্তি-यन नका, किन पुष्कित अधिकात ७६ किन ठारात अभरिक उरे वह नहर-को नौना এবং গার্হয় পংক্ত ভেদ কারয়া তাহা স্বার্থ-পর্যান্ত প্রদীরিত। ইহার ঠিক্ বিপরীত এই দেখা যায় যে, উচ্চ পংক্তিতে নিম পংক্তির জোর খাটে না; বৃদ্ধির পংক্তিতে অহ্সারের <sup>তেজ</sup> নরম পড়িয়া যায়; অহঙ্কারের পংক্তিতে স্নেহ-মমতার কোমল কলিক।

মুস্ডিয়া যায়; গার্হস্তা-পংক্তিতে স্বার্থের স্বাতন্ত্রা চাপা পড়িয়া যায়। পঞ্চম পংক্তির আদর্শ সর্বাপেক্ষা উচ্চ; পর্মাত্মা ভিন্ন আরকোন কিছুতেই আত্মার আশ মিটিতে পারে না: এটি কেবল এখানে উল্লেখ মাত্র করিলাম, পরিশেষে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ফরাসীস দেশীয় কম্ট —স্ত্রী কনাাও মাতা দারা আত্মার আশ মিটাইতে বথা আয়াদ পাইরাছেন। গার্হস্তোর দৌড় মন পর্যান্ত; - আত্মার দাগর স্পৃহা শান্ত করা দে-এক-ফোঁটা শিশিরের কর্ম নহে! স্ত্রীলোক এবং প্রাকৃত লোকদিগের আয়ার ভৃপ্তির জন্তু, কৃষ্ট্, গার্হস্থাকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন, —কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা তা-হাতে ভুলিবার পাত্র ন'ন, --ইহাঁদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি 'মনুষাত্ব' বলিয়া একটি দেব-মূর্ত্তি সাজাইয়া তুলিয়াছেন; আর,সভাতার মূল প্রবর্ত্তক পিতৃপুক্ষদিগকে জড়ো করিয়া তাঁহাদের নামের মন্ত্র-বলে দেই মূর্ত্তিটর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ চেষ্টাও বৃথা চেষ্টা; কেননা সভ্যতার দৌড় বুদ্ধি পর্যাস্ত-তাহার উপরে নহে; সভ্যতা কিছু আর প্রমার্থ নহে--্রে, আত্মার পিপাদা শান্তি করিবে! লোকে কথায় বলে "ত্ধের দাধ ঘোলে মেটে না"--- এ কথাটি দিব্য এখানে ফলিয়াছে; যে পংক্তির যে টি নহিলে নয়-সে পংক্তিতে তাহার বদলে আর-একটা কিছু আনিয়া দাঁড় করানো নিতাস্তই বাল্য-ক্রীড়া। আমরা ওরূপ 'গায়ের জোর' প্রকটনে ক্ষাস্ত হইয়া—স্বভাবতঃ যে পংক্তির পর যে পংক্তি আইসে, ও সত্য-সত্যই যাহাতে যে-পংক্তির অভাব-পূরণ হয়, তাহাই যথা-ক্রমে প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ, কি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন, যেখা-নেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন—দেইখানেই দেখিতে পাই যে, স্বার্থ হইতে পর-মার্থের দিকে গতিই—দৈহিক মঙ্গল হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে গতিই--জড়ত্ব হইতে মন্ত্রাত্বের দিকে গতিই —প্রকৃতির অন্তরতম উদ্দেশ্য ; আরু, প্রকৃতিকে यिन व्यक्त ভाবে ना दनथिया हक्त्रान् ভाবে दनथा याय, তবে दनथिए आख्या याय त्य, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; আবার, আত্মাতে যদি প্রমাত্মার প্রভাব হৃদ্যুদ্ধ ক্রা যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ।

পরমার্থের দিক্ নিরূপিত হইল; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমার্থ বস্তুটা কি ?

জগতে যদিও নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে, কিন্তু সকলেরই গতি যে, মঙ্গলের দিকে, ইহা সহজ বৃদ্ধিতে সকলেরই ধারণা হয়; কিন্তু ইহার উপর তর্ক চালাইলে বিধিমত প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না; কিন্তু সে-সকল প্রমাণ কেবা ধৈর্যা অনুসন্ধান করে, কেবা দৈর্যা ধরিয়া আন্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করে, কেবা ধৈর্যা ধরিয়া শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে! সরল-বৃদ্ধি বা সহজ্-বৃদ্ধি বিনা প্রমাণেই শ্রেয়ঃ হাদয়ঙ্গম করে; কুটিল-বৃদ্ধি বা বিক্লত বৃদ্ধি বিনা প্রমাণেই তাহা অগ্রাহ্য করে; প্রমাণ যিনি—তিনি সপক্ষ এবং বিপক্ষ তুই পক্ষেরই নিক্ট তাড়া ধাইয়া নতশিরে অগ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও চারিদিকের জান্লা ক্ষপাট বন্ধ করিয়া

দে'ন। মনে কর অপরাহের কোন একটি নির্দিষ্ট মূহর্তে ছইটা তালগাছের ছুইটা ভূতল শায়ী ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া এইরূপ দেখা গেল যে, ছায়া-ছয়ের দৈর্ঘ্য অবিকল সমান; যিনিই ঐক্লপে ঐত্টা ছায়া মাপিয়া দেখিবেন তিনিই বলিবেন যে, ও-হুই বুক্ষের আয়তন অবিকল সমান—কেহই তংহার প্রমাণ চাহিবেন না; কিন্তু যদি কেচ তাহার প্রমাণ চাহেন, তবে তাঁহাকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা কি ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার! তিনি হয় তো জ্যামিতির নামও শুনেন নাই, অগচ তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত জ্যানিতির সমত্ত সিদ্ধান্ত-গুলির মর্ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে; তাহার ছই পংক্তি শুনিরাই তিনি হয় তো মর্মে জ্ঞলিয়া বলিবেন "वा'क् - यद्य हे हे शोष्ट्र - आिया अथन विनाय हहे !" महज विषय्यत अयाव अहे क्र अयान क কঠিন ব্যাপার। যাহা প্রমাণ করা কঠিন, তাহাই যে অপ্রামাণ্য—এ কথার কোন অর্থ নাই। জগতে নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে — এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই তার্কিকেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর যে—মঙ্গল স্বরূপ নহেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল; কিন্তু জগতে যদি সহস্ৰ অনঙ্গল থাকে, তাহা হইলেও এটি অপ্ৰমাণ হয় না যে, সকল অমন্দলেরই গতি মঙ্গলের দিকে। সকল অমন্দলেরই গতি মঙ্গলের দিকে—ইহাই ঈথরের অসীম শক্তি এবং মঙ্গল-ভাবের পরিচয় দিতেছে। জগং কিছু-আর পূর্ণ মঙ্গল नार्य- यवः क्रेश्वत नार्य- खुर्णताः जनात् नृतािषिक পরিমাণে অমঙ্গল থাকিবারই কথা; কিন্তু জগতের মূলে ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই. যাবতীয় অনঙ্গল উত্তরোত্তর ক্রমে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে। নিরীশ্বর মহলে এই কথাটি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্বা-শক্তিমান —তবে কেন তিনি জগংকে পূর্ণ মঙ্গল করিয়া স্মষ্ট না করিলেন ? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কতকগুলি কার্য্য আছে—যাহা পাগলে স্বচ্ছনেদ ক্রিতে পারে,—বিজ্ঞলোক কোন মতেই করিতে পারে না; -- কিন্তু বিজ্ঞ-লোক পাগলের কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া--আমরা কি তাঁহাকে ক্ষমতাহীন বলিব ? গোল-চতুক্ষোণ-- ছই পূর্ণ মঞ্চল--ছই মহাকাশ –সমস্তই উন্মাদের কল্পনা; চতুকোণ বলিবা-মাত্রই অ-গোল চতুকোণ বুঝার —জগৎ বলিবামাত্রই অপূর্ণ জগং বুঝার ;—ঈথরের আবির্ভাব অল্লে অল্লে জগতে পরিফাট হইতেছে, —কিন্তু ঈশ্বরের সর্বাঙ্গীন ভাব জগতে থাকিতে পারে না, —তাই জগং অপূর্ণ; গোল-চতুকোণ যেমন অদঙ্গত—ছই মহাকাশ যেমন অদঙ্গত—ছই ঈশ্বর থেমন অদসত —ছই পূৰ্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অদঙ্গত। গোল চতুকোণ হইতে পারে— এরপ মনে করাই উন্মাদের লক্ষণ,—তাহাতে বুদ্ধির শক্তিহীনতাই প্রকাশ পায়—ক্ষমতার পরিবর্দ্ধে অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। গোল চতুক্ষোণ স্থষ্টি করা তো অনেক দূরের কথা— গোল-চতুষ্কোণের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করা পর্যান্ত অশক্তির লক্ষণ-নির্ক্ষিতার লক্ষণ। গোল চতুক্ষোণ—দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল—পাগলের জ্ঞানেই স্থান পাইতে পারে,—ঈশ্বরের

স্থমহৎ জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে ? ঈশ্বরের জ্ঞানে, যাহা, স্থান পাইবার অযোগ্য---তাঁহার স্ষ্টিতে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে ? বাহিরে যেমন ছই মহাকাশ অসম্ভব, অন্তরে যেমন তুই জীবাত্মা অসম্ভব, জগতে সেইরূপ তুই প্রমাত্মা অসম্ভব; প্রমাত্মা স্বয়ংই পূর্ণ মঙ্গল, দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল অসম্ভব। গোল-চতুকোণ জানা বৃদ্ধি বিপর্গায়েরই লক্ষণ,— যাহা ৰাস্তবিক সত্য তাহা জানা (যেমন জ্যোতিষ জানা)—ইহাই জ্ঞানের লক্ষণ। দেইরূপ, যাহা জ্ঞান সঙ্গত নহে—তাহা করিতে না পারা অশক্তির লক্ষণ নহে ; উণ্টা আরো. তাহা করিতে পারা যায়—এক্লপ মনে করাই অশক্তির লক্ষণ। ঈশ্বর সর্ব্বগত হইয়া সমস্তই জানিতেছেন; কিন্তু পোল-চতুক্ষোণ—ছই পূর্ণ মঙ্গল—এ সমস্ত অলীক কথা, যাহা আমাদেরই জ্ঞানের অযোগ্য, তাহা তাঁহার পরিগুদ্ধ জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না ;—যাহা তাঁহার জ্ঞানে স্থান পাইবার অযোগ্য, তাহা তাঁহার স্ষ্টিতে কিরূপে আদিবে ? জগতে যথন পূর্ণ মঙ্গল নাই—তথন জগতে অমঙ্গল অবশ্যই আছে; কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তির প্রভাবে জগৎ মঙ্গলের দিকে আরুষ্ট রহি-য়াছে—জগৎ মঙ্গলের জন্য নানা-বিধ বেদনা অনুভব করিতেছে—নানা-বিধ শক্তি প্রকটন করিতেছে; -- সকল শক্তির মূলে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিদ্যমান -- এই অর্থে ঈশ্বর সর্কাশক্তিমান্; ও ঈশ্বরের মহতী-শক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন ঘটনাতেই প্র্যাপ্ত হইতে পারে না—এই অর্থে ঈধরের শক্তি অসীম শক্তি। অতএব, "ঈধর গোল-চতুক্ষোণ স্বষ্টি করিতে পারেন না" বলিলে নহে-কিন্তু "পারেন" বলিলেই তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তিতে কলম্ব আরোপ করা হয়। পরমার্থ কি —ইহা যিনি সতাসতাই প্রমাণ দ্বারা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তিনি শেব-পর্যান্ত ধৈর্য্য ধরিয়া যত্ন-পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করেন—একটুতেই অধৈধ্য না হ'ন। আপনি অনুসন্ধান করা স্বতন্ত্র, আর, তর্ক দারা অন্যের মত থণ্ডন করা স্বতন্ত্র ; তর্কের ভিতর নানা প্রকার কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ন্ত্র মন্ত্রের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করিতে পথ পায় না। অনুসন্ধান নিক্ষল হইতে পারে,—তাহা হইলে সত্য জানা গেল না—এই পর্যান্ত; কিন্তু কুতর্ক যেমন সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা দাঁড় করায়—অনুসন্ধান সে পাপে লিপ্ত হয় না। কোন একটা স্বাভিপ্রেত বিষয়—যাহা আমরা নিজে বুঝি না, তাহা যথন আমরা অন্যকে বুঝাইতে যাই, তথন আমরা কুতর্ক দারা তাহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু আমরা যথন প্রাণপণ যত্ত্বে কোন-একটা বিষ-য়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে যাই, তথ্ন আমরা পারংপক্ষে আপনার চক্ষে সেরপ ধূলি নিক্ষেপ করি না। পরস্ত যেথানে সত্য অনুসন্ধান নছে—কেবল জয়-পরাজয়ই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি নিকেপ করিব--তাহাও স্বীকার, তথাপি—কোটি বজায় রাখিতেই হইবে—তাহা প্রাণাস্তেও ছাড়া হইবে না—এইটি আমাদের সংকল। অতএব পরমার্থ কি—ইহা<sup>\*</sup> ধাহারা সভ্যসভ্যই জ্ঞানে আরত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যত্ন-পূর্ব্বক তাহার তত্বাধেষণে প্রবৃত্ত হউন্; অন্য কাহাকেও তাহার অন্তিম বা নান্তিম ব্ঝাইতে না গিয়া, অগ্রে যত্ন-পূর্কক আপনি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন্। পরমার্থ-সম্বন্ধে তাঁহার মনো-মধ্যে যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়। থাকে—"পরমার্থ আছে অথবা পরমার্থ নাই" এইরূপ যদি কোন প্রশ্ন উদিত হৈইয়া থাকে, তবে তিনি আপনি সেই প্রশ্নের ভিতর তলাইয়া দেখুন, — তাঁহার যত্ন নিতান্ত নিক্ষল হইবে না। তাঁহার প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তিনি যে এক মুহুর্ত্তেই তলাইতে পারিবেন-এরপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়; ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাকে অল্প অল্প করিয়া তলাইতে হইবে,—ক্রমে তিনি দেখিবেন যে, সেই প্রশ্নের গভীর অস্তস্তলে তাহার উত্তর ঝক্মক্ করিতেছে; দেখিবেন যে, সে উত্তর মনুষ্য-জ্ঞানের নিতাস্ত অগ্ম্য নছে। এখন, পরমার্থ কি, এই প্রশ্ন-টির ভিতর কি জ্যোতির্ময় রত্ন প্রহন্ন রহিয়াছে, তাহার অনুস্কানে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

পরমার্থ কি ? অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের পরম অর্থ কি ? এ প্রশ্নের ভিতর আর একটি প্রশ্ন প্রছের রহিয়াছে; সে-টি এই যে, মনুষ্য-জীবনের পরম অভাব কি ? কুধা-রপী অভাব যদি আমাদের না থাকিত, তবে ধান্য আমাদের অর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত না। কুধা আছে বলিয়াই ধানোর অবেষণ; পরম অভাব আছে বলিয়াই পরম অর্থের অম্বেষণ। কুধা-তৃষ্ণা আমাদের বিশেষ একজাতীয় অভাব; কিন্ধ তাহা ছাড়া আরো অসংখ্য-জাতীয় অভাব আমাদের আছে; কারাগারস্থিত ব্যক্তির কুধা-তৃঞ্চার क्ना कान जानना नारे, किंद्ध जाशांत्र ममख श्रमश्रे अजार भतिभून। आमारमञ विलय-विलय नाना-**का**जीव **अ**ভाবের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ অভাব কি ? পরম অভাব কি । আমরা পরিমিত—এইটিই আমাদের পরম অভাব। বিশেষ বিশেষ অভাবের বিশেষ বিশেষ আধার আছে এবং বিশেষ বিশেষ আকাক্ষার বিষয় আছে;—অন্ধকার-রণী মভাবের আধার চকুরিজিয়; যে জাবের মূলেই চকুরিজিয় নাই, সে জীব আলো-কের অভাব (কি না অন্ধকার) উপলব্ধি করে না; অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার চক্ষু-রিক্রিয়, এবং তাহার আকাজ্জার বিষয়—মালোক। নিস্তন্ধতা-রূপী অভাবের আধার শ্রবণেক্সির এবং তাহার আকাজ্জার বিষয়—শব্দ। এধানে দেখিতে হইবে যে, চক্ क्वित अक्कात-क्रभी এक्रि-माज अजारात आधात; कर्न क्वित निखक्जा-क्रभी এक्रि মাত্র অভাবের আধার; উভরের কেহই সাধারণতঃ সকল অভাবের আধার নহে; কিন্ত "আমরা পরিমিত" ইহা আমাদের সকল অভাবের মূলস্থিত একমাত্র সাধারণ অভাব—এই সাধারণ অভাব-টির আধার কে ? আত্মাই, চকু, কর্ণ, প্রভৃতি সমস্ত ইক্রি-মের সাধারণ মধ্যস্থল; ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে গৈ, আত্মাই ঐ সাধারণ অভাবটির আধার; আত্মাই অপূর্ণতা রূপী অভাবের আধার। আত্মার এই যে, পরম অভাব, ইহার অর্থ (কি না আনকাজকার বিধয়) কাজেই পরম অর্থ —এক কথায় —-পরমার্থ। সে

পরমার্থ কি ? চাক্ষ্ম অভাব বে, অন্ধলার, তাহার আকাজ্জার বিষয় অন্ধলারের অবিকল বিপরীত; কি ? না আলোক; তেমনি আত্মার অভাব বে, অপূর্ণতা, তাহার আকাজ্জার বিষয় অপূর্ণতার অবিকল বিপরীত—কি ? না পূর্ণ মঙ্গল। অতএব, পূর্ণ মঙ্গলই আত্মার পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। এখন, চক্ষ্ অন্ধলার-রূপী অভাবের আধার, আত্মা অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার, এ যেন হইল; কিন্তু আলোকের আধার কে ? পূর্ণ মঙ্গলের আধার—প্রমাত্ম।

পরমার্থের দিক্ যে কি, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি; প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের मिक् পরমার্থের দিক্, স্বার্থ হইতে লোকার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, লোকার্থ হইতে নিরপেক্ষ মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্; এখন পাইতেছি যে, পূর্ণ মঙ্গলই পরমার্থ এবং তাহার আধার—পরমাত্মা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কোথাও সাক্ষাৎ পরমার্থ নাই— পূর্ণ মঙ্গল নাই; কিন্তু প্রকৃতির সর্ব্ব স্থানেই পরমার্থের দিকে – পূর্ণ মঙ্গলের দিকে – গতি নিরস্তর চলিতেছে; তাই, অসভ্যতার মধ্য হইতে সভ্যতা, অধর্মের মধ্য হইতে ধর্ম, অজ্ঞানের মধ্য হইতে জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছে। কোথায় কোন্ এক অলক্ষিত ভাণ্ডার রহিয়াছে (আছে এই খানেই—আমরা মনে করিতেছি কতই না শানি দুরে) সেই পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক ভাণ্ডার হইতে মনুষ্যের আত্মার অভাব নিত্য নিত্য পরিপৃরিত হইয়া আসিতেছে; সে ভাণ্ডার পূর্ণ ভাণ্ডার—সে ভাণ্ডার অক্ষয় ভাণ্ডার; তাহার নাম পূর্ণ মঙ্গল এবং তাহার অধ্যক্ষ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। 'পর-মাত্মার এই পূর্ণ নঙ্গল—যাহা সমস্ত প্রকৃতির মূলে কার্য্য করিয়া সকলকেই নিম্ন পংক্তি **ब्हेर** करम करम फेक পःक्तिरं छेठाहेशा मिर्छह— এই পূর্ণ मन्नलের महिन आमता यिन आमारनत रेष्टारक একতানে मिनिज कति, जाश रहेरन-यिन ममछ बनारजत উদ্দেশ্য বার্থ হয় তবেই আমাদের ইচ্ছা বার্থ হইবে, কিন্তু বরং স্থ্য পশ্চিমে উদিত একটি রেণ্-কণাও বিচলিত হইতে পারে না, যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তঃসারের দূরতম প্রভাবও বার্থ হইতে পারে না।

দকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এপর্যান্ত যত কিছু বলা হইল, সমস্তই কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া বলা হইল। কিন্তু উপসংহার-স্থলে কাঁটা খোঁচা সম্বন্ধে ছই একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক কাল প্রদাব বেদনা ভোগ করিয়া, স্বার্থ—গার্হস্তা প্রদাব করে, গার্হস্তা—করমার্থ প্রদাব করে, গার্হস্তা—করমার্থ প্রদাব করে, কোলীন্য—সভ্যতা প্রদাব করে, সভ্যতা—পরমার্থ প্রদাব করে। এই-সব প্রদাব-বেদনা বিপ্লব নামে প্রাসিদ্ধ। ধর্ম্ম-সোপানের প্রত্যেক পংক্তিতে হাঁ এবং না এই ছইটি দিক্ আছে; তাহার মধ্যে না'য়ের দিকে, লোকের বেশী ঝোঁক পড়ি-লেই লোকসমান্তে বিপ্লব ও মাতামাতি উপস্থিত হয়। গত শতান্ধীর ফরানিস্ রাজ্য-

বিপ্লব ইহার একটি জাজ্জন্যমান প্রমাণ। গত শতাব্দীতে, ইউরোপে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে উত্থান করিবার একটা অব্যবস্থিত উদ্যম-স্বাঁকুন চারিদিকে মন্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায়, সভ্যতা-পংক্তি ছাড়িয়া দেওয়া না'য়ের দিক প্রেসিদ্ধ করাসিদ্ গ্রন্থকার রোসো ইহার পথ-প্রদর্শক), ও পরমার্থ-পংক্তি অবলম্বন করা হাঁ'য়ের দিক্। বাঁহাদের মনোমধ্যে হাঁ'য়ের দিক্ আদর্শ পদবীতে উখান করিয়াছিল, সে-সকল জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতীব অল্ল হইবারই কথা। জ্ঞানী-লোকদিগের জ্ঞানাধিষ্ঠিত আদর্শ সাধারণ লোকেরা কেমন করিয়াই বা বৃঝিতে পারিবে—কাল্বেই দাধারণ লোকের মনে না'য়ের দিক্টাই বিপরীত প্রবল হইয়া উঠিল। সভাতা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে—এইটিই তাহাদের একমাত্র ত্রত হইয়া উঠিল; ও পরমার্থ-পংক্তিতে আরোহণ করিতে হইবে—এ ভাবটি সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। ইহার ফল কি হইল ? জন-সাধারণের উপদ্রবে সভ্যতা তো ছার্থার হইয়া গেল-এখন উপায় কি ? প্রমার্থের আকর্ষণ এখনো এত প্রবল হয় নাই <mark>বে, তাহা জন-সাধারণকে উপরে টানি</mark>য়া তুলিবে; কাজেই স্বার্থের আকর্ষণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জন-সমাজকে নীচে টানিতে বিলক্ষণ স্থাবাগ পাইল। স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃভাব, এই শব্দগুলি গুনিতে কেমন স্থমধুর,—সাক্ষাৎ প্রমার্থ ! কিন্তু ফরাসীস্ বিপ্লবের অভিধান খুলিয়া দেখ দেখিবে—কি ভুডানক ! স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার, সমতার অর্থ নীচতা, ভ্রাতৃভাবের অর্থ ভ্রাতৃবধ ৷ বর্ত্তমান শতাকী সভ্যতা পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু না'য়ের দিক্কে—মায়াবিনী না'য়ের দিক্কে—সাবধান! আমরা সভ্যতা লৌকিকতা এবং সামাজিকতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত;—অনেকেই আমরা মনে মনে ঠাহরাইয়াছি যে, আমরা পারমার্থিক লোক—লৌকিকতা বা সামাজিকতা আমাদের জন্য নহে; লোককে (অর্থাৎ অক্ষম লোককে—ক্ষমতাশালী লোকের কথা স্বতন্ত্র!) আমরা ডরাই না, —লোক যেন গুধু-কেবল ডরাইবারই সামগ্রী—ভাল বাদিবার সামগ্রী নহে! মনে কর বেন আমরা আমাদের দেশারাধ্য যতকিছু আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সভাতা সমস্তই ছারথার করিয়া ফেলিলাম—তাহার পর আমাদের দশা কি হইবে ? বর্ত্তমান কালে পরমার্থের আকর্ষণ কি এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, তাহা আমাদিগকে সভ্যতা-পংক্তি হইতে প্রমার্থ-পংক্তিতে এক নিমেষে টানিয়া তুলিবে ? কথনই না – হইবে যাহা তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; আমাদের যুগাযুগাস্তরের দঞ্চিত সভাতাকে, স্বার্থ, এক আছাড়ে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে—এই মাত্র। ইউরোপে এখন সভ্যতার না-অঞ্চলে, Nihilism (অর্থাৎ नांकिक्षिंदका), नृजन (मथा मित्रारह; तम त्य कि कांख करत्र-जाहा अथन ভविषाद-गर्द । এই দকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের উচিত যে, আমরা দেশকালপাত্রোচিত সামাজিকতা

লৌকিকতা এবং সভাতা যতদূর পারি অব্যাহত রাধিয়া অল্লে অল্লে পরমার্থের দিকে পদ-নিক্ষেপ করি ; — পূর্বতন সভা রীতি-নীতি সমস্তই পরিত্যাগ না করিয়া — শুদ্ধ কেবল তাহার অসার অংশ-গুলিই পরিত্যাগ করি ও তাহার সমস্ত সারাংশ নিম্বর্ণ করিয়া তাহার উপরেই পরমার্থের মূল-পত্তন আরম্ভ করি,—তাহা হইলেই আমাদের ইতিহাস পড়া দার্থক হইবে, ও আমাদের অভীষ্ট কার্য্য রীতিমত অগ্রদর হইবে। আর-একটি কথা এই বে, কৌলীন্যের কাল এখন গিয়াছে—এখনকার কাল সভ্যতার কাল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন এক এক জন অসাধারণ ব্যক্তি উখিত হইয়া আর-আর ব্যক্তিকে অনেক দুর পশ্চাতে ফেলিয়া দিতেন, এখনকার কালে দেরপ প্রাধান্য লাভ করা সহজ ব্যাপার नट । এथन कांत्र कांग भीक्रय-अकारमंत्र कांग नट. किंख कार्यगाकारतत्र कांग: বাহাতে বিশিষ্টক্রপে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করাই এখনকার কালে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কৌলীনোর এমনি প্রাহর্ভাব ও সভ্যতার এমনি হীনাবস্থা যে, কোন একটি কার্য্য-সাধনের অভি-প্রায়ে দশ জন একত্র হইলেই কার্য্যোদ্ধারের দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না—আপনার আপনার প্রাধান্যের দিকে দকলেরই লক্ষ্য দরিবিষ্ট হয়। ইউরোপীয় কার্য্য-ক্ষেত্রে. অগ্রে কার্য্যোদ্ধার—তাহার পরে আর যাহা কিছু, এই-যে-একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সভ্যতার সর্কপ্রধান পরিচায়ক। ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা আর-কিছু শিথি বা না শিথি – এই পরস্পরাধীনতার ভাবটি শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আমার আপনার দারাই বা কি কার্য্য ও কতটা কার্য্য হইতে পারে, এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগেরই বা কাহার দ্বারা কি কার্য্য ও কতটা কার্য্য হইতে পারে, এইটি নিরপেক্ষ ভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়া আপনি আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যকে তাহার আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া—তাহার দে কার্য্যে কোন প্রকার বাধা নিক্ষেপ না করা, এইটি হইলেই, সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার পথ-এক কথায় সভ্যতার সোপান-আমাদের দেশে উন্মুক্ত হইয়া যায়। এরপ হইলে, সভাতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান ক্রিবার পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্ণটক হইয়া যায়।\*

🕮 ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

\* এই প্রস্তাব জ্রীযুক্ত বাবু ছিজেক্সনাথ ঠাকুর কর্তৃক মধ্য বাঙ্গলা সন্মিলনী সভায় পঠিত হয়।

#### ত্রম সংশোধন।

৫০২ পৃষ্ঠায় ১০ম পক্তিতে ষেথানে রহিয়াছে "থিনি জ্ঞাতিদিগকে বশ করিতে পারেন তিনিই বশিষ্ট" তাহার পরিবর্ত্তে "বাক্যই বশিষ্ঠ।অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে— তাই বশিষ্ঠ); বাক্যকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জ্ঞাত্বর্গের,মধ্যে বশিষ্ঠ হ'ন ( অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বশ করেন)" এইরূপ পঠিত হইবে।

# বোগাই সহর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### (ইভিহাস-অনুক্রম)

শিবাজীর প্রতিভা গুণে এই বে মহারাষ্ট্রী রাজ্য পতন হইল, তাহা অনতিকাল মধ্যেই সম্দায় ভারতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বলিতে কি, শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার মত বাঁর ও যশসী হয় নাই। তাঁহার পুত্র শস্তোজী নিক্ট আমোদা-

শত্তোকী সক নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মন্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সরদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বনী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে, শস্তোজীর প্রাণ রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সমাট বলিয়া পাঠাইলেন "তোর জীবন মরণ আমারি হাতে তা তুই জানিদ। যদি মুসলমান হতে রাজী হোস্, তা হলেই তোর প্রাণ রক্ষা, নতুবা জরাদের হাতে তোর মৃত্যু।" শস্তোজী উত্তর দিলেন "বাদসা যদি আপন কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন, তা হলে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গীব ক্রোধান্ধ হইয়া শস্তোজীর প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

সাহ্য ১৭০৭ বিষ্ণালীর পুত্র সাহ শৈশবকালে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পতিত হইয়া অনেক বৎসর কারাবাসে কালাতিপাত করেন, ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন কিন্তু মোগলদের মধ্যে স্থণীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাঁহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। রাজদণ্ড ধারণ সামর্থ্যাভাবে ক্রমে রাজ্যভার সচিব প্রধান পেশওয়ার হল্তে সংন্যন্ত হইল। প্রথম প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪ বালাজী প্রধান বিশ্বনাথ ১৭১৪ মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নূপতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। পেশওয়া পদ তাঁহার বংশাহুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্র পতি—তাঁহার রাজ্যাধিকার গেল—স্থাধীনতা পর্যান্ত অপহত হইল। শেষে এমন হইল সাতারার রাজ্য সাতারায় বন্দী—পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা। নূতন পেশওয়ার অভিধ্রেক কালে অভিষেক বসন মহারাজ্যের নিকট হইতে আনান হইত এই যা রাজ্য মর্থ্যানার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮ এ বালাজী পেশওয়া সইয়দ ভাত্দ্রের পোষকতায় সিশেন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তার বৎসর ছই পরে দাক্ষিণাত্য রাজ্যের চৌথ আদারের বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করেন। তাহার প্রয়ম্বে পুণা ও সাতারার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে মহারাষ্ট্র রাজপ্রাকা বিধিমত বছমুল হইল।

বাগাজীর পুত্র বাজিরাও দিতীয় পেশওয়। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন দি তীয় পেশ প্রয়া বাজিন ) তেজীয়ান্ পুক্ষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতর রাপ্ত ১৭২১—৪০ সন্তান। মহারাট্রা আধিপত্য উত্তর হিন্দুছানে সংস্থানিত করা বাজীরায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মোগল রাজ্যের ভগ্ন জীর্ণদেশা তিনি বিশিষ্ট-রূপ অবগত ছিলেন। তিনি কথায় কথায় সাহু রাজ্যাকে বলেন "এই আমাদের সময়। ভারত ভূমি হইতে বিদেশীদিগকে বহিদ্ধুত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জনের এই মবন্দর। গুদ্ধ তরুমূলে কুঠারাঘাত কর শাখা সকল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।" তাঁহার উৎসাহ বাক্যে সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জ্বন্ত উৎসাহে ক্ষণকালের নিমিত্তে উত্তেজিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "তুমি পিতার যোগ্য পুত্র তুমিই সহস্তে মহারাষ্ট্র জয়ধ্বজা হিমালয় বক্ষে নিখাত করিবে।" বাজিরায়ের বলবীর্য্যে মহারাষ্ট্রী রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল, ১৫ বৎসরের মধ্যে তিনি বাদসাহী মূলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন ও বিদ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্ম্মদা হইতে চম্বল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯ এ পোর্তু গুসি নিকট হইতে বাসীন অধিকার করেন। এই সকল দেথিয়া মহারাষ্ট্রী রাজের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানস্তর ইংরাজেরা সাহু রাজার নিকটে দৃত প্রেরণ করেন। - দৃতের প্রতি উপদেশ এই:—

"রাজ সভায় বাজিরায়ের শক্র আছে কি না সন্ধান নিবে। পোর্তুগীস মূল্ক জয়ে দিন দিন তাঁহার বলর্দ্ধি হইতেছে, তাঁহার গর্ক থকা করা সক্তোভাবে যুক্তি সিদ্ধ। তাঁহার বিক্লমে লোকের ঈর্ষা জালাইয়া দিবার স্থযোগ পাইলে অমন স্থবিধা যেন ছাড়া না হয়, কিন্তু সাবধান তিনি যেন আমাদের শক্র হইয়া না দাঁড়ান তাহা হইলে আমাদের সমূহ ক্ষতি,"

১৭৩৯এ পেশওরার সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রামৃক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর পরে বাজিরায়ের মৃত্যু।

বাজিরাও রূপবান্ বীর্ঘ্যবান্ অমায়িক সরলাস্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি বীরোচিত কঠোর ত্রত পালন পূর্ব্ধক আড়ম্বর শূন্য সহজ ভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে—তাঁহার সহিত নিজাম-উল্-মূল্কের প্রথম যুদ্ধারজে নিজাম একজন স্থবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন "বাজিরাওকে গিয়াই যে ভাবে দেখিবে সেই ভাবে তাঁহার ছবি তুলিয়া আনিবে।" চিত্রকর দেখিলেন বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে তুই হাতে জোয়ারীর দানা ভাঙ্গিয়া চিবাইতে চিবাইতে অখপ্রে সামান্য সেনার মত চলিয়াছেন—এই ভাবে তাঁহার চিত্র চিত্রিত হয়।

বাজিরায়ের তিন পুত্র—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাহার উত্তরাধিকারী, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) মহারাষ্ট্রে যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনুষ করিয়া গিয়াছেন তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে এই রাঘোবা ইংরাজ মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ইংরাজদের ডাকিয়া ইনিই রাজ্যনাশের স্ত্রপাত করেন-ইহাঁর পুত্র দিতীয় বাজিরাও পিতার কার্য্য শেষ করিয়া রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন।

তৃতীয় পেশওয়া বালাজী বালাজীর অপর নাম নানা সাহেব। নানার রাজত্ব বাজিরাও (নানা সাহেব) কালে মহারাষ্ট্রবল মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ১৭৪০—৬৯

নাগপুর শাখীর দেনাপতি ভোঁদলা বাঙ্গলায় মুরদিদাবাদ পর্যান্ত লুঠপাঠ করিয়া ফিরিয়া আদেন। আমাদের শিশু ঘুমপাড়ানী গান ও "মারাট্রা ডিচ" নামক নগর সংরক্ষণী খলকে বর্গীদের উৎপাতের শ্বৃতিচিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৭৫১এ নবাব আলিবর্দির নিকট হইতে তাঁহারা বাঙ্গলার চৌথ ও উড়িষ্যায় অধিকার লাভ করেন।

জল দস্তা আক্রে ) নানার শাসনকালে ইংরাজেরা জল দস্তা আকে দমনে ১৬৯০ — ১৮৪০ \ পেশওয়ার সহবোগিতা করেন। পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিয়া নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর মহারাষ্ট্রী সরদার আঙ্গে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্যান্ত, কানোজী হইতে রাঘোজী পর্যান্ত, আঙ্গের আধিপত্যকাল। রাঘোজীর মরণান্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া ডাল্হোসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্গে-রাজা ইংরাজ হস্তগত হয়। আঙ্গে বংশের আদি পুরুষ কানোজী সামান্য লোক ছিলেন না। বোম্বায়ের কাছাকাছি যত জাহাজ আদিত, তাহারা জাঁহার লোহহস্ত এড়াইতে পারিত না। তাবাঙ্কুর হইতে विषारे भर्गास भागि कृत्वत अधान अधान नगत এर क्वमस्यात छेभज्वत मानवास । আঙ্গের হত্তে ইংরাজদেরও অনেক কট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৫৪র মধ্যে ত্ই ইংরাজ রণতরী আছে কর্ত্তক ধৃত হয়। কলিকাতাবাদীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে সহরের চারিদিকে গর্ম্ভ খনন করিয়া স্থরক্ষিত হন, বম্বের বণিকগণ্ড আঙ্গের আক্রমণ শঙ্কায় দেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ইংরাজ পোর্কুগীদ মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তাহার কোন ফল रहेंग ना। ১१ee **चारक कारनाजीत পू**ज जूनाजीतक तरम चानितात जना हेरतारजता পেশওয়ার সহিত যোগ দেন; পর বৎসরে স্থবর্ণ ছর্গ ও বিজয়ছুর্গ (ঘেরিয়া) তাঁহার প্রধান ছই হুর্গ বিজ্ঞিত হয়। স্থবর্ণ হুর্গ হারাইয়া তুলাজী দাগর পরিরক্ষিত বিজয়হুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আডমিরল ওয়াটদন ও কর্ণেল ক্লাইব মিলিয়া—ওয়াটদন জলে ক্লাইব স্থলে আক্রমণ করত ছর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজগবর্ণর বিজয়ত্র্গ লাভ লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অমুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরি-<sup>বর্ত্তে</sup> বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাক্ষোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপার্জ্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া

লইলেন। অপিচ পেশপ্ররার নিকট হইতে এইরপ বচন পাইলেন যে ওলন্দাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাদের অনুমতি পাইবে না—তাহাদের বাণিজ্য পর্যস্ত বন্ধ করিয়া দিবেন। পোটু গীসদের হর্দশার কথা পূর্কেই বলিয়াছি। পোটু গীসদের পতন ও মহারাষ্ট্রীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধিস্থাপন বশতঃ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভূত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

নানা সাহেবের শেষ দশা শোচনীয়। তিনি পাণিপতের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আইলেন—ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দ্রাজ্য পুনঃস্থাপনের আশা জলাঞ্জলি দিতে হইল। ইহার পর নামাসাহেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। এই মর্মান্তিক আঘাতে তাঁহার বৃদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিয়া শ্যাগত হইয়া পড়িলেন ও কয়েক মাদের মধ্যেই পার্কতী মন্দিরে দেহত্যাগ করিলেন।

নানার জ্যেষ্ঠপুত্র পাণিপতের যুদ্ধে মারা পড়েন— চতুর্থ পেশওয়া বড় তাঁহার দিতীয় পুত্র মাধবরাও পেশওয়া পদে মাধবরাও ১৭৬১—৭২ অধির চু ইইলেন। তথন তাঁহার বয়ক্রম ১৭ বৎসর। তাঁহার পিতৃব্য বাঘোবা পেশও-श्रात्क हात्व त्राथिया चयः कर्छ। हरेतात्र श्रयांनी हिल्लन किन्छ ठाहात्व कृठकार्या हरेत्व পারেন নাই। মাধবরাও স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অসামান্য চাতুর্ব্যের সহিত बाककार्या निर्सार कवित्व नाशितन, मराबाग्रीतनत निन निन जीममृकि नर्गतन देश्वा-রেজা সশঙ্কিত, কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে সমুৎস্থক। হাইদর দমনে মহারাট্রীদের সহিত সম্ভাব বন্ধন প্রয়োজন স্কুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব মনেই সংবৃত করিতে বাধ্য হইলেন। সম্ভাবব্যঞ্জক দৌত্যে পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা, ইংরাজ দৌত্যের ৫ বংসর পরে মাধবরাও লোকান্তর পমন করেন। তিনি সম্ভান সম্ভতি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার স্ত্রা রমাবাই অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মৃতপ্তির অহুমৃতা হইয়া চিতানলে দেহ ত্যাগ করেন। মাধ্বরাও ८१म७या न्यायश्वायश मामनक्छ। विवया अथाछ। वनवात्नत्र विकृत्क इर्कालव, धनीव বিক্লজে দরিতের সহায় ছিলেন। এই ন্যায়া সাহ্সী প্রজাবল্লভ দৃঢ়মতি নৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পাণিপতের যুদ্ধেও তেমন হইরাছিল কি না সলেহ।

পঞ্চম পেশ ওয়। নারা- ১৭৭২ এ মাধবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও
য়বরাও ১৭৭২ — ৭৩ আটাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসন আরোহণ করেন।
তিনি রাঘোবা কাকার ষড়য়ের অকালে কাল কবলে পতিত হন। রাঘোবাপয়ী
আনন্দীবাই এই কাণ্ডের মূলকারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। মাধবরাও পেশওয়া
ছরস্ত রাঘোবাকে বশে রাথিবার জন্য কয়েদ করিতে ঝাধ্য হইয়াছিলেন, অবশেবে
শীয় মৃত্যু সয়িকট জানিয়া তিনি রাঘোবাকে ডাকাইয়া ভাইটকে তাঁহার হত্তে সঁপিয়া

যান। কতককাল খুড়া ভাইপোর মধ্যে মৌথিক সন্তাব বজায় ছিল কিন্ত নারায়ণ बारबत मांजा शांभिका वांहे ७ त्रार्थावांत छी व्यानमी वांहे थहे इक्ररनत मरश विन-বনাও ছিল না। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঘোবার মনান্তর এই সকল কারণে তিনি পুনর্কার প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। তদবধি তিনি লাতুপুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেথিতে লাগিলেন। সেনাদের ঘুদ দিয়া বশ করা তাঁহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল পেশওয়ার দৈন্যদল কেপিয়া উঠিয়াছে। নারায়ণরাও তথন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন। বিদ্যোহীদলের নেতা সমর সিংহ। তুলাজী পগুরার নামক রাঘোবার অনুচর সমর সিংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সমুখ দার ছাড়িয়া অন্য দার দিরা প্রাসাদে প্রবেশ লাভ করত পেশ ওয়ার শয়নগৃহের দিকে ধাবিত হইল। নারায়ণ রাও তাহাদের গোলমাল শ্রবণে ভীত হইয়া কংকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন—সমর সিং<sup>ক</sup> তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং চলিল। যুবক কাকার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া কাতরম্বরে প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। রাঘোষা সমর সিংহকে ক্ষান্ত হও বলিয়া অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে পুসমর সিং উত্তর করিল "এতদূর আসিয়া এখন কি আমি নিজেই মরিতে ঘাইব—ছাড়িয়া দেও নতুবা তুমিও মারা পড়িৰে।" রাঘোৰা ছাড়াইয়া ছাতে গিয়া लुकारेया तरितन। नातायन ताय अनायतामान किन्न भाष जुनाकी उारात भा টানিয়া তাঁহাকে ধরাশায়া করিল। এমন সময় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী রাজ-ভত্তার প্রবেশ। তার হাতে যদিও কোন অস্ত্র শস্ত্র নাই, সে দৌড়িয়া, গিয়া তাহার প্রভুও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান হইল। তাহাকে দেখিয়া নারায়ণ রাও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন—চাকর মনিব হুজনেই নরাধম নিষ্ঠুর হস্তারক্ষয় কর্তৃক নিহত इहेन।

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে দংলিপ্ত কি না তাহার কোন প্রমাণ ছিল না—রামশাস্ত্রীর উপর অহুসন্ধানের তার দেওয়া হইল। রামশাস্ত্রী ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী রামশাস্ত্রী ক্রিজ বিচারপতি—পূণাদরবারে বশিষ্টস্বরূপ ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিয়া চলিত। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন রাঘোবা নারায়ণ রায়ের বধের আদেশ দেন নাই—তাহাকে ধরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপতে "ধরিবে" এই কথা বদলাইয়া "মারিবে" এই কথা কে একজন লিখিয়া দিয়াছে। প্রদিদ্ধি এইরূপ যে রাঘোবার পত্নী পিশাচিনী আনন্দীবাই এই জালের মনয়িত্রী। এই ঘটনার কতক দিন পরে রাঘোবা রামশাস্ত্রীকে জিল্ঞানা করিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিণ্ণু শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন "তোমার নিজ্বের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর মুখ নাই—তোমার কিন্ধা তোমার রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্ত্তা পাকিবে

ভতদিন আমি এ সরকারে চাকুরী করিব না—আর এ মুখো হইব না।'' শাল্পী তাঁহার বচন রক্ষা করিলেন। সেই অবধি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

'ষ্ঠ পেশওয়া'
রঘুনাথ রাও (বাঘোবা)
বিভর দিন টিকিতে পারেন নাই। তিনিও যেমন
১৭৭৩-৪

ইদ্ধ যাত্রায় পুণায় বাহির হইলেন, তাঁহার বিপক্ষ-দলও শির উত্তোলন করিল। মন্ত্রী প্রধান খ্যাতনামা নানা ফর্ণবীস সে দলের নেতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ একে একে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোবা বেগতিক দেখিয়া শিন্দে হোলকর ও ইংরাজদের শরণ ভিক্ষায় ক্বতসঙ্কল হইলেন।

এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যথন বাজিরাও রাজ্যের পেশওয়া বংশের সর্কোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তথন সেনাপতি রাঘোজী ভাবনতি ভাঁসলা বহাড় প্রান্তের জায়গীরদার ছিলেন। তিনিও অবনতি পেশওয়ার দৃষ্টাত্তে খাধীন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত হইলেন। পেশওয়ার অধীনস্থ অপরাপর কর্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টাস্ত অহুদরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে মহারাষ্ট্র রাজে পঞ্চশাথা বিস্তৃত হইল। পেশওয়া তাহার মধ্যবিন্দু, তাঁহার রাজধানী পুরা। ভোঁদলার রাজধানী নাগপুর। দিন্দে গোওয়ালিয়ের আধি-পত্য পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গাইকওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশওয়া চিতপাবন আক্ষণ অন্যান্য সরদারগণ শূক্রজাতীয় মহারাটা। মহলাররাও হোলকর হীনবর্ণ সেনা ছিলেন; রাণোজা সিন্দে পেশওয়ার পাছকাধারী; পিলোজী গাইকওয়াড় রাখালরাজ। ইহাঁরা সকলেই দীনহীন সামান্য শ্রমজীবির জীবিকা হইতে স্বভুজবলে রাজিদিংহাসন উপার্জ্জন করেন, নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বাজবংশ পত্তন করিয়া যান। পেশওয়া প্রথমতঃ এই সকল বীরদিগকে দেশবিজ্ঞায়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর সৈন্য সংস্থানের ভার। **তাঁহারা** দূরে দূরে থাকিয়া কার্য্য করিতেন, পেশওয়া তাঁহাদের উপর কতৃত থাটাইবার স্থবিধা পাইলেন না। পেশওয়ার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছাত্নসারে তাঁহারা সন্ধি বিগ্রহ করিতে লাগিলেন ও রাজ্য রক্ষার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া স্বার্থ সিদ্ধিতেই নিযুক্ত করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা নিজে নিজেই দর্কেদ্র্কা হইয়া উঠিলেন--পুশওয়ার অধিকার নাম মাত্র। সাতারার রাজা সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়া সম্বন্ধে তদ্রপ তাঁহার ভৃত্যবর্গ।

পুণার পুণা দরবার ছই দলে বিভক্ত—একদল রাঘোবার পক্ষ—অপর
দলি। সদমত নারায়ণ রায়ের পদ্ধী গঙ্গাবাইয়ের পক্ষ। গঙ্গাবাই তথন গর্ভবতী, স্থরক্ষিত ভাবে প্রন্দর হুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোষা সৈন্য

সামন্ত লইয়া স্বপক্ষ সমর্থনে বত্বশীল হইলেন প্রথম প্রথম ক্তক্টা ক্তকার্য্যন্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধে অরিদল জয় করিয়া বিপক্ষ সেনাপতিকে গ্রপ্তার করিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকৃল। পুণার দিংহাদন স্পর্ণ করেন করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় বজ্পাত সদৃশ সংবাদ আসিল থে রাণীর প্রসন্তান জ্মিয়াছে—৪০ দিন গত হইলে শিশু সপ্তম পেশওয়া সওয়াই ) রাজার রীতিমত রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সপান্ন **ছ**ইল। মাধ্বরা ও ১৭৭৪—১৭৯৫ বজাঠা অপেক্ষাও বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধ্বরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই সঙ্কটে হোলকর সিন্দিয়ার সাহায্য লাভে নিরাখাস ছইয়া রাঘোষা ইংরাজদের শরণাপর হইলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লাল-সায় তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণে প্রতিশ্রত হইলেন।

রাঘোর। ও ১৭৭৫ এ রাঘোর। ও বম্বে গবর্ণমেন্টের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হর, বন্ধে গবর্ণমেন্ট। । নাম স্থরাট সন্ধি। সন্দির তাৎপর্য্য এই, ইংরাজেরা রাঘো-বাকে সদৈন্য পুণায় পৌছাইয়া দিয়া পেশওয়া দিংহাদন প্রত্যপণ করিবেন-রাবোবা ইংরাজদের পুরস্কার স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন। ইংরাজ ও মহারটাদের মধ্যে মুদ্দের এই স্ত্রপাত।

সুপ্রীম প্রবর্থ বিষ্ণ বিষ্ণ বিষ্ণ বিষ্ণ বিষ্ণ বিশ্ব স্থাম গ্রাঘাবার সহিত এইরূপ বন্দবস্ত স্থাম গ্রাঘাবার আদেশ জারী করিলেন। **তাঁহাদের আদেশ ক্রমে পু**ণা দরবারের সহিত **ক্**থাবার্তা স্থির হ**ইয়া প্রন্দরের সন্ধি** । প্রন্দরের সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

পুরন্দরের সন্ধি মৌথিক ও কণ্ডায়ী। রাঘোবাকে দিয়া কার্য্যোদ্ধার করা ইংরাজ-দের প্রকৃত অভিপার। এই সময় আবার সেণ্ট লুরিন নামক একজন ফরাসিদ পুণায় আদিয়া গোলযোগ আরম্ভ করেন। পুণার একটা ফরাদিদ কুঠী স্থাপন করা ও কুঠী রকণে ফরাসিস দৈন্য নিয়োগ করা তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। পেশওয়া তাঁহাকে মহা ধুমধাম করিয়া অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর নানা ফর্ণবীস তাঁহার পোষক। এই मन प्रियो है : तात्कता अपूर्ण मत्रवादत अप्रिम नाएं ममूर स्क इट्लम। मञ्जीवर्शत মধ্যে বিচ্ছেদ স্ত্রে তাঁহাদের অভীষ্ট দিন্ধির স্থবিধাও হইল। রাঘোবার পক্ষপাতী শ্ধারাম রাও বন্ধে গ্রণমেণ্টের সহিত কুমুরণায় প্রবৃত্ত হইলেন ৷ বন্ধে গ্রণমেণ্টের স্থাম গবর্ণমেন্টের মত চাহিয়া পাঠাইলেন। স্থপ্রীম গবর্ণমেন্টের মতের ঐক্য নাই। ছজন কৌন্সলর একদিকে, তাঁহাদের মতে পুরন্দর দন্ধি ভঙ্গ করা "অবৈধ, অন্যায় ও অনিষ্টকারী," অপর হজনার অতন্ত্র মত। যথন হুই পক্ষ সমান সমান, তথন গবর্ণর-জেনেরল যে পক্ষে যোগ দেন সেই পক্ষই বলবত্তর। ছেটিংস সাহেবের অমুকূল মতেই ব্ধে গ্রন্মেন্টের প্রস্তাব গ্রাহ্য ছইল। ১৪ নবেম্বর ১৭৭৮এ রাঘোবার সহিত নৃতন मिक । মহারাট্টাদের দহিত ইংরাজদের এই প্রথম যুদ্ধ।

প্রথম মহারাট্রা- ব্রপ্তীন গবর্ণমেন্ট বন্ধের সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করি-যুদ্দি ১৭৭৯ – ৮১ 🔰 লেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষা না করিয়া বোষাই গব-র্ণমেণ্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বম্বের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণল এজরটন। তাঁহার যে একাধি-পতা তাহা নহে, তাঁহার উপর আবার এক যুদ্ধ কমিটির অধিকার। এই অল সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র-গর্ব্তে প্রবেশ করা যত সহজ্ব মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিস দৈন্য যত অগ্রদর হয়, মহারাট্রারা আশপাশ প্রদেশ অগ্নিসাৎ করত তত পিছু হটে। ইংরাজ দৈন্য তলেগাম গিয়া দেখে দকলি ভন্মরাশি—লোকজন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। ছু দিন পরে কমিটি হইতে দৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের ছুকুম আদে। যদিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশ মত কার্য্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তোপ দকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর ভাগ জিনিস পত্র অগ্নিকুণ্ডে আছতি দিয়া ত্রিটস সৈন্য ফিরিল। কমিট মনে করিয়াছিলেন দৈন্যেরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আদিবে, কেহ কিছু জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে না হইতেই শক্র দলের গোলাবুষ্টিতে ইংরাজ সৈন্যের স্বপ্নভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার সময় সে দৈন্য অনেক কণ্টে বড়গাম পৌছে। পরদিন প্রভাত হইতে তাহা-एनत्र छेभत्र भूनर्वात भानावर्षण इहेट्ड नाणिन — अवरम्य विषित्र मना हात्र मानिया সন্ধির প্রস্তাবে সন্মত হইল। ইংরাজদের এমন হার আর কথন হয় নাই। মহারাটীরা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন। ইংরাজেরা সালদেট প্রভৃতি তাঁহাদের কতকগুলি অধিকৃত প্রদেশ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্ধের ভোগে ডক্রচ অর্পণ এবং তাঁহার অহচর বর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাঁহার মনস্তাষ্ট সাধিত হইল।

ইংরাজদের দর্প চূর্ব। এই কলঙ্কপূর্ণ বড়গাম দদ্ধি বোদাই গবর্ণমেণ্ট অনুমো-দন করিলেন না। স্থ্রীম গবর্ণনেন্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তাহা মহা-রাট্টাদের অগ্রাহ্য হইল। পুনর্কার যুদ্ধারস্ত।

জেনেরল গভার্ত এই শহুটে জেনেরল গভার্ত্ বন্ধে সৈন্যের সাহায্যে আগ-১৭৮০ – ৮১ । তিনি তথন বন্দেলথণ্ডে ছিলেন। তথা হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০০ মাইল কুচ করিয়া স্থরাটে আসিয়া পড়িলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কোন্ধন তাঁহার রণক্ষেত্র। ১৭৮০ অব্দে তিনি মহারাট্টাদের উপর জয়লাভ করিয়া বাদীন অধিকার করেন।

হাইদর আলি } এই সময় হাইদর আলির কর্ণাটক আক্রমণ সংবাদ বছে
পৌছে। হাইদর দমনে ইংরাজ্বদের সমুদায় বল সমুদায়

শক্তি প্রয়োগ করা চাই, মহারাষ্ট্রীদের সঙ্গে বিবাদ ভঞ্জন প্রয়োজন। সেনাপতির প্রতি মহারাষ্ট্রীদের সহিত দক্ষি বন্ধনের অন্তমতি হইল। মনোমত কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পেশওয়ার ভয় দেখান আবশাক এই বিবেচনায় ণডার্ড্ সৈন্য সামস্ত লইয়া বর্ঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা উপরে থণ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীরা তাঁহার হর্বলতা বৃঝিয়া বোদ্বাই ও গডার্ড্ সেনোর মাঝখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। পলায়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড ফিরিয়া যাইতে কতনিশ্চর হইলেন। বরং অয় সৈনা লইয়া সন্ত্রথ যুদ্ধে জয়ের সন্তাবনা কিন্তু মহারাষ্ট্রীদের কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গডার্ড্ তাহাই ঠেকিয়া শিখিলেন। এই প্রভাবিত্তনে ব্রিটিস সৈনোর সমূহ ক্ষতি। দেশী ইউরোপীয় সর্বপ্রদ্ধ ৪৬১ জন সেনা হত—কামান ও অন্যান্ত জিনিসপত্র শক্র হস্তে পতিত হইল।

সালবাই সন্ধি ) এই ছই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাজ ১৭৮২ সহারাটীদের মধ্যে দেশের আদান প্রদান হইল। ইংরাজেরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন—তিনি অতঃপর পেন্সন-ভোগী হইরা গোদাবরীতীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্ত ইউরোপীয় জাতির সহিত মিত্রতা বন্ধন করিবন না, পেশওয়ার এইরপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা হাইদারের বিপক্ষে অবাধে অন্ত চালনা করিবার স্থযোগ পাইলেন।

মালবাই দিন্ধ দাধনে মহারাট্টী পক্ষের প্রধান উদ্যোগী মহাদাজী দিলে। এই
দিন্তি বিলিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মহাদাজী (আদল নাম মহাদেব) প্রথমে
মহাদাজী সামান্য পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মড়ল বৈ নয়—পেশওয়া সরকারের
শিলে চাকর; এইক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মহারাট্টী সরদারদের অধিনায়ক
হয়য় দাঁড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদর্কি, 'বলর্দ্ধি, ঐশ্বর্য বিস্তার হইতে
চলিল। এই মহাদাজী দিলে মহারাষ্ট্রে বিপ্ল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—জাতীয় বীরের
মধ্যে ইনি শিবাজীর নীচেই গণনীয়; ইহার কার্য্য কলাপ এইত্বলে কিঞ্ছিৎ প্রদর্শন
করা অসক্ষত হইবে না।

মহাদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করত পাণিপথের কলঙ্ক নোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অনুকৃল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চূর্ণ, চতুর্দ্দিকে অরাজকতা—যার বল তারই জ্বয়, জোর যার' মৃলুক তার। উত্তর হিন্দুস্থান ঘন মেঘা-চ্চন্ন—সেই মেঘের মধ্য দিয়া ঘোর উপদ্রবের চিহু সকল স্থচিত হইতেছে; কত বাড়ী ঘর লওভও, পরিবার ছারখার, কত শস্যক্ষেত্র মক্বভূমিতে পরিণত—কত নির্দোধী ব্যক্তির রক্তপাত হইতেছে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও দিল্লী সিংহাসনের উপর লোকের ই অটল অনুরাগ। দিল্লীশ্বর বীর্যাহীন ঐশ্বাহীন কিন্তু তথনো তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য

ভারতভূমিতে প্রদারিত। দিল্লীখারের নামে দকলেই মোহিত—তাঁহার দহযোগী হইয়া কার্যা করিতে লোকে উৎসাহিত—তাঁহার প্রদত্ত মানার্জনে মহা মহা আমীরও আপ-নাকে গৌরবাহিত মনে করেন। সিলিয়াও অবসর বুঝিয়া কার্য্যারস্ত করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম – তাঁহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, এই ঘটনায় উজীর পদের জন্ত মহা বিবাদ বিদম্বাদ চুলিতেছে। নজফের উত্তরাধিকারী আফ্রা-দিয়াব – মহম্মদ বেগ তাঁহার প্রতিঘন্দী। এই প্রতিঘন্দী দমন মানদে আফ্রাদিয়াব সিন্দিরাকে ডাকিয়া পাঠান। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে সৈন্য সামস্ত সমভিব্যাহারে আগ্রায় গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরেই আফ্রাসিয়াব শত্রু হস্তে নিহত ছওয়ায় রাজ্য বিপ্লব দ্বিগুণতর জ্ঞালিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ার দিকে তাকাইয়া. সিন্দের সাহায্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দে দিল্লী প্রয়ান করিয়া পেশওয়ার তরে "বাদসাহী উজীর" পদবী আদায় করিলেন – স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরপে গঙ্গা যমুনার মধাবর্ত্তী দোমাব প্রদেশ তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। বাদ্দা দৈনা মাঝে সঙের মত এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে লাগিলেন — সিন্দিরা মগুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন করিলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন তাহা নহে, ডিবইন নামক জনৈক ফরাসিসকে পাইয়া স্থাশিকত প্রবল দৈন্যদল গড়িয়া লইলেন—দে দৈন্য শীঘ্রই কাজে লাগিল। , দিল্লীতে অশান্তির আর অন্ত নাই। বাদসাহের উপর রোহিলা দলপতি গোলাম কাদ-রের প্রচণ্ড দৌরাত্মা দিন্দিয়ার কর্ণগোচর হইল। এই গোলাম কাদর দিল্লীতে প্রবেশ ক্রিয়া যে ভয়ানক মারকাট অত্যাচার জারী করে তাহার তুলনা পাওয়া ভার। কতক দিন ধরিয়া নগর লুঠন, প্রাসাদ লুঠন; লুঠনে আশাতরূপ ধন লাভে নিরাশ হইয়া গুপু ধন বাহির করিবার মতলবে বাদ্সাহের উপর রাজপরিবারের উপর অক্থা দারুণ উৎপীতন প্রবর্ত্তি হয়। এই সকল অত্যাচারে জর জর হইলা বেচারা সা আলম মনস্তাপে বলিয়া উঠিলেন.—"এ দৃশ্য দেখা অপেকা আমার অন্ধ হওয়াভাল ছিল''-এই কৃতিরোক্তি শ্রবণে নৃশংস কাদ্র তরবার দিয়া তাঁহার চক্ষুয় উৎপাটন করিয়া দেই দণ্ডে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ছাড়ে। মড়ার উপর আবার খাঁড়ার या ना निया (म मञ्जूष्टे नय। मिटे (मानिकाक अक वानमारक भाषां कनय भाष आवात উপহাসচ্চলে জিজ্ঞাদা করিল "এখন বাবা কি দেখিতেছ ?" বাদদা উত্তর করিলেন "তোমার আমার মাঝখানে আমি বাপু কেরিাণ দেখিতেছি।" সমর্পক উত্তর, কেননা কোরাণ ছুঁইয়া শপথের পর গোলামের শেষে এই আচরণ। এই গুরাস্থাকে শীম্বই তাহার পাপের শান্তি ভোগ করিতে হইল। দিন্দিরার দৈন্যাগমে দে দিল্লী ছাড়িরা পালায় এবং কতক্দিন পরে ধৃত হইয়া স্বীয় পাপামুর্রপ কঠোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মহাদাজী অন্ধবৃদ্ধ বাদসাহকে মহা সমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ হাপন করিয়া যথো-

.

চিত সাস্তনা সহকারে তাঁহার কষ্ট লাঘব করেন। এই অসহ্য ছঃথ ক্লেশের পর সা আলম যে গভীর শোকোচ্ছাসময় কবিতা উদগার করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্তহইল।

বিষয় বিভব যাহা আছিল তা বালাই আমার।

কৈন্তু কত পাপ, পাইনু মনস্তাপ,

যেমন করম তার প্রতিফল যোগ্য
ক্ষমাগুণে এবে প্রভু তারিলে হে, আনিলে আরোগ্য।

হুধ দিয়ে পুষেছিনু সাপ,

সেই বিষে পাই শেষে কত শোক তাপ।

পাঠান হানিয়া বাণ, রাজ্য মোর করে ছারথার;
তুমি বিনা আর, প্রভুহে আমার
আছে কেবা ত্রিভুবনে করিতে উদ্ধার।
হয়ত তাইমূর আসি, কাটিবেন হঃথ রাশি,
ঘুচিবে য়য়ণা জালা লভিয়ে সহায়;
না হয় মহাদাজী, পুত্রসম আজি
প্রতিশোধ তুলি বীর বাঁচায়ে আমায়,

\* আসফ রাখিবে লাজ, অথবা ইংরাজ রাজ
করে ত্রাণ বহে প্রাণ ধ'রে সে আশায়।

† মিহির রে, আজি তোরে ভাগ্য দোবে ঘিরিল ছর্দিনে এ ঘোর তিমির, রহিবে কি চির বিভু ক্নপাগুণে পুন, প্রকাশিবি, দেখিবি স্থাদিন।

ি সিন্দিয়ার মথুরা প্রবাদ কালে ব্রিটিদ গবর্ণমেণ্ট পুণাদরবারে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট বদাইবার চেষ্টায় মহারাজা দিন্দে দরিধানে দৃত প্রেরণ করেন। ব্রিটিদ দৃত
ম্যালেট সাহেব মথুরায় দিন্দিয়ার দহিত দাক্ষাৎ করেন। মোগল সম্রাট দা আলম
তথন দিন্দের ক্যাম্পে, তাঁহার দহিতও দাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ
পরিবর্ত্তন! ৪০ বৎসর পূর্বের মহারাটী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া
ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তথন দিল্লীশ্বরের মহিমা-মিহিরে দিখিদিক্ ঝলসিত—এই

थात्रख-উल्लोका ।

<sup>†</sup> মূল ভাষায় আফতাব—স্থ্য-বাদসার অনা নাম।

অল্পকাল মধ্যেই তাঁর সমস্ত মহিমাঁ অস্তমিত। সেই দিল্লী সমাট এখন বর্গাদের অম্বর্গ ভিথারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আবদার করিতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক সিন্দিয়ার প্রসাদে ব্রিটিস দৌত্য সফল হইল। মাালেট সাহেব ব্রিটিস কার্য্য কর্ত্তা হইয়া পুণায় প্রবৈশ লাভ করিলেন। ছুঁচ হইয়া প্রবেশ সঙ্গীন হইয়া বাহির হওয়া, ইংরাজ্বদের এই আশ্চর্য নয় কৌশল ভারত ইতিহাসে পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়।

পুণা দরবারে ব্রিটিস 
ম্যালেট সাহেব পুণাদরবারে ব্রিটিস দূতরূপে কয়েক
দূত ১৭৮ 
বংসর দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। লর্ড কর্পপ্রা
লিম যথন টিপুস্থলতানের সঙ্গে ছ্র্দান্ত সমরে প্রবৃত্ত হন, তথন ম্যালেটের মন্ত্রণায় পেশওয়া
ও নিজাম ইংরাজনের সহিত যোগ দিয়া চলেন। ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ এ কর্পপ্রালিদ
শ্রীরঙ্গপেট্রন আক্রমণ করিয়। টিপুর উপর জয়লাভ করেন। টিপু হার মানিয়া ১৯ মার্চ্চ
ইংরাজনের কথামত সন্ধি লিখিয়া দেন। ইংরাজ ভাগ্যে স্থলতান রাজ্যের বহুতর প্রদেশ
পতিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা যে সকল স্থান জয় করেন, তাহার তৃতীয়াংশ পেশওয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিস গ্রণ্মেন্ট আরো আনেক প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে
প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা চান যে নিজামের দৃষ্টান্তের অন্থগামী হইয়া পেশওয়াও
ইংরাজ সৈন্য পোষণে স্বীকৃত হন। ইংরাজেরা এইরূপ, নানা প্রলোভন দেখাইতে
লাগিলেন কিন্তু সিন্দিয়ার চতুর পরামর্শে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্থ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

क्रिया পেশওয়া यथन महरत वारान करतन, उपन ममछ পথ লোকে লোকারণা --বাদ্য-क्ष्ति, তোপধ্বনি, পৌরজনের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে कि গগন ভেদী গভীগ নাদ সমুখিত হইল, তাহা বর্থনাতীত। প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে গিন্দের বরণ। এই উপলক্ষে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় অভিনয় অভীব কৌতৃকাবহ। পাত্র মিত্র সভাসৎ সমস্ত লোকে তাঁহার সম্মানার্থে যেমন ব্যগ্র, সিন্দে নিজ পদ লাঘব বজায় রাখিতে তেমনি তৎপর। সমবেত আমীর ওমরাদের মধ্যে নিরুষ্ট আসন গ্রহণ করা—স্বভুজার্জিত উচ্চ পদবী দকল তুচ্ছ করিয়া আপনার পাটেল নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা —মোরচল (ময়ূর পুচেছর চামর) ধরিয়া পেশওয়ার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে চলা— পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওরার পার্শে পাতৃকা ধরিয়া দাঁড়ান, ইত্যাদি বিনয় ভাবে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার ফল উন্টা হইল—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, এ ত ধরা কথা। সিন্দে যেমনই অভিনয় করুন না কেন, নানা ফর্ণবীদের ন্যায় দুর্দশী চতুর লোকের তাঁহার গুঢ় অভিদন্ধি তলাইয়া বুঝিতে আর বাকী রহিল না এবং ফলেও প্রকাশ পাইল, পুণায় থাকিয়া প্রধান মন্ত্রাক্রপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এই তাঁহার ভিতরকার মতলব।

নানা ও দিল্লের মধ্যে মহা রেষারেষি—পেশওয়া বেচারা ভাবিয়া পান না কোন্ দিক্রক্ষা করেন—ছই জন তাঁহার ছই ৰাছ। নানার বিপক্ষতা সত্ত্বে পুণা দরবারে াদন্দের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। পেশওয়াকে তিনি শিকার, ব্যায়াম চর্চা, नाना अकात अपर्नन, जारमान अरमारन ज्नाहेशा ठाँहात ममठा जाकर्षण करतन – नाना ফর্ণবীদের মহিমা স্লান। মহাদান্ধীর প্রভুত্ব নানার অসহ্য হইয়া উঠিল—এমন কি তিনি রাজ্য কারবার ছাড়িয়া কাশীবাদের সঙ্কল্ল করিলেন। পেশওয়া তাঁহাকে অভয় বচন দিয়া অনেক করিয়া সাম্বনা করেন। তাঁহাদের পরস্পর বৈমনস্য প্রকাশ্য লাঠা-লাঠিতে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় যমদূত আসিয়া নানার পক্ষ অবলম্বন क्रिल। मिन्तिया प्रद्या खद्रद्वारा बाक्रांख इट्या मानवलीला प्रथव क्रिल्लन। नानाव একমাত্র অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দী সরিদ্বা গাওদাতে তাঁহার প্রভূষের পণ নিষ্ক টক হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেক্সনাথ ঠাকুর !

## পাড়া গাঁ।

রোদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,

ঘাসে শিশির মেলা,

চুপজি হাতে বায় ক্ষেত্তে
প্রাতে কৃষক-বালা।

শীতের প্রভাত নয় প্রতিভাত,

কুয়ার ধ্রায় ঢাকা—

স্থার ধ্রায় ঢাকা—

স্থার প্রে নাই কিছু রে

কেবলি ধুম মাধা।

তুলছে খুঁটি কলাই ভুঁটী

ক্ষেতের মাঝে ব'সে,

বালক রবির সোণার কিরপ
গায় পড়েছে এসে।

ছোট ছোট इनाम क्रन শরিষার ক্ষেত আলা. পূরব ধারে মেথের শিরে রাঙা সোণার থালা। ঝিলের তীরে পথের ধারে বক শাদা শাদা, গালার কাছে ধেজুর গাছের কলসীগুলি বাঁধা। কুঁড়ের পিছে তালের গাছে বাবুই বাসার সার— কি চাতুরী কারিগরি মামুষ মানে হার।

গ্রীগরীক্রমোহিনী দাসী।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থপ্রীম-কোর্ট।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর।)

ভারতীর পূর্ব্ব করেক সংখ্যায়—মহারাজা নলকুমারের আবশ্যকীয় জীবনী ও তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যায় সমস্ত ঘটনা আমরা ব্থাসাধ্য পাঠক-বর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সহুদয় পাঠকও তাহা হইতে হেষ্টিংসের প্রকৃত চরিত্রের অনেকটা আভাস পাইয়াছেন। এক্ষণে হেষ্টিংসের—মহারাজা নলক্ষারের সম্বন্ধে কার্যাঞ্জলির সমালোচনা দারা ও তাঁহার সহিত তিনি আদ্যোপান্ত বে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার চরিত্রের বিক্বত অংশ পাঠকবর্গকে দেথাইব। ইহা হইতে পাঠক দেথিতে পাইবেন, হেষ্টিংসই নলকুমারের জীবন নাশের মূল কারণ, ও তাঁহার (নলকুমারের) বিক্লজে—এক ঘোরতর চক্রান্তের মূল বন্ধনি নলকুমারকে তিনি আন্দ্যোপান্তই শক্র বলিয়া ভাবিতেন, এবং কোন প্রকারে সেই শক্র দমন করিতে না পারিয়া পরিশেষে নিতাঁক্ত অমানুষক ও কল্বিত

উপারের শরণাপর হইয়াছিলেন। মহন্দ রেজার্থার' জভিযোগের বিচার লইয়াই আমরা প্রথমে সমালোচনা আরম্ভ করিব। ইহাতে দেখাইব (১) তিনি নন্দকুমারকে চিরকালই তাঁহার প্রতিযোগী বলিয়া ভাবিতেন, অথচ নন্দকুমার না হইলে তাঁহার অনেক আবশ্যকীয় কার্য্য আট্কিয়া যাইত। (২) মহন্দ রেজার্থার অভিযোগের বিচার হেটিংস অপক্ষপাতিতার সহিত করেন নাই, ও এই কার্য্যে সহায়তা জন্য নন্দকুমারকে প্রতিশ্রুত পুর্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিতান্ত অকপট ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) কুমার গুরুলাসের নবাব সরকারে নিয়োগ সম্বন্ধে হেটিংস নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র পরিক্ষৃত করিয়া যে এক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন,তাহাই তাঁহার নেন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র পরক্ষা যে এক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন,তাহাই তাঁহার নিন্দকুমারের প্রত্তিরিত্র, ও ইহার পূর্ব্বে বা পরে তিনি নন্দকুমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহার সমন্তই বিদ্বেষ বৃদ্ধি-প্রণোদিত। (৪) গুরুলাসের নিয়োগ সময়ে হেটিংস যে তাহার পিতার নিকট হইতে কোন প্রকার উৎকোচ লইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ তাহার নিজ-লিখিত পত্র হইতে বা তাঁহার ভবিষ্যতের সমন্ত কার্য্য হইতে বিশেষক্ষপে পাণ্ডয়া যায়।

কাটি গার সাহেব গবর্ণরী পরিত্যাগ করিয়া নবাগত হেষ্টিংদকে কাজকর্ম বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিলে হেষ্টিংস বাঙ্গলার শাসন কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গ-লার শাসনভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই নলকুমারের সহিত তাঁহার সংমিশ্রণ হইল। এই সংমিশ্রণই যত **অনর্থের মূল। ইহা হইতে যে এতদুর বিষময় ফল** উৎপন্ন হইবে, ইহা জানিলে বোধ হয় মহারাজা নন্দকুমার সে সময়ে তাঁহার সহিত মিশিতেন না। উভয়েই উভয়কে সেই সময়ে স্বস্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই ভ্রাস্ত বিবেচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা রাজনৈতিক কার্য্য ক্ষেত্রে অবতী**র্ণ হইলেন। হেষ্টিংসের নন্দকুমারের সহায়তা প্রথম হইতেই** বাঞ্ছ-নীয় ছিল। বাঞ্চলায় আদিয়া তিনি চারিদিকে বড়ই বিশৃত্থলা দেখিলেন। সমস্ত বিষয় জায়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে আয়াস্সাধ্য ও অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল--একজন উপযুক্ত পরামর্শদাতা এসময়ে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তথন বাঙ্গলায় এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিবে ? মহম্মদ রেজা খাঁ গাজকার্য্যে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বনী—অথচ তাঁহা অপেকা বিচক্ষণ—মহারাজা ন্দকুমার এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। নন্দকুমার ভিন্ন এ সময়ে আর কে তাঁহাকে উপদেশ দিবে ? তিনি নিরুপার হইয়া স্থতরাং মহারাজা নলকুমারের <sup>দাহায্য ভিক্ষা করিলেন। মহারাজা নন্দকুমারও হেষ্টিংদের বাদনা অনুসারে তাঁহার</sup> <sup>সহায়তা</sup> করণোদেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ° তাঁহাদের এই অভভসন্মিলনেই <sup>বিষরকে</sup>র বীজ উভয়েরই অজ্ঞাত**সারে রোপিত হইল। ইহার পর আর একটী কার**ণ <sup>ষ্টিরা</sup> হেটিংসের সহিত নলকুমারের সংমিশ্রণ কিয়ৎকালের জন্য অপরিহার্য্য করিয়া

ভূলিল। বিলাত হইতে ত্কুম আদিক মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় ব্দানিতে হইবে। হেষ্টিংস প্রভুদিগের জাদেশামুসারে মহম্মদ রেজার্থাকে সপরিবারে ও অমুচরবর্গের সহিত নজরবন্দী করিয়া কলিকাতার জানিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁর অপরাধটি অতিশয় গুরুত্বিশিষ্ট। নরহস্তাকেও স্থল বিশেষে ক্ষমা করা যাইতে পারে. কিন্তু মহম্মদ রেজা থার এ অপরাধের মার্জনা নাই। তাঁহার হত্তে প্রজার ধন, প্রাণ, হুণ, ঐশব্য সমস্তই সমর্পিত হইরা ছিল, কিন্তু তিনি অর্থ গুবুতার বশবর্তী হইয়া স্বেন্ছায় সেই সমস্ত দায়িত্বের মন্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। ভীষণ মন্বস্তরের সময় তিনি কোথায় প্রজাদিগকে আজুনির্বিশেষে পোষণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন ও ধর্ম সঞ্চয় করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি সেই সকল মুমুর্ — কন্ধালময়, অদন-বিহীন আর্তপ্রজার মুথ হইতে অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়াছেন। নিজের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই ভীষণ সময়েও তিনি দোকানদারি আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ অপরাধ সাধারণের চক্ষে—বিশেষতঃ তাঁহার নিয়োগকর্তাদের নিকট নিতান্ত অমাজনীয় ও কলঙ্কময়। মহমাদ রেজার্থা স্বীয় পদোচিত ক্ষমতার সহায়ে—এই সমস্ত অত্যাচর করিলেন; আর্ত্ত-প্রজাকুল নীরবে নিঙ্গপায়ে ভগ্ননে সেই সমস্ত সহ করিয়া থাকিল। নবাবের তথন কার্য্যকারী ক্ষমতা লোপ হইয়াছে—বক্ষভূমি এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছে— অর্থ লইরাই ইংরাজের প্রয়োজন—প্রজার স্থখ ক্ষছন্দের প্রতি ততদূর মনোযোগ নাই, ञ्चा राष्ट्र नमात्र रे दास्क्र निष्म महत्यम त्रकाथाँ र परमात्र कर्छ। এर कनारे रकर कि বলিতে সাহস করে নাই। বিলাত হইতে হুকুম আসিলে—যখন মহম্মদ রেজাখাঁ বন্দী রুটেকলিকাতার আনীত হইলেন, তথন সর্বাত্তে বাবু হজুরীমল অভিযোগ লইয়া হেষ্টিংসের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ৰাবু ছজুরীমল সেই সময়ে কলিকাতার একজন গণনীয় লোক-ধনে মানেও বড় একটা কম নহেন। এই হজুরীমলকে স্বয়ং হেষ্টিংস স্থাতি করিয়া বলিয়াছেন "হজুরীমলের স্থায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সংস্থভাব বিশিষ্ট লোক আর আমি দেখি নাই। \*

মহক্ষদ রেজা খাঁর বিচার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার তুর্ভেদ্য কৃট হিসাবাদির ভিতর প্রবেশ করা একক হেষ্টিংসের কার্য্য নহে।

সেই সময়ে দেশেও এমন কোন লোক ছিল না—বে এসম্বন্ধে সহায়তা করিয়া এই দায় হইতে উদ্ধার করে। মহারাজা নলকুমারই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁহার সহায়তা যে এই প্রকার কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়,—ডাইরেক্টরেরা তাহা জানিতেন। স্কুতরাং তাঁহারা হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আপেনার সহিত নলকুমারের অন্য কোন বিষয়ে

<sup>\*</sup> ইনি স্থাসিদ্ধ উমিচাঁদের শ্যালক ও একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন—আজও "ভ্জুরীমল্স ট্যান্ধ লেন" কলিকাতায় তাঁহান্ন নাম প্রচার করিতেছে।

মনোমালিন্য থাকিলেও এ সমরে তাহা চাপিয়া রাখিয়া—কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।
নন্দকুমারকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা বিশেষ আবশ্যক—স্থতরাং এবিষয়ের যেন কোনও
আন্যথা না হয়। এই কার্য্যের পুরন্ধার স্বরূপ মহারাজা নন্দকুমারকে পরে কোন প্রকার
বিশেষ প্রতিদান করিলে চলিবে।" \*

হেষ্টিংসও মনে মনে বুঝিলেন একাকী মহম্মদ রেজা খাঁর দোঘোদবাটন ও তাঁহার অপরাধের বিচার করা তাঁহার পক্ষে নিতাম্ভ অসম্ভব। স্থৃতরাং নলকুমারকে তিনি সহায়রূপে অবলম্বন করিলেন। নন্দকুমারের সহিত এবারের সন্মিলন কেবল তাঁহার স্বার্থ দিদ্ধির পথ সরল করা মাত্র। গভীর স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই কার্য্যে नमकू भारतत भराया व्यार्थना कात्रमाहिलन। आभता এই প্রস্তাবে দেখাইব যে, হেষ্টিংস নন্দকুমারকে শত্রু বলিয়াই ইহার পূর্বে হইতেই ভাবিতেন। স্থতরাং এ প্রকার স্থলে শক্রর সহিত সম্মিলনে তাঁহার স্বার্থ কি রূপে বজায় থাকিতে পারে ? আমরা হেষ্টিংসের চরিত্র আদ্যোপাস্ত আলোচনা করিয়া যাহা কিছু বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে তান বিনা স্বার্থে তাঁহার শাসন সময়ের মধ্যে কোন কার্য্যই করেন নাই। মহম্মদ রেজা থাঁরে বিচারের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। ডাইরেক্টারেরা বছাদন হইতেই বুঝিয়াছিলেন—এক্ষণে তাহারাই প্রকৃত রাজ্যে-খর। রুথা একটা ডবল গবর্ণমে**ণ্টের** ব্যাপার রাখিয়া—অনর্থক ব্যয়ভার সহ্য করা বা রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা বর্দ্ধন করার আবেশ্যকতা কি ? হেষ্টিংস ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিতে উপরওয়ালাদের কর্ত্ব পূর্ব হইতেই আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত স্থােগ না পাইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহম্মদ রেজা থার দোষ বাহির ক্রিতে পারিলে ও তাহার অব্যবহিত পরেই ডবল গ্বর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিতে পারিলে ि । जिस्से निक्त विषय विश्वानात निकास करी हरेया পिएरवन। त्राक्ष विस्तावस्त वा হজারাদি দেওয়া সম্বন্ধে দেই বেবন্দবস্তা সময়ে ক্ষমতাবা ভারপ্রাপ্ত কায্যকারকের যথেষ্ট লাভ হইত। এ বিষয়ও হেষ্টিংস বিশ্বত হন নাই। কিন্তু মহশ্মদ রেজা খাঁর বিচার করিয়া দোষোদ্বাটন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। স্থতরাং সেই ছুকুহ ব্যাপার সহজ করিবার নিমিত্ত মহারাজা নন্দকুমারের সহিত স্থাতা বন্ধনে হেষ্টিংস আপাততঃ স্থির মনোরথ হইলেন। উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজা নন্দকুমারের যে ইহাতে স্বার্থ একেবারে ছিল না একথা আমরা রলিতেছি না। মহম্মদ রেজা থাঁ তাঁহার সম ব্যবসামে প্রতিযোগী। এই প্রকার প্রতিযোগীতায় এক সময়ে মহম্মদ রেজা থাঁ। নলকুমারকে পরাভূত করিয়া জয়ঞ্জী লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

<sup>\*</sup> Vide—The letter from the Secret committee of the Directors to Warren Hastings Esq, Dated London, 16th April.

আবার মহারাজাও উপযুক্ত স্থ্যোগাবলম্বনে মহম্মদ রেজা থাঁর প্রতিযোগীতা করিয়া জয়লন্দ্রীকে নিজায়ত্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদ রেজা থাঁর কার্যোর আদাস্ত তাঁহার নথ দর্পণের মধ্যে ছিল। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও কূট বুদ্ধি বলে, সমস্ত জাটিল বিষয় সরল করিয়া আনিলেন। মহমাদ রেজা খাঁ বিপদ দেখিয়া গবর্ণর ও নন্দকুমারকে বহুল পরিমাণে উৎকোচ দিতে চাহিলেন। মহারাজা নন্দকুমার দরিদ্র বা অর্থ পিপাস্থ ছিলেন না—তাঁহার উচ্চ আশার ন্যায় অর্থ পিপাসা ততদূর প্রবল ছিল না। স্থতরাং তিনি কিছুতেই টলিলেন না। হোষ্টংস নন্দকুমারের মূথে শুনিলেন যে রেজা থাঁ উৎকোচ দিতে চাহিতেছেন। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন—"সামান্য উৎ-কোচের জন্য কোম্পানীর কার্যাহানি ও এই প্রমাণ-সাপেক্ষ অভিযোগ হইতে রেজা খাঁকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না।" মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির প্রমাণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় প্রায় স্লাসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ হেষ্টিংস তাঁহারে মনের গতি ফিরাইলেন। মহম্মদ রেজা থাঁকে হঠাৎ কঠিন প্রহরী-বেষ্টন হইতে মুক্ত করা হইল— গবর্ণরের বিনা সম্মতিতে তিনি কলিকাতার বাহিরে যাইতে পারিবেন না. এই প্রকার মোচ্লেখা লইরা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বহ্বারত্তে লঘু ক্রিয়া হইয়া দাঁড়া-हेन। लाटक कांगाकांनि कतिरा नांगिन— दृष्टिश्न मारहत छे ९ टकां नहेगा दिसा थाँटक ছাড়িয়া দিলেন। বিচার প্রার্থীরা ক্ষতিপূরণের আশা করিয়া আদিয়াছিল, তাহাদের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তাহারাও নানাবিধ কুসন্দেহ করিতে লাগিল। ভিতরের ব্যাপার কি, মহারাজা নন্দকুমার বেশ বৃঝিয়া লইলেন। †

হেষ্টিংস এই প্রকার কার্য্য করিবার সময় অবশ্য মন স্থির করিয়া ব্রিয়াছিলেন রেজার্থা দোষী প্রমাণ হইলেও ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠিবে, না হইলেও তদ্ধপ ফল ফলিবে, স্থতরাং স্বার্থ ত্যাগ না করিয়া মহম্মদ রেজার্থাকে ছাড়িয়া দিলেন। মহারাজা নন্দকুমার এই ব্যাপারে লাভ করিলেন—অভাবনীয় মনস্তাপ, ও অনুল্লজ্মনীয় লোক লজ্জা। যে বিষয় তিনি নথদর্পণের ন্যায় পরিকার করিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিতে পারিতেন, যাহার জন্য তিনি এতদ্র পরিশ্রম ও নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিলেন—

<sup>†</sup> হেষ্টিংস তাঁহার কোন বন্ধুর পত্রের এক স্থানে লিখিতেছেন—"আমি মহম্মদ রেজা খাঁর অভিযোগের বিচারের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছি। অনেক সাক্ষীর নিকট আমি নিজে গিয়াছি ও তাহাদিগকে আশ্রয় বা উৎসাহ দিয়া বা নানাবিক স্তোক বাক্যে উত্তেজিত করিয়া রেজা খাঁর বিক্তমে সমস্ত সাক্ষীর যোগাড় করিতেছি। নিজে প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া অনিয়মিত পরিশ্রম করিয়া হিসাব পত্র দেখিয়া থাকি ও জোবানবলী লিখিয়া লই।" ইত্যাদি—

Hastings to Lawrence Sullivan Esq, Dated Fort William, 20th March and 25th Aug. 1774.

হেটিংস এক কথার সেই সমস্ত বছমূল্য পরিশ্রমের ফঁল নউ করিলেন। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। মহম্মদ রেজার্থাকে ছাড়িয়া দেওয়াতে কোম্পানীর ও মহারাজা নন্দকুমারের যথেষ্ট ক্ষতি হইল এবং লোকে ভাবিল মধ্য হইতে হেটিংসই কিছু বিশেষ লাভ করিয়া বৃদ্ধিমানের কার্য্য করিলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর অভিযোগের বিচারের সময় কি প্রকার বহুবাড়ম্বরে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমরা হেষ্টিংদের নিজ পত্র হইতেই দেথাইব। তিনি লিখিতেছেন "মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে নিম লিখিত করেকটী অভিযোগই প্রধান (১) মন্বস্তরের সময় দেশের চাউল এক চেটিয়া করিয়া রাখা। (২) নিজা-মতের অনেক টাকা আত্মদাৎ করা। (৩) বৃদ্ধ মীরজাফরের মৃত্যুর পর সমগ্র ঢাকা প্রদেশ ইজারা লওয়া, ও তজ্জনা কোম্পানীরও নিজামতের নিকট অনেক টাকার দেনদার থাকা। (৪) ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মারহাট্টাদিগের ও বাদসাহের সহিত বিশ্বাস্থাতকতাপূর্ণ প্রাদি লেখা। আমি সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিতার সহিত এই অভিযোগ-গুলর বিচার করিব। কিন্তু এক বিষয়ে আমি তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইব—তিনি যদিও এই বিচারে দোষমুক্ত হন, তত্তাচ তাঁহাকে পূর্ব কর্মে নিযুক্ত হইতে বা পূর্ব ক্ষমতা লাভ করিতে কথনই দিব না।'' পাঠক এই. পত্রথানি হইতেই আভাস পাইবেন— ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজহত্তে সংযত করিতে হেষ্টিংস পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। একথা তিনি নিজে, ডাইরেক্টার সভার সভাগণ, ও তাহার কয়েকটা প্রিয় বন্ধ ভিন্ন আর কেহই জানিত না। হেষ্টিংস নিজমুথেই মহম্মদ রেজা থার সম্বন্ধে আর একটা নৃতন গোছের অভিযোগের নাম করিতেছেন। মারহাট্টা ও বাদসাহের সহিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করিতেছেন—বলিয়া মহম্মদ রেজা খাঁর আর একটা নৃতন কলক উঠে। প্রথমটির স্থায় এই অভিযোগটিও বিশেষরূপে তদস্ত করিবার জিনিস। কিন্তু প্রথমটির সম্বন্ধে হে: ইংস যে প্রকার শৈথিল্য দেখাইলেন. এইটিরও সেই প্রকার গতি হইল। মহারাজা নন্দকুমারের নামে যথন এই প্রকার একটা কলম্ব উঠিয়াছিল, তথন হেষ্টিংল প্রমুথ মন্ত্রীদভা, ও তাঁহার বন্ধুগণই বড়ই লাফালাফি আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদ রেজাখার সম্বন্ধে এ প্রকার অভিযোগ लरेया त्य **रकान ध्वकात चात्नालन रहेल ना, हेरात का**त्रण ट्राष्ट्रिशहे विलाख शास्त्रन। মহারাজা নলকুমার একজন আদর্শ হিন্দু ছিলেন। হিন্দু হৃদয়ের সারবতা তাঁহাতে সম্পূর্ণ ছিল। ক্বতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি প্রভৃতিগুণে তিনি ভূষিত ছিলেন বলিয়া তিনি ইংরাজ দিগের দারা "বিরুদ্ধাচারী" ও "রাজদোহী" বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি মীরজাফরের অতিশয় প্রিয় পাত্র ও বিশ্বস্তমন্ত্রী ছিলেন। নবাবের স্বার্থ অকুন্ন রাথিতে স্বতরাং ইংরাজের স্বার্থে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইতেন বলিয়া হেটিংস তাঁহাকে বড়ই নিন্দা করিতেন ও ঘুণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি এক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন—"I was

engaged in a continued opposition to the interests and designs of that man, because I judged him to be adverse to the welfare of my employers" নল্কুমার ধর্মের মুথ চাহিয়া—কৃতজ্ঞতার প্রতিদান করিতে গিয়া—প্রভুর স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া—ইংরাজের ও ডাইরেক্টরদিগের উদ্দেশ্যের হস্তারক হইয়াছেন, ইহা তাঁহার বড়ই অপরাধ! হেষ্টিংস যে প্রভুভক্তি-প্রণোদিত হইয়া নলকুমার সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন —নন্দকুমারও দেই প্রভুভক্তির দারা চালিত হইয়া স্বীয় প্রভুর মঙ্গলোদেশে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কতকগুলি কার্য্য করিয়াছেন। এই কার্য্যগুলি ইংরাজের চক্ষের নিতান্ত হেয় হইলেও আমাদের নিকট অতি পবিত্র ও গৌরবের বিষয়। ইহার পরেই এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতরূপে বলিব। আ চর্যোর বিষয় এই যে হে ষ্টংস এই তবে ন্লুকুমারকে প্রভুভক্তির জন্য এতত্র তির্জার করিলেন, আবার ইহার কির্থকান পরেই অপর একস্থলে দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া, এই কার্যোর উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে স্থ্যা-তিতে ছাইয়া ফেলিলেন। পাঠক এ মস্তব্য পূর্কেই দেখিয়াছেন। রাদ্রা গুরুদাদের নিয়োগ সময়ে যখন হেষ্টিংদ সমস্ত সভাগণের তাঁহার (গুরুদাসের) নিয়োগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মেঘ গন্তীর স্বরে নিজ মত প্রকাশ করিলেন, তথন তিনি নন্দ কু-মারকে এই প্রভৃভক্তির জন্য মুক্তকঠে অশেষ প্রসংশা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নিন্দা বাক্য হইতে এ প্রশংদা বাক্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহাদের ছইটিরই মূলে ছটি গৃঢ় উদ্দেশ্য আছে, এই ছুইটির সামান্য তুলনায় একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হেষ্টিং-সের এই প্রকার কার্য্য তাহার নিকট আশ্চর্য্য ও সন্দেহোৎপাদক না হইলেও, আমাদের মনে নানাবিধ কৃটতর্কের ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। ইংরাজিটি দেখিলে পাঠক হেষ্টিংদের মনের ভাব সম্যক ব্রিতে পারিবেন বলিয়া আমরা ইহার আবশ্যকীয় অংশ অবিকল जुनियां निनाम। \*

<sup>\*</sup> He has never been charged with any instance of infidelity to the Nabob Mirjaffer; the constant tenor of whose politics, from his first accession to the Nizamut till his death, corresponded in all points so exactly with the artifices which were detected in his minister, that they may be as fairly ascribed to the one, as to the other; their immediate object was beyond question, the aggrandizement of the former, though the latter had ultimately an equal interest in their success. The Opinion which the Nabob himself entertained of the services and of the fidelity of Nundkumar, evidently appeared in the distinguished marks, which he continued to show him of his favour and confidence to the latest hour of his life. His conduct in the succeeding administrations appears not only to have been dictated by the same principles but if we may be allowed to speak

হেষ্টিংসের এই মস্তব্যে তিনি নন্দকুমারের চরিত্র খতি উজ্জ্বল ও পবিত্ররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এ চিত্র বঙ্গবাসীর দেখিবার জিনিস বটে। বাঙ্গালী যে এক সময়ে এই প্রকারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয়ার শাসন কার্য্যে প্রভৃত ক্ষমতা চালনা দারা দেশের রাজাকে (নবাব) সাহায্য করিতেন, বা তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত দেশ শাসন করি-তেন, ইহাতে বাঙ্গালীরই প্রভূত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও বৃদ্ধিমতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হেষ্টিংস যথন এই মস্তব্য লিথিয়াছিলেন, তথন তাঁহার মানসিক অবস্থা স্বাভা-বিক ভাবে ছিল। তাঁহার মনে তথন শাস্তি ও উচ্চ আশার মিশ্র-স্রোত বহিতেছিল। যদি নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে হেষ্টিংদের লিখিত কোন প্রকার মত আমাদের গ্রাহ্য ক্রিতে হয়, তাহা হইলে আমরা এই সময়ের মস্তব্যটীকেই প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইব। এই মন্তব্যে তিনি নন্দকুমারকে প্রভুভক্ত, প্রভুর মঙ্গল-কামনায় একান্ত চিত্ত, তাঁহার স্বাধীনতা বর্দ্ধনে ও ক্ষমতারক্ষণে সর্ব্বদাইচ্ছুক-এই প্রকার বিশেষণ দারা উচ্চ দরের চরিত্র প্রদান করিয়াছেন। নন্দকুমার জীবনে কথনও মীরজাফরের নিকট বিধাস-ঘাতকতা করেন নাই, ও নবাব তাঁহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বলিয়া ভাবিতেন ইহাও তিনি বলিয়াছেন। উচ্চ পদত্ত রাজকর্মচারীর পক্ষে—হেষ্টিংদের নিজের পক্ষে—যাহা গৌরবময় ও স্পৃহনীয়, মহারাজা নলকুমার তাহার সমস্তই করিয়াছেন। তেষ্টিংস বরঞ্চ পার্লামেণ্ট সভায়, প্রভু কার্য্যে অবহেলা জন্য ও কোম্পানীর স্বার্থ হানি জন্য সামান্য অপরাধীর ন্যায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে ডাইরেক্টার সভা ব্যগ্রভাবে ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁহাকে ভারতের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ অসম্ভষ্ট ও রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে ছাড়েন নাই। হেষ্টিংস নিজে নন্কুমারকে যে প্রকার আদর্শ রাজপুরুষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, নিজে সেই প্রকার হওয়া বা তাহার কাছে যাওয়া দূরে থাকুক—তাহা অপেক্ষা শতগুণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নন্দুমারের কার্য্যের ফল-প্রভুর রাজপ্রসাদ, দেশের লোকের সন্মান

Vide—Bengal Narrative, P. 250. The Minute of the Com. of Circuit at Cassimbazar, Dated 28th of July.

favourably of any measures, which opposed the views of our own government, and aimed at the support of an adverse interest, surely it was not only not culpable but praisworthy. He endeavoured as it appears by the extracts before us to give consequence to his master, and to pave the way to his independence by obtaining a Firman from the King for his appointment to the Subaship; and he opposed the promotion of Mahamud Rezakhan because he looked upon it as a suppression of the rights and authority of the Nabob. He is now an absolute dependant and subject to the Company, on whose favour he must rest all his hopes of future advancement.

ও ভক্তি, স্বজাতির মঙ্গলময় আশীর্কাদ ও শুভকামনা। হেষ্টিংসের কার্য্যের ফল—প্রভুদের অসন্ত্রষ্টি ও অবিশ্বাস, দেশের লোকের অশ্রদা ও অবহেলা, ও স্বজাতির যশঃ ও নাম গৌরব কলন্ধিত করিয়াছেন বলিয়া শত শত বিক্রপ ও অভিসম্পাত বাকা। উভয়ের চরিত্র ও রাজনৈতিক জীবনের কি আশ্রুয়্য অসামঞ্জ্যা! এপ্রকার স্থলে হেষ্টিংসের নিজের লেথাকেই নজীর করিয়াই তবে কি আমরা মহারাজা নন্দকুমারকে উচ্চ দরের রাজনৈতিক চরিত্র দিতে পারি না ? তুলনার সমালোচনে বোধ হয় অবশ্য পারি। মুক্তকঠে বলা যাইতে পারে মহারাজা মন্দকুমার হেষ্টিংস অপেকা উচ্চদরের ও বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন, হেষ্টিংস স্বায় কার্য্য দারা বৃদ্ধির দোষে দেশের অগৌরবের স্থল হইয়াছিলেন—কিন্তু নন্দকুমার তাঁহার কার্য্য দারা (তাঁহার কয়েকটা দেশীয় প্রতিযোগী ছাড়া) ছোট বড় সকলেরই নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতি তাহা আজও বংশাবলীক্রমে ক্তজ্রতাও ভক্তির দহিত স্মরণ ক্রিয়া আসিতেছে ও তাঁহাকে ভক্তির আসনন বসাইয়া বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বেচ্চি কোমল মনোবৃত্তিসকল দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছে।

বে সময়ে মহমান রেজা খাঁর অভিযোগের বিচার চলিতেছিল, যে সময়ে কুমার গুজ-দাদের নবাব সরকারে উচ্চপদে নিয়োগ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মন্তব্য বাহির হইল, সেই সময়ে তাঁহার গ্রেহাম-প্রমুখ সঙ্গীগণ নন্দকুমারের পুত্রের এই রাজকার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বাধা দেন। তাঁহারা বলেন-নন্দকুমার নিজে চক্রান্তকারী ও হন্ত বৃদ্ধির লোক, তাঁহার পুত্রকে উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগ করিলে প্রাকৃত পক্ষে তাঁহারই ক্ষমতা বজায় থাকিবে। হেটিংস কিন্তু এ ঘোরতর মাপত্তির কথা গুনিলেন না, নলকুমারের চরিত্রের উৎকর্মতা দেখাইবার জন্য উল্লিখিত দীর্ঘ মন্তব্য লিখিলেন। এই প্রধান আপত্তিকারী গ্রেহাম-সাহেবকে পাঠক কি জানেন ? ইনি মহারাজা নন্দকুমারের চিরশক্র—বর্দ্ধমানের রাজ-সংসারে ও অন্যান্য ছুই এক স্থলে ক্ষিংদের এজেণ্ট স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। নন্দকুমার ইহার প্রকৃত চরিত্র জানিতেন, স্কুতরাং ইহার প্রত্যেক অন্যায় ও কলুষিত কার্যোর বিশ্বদ্ধে বাধা দিতে সাধ্য মতে চেষ্টা করিগাছিলেন। যে সময়ে হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদকে লইয়া নলকুমারের বিক্তমে চক্রান্ত আরম্ভ করেন, সেই সময়ে মহারাজা নলকুমার গ্রেহাম-সাহেবকেও এই ব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রের এক স্থলে লিথিয়াছেন—"আমি গ্রব্রের বার্টীতে গিয়া দেখিলাম আমার পর্ম শক্র গ্রেহাম সাহেব গবর্ণরের সহিত একত্রে বসিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছেন।" যে গ্রেহাস নলকুমারের চিরশক্র, সে যে তাঁহার পুত্রের নিরোগ কার্য্যে বাধা দিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

নন্দকুমারের শত্রু পক্ষীয়েরা তাঁহার বিরুদ্ধে "তক্রাস্তকারী" বলিয়া একটা রব তুলি-

রাছেন। আত্ম ক্ষমতা ও সেই দক্ষে প্রভ্র পদ মর্যাদা, বৈদেশিক ক্ষমতা গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা যদি "চক্রান্ত" হয়—রাজনীতি কৌশল যদি ছাই মন্ত্রণা হয়—সেই ভীষণ সময়ে, সেই বিশৃঙ্খলার সময়ে, সেই অর্ধ অরাজকতার সময়ে—যদি স্বীয় পদোচিত প্রাধান্য রক্ষণ কৌশল—"কুটিল চক্রান্ত" বলিয়া কথিত হয়,তবে নন্দকুমারের ন্যায় আঁনেক ইংরাজ গবর্ণর ও প্রধান কর্মচারীরাও এই প্রকার কত শত চক্রান্ত করিয়াছেন। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে "চক্রান্তকারী" এই ছ্র্নামের অপ্রয়োগতা ও অপ্রাকৃততা প্রমাণ করিয়া হেষ্টিংসের সম-সাময়িক কোন উচ্চদরের ইংল্ঞীয় সম্ব্রান্ত ব্যক্তি কি বলিয়াছেন—দেখুন। তিনি হেষ্টিংসের উল্লিখিত দীর্ঘ মন্তব্যকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"হেষ্টিংস এই মন্তব্য দারা নন্দকুমারের চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা চিত্রিত করিয়া-ছেন—তাঁহার প্রাপ্য অংশই তাঁহাকে দিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণনেন্টের সেই প্রথম অভ্যাদয়ের সময়ে তিনি যে তাঁহাদের ঈর্ষা ও অবিখাদের সার ইইবেন, তাহার আর দেখিবেন—তাহার আর সন্দেহ কি ? তাঁহারা নলকুমারকে অন্য থ<sup>†হ</sup>় কিছু বলুনাঁনা কেন, কোন প্রকার নিন্দনীয় ও অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত বলিশা ভাষাদে প্রিয়া দিতে বা তাহার চরিত্রকে কালিনাময় বারতে সাহস করেন নাই। সেই সময়ে বাঞ্লায় ছই দল লোক নিজ নিজ কমতা জোর রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে একদল কোম্পানীর পকায়, অপর দল দেশীয় ক্ষমতার সমর্থক। এই সময়ে ক্রমে **ক্রমে দেশ মধ্যে কোম্পানীর ক্ষমতা** বৃদ্ধি পা**ইতে ছিল, স্থতরাং অ**পর পক্ষীয়েরা ্বেই ক্ষমতায় বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিক্দ্ধউদ্দেশ্য-চালিত উভয় পক্ষের সংঘাতী কৌশলে যথন প্রচণ্ডাঘাত হইত, তথন বড়ই বিশুঋলা উপস্থিত হইত। কোম্পানী জোর করিয়া দেশীয় ফুমতা লোপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, দেশীয় ক্ষমতার সমর্থক লোকেবা তাঁহাদের অপেক্ষা ক্ষমতায় ছুর্বল হইলেও, তাহার বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিত। সেই সময়ে দেশীয় ক্ষমতার বিশৃঙ্গল অবস্থা—স্কুতরাং তাহা নিতান্ত অপরিণত ও শৈশবভাবযুক্ত। যথন কোম্পানীর পরিণত ও পরিপুষ্ট ক্ষমতা আদিয়া ইহার বিরুদ্ধে আঘাত করিত, তথন দেশীয় প্রাধান্য রক্ষকেরা প্রথমতঃ বল দারা বা তাহার ব্যর্থতায়, কৌশল দারা সেই আঘাত ব্যর্থ করিবার চেষ্টা পাইতেন। হর্কলের শারীরিক বলের অভাব কৌশলের জোরেই পূরণ হইয়া যায়। দেশীয় গবর্ণমেন্ট ও রাজকর্ম্মচারীরা সেই সময়ে কোম্পানীর তুলনায় ছর্কল। কোম্পানীই তাহাদের সেই ছর্কল ও চঞ্চল ক্ষমতার উপর নানাবিধ অসঙ্গত দাবি দাওয়ার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাদের সেই প্রকার দশা ক্রিয়াছিলেন। দেশ হিতৈষিতা তথনও তাহাদের ধমনীতে থরভাবে প্রবাহিত হইতে-<sup>ছিল।</sup> বিদেশীয় শাসনকর্তাদের প্রতি তাহাদের আদৌ আস্থা ছিল না—স্লুতরাং তাহাদের

বর্দ্ধিষ্ণ ক্ষমতা সংযত করিবার জন্য তাহারা নানা চেষ্টা করিত। যথনই তাহারা এই দেশ-হিতৈষিতা দেখাইবার স্থযোগ বা অবসর পাইত-তথনই বলে বা কৌশলে তাহা সম্পন্ন করিত। আমরা এই ব্রিটন দীপে একছ্কা শাসনের মধ্যে বাস করিতেছি-ইহার ড আর'কেহ প্রতিঘনী নাই। আমাদের ভার স্বাধীন ও স্থশুৰুল দেশের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা রাজনৈতিক সকল কার্য্যই প্রকাশ্যভাবে ও বিনা গোপনীয় মন্ত্রণায় সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু তত্রাপি আমাদের এই শান্তিময় দেশে এত বিভিন্ন উদ্দেশ্যমুখী ভিন্ন ভিন্ন দলের গোপনীয় মন্ত্রীসমাজ কেন স্বস্ত দলের প্রভুত্ব রক্ষা জ্ঞ এত গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে ? এ শান্তির ক্রীড়াভূমিতে—এই একছত্রা রাজত্বে—তবে এত দলাদলির প্রান্থভাব কেন ? সেই ঘোর বিশৃত্থলার সময়—সেই ঘোর অরাজকতার সময়—বঙ্গদেশেওবে এই প্রকার দলাদলি আরম্ভ হইবে,তাহার আর বিচিত্র কি ৪ স্থতরাং সেই সময়ে বাঙ্গালায়ও ভিন্ন ভিন্ন দলে স্বস্থ স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত। তজ্জনা তাহাদের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাই রাজনৈতিক জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। হেটিংস নলকুমারকে দেশীয় প্রাধান্য রক্ষার প্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রকাশ ক্রিয়াছেন। নলকুমার তাঁহার দেশীয় প্রভুর কার্য্যে বিশ্বস্ত-তাঁহার অমানুষিক চেষ্টা-প্রভুর ক্ষমতাবদ্ধন। তিনি নবাবকে ইপ্রইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুথাপেক্ষী না করিয়া নবাব নামের প্রকৃত মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে একস্থলে বলিয়াছেন—"ইহাতে নন্দকুমারের চরিত্র যে কেবল নির্দোধ ভাবাপন্ন তাহা নহে, তাহার কার্য্য নিতাস্ত গৌরব-প্রণোদিত।" \* বোধ হয় এই মহা সভার কোন সভা বা কোন প্রকৃত ইংলও সন্তান এই বিষয়ে নন্দকুমারের সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মত অপেক্ষা কোন বিভিন্ন মত দিতে পারিবেন না।" +

আমরা সংক্ষেপে ইলিয়ট সাহেবের বক্তৃতার মর্দ্মাংশ যাহা উপরে তুলিয়া দিয়াছি, পাঠক তাহা হইতে বেশ বৃঝিতে পারিবেন নন্দকুমারকে কি জন্ত চক্রাস্তকারী বলিয়া তাঁহার শক্রপক্ষ অভিযুক্ত করিয়াছেন। সেরাজের বিরুদ্ধে—জগৎশেঠ, মহারাজা ক্ষণ্ডক্র, নবাব মীরজাফর, রাজা রায় ছ্র্লভ প্রভৃতির চক্র, বা উমিচাঁদের বিরুদ্ধে ক্লাইবের চক্রাস্ত অনেক ইংরাজ আদতে চক্রাস্ত বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইহাঁদের

<sup>\*</sup> স্প্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক হেটিংবের এই সময়ের মন্তব্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"The character here given to him (Nundkumer) is that of an excellent Patriot. The character of a servant who stuck to his master against all Foreign encroachments, who stuck to him to the last hour of his life and had the dying testimony of his master to his services."

Vide—Burke's Speeches, in the Impeachment of W. Hastings.
† Vide—Sir Guilbert's speech in the Impeachment of Sir Elizah Impey
before the House of Commons.

সহিত তুলনায় নন্দকুমারের নামে কোন মতেই ঐ প্রকার কলঙ্কারোপ করা যাইতে পারে না। তিনি সাধ্যমতে অনেক ছন্ত ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহার নামে এই প্রকার রুখা প্লানি করিয়াছেন। ইংরাজেরা নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বজাতির কথা শিরোধার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা করিব না। সেই অন্ধকারময় সময়ের সমস্ত ঘটনাই মন্থ্য-হন্ত-চিত্রিত সিংহ মূর্ত্তির ন্যায় বিকৃত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইংরাজের যেমন লিখিত বিবরণ আছে, যদি সেইরূপ মহারাজা নন্দকুমারের বা সেই সময়ের কোন বাঙ্গালীর বা হিন্দুর লিখিত কোন লিখিত বিবরণ আজও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাপেক্ষা ঘটনাবলী অন্যভাবে চিত্রিত দেখিতাম।

(ক্রমশঃ।)

### डेनांगिनी।

>

ভাবের কোলে ডুবে আছে
কোমল প্রাণের ছায়া;
মরম-গান গেয়ে গেয়ে
চুলি পড়ে কায়া।

ર

সাঁজের বার ঝুরু ঝুরু কঠিন পরশ প্রাণে; আদরের কথা যথা প্রেমের অভিমানে।

9

সাঁজের বেলার কে তুমি গো
ব'সে নদীতীরে ?
পবন চুমি মৃহ মৃহ
ব'হে যায় ধীরে।

কেশের রাশি কাল কাল
পড়িয়াছে মুথে;
তুমিই কি গো সন্ধাা দেবী
. সাঁজের আকাশ বুকে ?

a

মুখটী রাঙা টুকটুকে প্রেমের মোহন ছবি; সাঁজের তারা তুমিই কি গো? নীলাকাশের কবি!

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গাহে না আর গান;

মৃণাল-করে বাজেনাতো—
বীণার মধু তান।
১০
বাসিয়াছ ভাল কারে ?—
কোন্ স্বপনের লোক ?—
কোন জগতে গিয়েছে সে—
কোণায় পেতে শোক ?

১১
পাথীর মত মর্মাহত
ব'দে ভাঙা বনে !
জ্যোৎসা ঝরা বায়ু বহে
চাহ শূন্য পানে।

### যাতা।

ভোরের বেলার বাঁশীর স্বর শুনিয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি। অক্ট্র স্থা কিরণে সেই বাঁশীর স্বরের উপর একটা মাধুরী কৃটিয়া উঠিয়াছে। এতদিন শুধু লোকের মনে একটা অস্থির আশামাত্র ছিল, এখন সেই আশা সপ্তমীর উষালোকে প্রথম বিভাসিত হইল। এ নিরাশার দেশে লোকের প্রাণ খুলিয়া আশা করিবার যোলাই—মূহুর্ত্তে প্রাণের আশা শুকাইয়া যাইতে পারে। আশা করিবারও আমাদের ক্ষেত্র সঙ্কীণ। আমাদের আশাপূর্ণ ভাবের মধ্যে একটা নৈরাশ্য—একটা মরীচিকা। বাঙ্গালী হদয়ের উদারতায় ম্যালেরিয়াক্রাস্ত হইয়া ক্ষ্তুত্বের ছ্য়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার গর্ম করিতেছে—চতুর্দিকে শুধু এই দৃশ্য।

আমরা চলিরাছি—পশ্চাতে একটা কোঁলাহলমর আশা-নিরাশামর ভাব ফেলিরা রাথিয়া, প্রকৃতির শুমল শোভার মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের চারিদিকে মেঘ কাঁদিয়া ফিরে, বায়ু গাহিয়া যায়, স্বপ্ন ঝরিয়া পড়ে। অতী-তের ক্ষীণালোকে আমরা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিয়াছি—একটা দ্র গুভ মূহর্ত্রের ছায়ার অপেকা ক্রিতেছি। সহসা ভোরের বাঁশী থামিয়া গেল——দেখিলামু যে এই বাশীর স্বরে চড়িয়া বছদ্র আদিয়া পড়িয়াছি। এখানে একটা অপরিচিতের মধ্যে পরিচিতের ভাব—পুরাতনের মধ্যে নৃতনত্ব—বিস্থৃতির মধ্যে সৃতি।

এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মনটা কি রকম উদাস উদাস হইয়া পড়িত—মনের উপরে একটা দ্রব্যাপী ঘুমস্ত স্বপ্নের ছায়া পড়িয়া তাহাকে উদাসী করিয়া তুলিত। 'দ্র কুক্ষাবলীর মধ্য দিয়া কল্পনার মত আমার প্রাণে কি যেন আসিয়া আঘাত করিত—আমার চক্ষের সন্মুথে কলিকাতার একটা প্রাচীন কুটীরের ছবি ফুটিয়া উঠিত। সেখানে যেন একটা অস্থির স্থিরতা—শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমানের নৃত্নত্বের একটা আব্ছায়া রকম সংযোগ—শ্বৃতি বিশ্বতির নীরব কোলাহলের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণ মন। কলিকাতার এই সংযোগ বিয়োগময় ভাবের মধ্যে গঙ্গা তরঙ্গের এক রকম প্রাণ্নিয়, প্রেমময়, ছায়াময় স্থপন মিশাইয়া প্রাণের মধ্যে একটা গভীর প্রাণ—আত্মার মধ্যে একটা গভীর আত্মা— মরণের মধ্যে একটা জীবনের ছায়া ফুটাইয়া দিত। এখানকার রামধন্থর পূর্ণভাবময় ছায়া—ধরণী তাহার জ্যা। কলিকাতার অসম্পূর্ণ রামধন্থর সহিত এখানকার রামধন্থর কেমন একটা বিভিন্নতা। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য। এই রামধন্থর মধ্যে সেথানকার রামধন্থগুলি শ্বতির আকারে বর্ত্তমান।

কলিকাতার ভায় এথানেও জীবনের অনেক ঘটনা সাজাইয়া গিয়াছি। সেই জন্য এথান দিয়া যাইতে হইলে থানিকটা করিয়া পুরাতনের স্থৃতি জাগিয়া উঠে—বিস্থৃতির বৃষন্ত ভাবের মধ্যে একটা অক্টুট সজীবতা দেখা দেয়। এথানকার গঙ্গায় অনেক দিন অনেক মালিন্য প্রকালন করিয়াছি, তাহায়া হয়ত জগতের মহান্ স্রোতে ভাসিয়া গিয়া কত কত দ্র হইতে দ্রতর দেশের বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া আবার এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে এইথানে একটা কৃদ্র ঘাপের তলায় আসিয়া আট্কাইয়া বাইবে। এথানকার রাস্তা ঘাটে আমার সহস্র জীবস্ত পদচিত্র বসিয়া গিয়াছে। তাহায়া অক্টুভাবে আমার চক্ষের সম্থ্যে উপস্থিত হইয়া অক্টুটকারেই মিলাইয়া যায়।

এখানকার সঙ্গে কলিকাতার কি একটা মহাযোগ আছে। এখানকার প্রত্যেক বস্তুতে থানিকটা করিয়া কলিকাতার ধূলার চিত্র। এখানে মধ্যে মধ্যে যে হু'এক খানা ইনার যার, তাহারা সেখানকার রাজ্যগুদ্ধ ধোঁয়া এইখানে ছাড়িয়া দিয়া যায়—প্রকৃতির শ্যানল ক্রোড়ে তাহাদের ধূময় উষ্ণ নিশাসের থানিকটা করিয়া কয়লার গুড়া ছড়াইয়া দিয়া যায়। এখানকার নৌকার পালে খানিকটা যেন মহানগরীর বাতাস লাগিয়া থাকে। এখানে যাহারা বাস করে, তাহাদের অনেকেরই মুখে থানিক খানিক কলিকাতার ধূলা, থানিক থানিক রাজ্বধানীর ছায়া দেখা যায়।

আমি গুধু এথানে নদীর ধারে বসিয়া থাকিতাম—ইসিয়া বসিয়া ঢেউ গণিতাম—মধ্যে মধ্যে উপরের আকাশ দিয়া হু'একথানি ছোট ছোট মেঘের টুকরা ভাসিয়া যাইত—আমার মনে হুইত যে উহারা বুঝি কোন্ দূর দেশ হুইতে আমার জন্য কি সন্ধাদ লইয়া

আসিতেছে। মেদেরা বলিয়া যাঁইত—আমার প্রাণে থানিকটা সন্ধ্যাময় ভাব পড়িয়া থাকিত।

সেই এক দিন সন্ধাবেলায় সহসা উত্তর বাতাস বন্ধ ইইয়া গেল—প্রবলবেগে দক্ষিণাবায়ু বহিতে লাগিল। কেনময় তৃফানে তৃফানে নদীর ফুটস্ত প্রাণ প্রিয়া গেল। সে সময়ে
মাঝিদের কি আনন্দ! তাহাদের আনন্দময় কোলাহলে, বাতাসের সন্ সন্ শন্দে, পাল
তোলা নৌকাদের অহন্ধারময় গতিতে, এবং নদীতরক্বের করোলময়ী কাহিনীতে একটা
যেন মহা মহোৎসব পড়িয়া গেল। চারিদিকেই একটা উৎসাহ—চারিদিকেই একটা
আনন্দের ফুটস্ত ভাব। গাছে পাতায় কুটীরে একটা নব আনন্দের—ন্তন উৎসাহের
জ্যোতি।

এথানকার মুক্ত বায়ুতে একটা মুক্তভাব। কলিকাতার দলাদলিময় দেব-হিংসাপূর্ণ সমালোচনার পরিবর্ত্তে এথানে কেমন শাস্তি—এথানে কেমন নিস্তব্ধতা। দেখানকার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর—দেখানকার মহামহা সংবাদপত্রের মিথ্যা কথার স্তৃপ এথানে যেন আসিয়াও আসিতে পারে না। এথানে একটা প্রকৃতির শাস্ত শিষ্ট কোমল ভাব। সেথানে শুধু ছাঁয়কড়াগাড়ীর আড়ম্বর-পূর্ব কোলাহল।

কিন্তু এই মহা আড়ম্বরময় নৃতনত্বের মধ্যেও একটা প্রাচীনত্ব আছে—দেখানকার অশান্তিময় ভাবের মধ্যেও থানিকটা শান্তিম ভাব আছে। দূর স্থৃতির মধ্যে তাহার একটা মাধুর্য্য — আরও দূর বিশ্বতির মধ্যে তাহার আরও মাধুর্য্য। দেখানকার অনেক জিনিষেই থানিকটা করিয়া স্থৃতি জাগিয়া আছে, থানিকটা বিশ্বতি ঘুমাইয়া আছে।

এথানকার গাছ পালার কেমন একরকম ঔলাস্যের ভাব—বৈরাগ্যের ছারা।
সহরে শুধু বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। সেথানে শুধু বিলাস—সেথানে শুধু অহঙ্কার—সে-থানে ক্ষুত্র সঙ্কীর্ণ ভাব। আর এথানকার কি অসীম উদার ভাব। এথানে জগতের মহানু প্রেমের ছারা পড়িয়াছে।

এই প্রেমের শান্তিময় ভাবের মধ্যে ডুবিতে পারিলে আমাদের ক্ষ্ধিত হাদয়ের ক্ষ্ধা নিবৃত্তি হয়—আমাদের পাষাণ-অন্তঃকরণের পাষাণত চলিয়া যায়—অনস্ত আনন্দের বিমল ছায়ায় আমাদের প্রাণ মন ভরিয়া যায়।

সেই যথন ধীরে ধীরে ওপারের সন্ধানিশপগুলি জালিয়া উঠিত—টুপটাপ্ করিয়া সাঁঝের অকাশ হইতে ছ'একটা বুমস্ত তারকা পৃথিবীর বক্ষে থসিয়া পড়িত, আর ঐ দ্র শ্বশান ক্ষেত্রের একপ্রাস্তে এক একটা অহঙ্কারের প্রতিমা পশ্চাতে গুধু একটা ক্ষণিক কায়ার রোল উঠাইয়া নির্বাণ প্রায় চিতালিতে মানব জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র বিসর্জ্ঞন দিয়া প্রবাসীর মত চলিয়া যাইত, তথন মরমের মধ্যে মরণের সৌন্দর্যাটুকু কেমন ফুটিয়া উঠিত।

আর সেই বথন মাঝিবর শভুনাথ ঠাহার স্থকোমল কোকিল-কঠে দিলাওল মাতাইয়া

ছই চারিটী স্থললিত রাগ রাগিণী আলাপে মগ্ন থাকিতৈন—তাঁহার পৰিত্র একতারায় বারকতক বীরোচিত ঝঁকার দিয়া বত্রিশপাটী রাণীগঞ্জের হৃদয়-বিদারক দম্ভ বাহির করিয়া তিনি যথন "মন মাঝিরে সামাল সামাল" বলিয়া তানসেনের তানকে লজ্জা দিতেন, তথন শ্রোতামগুলীর কর্ণকৃহর অতি পরিতৃপ্তি লাভে কেমন বধির হইয়া আর্গিত।

নেবের উপর মেবের রেখা পড়িয়া ধীরে ধীরে বিজয়া কাটিয়া গেল। বিজয়ার পর আরও কতদিন কাটিয়া গিয়াছে — সন্ধ্যার শুলু মেবগুলির কোমল বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কতদিনকার শেষ-স্থ্যকিরণগুলি চেউয়ের মত মিলাইয়া গিয়াছে — কত স্বার্থের কীট এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া জ্লস্ত হুতাশনে প্রাণ হারাইয়াছে।

সেই যে শ্বৃতিময়ী ভোরের বাঁশী শুনিয়া সেদিন উবালোকে যাত্রা করিয়াছিলাম এতদিন প্রাণের মধ্যে সেই বাঁশীর স্বরের কি যেন অক্ষুট ছায়া পড়িরাছিল, আজ সহসা তাহা নাড়া চাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। সেই ছায়ার মধ্যে সেদিনকার শুক্ষ তারার মানমূর্ত্তি শরতের ঘুমস্ত হাসির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পেদিনকার স্থ্যালোক—সে দিনকার শ্বৃতি—সে দিনকার সেই শ্যামল-বদনা উষার প্রাণের কাহিনীগুলি মরমের চারিদিক ছাইয়া ফেলিল।

প্রাণে একটা আত্মীয় স্থজন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা গুনার আশা—কলিকা তার সেই প্রাচীন কুটারের একটুকু প্রেমমর হাসির আলোক—আর বহুদিন পরে আবার সেই মৃত্ মন্থর গমনশীল ছাঁাকড়া গাড়ীর কোলাহল গুনিবার একটা কোতৃহল। থানিকটা আশা হাসি কোতৃহল লইয়া মনটা বোঝাই হইল—তাহাতে আর কিছু ধরিবার রহিল না। কিন্তু এই সকল হাসি আশা কোতৃহলের মধ্যে একফোঁটা গুলু অঞ্জলল—
মরমের কাহিনী ভাঙা সন্ধ্যার জ্যোছনাময় তটিনী চুন্নিত শীতগবায়ু সংযুক্ত একফোঁটা

এই একটা ফোঁটা অশ্রন্ধনের মধ্যে মরমের ছিন্নতন্ত্রী বীণাধ্বনিত পুরাতন গীতগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে—কাহিনীময় জীবনের শেষ আশাগুলির উপরে একটুকু নৈরাশ্যের ছায়া পড়িয়া সেই বুমস্ত গানগুলিকে জাগাইয়া দিতেছে—ভগ্ন ফ্লয়ের নিভ নিভ স্বপনের কোলে তাহারা মিলাইয়া যাইতেছে।

কল্পনার মত প্রাণের উপর দিয়া কি চলিয়া গেল। মনে হইল যে একটা অন্থিপঞ্জর 
ফুলটানিত পুষ্পকরথে চড়িয়া কুজ পৃথিবীর উপর দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া চলিয়াছি।
এতক্ষণের আকাশ পাতালব্যাপী ভাবটা সহসা একটা সামান্য খর্থরানি চাপা পড়িয়া
মরিয়া গেল—চাহিয়া দেখিলাম যে সমুথে সেই স্মৃতিমর প্রাচীন কুটীর।

শ্রীবলেক্রনাথ ঠাকুর।

# দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সমন্বয়।\*

কল্যাণাম্পদ এমান্ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমার লিখিত "দ্বৈতবাদ এবং অবৈতবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া গত মাসের ভারতীতে একটি প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ মেধা ও শাস্ত্র দৃষ্টি—তিনি আপনি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বরের একত্ব শুদ্ধ যে কেবল শূন্য-গর্ত্ত একত্ব, তাহা নহে, তাহা সমস্ত বৈচিত্রোর মূল নিবন্ধন। মূল বৈচিত্র্য বাহা ঈশ্বরের একত্বের অন্তর্ভুত, তাহাকে কেহ বলেন "মায়া ও অবিদ্যা," কেহ বলেন "মূল প্রকৃতি," আবার লেখক নিজেই বলিয়াছেন "মায়া পরমেশ্বরের শক্তি;" আমরাও বলি যে, পরমেশ্বের ঐশী শক্তিই জগতের সমস্ত বৈচিত্রোর মূল —ও সে শক্তি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে; এখন, কথা এই যে, বৈচিত্র্য-সম্ভাবনার একটা মূল (যিনিই যে নামে বলুন না কেন—মায়া বলুন—প্রকৃতি বলুন—শক্তি বলুন—নাম-ভেদে কিছুই আইদে যায় না—বৈচিত্র্য-সম্ভাবনার একটা মূল) ঈশ্বরের অস্তর্ভূ ত,এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, একত্বই সত্য ও বৈচিত্র্য কেবল ভ্রাস্তি-মাত্র; তবে জিজ্ঞাসা করি—দে ভ্রান্তি কাহার ? হয় তাহা পরব্রন্ধের, নয় তাহা জীবের, নয় তাহা কাহারো নয়। ভ্রান্তি পরব্রহ্মের—ইহা তো হইতেই পারে না,—যিনি সকল ভ্রান্তির মহৌষধি তিনি বে, স্বরং ভ্রান্ত, ইহা হইতেই পারে না; ভ্রান্তি কাহারো নর অথচ ভ্রান্তি—ইহাও অসম্ভব; স্নতরাং ভ্রান্তি জীবের—এ ভিন্ন আর গত্যস্তর নাই; অতএব বৈচিত্র্যকে যদি ভ্রান্তি বল-তবে শুধু কেবল "ভ্রান্তি" বলিয়াই পার পাইতেছ না-তাহার সঙ্গে সেই ভ্রান্তির আশ্রয়-ভূত জীবের অন্তিম্ব স্থীকার করা, পরব্রন্দের অন্তিম্বের দঙ্গে সঙ্গেই জীবের অন্তিম্ব স্বীকার করা, প্রায়েজনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে; এইরূপ, দ্বৈত এক দার দিয়া বহিষ্কৃত হইবা-মাত্র তাহা আর-এক দার দিয়া উপস্থিত হইতেছে,—কাজেই অদৈত-বাদ আর অবৈতবাদ থাকিতেছে না, ফলে দাঁড়াইতেছে— হৈতবাদ। অবশেষে থোর

<sup>\*</sup> স্থোগ্য লেখক প্রীযুক্ত বাবু ক্লম্বধন মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান প্রস্তাবটির প্রতি প্রাণিধান করিলেই আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ক্লম করিতে পারি-বেন;—সে তাৎপর্য্য এই যে, যোগীই ক্লউন্—আর, ভোগীই হউন্—আর যিনিই হউন্—তাহার জ্ঞানের সহিত আর এক ব্যক্তির জ্ঞানের আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে—ইহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাহা বলিয়া—এটা কেইই স্বীকার করিতে পারিবে না যে, কোন জ্ঞানই আপনাকে এবং-অন্যকে-জানা বর্জিত, অথবা যাহা একই কথা—কোন চতুক্লোণই চারি-কোণ-বর্জিত। আপনাকে জানা এবং অন্যকে জানা যে, একই জ্ঞানের এপিট ওপিট, ইহা আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করিয়াছি; স্তরাং এখানে তাহার পূন্কল্লেখ করা অনাবশ্যক।

অবৈতবাদীকেও অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রেতিবাদী যেমন বলিয়াছেন) "আসল কথাটা এই বে, পরমেশ্বর অনস্তরূপে সন্তণ ও নিগুণি উভরই।" এখন, বক্তব্য এই যে, পিছন দিক্ হইতে পেঁচাইয়া নাকে হাত দেওয়া অপেক্ষা সমুথ দিয়া নাকে হাত দেওয়াই শ্রের;—বৈচিত্রাকে এক দার দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া আর এক দার দিয়া দরে আনা অপেকা-গোড়া হইতেই তাহাকে ঘরে আনা শ্রেয়;-একেবারেই এইরূপ वना त्यम त्य, नेयदात এकच मृना-गर्ड এकच नत्र कि ह देविहिब-गर्ड এकच ; नात. ঈগর আপনার অভ্যন্তর-স্থিত বৈচিত্রোর বীজকে আপনার ঐশী-শক্তি দ্বারা জগৎ রূপে বিক্ষিত ক্রিতেছেন—ইহাই স্ষ্টি। বেদান্তে উক্ত হইয়াছে বে, মাক্ড্দা যেমন আপনার অন্তর্ভুত উপাদান হইতে আপনি স্বেচ্ছা-ক্রমে জাল বিস্তার করে. ঈশ্বর সেইরূপ আপনার অভ্যন্তর হইতে স্ষ্টি উদ্ভাবন করেন। আদল কথা এই যে, দ্বিরের শক্তি অবশ্য ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; কিন্তু জগং—যাহা সেই শক্তির কালিক আবির্ভাব—তাহাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলা ভয়ানক একটি দোষের কথা; জগংকে ষ্ট্রপর বলিলে তাহাতে প্রকারাস্তরে দাঁড়ায় – ঈশ্বর এবং তাঁহার অসাম শক্তি জগতে সম্পূর্ণরূপে পর্যাবদিত। বেদান্ত-শাল্লে কথিত আছে যে, ঈশ্বরের দক্তির এক-পাদ মাত্র জগতে ব্যয়িত হইতেছে — অবশিষ্ট তিন পাদ জগতের অতীত (অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপাপ্রিত)। কিন্তু জগৎকৈ ঈশ্বর বলিলে দাঁড়ায় এই যে, এশী শক্তির চতুম্পাদ্ই— এক কথার স্বয়ং **ঈশ্ব**রই—জগৎক্রপে পরিণত;—ইহা শ্রুতি এবং জ্ঞান উভয়েরই বিরোধী। ঈশ্বর কালাতীত পুরুষ—জগং তাঁহার কালিক প্রতিরূপ,—স্মতরাং তাঁহার কালাতাত স্বরূপ হইতে তাঁহার কালিক প্রতিরূপ যে ভিন্ন ইহা বলা বাহুল্য;— অণ্চ – সেই স্বরূপ এবং প্রতিরূপের মধ্যে অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-স্ত্র বিদ্যমান ; যেহেতু প্রতিরূপ দে —স্বরূপেরই প্রতিরূপ। এইরূপ একদিকে ঈশ্বর এবং জগতের ভিন্নতা এবং আর একদিকে উভয়ের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ- হুইই আমার শিরোধার্য্য ; — আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বৈতাবৈত-বাদী;—(১) ঈর্বরের ঐশী-শক্তি ঈর্বর হইতে অভিন্ন এই হিসাবে আমি অবৈতবাদী; (২) এই জগৎ – যাহা ঈশ্বরের কালিক প্রতিরূপ—তাহা তাঁহার কালাতীত স্বরূপ হইতে ভিন্ন, এই হিসাবে আমি বৈতবাদী; (৩) ষ্ট্রখরের কালিক প্রতিরূপ তাঁহার কালাতীত স্বরূপের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ— এই হিসাবে আমি দ্বৈতাদৈত-বাদী। এই গেল আমার নিজের মত। ভারতীতে আমি যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলাম – তাহাতে (c বতাবৈতবাদীর নহে কিন্তু) একজন ঐকাস্তিক অবৈত্বাদীর অবতারণা করিয়া বৈত্বাদীর নিকট তাঁহার পরাভব মানাইয়াছিলাম। একাস্তিক অবৈত্বাদী যিনি কোন হিসাবেই দৈত ৰানেন না—আমার প্রস্তাবটি তাঁহা-রই বিরোধী; কিন্তু কোনও হিদাবে যিনি হৈত মানেন –তাঁহার সহিত আমার কোন বিবাদ নাই।

कि इ माहिनी माहत्त्र क क्षांत्र व्यर्थ कि वामि त्विए भातिनाम ना-"वाक्षमभाक হইতে শ্রুতিরাশি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজ হেতুবাদী।"—ভ্রু কি ব্রাহ্মসমাজই হেত্বাদী ? শঙ্করাচার্য্য কি হেতু-প্রদর্শন করেন নাই ? রামামুজাচার্য্য কি হেতু-প্রদর্শন করেন নাই ?--এ কথা কিরূপ কথা! বেদান্ত-দর্শন আদ্যন্ত হেতুতে হেতুতে আছন্ন-প্রচন্ত্র । তবে কি না-দর্শনকার বলেন যে, তাঁহার হেতুবাদ শ্রুতির অমুকূল; গৌতম যিনি পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন—তিনিও বলেন ঐ! অথচ শঙ্করাচার্য্য এবং গৌতনের মতের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ !! ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ড আদ্যোপান্ত শ্রতিরাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহারই নাম কি শ্রতি-রাশির প্রত্যাথ্যান!!! ঐ-কান্তিক অবৈতবাদী শ্রুতির বেরূপ এক-দিক্-ঘেঁদা অর্থ করেন-শ্রুতি সেরূপ এক-দিক্-नट्ट ;—देवजराषी—षटेवजराषी—विशिष्टीटेवजराषी—देवजाटेवजराषी—प्रकटल्ट একই শ্রুতি হইতে রুসাকর্ষণ করিতেছে;—শ্রুতি সকলেরই সাধারণ মাতা; শ্রুতি যেমন বলেন "ব্ৰহ্ম একমেবাদিতীয়ং" তেমনি বলেন "তে ধ্যান-যোগাত্বগতা অপশ্যন্ দেবাল্ম-শক্তিং স্বগুলৈনিগৃঢ়াং ॥'' ইহার **অর্থ** এই—সাধকেরা ধ্যান-ষোগের অন্বর্ত্তী হইয়া দেখিলেন--দেবাত্ম-শক্তি আপন গুণ-সমূহে নিগুঢ়। ব্রাহ্মদিগের যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, তাঁহারা শ্রুতির এক-দিক্ ঘেঁদা অর্থ করেন না— সর্ব্বাদী-সমত অর্থ করেন; – ইহারই নাম কি শ্রুতির প্রত্যাখ্যান!!!!

আমি ব্রাহ্মসমাজের দোহাই দিয়া ভারতীতে দ্বৈতাদ্বৈতের প্রস্তাব লিখি নাই— আমি সম্পূর্ণরূপে আমার আপনার ঝুঁকিতে তাহা লিথিয়াছি,—স্বতরাং ব্রাহ্মদমাজ আমার প্রকাশিত মতামতের জন্য কোন অংশেই দায়ী নহে-–তাহার জন্য আমি নিজেই কেবল দায়ী। কিন্তু শ্রীমান্ মোহিনীমোহন যদি পরের মতামতের বোঝা আমার স্কল্পে চাপাইয়া আমাকে তাহার জন্য দায়ী করিতে চা'ন—তবে আমি স্পষ্টই বলিতেছি বে, আমি তাহার জন্য কোন অংশেই দায়ী নহি; যথা;—তিনি লিথিয়াছেন "পুজনীয় লেখক মহোদয় এই **আভাদ-চৈত**ন্যকে মুখ্য চৈতন্য বলিয়া মানিয়া লইয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি উপাধি অর্থাৎ বিষয় না থাকে, তবে উপহিত চৈতন্য থাকিতে পারে না;" আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমার অভিপ্রায় আমি অতীব স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা এই ;— চৈতত্তের উপর "উপহিত" "অরুপহিত" "আভাদ" প্রভৃতি যে-কেন বিশেষণ চাপাও না—তাহা চৈতন্য—তাহা অচৈতনা নহে—এইটি ক্রমাগত মনে রাথা কর্ত্তব্য; চতুজোণের উপর বে-কেন বিশেষণ চাপাও না (বেমন সমচতু কোণ-দীর্ঘ চতুকোণ-তির্ঘ্যক্ চতুকোণ-ইত্যাদি)-কিন্তু তাহা চতুকোণ তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া চ'ডুছোণের উপর ত্রিকোণ বিশেষণ চাপাইতে পার না; কোন চতুকোণকে সমচতুকোণ বলিতে পার, কোন চতুকোণকে তির্য্যক্ চতুকোণ বলিতে পার, কোন চতুকোণকে ঋজু চতুকোণ বলিতে পার,-কিন্ত কোন চতুকোণ-

কেই ত্রিকোণ চতুকোণ বলিতে পার না; কারণ তাহা হইলে বিশেষণ এবং বিশেষ্যের মধ্যে মর্মান্তিক বিরোধ উপস্থিত হইবে। যে কোন চতুকোণ হউক-না-কেন তাহারই চারিটি কোণ থাকা চাই-এ যেমন, তেমনি যে-কোন জ্ঞান হউক-না-কেন তাহারই-আপনাকে এবং অন্যকে জানা চাই; আপনাকে এবং অন্যকে জানে না-শ্রমপ জ্ঞান, আর, চারি-কোণ নাই-এরপ চতুছোণ, এ হুয়ের কোন অর্থই কাহারো বোধ-গমা হইতে পারে না,—তবুও যদি গায়ের জোরে কেহ বলেন "আমার তাহা বোধ-গম্য হয়'' তবে দে কথার কোন উত্তর নাই। এখন "অমুপহিত জ্ঞান" এই কথাটির হুইরূপ অর্থ হইতে পারে—এক অর্থ এই যে, তাহা দেহাদি উপাধিতে আবদ্ধ নহে,—এই অর্থে ঈশবের জ্ঞান অনুপহিত জ্ঞান—ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু যদি "অনুপহিত" শব্দের অর্থ এইরূপ হয় যে, অহমৃত্তি এবং ইদমৃত্তি-বর্জিত (সহজ ভাষায়---আপনাকে এবং অন্যকে জানা-বৰ্জিত), তবে সেক্লপ অর্থে অনুপহিত জ্ঞান বলাও যা—আর ত্রিকোণ চতুকোণ বলাও তা—ছুয়ের মধ্যে লেশ-মাত্রও প্রভেদ-নাই; চারিকোণ বর্জিত চতুকোণ, আর, আপনাকে এবং অন্যকে জানা-বর্জিত জ্ঞান-যদি কেহ উপলব্ধি ক্রিয়া থাকেন—তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাই না; আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াই তাঁহার নিকট হইতে মানে মানে বিদায় গ্রহণ করিতে চাই যে, উহা আমার কৃদ্র বৃদ্ধির অতীত।

শ্রুনান্ মোহিনীমোহন বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনেক-গুলি শ্লোক উদ্ভ করিরাছেন;— বৈষ্ণবিদ্যের শাস্ত্রেও বৈত্রবাদ এবং অবৈত্রবাদ একাধারে বর্ত্তমান; তাধার মধ্য হইতে অবৈত্ত-ঘেঁসা শ্লোক-গুলি বাছিয়া বাছিয়া উদ্ভ করিলেই যে, বৈষ্ণবেরা অবৈত্রবাদী হইয়া গেলে— ইহা অতীব দ্রায়য়। প্রকৃত বৈষ্ণব শাস্ত্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের মতের যে কত বিরোধ তাহা নিম্নলিথিত একটি মাত্র কথাতেই সপ্রমাণ হইবে;—শঙ্করাচার্য্যের চরম লক্ষ্য নির্মাণ-মুক্তি; বৈষ্ণব-দিগের চরম লক্ষ্য ভক্তি;—এমন কি—ভক্ত বৈষ্ণবেরা মুক্তিকে ভক্তির সহিত ভূলনাব্যাগ্রাই মনে করেন না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ-টি সর্ব্যাই প্রসিদ্ধ যে, "চিনি হইয়া কোন ফল নাই, পিপীলিকা হওয়াই কাজের কথা;" অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত হইয়া তাঁহার রসাস্থাদন করাই চরম সিদ্ধি এবং পরম পুরুষার্থ,—ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া কিছুই নহে। পিপীলিকার সহিত দৈন্ত-গুণ-সম্পন্ন ভক্তের, এবং মন্ত-হন্তীর সহিত্ব দান্তিক তার্কিকের উপমা দিয়া বৈষ্ণব-সম্পান ভক্তের, এবং মন্ত-হন্তীর সহিত্ব দান্তিক তার্কিকের উপমা দিয়া বৈষ্ণব-সম্পান ভক্তের, এবং মন্ত-হন্তীর সহিত্ব দান্তিক তার্কিকের উপমা দিয়া বৈষ্ণব-সম্পান ভক্তের এবং মন্ত-হন্তীর সহিত্ব দান্তিক তার্কিকের তিছে;—

''গোলে-মালে মিদা'য়ে আছৈ ;— তা'র গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে। শুনেচি বৈষ্ণবের করণ, বালির সঙ্গে চিনির মিলন, তা জানে ছু এক জন। (ও—তা) মত্ত হস্তী টের পে'লে না—চেঁউটি (অর্থাৎ পিঁপড়া) মরম জেনেছে ॥"
কিন্তু আমার লিখিত প্রস্তাবের সম্বন্ধে এ সকল নানা-সম্প্রদায়ের নানা মতামত নিতাস্তই
অপ্রাসন্ধিক—এজন্য এখানে তাহার বেশী উল্লেখ করা অনর্থক বাক্য-ব্যয়।

মোহিনীমোহন এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, "ভগবানু শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের বিষয়ী অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় চৈতন্তাভাদকে মুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— ইহা সহজেই দেখা যায়। অক্সৎপ্রত্যয়-গোচর জীব ও যুক্মৎ-প্রত্যয়-গোচর ঈশবের ভেদ কথন স্থলে অধৈত মুখ্য আত্মা গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা করা হয়" ইহাতে তিনি নিজেই অপ্রক্তের কল্পনায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মোহিনীমোহন যুশ্নৎপ্রত্যয়ের ঠিক উণ্ট। অর্থ বুঝিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যের স্থপ্রাসদ্ধ টীকায় এইরূপ লিখিত আছে ;—"চিদাঝা ুতাবদস্বংপ্রত্যয়-যোগ্যঃ" চিদাঝা (চিদাভাদ নহে— চৈতন্যাভাগ নহে— দাক্ষাৎ চিদাঝা) অস্মৎপ্রতায়ের যোগা; কেন ? না প্রথমতঃ 'তৎপ্রযুক্ত সংশয়াদি নিবৃত্তি ফলভাক্তাৎ" অর্থাৎ যেহেতু সাধক চিদাত্মার প্রসাদাৎ সংশ্যা, দর নিবৃত্তি-রূপ ফলের ভাগী হয়, দিতীয়তঃ "ন তাবদয়ং একান্তে-নাবিষয়ঃ অন্মৎপ্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ ইতি ভাষ্যোক্তেশ্চ'' যেহেতু ভাষ্যেতেই কথিত হইয়াছে যে, চিদাত্মা একান্তই যে অবিষয় (অর্থাৎ বিষয় নহে) তাহা নহে, যেহেতু তাহা অস্ত্রপ্রত্যাের বিষয়। ইহার পারেই অহস্কার (যাহা সাক্ষাৎ চিদায়া নহে---কিন্তু চিদা্মার আভাদ মাত্র—হৈতন্যাভ্যাদ) তাহার দম্বন্ধে টাকাকার বলিতেছেন "যদ্যপ্য২্স্কারাদিরপি তদ্যোগ্য স্তথাপি চিদাঝুনঃ সকাশাদত্যন্তভেদ সিদ্ধার্থাং যুশ্মংপ্রত্যয় যোগ্য ইত্যাচ্যতে"—অহঙ্কারাদি যদিও অস্মৎপ্রতায়ের যোগ্য (অর্থাৎ শরীরাদিতে যদিও আমরা আত্মাভিমান করি) তথাপি অস্বংপ্রত্যয়-গোচর চিদাত্মা হইতে অহঙ্করাদির ভিন্নতা দিদ্ধ করিবার জন্য অহঙ্কারাদিকে যুক্ষৎপ্রত্যয়ের যোগ্য বলা হইতেছে। এই দেখ, — অহংশ্বার (বা চৈতন্যাভাস) যুগ্নংপ্রতায়ের বিষয় বলিলা ধরা হইতেছে, ও সাক্ষাৎ চিদাস্মা অস্বংপ্রতারের বিষয় বলিয়া ধরা হইতেছে। এইরূপ যেথানে অহন্ধারাদিই যুম্মৎ প্রত্যয়-গোচর—মোহিনীমোহন সেথানে বলিতেছেন "যুম্মৎ প্রত্যয় গোচর ঈশ্বর" ও যেথানে সাক্ষাৎ চিদাত্মা অত্মৎপ্রত্যয়-গোচর—মোহিনীমোহন সেথানে বলিতেছেন **"অস্মৎপ্রতায়ের গোচর চৈতন্যাভাস।"** হঃখের বিষয় এই যে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদাস্ত-বাগীশ তাঁহার কৃত শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদে—যুদ্মৎ প্রত্যায়ের বিষয় ঈশ্বর—এইরূপ ভুল করিয়া ব্যিয়াছেন; এজন্য মোহিনীমোহনকে দোষ দিতে পারা যায় না। আসল কথা এই যে বর্ত্তমান প্রকরণে অম্মদ্-যুম্মদের প্রভেদ জীবেশ্বরের প্রভেদ নহে — কিন্তু আত্মানা-ত্মার প্রভেদ; আত্মাই প্রকৃত পক্ষে ''আমি'' এইরূপ প্রত্যায়ের (অত্মৎ প্রত্যায়ের) বিষয়, আর, আত্মা ছাড়া আর যাহা কিছু সমস্তই "তুমি" এইরূপ প্রত্যায়ের (যুশ্বৎ প্রত্যয়ের) বিষয়। টীকাতে তো এইরূপ পাওয়া গেল, এখন মূল ভাষ্য কিরূপ বলেন—দেখা

যা'ক্। মোহিনীমোহন বলিতেছেন যে, অস্মংপ্রতায়ের বিষয়কে "মুধ্য আত্মা গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা করা হয়;" কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং কি বলিতেছেন—দেখা যা'ক্;—

যেখানে বলা উচিত যে "আমার দেহ স্থল," সেখানে লোকে বলে "আমি স্থল" ইহাতে করিয়া "দেহই আমি" এই ভ্রমটি অন্তঃকরণে বন্ধমূল হয়; এইরূপ ভ্রম বশতঃ একটার ধর্ম (যেমন দেহের ধর্ম) আর একটাতে (যেমন আত্মাতে) আরোপ করা'র নাম—অধ্যাদ। এই অধ্যাদ উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "আহ কোহয় মধ্যাদো নামেতি" কেহ জিজ্ঞাদা করিতে পারেন অধ্যাদ পদার্থটা কি ? ইহার উত্তর এই যে, অধ্যাস আর কিছু নয়—"শ্বৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এক বস্তুতে শ্বৃতি-নিহিত পূর্ব্বদৃষ্ট আর-এক বস্তুর অবভাস; সে কেমন? না "তথাচ লোকে অনুভবঃ ভক্তিকা হি রজতবদবভাসতে একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বৎ ইতি " লোকে এইরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে যে, গুক্তিকা রজতের ন্যায় প্রকাশ হইতেছে, (এথানে গুক্তিকাতে পূর্ব-দৃষ্ট রজতের অবভাস হইতেছে), একচন্দ্র ছই চন্দ্রের ন্যায় দেথাইতেছে (এথানে জল-ন্ত্ত প্রতিবিম্ব-চল্রে পূর্ব্বদৃষ্ট আকাশস্থিত চল্রের অবভাদ হইতেছে)। এইথানেই শঙ্করা-চার্য্য এই তর্কটি উত্থাপন করিয়াছেন "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসো বিষয় ধর্মানাং ? সর্কোহি পুরোহ্বস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তর মধ্যস্যতি" অবিষয় যে (অর্থাৎ বিষয় নহে এমন যে) প্রত্যক্ আত্মা তাহাতে বিষয় ধর্মের অধ্যাস আবার কিরূপ ? সকলেই তো দমুথ-স্থিত বিষয়ে বিষয়ান্তর অধ্যাদ করে—(আত্মা কি দমুথ ভিত বিষয় ?); "যুত্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ব্রবীষি ? "যুত্মৎ প্রত্যয়-বহিভূতি (অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর) প্রত্যক্ আত্মাকে (অর্থাৎ সাক্ষাৎ আ্মাকে) তুমি বিষয় বলিতেছ ?'' "উচ্যতে" বলিতেছি শুন, "ন তাবদয়ং একান্তেনা বিষয়ঃ অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যাগাত্ম প্রসিদ্ধেঃ'' প্রত্যক্ আত্মা একান্তই যে, অবিষয় (অর্থাৎ বিষয় নছে), তাহা নছে; যেহেতু সর্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ যে প্রত্যক আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় এবং তাহা অপরোক্ষ। এই দেখ—শঙ্করাচার্য্য স্বরং অপরোক্ষ আত্মাকে (চৈতন্যাভাদকে নহে—কিন্তু দাক্ষাৎ আত্মাকে) অস্বৎপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। মোহিনীমোহন বলিতেছেন যে, অক্সৎপ্রত্যয়ের বিষয়কে "মুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রক্তের হানি ও অপ্রক্তের কল্পনা করা হয়;'' শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "অপরোক্ষ আত্মাই—সাক্ষাৎ আত্মাই—অত্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়" ;—আমিও আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহাই বলিয়াছি ; ইহাতে যদি প্রক্রতের হানি ও অপ্রক্তের কল্পনা হইয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার নহে—সে দোষ স্বয়ং শঙ্করা-<sup>চার্য্যের</sup>! মূল ভাষ্যে তো এইরূপ পাওয়া গেল, এখন, যুক্তিতে কিরূপ পাওয়া যায়— দেখা যা'ক।

প্রকাষ করিয়া দেখিলৈই পাঠকের সহজ বুদ্ধিতে ইহা জলের মত প্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, শাস্কর দর্শনের উপরি-উক্ত প্রকরণে মোহিনীমোহনের "চৈতন্যাভাস" প্রভৃতি শব্দ-ঘটা কোন ক্রমেই সংলগ্ধ হয় না; কেননা অগ্রে আত্মাতে অনাত্মার ধর্ম অধ্যন্ত (কিনা আরোপিত) হইলে তবে তো আত্মা আভাস-চৈতন্যরপে দেখা দিবে; অগ্রে অধ্যাস—পরে (সেই অধ্যাসের গুণে) আভাস-চৈতন্যের উৎপত্তি। শাঙ্করভাষ্যের উপরি-উক্ত স্থলে, অধ্যাসের সন্তাব্যতা-অসন্তাব্যতার উপরে (আভাস-চৈতন্যের মূল পত্তন-ভূমির উপরে) বিচার চলিতেছে। আসল আত্মার উপর অনাত্মার ধর্ম অধ্যাস করা হইলে (অর্থাৎ চাপানো হইলে) তবেই তাহা নকল আত্মা (চৈতন্যাভাস) হইয়া দাঁড়ায়; স্থতরাং আভাস-চৈতন্যে (নকল আত্মাতে) অনাত্মার ধর্ম আধ্যাস করা, আর, তেলা মাথায় তেল দেওয়া—উভয়ই সমান। অতএব শাঙ্কর দর্শনের উপরি উক্ত স্থলে—যেথানে আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাসের বিচার চলিতেছে, সেথানে অপরোক্ষ আত্মা—আসল আত্মা—ব্যতীত "আভাস-চৈতন্য" প্রভৃতি নকল আত্মার কথা নিতান্তই অপ্রাসন্থিক। অতএব ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই যে, আসল আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, তাহা অত্মংপ্রত্যন্তের বিষয়, আর, নকল আত্মা যত কিছু—সমন্তই তিনি যুত্মৎ প্রত্যরের দলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীমান্ মোহিনামোহন যদি আমার প্রস্তাবের নিগৃঢ় অর্থ ভাল করিয়া বৃঝিয়া দেখেন, তবে তিনি আমার সহিত বিবাদের কোন কারণ দেখিবেন না। কেননা, আমিও এক হিসাবে অবৈত্বাদী (যথা ঐশী শক্তি ঈগর হইতে অভিন্ন—ইহাতে আমার তিলমাত্রও সংশগ্ন নাই;—আমার বৈত্বাদ শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশরের কালিক প্রতিরূপ ঈশরের কালাতীত শ্বরূপ হইতে ভিন্ন); তিনিও এক হিসাবে বৈত্বাদী (যথা তিনি বলিয়াছেন "পরমেশ্বর অনন্তরূপে সগুণ ও নিগুণ এ উভয়ই); গভীরে তলাইয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পরমেশ্বরের কালিক প্রতিরূপ তাঁহার কালাতীত শ্বরূপের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শ্বে আবদ্ধ—এ কথা আমাদের উভয়েরই শিরোধার্য্য—উভয়েই আমরা দৈতাদৈত্বাদী—এইখানেই সমস্ত বিবাদের পরিসমাপ্তি।

শীবিজেজনাথ ঠাকুর।

#### কলঙ্ক।

>0

নিভ নিভ মলিন-জ্যোৎস্নাদীপ্ত কুয়াব্দার অন্ধকারের মধ্যে, একটা আর্ত্তনাদ উঠিয়া হারাইয়া গেল, গুহা সেই হারান স্বর অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। রাস্তার যেস্থল

হইতে ধানি উথিত হইয়াছিল-সেই স্থলে আসিয়া কাহাকেও দেখিলেন না, পথের এদিক ওদিক অৱেষণ করিতে লাগিলেন। পার্বত্যপথ, কোথায় উঁচু, কোথায় নীচু, কোথায় বিস্তৃত প্রান্তর, কোথায় ঘন তক্ষ শ্রেণীর মধ্যে পাহাড়ের পাষাণ দেয়ালের মধ্যে আঁকোবাকা সন্ধীৰ্ণ স্থান, ৰাহা দেখিতে নিকটে মনে হয়, ছুটিয়াও পেখানে অগ্রসর হওয়া যায় না, চীৎকার করিয়াও কাহারো সাড়া মিলে না, কেবল নিজের প্রতি-ধ্বনি দ্বিশুণ বেগে কাণে আদিয়া লাগে। এই অবস্থায় যুবক ক্রতপদে আকুলছাদয়ে পাহাড়ের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে ফিরিয়া ঘুরিয়া পুর্ব্বোক্ত স্থলের নিকটে আদিয়া ছোট ছোট গাছড়ার জঙ্গলের মধ্যে একটি যেন অম্পষ্ট মনুষ্য কায়া দেখিতে পাইলেন, তাহা জন্ধলের অন্ধকারে এত মিশাইয়া পড়িয়াছে. যে ইহার নিকট দিয়া পূর্বে যাতায়াত করিয়াছেন,তবু ইহা নজ্বে পড়ে নাই। গুহানিকটে আসিয়া দেখিবামাত্র স্তাই একটি রক্তমাথা মহুষ্যদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল। সেই অক্ষট চক্রালোকেও গুহা নন্দালিকের অজ্ঞান মূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন, আহত স্থান হইতে রক্ত উথলিয়া উঠিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ আগ্লুত করিয়াছিল। তীব্র যাতনায় আহত হইয়া গুহা করুণ কঠে চীৎকার করিয়া সেইখানে বসিয়া পাড়িলেন, কাতরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন-সাড়া পাইলেন না। তবু তথুনো জীবন আছে বলিয়া মনে হইল-শীঘ যদি রক্তের উচ্ছাস বন্ধ করা যায় ত এখনো হয়ত বাঁচিতে পারেন। গুলা সব্যত্যে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অর্কভাগ ছিড়িয়া যতদূর পারিলেন রক্ত মুছাইয়া, চর্কিত ত্র্কাঘাদ দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পর রাস্তার পারে যে পুষ্করিণী তলে দাড়াইয়া তিনি তীর ছুড়িয়াছিলেন, তীর বেগে সেইথানে ছুটিয়া চলিলেন। উঠিবার সময় ভালরাজের নিকটে একটি তার পতিত দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন তাহা ভীলপুত্রের তীর, গুহা শিহরিয়া দেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। গুহার তীরে যে মলালিক আহত হয়েন নাই, এই চিন্তায় তাঁহার পীড়িত ক্লিষ্ট হৃদয়েও শান্তির উদয় হইল—উথলিত হৃদয়ে অন্তরের সহিত বারবার করিয়া মনে মনে গুহা মহাদেবকে প্রণাম করিলেন।

30

মন্দালিক শুহাদের বাড়ী গিয়া সেথানে তাহার দেখা পাইলেন না, তিনি সেথানে পৌছিবার আগেই শুহা গৃহের বাহির হুইয়া গিয়াছে। স্থতরাঃ তৎক্ষণাৎ তিনিও সেথান হইতে ফিরিলেন। ফিরিবার সময় হুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যপথে না গিয়া উল্লিখিত বিজন পথ দিয়াই তিনি গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রতিঘন্দীদিগের মধ্যস্থলে আসিয়া বাণাহত হইয়া, পার্শের জললে পড়িয়া গেলেন। পাঁঠকগণ এথন ব্রিয়াছেন, তাল-গাছ তাঁহার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়াই মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। যথন তাহার সে মৃচ্ছা ভাঙিল, তথন সব কথা তাহার মনে নাই। এই নির্জন স্থানে একাকী আপনাকে

পড়িয়া দেখিয়া বেম অবাক बहेदा পেল, कात्म অলে অলে গুহার সহিত বলাযুদ্ধের কথা মনে পড়িল, ভাবিল বাণাহত হইরা এইখানে পড়িয়া আছে—উঠিরা কোধার আঘাঙ লাগিয়াছে—অমুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বধল দেখিল ভাষার সর্বাদরীর অকত তথন আম্বো বিশিত হইরা মনঃসংষম পূর্বক আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ সেই क्यन ही कात्र श्वनि जाहात्र कार्ग त्यन श्वनिक हहेन, ममस्य कथा भरन পड़िया त्यन, जात्र সে দাঁড়াইল না, উন্মন্তের মত ক্রত পদে চারিদিক অম্বেশ করিতে করিতে সেই জঙ্গলে উপনীত হইয়া যথন রক্তাক্তলেহ, নীরব, দৃষ্টিহীন, অজ্ঞান পিতাকে ভূপতিত দেখিতে পাইল, তখন সমস্ত বিশ্বসংসার তাহার চতুর্দিকে প্রচণ্ডবেগে বেন ঘুরিরা উঠিল। সেই খুৰ্ণাকের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া একটা জীবস্ত পাবাণ মূর্ত্তি—সবলে মর্শ্বে মর্শ্বে আলোড়িত विमान्निज स्टेरज नाशिन, जारात्र स्नान चाट्स चथर म पकान, जारात्र कीवन चाट्स, चथर দে মৃত, তাহার অমুভবের ক্ষমতা আছে—অখচ সে বলহীন পাবাণের ন্যার যন্ত্রনা-কাতর **ब्हेबा काँ मित्रा विमीर्ग कर्छ "वावाछाद्र" विम्ना छाकिया वश्न अख्यान मन्मानिद्य गना** ৰড়াইয়া ধরিল—তথন সে কাতরতাম আকাশ পাতাল যেন বিগলিভ হইয়া পড়িল—কিন্ত भन्मानिक रवमन खिनिछ, रवमन निष्ठक, राजमिन द्रशिलन, शूख खान कांतिया कांतिया ডাকিরা ডাকিরা পিতার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিব না ; তিনি আব্দ অনস্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। সহসা মন্দালিকের নিকটস্থ ভূমিন্যস্ততীর শোকোন্মন্ত পুত্রের চক্ষে পড়িল,—সে তীর তাহারি তীর—আপনার হাতে আপনার পিতাকে সে তবে বধ করিয়াছে ৷ আর সে পারিল না,ভাহার দীর্ণ বিদীর্ণ ক্ষমভূমি সবেগউখিত আগের বিপ্লবে চূর্ণ বিচূর্ণ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া দূর দূরান্তরে যেন ছুটিয়া পড়িতে লাগিল—অনস্ত যাতনা ভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অনত ৰাতনায় উন্মান হইয়াক্রতবেগে ছুটিয়া পাহাড়-শিপর হইতে নিয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সহসা নিমোখিত মৃত্ কোলাহলে একবার চারিদিক যেন ঈবৎ কাঁপিয়া উঠিল, সহসা গাছে গাছে পাখীগুলি একবার জাগিয়া উঠিয়া বেন পোকগীতি গাহিয়া উঠিল, ভাহার পর আবার চারিদিক পূর্বের নিস্তন্ধতার মগ্ন হইয়া গেস।

ভীল পুত্র যথন পিতার নিকটে আসিরাছিল, গুহা তথন সেধানে ছিলেন না, তিনি উফীষ ভিজাইয়া ফিরিয়া আসিয়া আর তালগাছকে দেখিতে পাইলেন না, অরক্ষণের মধ্যেই সকল অবসান হইয়া গিরাছে।

মক্ষালিককে বাঁচাইবার জন্য শুহা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, প্রাণপণে গুঞ্চবা করিতে লাগিলেন, ক্ষীণ চাঁদ নিভিয়া গেলে, শ্যামদল মধ্যস্থ লোহিত শতদকের ন্যান্ত কুরাসার মধ্য দিরা অরুণ-রেখা-রঞ্জিত পূর্বগগণ যথন ফুট্রা উঠিল, তথনো শুহা তাহার প্রশ্রমা করিতে কান্ত হইলেন না, তথনো আর্ক্র উন্ধীয় কল নিওড়িয়া মন্দালিকের মুখে দিতে লাগিলেন। কিন্ত যথন প্রথম স্ব্যালোক মন্দালিকের মৃত মুখের উপর পড়িল, তথন

গুহার চৰক ভাঙ্গিল,ধীরে ধীরে গভীর দীর্ঘ নিখাস ফোলিয়া আন্ত্র উষ্ণীব ভূমিতে কেলিয়া मित्रा रूजाभ हृष्टिए **जारांत्र पूर्व**शास्त्र हारिया द्रहितन- अक किन आरंग बन्तानिक ठाँशास्क कड श्वरहत्र कथा विनिद्राह्म-चाम छिनि नीत्रव,- धक निम चारंग छिनि कि हिलन, আৰ ভাহার কি দশা ৷ একটা ভীত্র অন্তভাপের ভাবে ভাহার ল্লন্ন পূর্ণ হইল, ভিনিই कि जानकारण धरे मुजाब काबन नरहन ? जिमिरे कि जानगाहरक चल यूरक उर्खिक করেন নাই? যদি উত্তেজিত করিলেন তবে খামাইতে পারিলেন না কেন? থামাইতে চেষ্টা করিরাছিলেন সভ্য-কিন্তু সে কি সেরপ চেষ্টা। তেমন চেষ্টা করিলে কি ভাহাকে ছল যুদ্ধ হইতে থামাইতে পারিতেন না ? না পারিতেন—নাই পারিতেন—তেমন চেষ্টা করিলেন না কেন 💡 তাণগাছের কথায় ধহুক উঠাইবার পরিবর্ত্তে কেন তাহা তাহার সমুধে ভূমে ফেলিয়া দিলেন না—শূন্য হস্ত হইয়া কেন তাহাকে বলিলেন না—"নির্জ্ঞ আত্ম চেষ্টায় অক্ষম ব্যক্তিকে মারিতে হর মার—আমি ধযুক উঠাইব না" তাহা হইলে কি আর সে তীর নিক্ষেপ করিতে পারিত ? তাহা হইলে কি আর পুত্র হইয়া সে পিতার হস্তারক হইতে পারিত ? গুহা আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হার হার ! কি করিলাম, তাহাকে উত্তে-किंउ क्रिनाम आत शामाहेत्उ शातिनाम ना ? शामाहेत्उ हेक्हा क्रिनाम-अथह त्हें। क्तिनाम ना, शक्रक উठारेबा ध्रिनाम — त्कन छारात भन्छल छूटम दक्तिवा निनाम ना ? গুহা শিহারয়া পিতৃ-হস্তারক তীরের দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন - চমকিয়া উঠিলেন,—অন্ধকারে যাহা দেখিতে পান নাই, প্রভাতালোকে তাহা স্থস্পষ্ট দেখিলেন— দেখিলেন তীর রক্তহীন, -কম্পিত হত্তে তাহা হাতে উঠাইয়া নাজিয়া চাজিয়া দেখিতে লাগিলেন, সম্প্রতি দেহবিদ্ধ করিবার লক্ষণ ভাহাতে কিছুই দেখিলেন না। সংশয়ে গুহার মন পূর্ণ হইল, সংশয় ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, গুহা উঠিয়া চতুর্দিক অবলোকন করিলেন,—অদূরে আর একটি স্থ্যালোক ঝলসিত তীর দেখিতে পাইলেন, নিকটে গিয়া দেখিলেন তাহা রক্তাক্ত, —নিঞ্চের তীর গুহা চিনিতে পারিলেন। কার হাতে মন্দালিক মরিরাছেন, আর সংশয় রহিল না। হায় হায়! কি করিলেন, নিজের হাতে নিজের পিতৃসম বন্ধকে তিনি হত্যা করিলেন ! গুহার সর্বাঙ্গ ধর ধর করিয়া কাঁপিতে नाशिन।

#### উপস্ংহার।

শুহা যে মন্দালিককে মারিরাছেন, তাহা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না, কিন্তু মন্দালিকের ন্যার পিতৃত্ব্য স্নেহশীল বন্ধকে কেন যে তিনি মারিলেন, তাহার কারণ ভীলেরা ভাবিয়া পাইল না, চিরকালই তাহার কারণ অফ্রাতের গর্ভে প্রায়িত রহিয়া গেল। কলছের ভালি মাথার লইয়া শুহা আবিগড়ে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ইতিহাস এখন পর্যান্ত তাহার এই কলছের কথা বোবণা করিতেছে।

শুহাই মিবার রাজবংশের আদি পুরুষ, ই হার নাম হইতেই মিবার বংশীয়গণ পরে "শুহলোট" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ভীলের রক্তফোটা পরিয়া শুহা রাজ পদে অভি-িষক্ত হইয়াছিলেন, সেই হইতে রাজ্যাভিষেক কালে বন পুত্রের (ভীলের) কনিষ্ঠ অঙ্গুলির রক্তফোটা গ্রহণ করা মিবার রাজদিগের একটি পদ্ধতি হইয়া পড়িয়াছে। বাহারা রক্তফোটা পরায়—তাহারা মিবার রাজদিগের নিকট জায়গীর পাইয়া থাকে। \*

#### সমাপ্ত।

# হেঁয়ালি নাট্য।†

( नवीन ७ नवीरनंद्र काका।)

কাকা। আজ কাল তোমার কেমন পড়াগুনা হচ্ছে নবীন ?

নবীন। খুবই ভাল।

কাকা। তোমার মতে ত বরাবরই খুবই ভাল, সে কথা কে জিজ্ঞাসা করছে ?

নবীন। তবে কি জিজাসা করছেন ?

কাকা। মাষ্টার তোমায় কি বলেন ? তিনি কি সম্বৰ্ত !

नवीन। आड्ड थुवरे।

কাকা। সবই থুব ! Superlative ছাড়া দেখছি তোমার কথা নেই।

নবীব। আজে ঠিক উণ্ট, Superlative হলে হোত থুব তম, আমি Positiveএর একটও এদিক ওদিক করিনি।

কাকা। বটে, একেবারে গোল্লায় গেছ! কাকার সঙ্গে এয়ারকি! খুবতম এক-বার পেতে ইচ্ছে হয়েছে বৃঝি ?

( নবীনের মাতার প্রবেশ )

মা। কি হয়েছে ঠাকুর পো? মার মৃর্ত্তি যে?

অগ্রহায়ণ মাদের ভারতী ও বালকে যে ত্ইটি ধাঁধাঁ প্রকাশিত হইরাছে, প্রেরক তাহার উত্তর আমাদিগের নিকট পাঠান নাই—কিন্তু আমরা উহার উত্তর এইরূপ ভাঙ্গিরছি;—প্রথমটির উত্তর "তরবার"—দিতীরটির উত্তর "র" অক্ষর। শ্রীযুক্ত স্থরেক্রনাথ বহু, শ্রিযুক্ত জ্যোতিশ্চক্র শান্ধাল, শ্রীযুক্ত স্থাকুমার দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচক্র বন্দ্যোপাধ্যার ও শ্রিযুক্ত কৃষ্ণচক্র গুহু ইহারাও এই উত্তর দিরাছেন। ভাং সং।

काका। कि जात हरत, छामाति कात्रशाना-हिल्हिल এक्वारत शालात मिरग्रह १

মা। "তোমার ঐ এক কথা। কেন গা ওর আমার পড়াওনায় যেমন মন—তোমা-দের তেমন হলে বাঁচতুম। রাত দিন বই হাতে করেই বাছা আছে।"

কাকা। আর কারো নজরেতো তা পড়ে না।

মা। হ্যাদ দেখ ঠাকুর পো-নজর নজর কোরো না-তাহলে কালই আমি বাপের वाज़ी हतन यात । आबि कि এकना अब পड़ाक्ष्मांत्र कथा वनि-दक्म माष्ट्रांत्र कि বলেছে শোন নি কি ? হ্যা বাবা বল তৈ রে আর একবার—তোর কাকাকে একবার ঙনিয়ে দেতরে।

নবীন। তা উনি শোনেন কই ?

मा। ना खनरव ना! वल वावा जूरे वल (मिथ-(कमन खनरव ना (मिथ ? কাকা। আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলুম ?

মা। "বেশ করাছলে—ভাল করছিলে—তা করবে না—বল বাবা আমার বল जृहे"।

নবীন। "আমি ত আগেই তা বলতে গিয়েছিলুম—"

মা। তাত বেশই করিছিলি—আবার বল মানিক আমার—

নবীন। "সে দিন আমি সুলে একটা রচনা লিখেছিলুম"—

মা। শোন ঠাবুর পো বাবা আমার একটা ল-ল লচনা-

नवीन। "आः थामना এकरू-"

মা। "না বাবা,—হাঁ। হাঁ। থামছি বাবা—তার পর বল ধন তুই।

ককো। ভূমি দেখাছ বলতে দেবে ন।।

म। "(म कि कथा--- क्वि ना-- वन याद्र माछात नहना (मृत्थ--''

কাকা। কি বল্লে বলে যাও—

ম। হ্যাবাবা বলে যা—

নবান। "তুমি একটু না থামলে আমি বলব না"—

"বলবি বই কি—বাবা আমার—বল, বাবারে—আমি আর কিছু বলব না"--

নবীন। বল্লেন—"সব ছেলেরা যদি তোমার মত হ'ত*—*"

মা। শুনলে ঠাকুর পো—যদি আমার বাবার মত হোত —

কাকা। ''আঃ ওকে বলতে দাওনা।"

মা। বল বাবা বল, তাহলে কি হোত সোনাধন ?

কাকা। (রাগিয়া) হবে আরে কি ? তাহলে মান্টারদের অন জুটত না—

নবীন। ঠিক কথা কাকা। মাষ্টারও তাই বলছিলেন, ৰলছিলেন — "সবছেলেরা যদি তোমার মত হোত, তাহলে কালই স্কুল উঠিয়ে দিতুম।"

মা। শোন ঠাকুর পো শোন—চাঁদের আমার—

কাকা। "বটে"

নবীন। আজ্ঞে হাঁা—আমার মত যদি স্বাই শেখে—''তাহলে শেখাবার জন্য নুতন কিছুত আর থাকে না।''

মা। "তবু যে তোর কাকার মন ওঠে না—বাবা! বাছারে আমার সাটের বাছা— ভূই কি আমার বাঁচবি রে"—

### বীর কাহিনী।

#### ফরাদী বীরত্ব।

আৰমা বীর কাহিনীর প্রথমেই একবার দেখিয়াছি গলেরা (পুরাতন ফরাসীদেরা/রোমকে किक्रभ विभागान कित्रशिक्षण। अवात पिथिव जाहाता त्रास्मत्र मर्स अधान वीरत्रत्र हरु ছইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ যতু,কিরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। ৫২ পূর্ব্ব খুটাবে বিখ্যাত জ্বলিয়স সীজ্বর গল পরাজয় ভরিয়া। এটন অধিকার করিতে গমন করিলেন। গল-দের কয়েক জন নেতা ও তাঁহার প্রধান বিরোধীকে সীজর অত্যন্ত নিঠুর রূপে প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। সেই অপমানে এবং এই অধীনতা-জনিত অত্যাচারে গুণদের বীর-হানর জর্জারিত হইতেছিল। সীজর চলিয়া যাইলে তাহাদের অধিনেতাগণ এক-ত্রিত হইয়া এই শপথ করিলেন যে যদি কখন বিজ্ঞোহ উপস্থিত হয়, তবে প্রাণাস্থেও কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাস্থাতকতা করিবেন না। একদিন প্রাতঃকালে অরলী-নদ নগরবাদী গলগণের রোমান অত্যাচার অসহ্য হইল—দেইথানেই বিবাদের স্থ্রপাত इहेन। शलाता स्नीय ममूनय द्यामानातत हजा कतिन। ज्यन टिनिक्शन हिन ना, টেলিগ্রাফও ছিল না, কিন্তু তবুও লোকদের চীৎকার স্বরে এক শৈলশিথর হইতে আর এক শৈলশিথর—দেখান হইতে আর এক শৈলশিথর—এইরূপ করিয়া সন্ধ্যাবেলার মধ্যেই এই সংবাদ ১৬০ মাইল ছরস্থ আর্ভাণ নগরে প্লৌছিল। নদীর গতি রোধ করা স্থকঠিন,যথন অত্যাচার পীড়িত অধীনজাতি দলিত-ফদরে নববল ধরিয়া একবার সবেগে অগ্রসর হয়. তাহাও রোধ করা স্থকটিন। এই স্থানে ভারদিন্জিটোরিস্ক নামক একজন যুবক বাস ক্রিতেন। এ অধীনতা এ অত্যাচার তাঁহার বড়ই ছর্মহ বোধ হইত। বিদ্রোহের সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি অক্তান্ত গলদের সংগ্রহ করিয়া • তাহাদিগকে রোমানদের বিৰুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃব্য আর্তাণের অধিনায়ক রোমানদের

क्रांत्र अप जाराक धारान नगत बात्राणिया रहेर्ड निसीनिज कतिया मिरनन, किस তিনি একদল উত্তেজিত-হৃদয় যুবকর্নের সহিত জাতীয় অধিনায়ক স্বরূপ বলপুর্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকস্থ অন্যান্য জাতিরা তাঁহার সহিত আসিয়া সন্মিলিত हरेन। मीक्य मध्यान भारेतन तर नतात नतीत निक्रेय की ममश्र आपात विकास উপস্থিত। তিনি সেই দারুণ শীতে, অনস্ত তুষার মণ্ডিত সেবেনা মরু অতিক্রম করিয়া হঠাৎ একদিন আর্ভেনি আসিয়া পৌছিলেন। আে নবাসীরা চমকিত ও বিশ্বিত হইল—তাহাদের স্থির বিখাদ ছিল দেবেনার তুষাররাশি অনতিক্রম্য—শীতকাল আর্ভা ণের স্বৃদ্ রক্ষক। সীজর শীঘ্র প্রায় অধিকাংশ স্থান পুনরধিকার করিলেন, অব-শিষ্ট স্থানও নিশ্চয়ই সহজে অধিকার কারতেন, কিন্তু এই সময় ভারসিন্জিটোরিস্ক ভাঁহার প্রধান সহযোগীবর্গকে ডাকিয়া ১ লংলন যে যদি ড়াঁহারা দেশ রক্ষা করিতে চাহেন, তবে নগরস্থ সমুদয় অট্রালিকাদি ধ্বংশ করা এবং নগরস্থ পশুগণকে নগর हते छ पुत्र कतिया (पश्यारे नगंत्र त्रकार शक्यांव हिभाय। मक्रमय श्राप्त व्यक्तित করিয়া রোমানদে, লাভ কি এবং খাদ্যগীন দেশে তাহারা কি রূপেই বা অবস্থান করিবে ৷ নিজেদের বাদস্থান গৃহাদি ধাংশ করিতে কট হয় সতা, কিন্তু ২খন স্ত্রী পুত্র মনেত কারাবৃদ্ধ হইতে হইরে, যথন এ গৃহে জান্য বাস করিবে, তথন কি তাহা আরও ক্টকর হইবে না ?

সকলে তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত হইল, সেই দিসই २०টী নগর ভন্মসাৎ করা হইল। ক্রমে ভন্নকারীরা আভিকরম জেলার অন্তঃসাতী বুর্জন নগরে আদিয়া উপস্থিত হই-লেন। সেইস্থানেই অধিবাসীগণ নতজাম হইয়। ভারণিনজিটোরিস্কের নিকট প্রার্থনা कतिन त्य त्मानंत्र मत्था नर्कारिका ज्यन्तत और नगति त्या ध्वर्म कता ना इय, वित्म-ষতঃ একটা কুল্র প্রবেশ বার ব্যতীত নগরের চতুঃ গ্রের্য থাল ও নদী বেষ্টিত স্থতরাং তাহা শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করাও স্নকঠিন নহে। ভারদিনজিটোরিস্ক নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বও ভাছাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। বুর্জস ধ্বংশ করা হইল না। গীলর এইস্থান বেঠন করিলেন কিন্ত তাঁহার সৈন্যগণ শী'ত ও কুধাতে অত্যস্ত কট্ট शाहेर्क नाशिन । जाहारमञ्ज व्यथान थामा कृषी अकवारग्रहे नाहे. जातक मृत हहेरक পও আনিয়া আহারের সংস্থান করিতে হয়, তাহাও ভারসিনজিটোরিম্ব যথনই স্প্রিধা পাইতেন, পথে দুঠন করিয়া লইতেন, ইতত্ত্তঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন। কিছু অধ্য-<sup>বসামী</sup> রোমানগণ সহতে পরাত্মুখ হইবার নহে। গলদের নগরবেষ্টিত প্রাচীর অত্যস্ত शह । देन र्षा थार अखन निरक इरे कि विश्वत नामान वर्ष वर्ष गारहत खें जित नात কোণা ঘর, তাহার অনেক দুর উপর পর্যান্ত মাটী ঢালা, তাহার উপর আবার এরপ কাঠ, মাবার মাট, এইরণে বছ তার বিহাস্ত উচ্চ প্রাচীর। তাহার পর প্রাচীরের বহিঃ প্রা বড় বড় পাথর রাশিতে মণ্ডিত।

তথন তুই প্রকার উপায়ে প্রাচীর ভগ্ন করা হইত-এক গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া, আর এক ভেড়ার মাথার আফুতিতে নির্শ্বিত একপ্রকার মূদার দ্বারা আঘাত করিয়া। কিন্তু ইহার কোন উপায়েই গল প্রাচীর নষ্ট হইবার নহে, মাটা থাকায় গোলাগুলি ব্যর্থ হইয়া যাইও, কাঠ থাকার মূলারে তাহা ভাঙ্গিতে পারিত না। রোমানেরা প্রাচীর ভগ বিষয়ে নিরাশ হইয়া প্রাচীর উল্লভ্যন করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার মান্সে প্রাচীরের স্মুখে একটী স্তৃপ রচনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারাও যত উচ্চ স্তৃপ নির্মাণ করে, নগর মধান্থিত গলেরা প্রাচীরের স্তর আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এইরূপে ২৫ দিন পর্য্যন্ত নগরবাসীগণ নগর রক্ষা করিল, কিন্তু আর পারিল না, রোমানেরা নগরে প্রবেশ করিয়া সমুদয় অধিবাদীগণকে হত্যা করিল। কেবল ৮০০ লোক পলায়ন পূর্বক নগর বহিস্ত ভারসিনজিটোরিস্কের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। ভারসিন-জিটোরিস্ক জানিতেন যে বুর্জদ নিশ্চয়ই শত্রু হত্তে পতিত হইবে। প্রতিদিন কেবল সংবাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন মাত্র, এক্ষণে এ সংবাদে বিশেষ হতাশ হইলেন না। আগত লোকদিগকে থাদ্য বস্তাদি প্রদান করিয়া সকলকে লইয়া নিজ বাসস্থান আর্ভাণে প্রত্যাগমন করিলেন। এইথানে কিছুদিন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু এই সময় অন্য আর এক প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সীজর সেই বিজোহ দমনে চলিয়া গেলেন। আর্ভাণ আপাততঃ কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার মুখ দেখিয়া বাঁচিল। কিন্তু অধ্যবসায়ী রোমানদের হস্ত হইতে কাহারও বেশীদিনের জন্য পরিতাণ নাই—এই অধ্যবসায় গুণেই রোম ভুবনবিজ্গী। আবার ক্রমাগত উপবৃদিরি আক্রমণে গলেরা অবশেষে পার্কভা ছুর্গ এলিদিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা হইল। পীজর ছর্গ বেষ্টন করিতে মনস্থ করিলেন। গলদের পলায়নের পথ একবারে রুদ্ধ করি-বার নিমিত্ত তিনি হুর্গের চতুর্দিক,স্থদ্ঢ় প্রাচীর ও পরিধা বেষ্টিত করিলেন। প্রাচীর নির্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারদিনজিটোরিস্কের সহিত আর একবার যুদ্ধ হইল। প্রথ-মতঃ ভারসিনজিটোরিস্কের জয়লাছের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু অবশেষে তিনি পরাজিত ও তাঁহার অনেক সৈন্য আহত হইল। আহত অকর্মণ্য লোক ছর্গে রাথা নিষ্পুরোজন, তাহাদিগকে বিপদের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেশে প্রেরণ করাই ভাল বিবেচনা করিয়া ভারসিনজিটোরিয় তাহাদিগকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিলেন ।

অন্ধকার রাত্রে রোমানদের অলক্ষিতে তাহারা তুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল, ভারসিনজিটোরিস্ক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে তাহারা অন্যান্য প্রদেশবাসী গলদের নিকট যাইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থে আদিতে অন্থরোধ করে, নহিলে তাঁহার নিকট ৩০ দিনের অধিক আর থাদ্য দ্রব্য নাই, তাঁহারা
নিশ্চয়ই শক্র হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। সীজ্ব প্রাচীরের পার্শ্বে তুইটী
গভীর পরিথা খনন করাইলেন। একটা জলপূর্ণ—আর একটা বর্ষা ফলার ন্যায় তীক্ষাগ্র

ৰত্ন নিহিত; উভরের মধ্যন্থিত স্থানে নানাত্রণ কুত্র কুত্র তীক্ষাগ্র অন্ত্র বিক্ষিপ্ত। এ বাধা অতিক্রম করে কাহার সাধ্য 📍 ছর্গবাসীদিগকে এইরূপে বদ্ধ করিয়া সীজর ছর্গের কিয়-দ্রে আর এক প্রস্থ পরিখা খনন করাইলেন। অন্য স্থানবাসী গলের। যদি তুর্গস্থ গল-(मंत्र माहायार्थि व्यामित्क हारह, करव हेश बात्रा तम भथे अवस कत्रा हहेरव। जात्रिन-জিটোরিস্কের প্রার্থনামুসারে তাঁহার আত্মীয় ভারগেলিনস অন্যান্য গলদের সহিত তাঁহার সাহায্যর্থে আসিলেন। ভারসিনজিটোরিস্ক তাঁহাদিগকে হুর্গ হইতে দেখিতে পাইয়া বন্ধদের নিকট যাইবার জন্য অন্যান্য তুর্গবাসীগণকে লইয়া সীজরের খনিত পরিখা মৃত্তিকা বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হার! অল্ল ক্ষমতা বা অল্লকণের কি তাহা কর্ম ? এদিকে ভারগেলিনদ পরিখা অতিক্রম করিয়া ত্রার্গাভিমুখে আদিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় দৈন্য সহ দীজর আসিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। উভর দলে যুদ্ধ বাধিল, গলেরা পরাজিত ও ভারগেলিনস ও অন্যান্য কতিপয় গল বনী হইলেন। ছর্ণের আহার দ্রব্য ইতিপূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছিল, ছুর্ণবাসীদিগের আর আশা নাই, আর রক্ষা নাই-কিন্তু হুর্গবাদীদিগের নেতা এখনও এক উপারে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তাহাদের জন্য নিজের প্রাণ উৎদর্গ করিতে পারেন। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ভারদিন্জিটোরিস্ক তাঁহার দঙ্গীগণকে বলিলেন य তিনি দেশের স্বাধীনতার' জনাই যুদ্ধ করিয়াছেন, নিজের কোন স্বার্থের জন্য নহে। मि अधीन का यथन के कांत्र इहेन ना, किनि तम्मवामी गरावत अना निस्कृत आर्था के रमर्ग করিতে প্রস্তুত। তবে দেশবাদীরা কি রূপে তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন ? তাঁহারা নিজে তাঁহাকে বধ করিয়া দাঁজরের কোপ শান্তি করিতে চাহেন বা তাঁহাকে দীজরের নিকট জীবিত উৎদর্গ করিতে চাহেন ? হায়! যে তাহাদেরই খাধীনতা উদ্ধা-রের নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে ওরূপে উৎদর্গ কর+বড় কঠিন। কিন্তু তাহা ভিন্ন আর উপায়ও নাই–সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু অপেক্ষা একজনের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সীজারের নিকট প্রস্তাব আদিল যে যদি ভারদিনজিটোরিস্ককে লইরা তিনি অন্যান্ত গলদের নিরাপদে অব্যাহতি প্রদান করেন, তবে গলেরা ভারসিন-জিটোরিস্ককে তাঁহার হত্তে সমর্পণ করিবেন। সীঙ্গর এ প্রস্তাবে সন্মত হই-লেন। সমুদয় ছুর্গবাদী **তাঁহার সমুখে** উপস্থিত হইল, প্রথমতঃ ভারদিনজিটোরিক বন্দীরূপে তাঁহার হত্তে সমর্পিত হইলেন। তংপরে অন্যান্য গলেরা অন্ত সমর্পণ পূর্বক অবনত মন্তকে চলিয়া গেল। ভারিদিনজিটোরিস্ককে রোটম কারাবদ্ধ রাথিয়া শীজর দিথিজ্ঞারে বহির্গত হইলেন। তিনি ছন্ন বংসর কারারুদ্ধ রহিলেন। কারাগারে থাকিয়া আপনার—রোমের প্রত্যেক বন্দীরই অদৃষ্টফল শেষ হত্যা দিনের অপেক্ষা ক্রিতে লাগিলেন। দে শেষ দিন একদিন আসিল।

দিখিজ্বী সীজর রোমে ফিরিরা আদিয়াছেন। রোমের বিজয় বার তাঁহার

ভন্য উন্মোচিত হইয়াছে। রোমের গৃহে গৃহে পতাকা স্থশোভিত, গৃহের বারে দারে স্থচারু বেশ ভূষা ও পুশ শোভিত গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত। রাজ পথে জ্বোৎস্ব। প্রথম উচ্চপদ্হ কর্মচারীগণ চলিয়া গেলেন। তাহার পর এক দল বাদ্যকুর। তাহার পর জয়চিক সকল আনীত হইল, রাইন ও রোন নদীর দেবতা এবং স্বর্ণময় সমুদ্রের স্বর্ণ গঠিত মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। চিত্র শারা সেবেনার অনস্ত তুষার আর্ভাণের তুঙ্গ শৈলমালা ইত্যাদি বিজিত প্রদেশের অনেক মনোহর দৃশ্য अनर्निত रहेन। আভিকরণের ছুর্গ ও প্রাচীরের মৃগ্র অক্রপ, গলদেশীয় নৃতন উদ্ভিদ, ইত্যাদি অনেক দ্ৰব্য একে একে প্ৰদৰ্শিত হইল, একদল লোক স্থমধুর বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত স্থবর্ণ-পুষ্প-শোভিত-শৃঙ্গ একটী খেত বৃষ ও বিজিত দেশস্থ ব্যাঘ ভরুক প্রভৃতি নানাবিধ নৃতন জভ আনীত হইল। তাহার পর বিজিত জাতির জাতীয় পতাকা। আজ আবার এই স্থদীর্ঘ কালের পর ভারদিনজিটোরিস্ক ও ভারগেলিনদ তাঁহাদের জাতীয় পতাকা দেখিতেছেন, আজ আবার নিজবেশে নিজ বর্ম পরিয়া নিজ জাতি পরিবৃত হইয়া জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়াইয়াছেন। যে এক দিন এই বেশে এই পতাকার নীচে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইয়াছিল, আজ হস্তপদাবদ্ধ দে রোমের কৌতৃহল পরিতৃপ্তির জন্য দণ্ডায়মান! হায় অদৃষ্ট! তোমার বিচিত্র গতি কে জানে? ঐ -বে সর্ব্রশেষে চারিটি খেতাখ-বাহিত-স্থবর্ণমন্ব রথে চড়িয়া বিজয়মাল্যে মস্তক ভূষিত করিয়া উৎসবের নায়ক সীজর আসিতেছেন, একজন ক্রীতদাস তাঁহার মন্তকে স্থবর্ণ মুকুট ধরিয়া আছে, কিন্তু রোমান পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার কানে বলিতেছে "মনে রাখিও তুমিও মানুষ"-হায়! তথন তিনি কি মনে করিয়াছিলেন অদৃষ্টের বিচিত্র গতিতে এ কথাও একদিন সফল হইবে ? তথন কি তিনি জানিতেন তাহার পশ্চাতে ঐ যে মাল্যভূষিত মন্তক মানব সমৃত্র চলিয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার পার্যস্থিত তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় একজনই তাঁহার হস্তারক !

বিজ্ঞানী বীর উৎসবের মধ্য দিয়া রাজধানী চলিয়া যাইলেন—ভারসিনজিটোরিস্থ সঙ্গীগণসহ অন্ধলার কারাগৃহে আনীত ও তথায় নিহত হইলেন। কিন্তু ইহানের মধ্যে প্রাকৃত বীর কে? স্থবর্ণ রথ-আসীন সীজর — কি হস্তপদাবদ্ধ বন্দী ভারসিন্জিটোরিস্থ? ক্রিকজন রাজ্য লালসায় সহস্র সহস্র নগর ধ্বংস করিয়াছেন, সহস্র সহস্র মানবের প্রাণ নই করিয়াছেন—আর একজন দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, কেশবাসীগৃণের জন্য অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকৃত বীর কে ?

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার মূল্য প্রাপ্তি ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা গেল না।
গত অগ্রহায়ণ মাদের ভারতী ও বালকে যে হুইটি সমালোচনা বাহির হয়, প্রীযুক্ত
বাবু আশুতোষ চৌধুরী তাহার প্রথমটির সমালোচক—কিন্তু ভ্রমবশতঃ তাঁহার নামটি
সেই সমালোচনার নীচে ছাপা না হইয়া দ্বিতীয়টির নীচে ছাপা হইয়া গিয়ছে।

# ভাগঞ্চমী i

অ'াধারেতে দিশেহারা সুনীল আকাশ দিছ্ অনস্তের পানে চাহি রয়েছে পড়িয়া— সে মহা আঁধার হ'তে রূপের বিমল আলো ফ্টিতেছে একটু করিয়া। অতল জলধি হ'তে যেন গো কমলা রাণী উঠিছেন জগত মাঝার— পূরবে অরুণ-রেখা शीत शीत कृषिटाइ, তিলে তিলে খসিছে আঁধার। ঘুমস্ত বিষের প্রাণে নব প্ৰাণ ফুটে উঠে, পাখীগুলি গেয়ে ওঠে গান— তরুণ-অরুণ স্পর্শে হর্ষে ক্মল-ক্লি মেলিতেছে অফুট-নয়ান। কোথা মা ভারতি রাণি এम দেবি বীণা-পাণি, ক্মলেতে হও অধিষ্ঠান— **बिशक्यी मित्न जाक** আহ্বান করিছে তোমা' শত শত ভারত-সন্তান। বহু দিন পরে আজি উষার আভাগ টুকু দেখা যার অাধারের শিরে— হরব-পূলকে ভরা হাদয়-ক্মলগুলি **८थम-वादा (थना कदत्र शीदत्र।** 

ভোমার প্রদাদে মার্ডা ফুটিছে নবীন যুগে প্রতিভার অফুট-আলোক, ভারতের ঘুমঘোর যেতেছে ভাঙ্গিয়া আজ, जुनित तुबि त श्थ-त्भाक। বরষ গিয়েছে শত, চলে গেছে যুগ কত, আস নাই ভারত ভিতরে— ফোটেনি স্থহাসি তব, বাজেনি মধুর বীণা কত দিন ভারতের ঘরে। नौन शैन ছেলেও नि মৃতপ্ৰায় বুকে তুলি ছিল পড়ে ছখিনী অ'াধারে, গুথান কাননে তার, ছিল না কুস্থম রাজি--কি দিয়ে সে পূজিবে তোমারে ? ভারত-অসাড়-প্রাণে জেগেছে নৃতন প্রাণ ভায়ে ভামে মিলিগাছি আৰু--গলায় একতা-হার, প্রেমের বারতা মুথে প্রাণে জাগে "জাতীয় সমাঞ্ **শত क्षि-क्ष्य मिरन** ফুটিয়াছে শতদল, আসন পেতেছি তোমা তরে---ডাকিতেছি শত কণ্ঠে, বীণাখানি হাতে শবে এস পুন: বহ দিন পরে।

শোহনী-বীণাটী লয়ে,
আঞ্চেকার মত করে

বাজাও গো দেবি আরবার—

তথলি দাগর জল,
কাঁপায়ে হিমাদ্রি-প্রাণ,

বিমানেতে উঠুক বস্কার।
আশার কিরণে রাঙা
নব প্রতিভার আজ

দেখা যায় যে ক্ষীণ আভাস—

ধীরে ধীরে তুমি দেবি
ফুটায়ে তোলোগো তারে,
পূর্ণ রবি হউক বিকাশ।
"জাতীয় সমাল" তীর্থে—
ভায়ে ভায়ে মিলি আল
মহা ব্রত করেছি গ্রহণ,
শ্রশানে ফুটেছে ফুল—
চরণ পরশে তব
পূর্ণ কর এ মহা মিলন।
শ্রীছিরগায়ী দেবী।

### বন্দনা গান।

অমল কমল পরে চরণ-কমল রাখি--কোথা মা কমলাননা ভারতী কমল-আঁথি. স্বৰ্ণ-বীণা ল'য়ে করে আয় গো মানদ-সরে, कामग्र-कमन भरत বারেক দাঁড়াও দেখি। কোথা গো কমলাননা (শারদে কমল আঁখি) नारत्र नव कूल-त्रांखि, (ওমা) সাজায়ে কুত্ৰম সাজি আসিছে বসন্ত নব তোমারে পুজিতে রাণী। এ দীনা তনয়া তোর, কি দিবে-কি আছে মোর ? (মাগো,) মলিন কুস্থম-ডোর, কিসে পুজি পা হ্থানি ?

নাহি মিষ্ট স্বর তান কি গাঁব বন্দনা গান. দিব উচ্ছাদিত প্রাণ, ইश कि निव जननी ? ললিতে ঝন্ধারি তান, ভনাগো আখাস-গান--জাগাও মুমুরু প্রাণ मिर्य छान मश्रीवनी। ভারত আঁধার ঘোর, (হায়) নয়ন কিরণে তোর यि मा कृषिया छेट्ठ ফুটিবে হাদয় শত---**ट्याम्य मनय-वाय,** আবার এ বনে হার বহিবে, গাহিবে পাধী নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে কত ! श्रीशिवाद्याहिनी पात्री।

# একমেবাদ্বিতীয়ৎ।

#### (কার্ত্তিক মাসের পর)

মহুষ্য-চিত্তের প্রীতিভাব প্রধানতঃ ছই প্রকারের দেখা যায়; চিত্তের প্রীতিভীব ছই প্রকারের হওয়ায় সমাজে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে হৈতবাদ ও অবৈতবাদ প্রচলিত হইয়াছে।

আমি বাঁহাকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৃঝি, তাঁহার অদর্শান্ন্যায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিবার অভিলাবে তাঁহাকে যে ভক্তি করি, সেই ভক্তি অবৈতভাবের ভক্তি। দয়াবান্কে ভক্তি করি বলিয়া যথন নিজে দয়াবান্ হইতে ইচ্ছা উপস্থিত হয়,তথন সেই ভক্তিকে অবৈতভাবের ভক্তি বলা বায়। এইরূপ স্থলে "দয়াবান্" এই কথাটিতেই আমার ভক্তি সংস্থাপিত থাকে, এবং আমিই সেই "দয়াবান্" হইতে চাই—এই সংবেগ অস্তরে উপস্থিত হয়।

কিন্তু দয়াবান্কে দয়াবান্ জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে দয়া পাইবার অভিলাষে 
তাঁহাকে যে ভাল বাসি, তাহা দৈতভাবের ভক্তি। এই স্থলে ভক্তির আধারের যে নাম, 
ভক্ত সেই নামে অভিহিত হইতে ইচ্চুক নহেন; ভক্তির আধারের নাম "দয়াবান্", ভক্তের 
নাম "দয়াপ্রার্থী"। অবৈতভাবের ভক্তিতে ভক্ত ভক্তির আধারের উপাধি এবং নিজের 
উপাধি এক করিতে চাহেন, কিন্তু বৈতভাবের ভক্তিতে ভক্ত ভক্তির পাত্রের নামে নিজে 
অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

তুমি এক জন মহৎ লোক; যে যে গুণ আছে বলিয়া তুমি মাহাত্মা লাভ করিয়াছ, আমাকে সেই পেই গুণে ভূষিত করিবার জন্য তুমি আমাকে থে সেহ করিবে, তাহা অবৈত ভাবের সেহ। মনে কর তুমি স্বাধীন পুরুষ, তোমার মনের স্বাধীনতা আছে বলিয়া তোমার মাহাত্ম। তুমি যদি আমাকে স্বাধীন করিবার অভিলাবে আমাকে স্বেহ কর, তবেই তাহা অবৈতভাবের সেহ। কিন্তু তুমি স্বাধীন অথচ আমাকে স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা তোমার নাই, আমি তোমার অহুগত বলিয়া তুমি আমাকে স্বেহ কর, তোমার অধীন হইয়া থাকি, এই জন্তই তুমি আমাকে স্বেহ কর; এইরূপ স্বেহ বৈতভাবের স্বেহ। তোমার "স্বাধীন" নাম এবং আমার "পরাধীন" নাম, এই ছইএর প্রভেদ দ্র করিবার জন্ত যে ভালবাসা—তাহাই অবৈত ভাবের স্বেহ; কিন্তু যেথানে এই প্রভেদ দ্র করিবার অভিলাষ নাই অথচ ভালবাসা আছে, তাহা বৈতভাবের ভালবাসা।

আমি বাঙ্গালী, তুমিও বাঙ্গালী; তোমার উপাধি এবং আমার উপাধি সমান হওয়ায় আমি তোমাকে বে ভালবাসি, তাহা অবৈত ভাবের প্রণয়। আমি বাঙ্গালী—হীনবল প্রজা, আর তুমি ইংরেজ—প্রতাপশালী রাজা, অর্থচ তোমায় আমায় ভালবাসা আছে, আমি প্রতাপশালী রাজা হই—এ ইচ্ছা আমারও নাই, তোমারও নাই; কিন্তু তথাপি আমি তোমার প্রতাপে মুগ্ধ, সেই জ্ঞা তুমি আমায় ভালবাস; এরপ ভালবাসা হৈতভাবের ভালবাস।

আমিও বাঁহার পুত্র,তুমিও তাঁহার পুত্র,এই জন্ম তোমায় আমায় যে ভালবাদা—তাহা ষ্ষবৈত ভাবের ভালবাসা। ভ্রাতৃভাব অবৈত ভাবের প্রীতি।

আমি পুরুষ এবং তুমি স্ত্রী ;এই জন্ত তোমার আমার যে ভালবাদা – তাহা দ্বৈতভাবের ভালবাসা। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব দৈতভাব। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান দূর হইলেই দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব অন্তর হইতে দূর হইয়া ষায়।

পিথাগোরসের দর্শন মতে "এক" এই কথাটিতে চিত্তের যে ভাব বুঝায়, তাহাই ''অদৈত ভাব'' এবং ''হুই'' এই কথাটিতে চিত্তের যে ভাব বুঝার, তাহাই' ''দৈতভাব''।

চিত্তে যখন হৈতভাব প্রবল থাকে,তখন মনুষ্য "আমি" ছাড়া আর এক জনকে খুঁ জিয়া বেড়ায়; তথন চিত্তে মিথুন-ভাবাত্মক বৃত্তি প্রকাশ পায় —অর্থাৎ বৃত্তি যুগপৎ অন্তমুখী এবং বহিমুপী হইয়া চিত্তে উদয় হয়। বেমন এক থণ্ড লৌহ চুম্বক প্রস্তারের নিকটে রাখিলে দেই লোহটিতে মিথুন-ভাবাত্মক ম্যাগনেটিজম্ শক্তির প্রকাশ পায়, দেইরূপ স্থভোগ কামনা থাকায়, মহুষ্য চিত্তে মিথুনভাবাত্মক বৈতভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন চিত্তের এক প্রান্ত আত্মাভিমুখী ও অপর প্রান্ত বাহ্য বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। মামুষ তথন নিজেকেও ভালবাদে এবং স্থাপ্রদ বাহ্য বিষয়কেও ভালবাদে।

ভোক্তা ও উপভোগ্য এই হুইট জ্ঞানের একটি জ্ঞান আর একটি ছাড়া থাকিতে পারে না। ভোক্তা না থাকিলে উপভোগ্য কথার অর্থ নাই, এবং উপভোগ্য পদার্থ না থাকিলে ভোক্তা থাকিতে পারে না। ভোক্তা কথাটি এবং উপভোগ্য কথাটি একটি জ্ঞানের ছটি প্রাপ্ত স্বরূপ। চিত্তে দৈতভাবের প্রাতি যথন দেখা যায়, তথন মানুষ নিজেকে প্রীতি-স্থথের ভোক্তা জ্ঞান করেন, এবং দেই জন্তই "আমি" ছাড়া আর এক জনকে উপ-ভোগ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন যে "চিনি হতে চাই না মা চিনি থেতে চাই" এবং ইহা হইতেই ছৈতবাদীদের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। হৈতভাবে ভক্ত আপনাকে প্রীতিমুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন; স্থতরাং তাঁহার আরাধ্য পদার্থকে উপভোগ্য পদার্থ স্বরূপ দেখিতেই ভাল বাসেন। আরাধ্য পদার্থকে ভাবনা করিয়া যে প্রীতি স্থব পাওয়া যায়, সেই স্থথ ভোগের জন্যই বৈতবাদী আরাধ্য পদার্থকে বৈতভাবে ভক্তি করেন। দ্বৈত্রাদীর ব্রহ্ম-প্রীতি স্কাম, কেননা দ্বৈত্বাদী যদি নিজের মনের ভিতর ভাল করিয়া অম্বেষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে 'পারিবেন বে তিনি নিজেকে স্থপভোকা জ্ঞান করেন,এবং সেই স্থুথ ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে তাঁহার অভিলাষ না থাকাতেই তিনি জীবের জীব নাম ঘুচাইতে কথন ইচ্ছা করেন না। যতদিন আমি স্থুথ হঃখ ভোক্তা, ততদিনই আমার জীব উপাধি থাকিবে; কেন না যিনি স্থ হঃও ভোগ করেন, তাঁহারই নাম জীব। যাঁহার ব্রহ্ম প্রীতি নিষাম, তিনিই অবৈতবাদী।

देव ज्ञादित जानवामा अवः यदि वजादित जानवामात्र मत्था त्यक्रभ आरम् बाह्य,

তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। মনে কর হুই জন লোকে বেড়াইতে বেড়াইতে. একটি প্রস্ফুটিত পল্লফ্ল দেখিতে পাইল; সেই পদ্মটির শোভায় ও সংগদ্ধে উভয়েরই মনে বড়ই একটা তৃপ্তি উপস্থিত হইল; উভয়েই সেই সৌন্দর্য্যে আরুষ্ট হইয়া পদ্মটিকে দেখিতে লাগিল; সেই পল্লটিকে দেখিতে দেখিতে একজন বলিল "দেখ ভাই এই পলের সংগন্ধ এরপ মনোরম যে, দিবারাত্রি এই পলের গন্ধ আভাণ করিতেই ইচ্ছা হয়''। অন্য জন বলিল বে "এই পদ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি ঐ পল্মের সঙ্গে মিশাইয়া যাই; ঐ পদাটি যেমন সরোবরে ফুটিয়া যেমন হাসিতেছে, ঐ तकम कृषिया **পणकूल इ**हेबा थाकि छाडे जामात है छहा हब"। এই छूटे छत्नत मर्रा প্রথম জন পদ্মটিকে হৈতভাবে ভাল বাসিয়াছেন, অন্য জনের ভালবাদা ভাবকে অহৈত-ভাবের ভালবাসা বলা যায়। এক জন পদ্মের সৌন্দর্য্যে তাঁহার অহং জ্ঞানটি মিশাইয়া দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্য জন নিজের অহংজ্ঞান বজায় রাথিয়া পল্লের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেই ইচ্ছা করেন। যে প্রীতিতে অহংজ্ঞান বিদর্জন দিবার আগ্রহতা জন্মে, তাহাই অবৈতভাবের প্রীতি; বেখানে নিজের পুথক নাম বজায় রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহাই দৈতভাবের প্রীতি। দৈতভাবের প্রীতিতে মহুদ্যের মনে স্থভোগ বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে লুকান্নিত থাকে; সেই জন্যই অবৈত ব্রহ্মবাদীগণ বৈত্বাদের বিরুদ্ধে এত তর্ক বিতণ্ডা করিয়া গিয়াছেন। অহৈতবাদী বলেন যে "ব্রহ্মনাম" রূপ অগ্নিতে নিজের ধর্ম কর্ম নাম সমস্তই আছতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনা; তন্মধ্যে নিজের "জীব" নামটি অর্থাৎ ''স্লুখ ত্বঃখ ভোক্তা'' এই নামটি আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনার পূর্ণাহতি। দৈতবাদীও ব্রহ্মাগ্নিতে সকল ধর্ম কর্ম আহতি দিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু পূর্ণাহুতিটি দিতে চান না। খাঁহারা বৈতভাবের ভক্তিরদে সিক্ত হইয়া আনন্দ উপ-ভোগ করিতে ভালবাদেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পুথক্ ভাবিয়া, ব্রহ্মকুপা প্রার্থনা করিয়া উপাদনা করিতেই ভাল বাদেন, কিন্তু অহৈতবাদী ব্রহ্মাগ্নিতে আয়-বিসর্জন করিবার জনাই ত্রন্ম নাম ভাল বাসেন।

বাঁহারা ব্রহ্মকে হৈতভাবে ভক্তি করিতে ভালবাদেন, এবং বাঁহারা অহৈতভাবে ভক্তি করিতে ভালবাদেন, তাঁহাদের উভয়ের উপাদনা পদ্ধতি বিভিন্নরূপ হওয়াতেই মহযা-সমাজে হৈতবাদ ও অহৈতবাদ লইয়া একটি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।

দৈতভাবের ভালবাসা এবং অবৈতভাবের ভালবাসা আলোচনা করিয়া আমি ইহাই বৃঝিয়াছি যে, বৈতভাবের ভালবাসা হইতেই সংসার-চক্র প্রবিত্তিত হইয়াছে, এবং অবৈতভাবের ভালবাসা হইতেই এই সংসার-চক্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী ও স্থেয়র মধ্যে একটি আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ একটি আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ একটি আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে। তৃটি দ্রব্য পরস্পর পরস্পর-কর্তৃক আরুষ্ট হইয়া পরস্পর মিশিয়া এক হইয়া মাইবার চেষ্টা করে; জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের সৃহিত মিশিয়া এক হইয়া

ঘাইবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে। স্থ্য পৃথিবীকে তাহার নিজের দিকে অন-বরত: টানিতেছে, কিন্তু পৃথিবী তথাপি সুর্যোর সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে ना त्कन, ইश वृक्षित्वर जीव त्कन त्य बन्नाशत नीन हरेल शादा ना-व्यर्थाए जीव नाम ও ত্রশ্ন নামে কেন যে পৃথক অর্থ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। স্থ্য পৃথি-বীকে তাহার সহিত মিশাইবার জন্য অনবরতঃ টানিতেছে ও পৃথিবীও সে দিকে चाकृष्ठे इटेट्डिह, किंद्ध পृथिवीत जना जात এक पिटक गारेवात ट्रिष्टा चाह्न, এवং मिट জন্য পৃথিৱী সুর্য্যের সহিত মিশিতে পাইতেছে না, সুর্য্যের চারিদিকে ঘ্রিতেছে। चानि मक्ति बन्न कर्क्क कोवल राहेन्त्र व्यव्हारः चाक्छे व्हेरलह, किन्न कीव राहे चानि শক্তির সৃহিত মিশিতে যায় না, নিজের স্থথামুযায়ী অন্য দিকে চলিতে যায়, এবং সেই জনাই জীব সংসার চক্র-পথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। জীব আদি শক্তিকে জ্ঞানিয়াই হউক, বা না জ্ঞানিয়াই হউক ভক্তি করিতেছে (কেননা যতদিন জীব একা শক্তিতে ना मिल, उতिদন দেই আদি শক্তি কতৃক দে আরু ইইবেই হইবে) किন্তু ঐ ভক্তি বৈতভাবের ভক্তি; জীব সেই আদি শক্তি কর্তৃক আরুষ্ট হইয়া থাকিতেই ভাল वार्त्र. এবং সেই জন্য সেই बन्न পদার্থে মিশিয়া এক হইয়া ঘাইতে চায় না ; बन्न পদার্থে भिनारेया याउमा जिन्न जना त्कान लक्षा थाकाम तमरे लत्कात् नित्क हिन्छ ८५%। कत्त्र, এবং সেই জন্য পৃথিবীর ন্যায় ঘুরিয়া মরে। পৃথিবীর কেক্সবিমুখ গতি যদি কোন রকমে বন্ধ করা যায়, তবে পৃথিবী সূর্য্য কর্তুক আকৃষ্ট হইয়া অল্প দিনেই যেমন সুযোর সহিত মিশিতে পারে, সেইরূপ জাব যদি ব্রহ্ম পদার্থে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য লক্ষ্যাভ-মুখে গমনে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে অল্লিনেই ত্রন্ধারুষ্ট হইয়া ত্রন্ধপদে মিশিতে সক্ষম रुग्र ।

কি চেতন জগতে, কি জড় জগতে—আকর্ষণের নিয়ম সর্কারই এক প্রকার; চেতন জাতীয় আকর্ষণের নামই ভালবাদা, স্নেহ, প্রণায় ও ভক্তি। যাদ একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, এবং যদি এই আকর্ষণা শাক্তর অন্য কোন প্রাতক্ত্র শক্তি না থাকে, তবে ঐ আকর্ষণী শক্তির বশে উহারা পরস্পর মিশিয়া এক হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে এবং শেষে মিশিয়া এক হইয়া যায়। চেতন জগতে যে প্রীতিশক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রীতির বশে একটি চেতন জীব আর একটির সহিত মিশিয়া এক হইতে চায়। মিশিয়া এক হইরা যাইবার উদ্দেশ্যে একটি মন যথন আর একটি মনের দিকে অগ্রসর হইতে চায়, তথনই মনে প্রীতির উদয় হইয়াছে বলা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ আমরা প্রীতি শক্তির কার্য্য যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে একটি মন যে ভালবাসার বশে অন্যটির সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে—এরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে কি এ সংসারে প্রীতি নাই ? প্রীতি আছে, কিন্তু সেই সঙ্গের ফ্রন্ট জীব ভাল-প্রীতির প্রতিকৃশ অপর একটি শক্তি নিয়ত বিরাজ ক্রিতেছে, সেই জনাই জীব ভাল-প্রীতির প্রতিকৃশ অপর একটি শক্তি নিয়ত বিরাজ ক্রিতেছে, সেই জনাই জীব ভাল-

বাসিয়াও ভালবাসার আধার পদার্থের সহিত মিশিয়া'এক হইতে পারে না। প্রীতির প্রতিকৃল শক্তির নাম কাম—অর্থাৎ স্বার্থ-স্থাভিলাষ। এই ছটি শক্তির বশে জীব ভালবাসার আধার পদার্থের চারি দিকে ঘুরিতে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্র বিমুখ গতি—আর জীবের স্বার্থ্যে প্রবৃত্তি একই রকমের বলিয়া তুলনা করা যাইতে পারে।

সর্বকাষনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি রাখিবে, এই কথাটির অর্থ—ঈশ্বরকে অবৈতভাবে ভক্তি করিবে। ধনের যত রকম বাঁধন আছে, সমস্ত কাটিয়া क्तिवा मनत्क हाज़िया नाउ, जारा रहेत्वर मन क्रेयबाजिम्थी गृजि आश रहेत्व अवः শেষে ঈশবের সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু যিনি দৈতভাবে ঈশবুকে ভক্তি করিতে ভাল বাদেন, তিনি সর্বকোমনা পরিত্যাগ করিতে গিয়াও একটি কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরে ভক্তি সংস্থাপন করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিজের যে স্থুথ বোধ হয়. বৈতবাদী সেই স্থপ-কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না; নিজের একটি পুথক অস্তিত্ব (Separate existence) রক্ষা করিবার অভিলাষ বৈতবাদীর মনে থাকিয়া যায়, এক কণায় হৈতবাদী অহংকারশূন্য হইতে পারেন না। বিশ্বরূপ ঈশ্বর ছাড়া আমার পৃথক্ অন্তিত্ব আছে —এই জ্ঞানই অহকার, এবং এই অহকার নিবন্ধনই মনুষ্যের সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হয়। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতি অভ্যাসকেই মিনি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা বলিতে চান, তিনিই অবৈতবাদী। याँহার কোন কামনাই নাই, নিজের পৃথক্ অন্তিম্ব বজায় রাখি-তেও তিনি উৎস্থক নহেন। যিনি ঈখর প্রীতির স্রোতে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই স্রোতের বশে অনন্ত ব্রহ্মসমূদ্রে গিয়া মিলাইয়া বাইবেন। কিন্তু যিনি দ্বীর-প্রীতিরূপ নদীতে বাদ করিতেই অভিলাষ করেন, তাঁহাকে কোন না কোন আবর্ত্ত মধ্যে বাদ করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রীতিরূপ নদীতে ছয়টি প্রধান স্বাবর্ত্ত আছে; এই ছয়টি আবর্ত্ত পার হইয়া ত্রন্ধ সমুদ্রে যাইতে হয়। সাংখ্য যোগীগণ এই ছয়টি আবর্ত্তকে ষ্ট্ৰক বলিয়া বৰ্ণনা করেন, এই ষ্ট্ৰক ভেদ করিয়া অন্ধ সমুদ্ৰে মিশিতে পারিলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

হুট মনে মিশিয়া এক হইয়া বাওয়াই প্রীতি চর্চার চরম ফল; ছুট মনে মিশিয়া এক হইয়া গেলে প্রীতির বেগ আর থাকে না; অবৈতবাদী বলেন যে, যেরপ ভক্তির ফলে জীব ও ঈশরের ভেদ জ্ঞান থাকে না, তাহাই প্রকৃত ঈশর ভক্তি। কিন্তু যেরপ ভক্তি নিবন্ধন জীব ঈশর কর্ত্বক আরুট্ট হইয়াওু ভেদ জ্ঞান দূর করিতে চান না, সেই ভক্তি দিবন্ধন জীব ঈশর কর্ত্বক আরুট্ট হইয়াওু ভেদ জ্ঞান দূর করিতে চান না, সেই ভক্তি দিবন্ধন জীব ঈশর করে; এই শ্রেণীর ভক্ত জন যদি আপনার অন্তর সমাক্ আলোচনা করিয়া দেখেন, তবে ব্রিতে পারেন যে তাঁহার মনের গতি কেবলমাত্র ঈশরাভিমুখী হয় নাই; নিজের স্ক্থ ভোগ বাসনার বীজ তথনও তাঁহার অন্তরে রহিয়াছে। মানুষ মাত্রেরই স্কথ ভোগ বাসনা এত প্রবল্প নিস্বার্থ প্রীতিরসের আস্বাদন কিরূপ, ভাহা আম্বার বড় একটা ব্রিমা; অবৈত্ব ভাবের প্রীতি আমাদের সংসারে বড় বেগবতী

হইতে পায় না, এবং সেই জন্যই অবৈতবাদীর অবৈতভাবের ভক্তি কিরূপ পদার্থ—তাহা আমরা সাধারণে ব্ঝিয়া উঠিতে পারি না। এই জন্যই বৈতবাদী, অবৈতবাদীকে ভক্তি-শুন্য বলিয়া তাঁহার সহিত বিতগুায় প্রবৃত্ত হন।

আজ্বাল মনুষ্য সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে অবৈতভাবের প্রণয়ের মধুরতা আমরা সাধারণে বড় একটা উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহার প্রমাণস্বরূপ এই কথা বলি-লেই যথেষ্ট হইবে যে কাব্য জগতে নায়ক নায়িকার প্রণয়ের মাধুষ্য বর্ণনারই ছড়া-ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু লাভ্ভাবের মাধুষ্য-প্রকাশক কাব্য অত্যস্ত বিরল।

"Great or good or kind or fair
I will ne'er the more despair;
If she love me, this believe
I will die e're she shall grieve
If she slight me when I woo,
I can scorn and let her go;
For if she be not for me
What care I for whom she be?"

G. Wither.

এই কবিতাতে হৈতভাবের ভাল বাস। বেশ বর্ণিত আছে; এইরূপ ভালবাসায় "সে আমার তাই আমি তার।" এরূপ ভালবাসায় আয়বিসর্জ্জন হইতে পারে না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে সকল ভক্ত সাধকের সহিত ঈশরের নায়ক নায়িকা ভাবকেই প্রীতির শ্রেষ্ঠভাব বিবেচনা করেন, তাঁহার। প্রত্তেত সার্থ বিসর্জ্জনের পথে যাইতেছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আর এক দল বৈষ্ণব সম্প্রাদায় আছেন বাঁহার। ঈশ্বরকে নায়করপে এবং প্রাকৃতিকে নায়িকারপে ভাবনা করেন এবং আপনাকে এই নায়ক নায়িকার বিহারের দ্রষ্টা স্বরূপ ভাবনা করেন; ই হাদের ব্রহ্মভক্তি দৈতভাবের ভক্তি নহে। ই হাদের উপাসনা প্রণালী হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সাধক ঈশ্বর ও প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র—এই সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে—কেবল মাত্র দ্রপ্র প্রাকৃতি চেষ্টা করিয়া ব্রহ্ম সারূপ্য লাভ করিতেই মৃত্রশীল। কবি জ্যুদেব এই ধরণের উপাসক। দৈতভাবের প্রণ্মী একা থাকিতে পারেন না, আর একজন প্রণ্মী খুজেন এবং তাহাকে ভাল্বাসিয়া প্রেমের প্রতিদান শুলেন। কিন্তু অবৈতভাবে ভাবুক জন একা থাকিয়া, আপনাতেই আপনি সম্ভব্ন থাকেন

<sup>\*</sup> ঈশার ও ত্রহ্ম এই ত্ইটি কথায় ভিন্ন অর্থ ব্যায়। অনেক স্থলে ঈশার ও ত্রহ্ম এই ত্ইটি কথা স্থবিধার জন্য এক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, কৈন্তু এস্থলে ঈশার কথাটি উহার প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত ইইয়াছে। প্রচার ২য় শণ্ড "ত্রহ্ম ও ঈশার" প্রবন্ধ দেশ।

এবং বেখানে বৈতভাবের স্রোভ বহিতেছে দেখেন, সেই স্রোভে নির্নিপ্ত থাকিতে সতত সচেষ্ট থাকেন।

> "ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ। জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান"॥ রবীক্রনাথ।

যে জগতে এইরূপ প্রেমের আদান প্রদান, সেখানে মনুষ্টিত যে সহজেই প্রেমের আদান প্রদানে উন্মন্ত হইবে, ইহাই সম্ভব। বৈতভাবের প্রণয়ের মাদকতা শক্তি নিবন্ধন সাধারণে অবৈতভাবের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্যই অবৈত্বাদ লোকের মনে লাগে না; সেই জন্যই একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ দাঁড়াইরাছে। যে ফুলটি ভালবাসি, সেই ফুলটি দিরাই ইপ্তদেবতার পূজা করিতে প্রন্তি হয়—সেইরূপ যে জাতীয় প্রীতিভাবকে সর্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রীতিভাব অবলম্বনে ইপ্তদেবতাকে পূজা করিতেই প্রবৃত্তি হয়, সেই জন্যই বৈত-প্রীতির্বে মুগ্ধ জন 'ব্রহ্ম নামে'' স্বেত ভিন্নি হাপন করিতে অভিলামী হন। কিন্ত বৈত-প্রীতির্বে বাঁহাদের বৈরাগ্য উদ্যুদ্ধ হুংথ, জ্ঞান ক্রিভেজন করিতে সত্ত সচেই থাকেন।

"প্রজহাতি যদা কামান্ স্কান পার্থ মনোগ্ডান্। আত্মন্যবাত্মনা তুষ্টা স্থিতপ্রজ্ঞ স্থানোগ্ডাপ্। গীতা ২।৫৫

হে পার্থ যিনি সকল মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আপান আপনাকে লইয়াই ভূষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায।

এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকই যথার্থ অহৈত্তজানী।

আমার নিজের অস্তিত্বকে ইংরাজীতে "subjective existence" বলে, এবং আমি ছাড়া আমার নিজের অস্তিত্বকে ইংরাজীতে "subjective existence" বলে, এবং আমি ছাড়া আর যা কিছু পদার্থের অস্তিত্ব বোধ করি, তাহাদের অস্তিত্বকে "objective existence" বলে। হিন্দু দার্শনিকগণ মতে ত্রন্ধের objective existence নাই, কিন্তু ত্রন্ধকে "আমি" ছাড়া অন্ত পদার্থ ভাবিলে ত্রন্ধকে বাহু পদার্থস্বরূপ দেখা হইল। সাংখ্য যোগীগণের মতে প্রুব্বের অস্তিত্ব subjective এবং প্রুক্তির অস্তিত্ব objective। বাহারা উপাস্য পদার্থকে আপনা হইতে পৃথকভাবে ভাবেন, তাঁহাদের প্রীতির স্রোত ত্রন্ধ সমূদ্রে মিশিতে পার না; তাঁহাদের প্রীতি-স্রোত প্রকৃতি-সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। বাহারা বৈতভাবে প্রাক্তিন্ত্রাক করেন—জানিয়াই হউক, বা না কানিয়াই হউক—তাঁহারা প্রকৃতির উপাসক। যিনি বে ভাবে পূজা করেন, তিনি নেই ভাবের অধিষ্ঠান্তা দেবতাকে প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি

দেবী বৈতভাবের অধিষ্ঠাত্রী; এই জ্বন্য পিথাগোরসের দর্শন শাল্তে "হুই" এই সংখ্যা-টিতে প্রকৃতিকে বুঝায়। স্থতরাং বৈতভাবে উপাসনা করিলে পরম পুরুষের উপা-সনা করা হয় না, উহা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির উপাসনা।

শুক্রতি মিথুনাত্মক এবং এই মিথুনাত্মক প্রকৃতি হইতেই জগৎ স্বষ্ট হইয়াছে; পরম পুরুষ এই মিথুনের বিহারের দ্রষ্টা মাত্র।

তদ্মৈ সহোবাচ প্রজাকামোবৈ প্রজাপতিঃ স তপোতপ্যত স তপন্তপ্ত। সমিথ্নমুৎ-পাদরতে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্জ্যেতো মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি''।

প্রশোপনিষৎ

ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, সেই প্রজাপতি প্রজা কামনা করিয়া তপদ্যা করিলেন; এই তপদ্যা হইতে মিথুন উৎপন্ন হইল। এই মিথুন অর্থাৎ রমি ও প্রাণ—অন্ন ও অত্তা (যিনি অন্ন ভোগ করেন) এই উভয়ে আমার নানাবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।

( এখানে অন্ন অর্থে সকল উপভোগ্য পদার্থ ব্রিতে হইবে)

এই মিপুন হইতেই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ষিনি আপনাকে এই মিপুনের একজন বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি সংকল্পত্যাগী হইতে কথনই সমর্থ হইবেন না। সংসার চক্র তাঁহার পক্ষে নিবৃত্ত হইবেনা। কিন্তু যিনি আপনাকে এই মিপুন হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝেন, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান তাঁহারই অন্তরে উদয় হইয়াছে, এবং তিনিই দৈতপ্রীতিরসে অনাসক্ত। অদৈতভাবে চিত্ত স্থির রাখা বড় শক্ত কথা; শক্ত হইলেও যাহা প্রেয়ঃ, সেই বিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তবা।

অন্যচ্ছেরোন্যছতৈব প্রেয়স্ত উভে নানার্থে পুরুষং দিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তের্থাদ্যউ প্রেয়ো বুণীতে ॥১

শ্রেষশ্চ প্রেরশ্চ মন্থ্য মেতন্তো সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীর:। শ্রেষোহি ধীরোভি প্রেয় যো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দোধোগক্ষেমাছ্ণীতে॥
কঠোপনিষৎ ২য় বল্লী।

শ্রের অন্য আর প্রের অন্য। এ উভরেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পুরুষকে আবদ্ধ করে, ইহার মধ্যে যিনি শ্রেরকে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেরকে স্বীকার করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রম্ভ হন।

শ্রের আর প্রের ইহারা মহুব্যকে অধিকার করে; ধীর ব্যক্তি তাহাদিগকে ব্রিরা পৃথক্ করেন। ধীর ব্যক্তি প্রেরকে ত্যাগ করিয়া শ্রেরকে গ্রহণ করেন; আর মন্দ ব্যক্তি বোগক্ষেম নিমিন্তই প্রেরকে গ্রহণ করেন।

চিত্তের বৈত ভাব প্রেয়, কিন্তু অবৈতভাব শ্রেয়। স্নতরাং সেই অবৈতভাব অভ্যাস করিবার জন্য এক্ষোপাসকের পক্ষে এক্ষে অবৈত ভক্তি সংস্থাপন করিতে বত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য। 'ব্রহ্ম' নিগুণ স্থপ হঃখ রহিত; দেই ব্রহ্মনামে ভক্তি সংস্থাপন করিয়া নিজে নিও'ণ এবং সুখ ত্ৰঃখ বহিত হইতে বত্নশীল হওয়াই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা।

ক্রমশঃ।

**শ্রিক্তধন** মুখোপাখ্যায়।

# বোগাই সহর।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### (ইভিহাস-পরিশিষ্ট)

মহাদাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে পেশওয়া ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম। নিজাম আলি ব্রিটিস সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তৃথনকার বড় লাটদাহেব সর জন শোর এ বিবাদে হস্ত क्लि कत्रा युक्तिनिक नटर, এই विनया मनटक व्यट्गिंस फिल्नन। भीष्ठरे यूकात्रस्थ হটল। মহারাষ্ট্রীয় মহা মহা বীরেরা পেশওয়ার পতাকাতলে এই শেষ বারের বার দক্ষি-খর্ভায় নবাবী লিত হইলেন। মহাদান্ত্রীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্দে তথা তুকালী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা যদ্ধ ১৭৯৩ ভোঁদলাও তাঁহাদের মধ্যে আদিয়া জুটিলেন। গোবিন্দ রাও গ্রাইক্ওয়াড় গুজরাট হইতে ফৌজ পাঠাইলেন। রাস্তে ও পটবর্দ্ধন, মালেসাম ও বিঞুর পতি, পস্ত প্রতিনিধি, পত্ত সচিব, নিম্বালকর, পাটনকর, ঘাটগে, ডফলে, থোরাত, পওয়ার প্রভৃতি বড় বড় শ্র সরদার জায়গীরদার স্বস্ত্র দলবল লইয়া রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। স্বস্থ পদা-তিক সর্ব্বসমেত প্রায় দেড়লক সেনা একত্রিত। পরত্রাম ভাউ সেনাপতি। আহ-মদনগর জিলার অন্তর্গত থর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বড় একটা রক্তপাতের প্রদঙ্গ আদে নাই। যেমন গর্জন, তেমন বর্ষণ নয়। কোন পক্ষের বিশেষ রণ চাতুরীও প্রকাশ পার নাই। নিজামের অকারণ ভীকতা ও ভরে পলায়ন বশত: মহারাটারা মলভ মূল্যে জয় ক্রয়ে সমর্থ হইল। বিলাসী নবাব তাঁহার জনানা সমাগমে রণস্থলে সমাগত। বেগম-প্রধানা রণ-বিভীষিকা দর্শনে মুচ্ছপিল্লা, প্রাণনাথের শরণাপল্লা; नवांव व्यिज्ञात्क मामनाहेत्वन, ना युद्ध कतित्वन-कि कत्त्वन, ভाविष्ठा भान ना। त्नित्व <sup>পলায়</sup>নই সাবা<del>ত্ত হইল। তাঁহার সেনানী বেচারা অপ্রত্ত</del> ! মহারাট্টাগণ <mark>অবসর</mark> পাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া **লইল।** মহারাট্রাদের বীরত্ব প্রকাশ যেমনই হউক, ভাহারা এই যুদ্ধে নিজাম সরকার হৈতে ক্লোল্ডাবাদ প্রভৃতি ভূমিখণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয়া বিলক্ষণ এক কামড় আদায় করিয়া লইল। নানার গৌরবের আর সীমা রহিল না। কোন বিদেশী রাজার সাহায্য বিনা অমন প্রবল শক্রর পরাভব! ধন্য নানার নয় কৌশল! তাঁহার সৌভাগ্য-শশী স্বচ্ছ গগনে পূর্ণ কলায় প্রকাশিত। দৌলতরাও সিলিয়া তাঁহার প্রতি প্রসর —তুকাজী হোলকার তাঁহার বাধ্য—রঘুজী ভোঁসলাও অপরাপর ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাঁহার অন্তরক্ত। পেশওয়ার রাজ্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অনুক্ল। এই সমস্ত শুভ লক্ষণ সত্তেও কোথা হইতে আচন্ডিতে এক ত্র্বটনা ঘটিয়া নানার আশা ভরসা বন্যায় ভাসাইয়া দিল; —তাঁহার জীবন স্রোত—ভারতের ইতিহাস শ্রেত—চক্তিতের মধ্যে উণ্টাইয়া ফেলিল।

পেশত্রার ) যে অনর্থ ঘটনার কথা স্চিত হইল, তাহা মাধ্বরাও পেশ্ওয়ার আত্ম-আাত্মহত্যা 🔰 হত্যা। তাঁহার বয়স যদিও বিংশতি বংসর, তথাপি নানা তাঁহার সঙ্গে নাবালকের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিতেন না। এই অধীনতা-ষদ্রণাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর নিদানভূত। মহাদাজী দিন্দের প্রতি নানার কটু ব্যবহারে পেশওয়ার মনে যে অসভ্যোষের বীজ রোপিত হয়, সিন্দের মৃত্যুর পর অন্য কারণে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তাহার বুডান্ত এই—নানার यफुठत्क तार्पायात्र जिन शूक करमन हिल्लन, जाशास्त्र मस्या वाक्षितां अक्षन। এই বাজিরাও শাস্তালাপ, শাস্ত্র নৈপুণা, রূপে গুণে বিখ্যাত, বাহিরের চাকচিক্যে লোকের মন তুলান বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যংপন্ন ছিলেন। মাধ্বরাও সর্ব্বদাই তাঁহার গুণারুবাদ গুনিতে পাইতেন। কিসে তাঁহার কারাম্জি হয়, তাঁহার দহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়, পেশওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত অনর্থের মূল-তাঁহার পুত্রদের দিয়া দেশের কল্যাণ কথনই হইবার নহে। তাঁহার পুত্রদের প্রশ্রয় দানে রাজ্যের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি এই ধুয়া ধরিয়া পেশওয়াকে কত উপদেশ দেন, কিন্তু কিছতেই কিছু হয় না। পেশওয়াকে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি অমু-রাগ তাঁহার ততই আরো বৃদ্ধি হয়। বাজীরাও অবসর বৃঝিয়া পেশওয়াকে চরের ছাত দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান। এই রূপে গোপনে তাঁহাদের পত্র ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। এক পত্রে বাজীরাও লেখেন ''আম্বা হ জনেই বলী—তুমি পুণায়, আমি জুনরে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন—ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। পরস্পারের প্রতি আমাদের অনুরাগ থেন অটল থাকে। আমরা যদি আমাদের পিতৃ পিতামহের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব"। নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগে জলিয়া উঠিলেন—বাজীরায়ের বন্ধন দিগুণিত করি-শেন—মাধবরাওকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ

করিয়া খরে বন্ধ হইয়া রহিকেন। দশারার দিন দর্শ্ভরমত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও সে উৎসবে বাধ্য হইয়া যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের কট্ট নিবা-রণ হইল না। তিনি জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য উদাস হইয়া দশারা উৎসবের ছ দিন পরে প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। শ

এই ঘটনায় পুণায় ছলুস্থূল বাধিয়া গেল। রাজিসিংহাদনে কে বসিবে, এই এক বিষম সমস্যা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার ন্যায়্য অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তাঁহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত্ত মাধবরারের পত্নী যশোদাবাই বাজিরায়ের কনিষ্ঠ বিমনাজীকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, এবং বিমনাজীকে পেশওয়া পদে অভিষক্ত করা হয়। নানাও এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন—তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। এদিকে আবার দৌলতরাও দিন্দে বাজিরায়ের পক্ষ গ্রহণ করায় নানা বলবানের পক্ষ সমর্থন মানসে ফিরিয়া সেই দিকেই যোগ দিলেন। এইরূপ অশেষ উৎপাতের হস্ত এড়াইয়া অবশেষে ৪ঠা ডিসম্বর ১৭৯৬ এ বাজিরাও পেশওয়া সিংহাদনে অধিরা হইলেন। অতঃপর দৌলতরাও দিন্দে বলপ্র্কাক উজীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার কোপে পড়িয়া নানা ফর্ণবীস নগর তুর্গে বলীক্ত হন, বাজিরাও অনেক টাঁড়া কাটাইয়া নানা পরিশেষে প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া—নানা ফর্ণবীস তাঁহার উজীর।

শেষ পেশওয়া বাজিরাও ) ১৭৯৮এর মে মাসে লর্ড মর্ণিংটন (ভাবী ওয়েলেসলী) ১৭৯৬—১৮১৭ ) চতুর্থ গবর্ণর জেনেরল ভারতে সমাগত হন। আসিয়াই তিনি স্থায় সত্যের দোহাই দিয়া অমৃত মধুর বাক্যে পেশ্রুয়াকে, পত্র লেখেন, কিন্তু ইংরাজদের মধুর বচনে রাজাদের তথন আছা নাই। ওয়েলেসলীর আগমনকালে ব্রিটিস রাজ্য ঘোর শঙ্কটে পরিবৃত। টিপু, নিজাম, সিন্দে সকলেই ফরাসিস মন্ত্রণার বশবর্ত্তী। ফরাসিস রণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের সৈন্য সংগঠনে নিযুক্ত। এই সকল রাজা মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে বিষম বিভাট। গবর্ণর জেনেরল প্রথম হইতেই তাহার নিরাকরণে মনোনিবেশ করিলেন। ফরাসিসদের বিদায় দিয়া তৎপদে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ, ইংরাজ সৈন্য-বল নিযুক্ত করা, এই তাঁহার প্রথম চেষ্টা। নিজাম সহজে নতগ্রীব হইলেন। নানার পরামর্শে পেশওয়া সতর্ক ছিলেন, তিনি এখনো পর্যান্ত কাঁদে পা বাড়াইতে সম্মৃত হইলেন না।

এই সময় টিপুর সহিত ইংরাজদের শেষ যুদ্ধ। ুরাজাদের ভিতরে ভিতরে টিপুর দিকে বিলক্ষণ টান, কিন্ধু প্রকাশ্যে কিছু করিতে সাহস করিতেছেন না। পেশওয়া ও সিন্দের মধ্যে এ বিষয়ের কিংকপ্রব্য প্রামর্শ চলিতেছে—এমন সময় শ্রীরঙ্গপট্রনের প্তন বার্ত্তা সমুপাগত। বাজিরাও বাহ্যিক বড়ই আহলাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি যদিও এ যুদ্ধে বিশেষ কোন সহায়তা করেন নাই, তথাপি সৈত পোষণ সন্ধিযুগে বন্ধ করিবার আশয়ে গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে বিজিত প্রদেশের ভাগ দিতে সন্মতি প্রদর্শন করিলেন: কিন্তু পৈশওয়া কিছুতেই ধরা দিলেন না। প্রধান অন্তরায় নানা ফর্ণবীসের দূর দর্শিতা। নানার মৃত্যু ঘটনার ইংরাজদের চিরবাঞ্চিত মনস্কাম সিদ্ধ হইল।

) পুণা দরবারে নানা ফর্ণবীস একমাত্র পরিণামদর্শী বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পেশওয়া রাজ্যের নানা ফর্ণবীস মৃত্যু —১৮০০ জীবন, বল. গৌরব যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সকলি বিনষ্ট হইল। নানা দীর্ঘাকৃতি, कुमान्न, नक्कार्रास्त्री-डेब्बन-डीक्न-मृष्टि, मााम वर्ग शूक्य ছिल्मन। देःत्राकरमत প্রতাপঙ সতা নিষ্ঠার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অমন প্রবল শত্রুকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংরাজদিগকে সাধ্যমত দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে প্রথম মাধবরাও প্রণীত রাজ্য-ব্যবস্থা সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, শেষাশেষি নানা কারণে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হুইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সহরে ঘাসীরাম কোতওয়ালের অত্যাচার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কোত ওয়ালের দৌরাত্মো লোকেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবর্গ এরূপ উদ্বে-জিত হইয়াছিল যে, বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া পুরবাদীগণ স্বহন্তে প্রস্তার প্রহারে তাহার প্রাণদণ্ড করে। বাজিরায়ের আমলে নানা ফর্ণবীস রাজ্যের হিত কামনায় পেশওয়াকে স্বার্থ নিরপেক্ষ সংপরামর্শ দানে সঙ্কৃচিত ছিলেন না। কিন্তু রাজা যথন অব্য-বস্থিত, ব্যসনাসক্ত, হীনমতি—তথন মন্ত্রী আর কত পারিয়া উঠিবেন ?

নানার মৃত্যুর পর মহারাট্রে ভয়ক্ষর অরাজকতা প্রস্ত হইল। পেশওয়ার শাসন নির্জীব অস্তঃসার-শূন্য, চতুর্দ্ধিকেই বিপ্লব, যে যেথানে পারে, সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা সাধিয়া লইতে তৎপর। ১৮০১এ আর এক নৃতন বীর সমরক্ষেত্রে ক্ষৃর্ত্তিতে সম্খানপূর্বক সিলের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবস্তের রণকাহিনী বর্ণন করিবার পূর্বে এই স্থলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্ব-প্রুষদের অবতারণা করিতে ইচ্ছাকরি।

হোলকর বংশ 

 হোলকর বংশ আসলে ধনগর গয়লা-জ্বাতীয় মহারাটা।

পুণা সন্নিহিত নীরা নদী তীরবর্তী হোল গ্রামে তাঁহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের কুলনামের উৎপত্তি। হালকর বংশের মুথ উজ্জলকারী মহলার রাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ভূনি বাল্য-

কালে থান দেশে তাঁহার মামার মেষপালকরপে নিযুক্ত

ছিলেন। একদিন মধ্যাহে মাঠের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, মহলার রাও এমন সময় এক বৃহৎ অজগর দর্প তাঁহার মুখের উপর আতপত্র-রূপে ফণা ধরিয়া থাকে। এই গুভ লক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্য চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে লাগি-লেন। প্রথমে তিনি একজন মহারাটী সরদারের নিকট ঘোড়সওয়ারের কর্ম পান। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ১৭২৪ এ বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অধের অধপতি। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমি-সম্পত্তি উপার্জন করেন। ১৭৩২ এ তিনি পেশওয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে মালবের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাভব করেন। ১৭৫০ এ মালব বিজয়ানন্তর সিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়া লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। এইরূপে তাঁহার রাজ্য ও বল বৃদ্ধি হইতে लांशिल, এবং ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল। পাণিপতের যুদ্ধে যে অল करमकन महाताही तीत ভाলএ ভালএ দেশে ফিরিয়া আদিয়াছিলেন, মহলাররাও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ঐ যুদ্ধে বড় একটা যোগ দেন নাই—তাহার কারণ এই রূপ রাষ্ট্র যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ পরামর্শ দেন, মহারাষ্ট্রী সেনাপতি সদাশিব ভাউ "গয়লার কথা কে মানে ?" এই বলিয়া সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার পরামর্শ এই -পাঠানদের সহিত সন্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের বিবিধ উপায়ে হায়রাণ করা--বল অপেক্ষা কৌশলে তাহাদের দমন করা—পলায়নচ্ছলে অরিদল আকর্যণ করিয়া অব-দর বুঝিয়া তাহাদের উপর হল্লা করা; "ত্বায় অনার্থশঙ্কা বিলম্বে কার্যাদিদ্ধি" এই তাঁহার উপদেশ। এই স্থপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দেনাপতি তাড়াতাড়ি ব্রুণে মাতিয়া গেলেন— শীত্রই তাহার বিষম ফলভোগও করিলেন। পাণিপতের যুদ্ধের পর মহলাররাও মধ্য-হিন্সানে নিজরাজ্যের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করেন— তাঁহার তাহাতে সমাক্ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেননা মহলাররাও উদারচেতা,বিনয়ী,অথচ দূচ্মতি, অংশ্য গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও রীরত্ব, রাজ্য-শাসনেও তাঁহার সেইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহলার রায়ের পুত্র থণ্ডেরাও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পৌত্র মালী রাও তাঁহার উত্তরাধিকারী। মালীরাও নির্কৃদ্ধি কিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। মালীরীয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা থ্যাতনামা অহল্যা বাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকাজীরাও তাঁহার দেনাপতি। উভয়ে মিলিয়া অশেষ ক্ষমতা

ও দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্বাহ করেন। তৃকাঞ্চীর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে সাতপুরা শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত

প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন-তাহার উত্তরত্ব প্রদেশ সমূহের তত্বাবধান করা-করদ রাজ্য সকল হইতে কর গ্রহণ করা—এ সকল অহন্যাবাই করিতেন। যথন তুকাজী উত্তর হিন্দু-স্থান পরিদর্শনার্থে গমন করিতেন, তখন মালব, নিমার প্রভৃতি প্রদেশের সমগ্র কার্য্যভার রাজ্ঞীর হত্তে দমর্পিত -- সমুদায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শাসন বিস্তৃত। রাজকোষ তাঁহার হস্তাধীন—রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব নিয়ম পূর্ব্বক রক্ষিত হইত। কোন শুক্তর রাজ-কার্য্য উপস্থিত হইলে তুকাজী রাজ্ঞীর পরামর্শ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না এবং পর রাজ্যে যে সকল কর্মকর্ত্তা নিয়োগ করিতে হইত,তাহা অহল্যাবাই শ্বয়ং করিতেন। তাঁহার অনুপম নয়কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা গ্রন্থির কোন শৈথিল্য ঘটে নাই। এ দিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের স্থাশান্তি বর্দ্ধনেও তাঁহার অশেষ যত্ন। এক দিকে অতিরিক্ত করভার इटेट तांत्रश्टानत स्वतांहि - स्वना निटक स्विमात्रातत विविध पछ तस्मा, এই घुटे निक রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্ঞী যেরূপ প্রস্থাবৎসলা, সতত প্রস্থাহিত-নিরতা —প্রস্থারাও তাঁহাকে নীতিপ্রজা মূর্ত্তিমতী জননী সমান জ্ঞানে শ্রন্ধাভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রতর্থীদিগকে আদালত, পঞ্চায়ৎ অথবা মন্ত্রীবর্গের বিচারে সঁপিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না, অক্রোধ কলুষিত দলা-ছাইচিত্ত এই দয়াবতী রাজ্ঞী যথা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য দর-বারে ন্যায় বিতরণ করিতেন—যাহার বে কোন আবেদন, তাহা স্বকর্ণে প্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন—শক্তের ভক্ত হইয়া হর্মলের প্রতি অন্যায় পীড়ন অনুমোদন করিতেন না—স্ত্রীজন চিত্ততোষী তোষামোদেও তাঁহাকে ন্যায় মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্মনিষ্ঠ রাজ্ঞী মহারাষ্ট্র দেশকে শোকদাগরে ভাদাইয়া ১৭৯৫ অবেদ ষষ্টি বংদর বয়দে সংদার যাত্রা হইতে অপস্তত হন। সেনাপতি তুকাজীকে তিনি অত্যন্ত ত্বেহ করিতেন কিন্তু কি করেন—সে বয়দে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা সঙ্গুত হয় না—এই হেতু তাঁহাকে মহলার রায়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। প্রথম মহারাট্টী সমরে তুকাজা হোলকর ও মহাদাজী দিলে উভয়ে মিলিয়া একমনে কার্য্য করেন। শেষাশেষি তাঁহাদের পরস্পর মনান্তর ও বৈরভাব সংঘটন হয়। মহাদাঙ্গীর মৃত্যুর কয়েক বংসর পরে তুকাঙ্গী পর-লোক গত ২য়েন।

🗸 তুকাজীর চারি প্ত । কাশীরাও ও মহলাররাও ছই ঔরসজাত—যশবস্ত ও বিঠোজী ছই দাসী পুত্র। কাশীরাও মহলার রাও হুই ভাইয়ের রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি—জ্যেতের সহায় দৌলত রাও সিন্দে—কনিষ্ঠের পক্ষে নানা ফর্ণবীদ। একবার ছই ভাইয়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা রুথা। যে দিনে ছই ভ্রাতা তাহাদের পরস্পর বিরোধানল নির্বাপনোদেশে সৌহার্দ্দবন্ধন শপথ গ্রহণ করিলেন,তার পর দিনেই মহলাররাও সিন্দিয়ার দৈন্য হত্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহলার রায়ের পক্ষ ছিলেন, তিনি এই গোলঘোগে পলায়ন করিয়া নাগপুর রাজার শরণাপর ছইলেন। সেথানে শরণ লাভ দুরে থাকুক, ভাহার ভাগ্যে কারা লাভ ঘটিল—দেড় বৎসর পরে বহু কটে পলায়নে মুক্তি লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার ভাতৃপুত্র খণ্ডেরাওএর নামে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মহারাটা, রাজপুত, পাঠান, ভিল, পিণ্ডারী প্রভৃতি ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ইউরোপীয় নেতৃগণের সাহাম্যে এই कोज रहेरक तथनक निकिक रेमना क्य श्रेष्ठ कतिया नहेरनन। आगीत थे। नामक জনৈক মুসলমান সরদারকে সহায় পাইয়া তাঁহার বল পুষ্ট হইল; হুই জনে মিলিয়া সিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর পুটপাট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই প্রবল রিপু দমন উদ্দেশে সিন্দিয়া পুণা হইতে স্বরাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মালবে সিন্দে হোলকরের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, বিস্তর শোণিতপাত হয়। চপলা রণলক্ষী কথন দিন্দিয়ার পক্ষে, কথনো বা হোলকরের পক্ষে, কথন্ কাছার প্রতি প্রদার কিছুই স্থিরতা নাই। উহার এক যুদ্ধে সিন্দিয়ার রাজধানী উজ্জবিনী হোলকরের হস্তগত হর। ইন্মেরের নিকট অপর যুদ্ধে হোলকর আবার সিন্মিয়া কর্তৃক পরাভূত হইয়া মহা বিপদে পড়েন। পরিশেষে অশেষ বিপদ-জাল অতিক্রম করিয়া যশবস্তরাও পুণা-গগণে ধ্মকেত্র ন্যায় সহসা সদৈন্য আবিভূতি হইলেন। তাঁহার পুণা আক্রমণের এক হোলকরের পূ্ব। । বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বিঠোজী আ্ত্রেম্ব—১৮০২ বিকোন এক বিজোহাচরণে ধরা পড়িয়া দগুনীয় হন, বাজি-রাও তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন। প্রাণদণ্ড সাধারণ নর—তাহার উপর যতদুর অপমান, যতদ্র নিষ্ঠুর নির্যাতন সম্ভবে, তাহা আচরিত হইল। গলপদে শৃত্যল বছ বিঠোজী রাজ্পথ দিয়া টানা হিঁছড়া হইয়া চলিয়াছেন, বাজিয়াও প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে সেই তামাদা দেখিতেছেন। তাঁর হঠাৎ কেন এরূপ থেয়াল হইল কে कात ? त्रित्मत जुष्टिमाधन यनि जांत अिधा इस, जांश मिक श्रेन वर्ते, किख কি এক ছুরম্ভ কাল ভুজন্পকে খাঁটাইয়া উত্তেজিত করা হইল, তাহা তথন তিনি ভাবেন নাই। मिन्सिश्च त्राका नूर्श्वन एशिङ त्राधिश यमवस्त्रता पूर्गात नित्क धाव-মান হইলেন। ভাঁহার গতি রোধ সাধন মানসে পেশওয়া ৩ সিন্দে উত্তরে আলি-এড়াইয়া পুণার দেড় ক্রোশ পুর্বে ২০ এ অক্টোবরে আসিয়া তামু গাড়িলেন। ছই দিন পরে ছই সৈন্যের সংঘটন। খোরতর সংগ্রামের পর ষশবস্ত জয়ী হইলেন। বিশিয়া কামান ও অন্যান্য জিনিষ পত্র ফেলিয়া রণকেত্র হইতে পলায়ন করি-लन। भूगात भथ छेन्छ। भन्नमिन जिप्ति तिबिए के कर्नम क्रांस माहर होन-করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান—গিয়া দেখেন কর্দমাক্ত কত বিক্ষত শরীর

শদ্ধীর + এক কুত্র তাবুতে শরান—বেন শরশব্যাগত ভীন্নদেব ভূতলে অবতার্ণ হই-

ইতি পূর্বের ঘটনাক্রমে বন্দুক ছুটিয়া বাওয়াতে ভিনি এক চকু হারাইয়াছিলেন।

রাছেন। হোলকর কর্ণেল সাহেবকৈ প্রার থাকিবার জন্য বিশুর জনুরোধ করিলেন—
তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতে ওৎস্থক্য দেখাইলেন, কিন্তু তিনি সে জমুরোধ না মানিরা করেক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিরা গেলেন। হোলকর তথন স্থীর অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ণ অবকাশ পাইলেন। প্রথমে তিনি বাজিরারের ভ্রাতা অমৃতরাওকে মসনদে বসাইয়া দিন কতক ধৈর্য্য ধরিয়া থামিরা থাকেন, ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক পৌরজন-ধন-রত্ত্ব-শোষী নিলাকণ নগর লুঠনে তাঁহার অর্থ লালসা ও প্রতিশোধ পিপাসা হুই একত্রে প্রশমিত করিলেন।

বাজিরাও হোলকরের বিজয় বার্তা গুনিয়া অবধি ভয়ে আকুল। তিনি বিঠোজীর প্রতি যে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অস্তরে বিধিতেছিল। এখন হোলকরের পালা। যশবস্তরাও লাভ হত্যার প্রতিশোধ তুলিতে উদ্যত। বাজিরাও প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে সিংহগড়—সিংহগড় হইতে রায়গড়—রায়গড় হইতে রয়গরি সমীপস্থ অবর্ণ হর্গ— পরিশেষে ৬ই ডিসেম্বরে ব্রিটিস পোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ চরণে আয়্মমর্পণ করিলেন। মাসের শেষ দিনে বাসীন সন্ধি। বাসীন সন্ধি

এই সন্ধি যোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল।
৩১ ডিসেম্বর,১৮০২ সন্ধির মর্ম্ম এই—ইংরাজেরা পেশওয়াকে পাছল সিংহাসনে বসাইয়া দিবেন—পেশওয়া স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিস সৈন্য পোষণ করিবেন এবং তাহার বায় নির্বাহার্থে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়শীল ভূমি সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিবেন। ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অফুমতি ভিন্ন সন্ধি বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরপে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া বাজিরাও পুণায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মসনদ প্রাপ্তি ক্ষেমণার্থে ১৯ তোপধ্বনি ধ্বনিত ইইল। প্রকৃত পক্ষে এ তাঁহার সন্মানার্থে নহে—ইহা ইংরাজনের রাজ্যলাভ-স্ঠক জয়ধ্বনি।

দিলে, হোলকর ও আর আর মহারাট্টী সরদারগণ সকলেই স্তম্ভিত। ব্রিটিদ অনুগ্রহে পেশওরার সিংহাসন প্রাপ্তি সকলেরই মনঃশল্যের কারণ হইল। সিন্দিরা, হোলকর প্রভৃতি বীরগণ তথনো ইংরাজ-লোহ-হস্তের গুরুভার অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহারা সাহস করিয়া যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিলেন। সিন্দে হোলকর একে একে পরাস্ত ইইলেন। তাঁহাদের দমন করিতে ইংরাজদের অধিক সমিয় লাগে নাই। জেনেরল ওয়েলেসলি

দিক্তীয়
মহারাট্টী যুদ্ধ
১৮০৩-৪
করিয়া কেলিলেন। ১৮০৪ এ ভরতপুর সর্নিহত চিগের
রপক্তেরে হোলকরের বিষদস্ত উৎপাটিত হইল। এই সকল মুদ্ধে ইংরাজনের অপেব
রাজ্য লাভ—ফরাসিসদের প্রভুত্ব নাশ—ইংরাজ পদতলে দিল্লীবরের অবসূঠন—বিতীর

মহারাটী গুড়ের এই পরিণাম। এখন তৃতীয় ও শেষ খুঁরের বিষয়ণ বলি ভন।

ৰাজিরাও দিংহাদন ফিরিয়া পাইরা বে বিশেব কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করি-লেন, তাহা নহে। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তথন অতীব শোচনীয়। কায়দা নাই, काबून नारे, त्कान व्यकांत्र भागन नारे - नूर्धत छमत्रभूत्रण कत्र, नजूरा छकारेशा मत, প্রজাদের এই অবস্থা। পুণার আশ্পাশ পল্লীগ্রাম সকল দফ্য তন্তরের অংবাস-রাজপুরুষেরা তাহাদের লুঠের ভাগী প্রশ্রমদাতা। পেশওয়ার নিজের রাক্যশাসনের ক্ষমতা নাই। পুণা দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্তার নাম গন্ধ নাই। বাজি-রাও অত্যন্ত বিলাদ-প্রির ইক্রিয়-পরতক্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের আমোদ প্রমোদের ছন্য অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার রাজছের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিলামে যে ব্যক্তি সকলের বেশী ডাকিবে, তাহার হস্তেই পেশওয়া তাঁহার পরগণা সকল সঁপিয়া দিতেন—এইরূপে এককোটী বিশ नक টাকা রাজস্ব আদায় হইত। এই সকল জমিদারদের দেওয়ানী ও ফৌজনারী অধিকার -- প্রজা নিশ্পীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয়েই সে অধিকার ধাটান তাহাদের কাজ। পুণার আদালত নাম মাত্র, যাহার পরসা-তাহার জয়। এদিকে বাজিরাও আবার ধর্মাত্র্চানের এমন ভড়ং করিতেন যে, লোকের মাঝে সাধু বলিয়া তাঁহার থ্যাতি ছিল। বাহ্মণ ভোজন — বাহ্মণদের দক্ষিণা ও ভূমি দান — পুণায় সহস্র সহস্র আমু বুক্ষ রোপণ —তীর্থ সংবৃক্ষণ ইত্যাদি উপায়ে তিনি ছর্ব্যসন-জনিত অপয়শ মোচনে উত্যক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণরাও পেশয়া-হত্যা যে তাঁহার পিতা মাতার মহাপাতক, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অথবা প্রেত-শান্তি উদ্দেশে উক্ত রূপ দান ধাান পুণা কার্যা অনুষ্ঠিত হইত। দে যাহা হউক, এই সমস্ত সাধনে রাজা রক্ষা হয় না। তুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিম্বকজী ডাঙ্গুলিয়া নামক এক ব্যক্তি আবার তাঁহার মোদাহেব ও কুমন্ত্রী আদিলা জুটিল। এ ব্যক্তি প্রথমে দামান্ত চরের কাজে নিযুক্ত ছিল। ক্রমে তোষামোদ পটুর গুণে বাজিরায়ের প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। সে জাঁক করিয়া বলিত প্রভুর ভৃষ্টি সাধনে আমি গোহতা পর্যান্ত করিতে প্রস্তুত। ত্রিম্বকজীর উপর পেশওয়ার অগাধ নির্ভর—অপার অত্তাহ। যেমন রাজা—তার উপযুক্ত মন্ত্রী। তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যাহাতে ঈধার উদ্রেক হয়, তাহার এমন কোন গুণ নাই, বিপক্ষতাচরণে রুষ্ট হইয়া যে দংশন করে, এরূপ তাহার সামর্থাও নাই স্থতবাং যেমনটি চাই, বাজিরাও তেমনি ভূত্য পাইলেন। ১৮১৯ অন্দে তিম্বকজী পেশ-ওয়াও ব্রিটিদ প্রব্নেণ্টের মধ্যে কার্য্যকর্তারূপে নিয়োজিত হইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়াড় সরকারের মধ্যে,রাজত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপুস্থিত। বাসীন সন্ধি षर्गात जेन्म विवान कत्त्र देश्ताकत्वत मधास मानिवात कथा। वाजिता गारेक अमे-ড়ের উপর চৌথ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পুরাতন দাবী করিয়া পাঠান। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গলাধর শাস্ত্রী এই বিবাদে ভঞ্জন কার্ফ্যে পুণায় আগমন করেন কিন্তু পেশ-

গঙ্গাধর শান্ত্রী 🔰 ওয়ার দরবারের উপর লোকের এমনি অবিখাদ যে ব্রিটিস ্ব গ্রবর্ণমেণ্টকে তাহার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে

হইল। শান্ত্রীর আগমন পেশওরার মনঃপৃত হর নাই—তিনি শেষে নানান আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্বতকার্য্য না হইয়া শাস্ত্রীর প্রতি স্বীয় অসন্তোষ নিদর্শক-অভদ্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্ত্রী আসিয়া দেখেন গতিক বড় ভাল নয়। পেশওগার বেরূপ ক্ট ভাব, তাহাতে নিজ কার্য্য সিদ্ধি ছর্ঘট বিবেচনায় স্থির করি-লেন তাঁহার বরদায় ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেম্বঃকর এবং তিনি উপস্থিত বিষয়ে ব্রিটদ গবর্ণমেন্টের মধাস্থতা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রস্তাবে বাজিরায়ের কার্য্য-প্রণালী ফিরিয়া গেল—তিনি আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণের প্রতি হতাদর, এখন তেমনি ভণ্ডতপস্বী ব্যাঘ্রের ন্যায় ভাল মামুধি-ভান করিতে লাগিলেন। অশেষ আদর ও ষত্ন দেখাইয়া—এমন কি, শাস্ত্রীর সহিত কুটুম্বিতা পর্য্যন্ত বন্ধন করিয়া বাজিরাও তাঁহার বশীকরণে সচেষ্ট হইলেন। সে যত্ন, সে আদর মৌধিক মাত্র—ভিতরে ভিতরে তাঁহার বধোপায় প্রবর্তিত হইল। বাজিরায়ের নিমন্ত্রণে শান্ত্রী মহাশয় পণ্ডরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই হুজনের একত্রে পান ভোজন হয়। সন্ধান্ধে, সময় শান্ত্রী বিঠোবা মন্দিরে পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বান। পেশওয়ার মধুরীলাপে প্রীত হইয়া বিদায় লইয়া বেমন মন্দিরের বাহির হুইবেন অমনি জ্লাদের প্রজাঘাতে ব্রান্ধণের অপঘাত। কি ভয়ানক অমামুধিক কাণ্ড! এই অঘোর ক্ত্যের মূল প্রবর্ত্তক নরাধম ত্রিম্বকজী। পেশওয়াও যে নিতাস্ত নির্দোষী ছিলেন, তাহা নহে—তাঁহাকে সম্বর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিরায়ের রাজ্যে শমন-ডঙ্কা বাজিয়া छेठिन।

রেজিডেণ্ট সুবিচক্ষণ এল্ফিনিষ্টন সাহেব তথন পুণায় ব্রিটিস কার্য্য-এল্ফিনিষ্টন স্করা। ত্রিম্বকলী এই হত্যাকাণ্ডের মূল প্রবর্ত্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এলফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠান। বাঙ্গিরাও প্রথমত: ইতন্তত: করেন, পরে যথন "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখান হইল, তথন অগত্যা প্রিয়তম ত্রিষকজীকে ইংরাজ হত্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ত্রিষ-কজী থানার হুর্গে রুদ্ধ থাকেন—তাঁহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকী পাহারা। কতক দিন পরে তিনি ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন পুর্ব্বক পাহাড় পর্বতে অদুশুভাবে ফিরিতে লাগিলেন। বাজিরাও তাঁহাকে গোপনে প্রশ্রয় দিতে ক্রটি করেন নাই।

वाक्षिताও এইক্ষণে ইংরাজদের তাড়াইবার নানান্ পছা দেখিতে লাগিলেন। সিন্দে, হোলকার, নাগপুর রাজা, পিগুারী দল এই সকল লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র জারী হইল। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্যস্লাতি-त्मत्र मधा रहेर्ड देनना नश्थिर छिल्लाम जिल्लक्नीत्क वर्ष मार्राषा त्थात्न कत् हहेन।

এলফিনিষ্টন সাহেব চর মুখে সমস্ত বৃত্তাস্ত অবগত হইতেছেন। বাজিরাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতেছেন – রাজ্যকে কি ঘোর শঙ্কটে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাঁহাকে কত ব্ঝাইলেন। তাহাতে যথন কোন ফল হইুল না তথন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল "যদি ত্রিম্বকঞ্জীকে দেশ বহিষ্কৃত না কর, তাহা হইলে ইংরাজদের সঙ্গে নিশ্চরই যুদ্ধ বাধিবে। এই করারের বন্ধকস্বরূপ তুর্গত্রয় আমাদের হত্তে না দিলে পুণা এথনি দৈন্য বেষ্টিত হইবে।" এদিকে বড়লাট সাহেবের হুকুম আসিল "এরপ কঠোর সন্ধি বন্ধনে বাজিরাওকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলা হয় যে তাঁহার পার্য পরিবর্ত্তনের শক্তি না থাকে,।" এই আদেশক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সম্লে নির্মাণ ।

পুণার সন্ধি বাজিরাও এই লোহ শৃঙ্খল গলে পরিয়া পগুরপুরে তীর্থ করিতে

এই সময়ে (১৮:৬-১৮) পিণ্ডারী দত্ম্য দমনে সমস্ত ব্রিটিস বল নিয়েজিত হয়। পিগুরী যুদ্ধ পিগুরীগণ দেশের অরাজকতার স্থযোগ পাইয়া দলে দলে দেশ১৮১৬—১৮ বুঠন, প্রজাপীড়ন আরম্ভ ক্রিয়া দেয়। হেষ্টিংস্ সাহেব লক্ষাধিক দেনা ৩০০ কামান লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাতায় বাহির হইলেন। পূর্ব্ধ পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিক হইতে ব্রিটিস সৈন্য এই দস্থাদল শীকারে নিষ্কান্ত হইল। পিণ্ডারী-গণ মধ্যহিন্দুস্থানের পাহাড়, পর্বতে, অরণ্য, দেশ দেশাস্তরে তাড়িত ধাবিত হইল। তাহাদের দলপতি চিতু রাজপুতানা হইতে গুজরাট, গুজরাট হইতে মালওয়া এইরূপে পলাইরা বেড়ার। তাহার সহচরেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিল—কতিপর মাদ সে মাল-ওয়ায় একাকী বনে বনে ভ্ৰমণ করত পরিশেষে সাত্পুরাচলে ব্যাঘ্রমুথে পতিত হইয়া পঞ্ছ পায়। ক্রমে অন্যান্য দলপতিগণও একে একে কেহ ধৃত, কেহ হত হয়— তাহাদের দল বল ছিল্ল ভিল্ল হইয়া যায় ও ইংরাজ বলে এদেশ এই প্রবল দস্তাদলের উৎপাত হ**ইতে মুক্তি লাভ করে।** 

এলফিনিষ্টন সাহেব বাজিরাওকে পরামর্শ দেন—যদি ইংরাজদের প্রসন্নতা চাও তাহা হইলে এই পিগুারী যুদ্ধে তাহাদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ কর। বাজিরাও "মুখে মধু হৃদে কুর," যথন সর জন ম্যালক্ম পুণায় আসিয়া তাঁহার স্হিত সাক্ষাৎ করেন তথন তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় এমনি খল বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি ভাবিলেন ইনি ত षांगारिए ब्रहे मत्त्व त्नाक । किन्न धनिकिन मार्टिय वाकिवा अरक विमक्त विनिर्देग, তিনি সহজে ভূলিবার পাত্র নন। বাজিরাও যে মতলবে দৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বম্বে হইতে একদল ইউরোপায় ফৌজ আনাইয়া পুণার ক্রোশ হুই দূরে থিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারস্ত। ইংরাজ-

বিনা বল সবগুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তক্মধ্যে ৮০০ ইউ-রোপীয় সেনা। মহারাট্রীদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০। পুণা চইতে খিড়কার পথ পর্যান্ত দেনার দেনার ছায়িত। প্রোৎপীড় প্রবা-হিনীর ন্যায় অপুর্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। বাপু গোধলা মহারাষ্ট্রী দেনাপতি। তিনি দৈনাদলের মধ্যে হতন্ততঃ সঞ্চরণপূর্বক উৎসাহ বাক্যে সকলকে উত্তেজিত করিতেছেন—মধ্যে মধ্যে অশ্বগণের হেষা রবে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিছু পরেই যুদ্ধ বাধিল। গোধলা একদল দিপাহীর প্রতিলক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছা বাছা অথ চালনা করিলেন-সওয়ারেরা মহা রোথে হল্লা করিয়া চলিল-সেই সঙ্গে নয় মুখী কামান ব্যাটারি হইতে গুলি গোলা বর্ষিত হইল। এই অখ-চাল চালনে আশানুরূপ ফলোদয় হইল না, বরং উল্টোৎপত্তি হইল ৷ যে চালে মহারাটী সেনাপতি কিন্তিমাৎ করিবার মতলব করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজেই বাজী হারিলেন। ছুই দৈন্যের মাঝ্পানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মতন ছিল, কতকজন সওয়ার প্রথম ঝোঁকে তাহার মধ্যে পড়িল, কতক বা গুলী খাইয়া ধরাশায়ী হইল—অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটিয়া গেল। সভরারদের পরাভবে মহারাডীয়া এমন দমিয়া গেল যে আর কেহই এগোইতে সাহদ করিল না। সন্ধার মধ্যে এই বিপুল দৈন্যের দশরীরে অন্তর্ধান। ইংরাজেরা রিপু-শূন্য সমরক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্য ক্ষতি, মহারাট্রীদের ৫০০ লোক মারা পড়ে। এরপ "বৃহবারস্তে লঘু ক্রিয়া" কেহ কথন দেথিয়াছে কি না সন্দেহ। পর্কতের প্রস্ব বেদনায় মৃষিকের উৎপত্তি। পেশওয়া সেনা-মণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া পার্কতী মন্দির হইতে থিড়কার যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সংগ্যো-দয়ে তাঁহার ইদন্যদলের উৎদাহ কোলাহলে আকাশ পূর্ণ—স্ব্যান্তের মধ্যে দে দমন্ত সৈন্য ছিল ভিল হইয়া কোথায় গেল, তাহার চিত্রমাত্র রহিল না।

> প্রভাতে গণিয়া সেনা হরষে বিহবল. ভারু যবে অস্তাচলে কোপায় গে দল !

বাজিরায়ের গ্রহ মন। ইংরাজদের প্রদাদে তিনি সিংহাদন লাভ করিলেন—ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। ১৫ নবেশ্বরে ব্রিটিদ দৈনোর পুণা অধিকার, তথন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদের করতল ন্যন্ত হইল। নববর্ষারন্তে পুণার অনতিদূর কোয়ে-গামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে হুর্ধর্ম ইংরাজবলের দিতায় বার পরিচয় পাইয়া वाजितां एक रे य यान हाज़िया छर्त्वारम भानाहेलन, बात कितिलन ना। तम **मिनास्टरत** তाड़िक हरेया व्यवस्थित किनि नत सन मानिकत्मत रुखं व्याञ्चनमर्भन করিলেন এবং অতঃপর উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত বিগুরে কাল হরণ क्रिंतिर गांगित्वन। त्रभक्षा वानाकी विश्वनात्थत्र अत्रीत्वत्र এই त्मर म्मा। प्रिशारी বিজোহের স্ত্রধার ছ্রাচার নান। সাহেব এই বাজিরায়ের পোষ্যপুত্র। শত বর্ষায়ত পেশওয়া বংশ তাঁহাতেই বিলীন হইল।

এইরপে অলে অলে ইংরাজেরা পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন। বোদাই তাহার রাজধানী। বোম্বাই যে কি অমূল্য রত্ন, তাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ভাবি গৌরব তাঁহাদের কল্পনাপটে প্রতিবিধিত হইয়াছিল। যথন মোগল, মহারাট্রা, পোর্ত্ত্রগীস লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে রত থাকিয়া আপ-ইংরাজ ) নাদের অধঃপাতের সোপান প্রস্তুত করিতেছিল, তথন হইতে ইংরাজেরা 🕤 ঐ রত্ন অতি যত্নের দহিত রক্ষা করিয়া আদিতেছেন। শেষে তাঁহা-দেরই জিত—আর সকলের হার। ইংরাজদের এইরূপ প্রাধান্য লাভের কারণ কি ? আলোচিত ঘটনাস্ত্রই তাহা একপ্রকার নির্দেশ করিতেছে। দেখিবে গৃহবিচ্ছেদই আমাদের সর্বানশের মূল। ইংরাজেরা আমাদের নিজের হাতিয়ার লইয়াই আমাদের উপর জয়যুক্ত হইলেন। আমাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য থাকিলে বিদেশী রাজা এদেশে তিলার্দ্ধ স্থান পাইতেন না-বিদেশীয় বল বিশ কোটা প্রজাপুঞ্জের এক ফুংকারে উডিয়া যাইত। ভারতে ইংরাজ আগমনের কিছু পরেই মোগল রাজ্য পতনোনুথ— তাহার আতুসঙ্গিক অরাজকতা হইতে ইংরাজেরা স্বরাজ্য স্থাপনের সন্ধি পাইলেন। সে সন্ধি তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন। এই বিপুল রাজবিপ্লবের মধ্যে তাঁহারা অবাধে রাজ্য পত্তন করিয়া লইলেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী রিপুদল একে একে পরাস্ত হটল—কেহ বা অনুরদর্শিতা বশতঃ হাল ছাড়িয়া দিল, কেহ বা ইংরাজ বলে বিদলিত হইয়া পরাভব স্বীকার করিল। দৈব বলে, বাছবলে, গভীর নয়কৌশলে ইংরাজদের সে রাজ্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া বিস্তার লাভ করিল, দেখিতে দেখিতে ভারতের একসীমা হইতে সীমান্তর পর্যান্ত অরি-বিরহিত, সুশাসন-পরিরক্ষিত, শান্তি-ফলপ্রদ একছত্র ব্রিটিদ সাম্রাজ্য সম্দিত হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমাদের লোকদের পরস্পর জাতিবৈর তত্ত্বপরি পরিপক্ক ইংরাজী রাজনীতি, এই উভয় স্থতে ইংরাজদের ঐশ্বর্যালাভ। দে নীতির সার মর্ম এই—শক্রদল বিচ্ছিন্ন করিয়া একের সাহায্যে অপরকে জয় কর, অনন্তর অবসর বুঝিয়া বন্ধুটিকেও পদতলে আনিয়া দলিত কর।

ইংরাজ রাজ্য স্থাপন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার নাই। ১৮১৯ অব্দে মহারাট্রী সমরে লব্ধ-গ্রুতিষ্ঠ মহাত্মা এলফিনিষ্টন সাহেব বোম্বাই শির্ড এল ফিনিপ্টন

কাবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইরা এ দেশে ফিরিয়া আদেন।

কোমাই গবর্ণর

তাঁহার সময় হইতে নোমারের সৌভাগ্য-স্থর্গের উদয়।

পথ, ঘাট, গৃহ নির্মাণ, শিল্প বাণিজ্যের শ্রীরৃদ্ধি সাধন, বিদ্যা লর্ড এল ্ফিনিপ্টন

শিকার নব-প্রণালী উদ্ভাবন, আইন-সংস্করণ ইত্যাদি কার্য্যের অমুষ্ঠান হেতু তাঁহার

শাসন বোষাইবাসীদিগের বিশেব আদরণীয়। তিনিই নব্য বম্বের স্ত্রপাত করিয়া ধান—সর বার্টল ক্রেয়রের আমলে বোষাই সহর উন্নতির পরাকাঠা লাভ করে। \* শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## কাব্য জগৎ।

### (কবি বার্ণস)

গীত-বেদনাই গীতের ছন্দ, গীতের ভাষা। বে চক্ষ্ কথন আর্দ্র হাই, যে হাদর কথন বেদনার কাতর হইরা ভাঙা ভাঙা কথা উচ্চারণ করে নাই—যাহা সে চক্ষ্ দেখিয়াছে, সে হাদর ভাবিয়াছে তাহাতে কবিতা নাই। গীত বেদনার আর এক নাম প্রতিকা—যাহার বলে লোকে শিক্ষক হয়, যাহার তেজে লোকে শিক্ষা করে। আর যথন তাহা মানব-হাদর অধিকার করে,সেথানে রাজত্ব হাপন করে, তথন সেই বেদনাকাতর হাদর কবির, তাহার গান—কাব্য। বার্ণসের কবিতা পড়িলে যেখানে সেখানে এই গীত বেদনা দেখিতে পাই, বিদ্ধ হাদরে আর্দ্র চক্ষে ক্ষমন যুবকের বেদনা-কাতর গান শুনি। কালিডোনিয়ার বন্ধর কর্কশ প্রকৃতির চক্ষেও জল দেখি, পর্বত সন্ধ্রণ প্রদেশের নিভ্ত প্রচ্ছের শুহালীনা নির্করিণীকে কাঁদিতে দেখি, আর সেই উপভ্যকার উপলথত্তের পাশে যে ত্ই একটি ফুল ফোটে, তাহাতে ধেন মক্ষ ভূমির হাদরের রক্ত দেখিতে পাই।

সেই কালিডোনিয়ার কবি বার্ণন বে সর্ব্ধ প্রধান ভাছার কারণ তিনি ক্রমক পুত্র, নিজেও ক্রমক । পৃথিবীতে যদি কেহ কবির জীবন প্রভাহ জ্ঞাপন করে সে ক্রমক যুবা। শ্রামল ক্ষেত্র, নীল আকাশ, স্বর্গ শস্য শিখা, স্বচ্ছ জ্ঞল, আর সেই বিস্তীর্গ, ক্রীড়াশাল পবিত্র বায়্ যাহা দেবভূমির প্রান্ত ইইতে পৃথিবীর হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়, উষার মানমুখ, প্রভাতের রক্ত হানি, মধ্যাহের গরিমা, সায়াহের নিব নিব আলো আর আকাশের কোণে শুক্র তারা, যাহার জীবন প্রত্যেক দিন এই দেব সংসর্গ উপভোগ করে সে বে কবি হইবে, দে বে প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক হইয়া ষাইবে, ভাহা আর আক্রর্য্য কি ? এ ক্রথের চিত্রের সহিত হৃংথের চিত্রও আছে। আকাশে নেধ হয়, স্ব্য রৌজ্য মূর্জি ধারণ করে, শস্য শিখার সোনার হাসি মিলাইয়া যায়, জ্লল পিছল

<sup>\*</sup> Grant Duff's History of the Mahrattas, Selections from state papers Bombay, Bombay Gazetteer Poona Vol. 18, Part 2, Keene's Sketch of the History of Hindustan ইত্যাদি গ্ৰন্থ সকল অবলম্বন করিয়া, বোদারের ইতিহাস ভাগ সম্বাভ হইল।

হয়। এই স্থ ছংখ মাখা জীবন—এই আলোকে জাধার মাধা আকাশ যে হাদি কারা জড়ান ভাষার প্রকাশ পাইবে, ভাহাতে কুস্থমের জীবনে বে শক্তির পরিচয় পাই—দেই শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বার্থদ নিজে বলিয়াছেন যে যথন ভিনি অভি শিও তথন তাঁহার মনে কেমন একরকম enthusiastic idiot piety ছিল। যে মমতা, অমুরাগ, বেদনা, কাতরতা (একটা কথা দিয়া পায়েটি Piety বুঝাইতে পারি না) তাঁহার মনে জাগ্রভ ছিল, তাহার অবোধের (idiot) নিতান্ত শিওর বিচার শ্ন্য হৃদয়ের। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা নিশ্চল, মৃত ভাবে ছিল ভাহা নহে—সেই "অবোধ বেদনা" উচ্ছাসময়। শিশু বার্থসের হৃদয়ে যে উচ্ছাসময় অবোধ বেদনা দেখিতে, তাহাই তাঁহার প্রোচাবস্থার কবিতার নেথি। বার্থস চিরদিন সেই অবোধ, সংসারের জ্ঞান শ্ন্য ক্ষত্র কবি।

ক্রমকের হাদর তাঁহার কবিতার প্রত্যেক ছত্তে দেখা যায়—প্রকৃতির উপাসক, কি সংসারের একজন জীব—বে ভাবেই তাঁহাকে দেখি না কেন সেই বলীয়ান, জগতোপেক্ষী হৃদয় দেখিতে পাই। "মাহ্বই খাঁট সোনা—সব রক্ষ অবস্থাতেই, যা হোক তা হোক মাহ্ব চিরদিনই মাহ্ব।" "বে খাঁটি মাহ্ব, দে বতই গরীব হোক না কেন সে মাহ্বের মধ্যে রাজা"

"সে দিন আসিবেই আসিবে, ৰখন মাহুৰে মাহুৰে সারা পৃথিবীতে ভাই ভাই হয়ে যাবে—যা হোক তা হোক সে সম্পর্ক ঘুচিবে না।"

"সংসারী টাকা কড়ির জন্ত হাঁপাহাঁপি কোরে থাকে, সময় একটা কানা কড়িও ভাহার কপালে জোটে না। আবার যথন কিছু মেলে তথন প্রাণপণে হাত মুঠো কোরে বসে থাকে—তাহারা স্থুখ কাহাকে বলে জানে না।

"গাঁঝের আধারে আমার বৃকের কাছে বালিকাটি আমার যদি বদে থাকে—আমি আর কিছুই চাহিনে। পৃথিবী অধঃপাতে যাউক না কেন—ভাহার চিস্তা, তাহার জীবন এবং তাহার যাতনা আমার নিকট মোটেই পঁহছে না।"

বার্থদ পড়িতে পড়িতে কাহার না মনে হয় যে পাথী বেমন স্বভাবতঃ গান গায়, নদী বেমন স্বভাবতঃ ক্ল ক্ল স্বরে বহিয়া য়ায়, বাতাদ যেমন আপন মনে আকাশ বাাপিয়া থাকে, বার্থদ তেমনই ভাবে গান, তাঁহার হালয়ের স্রোভ তেমনই ভাবে বহে, তাঁহার প্রাণের ঔলার্য্য তেমনই ভাবে পৃথিবীতে প্রশস্ত। আমি পৃর্বেই গীড় বেদনার কথা বলিয়াছি। একটি ইংরাজী, প্রবাদ আছে যে Night-in-gale পাথী কাঁটার উপর বৃক্ না রাখিলে গাহিতে পারে না। Shelly ও দেই এক কথা অন্য ভায়ায় বলিয়াছেন "আমাদের মধুর গানগুলি বেদনা ভরা"। তাহা সাংসারিক ক্লেশ না হইতে পারে কিছ যাহা মানসিক উদ্বেগ পরিপূর্ণ তাহা কি বেদনা নহে? কিছ এই বিবিধ ক্লেশ যাহার ভাহার হালয়ের ভাব যে কি তাহা বার্থ্য পড়িলে ব্রিতে পারিবে। বার্ণেরের এই একটি স্বপ্ন। এটি তাঁহার জীবনের স্বপ্ন।

"একদিন রাত্রিতে নদীর কোলের কাছে লুকাইরা ছিলাম। আমার চারিদিকে ফুল, আমার পায়ের কাছে জল শ্রোত, আমার মাথার উপর, আমার গায়ের উপর গাছ, গাছের পাতা। কাককার্য্য করা আলোক আঁধার আমাকে আর্ত করিয়াছিল।"

"আমার বালিকাটি ধীরে ধীরে মাধুর্যা, কোমলতা কামনা সঙ্গে লইরা আসিতে-ছিল। প্রত্যেক স্থন্দর ভাবের সহিত আতঙ্ক (Alarm)। তাহা পূর্ণভাবে স্থন্দর বলি-য়াই স্থান্ন কোপনি কাঁপিয়া ওঠে।"

"গোলাপ ফুলের পাশে বসে কেমন মধুর ভাবে বালিকা গাহিতে লাগিল। প্রতিধানি কত আনন্দের সহিত পর্কতের লুকান হৃদয়ের ভিতর, উপত্যকার উদার প্রাণের ভিতর তাহা লইয়া যাইতে লাগিল। শেষে নিদ্রার আবেশে বালিকা চুলিয়া পড়িল। তথনও প্রণায় দেবতা তাহার কাছে তথনও কৌমার্য্য তাহার দধী।"

"গোলাপের অরণ হাসি, নলিনীর শুত্র ভাতি তাহার বর্ণের সহিত তুলনার অযোগ্য। নিজার আবেশে তাহার নিকট কম্পিত, সিহরিত প্রাণে পঁছছিলাম—একটি মাত্র চুম্ব-নের জন্য। তৃষ্ণাকুলিত নেত্রে রুক্ব নিশ্বাসে আমি নিকটে আসিলাম।"

বালিকা জাগিয়া উঠিল—তাহার মূথে বিরক্তির চিহ্ন, তাহার ভাষা কর্কশ, কঠোর। "এই কি তুমি আমাকে দমান কর—যাও এখনই আমাকে ছাড়িয়া যাও।"

"বৃদ্ধ-বেদনা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে তার ক্ষত্রকাল। নদীর স্রোত জমিয়া গেল। যুবতী কুস্থমকলিকাগুলি শুকাইয়া গেল।"

"অপদেবতা তথন চারিদিক হইতে জুটিল। বালিকার কৌমার্য্য কোণা গেল। তাহার যুবতী ভাব জীর্ণ হইল। আমি শুক্ষ কঠে বলিলাম "এক মুহর্ত অপেক্ষা কর।" কিছু বলিতে নী বলিতেই যুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

বার্ণদের কিছু বলিতে না বলিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি বলিতেন মৃত্যুই এই জীবনস্বপ্নের শেষে জাগ্রত অবস্থা!

"Twas then a blast of Janwar win,

Blew handsel in on Robin.

পৌষের শীতে, একদিন খুব ঝড় বৃষ্টি, চারিদিকে বরফ, ঘরের ভিতর খুব খোঁওয়া—
মাটির ঘরের একটি কোনে বার্ণসের জন্ম—অন্য কোনগুলিতে বাড়ীর অন্য লোক
আর হুই একটি গরু বাছুর। যথন বার্ণস মোটে দশ দিনের তথন সেই মাটির ঘর
পড়িয়া যায়। মাতার আর শিশুটির অন্য স্থানে আশ্রয় লইতে হয়। যে জীবন এরপ
অবস্থাতে আরম্ভ একইরূপ তাহার অবসান।

দীন দরিদ্র আর্ত্ত বার্ণস কুধাকাতর হইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছিল। কুধার্ত্ত কবির গানে যে তিক্ত, কটু, তীত্র ভাষা ও ভাব দেখিতে পাই—শুধুই, পৃথিবী অধঃপাতে যাক না কেন আমি বদি এক মৃহর্ত স্থপ পাই সর্বাহ্ণ বৈচিয়া যদি এক তিল আনন্দ পাই, সেই তিল আনন্দের জন্য, সে মৃহর্তের স্থাবের জন্য—যার যাক্ সবই যানে, সবই দেব; আর তার পর মৃহর্ত কুধাকাতর হইলেও, শুক্ষ কঠ হইলেও স্থাবের স্থাতি টুকু লইরা বাঁচিয়া থাকিব। এই যে ভাব—এই যে অসাংসারিক কথা বার্ণসের মুখ দিয়া বাহির হইত, তাহার হৃদরে জাগ্রত ছিল তাহার কারণ তিনি কৃষক কবি—উদার আকাশের নীচে তাহার বিহার ভূমি।

"জীবনের বন্যামোত অনম্ভ কালের জন্য শান্তির আশা পর্য্যস্ত অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে"—

বার্ণস একথা নিজের জীবন লক্ষা করিয়া বলেন নাই—কটলাণ্ডের ইতিহাস পড়িয়া, ওয়ালেসের বীরকাহিনী পড়িয়া বলিয়াছিলেন। সে জাতীয়তার স্রোত—সে জাতীয় জীবনের কথা।

নিজে যাহা কিছু শিথিয়াছিলেন, নিজের যে শক্তি ছিল, তাহারই বলে বার্ণস কবি হইয়াছিলেন।

"বোল বৎসর বয়সে কবিতা লেখার পাপ আমার প্রথম। নিতান্ত দাসের জীবন আমার। সন্ন্যাসীর অংশার শান্তি আমাদিগের জীবন আছেন্ন করিয়াছিল। আমাদের দের দেশের নিয়মান্ত্সারে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্তীলোক এইরূপে ত্ইয়ে ত্ইয়ে মাঠ ভরিয়া আমরা ধান কাটি।

"আমার কপালে একদিন যথন আমার বয়দ বোল বৎদর মাত্র—একটি বালিকা আমার দহিত কাজে জুটিয়া গেল। স্কচ্ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা দিয়া তাহার দৌল্বা বর্ণনা করিতে পারি না। She was a bonnie sweet sonsie lassie। তাহার কথা গুনিলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত—দেই বিস্তৃত আকাশের নীচে বায়ুর হিলোলে যেমন বীণার তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে। দে বড়ই স্থলর গাহিতে পারিত। তাহাকে ভাল বাদিব না কি করিয়া। আমার প্রথম কবিতা তাহার গানের ভাব, তাহার ছল, তারই নাচনার তাল। বালিকা আমাকে বলিয়াছিল যে দেই গানটি আমাদিগের গ্রামের একজন জমিদার যুবকের লিখিত। আমি ভাবিলাম কৃষক আমি কেন ওরপ গান লিখিতে পারিব না—তাহার পরই গান লিখিলাম।"

অনেক কারণে—কুধা, অশ্রদ্ধা আশ্রেশ্নাতা—অনেক কারণে বার্স ক্রমশঃ তাঁহার জীবনের পূর্ণ পবিত্রতা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন মানুষ একটি আধটি পাপের পর পূর্ণ ভাবে মানুষ হয়—সে পাপটি না করিলে যেমন তাহার জীবন অসম্পূর্ণ থাকে, সেই রূপ কবি বার্ণসের কলঙ্কের কথা, তাঁহার পাপের কথা, তাঁহার ধর্মবিরোধী ভাষা, তাঁহার সমাজ্ববিবাদী আলার বাবহার যদি না হইত, তাঁহার কবি জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। তুমি ইহা না স্বীকার করিতে পার কিন্তু একটু সহামুভূতি, মমতা

স্নেহের সহিত বার্ণদের জীবনের স্বক্থা পড়িও, তথন আমি বাহা বলিলাম তাহা নিতান্ত অমূলক অসত্য মনে হইবে না।

"আমার হাতের কলমটি পর্যান্ত কেমন স্বতঃই জানে আমার মন কিরপে, আমার চলিবার পথ কি, আমার গানের বিষয় কি। বিজ্ঞানের গান্তীর সেবক অহন্ধারের দাস, ধনব্যগ্র উন্মাদ বলিতে পারে যে সেগুলি পাপের কথা, বে ভাহা কলত্ত্বের ভাষা কিন্তু দীন দরিত ক্ষক বালক বালিকাদিগের জীবনের বল সেগুলি। তাহাদিগের প্রাণের আকুল আশা আনন্দের পূর্ণ বিকাশ সেই লুকান মিলনে, সেই অশ্রুমর বিরহে।

"তৃমি কি কুস্থম দেবীকে কুস্থমের অপেক্ষা কোমল সৌন্দর্য্য ভরা মুখখানি লইয়৷ কুস্থম চয়ণ করিতে দেখিয়াছ—তৃমি দেখ নাই।"

Vive l'amour ! Vive la bagatelle-

প্রণয়ের জয় হউক জগৎ অধঃপাতে যাক্।

রামপ্রসাদের ভাষায় মন খেলরে ডাণ্ডাগুলি। বার্ণসের প্রায়ই ঐ কথাগুলি বলিতেন।

সকলেই জানেন যে দিনকতকের মধ্যে বার্ণস জগছিখ্যাত হইলেন। সমাজের কর্তা, যাঁহারা রাজা রাণী, তাঁহারা পর্যান্ত বার্ণসের আদর ক্রিতে লাগিলেন। ক্রবক কবি সমাজে সর্কোচ্চ স্থান পাইলেন। কিন্ত "অভাব চাষাড়ে" যাবে কোথা। মধ্যে মধ্যে সমাজের আচার ব্যবহার কঠিন কর্কশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয় দাস্ত বলিয়া মনে হইত। আর অমনি বার্ণস সহরের ধনীর গৃহ ছাড়িয়া রান্তার দীনের সহিত এক চুমুক মদ এক ছিলুম তামাক থাইয়া তাহাদের স্থুখ তৃঃখের কথা, নিজের চাস বাসের কথা কহিয়া স্থুখ পাইতেন।

ক্রমশঃ সমাজৈর আঁদর ক্মিয়া মাইতে লাগিল। বার্ণদের পুঞ্জি পাটা ফ্রাইয়া গেল। দেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় বাইবার জন্য বার্ণস থেপিয়া উঠিলেন। তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। কৃষক বার্ণস আবার আইয়ার নদীর ধারে ফিরিয়া আসিলেন। আবার জগৎ সেই পুরাতন চক্ষে দেখেতে লাগিলেন।

"আমি একদিন স্থপাতে একটি ছোট ফ্ল নীহার মাখা দেখিরাছিলাম। নীহার বিশ্ব ভাবে তাহার কোমল বৃস্তটি কেমন নোয়াইয়া পড়িরাছিল। একদিনের জন্য তাহার প্রাতঃ গরিমা, তাহার নম্র সৌন্দর্য্য একদিনের জন্য আকাশ সৌরভমর করি-য়াছিল।

"আমি সেই দিনই একটি পাথী কোথা পাছের ভিতর লুকাইয়া গাহিতেছিল ভনিলাম। তাহার বুকের নীচে কাঁটা, 'তাহার পাথার উপর শীত বায়ু, কিন্তু তবুও সে বনভূমির আনন্দ বাড়াইয়া গাহিতেছিল। নীহার শিক্ত পল্লবগুলির কাণে উবার আগমন বার্তা দিতেছিল। জিনি, তুই আমার আদরের পরিত্যক্ত কন্যা, তোর প্রাতঃরশ্মি মাথিয়া আমি তোরই কাছে থাকিব। আমার সাঁঝের আধার যেন তুই আলোকিত করিস।"

"এমন শিশির মাথা ফুল নাই, যাহা নিভ্ত নির্ঝরের ধারে ফুটিয়া থাকে—এমন লুকান পাথী লুকাইয়া গাহিতে পারে না যাহাতে আমার "জিনি"কে মনে, পড়ে না।—"

এ গান গুলিতে বে কেহ, তাহার কি দীমা আছে—তাহা কি তুমি আমি আয়ত্ত করিতে পারি ?

Cotter's Saturday Night—"কুটীরবাসীর শনিবার রাত্রি" পড়িয়াছ ? তাহাতে যে গভীর ধর্মপ্রতাব আছে তাহা কি কোন হেয় কলঙ্কিত হৃদয়ের সম্ভব। কৃষক পিতা—প্রোহিতের মত ধর্মপুস্তক হস্তে ধর্ম কথা পড়িতেছেন। চারিদিকে ছেলে মেয়ে ভাই বোন। এই চিত্র স্থবিখ্যাত Holy Familyইর (দেব পরিবার) অপেক্ষা স্থলর—কারণ ইহা মাহবের ছবি—খুটি দেবসস্তান, কুমারী মেরী দেবতার মাতা।

বার্ণস পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে ছইবে কবি কি বলিতেছেন। কিন্তু যেন মনে থাকে যে তাঁহার পৌষের শীতের রাত্রিতে হুলা, তাঁহার জীবনের অবসান পৌষের শাতে, বরফের স্তপে মাঠের মধ্যে। তথন ব্ঝিতে পারিবে যে কবি বার্ণস দেবরাজ্যের কিনা, তাহার গীতবেদনাতে দেবতার মাহান্ম্য আছে কিনা।

শ্ৰীআগতোষ চৌধুরী।

### শঞ্জাব ভ্রমণ।

8

#### পেশোয়ার পথে।

কার্ত্তিক মাসে রজনী প্রভাতে আমি একদিন লাহোরে শয়া ত্যাগ করিয়া উঠিয়ছি।
মৃথ হাত ধূইতেছি এমন সময় আমি অস্পষ্ট শুনিলাম কে যেন আমায় নাম ধরিয়া
ডাকিতেছে। আমার সহসা বিশ্বাস হইল না—স্বপ্লের মত মনে হইল। কে আমায়
এ দ্র দেশে নাম ধরিয়া ডাকিবে ? তথাপি জামা টামা কিছু না পরিয়াই একটা র্যাপার
জড়াইয়া দপ্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি আমার একজন অতি
শন্মানিত বন্ধু শ্রী—দাস একখানি চৌকির উপর বিসিয়া আছেন। তিনি রাত্রে লাহোর
পৌছিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তথন ছুটি—তিনি ছুটির সময়টা পঞ্জাব দেখিয়া
বেড়াইবেন সক্ষয় করিয়া বাহির হইয়াছেন। বেড়ানটা আমার বন্ধর একটা রোগের

মধ্যে। হাইকোট বৎসরে যে হুমাস বন্ধ থাকে, তিনি প্রতি বৎসরই সে হুমাস कान विजित्रा विज्ञान । कथरना वा निःश्रल, कथरना वा मान्तास्त्र, कथरना वा वाषाह অঞ্চলে, কখনো বা পাহাড়ে। এবার পঞ্জাব দেখিতে বাহির হইয়াছেন। আমাকে আর জিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় দিলেন না; বলিলেন—"গাড়ী দাঁড়া-हेगा, हन आमारक नारहात (नथाछ।" आमता इक्रत्न मिनिया नारहात रनथिनाम। পেশোয়ার পর্যন্ত তিনি যাইবেন, আর আমাকে সঙ্গে লইরা যাইবেন—কোন মতেই ছাড়িবেন না। আমি যাঁহার চাকুরি করিতাম, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহার निक्छे इटेट बामात बना इं विहासन। शत्रिन बामाता श्रामात्रत्र पिट्न तथ-য়ানা হইলাম। যথন রেলের গাড়ীতে উঠি, তথন বেলা ১১টা । পেশোয়ার যাইতে রেলওয়ে গুজরানওয়ালা, গুজরাট, ঝিলম, রাউয়ালপিণ্ডি ও আটক্ এই কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া যায়। গুজরানওয়ালা লাহোর হইতে ৪২ মাইল উত্তর পশ্চিমে। वनिक प्रिंद्द भिणा ७ भिणामार्वत एक वान ध्रमाना वाक थानी हिन। वाक थानी वनार्व কেছ মনে করিবেন না রণজিৎসিংহের পিতা বা পিতামহ রাজা ছিলেন। তাঁহারা অতি বড় শিথ মিসিলপতি বা সন্দার ছিলেন। গুজরানওয়ালা তাঁহাদিগের প্রধান নগরী ছিল। এক অর্থে "রাজধানী"ও বলা বাইতে পারে—কেননা, শিথ মিদিল সকল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল- যুদ্ধাদির সময়ে একত্র হইত। মিসিলপতিরা কুদ্র কুদ্র রাজাই ছিলেন বটে। গুজরানওয়ালা রণজিৎসিংহের জন্মস্থান। রণজিৎসিংহের পিতা মহাসিংহের এথানে এক সমাধিমন্দির আছে। এই সমাধিমন্দিরের গুল্বেজের নীচে রণজিৎসিংহের ভক্ষাংশও আছে। বিখ্যাত শিখ-বীর হরি সিং নীলায়াও গুজরানওয়ালা নিবাসী ছিলেন। তাঁহার কেলাকে এখন দম্ভহীন করিয়া রাখা হইয়াছে। এই কেলার একটি অতি মনোহর প্রাচীন উদ্যান আছে। গুজরানওয়ালায় একটি সরোবর আছে যাহাকে শিখরা পবিত্র জ্ঞানে অত্যস্ত সম্মান করে। গুজরানওয়ালার নিকটে এমিনাবাদ নামে একটি কুদ্র সহর আছে; সেখানেও শিথদিগের একটি পুণ্য সরোবর আছে। এমিনাবাদই মোগলদের সময়ে এ প্রদেশের প্রধান সহর ও বাণিজ্য স্থান ছিল। মোগল শাসনকর্ত্তা এখানেই বাদ করিতেন। যে ছই পুন্ধরিণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগের তীরে বৎসর বৎসর মেলা হয়। গুরু নানক নাকি এমিনাবাদের পুষ্করিণীর তীরে একদা বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই জেলার চুহারকরা নামে একটি গ্রাম আছে; ক্থিত আছে গুরু নানক দেখানে পিতৃদত্ত টাকা কড়ি, যাহা তিনি পুত্রকে ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য দিয়াছিলেন, বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

গুজরানওরালা হইতে ৩০ মাইল দুরৈ শেকোপুরী নগরী। সাজিহানের পুত্র দারা শেকোর নাম হইতে এই সহরের নাম। জিহাঙ্গীরের নির্দ্মিত একটা মস্ত ভূর্গ এথানে আছে। রণজিৎ সিংহের এক প্রের্মী রাণী রাজকোঁর নাকাই এই ভূর্গেবাস করিতেন।

লাহোর দরবারে ডোগ্রাদলের বিপক্ষ ছিলেন' বলিয়া রাণী রাজকোঁর রণজিৎিসংছের অনুগ্রহ হারাইয়াছিলেন। গুনা যায় রণজিৎসিংহ রাণীর প্রাণ বধ করান। গুজুরান-ওয়ালা জেলায় টাকী বা অসারর নামক স্থানে অসংখ্য ও বহুবিস্তীর্ণ হর্ম্যাদির ভগ্না-বশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। জেনেরাল কনিক্সাম্ বলেন চৈনিক পরিব্রাজকেরা যে সেকিয়া (Tse-kia) নগরীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, টাকী সেই সেকিয়া। টাকী বা সেকিয়া এক বছবিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল – সমস্ত পঞ্চনদ সিন্ধু হইতে বিপাদা পর্যান্ত এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হোয়েন্সাঙ্গ অসারার ছই মাইল উত্তর পূর্বের একটি অশোকের স্তুপের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ঠিক সেই নির্দিষ্ট স্থানে একটি অশোক-স্তৃপের ভয়াবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরানওয়ালার আটাশ মাইল উত্তর পশ্চিমে চিনাব বা চক্রভাগা তীরে রামনগর। এই নগরের সম্মুখেই লর্ড গাফ শিথদিগের সঙ্গে এক মহাযুদ্ধে পরাঞ্জিত হন। বর্ড গাফ চাহিয়াছিলেন যে শিথ সেনানায়ক শেরসিংহ ও তাহার শিথ সেনাকে তিনি চিনাবের পরপারে তাড়াইয়া দেন। যুদ্ধ আরস্ত করিলেন—বহু দৈন্য মরিল—অবশেষে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইতে হইল। এই যুদ্ধটা ২২শে নবেম্বর ১৮৪৮ সালে হইয়াছিল। ১৩ই জাত্ময়ারি ১৮৪৯ সালে ইংরেজেরা আর একবার শেরসিংহের হস্তে পরাজিত হন-স্থামি চিশীয়ানওয়ালার যুদ্ধের কথা বলিতেছি।

গুজরানওয়ালা ও গুজরাটের মধ্যপথে উজীরাবাদ। সহরটি স্থলর। রণজিৎসিংহের একজন ইতালীয় সৈন্যাধ্যক জেনেরেল আভিটেবল (Avitable) এই সহরটি পুন-নিশ্বিত করেন। কবে প্রথম নিশ্বিত হয়, বলিতে পারি না। আভিটেবলের নিশ্বিত প্রাসাদ আজও দাড়াইয়া আছে। তাহার প্রাচীরের গায়ে শিখগুরুদিগের ছবি ফ্রেমো (Fresco) চিত্রনে চিত্রিত রহিয়াছে। উজীরাবাদ ছাড়াইলেই চিনাবের উপর রেলওয়ের সেতু। এত বড় সেতু নাকি পৃথিবীতে আর নাই। ইহা দৈর্ঘ্যে পৌনে তুই মাইল। ইহার নির্মাণে ৫০ লক্ষের উপর টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জন্ম যাত্রীরা উজীরাবাদে নামিয়া সিয়ালকোটের রাস্তায় যান। সিয়ালকোট উজীরাবাদ হইতে ২৮ মাইল উত্তর পূর্বে। ইহা পুরাকালে রাজা রসালুর রাজধানী ছিল। রাজা রসা-লুর বীরত্ব সম্বন্ধে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপকথা আছে বলা যায় না। তিনি পঞ্জাবের কিন্ধ আর্থর (King Arthur)। ১৮৫৭ সালে এখানকার দেশীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া ব্লিয়ালকোটের প্রাচীন হুর্গ দালোয়ান আক্রমণ করে। রাজা তেজ্পদিংহ কর্তৃক নির্দ্ধিত একটি স্থন্দর মন্দির এখানে আছে। তবে সিয়ালকোটের সর্বা-<sup>পেক্ষা</sup> প্রসিদ্ধ স্থান বাবা বা শুরু নানকের মন্দির। <sup>°</sup> বছসংখ্যক শিথ এই মন্দির দেখি-<sup>বার</sup> জন্য সিয়ালকোটে আসে। এখানে বৎসর বৎসর একটা বড় রকমের মেলা <sup>হয়।</sup> সিয়ালকোটে অনেক কাগজ তৈরার হয়। আর এখানকার কোষ্টগরি শিল্প অভি

প্রাসিদ্ধ। সিয়ালকোটের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে জন্ম। জন্ম, যদিও বাহাকে আমরা কাশ্মীর বলি তাহার বাহিরে, কাশ্মীরের রাজধানী বটে। কাশ্মীরের মহারাজা প্রায় সমস্ত বৎসরই জন্মতে কাটান। জন্ম তাভী নদীর তারে অবস্থিত। ছর্গ ও প্রাসাদ তাভীর তারে—দেখিতে বড় স্থনর। জন্ম একদা একটি রাজপুত রাজ্যের রাজধানী ছিল। আনে পাশে অনেক দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া বায়।

উজীরাবাদের পরে গুজরাট। গুজরাটে শিধদিগের সর্কনাশ হয়। এথানে লর্ড গাফ শিথ-সিংহ শেরসিংহকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরেই পঞ্জাব ইংরেজের হাতে আদে। এই যুদ্ধেই শিথ-রাজ্য ও শিথ-স্বাধীনতা ধ্বংস হয়। পঞ্জাবে চুহাসাহী বলিয়া এক শ্রেণীর ফকীর আছে। তাহাদিগকে দেখিলে অত্যস্ত দ্বণা ও দয়ার উদ্রেক হয়। ইহাদিগের মাথা একেবারে চ্যাপটা, আর নাক মুখ অতিশয় সরু—দেখিতে অতি घुगाञ्चनक ও कर्गाकात। ইशात्रा अवक्राद्य मानिषक मिक्किशीन (Idiot)। ইशात्रा যে এরকম বীভৎসক্রপ বা নির্মান্তিক হইরা জন্মগ্রহণ করে, এমন নয়—এই গুজরাট জেলায় চুহাদাহী ফকার তৈয়ার করা হয়। বাহাদিগকে এই ফকীর শ্রেণীভূক্ত করিজে হইবে, তাহাদিগকে শৈশবে এই অপরপ রূপ করা হয়। মাথা চাপিয়া চাপিয়া চ্যাপটা করা হয়; নাক মুখ টানিয়া টানিয়া সরু করা হয়। মাণাও মুখ এই বিক্ত গঠন পাইতে পাইতে মন্তিক একেবারে নই হইরা যায়। ইহারা মুসলমান পবিত্রাস্থা পীর मा (मोनात ककोत। ইशमिरानत मूथ চুश वा रेन्ट्रतत मछ अपनको। (मथिए रहा विनिहा ইহারা চুহাদাহী আখ্যা পাইয়াছে। ধর্মের নামে কত বীভংস, কত নিষ্ঠুর কার্য্যই পৃথিবীতে হইতেছে। ধর্ম ! তোমার তত্ত্ব সত্য সতাই গুহায় নিহত রহিয়াছে। গুজ-রাটে এক রকম অতি স্থার চামড়া (Leather) প্রস্তুত হয়—প্রায় বৈলাতিক চামড়ার সমতুলা। গুজরাট ও দিয়ালকোট. কোষ্টগরি নামক স্থন্দর শিলের জন্য বিখ্যাত। ইম্পাতের (Steel) ধ্বিনিদের উপরে প্রথমে ইম্পাতের স্ট দিয়া লভা পাতা আঁকা হয়। স্ট যে রেখা অন্ধিত করে, তাহা এতট। গভার হয় যে তাহাতে স্কাষর্ ভার বসান যায়। স্বর্ণ-তার স্ট্রের স্থাকা শতা পাতাগুলির গায়ে পিটাইয়া বসান হয়। তার পর লতা পাতান্ধিত ইম্পাতের জিনিদ আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। পুনরায় স্থাবার স্বর্ণ-তার পিটাইয়া ভাল করিয়া বসান হয়। এক রকম সাদা সচ্চিত্র পাথর দিয়া তার পর ইম্পাত পৃষ্ঠকে ঘদিয়া উজ্জ্বন করা হয়। এই কোক্টগরি কাজ অতি হ্রন্দর। এই কাজ পেয়ালা, চিত্রণী, ক্রচ্, বালা প্রভৃতির উপর করা হয়। যখন পঞ্জাব স্বাধীন ছিল, তথন এই কাজ তরবারি, বর্ম, শিরস্তাণ প্রভৃতির উপরে করা হইত। .

গুজরাটের পর বার মাইল দুরে লালামূসা ষ্টেশন। এথান হইতে একটি শাথা লাইন পিগু দাদনথাঁ গিরাছে। পিগু দাদনখাঁর সন্ধিকটে স্থবিস্তৃত লবণের ধনি (Salt mines)। যে পর্বতশ্রেণী হইতে লবণরাশি পাওয়া বার, তাহার উচ্চতা ৩৫. - ফুট। ঝিলম বা বিভন্তার উত্তর তীরে এই পর্মত শ্রেণী। এক এক স্থানে এক একটা শুঙ্গ একেবারে বেন ৫০০। ৬০০ ফুট লাফাইরা উঠিরাছে। এই পর্বতশ্রেণীতে অনেক স্রোতস্বতী আছে, কিন্তু তাহাদের ত্বল এত লবণাক্ত যে বেণান দিয়া তাহারা বহিয়া গিয়াছে. সেধানে শস্যাদির উপকার না হইয়া অপকার হইয়াছে। এই• পর্বত শ্রেণীর মধ্যে একটি উচ্চ উর্বার ভূমি আছে। তাহার মধ্যস্থলে কালাকাহার নামে একটি त्रभगीत इत। এই পর্বতশ্রেণীতে লবণ শিলাকারে (Solid rock) পাওরা যার. পৃথিবীতে এত বড় লবণ খনি নাকি আর নাই। এক সময়ে পিগুদাদনখাঁ জেলার বছ লোকের বসতি ছিল। প্রকাপ্ত প্রকাপ্ত নগর, তুর্গ ও মন্দিরাদির ভগাবশেষ সর্ববিট দেখিতে পাওয়া যায়। দারাপুরের জাঁজুয়াদের স্থবিস্তৃত নগর, গুরজকের প্রকাণ্ড প্রাচীর আজও দাঁড়াইয়া আছে। বাধামওয়ালার মন্দির ও তুর্গ, স্থলভি ও চেছয়ার মনোহর উদ্যান, কুশক ও ছলুরের প্রাচীন ছর্গ এক একটা উচ্চ পর্বত-শুকোপরে দাঁড়াইয়া। জাঁজুয়াদের শেব স্থলতানকে এই কুশক ছুর্গেই রণজিৎ সিংহ পরাজিত करतन। ছत्र मात्र कान जिनि এই वर्ग विदेश कित्रिया हिल्लन-क्लाजांव इटेल स्नुनजान আত্মসমর্পণ করেন। লালামুসা হইতে ২১ মাইল দুরে বিখ্যাত চিলীয়ানওয়ালার युक्तत्क्व। हिनीत्रान ध्वानावर निकटि त्राक्तात्र माहा त्रस्नीत अक्षकात्र आवत्रात ঝিলম পার হইয়া পুরুরাজের (Porus) সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। हेशंबर निकटि विजय-मृति ब्रकार्थ रमरकम्बमारा निकीमा नारम नगंबी मरन्त्राभन করেন। নিকীয়া এখন মঙ্গ নামে খ্যাত। মিয়ানীর যুদ্ধকেত্র পিগুলাদনখাঁর অতি নিকটে—ঝিলমের পরপারে। স্যার্ চার্ল্ নেপিয়র্ এখানে ১৮৪৩ সালে তাল-পুর বংশীর সিদ্ধুদেশের শীর রস্তম ও আগীমুরাদকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধেই **দিকু দেশের স্বাধীনতা লোপ পায়। পিগু দাদন খাঁ, ইইতে ১৬ মাইল দুর্বে পর্কত শ্রেণীর** উত্তরে কটাদের পুণালোত। কটাস এক অতি প্রদিদ্ধ তীর্ধ। কথিত আছে, পাগল শিবঠাকুর সতী মুত্যুতে এখানে এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার চোখের करन चाक्रमीरत शुक्त ଓ क्लारम क्लांक मरतावरतत रही हत। श्रीक वरमत वर्शान সহত্র সহত্র লোক পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসে। পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে বিখ্যাত সতি ঘড়া বা সপ্তমন্দির। লোককথা এই বে পাওব ভাতারা এই মন্দিরগুলি নির্দাণ করিয়া-ছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে চৈনিক পরিত্রাজক ই্রেন সাক যে সিংহপুর त्रात्मात्र छेत्त्रथ कतित्रा त्रियात्हन, कठाम जारात्रहे त्राक्यांनी हिन। कठाम हरेट अक মাইল দুরে সৈদানা সাহের মন্দির—এথানে লক্ষাধিক সুসলমান মেলাতে একতিত হয়। क्टोंग इहेट्ड >२ माहेन निक्न-शृद्ध क्राव्यक्टि खाँठ लाहीन मनित्र खाहि। जाहीनित्रत বয়স অন্যূন হু হাজার বৎসর হইবে। এই সন্দিরগুলিতে অমিশ্র আয়োনিক বা গ্রীকো ইণ্ডীয়ান ক্তম্ভ দেখিতে পাওৱা যায়। লবণ পর্কতশ্রেণীতে যোগাটিলা বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ইহা অতি পবিত্র স্থান। হিন্দু সন্যাসীরা নানা দেশ হইতে এখানে আসে।

সন্ধ্যার সময় আমাদের গাড়ী ঝিলম ষ্টেশনে পৌছিল। এটা ডিনারের জায়গা। আমরা এখানে যথাবিধি অথবা যথা-অবিধি—কেন না ছিল্পুর পক্ষে রেলওয়ে হোটেলে খাওয়া বিশেষ বিধি-সন্মত নয়—উদরের সেবা করিলাম। ঝিলমের নিকটে সেকেলর সাহা তাঁহার যুদ্ধ জাহাজ বা নৌশ্রেণী রচনা করেন। জালালপুরের নিকটে পর্বত গায়ে একটা খোদা রাস্তা আছে—লোক বলে সেটা সেকেলর সাহা তাঁহার সেনার জত্যে পথ করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। সেকেলর সাহার বিখ্যাত অথ বুকেফেলসের সমাধিও নাকি জালালপুরের নিকটেই হইয়াছিল। এখানে সেকেলর একটি নগরী নির্মাণ করিয়া তাহার নাম বুকেফেলাস রাখেন।

ঝিলম হইতে রাউয়ালপিণ্ডির পথে রাত কাটাইলাম। পর দিন বেলা দশটার সময় রাউয়ালপিণ্ডি পৌছিলাম। রাউলপিণ্ডি হইতে মারি পাহাড়ে যাইতে হয়—মারি এখান হইতে ২০ মাইল। কাশীরে যাইবারও এখান হইতেই সর্কাণেকা স্থগম পথ। ঘরুর জাতীয় রাউয়াল খাঁ রাউলপিণ্ডি সংস্থাপন করেন। জেনেরেল কনিংহাম বলেন খুঠের পূর্ব্বে ভটিজাতির রাজধানী গাজিপুর এখানেই সংস্থিত ছিল। এখানে একটি বৌদ্ধ স্তৃপ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া জেলখানা নিশ্বাণ করা হইয়াছে। চতুর্দশ শতান্দীতে রাউয়ালপিণ্ডির নাম ফতেপুর বাওরি ছিল। রাউয়ালপিণ্ডি এখন খুব বড় সেনানিবেশ। তক্ষক বংশীয়েরা এই জেলার আদিম নিবাসী। সেকেন্দর সাহের সময়ে তক্ষশীলা (Taxila) মন্ত বড় সহর ছিল। সেকেন্দর সাহা চলিয়া গেলে ন্যুনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে তক্ষকেরা মগধ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। পঞ্চাবের পশ্চিম সীমা পর্যান্ত তঞ্চন মগধ গ্রাকা বিন্তুত ছিল। অশোক এই বিজ্ঞােছ দমন করেন। এই জেলায় বৌদ্ধ মন্দিরাদির ভগাবশেষ সর্বব্রেই দৃষ্ট হয়। আমরা রাউয়ালপিণ্ডিতে একটা হোটেলে ছিলাম। ক্লাঁউরালপিগুড়ে আমার লাহোরের পরিচিত একজন অতি প্রির देनि चि चि चार्च्या लाक । देशंत्र श्रामी श्राह, मठानिष्ठी, कर्द्धराभन्नाव्यक चमामाना । রাউরালপিভিতে যা কিছু ভাল কাজ-সকলেরই প্রাণ ইনি। এখানে একটি লোকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচর হয়। তিনি এখন আমার একজন অতি প্রিয় বছু। তাঁহার হদর দ্বীলোকের মত কোমল, মন শিশুর মঠ সরল ও প্রাণ কবিতা ও স্থপ্লে ডোবা। তাঁহাকে কেহ ভাল না যাসিয়া থাকিতে পারে না।

আমর। রাউরালপিণ্ডী হইতে রাত ৯ টার সমর রওয়ানা হইলাম। আমরা পেশোয়ার বাইব। আটক পর্যস্ত রেল আছে, তার পরে আর রেল নাই। আটক হইতে পেশোয়ার ৪৫ মাইল। এই ৪৫ মাইল রাত্রিতে বোড়ার গাড়ীতে বাইতে হইবে। আটকে সিদ্ধু পার হইলেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আফগান ভূমিতে প্রবেশ করিলাম। পেশোরার ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে বলিয়া আর ম্যাপ্কর্তাগণ উত্তর পশ্চিম কোণে লাল রেখাটা পেশোরার ছাড়াইয়া টানিয়াছেন বলিয়া পেশোয়ার ভারত্বর্বে। আসলে পেশোয়ারের দক্ষে ভারতবর্ষের কিছুই মিলে না। সিদ্ধু পার ছইলেই ভারত ছाড़ा रहेगात्र। निक् भात रहेरगरे य पिरक ठाउन भागान प्रिचित, य पिरक छनिरव পर्डे अनित्व । **এই आक्त्शान अमिन निवा बाजिल्ड र्वाड़ांब शाड़ी** एंड वाहेल्ड हहेत्व। আমাদের গাড়ীতে একটা সাহেব ছিন। সে আমাদিগকে ভরে অস্থির করিতে বধা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কবে ভাহাকে ভাকাতে ধরিরাছিল, কবে ভাহাকে ডাকাত লুটিয়া নিয়াছিল, কল্লিভ বা সভ্য সে দৰ কাহিনী আমাদিগকে ওনাইতে লাগিল। কিন্তু আমরা তেমন লোক নয়। ভয় পাইয়া কি বীর বাঙ্গালীর নাম হাদইব ? আমরা নির্ভয়ে আটক অভিমুপে চলিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সাহেবটার সঙ্গে অনেক-গুলি—৫।৭ **হাজার টাকা ছিল, আ**ার সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল। এ সব দেখিয়াও যে সে রাত্রিতেই আটক হইতে বোড়ার গাড়ীতে পেশোয়ার যাত্রার সঙ্কল পরিত্যাগ করি নাই, তার জন্যে কি আমরা একটা V. C. পাইতে পারি না ? আমরা আটক চলিলাম। কালাকা সরাই 'নামে পথে একটা ষ্টেশন আছে। ইহার সন্নিকটে তক্ষশীলা নগরীর ভগাবশেষ। তাহার বর্ত্তমান নাম সাহডেরি। রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল উত্তর-পূর্বের প্রকাণ্ড নগরীর ভগাবশেষ। ৫৫টা বৌদ্ধ স্তৃপের চিহু আজও দেখা যায়। সেকেন্দর সাহা তক্ষশীলায় তাঁহার সেনা লইয়া তিন দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন— তকশীলাপতির আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালাকা সরাই হইতে ৩ মাইল দূরে জেনেরল নিকল্সনের স্বৃতি রক্ষার্থে নির্মিত একটি জলাশর আছে। নিফল্সন ১৮৫৭ সালে দিল্লীর যুদ্ধে মৃত্যুমুধে পতিত হন। তিনি একজন মহাবীর ও অতি মহাজন ছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা **তাঁহাকে** এত ভালবাসিত যে তাহারা তাঁহাকে "নিকলসিংহ" বলিয়া ডাকিত। নিকল্সনের **জীবদশা**য়ই তাঁহার একদল উপাসক জন্ম গ্রহণ করে। নিকল্সন **জনকতক উপাসককে চাবুক মারিয়া তাঁ**হার উপাসনা রোগ মুক্ত করিতে চেটা পান। আৰু পৰ্যান্ত তাঁহার সৈন্যেরা অনেকে দিল্লীতে তাঁহার সমাধি দেখিতে আদে। নিকল্সনের মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়া পঞ্চাবে কত গ্রাম্য-গীতি রচিত <mark>হইয়াছে। কালাকা সরাই ছা</mark>ড়াইলে হাসান আবদাল্ ঔেশন। বিখ্যাত মু<sup>স্ন্</sup>মান পীর হাসান **আবদালের** এখানে মন্দির আছে বলিয়া ইহার নাম হাসান আব-দাল। শিশ্বরা ইহাকে পাঞ্জা সাহেব বলে। হাসাল আবদালে শিথদের ধর্মশালায় যে পুকুর আছে, গুরু নানক নাকি তাহার তীরে আপনার হাতের পাঁচ আঙ্গুলের চিহু রাধিয়া গিয়াছেন—তাই পাঞ্চা সাহেব নাম। হাসান আবদালের চতুর্দিকেই বিলুপ্ত <sup>নিগরের</sup> ভগ্নাবশেষ। আর্দ্রণিগুর প্রেমের কবি টমাস মূরর হাসান আবদাল দিলীর

সমাটদিগের কামার পথে বিশ্রাম হান বলিরা উল্লেখ করিরাছেন। এখানে জিহা-দীর তাঁহার প্রেরদী মহিবী অভুলারপদী (অনুপ্রাসটা পাঠক মাপ করিবেন) ভূবনা-লোক (নুরজিহান) কে লইয়৷ বেড়াইতেন—এখানে প্রণয়পীড়িতা লালারুথ বুথানার সিংহাসন ছাড়িয়াও ফর্মেরোন্সের প্রণম্ব পাইলে অনম্ভ স্থাধ জীবন কাটাইতে পারিত। হাসান আবদাল হইতে ছই মাইল দুৱে ওছা নামক গ্রাম। মুম্বর তাহার বর্ণন। করি-ब्राष्ट्रिन । এक्षे कूज উन्तारन अथारन ब्याकवरत्रत्र स्थिवनी महिवीत्र नमाधिमन्तित्र আছে। রাত একটার সময় আমরা আটকে পৌছিলাম। আটক সিদ্ধুর পূর্ব্ব তীরে व्यविष्ठ। व्याप्टिकत मन्त्र्यारे कांत्र ननी व्यापित्रा मिक्कत महिल मिनिल स्टेनाट्स। স্থিলন স্থানের নীচে ক্মালীয়া আর জালালীয়া নামে ছটা প্রকাণ্ড শৈল সক হইয়া নদীগর্ভে আসিরা বেন নাক বাড়াইরা রহিরাছে। পীর রোশান নামে এক জন মুসল-মান ধর্মসংস্কারক বোড়শ শতান্দীর মধ্যভাগে এক নৃতন মুসলমান সম্প্রদায় স্ষ্ট করেন। কোরাণকে তিনি অভ্রাস্ত ঐশবিক গ্রন্থ বিদয়া মানিতেন না। একমাত্র ঈশব আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই, তাঁহার কোন বাহিক পূজার প্রয়োজন নাই, এই তাঁহার ধর্মমত। তাঁহার জালালউদ্দীন ও কমালউদ্দীন নামে হই পুত ছিল। তাহাদিগের নামে শৈল ছটার নাম হইয়াছে। এই শৈল ছটার আঘাত লাগিয়া, আর তাহাদের আশে পাশে যে ভয়ানক ঘূর্ণা জল আছে, তাহাতে পড়িয়া অনেক নৌকা ও প্রাণী নষ্ট হয়। পীর রোশানের মতে দেরপ বহু লোকের আত্মা নষ্ট হইত মনে করিয়া গোঁড়া মুসলমানেরা এই শৈল ছটার তাঁহার ছই পুত্রের নামে নাম রাথিয়াছে। আটকে একটি স্বস্তি ছুৰ্গ আছে। আক্ষর বাদশাহা ১৫৮৩ সালে উহা নির্মাণ করেন। আটকে দিল্প হিমালয়-কলর হইতে ভারতকেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ছই তীরে পাহাড় –মনে হয় সমস্তই পাহাড় ছিল, দিল্প তাহা ভেদ করিয়া রাস্তা করিয়া বাহির হইরাছেন। সিন্ধুতীরে পা্হাড়ের শিরে আটকের ছুর্গ। ছুর্গে দাঁড়াইয়া সিন্ধুর দুশ্য দেখিতে বড় স্থন্দর। পাহাড় ভেদ করিয়া সিদ্ধু তর্জন গর্জন করিয়া চলিয়াছে। এ আমাদের দেশী নদী নয়-সমভূমিতে হেলিতে ছলিতে, হাসিতে খেলিতে খেলিতে বহিতেছে না। পর্বত-শৃঙ্গ-লঙ্গিনী, পর্বত-ছানয়-বিদারিণীর যে রক্ম গতি, সিদ্ধুর এখানে সে রকম গতি। জল তীরবেগে ফেনিয়া, খনিয়া, গর্জিয়া চলিয়াছে। আমরা যথন দির্ নোনেতুর উপর দিরা পার হই, তথন চাঁদের আলোতে দিকু উন্মাদিনীর মত ছুটিতেছে। শ্ৰীশীতলাকান্ত চটোপাধ্যায়।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থ্রীম কোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব সংখ্যার, হেষ্টিংসের নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিত্র সহন্ধে মতামত "আমরা গুপ্তমন্ত্রণা সভার মন্তব্য হইতে উদ্ভ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। মন্তব্যটি সভার গোপনীর কার্যস্থলে লিখিত ও এক মাত্র Official Record বলিয়া ইছার শুরুত্ব ও দায়িত্ব অভিশয় অধিক। স্থতরাং ইছা হইতে এই প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে—হেষ্টিংসের মতে নন্দকুমার (তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার পূর্ব্বে) এক জন বিখাসী ও প্রভ্ভক রাজ কর্মচারী ছিলেন। তিনি শুরুদাসের নবাব সরকারে নিয়োগ সহক্ষে তর্ক স্থলে আরও বলিয়াছেন "নন্দকুমার তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর কার্য্যশুলি যে প্রকার দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সহিত করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল কার্য্য করিতে তাঁহার যেমন নিম্নলম্ব স্থাতি লাভ হইয়াছে, অন্য প্রভুর নারা নিয়োলত হইলে তিনি যে সেই বিশ্বাসের অপচয় করিবেন না—ইছা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নবাব সরকারে তিনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, কোম্পানীর কার্য্যেও যে ঠিক্ তজ্ঞপ দেখাইবেন, এ সহদ্ধে আমি কোন ছিধামত করি না।" যাহা হউক এ সমস্ত ঘটনা হইতে নির্ব্বিবাদে প্রমাণ হয় যে, হেষ্টিংস নন্দকুমারকে সেই সময়ে একজন বিশুদ্ধ প্রকৃতির উচ্চদরের রাজ পুরুব বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

হেষ্টিংস যে সময়ে নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য লেখন, সেই সময়ে সবেমাত্র মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। এ কার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্যের কি প্রকার আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাহা আমরা পুর্কেই বলিয়াছি। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বছকাল ব্যাপী বিচারের পর হেষ্টিংস মহম্মদরেজাখাঁর অপরাধগুলি সম্যকরূপে প্রমাণ করিতে না পারিয়াই হউক, বা অন্য কোন গৃঢ় কারণেই হউক—তাহাকে অব্যাহতি দেন। এই সময়ে মার্চ্চমাসে তিনি তাহার কোন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তাহার একস্থলে লিখিয়াছিলেন—"নন্দকুমারের চরিত্র অতি কলুবিত ও কালিমাময়। দয়া, ক্রতজ্ঞতা ছারাও এই ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।'' ইহার পর মহম্মদ রেজাখাঁর অভিযোগের এক স্থবিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া তিনি ডাইরেক্টারদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই রিপোর্টে মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের সমস্ত কাহিনী, ও নন্দকুমারের দোবে তাহার (রেজাখাঁর) অপরাধ-প্রমাণ ব্যর্থতা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান হইল। নন্দকুমারের দোবেই বে মহম্মদ রেজাখাঁর অপরাধ প্রমাণ হইল না ও তিনি নিজে যে এ বিষরে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন—এই প্রকার নানা কথায় তাহার নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া হেষ্টিংস উপরওয়ালাদিগের নিকট বাহাছরি লইলেন।

মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের এই প্রকার কপট ব্যবহারে যে মন্দ্রাস্থিক গীড়া পাই-লেন, তাহা বলা বাছলা। তিনি নিজে মনে মনে বেশ জানিতেন—মহম্মদ রেঞাখাঁর অপরাধ প্রমাণ বিষয়ে তাঁহার পকে কোন ক্রটি হয় নাই। যে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তাঁহার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইবে, যে কার্য্য দারা তাঁহার চির-সঞ্চিত উচ্চ আশা সাফল্য লাভ করিবে, যে কার্য্য দারা তিনি প্রতিদ্বন্দীকে পরাভূত করিয়া জয়ত্রী লাভ করিতে পারিলে দেশের লোকে তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় স্থী হইবে, এক কথায় যে কার্য্যের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ স্থুণ, ছঃখ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি সমস্তই নির্ভর করিতেছিল, সে কার্য্যে যে তিনি ইচ্ছা করিয়া শৈথিলা প্রদর্শন করি-বেন—ইহা আমাদের কোন মতেই বিশাস হর না। যাহাই হউক মহারাজা নলকুমার কার্য্য শেষে হেষ্টিংসের এই প্রকার কপট ও অমাত্মিক ব্যবহারে অতিশয় ব্যথিত হইলেন—নিরাশার সহিত প্রতিহিংসা আসিয়া তাঁহার মন:ক্ষেত্রে দেখা দিল। নন্দ-কুমারের আশা দফল করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণ করা দূরে থাক্, হেষ্টিংস সময় পাইয়া— এই কার্য্যের সমস্ত দোষ ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন-পুরন্ধার দূরে রহিল, স্থাতি দূরে রহিল—হেষ্টিংস তাঁহার দোষের কথা চারিদিকে রটাইতে লাগিলেন। মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের এই প্রকার নীচ ব্যবহারের ও কপটাচরণের প্রতি-শোধ লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তথন প্রকৃত স্থােগ না ঘটাতে তাহার অপেকা করিতে লাগিলেন। এ স্থযোগ যে পরে ঘটয়াছিল, পাঠক তাহা নিমে দেখিতে পাই-বেন।

হেটিংস এই সময়ে নলকুমারকে "অক্তজ্ঞ" "হুশ্চরিত্র" ইত্যাদি নানা শব্দে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি নূলকুমারের সম্বন্ধে মহম্মদ রেজার্থার বিচারের পর যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকে অক্তজ্ঞ বলিয়া বোধ হয় ? নলকুমারের নিকট হেটিংস তাঁহার শাসন কালের প্রথম হইতে এই সময় পর্যান্ত নানাবিধ ছ্রাহ বিষয়ে সহায়তা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তজ্জন্য ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার সহিত যথেষ্ট অভদ্র ব্যবহার করিলেন—ইহাই কি ক্রতজ্ঞতা প্রদর্শন ? ইহাই কি সচ্চরিত্রের কার্যা? এই প্রকার ব্যবহারেই কি হেটিংস সাহেব আপনাকে ক্রতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন ? আমাদের ক্র্ম্ম বৃদ্ধিতে ত এসমন্ত কথা ভাল করিয়া বৃনিতে সাহস হয় না। আশ্বর্যের বিষয় এই, তিনি নলকুমারকে এই সময় হইতে "কাল সর্প" "অক্রতজ্ঞ" "তৃশ্চরিত্র" প্রভৃতি নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন—কিন্তু নলকুমার যে কোন্ সময়ে তাঁহার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস্ট হন নাই। কেবল কলুমিত মনোর্তিদিগের উত্তেজনায়, গায়ের জালা মিটাইবার জন্য তিনি এই প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। হেটিংসের ১৭ ২ থুঃ অকের জুলাই মানের মন্তব্যর কথা এই সময়ে

ভাবিলে তাঁহাকেই মিথ্যবাদী, চঞ্চল প্রাকৃতি, ও ক্ষীণমনা বলিয়া সন্দেহ করিতে আমাদের মন অগ্রসর হয়।

এস্থলে একটা কথা উঠিতে পারে—ছেষ্টিংদ নন্দকুমারের পুত্র কুমার গুরুদাদকে নবাব সরকারের দেওয়ানী প্রদান করিয়া ত তাঁহার ক্রতজ্ঞতা-ঋণ হইতে অনেকাংখে মুক্ত হইয়াছেন—এই ঘটন। ধরিলে ত হেষ্টিংসকে অক্কতজ্ঞ ও কপট ব্যবহারী বলিয়া দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। একথার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ्र्ष्टिः म त्य ममत्त्र **अक्लामत्क** नवाव मत्रकात्त्र नित्यां भ कत्रिवाहित्तन, त्महे ममत्त्र महत्त्वन রেজার্থার বিচার সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজা নলকুমার তথন স্বেমাত্র হেষ্টিং-দের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। স্থতরাং অভীপ্সিত কার্য্য শেষ হইবার পূর্বে গুরুদাসকে নবাব সরকারে নিযুক্ত করিয়া নক্তুমারকে পুরস্কৃত করা এ সময়ে নিতান্ত অসম্ভব। কার্যা শেষ না হইলে কোন বিজ্ঞলোকে ছই বৎসর পূর্ব্বে তাহার পারিশ্র-মিক বা পুরস্কার দিয়া থাকে ? অন্য কোন লোকের পক্ষে এই প্রকার সম্ভব হটলেও হেষ্টিংসের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের পক্ষে যে এ প্রকার কার্য্য নিতান্ত অসম্ভব, ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবে গুরুদাদের নবাব সরকারে নিয়োগের প্রকৃত কারণ কি ? ইহার হুই তিন্টী কারণ আছে ৷ প্রথমটী এই—নবাবের দেই নাবাল-কাবস্থায় নিজামতের কার্য্যের বড়ই বিশৃত্থলা হইয়া উঠিয়া ছিল। বিশেষতঃ মহন্দ্রদ রেজাথাঁ বন্দী হইয়া পর্য্যস্ত নিজামতের সকল কার্য্যেই অতিশয় বিশৃত্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস এই বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য নিজামতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিদঙ্গত বিবেচনা করিলেন। এই কারণেই মণিবেগমকে নবাবের রক্ষরিতী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু মণিবেগম কিছু ছুক্সহ রাজকার্য্য চালাইতে পারিবেন না—স্থতরাং কুমার গুরুদাদকে নিজামতের দেওয়ানী দেওয়া হইল। মহমাদ রেজাখা, রাজা দেতাব রায় ও মহারাজা নন্দকুমার ভিন্ন সেই সময়ে দেশের মধ্যে আর কেহই এই কার্য্যের উপযুক্ত ছিলেন না। ই হাদের তিনজনকে লইয়াই তথন কাজ চলিতেছিল,স্থতরাং এ তিন জনকে সে সময়ে নিজামতের কার্য্যে নিযুক্ত করা অসম্ভব —এই জন্য কুমার গুরুদাসকে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত হইল। গুরুদাদের নিয়োগে প্রকারাস্তরে নন্দকুমারেরই সহায়তা ণাভ হইবে, ইহাই হেষ্টিংসের ধারণা হইল। ইহা ভিন্ন এ কার্য্যের আর একটী কারণ ছিল, \* তাহা মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার অভিযোগ-পত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। यদি

<sup>\*</sup> হেষ্টিংসের নিম্ন লিখিত পত্রথানি দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে তিনি কাজে কথায় কত দূর মিল রাখিতেন ও নলকুমারের সহিত কতদ্র কুব্যবহার করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি নলকুমারকে বাহিরে স্থ্যাতি করিতেছেন —সেই মৃহর্ত্তেই বা তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মনোমধ্যে সেই বাহ্যিক ভাবের বিপরীত ভাব বর্ত্তমান। তিনি

উৎকোচ গ্রহণের কথা সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে তাহাও কুমার গুরুদাসের নিয়োগের একটা অন্যতম কারণ বলিতে হইবে। যাহা হউক এই নিয়োগ কার্য্যাসময়ে কৌন্সিলের সদস্যগণ নলক্মারের পুত্রের নিয়োগ সম্বন্ধে হেটিংসের সহিত যথেষ্ট প্রতিদোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে হেটিংস তাহা আদৌ গ্রাহ্য না করিয়া নলকুমারকে অতিশয় প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ মস্তব্য লেখেন। এ মস্তব্যের কথা আনেকবাব বলা হইয়াছে, স্ত্তরাং এন্থলে পুনরুল্লেখ নিপ্রাক্ষন। গুরুদাসের নিয়োগ সময়ে হেটিংস যে কোন প্রকার উৎকোচ লইয়াছিলেন, তদ্বিয়য় আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। মহারাজার অভিযোগ পত্র হইতে এমন কি হেটিংসের নিজপত্র হইতেই ইহার কতকটা আভাস পাওয়া বাইতে পারে। গুরুদাসের নিয়োগের পর তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু Duprè কে বিলাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিতেছেন, গুরুদাসের নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার গোপনীয় উদ্দেশ্য ছিল।

প্রকাশ্যরপে রাজকর্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার যে কি গুপ্ত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, ইহা ত আমরা ব্ঝিতে পারিলাম না। রাজকার্য্য সম্বন্ধে বা রাজকর্মচারা নিয়োগ সম্বন্ধে সমস্ত গোপনীয় কথা তিনি মন্ত্রণ:সভায় প্রকাশ করিয়া বলিতে বিশেষ বাধ্য, কিন্তু তাহাও করেন নাই। হেষ্টিংসের এই পত্র দেখিয়া স্থামাদের মনে স্বতঃই এক সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি উৎকোচ লইয়া কুমার গুরুদাসকে নিজানতের নায়েব দেওয়ান নিয়্ক করিয়াছিলেন।

কুমার গুরুদাসও রাজ সরকারে নিয়োজিত হইলেন, হেষ্টিংসও ডবল গবর্ণমেন্ট উঠাইয়া দিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে সংযত করিয়া কোম্পানীর রাজত্বের একছ্তা অধি-পতি হইলেন। মহম্মদ রেজাঝার বিচার শেষ হইলে তিনি অব্যাহতি পাইলেন। রাজা সেতাব রায়কে পুর্বেই প্রমাণাদি লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। † ইহার পর নন্দ-

গুরুদাদের নিয়োগ সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছেন, তাহা হইতে এই কথা বুঝাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"The appointment of Rajah Gurdas was not so well approved of his father who did us many ill offices in the time of Mirjaffer; and when I was in Bengal before, I rejected every offer of reconciliation with him. I still dislike him although I countenance and employ him. I had secret motives in addition to these which I have assigned for the promotion of his son. I can not relate them but the latter are alone in my judgment, sufficient to justify my choice. The arguments which were urged against the proposal have great force?"

Vide—Hastings to Joshias Duprè—Dated, Fort William 16th Jan. 1773.
† রাজা সেতাব রায়কে ধরিতে Court of Directorদিশের আদেশ ছিল না।
তত্ত্বাচ হেষ্টিংস তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় আনান। রাজা সেতাব রায়ও

কুমারের আয়াসসাধ্য কাথ্যের পরিণাম ও পুরন্ধার কি প্রকার হইল,তাহা আমারা উপরেই উল্লেখ করি মাছি। ইহার কিয়ৎকাল পরে Regulating Acts বিধিবদ্ধ হইল ও তাহার অভানুসারে কৌন্সিলের নৃতন সভ্যগণ কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন। এই সময় হইতে ক্লিকাতার কার্য্য-ক্লোত বিভিন্ন মুখে ফিরিল।

शृद्धि विनम्नाष्ट्रि महत्त्रम (अञ्चार्यात अजित्यात्रात्र शत महात्राञ्चा नन्तकूमात्रदक প্রবিজ্ঞানতে পুরস্কৃত না করিনাও তাহার বিরুদ্ধে শেবপূর্ণ পতাদি ডিরেক্টর সভায় পাঠাইয়া হেটিংস অভিশয় গহিত ও ফ কপট বাবহার করিয়াছেন। মহারাজা নক্ষ-क्मात्रक अहे कार्या बठी कत्रिवात मगद उहिंदिम ठाँहाक व यर्षेष्ठ आमा नियाहितन. তাহার আর সন্দেহ নাই। কার্য্যদিদ্ধি ইউক শার না ইউক, বাঞ্চলর নায়েব দেওয়ানি মহম্মদ রেজার্থার অবর্ত্তমানে টাহাকে ১,৬লা হইবে, এ প্রকার অভাগও দিয়াছিলেন। কিন্তু বর্থন হেষ্টিংস ডবল প্রব্নেণ্ট উঠাইয়। দিলেন, তথন হইতেই নন্দ্রুমান্তের সন্দেহ জানল। পরে রেজার্থার বিচার শেষ হইলে ব্ধন নলকুমার তাঁহার প্রকৃত অভি-প্রায় জানিতে পারিয়া প্রতারিত হইঃছেন বুঝিতে পারিলেন, তথন গ্রণরের উপর তাঁহার মশ্মান্তিক বিষেষ জন্মিল। হেটেংস্ও কার্য্য উদ্ধান হইয়া পিয়াছে ভাবিয়া নন্দ-কুমারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রের প্রথমাংশ আমাদের সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহার একস্থলে তিনি উল্লেখ করিতেছেন—"যতক্ষণ পর্যান্ত না হেষ্টিংস আমার দারা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ততকণ গ্র্যাস্ত তিনি আনার উপর অতিশ্য সম্ভুষ্ট ছিলেন; কিন্তু কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি আর কোন ।ব্রুয়েই আমার পরামর্শ জিজ্ঞাদা করিতেন না। এই দময়ে আমান প্রতি দদ্মভাব পুরিত্যাগ করিয়া তিনি শক্রতাচরণ আরম্ভ ক্রিলেন"। \*

যাহা হউক যে সময়ে মহারাজ নক কুমার নিরাশার ভীষণ দংশনে এই প্রকার ভরানক যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, যে সময়ে হেটিংসের কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার বাসনা

মহারাকা নক্কুমারের স্থায় একজন প্রকৃত দেশ হৈতৈষী ছিলেন। হেষ্টিংসের এই ব্যবহারে তিনি আপনাকে অভিশয় অপমানিত বোধ কারলেন। সন্মানের সহিত বেকস্থর খোলসা পাইলেও তাঁহার মর্ম্ম পীড়ার অবদান হইল না। ইহা হইতে তাঁহার কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল ও সেই পীড়ার যন্ত্রণায় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। হেষ্টিংস তথন দিয়া দেখাইবার জন্ম তাঁহার পুত্র রাজা কল্যা। নিংহকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

<sup>\* &</sup>quot;Mr Hastings until he had informed himself from me of the affairs of this country remained excessively well pleased with me. When he had this knowledge from me, he no longer consulted me; instead of my patron, he became my enemy and acted as such.

তাঁহার মনে প্রদীপ্তরূপে জলিতেছিল, সেই সময়ে কৌন্সিলের মেন্থরেরা কলিকাভার পদার্পণ করিলেন (১৭৭৪ অক্টোবরে)। কলিকাভায় তথন রোহিলা যুক্ক, রেকার্থা ও সেতাব রায়ের বিচার লইয়া হল ছল পাড়য়া গিয়াছিল। এই হলছুলের সময়ে, এই খোরতর আন্দোর্লনের সময়ে কৌন্সিলের মেম্বরগণ কলিকাভায় পদার্পণ করেন। তাঁহারা চাঁদণণাল ঘাটে উঠিয়াই যে হেষ্টিংসের ব্যবহারে বিরক্ত হন, তাহা এন্থলে উল্লেখ করা নিশুয়োজন। হেষ্টিংসের উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহারাও ক্রপ্ত ও ক্রোধপূর্ণ মনে কৌন্সিলে উপবেশন করিলেন। সর্বপ্রথমেই রোহিলা যুদ্ধের কথা লইয়া বিচার চলিল। সে সমস্ত কথা এন্থলে উল্লেখ অনাবশুক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

কৌন্সিলে যথন রোহিলা যুদ্ধ ও অন্যান্য রাজ কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রকার আন্দোলন ও সমালোচনা চলিতে লাগিল, সেই সময়ে মহারাজা নন্দক্ষার অভিযোগগুলি দাখিল করিবার উপযুক্ত অবদর পাইলেন।

১৭৭৫ খুঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তিনি কৌলিলের সন্মুখে অভিযোগগুলি পেশ করেন। কি কি কারণে বাধ্য হইয়া এই অভিযোগগুলি কলিকাতা মন্ত্রী সভার সমূবে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিরাছিলেন। কারণগুলি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় তিনি অন্ত কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কেবল আত্মরক্ষার্থে এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইরাছিলেন। তাঁহার মনে অন্য কোন প্রকার কুঅভিসন্ধি বা বিক্লম বাসনা ছিল না। কৌশিলের সমুখে তিনি যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কৌ সিল তাহা গ্রাহ कत्रित्राष्ट्रित्तन विनित्रा द्रिष्टिःम मञ्जाभागत कार्याञ्चलानी नानाविष जीख कथात्र मर्मा-*वा*ष्ट्रमा क्रियाहिलनः। ट्रिटेश्यत मण्ड नन्त्रकारतन नाम लाक्त्र निक्रे हहेउ **শভিযোগ পত্র গ্রহণ করিয়া কৌন্ধিলের সভাগণ অতিশব্ধ অন্যায় ও বিধি বিগর্হিত** কার্য্য করিয়াছেন। এই কার্য্য দারা ভাঁহাদের পদগৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চ-ব্যের বিষয় এই ভবিষ্যতে পার্লামেণ্ট মহাসভার সভাগণ মহারাজা নক্ষক্ষারের এই **অভিযোগ** পত্রের বৈধতা স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার এই অভিযোগপত্র সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করিয়া হেটিংসের বিরুদ্ধে ইহাও একটী নৃতন অপরাধ গণ্য করিতে প্রস্তুত হইরাছিলেন। ছঃখের বিষয় এই, পার্লামেণ্ট মহাসভা বে বিষয়ের শুরুত সহজে উপলব্ধি করিয়া এই অভিযোগ পত্রোলিখিত ঘটনাগুলি তাঁহাদের গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, কলিকাতা কৌন্সিল সেইগুলি গ্রহণ করিয়া মনোযোগ প্রদর্শন করাতে হেষ্টিংস তাঁহাদের কার্য্যের তীত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। বাহা रुषेक अकरा जामता मिथारेव कि कि कांत्रान वांधा रहेशा नमकुमात रहिंश्स्मत विकर्ष অভিযোগগুলি উপস্থিত করেন।

নিয়ামক িধির নিয়মাত্রসারে কৌন্সিলের সভাগণ কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত

इहेरनन। ज्यान कान केक अनद कर्महाती तिर्म अमार्थन कतिराहे जाहात महिल দেশীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইত। মহারাজ নন্দ-क्षात को जिल्ला नुजन नारहर पिराय निहल भित्रिक हरे रात्र हे छात्र जा हार किन কাতার আদিবার এক সপ্তাহ পরেই গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গেলেন। , হেটিংসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভিনি নূতন মন্ত্রী সভার সভাগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তহতরে হোষ্টংস বলিলেন—"আমি সপ্রতি জানিতে পারিয়াছি আপনি আমার শত্রুপক্ষীর কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা হতে আবদ্ধ হইয়াছেন। আপনি কেন সেই নৃতন বন্ধুর সাহায্যে কৌন্সিলের মেম্বরগণের সহিত পরি-চিত হউন না ?" সর্ব্যশেষে গবর্ণর তাঁহাকে শাসাইয়া বলিলেন "আমি এখন হইতে আয়ুরকার্থে চেষ্টিত হইলাম, ইহাতে আপনারই সমূহ ক্তি হইবার সন্তাবনা''। এত-ছত্তরে মহারাজা নন্দকুমার উত্তর করিলেন—"আপনি আমার পরমশক্ত গ্রেহাম সাহে-বের কথার আদতে কর্ণশাত করিবেন না।" ইহার পর কিয়দ্দিবদ আর কোন কথাই হইল না। ইতিমধ্যে হেষ্টিংস ইলিয়াট সাহেবকে দিয়া কৌন্সিলের সদ্যাগণের সহিত নক্ষুমারের পরিচয় করাইয়া দেন। মধ্যে মধ্যে পূর্ত্তবং নক্ষুমার গবর্ণরের বাটীতে বা বাগানে বাইতেন ও তাঁহাদের নানা প্রদক্ষে কথোপকথন হইত। অভৌবের মানে মেশ্বরগণ কলিকাতাল্ব আইদেন। ডিনেশ্বরের মাঝামাঝি (২৯ পৌষ) এক দিন নক্ষুমার গবর্ণরের বাটীতে গেলেন। দেখিলেন গবর্ণর গ্রেহাম সাহেবের সহিত কোন বিষয় কথোপকর্থনে নিযুক্ত আছেন। কার্য্য শেষ হইলে গ্রেহাম সাহেব চলিয়া গেলেন। মহারাজা মন্দকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গবর্ণর বলিলেন--"আপনি গোপনে আমার শত্রুগণের সহিত মিশিয়া আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আমি নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছি। এই সময় হইতে লামি এখানে, এমন কি বিলাতে পর্যান্ত আপনার প্রতি শক্রতাচরণ করিতে ছাড়িব না। আপনি আজ ইইতে <mark>আমার নিকট আর আ</mark>সিবেন না। আপনার ক্ষমতার যতদূর পারেন, <mark>আমার</mark> भनिष्ठ (bष्ठा कविरवन।" \* ट्रिडिंश्टनव मूथ श्टेटिं ध थकाव कथा वाहित हहेरव, हेरा নন্দকুমার স্বপ্লেও ভাবেন নাই। তিনি মনে করিলেন—গবর্ণর হয়তঃ তাঁহার শত্রুগণের মানিতে উত্তেজিত হইয়া রাগের মাথায় তাঁহাকে এই সকল কটু কথা বলিয়াছেন।

<sup>\* &</sup>quot;I am certain that you are acting the part of an enemy towards me; I shall hereafter be your enemy here and shall not cease to be such even in Europe. You must not come near me from this day—go and do me the utmost evil in your power."

গ্রণবের মন হইতে ত্রমাপনোদন জন্য নক্ষ্মার অনেক চেষ্টা করিলেম ও তৎপরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিশেষ বিবেচনা ছারা নক্ষকুমার হির করিলেন—গবর্ণর বে তাঁহাকে বুধা ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। রাজ্যের সর্বোচ্চপদস্থ ক্ষমতাবান্ কর্মচারীর মুখ
ইইতে নির্গত এই সকল কথা যে অর্থ শুক্ত ও নিক্ষল হইবে, ইহা তিনি কোন ক্রমেই
ভাবিতে পারিলেন না। কিন্ত আত্মরকার্থে এই সময় হহতে বিশেষ সাবধান হইয়া
চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহারই হুই চারি দিবদ পরে ঘটনা শ্রোত ভিন্ন দিকে ফিরিল। নন্দকুমার উৎস্ক নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গবর্ণরের বাটীতে প্রতিদিন রাত্রে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার আলিপুরের বাগান বাটীতে, একটা গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতি বসিল। মোহন-প্রসাদ ও জগৎচাদ নিভতে, অলক্ষ্য ভাবে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগি-লেন। এ সকল কথা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। গ্রথরের ন্যায় উচ্চপদন্ত শাসন कर्तात महिल मामाना थांनी त्यारनथमान ७ कांग्होंत्नत \* कित्मत मल्ला हहेल-हिंहा কেইট বঝিতে পারিল না। কিন্তু তীকুদর্শী নলকুমার অবিলয়েই সমস্ত ঘটনা বঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিলেন — তাঁহার ধ্বংশ সাধন করিতেই গবর্ণর এই তুই জন সামান্য লোকের সহায়তা প্রার্থী হইয়াছেন। তিনি আরও শুনিলেন যে—মোহনপ্রসাদ গবর্ণবের নিকট হইতে প্রতি সাক্ষাৎ সময়েই সম্মান চিহ্ন স্বরূপ পান ও আতর পাইয়া থাকেন। মোহনপ্রসাদকে গবর্ণর সাহেব কিয়দিবস পূর্ব্বে হুচ্চরিত্র বলিয়া বাটী হইতে তাডাইয়া দিয়াছিলেন – তাহাকে আৰু আবার স্কচরিত্র বোধে, পান ও আতর দিয়া কেন ষে সম্মান করা হইতেছে,তাহা তাঁহার ন্যায় বৃদ্ধিমানের বৃঝিতে বাকী রহিল না। জগংচাঁদ ভাঁহার নিজের জামাতা ও অন্নতুক্ত, তাঁহারই অন্নে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট—তাঁহারই সহায়-তায় দশলনের নিকট পরিচিত—সেই জগৎচাঁদ যথন গবর্ণরের নিভূতকক্ষে প্রায়ই গোপনে গমনাগমন করে, তথন অবশাই যে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে মন্ত্রণা হইতেছে, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাত দ্বারা আত্মরক্রা করিতে

<sup>\*</sup> জগৎচাঁদের সহিত হেষ্টিংসের যে শেষে খুব মাথামাথি হইয়াছিল ও তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে সমস্ত গুহা কথা বাহির করিয়া লইতেন, তাহা নিম্নলিখিত ক্রেক পংক্তি হইতে বেশ বোধ হয়।

<sup>&</sup>quot;Sometime ago, I was told that Nundkumar has sent his son a draft of a letter to be written by the Nabob to the Board—requiring to be put in full charge of his own affairs and to be freed from the opressive guardianship of Muny Begum. Jogut Chand had before told me—that the general asked him—what was the Nobob's age: Vide—Hasting's letter to Graham, dated F. W. 25th March, 1775.

কটিবদ্ধ হইলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে তির্নি হেটিংসের নামে অভিযোগগুলি লইয়াকৌন্সিলের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকার উপায়াবলম্বন ভিন্ন তাঁহার আত্মগৌরব রক্ষার যে অন্য কোন পথ ছিল, ইহা আমরা দেখিতে পাই না। \*

আশ্চর্য্যের বিষয় এই মহারাদ্ধা নন্দকুমারের এই সন্দেহই শেষে প্রকৃত সত্যে পরিণত হুটুয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরেই তাঁহার নামে স্থপ্রীমকোর্টে "চক্রাস্ত" ও "জাল" অভিযোগে হুইটা মোকর্দামা উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে শেষেরটা অর্থাৎ প্রধানটাতে, মোহনপ্রসাদই নলকুমারের নামে অভিযোগ আনিয়াছিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয়—নন্দকুমারের ধ্বংশের জন্য হেষ্টিংস এই সকল নীচ প্রকৃতির লোক লইয়া চক্রাস্তে ব্যক্ত ছিলেন। মোহনপ্রসাদকে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত ক্রিতে দেখিয়া নন্দকুমারের বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল। স্থতরাং অভিযোগ-পত্তে মোহনপ্রসাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভাবী আনিষ্টের কথা বলিয়াছিলেন। মোহন-প্রসাদ সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা যদি নন্দকুমার জাল মোকর্দামার সময়ে বলিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমাদের তাহাতে সন্দেহ হইতে পারিত। কিন্তু মোকদামার রুজু হইবার চারি পাঁচ মাস পূর্বে যথন আমরা এ সহয়ে সন্দেহজনক কথা মহারাজা নন্দকুমারের মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীর মৃত গুনিতে পাই, আর পরে সেই সন্দেহই যখন কঠোর সভ্যে পরিণত দেখিতে পাই, তখনই আমরা মহারাজা নন্দকুমারের কথার গুরুত্ব, তাঁহার তীকু দশিতা ও প্রতিভার প্রাধান্য স্বীকার করিতে অগ্রসর হই। যদি মোহনপ্রসাদ ও জগংচাদের সহিত এই সময়ে গবর্ণরের এই অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার কথা একেবারে অমূলক হইত,তাহা হইলে হেষ্টিংস ও তাঁহার বন্ধুগণ অনায়াসেই ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। কিন্তু যথন তাঁহারা তজ্ঞপ করিতে সমর্থ হন নাই, বা আদৌ কোুন চেষ্টা করেন নাই, তথনই বোধ হইতেছে যে নন্দকুমারের কথা সম্পূর্ণ-সমূলক। নন্দকুমারকে যে তিনি বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—একথাও তিনি Conspiracyর মোকর্দামার জোবানবন্দী দিবার সময় নিজ মুথে স্বীকার করিয়াছিলেন। যে কথাগুলি বলিয়া তিনি নলকুমারকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কেবল সেই গুলিই সাহস করিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই—গোলমাল করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে বেশ প্রমাণ হইবে যে ছেষ্টিংস হইতে মহারাজ নন্দকুমারের ভয়ের অনেক কারণ ছিল। হেষ্টিং-শের উপর অনেক দিন হইতেই তাঁহার অভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল তাঁহার কপটতা-

<sup>\*</sup> এই আবেদন পত্তের একস্থলে নন্দকুমার লিখিতেছেন—

<sup>&</sup>quot;I esteem my honor dearer than my life and I am not insensible of the injury my character may suffer from the discoveries I am about to make but greater disgrace attend my silence and I am left without a choice." Par. Hist. P. 334.

চরণে তিনি এক সমরে মর্মান্তিক পীড়া পাইয়াছিলেন, স্বতরাং কেবল আত্মসন্মান রক্ষার্থে ও পূর্ব্ব সঞ্চিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এই রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে একাকী অবতীর্ণ হইলেন।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত ভাবে এই অভিযোগগুলি আনিয়া মহারাজ নক্ষুমার বে কতদুর সাহসের ও নিভাকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া (एथाहेबात थात्राक्त नाहे। (महे ममस्त्र भवर्गत माहबहे एएटमत मर्समत कर्छ। विलाल অভ্যক্তি হয় না। স্তরাং তাঁহার দেই প্রলয়করী ক্ষমতার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে फेमाज इहेशा महात्राका रा मानित्र तरनत यर्थहे शतिहम नियाहन, जाहात जात मरनह नारे। এইরূপ কার্য্য দারা যে তিনি কুধার্ত্ত কেশরীর মুখ মধ্যে অঙ্গুলি নিবিষ্ট করিয়া দিতেছেন—প্রজনিত দিগস্বব্যাপী অনলে আত্মাহতি প্রদান করিতে যাইতেছেন, ইহা বেশ বুঝিরাছিলেন। কিন্তু তিনি তুচ্ছ জীবনের মায়ায় কখন কর্ত্তব্য ভূলিবার লোক ছিলেন না। সম্মান তাঁহার পক্ষে প্রথম স্পৃহনীয়। বে জীবন তিনি এতাদন সম্মানের ও গৌরবের সহিত যাপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জীবন—সন্মান বিচ্যুত হইয়া একাকী থাকিবে-ইহা তাঁহার বাছনীয় নহে। নন্দুমার স্থির নিশ্চর করিলেন --অকুলে ত আত্মসমর্পণ করিয়াছি, জলস্ত হতাশনে প্রবেশ ত করিয়াছি, তবে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি না কেন यपि কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহাদের ধ্বংশময় আলিখন इटेर पुक्ति लां क्रिटिंग भारत । मत्न मत्न जित्तिन यान दिष्टिः मत्क এই ममत-ক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, তবে আমার গৌরব ও সন্মান শত গুণে বৰ্দ্ধিত হইবেও বছকাল পৰ্যান্ত অক্ষত থাকিবে ও চিরদঞ্চিত আশা দাফল্য লাভ করিবে।

মহারাজা নলকুমার যথন সাহসে ভর করিয়া হেটিংসের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের কোম্পানীর ও প্রজাগণের স্বপক্ষে স্থতীক্ষ অভিযোগগুল লইয়া উপাস্থত হইলেন, তথন দেশের ছোট বড় সকলেই আশ্চর্যা ও ভাত হইল। সকলেই বুঝিল গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ও ধ্বংশ পথ সরল করা একই পদার্থ। এ প্যাস্ত কত অত্যাচার, জ্বরাজকতা, স্বেচ্ছাচার তাহাদের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—মুথ বুজিয়া কত সহিষ্ণুতার সহিত তাহারা তাহাদের ন্যায্য খব্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে—কতবার তাহারা ক্ষমতাপর শাসনকর্ত্তা ও প্রবিলিয়াল কোম্বাদ্ধে কতবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে গিয়া বিকল মনোরথ, হইয়া ফিরিয়া আদিয়াছে—কতবার যে কত লোকে এই প্রকার ছংসাহসিক কার্য্যে বতী হইয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া তাহাতে ক্ষতিগ্রন্থ হইয়াছে—তাহা তাহাদের অক্তাত ছিল না। যদিও এই কার্য্যে সিদ্ধলাভ কার্লে মহারাজা নলকুমারের কেন—সেই দক্ষে সক্ষে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থসিদ্ধি হইবে, তিনি এই কঠোর ব্রত উদ্বাপন করিতে পারিলে তাহারা ভবিষ্যত অত্যাচার ও অরা জকতা হইতে মুক্ত হইবে, যদিও তাহারা মহারাজ নলকুমারের কার্যাদক্ষতা ও প্রতিভাল

প্রথরতার কথা অবগত ছিল, তথাপি এ কার্য্যের সকলতার সন্দেহ করিতে লাগিল। কিন্তু মনে মনে তাঁহার সিদ্ধিকামনা করিতে ছাড়িল না।

নলকুমারও এই ভয়ানক কার্য্যের কঠোর দায়িত বেশ উপলব্ধি করিলেন। বে রাজ্যে সামাক্ত ইংরাজ রাজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করিয়া কেছ সহজে পার পায় নাই, তিনি সেই রাজ্যের প্রধান কর্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাতে তাঁহার কতদূর বিপদের সম্ভাবনা, তাহা তিনি বেশ জানি-তেন। তাঁহার এই কার্য্যে একা গবর্ণর কেন-সমস্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজই তাঁহার বিপক্ষ হইরা উঠিবেন। তথনকার কোম্পানীর কর্মচারীদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় উৎকোচ-লোভী ছিলেন। নন্দকুমারের পথাবলম্বী হইয়া অন্য সকলে এইরূপ করিতে সাহসী হইলে তাহাদের জাতীয় স্মান ও পদগৌরব নষ্ট হইবে—তাহাদের প্রতিপত্তি লোপ হইবে, স্থতরাং এ কার্য্যে তাহারাও গবর্ণরের ন্যায় তাঁহার শক্ত হইয়া উঠিবে। এইরূপ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করুন আর নাই করুন, ইহা করিতে অগ্রসর হইলেই যে গ্রথরের সহিত তাঁহার দূরপণেয় শক্রতা ও আজীবন বিচ্ছেদ ঘটবে, ইহাও তিনি বেশ জানিতেন। এ সকল জানিয়া গুনিয়া নিজ দায়িত্ব ও ভাবী বিপদ সম্যকরপে ফ্রন্যক্তম করিয়াও যথন সাহসী হইয়া তিনি এই প্রকার অভিযোগ আনিতে উদ্যুত হইয়াছিলেন, তথন যে তাঁহার অভিযোগের কারণগুলি সমূলক ও সদ্যুক্তি প্রণোদিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। नमक्मारतत অভিযোগ-পত্রথানি আন্যোপান্ত আমরা পুর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। স্তরাং এন্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিপ্রােম্বন। অভিযােগ-পত্রধানি আদ্যােপাস্ত পড়ি-লেই বোধ হয়—ইহার ভিতর যাহা কিছু উল্লিখিত হইরাছে, তাহার সমস্তই সত্য ও সমু-লক। এই অভিযোগ পত্রের মধ্যে যে অংশটীতে উৎকোচের কথা আছে, তাহা আরও সতা বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অভিযোগ পত্তে কি কারণে—কোন তারিথে কাহার মারফতে—কর দফায়, কি প্রকারে টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহার পুঝারুপুঝ বিবরণ আছে। প্রত্যেক ভোড়াতে কি প্রকারের মুদ্রা কত দেওয়া হইয়ছিল ও তাহা কোথায় পাঠান হইয়াছিল, তাহারও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই অভিযোগ-পত্রখানি যে প্রকার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে ও মুদ্রাদি আদান প্রদানের কথা যে প্রকার হন্দ্র-তার সহিত লিপিবদ্ধ হইরাছে, তাহাতে সহজেই বোধ হয় জমা থরচের থাতা বা অন্য কোন লিখিত বিবরণ হইতে এরপে সংবদ্ করিয়া নকল করিয়া দেওয়া ইইয়াছে। এই পত্রোল্লিখিত ঘটনা সমস্ত যে কেবল স্মরণ শক্তির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা নিতাস্ত অবিশ্বাস্য। অবশ্রুই এ সম্বন্ধে কোন প্রকার লিখিত হিসাবাদি ছিল, তাহা रहेरा है है। महनिष्ठ रखत्राहे मस्त्रत। এই अजिर्यार्ग-भरत नम्र सन वास्त्रिक नारमास्त्रथ ষাছে—ইহাদের মারফতে, বা জ্ঞাতদারে টাকাগুলির আদান প্রদান হইয়াছিল। ইহা-प्तत्र मत्था शवर्गदात्र थानमामा वालकृष्ण १ कश्चाण, निवताम, महानन्त, नदिमार, रेठणना- নাথ, কুমার গুরুদাস, ও মনিবেগম তখনও বর্ত্তমান ছিলেন। • অভিযোগোক্ত কথাগুলি যদি মিথ্যা ঘটনাই হইত, তবে এই সকল লোককে একত্রিত করিয়া সাফাই সাক্ষী দেওয়াইলেই হেষ্টিংস সম্পূর্ণক্ষপে দোষ মুক্ত হইতেন ও নন্দকুমার মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িতেন; কিন্তু যথন তাহা হয় নাই, হেষ্টিংস যথন এই সহজ্ব উপায়াবলম্বনে নিজ চরিত্র রক্ষা করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন—তথন আমাদের নিশ্চয়ই প্রতীতি হয়—নন্দকুমারের এই অভিযোগ পত্র কোন সংশেই মিথ্যা নহে।

উল্লিখিত অভিযোগগুলি ১১ই মার্চ্চ নন্দকুমার কৌন্সিলের সমক্ষে উপস্থিত করেন। ১৩ই মার্চ্চ বোর্ডে লিখিয়া পাঠান ঐ পত্রোক্ত অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করাইবার জন্য তিনি নিজে বোর্ডে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার কার্য্য দারা নন্দকুমার একপক্ষে যতনূর সাহদিকতা দেখাইয়া অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন – মন্য পকে হেষ্টিংস এইগুলি মিপ্যা প্রমাণ করাইতে সাহদ অবলম্বন না করিয়া বর্থেষ্ট কাপুরুষ তা দেখাইয়া লোকের মনে বিরুদ্ধ সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিলেন। এই প্রকার অপবাদ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর পক্ষে-বিশেষতঃ ধর্ম প্রতিজ্ঞাবন কোম্পানীর কর্মচারীর পকে-নিতান্তই অসহনীয় ও সন্ধান-হানিকর। সর্ব্বোচ্চপদ্ভ রাজকর্মচারী হইয়া সাধারণ কার্য্যে লোকু নিয়োগ করিবার সময় উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন – এ অপরাধ তাহার পক্ষে বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষাও यञ्चनामात्रक। कि मारो कि निः काषी त्य श्रकात लाकरे रुडेक ना त्कन, এ श्रकात श्राह-যোগ দেখিলে সেই ব্যক্তি স্বপক্ষে প্রমাণাদি সংগ্রহ ছারা নিজ নির্দেখিত। প্রমাণ করি-বার যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু হেষ্টিংস ইহার কিছুই করেন নাই। আত্ম চরিত্র রক্ষা করিবার cb है। कता मृत्त थाक्, यांशारक बात् अ ठाँशांत कार्या कनारभत उभन तारकत मत्मर জনে, তিনি তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রকার স্থলে মভিযোক্তা তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণগুলি বারা যথন অভিযোগোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ করাইবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, সেইগুলি মিথ্যা বা অমূলক হইলে সেই সময়ে খেষ্টিংস অনায়াসেই তাহা প্রতি-পদ্ম করিতে পারিতেন। নল্কুমারের অপেকা দেশের লোকে অধিকাংশই তাঁহাকে ভয় कंत्रिज, नन्म कू नारत्रत अर्थका अरनक लाहिक जाहात अञ्चह आर्थी हहेरज हाई। कत्रिज। কিন্তু প্রকৃত দোষী হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা বেমন বিড়ম্বনা হইরা দাঁড়ায়—হেষ্টিংসও **এই कार्या क्लाब्य दमरे विश्वादम बाग्न बक्षा कतिए जिल्ला विकल अवज्ञ हरेग्ना हिल्ला ।** 

ক্রমশঃ।

এই সমস্ত সাক্ষীদিগের অধিকাংশই কলিকাতার বাস করিতেছিলেন। কেবল

শিবরাম এই সময়ে চন্দননগরে ও নরসিংহ মুরশীদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন।

ইহাদিগকে এই অত্যাবশ্যকীর কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতার আনানও বে অসম্ভব ব্যাপার,
তাহা কেইই বিশ্বাস করিবে না।

.

## যমুনা।

### ( সভ্য ঘটনা হইতে গৃহীত)

শাতের প্রভাত, অন্ধকার ক্যানার মাঝে মাঝে উবার আভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, উত্তরের হিম বাতাদ বহিতেছে, কিন্তু আমাদের বাড়ী আজ ব্রাহ্মণ ভোজন—দক্তালেই ঘরের বাহির না হইলে নয়—আদি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যুবে উঠিয়া কলনী কক্ষেণলামানে যাইতেছিলাম, নদীর ধারে আদিয়া দেখিলাম একটি গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া বিদিল, আমাদের এ কুল্র গ্রামের মধ্যে আমরা মেয়েরা দকলকে দকলে চিনি, দেখিলাম মেয়েটি এ গাঁরের নয়, একটু অবাক হইলাম, অমন রূপবতী যুবতী মেয়েটি একাকী এখানে কেও ? তাহার শীতে বিবর্ণ, অবসর, প্রান্ত ভাবাপর মুখখানি দেখিয়া প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিল, কাছে গিয়াজিলান করিলাম—"হাা পা তৃষি কে পা, কোখা হইতে জাসিয়াছ ? মেয়েটি বিষণ্ণ নেক্র তৃলিয়া আত্তে আত্তে উত্তর ক্রিল—"আমি একজন যাত্রী প্রো, আর চলিতে পারিলাম না, এইখানেই তাই পড়িয়া আছি—"

"ভূষি যুবতী একা বাজী ! ৰাড়ীর বোকেরা তোমাকে এরপে একা ছাড়িরা দিয়াছে !"

যুবতী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"বাড়ীর লোক আমার কেহ নাই—" তাহার বিষয় স্বর আমার হৃদত্রে প্রবেশ করিল—বলিনাম—"কেহ নাই তোমার। তবে কোথার যাইবে তুমি ?"

यूवजी विश्वन—"यि शान शाहे, अहेथात्नहें थाकिन, आवादक दक्ट अथात्न नानी वाथित्न ?"

আমার চোবে জল আসিল—আর কিছু জিজাসা করিতেও মুথ ফুটল না—বুঝিলার অভাগিনী বিধবা ভুতু কন্তা, সংসারের মোহাবর্ত্তে পড়িরা আশ্রর হারাইয়াছে, বলিলাম— "আজ হইতে আমি ভোর দিদি হইলাম—আমার সঙ্গে চল"

গৰালান করিয়া তাহাকে দকে করিয়া বাড়ী বইয়া আদিলাম।

অন্ন দিনের মধ্যেই বম্না আমাদের নিতান্ত আপনার হইরা পড়িল, এমন কোন কথা নাই বাহা তাহাকে না বলিরা আমাদের হুই বারের মনের তৃত্তি হর, এমন কোন আমোদ প্রমোদ কাজ কর্ম নাই যাহা তাহাকে ছাড়িয়া করিতে মন উঠে। ক্রিয়া করে ক্রিয়ে ক্রিয়ে ক্রিয়ে ক্রিয়ে ক্রিয়ে হুই উল্লাচন বম্না আমাদের স্বিনী, স্থাধ হুংখে সে আমাদের

আপনার। কিন্তু আমরা তাহাকে যত প্লাখনার ভাবি—সে কি আমাদের তত ভাবে ?

আমাদের স্নেহে তাহার ত কই সে স্থির বিষণ্ণ ভাব ঘুচে না, আমাদের কাছে সেভ কথনো তাহার হৃদরের কথা খুলে না। এতদিন আদিয়াছে আমরা তাহার জীবন ইতি-হাস কিছুই জানিলাম না, এই মাত্র আনি—আভিতে সে আমাদের এক আভি, সে কারস্থ কন্যা। বাপের বাড়ী তাহার মেদিনীপুর জেলার। বাপ মা এখন কেহই নাই, ভাহার দাঁড়াইবারও স্থান নাই।

"কেন শগুরালয় ?"

সে কথার সে উত্তর করিতে চাহে না, এ সম্বন্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেই তাহার চোধ হুটি কলে ভরিয়া আসে—সে সেধান হইতে চলিরা বার।

আমাদের সহিত যমুনার এরপ প্কাচ্রী ভাব কেন ? একি আমাদের প্রতি ভাহার ভালবাসার অভাব ? বুবি ভাহা নহে, আমাদের স্থাও ছংখে ভাহার সে আভারিক মমতা মৌথিক হইতে পারে না। বুবি বা ভাহার জীবনে এরপ লজার কথা আছে—
বাহা প্রকাশ করিতে তাহার বুক কাটিয়া বার—বাহা প্রকাশ করিয়া কহিয়া কাহারো মমতা প্রভ্যাশা করিতেও সে সাহনী নহে। এই ভাবিয়া আময়াও আয় ভাহার জীব-মেয় কথা ভূলি না,—ভবে মারে মাঝে ওপনো কৌভূহল জলো, তাহার এখনকার নিঃ স্থার্থ পবিত্র জীবন কথনো মলিন ভাবে ঢাকিয়াছিল—ইহা সকল সময় মনে করিতে পারি মা, সময় সময় একেবারে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়,—ভাই মাঝে মাঝে বসুনার এই স্কাচ্রীতে এই অবিখাসের ভাবে বড় বাথিত হইয়া পড়ি।

অধনো বৎসর পূর্ণ হয় নাই, য়য়ুনা পীতকালে আসিয়াছিল—এখন বর্বা আসিয়াছে।
আজ সকাল হইতে মেল করিয়া আছে – চারিকিক একটা জাধার বিষয় ভাবে আছের,—
আমরা চুই জনে বিকালে গলার গা ধুইতে আসিয়াছি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে—
আকাশের মেল গাঢ়তর হইয়া সলার জল ধেন আরো কাল করিয়া ভূলিল—দেখিতে
কেখিতে জলে নামিলাম, অরক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আমি বাত
হইয়া বলিলাম—"য়য়ুনা পীত্র ওঠ— আর লা"—য়মুনা আমার দিকে মুধ ফিরাইল,—চমকিলা উঠিলাম— কি বোর বিষয়তা! বাহিয়েয় আখার বেন ভাহার হুদয়ের আর্ক বিকাশ
মার। আমার দিকে চাহিয়া খীরে খীরে বিলিল—"দিদি ভূমি বরে বাও—আমি আর
একটু থাকি" আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম "য়মুনা আময়া কি ভোর
এতই পর ?" সে আমার কথা বৃষিল, অলপূর্ণ নেত্রে কহিল "দিদি আর ত আমার
আখনার জন্য কেহ নাই!"

"তবে বমুনা ভোর এই বিশালের জন্মার ভেল ? জাবালের ভাতে যথের বাশা বুকাস কেন ?"

पहला केई पृष्ठि रहेशा करिन "कथनान कारमन दक्त मूकारे। किन्न कार

बात मुकारेय मां, यनि धरे बाजानिमीत बीयन अनिएज धरुरे माय, छटक लीन मिनि।''

আমরা সিঁড়িতে উট্টিরা বসিলাম, চৌদিকে অন্ধর্ণার, পদতলে নদী, বাধার উপর অবিপ্রাপ্ত বৃষ্টি, চুইজনে চারিদিক ভূলিরা তুই জনের মুখপানে চাহিরা রহিলাম, বম্নী প্র ক্রিডে লাগিল, আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

Ó

"(म मिन 8 कि वह तक्त्र वक्ति मिन, नकांन बहैर्ड स्मय कतित्री मस्तारिकां कृष्टि আরম্ভ হইয়াছে। আমি আমানের কুটীরে আমার রুগ মাতার কাছে বসিয়া আছি। আমার বর্দ ১২ বৎদর, কিন্তু এখনো বিবাহ হর নাই। আমার বর্দ যখন ৫ বৎদর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা বদবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ছ এক बन कुछ लाटक छाँकात बरनत मारी मित्रा जांगारमत विषेत्र मेल्लेखि विक्रत कतिता नत । সংসারে আমাদের আপনার লোক কেহ নাই, উদ্যোগ করিরা, যত্ন করিরা আমার विवाह मिवांत्र त्कर नारे, मा এका जीत्नांक। मतिक कांग्रज कनांत्र विवाह महत्व इत না। তাই এভদিন আমার বিবাহ হর নাই। নাসে জন্য বিশেব চিস্তিত হইয়া পড়ি-রাছেন, মনের অহুবে শরীর অকুথ দিন দিন তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি বাহাকে পান কেবল ঐ কথা বলেন, একটি স্থপাত্র ভির করিতে অমুরোধ করেন, ঐ এক কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছে, তাহা ছাড়া যেন তাঁহার মনে আর কোন কথা নাই। সে मिन मझारवना**ं धे क्या इटेंटिइन, या लात जायात्र** कि मना इटेंदि जायात्क तुरक ধরিরা মা ভাহাই বলিভেছিলেন, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিরা বৃষ্টি হইভেছিল, খরের মধ্যে আমাদের ছ জনের অঞ্যারা বহিতেছিল। অমন সমর আমাদের কুটারের ছারে वा পिड़िन। या बनिटनन "हाजात या अन वृति नत्रकारी। शुटन दन" हातात या जायादनत्र-একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী জানাদের বর সংসালের কাজ কর্ম করিয়া দেয়। জাহি উঠিয়া দরজা খুলিরা দিলাম। হারার মা নহে, একজন আর্ত্র-কলেবর অপরিচিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন, জাহাকে দেখিরা আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলি-শেন "আমাকে আজিকার মত এখানে একট আত্রা দিবেন কি ? এই বৃষ্টিতে আর বাড়ী বাইতে পারিতেছি না"। বা ভাঁহার কথা ওনিতে পাইলেন, বিছানার উঠিরা বিদিয়া বলিলেন "আহা তা ভিত্তবে কেন বাছা, রাতটা এইথানেই পাক"।

**शिक्त दम त्रांत्वत्र क्या आसात्मत्र क्रिशि स्ट्रेंग्न** ।

আবাদের ৪ থানি ঘর। একটি রারাঘর একটি গোরাল, আর ছইথানি ভাল ঘর, তাহারি একথানি পথিকের শরনের জন্য প্রস্তুত হইল, আমাদের যথাসাথ্য অভিথি সংকার করিলাম। ভাহার পর দিন প্রাতঃকাণে ভনিলাম পথিক পীড়িত। দে নিন্দআর ভাহার কিরিলা বাওলা হইল না। ক্রমে এক রাত্রির পরিবর্তে এক দুখাই, এক

সপ্তাহের পর এক মাস প্রার কাটিয়া পেল, পীড়িত পথিক আমাদের গৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।"

বলিতে বলিতে সহসা যম্নার বিবঃ মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পাইল, বুঝি বাঁ তাহা অন্ধকার জীবনে সুখ স্থতির দীপ্তি। বম্না একটুখানি থামিয়া সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "দিদি সে দিনের পর বাঁচিয়া রহিলাম কেন ? প্রতিদিন অন্য কাজ কর্ম্মের মধ্যে ছুটিয়া য়খন পথিককে দেখিতে আসিতাম, প্রতিদিন তাঁহার ভশ্রষা করিয়া, তাঁহার মুখে আরোগ্যের লাবণ্য সঞ্চার দেখিয়া হদয়ে যে আনন্দ উথলিরা উঠিত, সেই আনন্দ না হারাইতে হারাইতে মরিয়া পেলাম না কেন ?

প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার সত্য নয়নে যে নীরব ঐৎস্কা দেখিতে গাইতাম, যে ঔৎস্কেন্ত কিছু না ব্রিয়াও মর্শ্বে মর্শ্বে তাঁহার ভালবাসা অমূভব করিতাম, যে ভালবাসা তাঁহার দেবছ বিভাসিত করিত, সেই প্রেমে সেই দেবছে বিশ্বাস থাকিতে থাকিতে কেন মরিয়া গেলাম না ?"

ষমুনা থামিল, একটা অসহ কষ্টে যেন তাহার খাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বিহাৎ ঝলসিতে লাগিল, ননা উথসিতে লাগিল, আমরা হ্লনে নিস্তর্ক হইয়া বহিলাম।

যমুনা আবার আরম্ভ করিল "পথিক আরোগ্য হইলেন, তাঁহার বাওরার আর কোন বাধা নাই, প্রতিদিন শুনিতেছি হুই চারি দিনের মধ্যে বাইবেন কিন্তু সে হুই চার দিন আর ফুরাইতেছে না। এক দিন আমি অন্য বরে কাজ করিতেছি, পাশের বরে মা পথিকের সহিত গল্প করিতেছিলেন—হঠাৎ এই কথাশুলি কাণে গেল—শুনিলাম পথিক বলিতেছেন "আমার কথাট। একটু বিবেচনা করিবেন, আপনাদের ন্যায় আমিও সন্ধংশজাত কায়ন্ত, আমার অর্থ আছে, আপনার কন্যাকেও আমি প্রাণাপেকা ভালবাসি—"

এই সময় আমার সই কুস্থম আসিরা আমাকে ডাকিল, আর কিছু শোনা হইল না, কি জানি কুস্থম যদি ঘরের মধ্যে আসিয়া সব শুনিয়া ফেলে—ভাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া কুস্থমের কাছে আসিলাম।

সেই দিন কুস্থমদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুনিলাম পথিকের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত রাত সে দিন ঘুম হইল না, বিবাহ কি তথন ঠিক বুঝিতাম না, এইটুক বুঝিলাম পথিক আমাদের ফেলিয়া আর চলিয়া যাইবেন না, পথিক আমাদের আপনার হইবেন, এই মিলনের আনন্দের মধ্যে কেমন একটা বিচ্ছেদের ভাব তাড়াইতে পারিলাম না, কে আনে কেন হথে তৃঃথে আকুল হইরা সমস্ত রাত ভাগিরা কাটাইলাম। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইরা গেল। মা বেন আমাকে বিবাহিত দেখিবার অন্যই

জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, বিবাহের অল্লদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল, স্বামীর প্রেম পাইয়া সেহময়ী মাতার স্বদীম স্নেহ হারাইলাম।

আমি খণ্ডর বাড়ী যাইব। স্বামী প্রথমে একাকী একবার বাড়ী যাইতে চাহেন, কিন্তু আমি তাহাতে নিতান্ত আপন্তি করাতে আমাকে একেবারেই সঙ্গে লইয়া যাইতে সন্মত হইলেন।

নব বধুর স্বামীর গৃহে যাইতে কত না আহলাদ, খাওড়ি বধু দেখিয়া কত না আহলা-দিত হইবেন, তাঁহার স্নেহে মাতার স্নেহ লাভ ক্রিব, ছোট ছোট ননদ দেবরেরা शिंतिमूर्थ चित्रिया नाँजारेटव, जामात्र ভाই বোন नारे, তाशान्त्र ভाই বোন পारेव। গুরু জনের আশীর্কাদের মধ্যে, পরিজনবর্গের আনন্দের মধ্যে প্রেমময় স্বামীর সহিত নুতন সংসারে প্রবেশ করিব, প্রাণে কত আহলাদ, মনে কত স্থের ছবি। সারাপথ পালকীর মধ্যে এই কথাই মনে জাগিতেছে, পাকী থামিলে স্বামীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে যথন পাকা নামিতেছে তথন হঠাৎ কেমন একটা ক্ষণস্থায়ী নিরাশার মধ্যে এতক্ষণকার আশা নিভিয়া পড়িতেছে; স্থামীর মুখে যেন স্থামার হৃদয়ের স্থামোদ প্রতিফলিত দেখিতেছি না—তাঁহাকে যেন এক একবার অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ আশায় নিরাশায় श्रु इः (थ चार्डे मिन পर्य अर्थ कार्डिन, अविमन প্राजः कार्तन किनिनाम विकारनेत्र मर्या বাড়ী পৌছিব, উৎস্থক্যে মন পূর্ণ হইয়া রহিল। বিকালে আমের নিকটে পান্ধী থামিল। স্বামী দেইখান হইতে তাঁহার স্বামার ছইটি পাকীই বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন বাড়ী অতি নিকটে, সন্ধ্যা হইলে হুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখানে গিয়া পৌছিব। नव वधु त्वज़ाहेरा द्वज़ाहेरा शृंदर याहेरव क्यन. नुजन त्रक्य त्वाध शहेन, वज़ नज्जा হইতে লাগিল, কেমন একটা অশোয়ান্তি বোধ করিতে লাগিলাম, ছ একটা আপতির कथा कि विनाय शिनाम, यामी शामिया छेड़ारेया नितन।

শীতকালের বিকাল, দেখিতে দেখিতে সুর্য্যের আলো সন্ধার আধার এক হইরা আদে, অরক্ষণের মধ্যেই চারিছিক একটা মলিন আলোকে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল, একটি নির্দ্ধন পথে স্থামীর অনুসরণ করিয়া সন্ধার কিছু আগে একটা গাছ পালাময় ক্ষুত্ত জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলাম, সৃহসা একটা অন্ধকার যেন বাহিরের আলোক আছের করিয়া ফেলিল, হঠাৎ যেন হালয় কেমন কাঁপিয়া উঠিল, স্থামী বলিলেন, "ঐ দেখ আমাদের বাড়ী,"

কশ্পিত হাদরে মুখ তুলিরা চাহিলাম; একটি ইটক নির্মিত বাড়ী নজরে পড়িল, শন্ধার জন্ধকারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রাক্তন প্রবেশ করিবা মাত্র স্থামী বলিলেন—"তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি স্থাসিতেছি," তিনি ক্রত পদে চলিরা গেলেন, অপরিটিত অন্ধকার স্থানে, একটা অস্তানিত অন্ধকার স্থানে ধরিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে প্রদীপ হস্তে একজন রমণী আমার দিকে আগুরান হইলেন, ভাবিলাম এইবার খাণ্ডড়ি ঠাককণ আমাকে লইতে আসিয়াছেন, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া বলি-লেন—"এই বুঝি নতুন দাসী, তা দাসীর আবার এত ঘোমটা কেন"?

কি গুনিলাম কিছু বুঝিলাম না—কেবল একটা বজের ধ্বনি মাথার মধ্যে কন ঝন করিয়া উঠিয়া মর্মভেদ করিয়া চলিয়া গেল—ৰাড়ী ঘর চৌদিকে প্রবল বেগে বুরিয়া উঠিল, আমি মুদ্ধি ত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

8

মানুষ যাহা চায় বুঝি তাহা পার না, যাহা পার বুঝি তাহা চার না, আমি জ্ঞান চাহি
নাই, তবু জ্ঞান জন্মিল, দেখিলাম একটি অপরিচিত কুদ্র প্রকোঠে মলিন শ্বার উপর
একাকী পড়িরা আছি। প্রাণ ছটফট করিয়া উঠিল, আকুল হইয়া চৌলিকে চার্গিরা
দেখিলাম, যাহাকে দেখিতে প্রাণ কাতর তাহার দেখা পাইলাম না, উঠিয়া বিনার চেটা
করিলাম, মাথা বুরিতে লাগিল, কাঁদিয়া আবার তইয়া পড়িলাম। কিছু পরে একজন
জ্রীলোক আদিয়া আবার কাছে বিদিল, আমাকে জাগস্ত দেখিয়া আহলাদ প্রকাশ
করিয়া কথা বার্তা আরম্ভ করিল,—জানিতে যাহা বাকী ছিল দব জানিলাম। জানিলাম সেই দিন হইতে তিন চার দিন আমি পীড়িত। জানিলাম—তাহার ন্যায় এ
গৃহে আমিও দাসী, তাহা ছাড়া অন্য অধিকার আমার নাই। স্বামী জাতিতে বৈদ্য
আমি কারস্ত, তাঁহার সহিত আহার বিবাহ বিবাহই নহে। প্রথম রাত্রে বে রমণী
আমাকে দাসী বিলিয়াছিলেন—তিনিই স্বামীর পরিণীতা পত্নী। দব শুনিলাম, দব
বুঝিলাম, মৃত্যুর অধিক বন্ধণা ভোগ করিলাম, তবু মৃত্যু হইল না, তবু আরোগণ
লাভ করিলাম, ক্রমে উঠিবার হাটিবার সামর্থ্য জ্বিলা, আমি চলিয়া যাইবার অবসর
পুঁজিতে লাগিলাম।

এক দিন তুপুর বেলার বাড়ীর সকলে থথন বিশ্রাম লাভ করিতেছে— আমি একাকী গৃহের বাহির হইরা গেলাম, জনল পার হইরা মৃক্তমাঠে আলিরা পড়িরা একটি আর্শ গাছের তলার বিলাম, আর চলিতে তথনও বল নাই। চারিদিক নিঃকুম নিস্তর্ক, মাঝে মাঝে দ্র তক মধ্য হইতে বুবু ডাকিরা উঠিতেছে, মাঝে মাঝে লের তল মধ্য হইতে বুবু ডাকিরা উঠিতেছে, মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ। করিরা বাতাস বহিরা আবার থামিরা পড়িতেছে, আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা ওনিতেছি তাহাতেই হালর কাঁদিরা কাঁদিরা উঠিতেছে,—আমার চারিদিক কি শূন্য কি অন্ধকার! আমার আর কিছু মাই, আমার আর কেহ নাই, এই অসীম সংসারে জামি একাকী! ওগো পৃথিবীতে আর কেহ কাহাকে কি বিশাস করিবেণনা—ভাল বালিবে না! পৃথিবীতে কি সকলেই এইরল প্রভারক। সকল পুরুবেই কি এইরাপ বিশ্বছর্শক

বালিকাকে প্রভারণা করিয়া, ভাষার জীবন কলছিত করিয়াই সুখ অমুভব করে 📍 সংসারের এই কি নিয়ম 📍

অদুরে কাহাকে দেখিতে পাইলাম! সেই রাভের পর এই প্রথম দেখা, সর্ক্ষশরীর কাপিয়া উঠিল। এই কি দেই? করণামর স্থামী ভাবিরা বাহার পদতলে সর্ক্ষ্য বিসর্জন দিয়াছি? এই কি দেই? দেবতা ভাখিয়া বাহাকে দিবানিশি পূজা করিয়াছি? সেই দেবতা আমার আজ প্রতারক? সেই ক্ষণামর স্থামী আজ আমার প্রাণ হস্তাবক!

স্বামী স্নামার নিকটে স্থাপর হইলেন, বলিলেন "যমুনা, স্নামাকে মাপ কর, স্নামি তোমাকে স্বন্যত্র লইয়া যাইব। তোমাকে এখানে স্নানিগ্রা স্বন্যায় করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার সহিত দেখারও একবার স্থবিধা হয় নাই"।

সর্বাদে হছ করিয়া আগুণ জ্বিয়া উঠিল, এইখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছেন—
আর কিছু অন্যায় নহে! স্বামী আমার স্বন্ধে হাত দিতে বাইতেছিলেন, বিহাতের মন্ত
সরিয়া দাঁড়াইয়া গর্কিত তীব্র স্বরে বলিলাম "আমাকে স্পর্ল করিও না, তুমি আমার
স্বামী, কিন্তু আমি জানি আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্ণ করিও না"—স্বামী
থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আমি ক্রম্বাদে সেখান ত্ইতে চলিয়া গেলাম, কিছুপরে ফিরিয়া
দেখিলাম—স্বামী আমার অনুসরণ করেন নাই।

তাহার পর এইথানে আসিরা পড়িয়াছি।

যমুনার কথা শেষ হইরাছে, রৃষ্টিও প্রায় থামিরা পড়িরাছে, কিন্তু আমাদের হৃদরের মত আকাশ এখনো মেঘার, মেঘার হৃদরে নেই মেঘার আ্কাশের দিকে চাহিরা আমরা ছ্ফনে নিস্তরে বসিয়া আছি, এই সময় ও গাড়ার কালিন্দি কলসী কক্ষে ঘাটে কল লইতে আসিল—আমাদের দেখিয়া বলিল—"কি সো তোরা ছ্জনে চুপচাপ করে ভাবছির কি ?"—আমি তখন উঠিলাম, যমুনাকে বলিলাম "ঘরে আয়"।

হজৰে নদী তীর হইতে তুই এক পা আসিয়াছি আমাদের ঝি আসিয়া বলিল—
"মাঠাককণ ষমুনা দির দেশের একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চার"
"বমুনার দেশের লোক ?' বমুনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমরা গৃহাতিমুখী হইলায়,
বাড়ীর কাছাকাছি আসিরা দাসী অদ্বের একটি বৃক্ষতলে অসুনি নির্দেশ করিল—বমুনার
মুখ সহলা পাংশু হইয়া সেল, সে বজ-পদ হইয়া দাঁড়াইল।—বৃক্ষতল হইতে একজন পুক্ষ
আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমি সরিয়া গেলাম—পুক্ষ বমুনার
নিকটে আলিয়া দাঁড়াইল—ছিত্র শাখার ল্যায় সহলা বমুনা তাহায় পদতলে পড়িয়া
গেল।

স্কুক্ষ আয় ক্রেছ বছে বমুনায় স্বামী। বমুনার স্ক্রান পাইয়া তিনি ভাছাকে আইছে

আসিরাছিলেন। ষমুনার রূপের বোঁর এখনো বুঝি তাঁহার হৃদরে কিছু লাগিরাছিল।
বমুনা প্রথমে তাঁহার সহিত যাইতে কোনমতে সন্মত হইল না,—কিন্ত তাহার স্বামী
মহাজেদ করিয়া বলিলেন বে বমুনা তাহার সঙ্গে না গেলে তিনি এখান হইতে
কথনই বাইবেন না। ছই চার দিন চলিরা গেল—সতাই তিনি চলিয়া গেলেন না—তখন
সে বাইতে সন্মত হইল। কিন্ত যাইবার আগে স্বামীকে এই সঙ্গীকার করাইয়া
লইল—যে তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিবেন—এবং তাহাকে পরস্ত্রী ভাবে
দেখিবেন।

•

যমুনা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এগনো তাহাকে ভূলিতে পারিলাম না,—
বেখানে সেখানে তাহার স্থৃতি ছড়ান দেখিতে পাই, যে সে কথায় তাহার কথা আসিয়া
পড়ে—হুখে ছংখে আমাদের সে সঙ্গিনী ছিল, হুখে ছংখে তাহাকে মনে পড়িয়া যায়।
আমার ছোট ছেলেটির কয়দিন হইতে অহুখ করিয়াছে, নিকটে বসিয়া তাহাকে পাথা
করিতে করিতে ক্রমাগত এখন যমুনার কথাই মনে পড়িতেছে, সে গোপালকে বড়
ভালবাসিত, তাহার কোলে কোলেই গোপাল মাহুষ হইয়াছে—যমুনা এখন এখানে
থাকিলে কত যত্নই ইহাকে করিত। হঠাৎ এ চিস্তায় বাধা পড়িল—খোকার দাসী
বলিল—

"মা থোকার অস্থ ত এথনো সারছে না,—তা শুনছি শাশানে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে, অনেক রকম মন্ত্রন্ত জানে—তার কাছে একবার গেলে হয় না ?''—

কথাটা মনে লাগিল, আমি দেই বিকালেই দাদীর সঙ্গে সর্যাদিনীর নিকট গমন করিলাম।

নদীতীরে শ্বশানে শবক্টীর, সে ক্টীরে শ্বশান হইতে বিষণ্ণ গঞ্জীর এলোকেশী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি, হৃদর স্তন্তিত হইল—ভব্নিপূর্ণ হৃদরে প্রণত হইতে গেলাম। কিন্তু ভূমিষ্ঠ না হইতে হইতে সন্ন্যাসিনী হাত ধরিয়া উঠাইলেন—অবাক হইরা মুখের দিকে চাহিলাম—সেই রুক্ষজটাযুক্ত কেশপাশ প্রচ্ছন্ন মলিন গঞ্জীর অপরিচিত মুখ্পীর মধ্যে পরিচিত কি যেন লুকান মনে হইতে লাগিল, কাহাকে যেন চিনি চিনি কাহাকে যেন এইরূপ দেখিয়াছি অথচ তাহাকে মনে করিতে পারিতেছি না,—আমার সে আকুলতা দেখিয়া সন্মাসিনীর অধর প্রান্তে হাসির রেখা পড়িল—আমি বলিয়া উঠিলাম "যমুনা।" যমুনার চক্ষ্দিয়া গৃই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

কিছুক্রণ কাটিয়া গেল, আবার তাহার মুথের দিকে চাহিলাম, নরন অঞ্জে ভরিয়া গিয়াছিল—বলিলাম 'বিমুনা তোর এ কি বেশ।" ক্যুনার নেত্র অঞ্চহীন, সে কোন উত্তর করিল না—একটু কেবল হাসিল। অত-হঃখে লোকে হাসিতে পারে আশ্চর্য্য কিছু পরে আমি বলিলাম "ষমুনা আমাদের বাড়ী চল না" ষমুনা উত্তর করিল "দিদি শাশানই আমার আপনার ঘর, এ ঘর আর ছাড়িব না" অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহাকে বাড়ী আনিতে পারিলাম না, তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া জীরস্তে সে শাশানবাসী হইল। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে ঘাইতাম, একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কুটার ঘারে আসিতেই কতকভলা শৃগাল কুকুর আমার মুখপানে চাহিয়া একবার চীংকার করিয়া উঠিয়া কিছুদুরে সরিয়া গেল, আমার হঠাও কেমন একটা আতক উপস্থিত হইল, কদ্ধ ঘার ঠেলিয়া গ্রে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম — মভাগিনার মৃত দেহ ভূমিতে লুটাইতেছে, শিহরিয়া দাড়াইয়া রহিলাম।

স্থামাদের বিশাদ, কোন গ্রাহক এই হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর দিতে পারিবেন না। তাহার কারণ কি বলুন দেখি ?

## হেঁয়ালি নাট্য ।\*

(রাম, শ্যাম, মাধব, দামোদর ও চিস্তামণি কুণ্ডু অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে লেখনী হত্তে উপবিষ্ট-সত্যশরণ বাবুর প্রবেশ।)

সত্য। কি হে ব্যাপারটা কি ? এত গন্তীর এত বিষয় যে ? তোমাদের কাগজে বুঝি রসিকতা করবার আবশ্যক হয়েচে !

त्राम। ना।

সত্য। তবে ত আর কোন ন্যায্য কারণ দেখা যাচে না। তবে বুঝি আর্য্যশাস্ত্র না পড়ে আর্য্য শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিথ্তে হবে ?

<sup>\*</sup> গত পৌষমাদের হেঁরালি নাট্যের উত্তর "কেমন"। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চক্র সার্যাল, শ্রীযুক্ত অনন্তলাল বোষ, শ্রীযুক্ত কেনারনাথ পুগুরীক ইঁহারা ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেল।

চিন্তামণি। না।

সত্য। এবারকার কাগজে কোন্ ভদ্রলোককে গাল দিতে হবে ভেবে পাচ্চ না বুঝি? দামোদর। তাও না।

সভা। আর্যাশাস্ত্রও না, গালও না, রসিকতাও না—তবে বুঝি দেশের এক্টা বিশেষ কিছু সৌভাগ্যের কারণ ঘটেছে, নইলে তোমাদের মুধ এত শুক্নো দেখ্তুম না।

সকলে গম্ভীর স্থীরে। কন্গ্রেস্!

সত্য। কনগ্রেস—তা হয়েছে কি!

দামোদর ও চিস্তামণি। কন্গ্রেস্ হল এবং ভাঙ্গল, দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় লোক এল এবং গেল, আমরা রাম শ্যাম মাধব দামোদর ও চিস্তামণি এই ক'টিতে মিলে কলম হাতে করে বদে আছি, আমাদের দিকে কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে না!

সভা। হায় হায়!

দামু বস্থ এবং শ্যাম পাল। আমরা আর্য্য, আমরা ঠনঠনের চটি পরি, আমরা কেউব। বোস কেউ বা সাহা কেউবা কুণ্ডু কেউ বা পরামাণিক, অথচ আমাদের কেউ কিছু বল্লে না!

সত্য। আহা!

রামচন্দ্র টেকি ও মাধব পর্কত। আমরা কাগজে লিখে রামমণি মুথুয়ে ও নীল-কমল চক্রবর্তীকে জাতে ঠেলেচি, আমাদের দিকে কেউ তাকালে না!

দামোদর এবং চিস্তামণি। আমরা বিজ্ঞান না পড়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যে টিকি রাখ্লে আর্য্য মস্তিক্ষের মধ্যে Magnetic current প্রবেশ হবার স্থ্যোগ হর—আমা-দের হন্ধনের কারো প্রতি কেউ মনোযোগ প্রকাশ করলে না!

সভ্য। বুঝ্লুম তা তোমরা কি করতে চাও ?

দামু। আমরা কিছু বল্ব।

हिसा। आमता निथ्व।

त्राम । कन्त्थिन् मश्रद्ध आमारमत विर्मय किंडू वना आवभाक ।

দাম। দেশে এত বড় একটা কাণ্ড হল, বড় বড় লোক এল এবং গেল, আমরা রাম শ্যাম মাধব দামু এবং চিস্তামণি কুণু ১৭ নম্বর পাঁচু মিস্তির গলিতে বরাবর কলম ধরে বসে রইলুম অথচ এক্টি কথা বল্লুম না এ হুতেই পারে না।

সত্য। তাকি বল্বে?

চিন্তা। আমরা গাল দেব।

সত্য। কেন, ভাল জিনিষকে ছাল বলতে দোৰ কি ?

দামু। আমাদের যে অভ্যেস নেই। তা হলে বে আমাদের সাতাশ হাজার তিন শ পঁচানবাই জন পাঠক একেবারে হঠাৎ আশ্চর্য্য হরে বাবে। দি কাজ নেই। সভ্য। তা বটে। তা তোমরা কি বলে গাল দেবে ?

চিন্তা। আমরা বল্ব, এ কন্গ্রেস্ কন্গ্রেসই নর।

সতা। কারণ কি ?

দাম। কারণ এ কন্থেসে রাম শ্যাম মাধব দামোদর এবং চিস্তামণি কুপুকে স্বাহ্বান করা হয় নি।

সত্য। তাতে ব্যাঘাত কি হয়েচে ?

চিস্তা। সেই জন্যে কন্থেটিস আর আর সকল বিষয়ে কথা হয়েচে, কেবল নারদের টেকি, ভরদাজমুণির কাণ্ডজ্ঞান এবং আর্য্য তাড়িৎশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নি।

দামৃ! সেই জন্যে, আমি ভদ্র বরের মেয়েদের গাল দিরে যে একটা প্রহসন লিখেচি সেটা কন্ত্রেসে অভিনয় করার প্রস্তাব কেউ উত্থাপিত করে নি।

মাধব। সেই জন্যে নৃত্যকালী গাঙ্গুলিকে জাতিচ্যত করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে মাধব পর্বতের মত ও ব্যবস্থা কন্ত্রেসে সমালোচিত হতে পারে নি !

রাম। সেই জন্যে "ভীত স্তম্ভিত বিশ্বিত সচকিত" প্রভৃতি সাতাশ হাজার প্রাহক-নাচানে শব্দ প্রয়োগ পুর্বক বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয় নি।

পত্য। বিদেশের লোকে তোমাদের বাকলা বক্তৃতা যে বুক্ত না, তারাত তোমাদের আ্যা কাগজের গ্রাহক নয়।

শ্যাম। নেই বা বুক্লে! আমরা রাম শ্যাম মাধব, এবং দামু এবং চিস্তে—আমরা ত পরস্পরের ভাষা বুক্তুম!

মাধব। আমাদের আরো বল্বার কথা আছে।

সত্য। কি বল দেখি?

মাধব। আমরা অত্যন্ত গরীব।

সত্য। সে কথাকেউ বিশ্বাস করবে না।

माथव। शतीरवत खरना आमारतत खान काँरत।

সত্য। সে আরো অসম্ভব। অনাহারে যারা মরে যাচেচ—তাদের ভিক্ষের ধন ফাঁকি
দিয়ে একথানা কোটাবাড়ি ও একথানা প্রমাণসই ভূঁড়ির বনেদ গেঁথেচ, তোমাদের প্রাণ
গরীবের জন্যে কাঁদে!

মাধব। তা আমরা লিথ্ব, কন্গ্রেসে বড় বড় অনেক কথা সমালোচিত হরেছে, কিন্তু ছোট কথা, গরীবের কথা কিছু বলা হয় নি। ছোট কথা গরীবের কথার জন্য আমাদের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল।

দাম। ঠিক বলেছ ভাই—তোমার মাথায় বড় যুগিয়েছে। এ কথাটা কাগজে লিথ্লে ভারি ভাল শোনাবে। অত্যস্ত করুণরসের সঞ্চার হবে। আমরা লিথ্ব "আমরা গরীব—বড় বড় কথা শুনে আমাদের কোন লাভ নেই। ছোট কথা গরীবের কথার

জন্যে আমাদের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল।" শুনে আমাদের সাতাশ হাজার তিন শ পঁচানবাই জন গ্রাহক অনর্গণ অশ্রুপাত করতে থাকুবে।

মাধব। এবং কাগজের আগাম চাঁদা পাঠিয়ে দেবে।

ি চিন্তা। আমরা লিথ্ব—দাদাভাই নওরোজি বমে পেকে এলেন, কলুর ঘানির কাঁচ্-काँ हा भक्त मद्यस कि हूरे वालन ना। अथह द्वार्थाखा कि गवर्गम के मद्यस अपनक क्था इल।

রাম। গুন্লুম, স্ত্রমণ্য আয়ার মাক্রাজ থেকে এসেক্চন, তিনি আমাদের দেশের cहंकित कथां । পाড়्लिन करे ! प्रिविल मर्स्सिम् यथन हिल ना उथरना भन्नीरवन्न टहंकि हिल, সিবিল সর্বিস্ যথন হল তথনো গরীবের টেকি চল্চে—এমন যে পুরাতন গরীবের ঢেকি সে সম্বন্ধে একটি কথাও উঠুল না অথচ সিবিল্ সর্ব্বিসের সম্বন্ধে কত কথাই শোনা গেল !

দাম। এর থেকে প্রমাণ হচ্চে যে কন্প্রেদে ছোট কথা গরীবের কথা উত্থাপিত हम नि—एएँकित कथा चानित कथा ७८६ नि अथे कार्क्य এই य निवित्त निर्दिशन कथा উঠেছिन !

চিস্তা। এর থেকে আরো প্রমাণ হচ্চে দে সমস্ত ভারতবর্ষে ছোট কথা গরীবের कथा (क छ ভাবে ना। क्वितन भाँ कृ भिक्षिंग भनिष्ठ भाँ क कन त्नां क्व श्री भवी विव জন্যে আকুল।

রাম। সেই পাঁচ জন লোক হচেচ প্রীযুক্ত রাম শ্যাম থাধব এবং দামোদর এবং চিন্তামণি।

শ্যাম। পাঁচুমিল্লির গলির দেই পাঁচটি লোককেই কন্গ্রেদ্ থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়েচে—এই জনো ঢেঁকি এবং ঘানি ছাড়া কন্গ্রেসে আর দকল কথাই উঠেছিল।

মাধব। এই জন্যে পাঁচুমিল্লির গালির উক্ত পাঁচ জন লোক কন্গ্রেস্ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন।

সত্য। এবং তার পর দিন প্রভাতে ডেলিগেট্গণ ভারতবর্ষের চতুর্দিকে বে যার বাসায় গিয়ে মরে থাক্বেন।

আচ্ছা বাপু, জিজ্ঞাসা করি, এক্টা কোন বড় অনুষ্ঠান হইলেই তোমরা কেন দাঁত র্থিচিয়ে মর १

দাম। পাছে কেউ মনে করে পাঁচ্মিত্রির গাঁলর আমরা পাঁচজন কেউ নই!

সতা। যজের ভোজের সময় বাহ্মণেরা যথন থেতে বদে তথন কাকগুলো কেবল ঢেলা 🚭 এবং পাশের তেঁতুলগাছে বৃদে চেঁচিয়ে মরে—তোমাদেরও দেই দশা। আচ্ছা তোমরা যে এত করে কোকিয়ে মর তোমাদের কথা কেউ শোনে ?

চিস্তা। শোনে নাত কি ! সাভাশ হাজার তিন শ পঁচানকাই জন প্রাহক আমরা या विन जारे त्थारन व्यवः क्रिका क्रव शत्रमा तम् !

সত্য। (বিষণ্ণ মুখে) তা বটে। পোড়া দেশের পোড়া অদৃষ্ট!

(প্রস্থান)

#### একজন ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিকৃক। জয় হোক্বাবা, সমস্ত দিন উপবাসী আছি — কিছু ভিকে দাও।

মাধব। আমরা যে ভাই গরীব, গরীবের জন্যে আমাদের প্রাণ কাঁদে!

ভিক্ক। আহা কি মিষ্টি কথা! তা বাবা, কিছু ভিক্ষে—

দাম। কোথায় পাব ভাই, আমরা যে গরীব! গরীবের জন্যে কেবল আমাদের প্রাণ কাঁদে!

ভিক্ষ্ক। (চতুর্দিকের গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিয়া) কেবল প্রাণ কাঁদে আর কিছু হয় না ?

চিন্তা। কিছুনা।

ভিক্ষুক। বুঝেছি।

(প্রস্থান)

#### হরকালীর প্রবেশ।

হর। সেই যে বাড়ি বন্ধক নিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা ধার দেবেন বলেছিলেন— সেইটে স্থির করবার জন্যে এসেচি।

দাম। অতি উত্তম প্রস্তাব। কলম রাখ এইটে চুকিয়ে দিয়ে তার পরে কন্গ্রেদ নিয়ে পড়ব।

(চক্ষু মুছিয়া) আহা আমরা গরীব, তাই গরীবের জন্যে প্রাণ কাঁদে!

### প্রতিবাদ।

গত অগ্রহায়ণ মাদের ভারতী ও বালকে সমালোচনা শীর্ষক প্রবিদ্ধে সাধক সঙ্গীত হইতে রামপ্রসাদের যে জীবনী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তৎসন্থন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সমালোচক সাধক সঙ্গীতের সমালোচনা করিতে যাইয়া যে ভাবে রামপ্রসাদের জীবনী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের এই প্রতীতি হইতেছে যে রামপ্রসাদের ধর্ম মত সন্থন্ধে উক্ত জীবনীতে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহারও সেই সকল অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সায় আছে। এই জন্য ও পাছে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সন্থন্ধে জনসাধারণ লাস্ত বিশ্বাস পরিপোষণ করেন, এই ভয়ে এবং সত্যের অন্বরোধে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। নতু সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে আমরা কথনই প্রবৃত্ত হইতাম দা।

প্রথমতঃ। জীবনাখ্যায়ক একস্থলে লিথিয়াছেন, "হিন্দুশাস্ত্রে দালোক্য, দামীপ্য, দাযোজ্য, নির্বাণ এই চারি প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে, রামপ্রদাদ ইহার কান প্রকার মুক্তিরই কামনা করিতেন না"। কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। রামপ্রদাদের একটা সঙ্গীতে—

"প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাধী। আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙা চরণে মিশি॥" এবং অপর একটিতে--

"মৃত্যুঞ্জরের উপযুক্ত সেবায় হবে আশুমুক্ত। ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে।"

এই হেইটি কথা দেখিতে পাই। ইহা দারা এই অন্থমিত হইতে পারে যে, তিনি সাযুজ্য অথবা নির্বাণ এই ছই প্রকার মৃক্তির একতর অথবা উত্তরই মানিতেন। কিন্তু আবার তাঁহার অন্য এক দলীতে দেখিতে পাই "নির্বাণে কি আছে ফল" এবং আর এক স্থলে "সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কি ফল বল না ?" ইহা দারা বুঝা যায় তিনি নির্বাণ মুক্তি মানিতেন না; কিন্তু সাযুজ্য মানিতেন কি না—স্পষ্ট বুঝা গেল না। পুনশ্চ এক স্থানে বলিয়াছেন "ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি থেতে ভালবাসি"। ইহা দারা আমরা এই বুঝি যে তিনি সালোক্য অথবা সামীপ্য মুক্তিই মানিতেন ও অন্তরের সহিত আকাজ্ফা করিতেন, এবং তিনি দৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রানালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়ের অন্যতরে বলিয়াছেন "যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।" এতদ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে তিনি বাস্তবিকই নির্বাণ মুক্তি মানিতেন। মুক্তি সম্বন্ধে প্রসাদের এই মত বৈষম্যে তাঁহার সাধনার ভিন্ন অবস্থা প্রতিভাত হইতেছে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তদীয় উক্তিনিচয়ের মধ্যে বস্তগত্যা কোন বিরোধ ভাব নাই। পূর্বে নির্বাণ মুক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জলে নাই, অথবা তিনি তাহা চাহিতেন না। কিন্তু অন্তিমকালে—মৃত্যুর প্রাক্তালে—সেই বিশ্বাসই তাঁহার ছদয়ে বদ্ধসূন হয়।

দিতীয়ত:। জীবনাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে রামপ্রসাদ "তীর্থ পর্যাটন অনাবশ্যক মনে করিতেন।" আমাদের মতে তাঁহার এই কথাও ঠিক নয়। আমরা এই কণা অবশ্য স্বীকার করি যে রামপ্রসাদের কোন কোন সঙ্গীত ছারা দেখা যায় যে, তিনি কাশী এবং অন্যান্য তীর্থে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিতেন, এবং ভালবাসিতেন না। কিন্তু আবার কোন কোন সঙ্গীত ছারা (১) দেখা যায়, তিনি কাশী না যাইতে পারিয়া ছঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার মৃত দেহ গঙ্গাজলে পরিত্যক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন (২) ধিকান কোন সঙ্গীতে তিনি কাশীকৈ মোক্ষধাম বিলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মন যে কাশীর দিকে ধায়, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন (৩)। আবার কোন কোন সঙ্গীত দ্বারা কাশী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, (৪) এবং বলিয়াছেন "বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব" এবং তিবেণীর ঘাটে বসিলে অন্তর শীতল হইবে।

<sup>(</sup>১) "এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গরা কাশী।" ইত্যাদি বলিরা ছঃখ প্রকাশ। "আমি ঐহিক স্থে মন্ত হরে, যেতে নারিলাম বারাণসী।" ইত্যাদি বলিরা খেদ।

<sup>(</sup>২) "বেন অন্তিমকালে, তুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহুবীর তটে।" "তমু অন্তকালে আমায় টেনে ফেলো গঙ্গাজলে॥"

<sup>(</sup>৩) "কাশী মোক্ষধাম"। "তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।"

<sup>(8) &</sup>quot;মন চলরে বারাণসী"। "আমি কবে কাশীবাসী হবঁ। ঐ বারাণসীর জলে হলে মোলে পরে মোক্ষ পাব।"

এখন দেখা যাইতেছে রামপ্রসাদ নিজেই তীর্থ পর্যাটন সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মত কি একে অন্যের বিরোধী ? আমাদের বিবেচনার তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ ভাব নাই। ঐ সকল ভিন্নি ভিন্ন মতে তাঁহার সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে; অথবা প্রকৃত সিদ্ধ হিন্দু ভক্ত ও বিখাসীর পক্ষে তীর্থ পর্যাটন করা না করা উভয়ই সমান, কিন্তু করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই, কারণ তীর্থে সাধু সঙ্গ হয়, এবং সাধুসঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রভৃত উন্নতি সাধন হয় (৫)। প্রসাদ বাস্তবিক তীর্থের মাহাত্মা বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন কার্য্য দারাই সমাক্ উপলব্ধি হয়। যিনি মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কালী পূজা করতঃ স্বেছাপুর্বক সৎজ্ঞানে অন্ধ নাভি গঙ্গাজলে নামিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি যে তীর্থের মাহাত্মা স্বীকার করিতেন না—এ কথা কে বলিবে ?

তৃতীয়তঃ। রামপ্রসাদ "পৌত্তলিক" ছিলেন, "মৃত্তিকা নির্মিত কালীর সাধনা করিতেন," এই কথা জীবনাখ্যায়ক অস্বীকার করিয়াছেন,অথচ তিনিই অনাত্র|লিথিয়াছেন "রামপ্রসাদ পূর্ব্বেই আপনার মৃত্যুর কথা বৃঝিতে পারিয়াছিলেন,তদম্পারে তিনি কালীপূজা করেন,পর দিন কালী বিসর্জ্জনের সময় সকলের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন"। এই কথা ঠিক যে প্রসাদের শক্তি মৃৎ মৃর্ত্তিতে আবদ্ধ নহেন। মৃৎপ্রতিমা প্রসাদের উপাস্যা নহে। তাঁহার উপস্যা তদ্ধিষ্ঠাত্রী জ্যোতির্ময়ী দেবতা। সেই দেবতার সীমানাই; তিনি নিরাকারা, সর্বব্যাপিনী। কিন্তু তবুও দেখা যাইতেছে প্রসাদ মম্ব্যানির্মিত মৃৎমৃর্ত্তি চিহ্ন ঈশ্বারাধনায় ব্যবহার করিতেন। ইহা কি পৌত্রলিকতা নয় পূ

চতুর্থতঃ। জীবনাখ্যায় ক বলেন প্রসাদ অবৈত্বাদী ছিলেন। আমরা পুর্ব্বে দেখাইয়াছি "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি থেতে ভালবাসি" এই কথা ছারা প্রসাদের হৈত
বাদই প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাহাতে স্বতম্ব জীবায়ার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু আবার
দেখিতেছি তিনি পাপ পুণ্য মানিতেন না—"ওরে শুন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব
খোয়ালে"—স্বতরাং তিনি অবৈত্বাদী, (৬) কারণ পাপপুণ্য না মানার মধ্যে "তত্ত্বসি"
ভাব নিহিত আছে। তবে তিনি দৈতবাদী কি অবৈত্বাদী ? আমাদের বোধ হয় দৈত
এবং অবৈত্ব এই ছয়ের মিশ্রিত ভাবটিই তাঁহার উপলন্ধি হয়। এতং সম্বন্ধে তাঁহার
মত বৈষম্য ছারা স্বধু ইহাই বুঝা যায়। ভগবান শিব এই মিশ্রিত ভাবটিকেই যথার্থ
তত্ত্ব বলিয়াছেন—"…তত্ত্বং… দৈতাবৈত বিবৰ্জ্জিতম্"——কুলাব্বতন্ত্রম্, ৫, ১, ১১০।
দক্ষ প্রজাপতিও এইরপই বলিয়াছেন:—

বৈতক্ষৈব তথাবৈতং বৈতাবৈতং তথৈবচ। ন বৈতং নাপি চাবৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥"

পঞ্চমতঃ। জীবনাখ্যায়ক এক স্থলে লিখিয়াছেন "প্রত্যেক ধার্ম্মিকেরই প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে; রামপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল, যথা;—"জেনেছি শ্রীনাণের বাণী" পাগল বেটার কথায় মজে" ইত্যাদি। রামপ্রসাদ প্রত্যাদেশ পাইতেন, এই কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু "জেনেছি শ্রীনাথের বাণী" প্রভৃতি দারা তাঁহার প্রতাদেশ পাওয়া কিরপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমরা ব্রিতে পারিলাম না। প্রসাদ-

<sup>(</sup>৫) "ধর্ম্ম্য যোনি: সাধুসমাগম:"—বনপর্কান, ১, ২৫। রামপ্রসাদও সাধুসঙ্গের উপকারিতা হৃদয়ক্ষম করিয়াছিলেন—"আমি সাধুসঙ্গে নানারকে দুর করিব মনের ব্যথা"।

<sup>(</sup>৬) "মা বিরাক্তে ঘরে ঘরে। জননী তনরা জারা সহোদরা কি অপরে॥'' এই সঙ্গীত ছারাও প্রসাদের অবৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়।

প্রদক্ষকার স্বর্গীয় দরালচক্র বোষেরও এই ভূল হইয়াছিল, বর্ত্তমান জীবনাখ্যায়কেরও তাহা ঘটিয়াছে। রামপ্রদাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি কালীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন, এইরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে সঙ্গত এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জন্য রক্ষিত হইতে বেট, কিন্তু কালীভক্ত প্রদাদ শিবের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন, এই কথাটা আমাদের নিকট বড় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। "শ্রীনাথের বাণী" অর্থাৎ শিববাক্য অর্থ তন্ত্রকে ব্যায়; স্মৃতরাং উদ্ধৃত পদন্য দারা প্রসাদের প্রত্যা-দেশ প্রাপ্তি না বৃষিয়া তাঁহার তন্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশাসই বৃষিতে হইবে।

ষ্ঠতঃ। জীবনাখ্যায়ক প্রবন্ধের টিপ্পনীতে লিথিয়াছেন "দ্বিজ শব্দ পরবর্তী যোজনা মাত্র। রামপ্রসাদের অনেক গান এইরূপে বিরুত হইয়া গিয়াছে।" "দ্বিজশব্দ পরবর্তী যোজনা" এই কথা বলার কোন প্রমাণ নাই। আর দ্বিজ শব্দ পরবর্তী যোজনা হইলেও তাহা দ্বারা প্রসাদের সঙ্গাত বিরুত হইল কিরূপে—তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই দ্বিজ শব্দ লইয়া অনেক দিন হইতেই মত ভেদ চলিয়াছে। কেহ বলেন রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, স্পতরাং উপনয়নে তাঁহার অধিকার ছিল, সেই জন্য তিনি নিজকে দ্বিজ বলিতেন। আনাদের নতে দ্বিজ শব্দের বিশেষ সার্থকতা আছে। কালী-দিদ্বির অর্থাৎ ব্রুলাভের পূর্বে বংমপ্রসাদ দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাত্বা হয়েন (৭)। এই জন্য তিনি স্বয়ংই আয়প্রতায় হইতে ভানিতিতে দ্বিজ শব্দ ব্যবহার করিতেন, অথবা ঐ অর্থে অন্ত লোকে তাঁহার নামের পূর্বে দ্বিজ শব্দ যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ১২৯২ সুনের ফাস্ক্রন মাসের নবজাবনে রামপ্রসাদের সাধনা, সাধন প্রণালী, এবং ধর্মানতের স্থালোচনা করিয়া আঁমি যে একটি প্রবন্ধ লিথি, এই প্রস্তাবে সেই প্রবন্ধ হইতে অনেক কথা গ্রহণ করিয়াছি; সেই জন্য পাঠকবর্গ ক্ষম। করিবেন। যদি কোন পাঠক মহাশ্রের রামপ্রসাদের ধর্মজীবনের বিস্তৃত সমালোচনা পাঠ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে অন্থাহ করিয়া উক্ত নবজীবন পাঠ করিলে বাধিত হইব।

**बी बो महत्त तात्र । \*** 

-- वनभर्वनि, २०२, ३७४२६।

পুন্দ-Verily, Verily, I say unto thee, Except a man be born again, he can not see the kingdom of God-John III. 3.

<sup>(1) &</sup>quot;ইক্রিয়াণাং নিরোধেন সভ্যেন চ দমেন চ। ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি ধংগরং দ্বিজসত্তমঃ॥'

<sup>\*</sup> সকল কথার কিম্বা প্রতিবাদের উত্তর দিতে হইবে এরপ কোন একটা বাঁধা নিয়ম নাই। আমরাও এই প্রবন্ধের উত্তর দিব না। তবে একটা কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, মতভেদ এ জগতে পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। অবৈতবাদ পরিপোষক জগংপূজাগ্রন্থ শ্রীমন্তগ্রদাগীতাকেও বৈতবাদীগণ তাহাদের পক্ষেটানিয়া লইয়াছিলেন। ভক্তি রত্নাকর শ্রীমন্তাগ্রহ হইতে অবৈতবাদ পরিপোষণোপ-বোগী প্রমাণ সংগ্রহকরা যাইতে পারে। সেইরপ রামপ্রসাদের সঙ্গীত ভাণ্ডার হইতেও ভিন্ন ব্যক্তি স্বাস্থ্য মত পোষণোপ্রোগী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

<sup>•</sup> জীকৈলাগচন্দ্ৰ সিংহ। সাধক সঙ্গীত সম্পাদক ও প্ৰকাশক।

## মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু প্রদাদ দাস মল্লিক যোড়াসাঁকো ডব্রিউ, সী, বনার্জি এম্বয়ার হাইকোর্ট 5 বাবু হীরালাল রক্ষিত গোয়াবাগান প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিলী গার্ন কামিনাকুমার সেনগুপ্ত বরিশাল ৪। 🕹 অক্ষরকুমার মিত্র কুচবিহার ছুৰ্গাপ্ৰসন্ন ঘোষ মাণিকতলাম্বীট 9 প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা ₹, গোপালচক্র মল্লিক কলিকাতা প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী 9 গোপালকৃষ্ণ কর ٧, কৈলাসচক্র মুখোঃ উত্তরপাড়া विश्वानान वत्नुग्राभाषाय श्रावणा ॥० শ্রারঞ্চ বিহারী মজঃফরপুর 9100 জ্ঞানচক্র রায় গুলগঞ্জ 210/0 মধুস্দন বন্দ্যো: গোপালপুর তাপ• মন্মথনাথ মুখোঃ বাশবাড়ীয়া वलाइँहान পाইन যোড়াসাঁকো ৩১ এম, গুপ্ত এম্বরার মেছবাজারধ্রীট .2 বাবু তারিণাচরণ ঘোষ কাটীয়ার 91de মহারাজা গিরিজানাথ রায় বা: বিনাঃ তার হরিণা ফুলবাড়ী বাবু ব্ৰঞ্জলাল রায় বাদুশা রিডিংরুম সম্পাদক টাঙ্গাইল 390 শ্রীযুক্ত ধেনকেনালের রাজা 300 পি, দী, দেন এম্বয়ার **ી**ત ' বাবু ভুবনমোহন সেন আমিনপুর 8 ক্ষীরোদবিহারী সেন রায় বেনা: ৩।১/০ টাঙ্গাইল ङ्छ ऋरकक् হুৰ্গাতারণ চক্রবত্তী সেয়াখালা राजि जगनी गठक विश्वान ৩ রজনীক্ষণ বস্থ ভাদ্ৰড়া 0100 কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যার পাবনা 01000 দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ নৃতন বাজার ৩১ পঞ্চানন বন্দ্যোধ্যায় 8/0 ব্রহ্মপুর চক্রনাথ দাস হবিগঞ্জ ৩।%• সতীশচন্দ্ৰ বন্যোঃ স্থলিপুকর 2190 यून्त्री त्रकूवछि कन কেমাক্ট্রীট 2110 মতিলাল কর এলাহাবাদ २१४.

শ্রীমতী বিন্দুবাদিনী বস্থ মন্থ: দাইন্যা ১১ বাবু রাজকুমার রায় জামালপুর স্থাকুমার দাস দক্ষিণ বাাটরা তার মাধবচন্দ্র রার জলপাইগুড়ি-শিসতা মায়াস্থলরী দেবী বাৰু নৰ শুভটাচাৰ্য্য বেচুচাটুৰ্য্যের্ট্রীট ১॥• ব'বু তাৰ্কনাথ ভট্টাচাৰ্য্য হরিপুর কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ঢাকা নবকিংশাব দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ 21 गिवीमठक वत्नाः ভবানীপুর 4. আগুতোষ চৌধুরী শিবপুর २।• (ক্রুড়েম্ব্র ধর >110 ভ⊪মতী ক্**ঋমানিনী দেবী ভামবাজার** বাবু তারকনাথ ঘোষ যোড়াসাঁকো २५ 9 সত্যেন্দ্ৰনাথ পাইন জানবাজার J• নীলাম্বর দাস রজনীকান্ত চট্টোঃ কেমাকণ্ডীট > নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাঃ ভবানীপুর ডফ্ব্রীট প্রিয়নাথ মিত্র वाधिकारमाञ्च कर्यः त्वाबानिया রাখালদাস হালদার কালীপদ রায় 31 রাথালদাস মন্ত্রমদার গড়পার 91d . রামগোপাল বিদ্যান্ত 0100 निक् 01% রামচক্র মজুমদার মিদেস জি. ঝায় এলাহবাদ তাব বাবু দেবেক্তচক্ত মিত্র সিমলা 3′ १३क उत्त (मन তিল্পি 8 क्रमकाली होधुदी বেনারস ଠାଏ নরেক্সক্রম্ভ মিত্র কলিকাতা 31 হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 9 সিমলা শ্রীমতী কুমুদিনী কান্তগিরি কলিকাভা > বাবু পশুপতিনাথ বস্থ বাগবাজার কুমার রমণীকান্ত রায় ঘোড়ামারা 01 × • বাবু শ্যামলাল পাল মজাপুর >110 প্যারীমোহন রায় বাহড়বাগান জানকীনাথ রায় শোভাবাজারীট ৩

- হাতিবাগান 9 বাবু কেদারনাথ বস্থ বিড্নব্লীট ٩١. কুঞ্জবিহারী দত্ত २५ নরেন্দ্রনাথ দে বহুবাজার व्यक्तिमानहळ वत्माः ভवागीशूव >/ শ্রীমতী নশিনীমুন্দরী দেবী >110 S বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র খ্যামপুকুর রামকৃষ্ণপুর ৩ মহেন্দ্রনাথ রায় ৩৻ नवीनहन्त्र वत्नाभाशाश व ৩৻ গোপালদাস সেন চোরবাগান 31 চাপাতলা কেত্ৰমোহন মুখো: কলিকাতা ٧, नमनान (म ্যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তা গাঙ্গাধরদী ্হরিদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমতল। লনসিং नश्चनाथ नाम " কেদারনাথ মজুম: শিকদার: গলি কুমার দেবীপ্রদাদ রায় আমপোস্তা বাকু কালীচরণ সিংহ থিদিরপুর 0100 " श्र्वेहक दन दह्येषूत्री त्राणायां है ,, রমাক্তফ সরকার ধোপাডাঙ্গা কুমার নীলক্ষ দেববাহা: শোভাবাজার 🔍 তুলাপটী ৩ বাবু বেণীমাধৰ সেন , কুঞ্ববিহারী বহু গ্ৰেম্বীট রাজকুমার\_মল্লিক যোড়াৰ্শকো ক্লাজা রাজেজনারায়ণ রায় জয়দেবপুর ৩:১/• .010 वाव नानविश्रती (म ভাগলপুর >/ হেমচন্দ্ৰ ঘোষ বাঙ্গালব্যাক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাগবাজার 0 ৩৻ সারদাকান্ত মিত্র ভাষবান্ধরি ৩ শোভাবাজার রসিকলাল মিত্র 4 न(को ভূবনমোহন রায় বিডনম্বীট ৩ হরকালী ঘোষ অধিকাচরণ মুখোপা: খ্রামপুকুর 2110 017 রাজকুমার সেন শিবপুর নুসিংহচন্দ্র মিত্র কলিকাতা >/ হাইকোট গোষ্ঠবিহারী দাস ₹, के बंबहरू भिज क्या प्रतिश्व ٤, কুমার গিরীক্রক্ষ দেববাহা: শোভাবা: ৩১

বাবু রাধিকাপ্রদাদ দেন পুটিয়া 2100 শ্রীমতী সৌদামিনী মজুমদার পাবনা এ০ বাবু জগংত্রভ মজুমদার ফরিদপুর ৩।০ শ্রীমতী মনোমোহিনী কর আহাম্মদপুর ৩।১ বাবু শশীভূষণ দত্ত শ্ৰহট শ্রীমতী রাজলন্ধী বহু থিদিরপুর বাবু আভতোষ চট্টোপাধ্যায় মাণ্ডরা :100 [সলং শরচ্চত্র ধর গণেশচক্র মিত্র আমহাষ্ট দ্রীট ৩৻ গগনেজনাথ ঠাকুর : যোড়াগাকো জ্ঞানেক্রচন্দ্র দাস গুপ্ত নসাপুর অd• কেদারনাথ মিত্র नन्तवागान অঘোরনাথ দ্বত শ্যানপুক্র > নীলকমল বদাক চড়কডাগা হরিচরণ বন্দোপোধারে দর্বজ্পাড়া ৩১ মহেশ্চক্র চৌধুরী ভবানীপুর হ্রেক্রনাথ ামত 9 কুলদাকিঞ্চর রায় Ø 2110 ডাক্তার রাখাল দাস ঘোষ বছবাজার রাজা সচিচদানন্দ বাহুবলেক্স মর্নাগড় ১০১ বাবু শ্ৰীশচন্দ্ৰ বিশ্বাস কুমিলা মহারাজা স্থাকুমার রার লক্ষীকোল ৬৮০ মিসেস এম্ এন্ ঘোষ 010/0 वावू ज्वानीहत्र मे छ हाहे द्वार्हे রামধন মুখোপাধ্যায় গোরখপুর অ৮০ **जिलां विश्वानाम (पाप ) (विश्वना** বাবু গোকুলনাথ চট্টোপাঃ যোড়াসাঁকো ৩ হরকুমার সরকার বোয়ালিয়া রামানন্দ পাল দরজিপাড়া আণ্ডতোৰ মুখোপাঃ জুনিয়াদহ তাৰ্ব বামাপদ বস্থ রামক্রম্পপুর শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী দাসী মূজাপুর বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক পটলডাঙ্গা স্বেশচক্র ঘোষ ভবানীপুর ভুবনমোহন চট্টোপাঃ হাটথোলা ক্ষেত্ৰমাহন মুখোপাঃ চাঁপাতলা व्याधिष्ठ अस्तिक अस्ति विश्वेन ही है

क्रमणः।

### পঞ্চাব ভ্রমণ।

#### পেশোয়ার।

আটক হইতে আমরা রাভ একটা কি দেড়টার সমর ঘোড়ার গাড়ীতে পেশোরার त्र अप्रांना रहे। **चा**र्रेक मन्दरक्ष या किंडू विनवात, चामि माप मारमत जात्रजीरा विनयाहि। রাত একটার সময় কি করিয়া আমরা আটকের হুর্গাদি দেখিয়াছিলাম, ভাবিয়া বোধ হয় পাঠক মহাশয় কিঞ্জিৎ আশ্চর্য্য হইয়া থাকিবেন। আদল কথা আটক আমরা त्म त्राच्य दिश नारे। दश्रामात्रात्र रहेट कितियांत्र ममत्र दित्नत द्वलात्र दिश्वाक्रिलाम। আটকের ১৫ মাইল উত্তর পূর্বে দিক্র দক্ষিণ তীরে ওহিন্ব বা হুন্নামে একটি গ্রাম আছে। পণ্ডিতেরা বলেন এই স্থানেই এক সময়ে সেকেন্দর সাহা কর্তৃক সংস্থাপিত এন্থোলীমা নগরী বিরাজ করিত। যথন গজনীর মামুদ ১০২৬ খুটান্দে কাবুলের ছচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদিগকে তাড়াইয়া দেন, ত্থন তাঁহারা এই এমোলীমায় আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। মোগলদিগের সময়েও এস্বোলীমা অতি সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। মোগলেরা এম্বোলীমাকে করাজঙ্গ নাম দেয়। ওহিন্দের ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে লাহোর বা সালাভুরার ভগাবশেষ। পঞ্চাবের রাজধানী লাহোর আর এ লাহোর কিন্তু এক নয়। নওগ্রাম রাণীগাট্ নামে একটি স্থান ওহিলের ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে। এখানে একটা প্রকাণ্ড হর্ণের ভগাবশেষ দেখা যায়। গ্রীকেরা ইহাকেই এয়োরনসূ হুর্গ নামে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এয়োর্নস্ ছুর্গ এক হাজার ফুট্ উচ্চ একটা পাহাড়-শিরে নির্ম্মিত। পাহাড়ের গায়ে থোদা একটি বই রাস্তা হুর্গে উঠিবার নাই। যথন দেকেন্দর সাহা নিকটস্থ বাজার বা বাজারীয়া নগর আক্রমণ করেন, তখন গভীর রাক্তে বাজারীয়ার স্ত্রী পুরুষ পলাইয়া যাইয়া এয়োর্নস্ ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাজারীয়া এখন একটি বড় রকমের গ্রাম মাত্র।

আটকে সিন্ধু পার হইলেই তীরদেশে খয়রাবাদ গ্রাম। খয়রাবাদের নিকটে পাহা-ডের উপরে রাজা হোদীর হুর্গ। এখান হইতে পেশোয়ারের রাজা বহু দূর পর্যান্ত কাবুল নদীর তীরে তীরে গিয়াছে। কাবুল নদীরই তীরে কাবুল নগর স্থিত—পাঠক অব-গত আছেন। কাবুলেরও উপর হইতে এই কাবুল নদী আসিয়া খয়রাবাদে আট-কের সন্থুথে সিন্ধতে পড়িয়াছে। কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরে সরাই নামে একটি আফ-গান সহর আছে। ইহাকে অকোরাও কহে। খট্টক জাতীয় মালিক অকোরের নাম ইইতে ইহার নাম অকোর হইয়াছে। এই বংশেই খট্টক বংশীয় বিধ্যাত যোদ্ধা ও ক্রি শ্শেণ থাঁ জন্ম গ্রহণ করেন। অকোরার নিকটে বুরি গ্রামে তাঁহার সমাধি মন্দির।
আকোরার একটি কুর্বু আছে, তাহা সাদা পাথরে কাঁদার গাঁথা। পেশোরার পথে
আটক ইইড়ে কুর্বু আহে লাগে নৌসারা নামে একটি গ্রাম বা কুল্র সহর। এথানে
কতকগুলি সৈন্য থাকে—সেনানিবেশ আছে। ১৮২০ খুষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এথানে
আফগানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

বেলা ৯২ টার সময় আমরা পেশোয়ারে পৌছিলাম। পেশোয়ার প্রদেশের হিন্দ্ নাম গান্ধার। পেশোয়ার থাইবার গজের মুখে। থাইবার গজ ভারতের শত্রু প্রবেশ দার। যে কোন লোকস্রোত অন্নের আশায়, যে কোন দস্যুরাজ অর্থ বা রাজ্যলোভে ভারতবর্ষে আদিয়াছে, দেই থাইবার হইয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিয়াছে। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের দেনা থাইবারের সমুধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে যে আর্য্য জাতিরাই পেশোয়ার প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রীক ইতিহাদলেখকেরা পুষ্ণবাবত নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সোয়াট্ নদীর বাম তীরে অবস্থিত হস্বত নৃগরই নাকি সে প্রাচীন পুঞ্চলাবত। হস্বৎ নগরের চতুর্দ্ধিকে ১৫ মাইল জুড়িয়া প্রাচীন নগরীর ভগাবশেষ। পেশোয়ার বছ শতাব্দী লাহোরের হিন্দু রাজাণিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে আফ-গানেরা আসিয়া পেশোয়ারকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। যথন দাদশ শতাকীর শেষ ভাগে পাঠান সাম্রাজ্য দিল্লীতে স্থাপিত হয়, তথন পেশোয়ারও সেই সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। গন্ধনীর মামুদ যখন একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোরের রাজা অনঙ্গণাল পেশোয়ার ক্ষেত্রে মামুদকে যুদ্ধ দেন। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মামুদ ও व्यनक्रशालात रेमना मचुशीन रहेशा शास्त्र। जात शत व्यनक्रशालात এक मन चक्कत জাতীয় সৈন্য মুসলমান সৈনা আক্রমণ করে। যুদ্ধে অনঙ্গপালেরই জয় হইতেছিল, কিন্ত হিন্দু রাজাকে হর্ভাগ্য চিরকালই যুদ্ধক্ষেত্রে অনুসরণ করে। অনঙ্গপালের হাতী ভয় পাইয়া ছুটিল—দৈনোরা ভয় পাইল, অমকল গণিল—মুসলমানেরা যুদ্ধ জিতিল—হিন্দুরা বিশ হাজার যুদ্ধে মরিল। যুদ্ধের পর সন্ধি পতা হইল। অনঙ্গপাল যত দিন বাঁচিয়া-ছিলেন, সে সন্ধি পতা মত সব চলিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পঞ্চাব মামুদের হইল। মামুদ ৰতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, পেশোয়ারই প্রত্যেকবার তাঁহার ভারতাক্রমণের সেনানিবেশ ছিল। মুসলমান শাসনে পেশোয়ারের সে 🔊 রহিল না। জেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলক প্রভৃতি দৃত্যুরাজেরা অসভ্য বর্বর জাতীয় লোকে পেশোয়ার প্রদেশ পূর্ণ करत । পেশোরার ক্রমে অনুর্বার ও জন শূন্য হইতে লাগিল। অসভ্য পাঠান যাহারা পেশোরার দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা পরের অধীন থাকা মোটেই পদল করিত না। মোগল সমাটদের তাহারা গ্রাহ্য করিত না। ঔরক্জীব আপন পুত্র স্থাতানকে পেশোয়ার জন্ন করিবার জন্য সবৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরাজিত

ছইরা ফিরিয়া যান। এই যুদ্ধের সময়েই সেই বিখ্যাত পাঠান কবি কুশুশল খাঁ খাঁহার নাম আমি উল্লেখ করিয়াছি, আগুন ঢালিরা, জাতীর সঙ্গীত লিখিরা, গ্রামে গ্রামে গাইয়া, পেশোয়ারী পাঠানদিগকে ঔরক্ষজীবের সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উন্মন্ত করিয়া তলিয়াছিলেন। আমাদিগের কবিরা কি কখনো তেমন জ্বলম্ভ কবিতা লিখিতে পারি-বেন বা তেমন জ্বস্ত গান গাইতে পারিবেন ? কুশ্শল খাঁ কেবল কবি ছিলেন না-কেবল তান ধরিয়াই তাঁহার স্থুথ হইত না। ইয়োরোপে, রাজস্থানে কবি (ভাট) জন্মিয়া-ছেন বাঁহারা যুদ্ধ করিতেন, গাইতে গাইতে যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধ করিতে করিতে গাইতেন। কুশুশল খাঁও সেই শ্রেণীর কবি। তিনি বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। অকোরার নিকটে মোগল দৈন্যদিগকে এক মহা যুদ্ধে পরাজিত করেন। কুশুশল খাঁ একখানি ইতিহাসও লিখিয়া গিয়াছেন। এ প্রদেশে সমস্ত আফগানিস্থানে কুশ্শল খাঁর গান না গায় এমন क्वी शुक्र नारे। পেশোয়ারে জয়িলেও আফগানিস্থানের কুশ্শল খাঁই জাতীয় কবি। নাদীর সাহের আক্রমণের সময়ে নাসির থাঁ নামে একজন মোগল পেশোয়ারের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। দিল্লী হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া নাসির খাঁ নাদীর সাহের হাতে পেশোয়ার সমর্পণ করেন। এখানে এ কথাটা বলা যাইতে পারে যে নাদীর সার সেনা খাইবার পথে ভারতে প্রবেশ করে নাই। খাইবারের আফ্রিনী ও সিনোয়ারী নামক পার্বতা জাতিরা নাদীর সাহাকে খাইবারে প্রবেশ করিতে দেয় না। নাদীর তেরা প্রদেশ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। নাদীর সিদ্ধুর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভ করেন, আর নাসির খাঁকে কাবুল ও পেশোয়ারের শাসনকর্তা নিযুক্ত करतन । नामीरतत मृजात পरत मृतांनी वश्मीय आरमम मादा कावून ट्रेंट नामित थाँकि তাড়ান, হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার করেন। এই সময়ে পেশোয়ার ধনে ও ঐশর্যো খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ ১৭৭৩ হইতে ১৭৯৩ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত পেশোরারকেই আপন বাদস্থান করিয়াছিলেন। রণজিৎসিংহ নৌশাহ-রাতে কাবুলের আমীর নাজিম থাঁকে পরাজিত করিয়া পেশোয়ার আপন পঞ্জাব রাজ্যে যুক্ত করেন। বারকজাই দর্দারেরা পেশোয়ার শাদন করিত। বংসরে একবার রাজস্ব আদায় করিবার জন্য লাহোর হইতে পেশোয়ারে এক শিখ সেনা প্রেরিত হইত। সে সেনা এমনি অত্যাচার করিত যে, ঘর দরজা ছাড়িয়া লোকে বনে জঙ্গলে যাইয়া লুকাইত। রণজিৎ সিংহ পেশোয়ারের রাজ প্রাসাদ বালা হিসার ধ্বংস করেন। ১৮৩৮ ছইতে ১৮৪২ সাল পর্যান্ত জেনেরেল এভিটেবিল শিপদিগের পেশোয়ার-গভর্বর ছিলেন। ১৮৪৮ সালে পেশোয়ার রণজিৎ সিংহের অন্যান্য অংশের সহিত ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হয়।

পেশোয়ার থাইবার মুধ হইতে ১৩ মাইল। পেশোয়ারের লোক সংখ্যা ৬০ হাজার—
অধিকাংশ মুসলমান, অবশিষ্ট শিথ আর হিন্দু। পেশোয়ার মৃত্তিকা প্রাচীরে বেষ্টিত—
তাহাতে ১৬টা প্রবেশ দ্বার। উত্তর্দিকে প্রাচীর বাহিরে বালা হিসার তুর্গ। ইহার প্রাচীর

৯০ হাত উচ্চ-স্ব্যাভাপে-ভন্ক ইটে নির্মিত। এই বালা হিসারে সা হলা মন্ট্ ই রাট এলফিনষ্টোনের মিশন অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শিথরা বালা হিসারকে হুর্গরূপে ব্যবহার कतिछ। अथन अक मन रमनीय ७ अक मन देवनां छिक श्रमां छिक देशना अथारन आहि। বালা হিসার এখন পেশোয়ারের অস্ত্রাগার। পেশোয়ারের বাড়ী ঘর সাধারণতঃ মাটীর ব্দথবা ছোট ছোট ইটের ভৈরারি। ইট এদেশে কাঠের ফ্রেম তৈয়ার করিয়া ভাহার মধ্যে পোরে। সহরের মধান্থলে গোরক্ষত্রী নামে একটা স্থান। গোরক্ষত্রী মানে—ক্ষত্রীয়ের গোর স্থান। কথনো বোধ হয় এখানে অনেক ক্ষত্রীয় বধ হইরা থাকিবে। বাবর তাঁহার দৈনিক বহিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোরক্ষত্রীতে অনেক হিন্দু যোগী আসিত। এখন গোরক্ষতীতে ইংরেজের তহসিল আফিস। পেশোয়ারের ছাউনি বা সেনানিবেশ ধুব বিস্তৃত। এখানে অনেক সৈন্য থাকে। এখানে আলীমর্দনের বাগ, উজীরী বাগ, আর সাহী বাগ নামে তিনটি উদ্যান আছে। পেশোয়ারে দেখিবার তেমন কিছুই নাই। তবে নগরটি বড় স্থন্দর সংস্থিত। চতুর্দিকে আড়ুও আঙ্গুর বন, আর স্থফেদ কোর সাদা তুষারারত শৃঙ্গ শ্রেণী সর্বাদা দৃশ্যমান। মধ্য আসিয়ার সহিত পেশো-য়ারের বাণিজ্য অনেক। কাঁচা রেশম ও শুষ্ক ও তাজা ফল পেশোয়ার আমদানি করে, আর ইংরেজি কাপড়, রেশম, নীল, চিনি, মদলা মধ্য-আদিয়ায় রপ্তানি করে। বোণারা হইতে স্বৰ্ণ ও রৌপ্য তার আদে, সে তার কাশীরে যায়। পেশোয়ার লুঙ্গী (পাঠানী বা পঞ্জাবী পাগড়ী বাঁধিবার কাপড়), নস্য আর মুৎবাসনের (Pottery) জ্ন্য বিখ্যাত। क्रमीय कत् (Furs) आत कात्ली চোগাও এখানে অনেক আমদানি ও বিক্রয় হয়। পেশোরার ভারতবাসীর দেখিবার উপযুক্ত স্থান। ভারতবর্ষে পেশোয়ারই একমাত্র বৈদেশিক নগর। পেশোয়ারে যেথানে যাও, পষ্টু ভনিবে—পাঠান ও মধ্যআসিয়ার লোক দেখিবে। পেশোয়ার দেখিলে আমরা অনেকটা আফগান বা মধ্য আসিয়িক নগরের সূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি।

থাইবারের মুথে যমরদ হর্গ। গত আফগান যুদ্ধের পর হইতে এ হুর্গে কতকগুলি ব্রিটিশ, সৈন্য আছে। একজন ইংরেজ পোলিটিকেল অফিসারও এখন এখানে এই কর্ন । শিখরা ১৮৩৭ সালে এই হুর্গ আফগানদিগের হাত হইতে কাড়িয়া লয়। মহাবীর হরি সিং এখানেই প্রাণ হারান। ইয়োরোপীয়দিগের জমরদের পশ্চিমে যাইবার হরুম নাই। দেশীয়েরা কাবুলে যাইতে চাহিলে জমরদের পোলিটিকেল অফিসরের নিকট হইতে পাস লয়। পেশোয়ার ও জমরদের মধ্য পথে হরি সিঙ্গ-কি-বুরুজ। গত আফগান যুদ্ধের সময় পর্যান্ত এই বুরুজই ইংরেজ রাজ্যের সীমা ছিল। ডিস্রেলী সাহেব তার পর থাইবার কাড়িয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক সামা (Scientific frontier) নির্ণয় করেন। কাবুল নদীর বাম তীরে মিশনি, শুবকদার ও আবোজে কেল্লাতে ইংরেজ সৈন্য আছে।

আমরা সমস্ত দিন অুরিয়া ফিরিয়া পেশোয়ার দেখিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের ডাক বাঙ্গলার কিরিয়া আসিলাম। ঘোরা ফেরার পর ডিনর কি অনির্কাচনীয় প্রিয়া জিনিস সকলেই জানেন। আমরা উদরপূর্ত্তি করিয়ারাত ৯টার সময় আটক রওয়ানা হইলাম। রাত ৩টার সময় আসিয়া আমরা আটকের ডাক বাঙ্গলায় পৌছিলাম। একটা ঘরে রাত কাটাইলাম। পরদিন সকালে আটক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। আমাদের ডাক বাঙ্গলা একটি পাহাড়ের উপরে—যে দিকে যাও পাহাড় হইতে নাবিয়া য়াইতে হয়। আটকের বর্ণনা উপরে করিয়াছি, এখানে আর পুনক্তিক করিব না। ১২টার সময় রেলে উঠিলাম, সন্ধ্যার সময় রাউয়ালপিণ্ডি পৌছিলাম। আমাদের বন্ধ্রা আসিয়া আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা করিলেন। থাকিবার জন্য অনেক অমুরোধ করিলেন; কিন্তু আমরা অমুরোধ রক্ষা করিলাম না। নিতান্ত অসভ্য বর্করের মত রেলে বিসয়া দৌড়িয়া চলিলাম। পরিদিন বেলা ১২টার সময় লাহোরে পৌছিলাম। আগামী বারে মুল্তান যাত্রা করিব।

শ্ৰীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

## স্মৃতি।

স্থ স্থপ সম ছিল এক কাল
ধরণী উজল করি 
ন্
মরমে মরমে ফুটিতরে ফুল

হদরে পড়িত ঝরি।

2

ভাবেতে জড়ায়ে আবেশ তমুটি
পরাণ রহিত ভোর—
কল্পনার কুঁড়ি উঠিতরে ফুটি
বাঁধিত ফুলের ডোর।

সন্ধ্যা আসি ধীরে জাগাইত হলে
বিষাদ কাহিনী কত—
উবা আসি ধীরে ফুটাইত হলে
তল ফুল শত শত।

8

তটিনীর সাথে মিলাইয়া হিয়া
নিঝর ছাড়িত তান —
প্রেকৃতির কোলে রাখি শ্রাস্ত কায়া
হৃদয় গাহিত গান।

মেষের গায়েতে আঁকিতাম ধীরে স্থাধের মোহন ছবি — আঁধার ফুটিয়ে দেখা দিত ধীরে আশার উঞ্জল রবি।

ছঃখে হেরিতাম হথের আভাস

\* মরণে নৃতন প্রাণ—
শাশানে বহিত ফ্লের বাতাস
হাদরে উঠিত গান।

যাছিল সবই গিরাছে চলিয়া
হাদর গাহেনা গীতি—
কবির হাদর অধীর করিরা
ভাসিছে কেবল স্থতি।
৮
হাদয়ের আশা প্রাণের তিয়াযা
সকলি ছারার কার—

হৃদণ্ডের তরে বাঁধি রাখি বাসা
কে কোথা মিলারে যায়।

হুংখেতে হয়রে স্থুখ অবসান
হর্ষেতে অঞ্চ বারি—
থামিয়া পড়ে যে মরমের গান

ডুবে বায় ছদি-তরি।

শ্বীস্থীক্রনাথ ঠাকুর।

## পিয়ার ও প্যারী।

( ফরাসিস উপন্যাস হইতে।)

আমাদের পরীর এক প্রাস্তে একটা প্রকাণ্ড প্যায়রা গাছ ছিল—বসন্তকালে তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া বাইত। গ্রামের অপর প্রাস্তে আমাদের জমিদারের বাড়ী –প্যারী নামে তাঁহার এক পরমা স্থলরী কন্যা ছিল।

সেই कन्यात्र महिक आमात्र विवारहत्र महत्त हरेग।

প্যারীর বয়স তথন ১৬ বৎসর। বোড়শী বালার গালে কত গোলাপ ফুল ফুটিয়া থাকিত। সেই ফুটস্ত প্যায়রা গাছের তলায় আমাদের কত গল্পকত হাস্য আমোদ কোর্টসিপ চলিত। আমি একদিন ভাহাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"মেরি-প্যারি! কৰে আমাকে বিবাহে বয়ণ কর্বি বল দেখি ?"

বালা হাসিতে পূর্ণ। ভাহার কুন্তল বায়্র সঙ্গে থেলিভেছে—বিশাধরের মধ্য দিয়া ভব্র দন্ত শোভা পাইতেছে। বাহু-সভার ডালের উপর ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল—"থদি ভোমাকে যুদ্ধের জন্য মহারাজ তলব না করেন, তবে এই বৎসরের শেষেই আমাদের বিবাহ স্থির—কেমন ?"

তার পর যুদ্ধের সময় আসিল। লটরি করিয়া সেনা নির্বাচিত হইবে। আমি মেরীর নিকট কত মানত করিলাম বেন এই যুদ্ধে আমার প্যারী হইতে বিযুক্ত না हरे। ধন্য মেরী-রাণী,—ধন্য! লটরিতে আমার নাম, উঠিল না কিন্তু হরিষে বিধাপ উপস্থিত! শুনিলাম সৈন্য তালিকায় আমার বাল্য স্থা লুই—তার নাম পড়িয়াছে।

দেখিলাম লুই বিষণ্ণ বদন। "মা! আমায় ভোকে ছেড়ে যেতে হবে—ভোর এই বৃদ্ধ বয়সে কে ভোকে দেখবে' এই বলিয়া স্থা বিলাপ করিতেছে।

¢

সথা শাস্ত হও। আমার মা বাপ কেহই নাই। আমি তাহাকে বলিলাম "তোর হইরা আমি যুদ্ধে যাব।" আমার কথায় তখন সে বিশাসই করে না। তাহাই স্থির হইল। সেই প্যায়রা গাছ তলায় প্যারী অশ্রুপূর্ব নয়নে আমার কাছ থেকে বিদায় লইল। আহা! তার চথের জল এর আগে কখন দেখি নাই—আমার মনে হল হাসির চেয়েও তার চথের জল মিষ্টি।

আমাকে বলিল—"সাধু পিয়ার, সাধু! যাও—আমি এতে তোমাকে বাধা দিতে চাই না কিন্ত শীঘ্র ফিরে এস—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।''

હ

সমর ডকা বাজিয়া উঠিল। চল—যুদ্ধে চল। আমরা W—পর্যান্ত গিয়া ক্চ করিলাম। ঐ দেখ শত্রুলল দেখা যাইতেছে। শত শত কামান একমুখে শব্দ করিয়া উঠিল। ধুমে গগন আছেয়—রক্তে ধরা প্লাবিত হইল।

আমি সভয়ে একবার পশ্চাতে দৃষ্টি নিকেপ করিলাম।

9

পশ্চাতে ক্রান্স—দেই জামাদের গ্রাম—দেই প্যায়রাগাছ, এখন তাহা ফলভারে অবনত। আমি চকু মুদিত করিলাম। অন্তর্গ ষ্টিতে প্যারীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মহারাজের জয়! চল—সমুখে চল—ঘোরতর সমুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমার বীরম্ব দেখিরা সম্রাট সম্ভূত্ত হইলেন। জিজ্ঞাস। করিলেন—তোমার নাম কি? আমি বলিলাম মহারাজ! আমার নাম পিয়ার! পিয়ার, এই তোমাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলাম।

ь

বিগেডিয়র—কি আনন্দ! কি ভন্ন—কে বলে যুদ্ধে আছে ভন্ন! আমি শবরাশির উপর
দিয়া উৎসাহের সহিত চলিলাম। মহারাজের আজ্ঞায় আমি এক শবের মন্তক হইতে
শিরস্তাণ গ্রহণ করিলাম। সম্রাটের জন্ম হউক! এইরূপ মজ্ঞো পর্যান্ত যাত্রা করিতে
হইবে! কিন্তু ততদুরে যাইতে হইল নাঁ। অনতিকাল পরেই আর একদল শত্রুর
সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধে জন্ম লাভ হইল। সম্রাট আমার প্রতি সন্তই হইনা আমাকে
সন্মান চিহ্ন স্বরূপ কুল উপহার দিলেন।

युक (भव रहेश (शन। आवात चापाट कितिश गारेव-भी बरे आमारत विवाद्य

বাদ্য বাজিবে। কি আনন্দ! অনেকটা পথ অতিক্রম করিতে হইল কিন্ত আশার বলে তাহা কেমন সন্ধীর্ণ হইয়া গেল। ঐ দেখা যাইতেছে—ঐ আমাদের গ্রাম। দুর হইতে যেন ঘণ্টার শব্দ গুনা যাইতেছে!

> 0

ঘন্টা বাজিতেছে কিন্তু সে পেয়ারা গাছ কোথায় ? ফুল ফুটবার সময় হইয়াছে— কিন্তু কৈ, সে ফুল ত দেখা যায় না। আমার সে সাধের গাছ কে কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহার শাথাবলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে।

22

ভাই ও বাজনা কিদের জন্য ? কাপ্তেন সাহেব, গ্রামে বিবাহের উৎসব। বিবাহ! ঠিক বটে। সভ্য বলিয়াছে, বর কন্যা হাত ধরাধরি করিয়া গিরজায় সিঁড়ি দিয়া উঠিতছে। কন্যা কে? আমার সেই প্রেয়সী রূপসী চির হাসি রাশি প্যারী, বর আমার সেই বাল্য স্থা লুই!

25

লোকে বর কন্যার রূপ গুণের কত কি প্রশংসা করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি-লাম পিয়ার কোথায় ? পিয়ার কে ? হায় ! তাহারা আমাকে চিনিতে পারিল না। ১৩

আমি জারু পাতিয়া ঈথরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্যারীর জন্য--লুইর জন্য প্রার্থনা করিলাম। ভারা ভাল থাকুক—স্থেথ থাকুক—আমার ভালবাদার লোকের মধ্যে তারা তৃটিই যা আছে। আমি একটা শীর্ণ ফুল কুড়াইয়া লইলাম ও অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

38

এই যে পিয়ার! তুমি কোপা থেকে। আজ্ঞা হাজির মহারাজ! কি বর চাও ? তোমার সাধ যা—তাহাই সিদ্ধ হইবে। কোন শ্রীমস্তের ঘরের স্থন্দরী বিবাহ করিতে চাও ত বল আমি এখনি বলিয়া দিতেছি।

পিয়ার তাহার বক্ষ হইতে সেই শুক্ত ফুলটি টানিয়া লইয়া দেখাইল। মহারাজ ! আমার হৃদয়ও এইরূপ, তাহার বসস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আমার এই ইচ্ছা রণক্ষেত্রে বীরের মত দেহ ত্যাগ করি।

10

তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ২২ বংসর বরসে মুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয় ও সেই গ্রামের এক প্রান্তে একজন কর্ণলের যে গোল দেখা বায়, তাহা এই অভাগা বীর পিরারের গোর। তাহার উপর এক বিন্দু অঞ্পাত কর।

ত্রীনভোজনাথ ঠাকুর।

### এক হাতে তালি বাজে কি ?

গত মাসের ভারতীতে প্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বাবু "একমেবাদিতীয়ং" এই শিরস্ক প্রবন্ধে প্রীতির যেরূপ নুতন প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া উপরের ঐ প্রশ্নটি আমার মনে উদিত হইল। তাহাও কি কখনও সম্ভবে ? এক হাতে কখনও কি তালি বাজে ? পঞ্চ-পাগুব অভিন্ন হাদয়, তথাপি যুধিষ্ঠির যিনি—তিনি যুধিষ্ঠিরই; ভীম যিনি— তিনি ভীমই; যুধিষ্ঠিরও ভীম নহেন —ভীমও যুধিষ্ঠির নহেন; পাঁচ ভাইয়ের সকলেই পাণ্ডব—এইথানে দকলেরই অবৈত ভাব,—আবার, যুবিষ্টিরও ভীম নহেন—ভীমও যুধিষ্ঠির নহেন—এইখানে উভয়ের দৈতভাব। এইরূপ দৈতভাব এবং অবৈত-ভাব তুইই যেখানে বর্ত্তমান – সেই খানেই ভ্রাতৃত্বেহ সম্ভবে; কিন্তু মূলেই যেখানে বৈত-ভাব নাই, সেথানে ভ্রাতৃত্মেহ কিরূপ ? যদি যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য পাণ্ডব না থাকিত, তবে সেই অদৈত পাণ্ডবের ভাতৃমেহ কোথায় থাকিত ৷ আমু-বুক্ষের প্রত্যেক পত্রই আম্র-পত্র—এ যেমন অবৈত ভাব,—আম্র-রুক্ষের প্রত্যেক পত্রই আর আর সংহা-দর পত্র হইতে বিভিন্ন—এ তেমনি বৈত-ভাব; এইরপ, কি জড় জগতে—কি চিৎ-জগতে--সর্ব্রেই দৈত এবং অবৈত একদঙ্গে এপিট ওপিট ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কৃষ্ণধন বাবু জড়জগতের আকর্ষণের সহিত চিৎ-জগতের প্রীতির উপমা দিয়াছেন,---উত্তম; কিন্তু বিকর্ষণ ব্যক্তিরেকে কথনও কি আকর্ষণ সম্ভবে ? যদি প্রাকৃতির নিয়ন উণ্টাইয়া গিয়া জড়-পরমাণুগণের মধ্যে ওদ্ধ কেবল আকর্ষণেরই একাধিপত্য হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জড় জগতের সমস্ত ব্যব্ধান বিলুপ্ত হইরা সমস্ত পর্মাণু একটি মাত্র বিন্দুতে (জ্যামিতিক বিন্দুতে) সঙ্কৃচিত হইয়া যায়—শুন্যে•নিঃশেষিত হইয়া যায়— কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—যে আকর্ষণ নানবে এবং যে আকৃষ্ট হইবে—উভয়ের কেহই অবশিষ্ট গাকে না; আকর্ষণ তবে দুঁ:ভায় কোথায় ? বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ এ চুয়ের मर्पा এরপ অবিচেদ্য সম্বন্ধ যে, বিকর্ষণ ५. । । আকর্ষণ থাকে—বিকর্ষণ না থাকিলে আকর্ষণও থাকে না। বিকর্ষণ দারা পর 'গুগণের ব্যবধান রক্ষিত হইলে তবেই আকর্ষণ তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিতে পথ পার। চিৎজ্বগতেও অবিকল এইরূপ:-বিকর্ষণ দারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হওয়াতেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির আকর্ষণ কার্য্য করিতে পথ পায়। যেখানে প্রীতির নাম-গন্ধও নাই∸যেখানে শুদ্ধ কেবল থান্যথানক সম্বন্ধেরই প্রাহর্ভাব--সেইথানেই কেবল এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে. **জঠরানলের আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া হর্জল পক্ষ প্রবল-পক্ষের অভ্যস্তরে একেবারেই** বিলীন হইয়া যায়। মুগের প্রতি ব্যাঘের আকর্ষণ আত্যন্তিক প্রবল, সে আকর্ষণের চক্রে পড়িলে মুগ ব্যাছের শরীরাভাত্তরে তল্মনীভূত হইনা যান্ত; এই অবস্থাতেই

উভয়ের বৈতভাব অবৈত-ভাবে পরিণত হয়। ইহা বলা বাহল্য মে, এরপ বৈত-গ্রাসী আকর্ষণের সহিত প্রীতির আকর্ষণের আকাশ পাতাল প্রভেদ। উদরের আকর্ষণ স্বতন্ত্র এবং হৃদয়ের আকর্ষণ স্বতন্ত্র। উদর আপনার প্রিয় বস্তুর স্বাতন্ত্র্য লোপ করিতে চায়— হৃদয় আপনার প্রিয় বস্তুর স্বাতস্ত্র্য প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। উদর বলে এই त्य, श्रामि याश ভानवानि जाश श्रामात्व जन्मश्री कृष्ठ रहेशा याक्; क्षत्र वतन कहे त्य আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার স্বাতন্ত্রা অব্যাহত থাকুক ও সে আমাকে স্বাধীন ভাবে ভাল বাস্থক। ভালবাসা নামাই ছই পক্ষে ভর করিয়া অবস্থিতি করে। এক-তরফা ভালবাসা আর এক পা খোঁড়া শরীর নিতান্তই অঙ্গহীন। এই জন্য বড় বড কবিরা যেথানে ভাল বাসার পরাকাঠা দেথাইতে গিয়াছেন, সেইথানেই ছই তরফা ভালবাসার অবতারণা করিয়াছেন। ত্র্যস্ত এবং শকুস্তলার—রোমিও এবং জুলিয়েটের —চক্ষের মিলন মাত্রেই উভয়ের ভালবাসা পরস্পরের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া উঠিল! ষ্মগ্রে মাতাপিতা সম্ভানকে ভালবাসে তাহার পর সম্ভান সেই ভালবাসার প্রত্যুত্তর দেয়। পরমাস্থা জীবাত্মাকে ভালবাসিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছেন—তাই জীবাস্থা পরমাত্মাকে ভালবাসিতে সমর্থ হইতেছে,—নচেৎ কে কাহাকে ভালবাসিবে ? জীবাত্মা পরমাত্মারই ভালবাসার প্রভ্যুত্তর দিতেছে। ছই পক্ষের পরস্পরাভিমুখী স্বাধীন ইচ্ছাই প্রীতির সর্বাঙ্গীন লক্ষণ। মূর্গের প্রতি যেরূপ ব্যাঘের আকর্ষণ—জীবায়ার প্রতি পরমান্ত্রার আকর্ষণ সেরপ নহে; পরমান্ত্রার আকর্ষণ উদরের আকর্ষণ নহে তাহা হদয়ের আকর্ষণ; সে আকর্ষণের মর্ম্মগত ভাব এই যে, জীবাত্মা স্বাধীন-ভাবে বাঁচিয়া থাকুক্—ও প্রীতির উত্তরে প্রীতি প্রদান করুক্;—কেন না—পরাধীনের আবার প্রীতি কিরপ ? যিনিই প্রীতি করিয়াছেন—তিনিই জ্বানেন যে, প্রীতি কখনই এক পক্ষে ভর'করিয়া খ্রন্থির থাকিতে পারে না—এক হাতে ক্থনই তালি বাজে না।

শ্রীদ্বিজেক্তনাথ ঠাকুর।

#### কাব্য জগৎ।

#### षाँ एक स्मिनिस्य।

এবার একজন অপরিচিত কবির জীবন কাহিনী বলিব। ইংলগু আর আমাদের বিদেশ মনে হয় না—ইংরাজ কবি আমাদেরই কবি মনে হয়। ইংরাজী ইতিহাস আমাদিগের ইতিহাসের উপসংহার মাত্র। আমরা ইংরাজী শিক্ষার গুণে কিংবা দোষে যাহাই বল না কেন—কাব্য গ্রন্থ ইংরাজী রকম করিয়া পড়ি এবং যাহা ইংরাজের

विराम - आमामिरभव छारा विराम, वादः त कवि त्रांखवीरभव नरहन, छाराव स्थाल ধবর আমরা কিছুই জানি না। একটু লজ্জার এবং হঃথের কথা। আমরা এতই ইং-त्राक छक इरेशा छेठिशांकि एवं मार्था मार्था माना मिना कवित ও कार्यात कथा वना व्यादभाक। विरमय এकक्रन कवित्र कथा यादात्र कीवन श्राधीनजात यूरक रमय इट्रेनाइ. যাহার মনে এমন একটি চিস্তাও উদয় হয় নাই যাহা পূর্ণ ভাবে জাতীয় নহে, যাহার ক্বিতার পবিত্র ভাব সেই জাতীয়তার ফল, যাহার হৃদয়ের উদারতা, প্রণয়ের অসীম বিস্তার, আশার অনস্ত ব্যাপ্তি সেই স্বাধীন কামনা হইতে উত্তেজিত এবং পোষিত. তাহার জীবনের কথা আমাদিগের জানা উচিত, জানিয়া হদয়ে পুষিয়া রাখা উচিত, षात्र षामात्मत (हार्षे छारे त्वान, (हत्न भ्यात्रतमत्र निकरे छे नकथात हत्न वना छिहिछ। বতদিন না আমরা কবির ভাব এবং জাতীয়তা এক মনে করিতে পারিব, তত দিন আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

"তোমরা দিজ! তোমরা অনেকদিনের এবং আজ কালকারও! কত বর্ষে গুরু তরুবরে নৃতন পল্লব বাহির হইয়াছে! তোমরা চিতা ভস্ম হইতে, সমাধি স্থানের धृि कगा श्टेरा न्जन कीरन পारेग्राह। এम आमानिगरक आला धित्रा पथ रामधा। প্যারিস হাত বাড়াইয়া দিতেছে। তোমরাই আমাদের প্রীতির সন্তান। একটি জাতির পিতা তোমরা, তোমরাই বিধিদাতা, তোমরাই জগতের জীবের বিধি নিশ্চিত হত্তে নিরূপিত করিয়া দিয়াছ। তোমাদেরই প্রথম স্বাধীন অধিকার, প্রকৃতির সহিত এক দিনেই তোমাদিগের জন্ম, তোমরা অনস্তের সহচর। সবই শাসন করিয়াছ, কোন রূপ দাসত্ব তোমরা পুরাকালে বহন কর নাই। জগতের মঙ্গল সাধক তোমরা আমা-দিগকে নৃতন শিক্ষা দাও !" মনে কি হয় না বে আঁত্রে সেনিয়ে ভারতীয় আর্য্য সম্ভা-নের উল্লেখ করিয়া ঐ কথা কয়েকটি বলিয়াছেন। "তোমরা দিজ" (deux fois nè) "তোমরা বহু দিনের এবং আজ কালেরও"—কথা কয়েকটি গুনিলে হালয়ে কি আঘাত লাগে না—হৃদয়ের ভিতর পূর্ব্ব গৌরবের কথা জাগিয়া ওঠে না ? তথন এই বিদেশী কবি বিদেশের লোককে আপনার বলিতে ইচ্ছা হয় না ? আমাদের নিজের কবি. षाथनात त्रामत कथा এই विश्वारम क्रम प्रश्न हत्र।

আঁলে সেনিয়ে জীবিতাবস্থায় একটি কবিতাও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুর ২৫ বৎসর পর এক জন বন্ধু কবিতাগুলি একতা করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় না ছাপাইবার কারণ ছিল। ' তিনি বলিতেন "কবিতা নিজের হৃদয়ের গান, নিজের প্রাণের উচ্ছাস, ফ্রান্স এখন জাতীয় ভাব পরিপূর্ণ। সে জাতীয় ভাব বাধা মানি-তেছে না--তাহা এতই হর্দাস্ত, হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহার তেজে দাবানল জলিয়া উঠিতে পারে। সে তেজের সহিত আমার হৃদয়ের তেজ, আমার হৃদয়ের গভীর উৎসাহ रगंग मिन ना-- (भरत श्राधीनजात नात्म (श्रात अज्ञाहात इहेवात मछावन) यारा छाति,

याहा शांहे, जाहा मुकाहेन्ना छानिय, मुकाहेन्ना शाहिय—तं व्यामात्क व्यापनात मछ छानवात्म जाहात्क छनाहेन । ममश्र ब्यांक व्यथन छ द्वां भित्र श्वां मान श्वां व्यां के विद्या ? त्य कविजाखीन निजां क्ष व्यामान —जाहा व्यामान शाहित्य । त्य खीन ब्यां जाहान व्यादमाक नाहे। त्य खीन श्वां त्य व्यान कथा, मत्यंत्र त्यानां कती, विश्वं पति शृश्वं काजीन हित्य जाहान हो। त्यामान कविजा श्वं काणीन विवाद मान विद्या शाहित्य शाहित्य शाहित्य भागि भित्र श्वं क्यां मान वित्य व्यापन विवाद श्वं काणी त्यां कि विद्या शाहित्य शाहित्य शाहित्य व्यापन विवाद श्वं काणी त्यां कि विद्या श्वं काणी हित्य विद्या क्यां कि विद्या श्वं काणी हित्य विद्या क्यां कि विद्या श्वं काणी हित्य विद्या क्यां कि विद्या हित्य हो। विद्या क्यां कि विद्या हित्य हो। विद्या क्यां कि विद्या हित्य हो। हित्य हो। विद्या हित्य हो। हित्य हो। विद्या हो। विद्या हित्य हो। हित्य हो। विद्या हो। विद्या हो। हित्य हो।

আমি আঁত্রে সেনিয়ের নিজের কথা দেই নাই, নিজের মনে যাহা ভাবিয়াছি, তাঁহার কবিতা হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিথিয়াছি।

আঁদ্রে সেনিরে যথন নিজের গান গাহিতেন তথন তিনি গ্রীক। তাঁহার মাতা এক জন প্রসিদ্ধ গ্রীক স্থলরী ছিলেন—তাহাতেই বালক কবির গ্রীদের প্রতি এত অন্তরাগ। "আয় বীণা আয় তোর স্থলর যৌবনের ভাব লইয়া আয়। তোর কোমল শৈশবের কণ্ঠা লইয়া আয়, গ্রীদের গান গাহিবি আয়। আমি নিতান্ত একা, আয় আমার কাছে। আমার চিস্তা অমুভব করিবি, আমার নীরব চিস্তার উত্তর দিবি আয়'

(৯৫--৯৬পৃঃ)

"কবিতা রচনা এক কথা, কবিতা ভাবা বিভিন্ন। একা হৃদয়ই কবি। কবিকে হৃদয় লিখিতে বলে—হাত কোন রক্মে লেখে। হাত লিখিবে কি করিয়া ? লিখি-বার পুর্বেক্ কত সহস্র চিস্তা এখান হইতে দূর আকাশ পর্য্যস্ত পঁহুছিয়াছে—হাতবাড়াইয়া তাহা পাইবে কি করিয়া ? হাত শুধু চাপিয়া ধরিয়া চিস্তা কুস্কুমের রাগ হানি করে।"

(১১০ পৃঃ)

"লতা দিয়া হাত বাঁধিব, জগৎ ভূলিব, জগৎ আমাকে ভূলিবে। আর আকাশ হাসিবে, পৃথিবীর কুস্থম হাসিবে। কোকিলেই বিষাদভরা গান গুনিব, নদীর সর্প গতি দেখিব, আর প্রত্যেক কুস্থমের পাশে বন দেবী খুঁজিয়া পাইব। ভালবাসিয়া একা দুরে জীবন কাটাইব"

কিন্ত জীবন স্রোত ত বাধা মানে না। লতা দিয়া তাহা জড়াইয়া রাখা যায় না। পর্কতের গুহা হইতে দে লাফাইয়া পড়ে, ধরিতে ধরিতে কতদ্র আদিয়া পড়ে। পৃথি- বীর ভিতর দিয়া, সংসার সাগরের পঞ্চিল জলে মিশিয়া যার, সে সাগরের স্বাধীন জলে মিলিতে চাহে।"

(১১৯ 약:)

আঁদ্রে সেনিয়ের কবি বলিয়া খ্যাতি তাঁহার মৃত্যুর পর। কিন্তু সে খ্যাতি, অমর। তিনি যদি জীবনাবস্থায় কবিতা প্রকাশ করিতেন, ক্রান্সে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। তাঁহার নাম সকলের মুখে গুনিতে পাইতেন। চিরদিনের জন্ম ফরাসী সাহিত্যে দেবতা বলিয়া থ্যাত হইতেন। আঁদ্রে দেনিয়ে যে কবিতা লিখিতেন, তাহা জনকতক বন্ধে গুনাইতেন মাত্র। কবিতাগুলি ছাপাইবার জাঁহার যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। একথানি থাতাতে তিনি এই কয়েকটি ছত্ত লিথিয়া যান। "বন্ধুদিগের প্রশংসা সত্ত্বেই আমি এই কবিতাগুলি ছাপাইতে ইচ্ছা করি, কিন্ধ তাঁহারা যে ভাবে ক্বিতা শুনিয়া ভাল বলেন, সাধারণ পাঠক সে ভাবে পড়িবেন কি না জানি না—তাহাতেই আশঙ্কা হয়"। সাধারণ পাঠক কি ভাবে তাহা দেখিয়াছেন, তাহা বলিবার অবশুক নাই। সেনিয়ের কবিতাগুলি মোহপরিপূর্ণ। তাহা পড়িলে মাদকতা জন্মে। কিন্ত কবির জীবন কাহিনী এখন পর্য্যস্ত কিছুই বলি নাই।

আঁত্রে সেনিয়ে ১৭৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষার বিষয় আর কিছুই জানি না—শুদ্ধ মাত্র যে তিনি যাহা পাইতেন, তাহা পড়িতেন এবং পাঠে স্বপ্ন-মুগ্ধ হইতেন। অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। যৌবনের প্রার-खिंह भंतीरतत वन, मत्नत टाइ जिनि युक्त विष्ठा। भिथिरवन, क्वीवन वीरतत कतिरवन. ফ্রান্সের গৌরব বাড়াইবেন—ইহাই তাঁহার আশা ছিল। কিন্তু দিন কতক পরেই দেখিলেন যে যোদ্ধা আজ কাল গুদ্ধ নামে মাত্র বীর। তাঁহার সে জীবন ভাল লাগিল ন। মাস ছয় পরেই সৈন্য শ্রেণী ছাজিয়া দিলেন। তাহার পর বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, যাহা কিছু জানা আবশ্যক যাহা কিছু জানা যাইতে পারে শিথিবার জন্য ব্যপ্ত হইয়া উঠিলেন। আশা হইল কালে বিশ্বান বলিয়া জগতে পরিচিত হইবেন। পড়িতে পড়িতে ভয়ানক পীড়া হইল। স্লুইটজারল্যাও যাইতে বাধ্য হইলেন। সেধানকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে এতই নুতন চিস্তা উদয় হইত যে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের <sup>বিষয়</sup> কোন কবিতা সেখানে বসিয়া লিখিতে পারেন নাই। কালে যথন তাহার ন্তনত্ব চলিয়া গেল, তাঁহার উপস্থিত মানসিক উত্তেগ কমিলা গেল, যথন যাহা দেখিয়া-ছিলেন, তাহা স্থৃতিতে পরিণত হইল, তথন তাঁহার বিষয় কবিতা লিখিতে দক্ষম হইলেন।

"হৃদয়ের রাণী তুই ফ্রান্স! স্পোতময়ী পবিত্র নদী সলিল বিধৌত তোর চরণ যুগল প্রণাম করি। অনেক দিন পরে, কত বিদেশ ঘুরির। আবার তোরই কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোর নদীর কুল কুল সঙ্গীত, কভবার নদীদেবীদিগের গান ভাবিয়া ভনিতে আসিয়াছি, আর কতবার যথন বিদেশে বিস্তৃত হ্রদ দেখিতাম তথন তোরই

कथा ভাবিয়াছি। অনেক দেশ- দেখিয়াছি বটে, অনেক কথা অনেক স্থানে ভাবিয়াছি बटि, किन्न टार्ज नमीत थात्र हाज़ा कविका ভाविटि शांति ना, कविका मत्न जेमग्र हम না। আর যথন কবিতা লিখি তোরই কোলে লুকাইয়া লিখি।"

লুছারেণ হ্রদ যে একবার দেখিয়াছে, সে কথন ভূলিতে পারে না। কিন্তু কবি আঁদ্রে সেনিয়ে থানিকটা না ভুলিলে কবিতা লিখিতে পারেন নাই। আমাদের সহিত তাঁহার এই প্রভেদ। পরে ইংলণ্ডে গিয়া স্থইট্ঝারলণ্ডের অতুল সৌন্দর্য্য থানিকটা जुनित्नन। जथन छाँशांत मन कविजा निथिवांत छेशरगंत्री श्हेन। यथन नित्रमिज কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গ্রীক কবিতার অমুকরণে লিখিতেন। সে অভ্যাস কথন যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অমুকরণ বোধ হয় না। তাহাতে নিজের ভাবের নৃতনত্ব প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পায়।

১৭৮৯ খুঃঅবেদ ফ্রান্সে আগুন লাগিয়া উঠিল। উদার প্রাণের আশা বাড়িয়া উठिंग। चौर्रा रामित्र इन्त्य यन न्जन वन भारेतन। यनि जिनि चाधीनजात জন্য ব্যগ্র না হইতেন তাহা হইলে কি কবি নামের উপবোগা হইতেন। কবিতা লেখা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। স্বাধীনতার জন্য অগ্নিময় গদ্য লিখিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে নীরব নিভ্ত জীবন তাঁহার এত আদরের তাহা অকাতরে সাধারণের জন্য বলি দিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পক্ষপাতী বলিয়া তিনি অরা-क्कजात विकृत्क विनित्ज आत्र कतित्न। धनी इटेलिट तम भाभी, तम साधीनजा विदाधी इट्टेंद ट्रेंटा मठा नट्ट, এट क्या जिनि वात्रवात विनटि नाशितन। य আগুন জালিয়া দেওয়া এত সহল সেই আগুন ''পাবক''—''দাহক'' নহে এই কথা খাঁদ্রে সেনিয়ে বলিতেন বলিয়া তাঁহার রক্তশোষণের জন্য উন্মাদ পিশাচ ব্যগ্র हरेश छेठिन—ं तारे युक्क नेष्ठे कतिवात खना त्य देवजा मानव ममातूज हरेशाहिल खाँ। ज সেনিয়ের জীবনাকাশ তাহারাই অাঁধার করিয়া দিল। তাঁহার ভাতা সেই আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দিনকতক ওাঁহাদিগেরই দলে মিশিয়া আঁদ্রে ভাইকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ধে দল শেষকালে ইতিহাসে Jacobins নামে খ্যাত হইল সেই দল হইতে আঁতে সেনিয়ে সরিয়া আসিলেন। ফ্রান্সে বীরত্বের অভাব নাই কিন্তু বিপ্লবের সময় স্থিরবৃদ্ধির অভাব আছে। আঁদ্রে সেনিয়ে নিজের গৌরবের কথা ভাবিলেন না, নিজের বিপদের কথা মনে স্থান দিলেন না। নিজেকে বিপ্লব ক্ষেত্র হইতে ক্রমে দুরে लहेशा वाहेरा नाशिरलंग। जन हाज़िशा, अनरैंगां इहेरा पूरत शिशा निरक वाहा चाधीन ভাবে স্থির করিতেন, অসঙ্কোচে তাহাই বলিতে লাগিলেন। এই নির্ভীক্তা, এই স্বাধীন হৃদয়, এই খ্যাতির আশা শূন্য প্রাণ সেই বিপ্লবের মধ্যে সেই জাতীয়-দাবানণ-তপ্ত আত্মার উৎসাহের উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া নিজের উপর বিশ্বাদে ভর করিয়া যুবক কবি, দেবতা, অাঁদ্রে সেনিয়ে জরগ্রন্থ মানবকে সত্য কি অসত্য কি, স্বাধীনতা

कि, अताबका कि, छारारे (मथारेमा मिटा नामित्न। এर विरम्भी कवितक कि প্রণাম করা যায় না ? তাহার কবিতা কি পড়িবার চেষ্টা করা উচিত নহে ?

ष्यत्तरक त्वां र इस कारन ना यथन त्यां इन नृहेरस्त श्रांग मणाख्या हहेन ताका वित्याही-দিগকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের প্রত্যেক অক্ষরে রাজার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়. রাজ পদবীর গৌরব দেখিতে পাই, তাহাতে কোনরূপ উদ্বেগ দেখিতে পাই না, ভয় দেখিতে পাই না, কোন আশঙ্কা নাই –গুদ্ধ মাত্ৰ বাজা প্ৰজাকে বলিতেছেন "আমার কিছু বলিবার আছে। তোমবা প্রজা, যাহারা আমার উপর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রচীর করিয়াছে তাহারই আমার প্রজা; আমার কথা শুন, আমার সহিত ভাব তাহা উচিত হইয়াছে কি না"। সেই পত্রের লেখক আঁলে সেনিয়ে যুবক— আঁতে সেনিয়ে। যুবক কবি আঁত্তে সেনিয়ে দেই সময় রাজার পাশে দাঁড়াইতে সাহসী হইলেন, তাঁহার হইয়া তাঁহার নামে পত্র লিখিলেন। উন্মত্ত ফ্রান্স তথন রাজ রক্ত লোলুপ। নির্ভীক আত্মা আঁট্রে সেনিমে সাহসে ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজার পাশে বিসিয়া রাজার গৌরব রাথিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বড়ই নির্কোধের কাজ সেই স্রোতে বাধা দেওয়া, বড়ই মূর্থের কাজ সে আগুন হাত দিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা। রাজার রক্ত পান করিয়া ফ্রান্স তৃপ্ত হইল না। সহস্র সহস্র নর নারীকে বধ করিয়া তাহা-দিগের রক্তপিপাদা মিটিল না। অাঁতে দেনিয়ে ক্ষোভ পূর্ব হদয়ে পারিস নগর ছাজিয়া গেলেন। আবার কাল ক্রমে, ঘটনা ক্রমে পারিসে ফিরিয়া আসিতে হইল।

শেষ দৃশ্য-কারাগৃহ, আঁত্রে দেনিয়ে কারারুদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতার বিপক্ষ বলিয়া, রাজা লুইয়ের সহায় বলিয়া কারারুদ্ধ। কিন্তু অন্ধকার কারাগৃহে কবি নিজের ক্বিতাগুলি গুছাইয়া দিন যাপন ক্রিতেন—মধ্যে মধ্যে ক্বিতা লিখিতেন। বাছিরের বিপ্লবের সহিত সব সম্বন্ধ যেন চলিয়া গিয়াছে বাহিরের ঝড় খেন তাঁহাকে একেবারে পঁহছিতে পারিতেছে না – একা নির্জ্জনে কাব্য লইয়া দিনাতিপাত করিতেন।

একদিন হঠাৎ বিচারের জন্য আনীত হইলেন। সে বিচার নাম মাত্র। ন্যায়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিচার নাম দিয়া, অকারণে "সাধারণের শক্ত" উপাধি দিয়া, পুরুষ স্ত্রীলোকের বধের ব্যবস্থা হইত। আঁদ্রে সেনিয়েকে যথন বিচারের জন্য আনা হইল, তথন তিনি নিজের পক্ষে একটি কথাও কহিলেন না, একটি প্রশ্নেরঙ উত্তর দিলেন না-কাহাকে উত্তর দিবেন, কাহাকে কথা বলিবেন? তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজা হইল।

বেলা মাটটার সময় প্রাতে, অন্য অনেক সহযাত্রীর সহিত একত্রে গিলোটনের तथ চড़िया यथारन नतर्वाल इरेजं সেইখारन आमिलान। इठीए दांत जिल्लांकिज इरेन। এ কে ? আঁতে সেনিয়ের অনেক দিনের পর হাদয়ের বন্ধু প্রসিদ্ধ চিত্রকর রুসে পার্ষে <sup>দণ্ডারমান</sup>! অনেক দিন দেখা হয় নাই। মৃত্যুর দ্বারে এক মৃত্ত্তে হুই জন বন্ধু উপ-

शिष्ठ, अक्षम कित, आत्र अकष्म हिज्ञकत । अ पूर्व पिति मित्रमान कीवरन करात्र घरि । ইতিহাসে করার ঘটিয়াছে ! ছই জনে কবিতা, সাহিত্য, গ্রীদের গৌরব, স্বভাবের সৌন্দর্য্য কত কথা বলিতে বলিতে গিলোটিনের খড় গের নীচে গলা পাতিয়া দিলেন—
"সন্ধানা হইতেই আমার জীবনের গোলাপ ভকাইবে কি ?" যৌবনের প্রারম্ভেই যে
ভয় হইয়াছিল, শেষে তাহাই সত্য হইল—"জীবন গোলাপ" ভকাইয়া গেল।

শৈশবে বিলয় কি স্থলর। শত্রুকে কলঙ্ক শূন্য জীবন উপহার দেওয়া গৌরবের কথা। দেব পদে স্বপ্ন পূর্ণ শিশু-প্রাণ উপহার দেওয়ার অপেক্ষা আর কি অধিকতর পুণ্যের কথা আছে? আজ একটি দেব শিশুর পবিত্র জীবনের কথা বলিলাম। কাব্য জগতে এরপ দেব কাহিনী বড় কম।

গ্ৰী,আগুতোষ চৌধুরী।

# কিরণের মৃত্যু।

শ্রাস্ত রোজ দেহ লোরে ধীরে ধীরে ঢোলে,
পড়েছে মলস রবি পশ্চিমের কোলে,
না পেরে দেখিতে তারে, কিরণ তাহার,
আকুল ব্যাকুল্ হরে থোঁকে চারিধার।
হেথার হোথার ক'রে ফেরে সোনাম্থী,
বকুলের কোলে গিরে মারে উঁকি ঝুকি।
ঝিকি মিকি করে গিরে নারিকেল শিরে—
না পেরে সেথার—দ্র দ্রাস্তরে ফিরে।
মেদের ব্কেতে শেষে লুটার কাঁদিরা,
উজল মেদের মুথ মান সে লাগিরা।

প্রকৃল বিহগগুলি ব্যথিত পরাণ

অধীরে রবিরে ডাকে গেরে গেরে গান—

আকাশে আকাশে খোঁজে সাড়া নাহি পায়,

আকুল হৃদয় নিয়ে ফিরে চলে যায়।

আশ্রয় গিয়েছে চলে বুস্ত তার ভাঙ্গা—

নিরাশা জাগিছে প্রাণে কেঁদে আঁথি রাঙ্গা।

বিষয় কিরণগুলি ধীরে—অতি ধীরে—

মরে যায়—ডুবে যায়—নয়নের নীরে।

প্রকৃতি তাহার শোকে রজনীর পাশে—

মুরছি পড়িয়া যায় অন্ধকার বাসে।

**बिहित्रश्रमी** (परी।

### বীরকাহিনী।

#### ফরাসী-বীরত ।

আমরা আগে যে গলদের দেখিয়াছি এখন আর তাহারা সে লগ নাই—চারি

শত বৎসরের রোমান অধীনতার গুণে সে অসভ্য স্থাধীন হাদর গলগণ এক্ষণে সভ্য

হইয়াছে—নিজ্জীব প্রাণে অধীনতা শৃত্যল আর কট্টকর বোধ হর না। এখন তাহারা
রোমানদের অমুকরণ করিতে শিধিয়াছে। এখন ছেলেদের রোমান নাম রাখা হয়,
নগরের রোমান নাম, রাস্তার রোমান নাম, রোমের জব্যে নগর পূর্ণ, নগরবাসীগণের রোমীয় পরিছেদ, লাটন ভাষা এখন গলদের ভাষা। ভাহাতে আশ্চর্য্য কি 

ভ্যামরা এই একশত বৎসরেই ইংরাজ হইতে শিধিয়াছি।

৪৩৮ খুষ্টাব্দে মধ্য ও পূর্বে যুরোপবাসী অসভ্য ক্রাই জাতিরা এই সভ্য গলদিগকে আক্রমণ করিল। প্রাচীর বেষ্টিত স্থান গুলি তাহারা অধিকার করিতে দক্ষম হইল না, অন্য স্থান গুলির দ্রব্যাদি হরণ করিয়া নগরগুলি ভক্ষসাৎ করিয়া নগরস্থ দুঢ়কায় স্বল লোকদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করিল, ছর্ব্বল অসহায় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিল। এই অরাজকের সময়—ফ্রান্সের এই বিপদের সময় নাডের (পুরাতন পারিদের নাম) নগরবাসী একজন कृष्टकत्र शृद्ध अक्षी वानिका जन्म श्रद्ध कतिन। वानिकात्र नाम र जनिकार । জেনভিয়েবের বয়স যথন ৭বৎসর যুরোপের বিখ্যাত ধর্মবাজকবর জারমেনাস্ এবং লিউপদ একবার নান্টের নগরে আদিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেখিবার নিমিত্ত সমুদর পারিসবাসী উৎস্থক হৃদয়ে উপাদনালয়ে আদিল। সেইখানে জারুমেনাদ জেনভিয়েবের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব দেখিয়া মোহিত হইলেন, তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কথোপকথন করিয়া যাইবার কালে একটা ক্রস্ মূর্দ্তি অঙ্কিত ভাষ্রমেডেল উপহার দিয়া গেলেন। সেই অবধি জেনভিয়েবের স্বাভাবিক ধর্মভাব দিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহার বিশ্বাস হইল ঈশ্বরের কাজ করাই ভাহার জীবনের উদ্দেশ্য। বালিকা সমস্ত দিন পিতার মেষ চরাইত, সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসিয়া মেষলোমের স্থতা কাটিত কিন্তু কাজের মধ্যেও কথন ঈশবের নাম ভূলিত না। জেনভিয়েবের পিতা মাতার মৃত্যু হইলে বালিকা তাহার ধর্ম মাতার সহিত বাস করিত। শরিজদিগের সাহায্য প্রভৃতি নানা প্রকার পরোপকার করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইত। এই সময় হর্দান্ত হনস্ জাতির অধীখর এটি-লিয়া ফ্রান্সাভিমুথে আসিতেছেন গুনিয়া গলরা ভয়ে শশব্যস্ত হইল। হন্দের তুলনায় ক্রাঙ্করা সিংহের তুলনায় মেষশাবক। এটিলিয়ার নামে সমূদয় ইউরোপ কম্পিত। গলরা তাহালের মূল্যবান বস্তু সকল দকে লইয়া নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। জেনভিয়েব আসিয়া তাহাদৈর পথের সম্মুধে দাড়াইলেন, জ্বলম্ভ ভাষায় বলিতে

লাগিলেন—বিপদের সময় নগর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে—দেশকে শত্রু হইতে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যদি এখনও তাহারা পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করে, দেশ রক্ষার চেষ্টা করে, তবে ঈশ্বরাজ্গ্রহে নিশ্চয়ই সফল হইবে। এই কথা শুনিয়া কোধোনাত গুলুরা জেনভিয়েবকে প্রস্তুর নিক্ষেপ করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু এই সময় সেণ্ট জার্মেন্সের নিক্ট হইতে উপঢৌকন লইয়া একজন দৃত জেনিভয়েবের নিকট উপস্থিত হইল। গলরা জারমেনদকে অত্যস্ত ভক্তি করিত, জেনভিয়েবের প্রতি তাঁহার এইরূপ সম্মান দেখিয়া তাহাদেরও জেনভিয়েবের প্রতি ভক্তি হইল। জেনভিয়েবের কথা মত তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। অনেক কারণবশতঃ সৌভাগ্য ক্রমে হনসদের ফ্রান্সে আসা ঘটিল না, এটিলিয়ার তাহার পূর্বেই মৃত্যু হইল, মুরোপ রকা পাইল। কিন্তু এক বিপদ এড়াইয়া ফ্রান্স আর এক বিপদের হাতে পড়িল। হন্সদের পরিবর্ত্তে অগণ্য ফ্রাঙ্ক আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিল। গলরা নগরে আবদ্ধ হইয়া পড়িল কিন্তু নগরে খাদ্য দ্রব্য নাই, বাহির হইতে খাদ্য না আনিতে পারিলে প্রাণরক্ষার উপায় নাই। বাহিরে অগণ্য শত্রু। নগরবাসীগণ উভর সন্ধটে পড়িলেন। জেনভিয়েব তাহাদের দেশে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবার **তাহাদের প্রাণরক্ষা করিলেন।** তিনি নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া একাকী নির্ভয়ে শক্র মধ্যদিয়া নৌকা বাহিয়া বাহির হইয়া र्शालन, भूनतात्र थाना जनामि नरेत्रा नगरत थाराभ कतिरान। गन ७ छाक छे छत्र দলেরই বিশ্বাস হইল তিনি সামান্য মানবী নহেন, বিশেষ রূপে দেবাসুগৃহীত। কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। একদিন জেনভিয়েব স্থানাস্তরে আছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন পারিদ শত্র-হস্তগত, অনেক প্রধান লোক বন্দী হইয়াছেন। आद्र ७ नित्न काकताक रिभातिक जाशामत थान ७ कतित्वन । वीत तमनी जाश-एनत तका कतिएक कुछ मकत हरेलान, व्यापा भक्तरात मधा निया निर्छत काक ताक সমীপে উপস্থিত হইলেন। ফ্রাঙ্কেরা জানিত না তিনি কে, একজন সাধারণ রমণী ভাবিয়া পথে তাঁহাকে কেহ কোন বাধা দেয় নাই। ফ্রান্করাজ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার দেশহিতৈষিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া এত দুর মোহিত হইলেন যে তাঁহার অমুরোধে সমুদর পারিস্বাসীকে অব্যাহতি দিলেন কাহারও একটা কেশ পর্যান্ত স্পর্শিত হইল না।

সৌভাগ্য ক্রমে জেনভিয়েবের প্রাণ বিসর্জনের আবশ্যক হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যে ইহাতে বীরত্বের কিছু কম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে। জেন-ভিয়েবের পর জীবনও পূর্কের ন্যায় পবিত্র ধর্ম ও শাস্তিভাবে পূর্ণ।

আর একজন ফরাসী ক্লযক বালিকাও ইহার অনেক দিন পরে এইরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—দেশের জন্য অকাতরে প্রাণের মারা বিসর্জ্জন দিয়া শক্র সন্মুধে

উপস্থিত হইরাছিলেন ৷ কিন্তু হার ! অসভ্য ফ্রাঙ্করাঞ্জ, হিপারিক জেনভিয়েবের দেশামু-রাগে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত বেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই কৃষক বালিকা তাঁহার শক্রদের নিকট দেরপ ব্যবহার পান নাই, ইংরাজেরা তাঁহাকে সকলের সন্মুখে कीवल मध कतिया वध करतन। आत रानी विनवात मतकात नाहे-आमता काहात কথা বলিতেছি পাঠকগণ তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছেন। আমারা নিজের দেশের ইতিহাস জানি না কিন্ত ইংরাজী ইতিহাস ছেলেবেলা হইতেই পড়িয়াছি—ইংলণ্ডের ইতিহাস আমা-দের কণ্ঠস্থ। 'মেড অব অরলীনুস,—জোয়ান অব আর্কের কথা সকলেই জানেন। সেই জন্ত আমরা তাঁহার সম্বন্ধে হুই চারি কথা বলিয়াই সংক্ষেপে তাঁহার ইতিহাস শেষ করিব। ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্ব কালে ইংরাজেরা ফ্রান্সের যুবরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ङाञ अधिकांत्र कतिवांत्र मानतम > ४२৮ शृष्टीत्म अत्रनीनम आक्रमण कतित्नन। अिंद्र অরলীন্স তাঁহাদের হস্তগত হইত, কিন্তু এই সময় ডম্রেরী নগরবাসী একটা কৃষক বালিকা युवताक हार्नरात निक्र यानिया जांशा क या ममर्थन कतिए निरम् कतिन, विनम ঈশ্বর ফ্রান্স রক্ষার্থে তাহাকে আদেশ করিয়াছেন ঈশ্বরাত্বতে দে যুবরাজকে রাজা क्तिरत खाक तका क्तिरत। स्वामान वन वार्कत 'एइल्लरना इटेराउटे निधान हिन. ঈশ্বরের কোন বিশেষ কার্য্য করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। যথন ফ্রান্সের এইরূপ বিপদ দেখিল তাহার স্থির বিশ্বাস হইল ফ্রান্সকে রক্ষা করা, চার্লসকে রাজা করাই সেই উদ্দেশ্য। জোয়ান পুরুষের বেশে অন্ত সজ্জার অধ আরোহণ করিয়া একদল ফরাদীদের নেতা হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রণক্ষেত্রে অসিহস্ত বীররমণী শত শত শক্র নিহত করিয়া অবারিত গতিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া ফরাদীদের বল দিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, ইংরাজেরা ভীত ও পরাজিত হইলেন। চার্লস রাজা হইলেন। জোয়ান স্বহস্তে তাঁহাকে মুকুট ভূষিত করিলেন। 'জেনভিয়েবের ন্যায় জোয়ানকেও বিশেষ দেবাত্বগৃহীত বলিয়া সকলের বিশ্বাসছিল। একদিন ফ্রান্সের অন্তর্গত বরগেতি প্রদেশবাসীরা স্থবিধা পাইয়া জোয়ানকে বন্দী করিয়া ইংরাজদের निक्रे विक्रम क्रिन। हार्नम वा दक्ष्ट छाँशांत्र माशांशार्थ व्यामित्नन ना।

ইংরাজেরা তাঁহাকে "ডাইনী" সিদ্ধান্ত করিয়া অগ্নিতে জীবিত দগ্ধ করিলেন। জোয়ানের দেশ হিতৈষিতার, রাজভক্তির পুরস্কার বিধাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতা। জোয়ান মরিলেন কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গেলেন, সেই তাঁহার পুরস্কার।

# শাক্যসিৎহের উদ্যান-যাত্র।।

বোধিসত্বের কিন্ত দিন দিন বৈরাণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজভোগ তাঁহার বিষত্ন্য বোধ হইতে লাগিল। রাজা গুদোদন যে দিন কুমারের সন্তাস স্থপ্ন দেখিয়া কাতর হইয়াছিলেন, সেই দিন অবধি তাঁহার চিত্ত কুমারের গৃহবাস সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হওয়ায় তিনি সর্ব্ধ শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখিও কুমার যেন বহিক্দ্যানে গমন না করে। আমার কুমার মাহাতে গৃহবাসী হয়, রাজধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, ভোগস্কথে ভূলিয়া থাকে, ভোমরা সতত সাবধান থাকিয়া তাহারই যদ্ধ করিবে। তাহা হইলে আমার পরম হিত হইবে।

একদা সিদ্ধার্থ প্রাতঃ-প্রবৃদ্ধ হইয়া সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সারথি! রথ যোজনা কর, আমি উদ্যান দর্শনে গমন করিব। সারথি তদ্ভান্ত রাজগোচর করিলে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, কুমারকে আমি উদ্যান যাত্রায় যাইতে দেই না, ইহা ভাল হইতেছে না। কুমার যদি স্ত্রীগণের সহিত স্কভ্মি দর্শনার্থ উদ্যান ভ্মে গমন করে, তাহা হইলে তাহার আনন্দ অমুভ্ত হইবে, তাহাতে নিজ্রম চিন্তা দ্র হইলেও হইতে পারে।

এইরূপ চিস্তার পর রাজা সার্থিকে বলিলেন, সার্থি! কুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে উদ্যান যাত্রা করিবেন, তল্লিমিত্ত নগর সমলক্ষত হউক।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুত্রেহে সমাকৃষ্ট হইয়া নগর মধ্যে ঘণ্টা ঘোষণা করি-লেন। "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ উদ্যান দর্শনে গমন করিবেন, সমস্ত শাক্যকুল সাবধান হউন। যেন কোন প্রতিকূল দর্শন না হয়।"

নির্দিষ্ট দিবস আগত হইলে নগাঁর সমলস্কৃত হইল। উদ্যান ভূমি ধ্বজ্ব পতাকাদির দারা শোভিত হইল। পথ সকল সিক্ত ও কুস্থমবিকীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে পূর্ণকৃত্ত ও কদলীরক্ষ স্থাপিত হইল এবং তারেল বহিস্তোরণ প্রভৃতি পত্র পূস্প বিতানে মণ্ডিত হইল। সৈন্য সকল স্থাজ্জিত এবং সমস্ত রাজপরিবার অন্থগমনে উত্যক্ত। শাক্য নগর আজ্ উৎসবময়—কেন না কুমার আজ্ উদ্যান যাত্রায় গমন করিবেন। নির্দিষ্ট সময় আগত হইলে সারখি আক্রীড়া রথ আনয়ন করিল এবং কুমার সিদ্ধার্থ তাহাতে আরোহণ করিলেন। সারখি আজ্ঞা প্রাপ্ত ইইবা মাত্র অশ্ব পরিচালন আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে কুমার নগরের পূর্ব্ব দার অভিক্রম করিলেন।

পথে পাছে কোন প্রতিকৃল দর্শন হয়, এ নিমিত্ত রাজা শুদ্ধোদন পূর্ব্ব ইইতেই নগর বাদীদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, পরস্ক তত সতর্কতার মধ্যেও অবশ্যস্তাবী প্রতিকৃল দর্শন অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হইল। কোথা হইতে এক গাঁলতাক বৃদ্ধ তাঁহার সন্মুধে জবতীর্ণ হইল। \* জ্ঞান্ত যাত্রীগণ জনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে, সার্থি বৃদ্ধদেবকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে বুদ্ধের নয়নাথ্যে ঐ গলিতকায় বৃদ্ধ উদিত হইল। বৃদ্ধদেব দেখিতেছেন——

"জীর্ণোর্দ্ধো মহল্লকো ধমনীসম্ভতগাত্রঃ
থণ্ডদস্তো বীনী নিচিত কারঃ পলিতকেশঃ
কুজো গোপানদী বজ্বো বিভয়ো দণ্ডপরায়ণঃ
আতুরো গত যৌবনঃ খ্রখুরাবসক্তক্ষ্ঠঃ পুরতঃ
প্রাস্তায়েন কায়েন দণ্ডমবইভ্য প্রবেধরমানঃ
সর্কাঙ্গ প্রত্যেইঃ পুরতো মার্গদ্যোপদর্শিতোহভূৎ।"

[ ললিত বি, ১৪ অ,।

এক জীর্ণ দেহ পুক্ষ—তাহার সর্কাঙ্গে সিরাজাল—দস্ত নাই, পড়িয়া গিয়াছে—শরী-বের সমস্ত মাংস ও চর্ম লোল, ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কেশ সকল সাদা—মুথ থোদল—অঙ্গ সন্ধি যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে—যৃষ্টি অবলম্বন করিয়া হাঁটিতেছে—কুজ ও কগ্ন—থক থক করিয়া কাসিতেছে, আর কুঁজো শরীর ষ্টিধারণ করিয়া অতি কটে দেহভার বহন করিতেছে ও হাঁপাইতেছে বা কাঁপিতেছে।

এ ব্যক্তি কে, বোধিসত্ব তাহা জানেন, জানিয়াও তিনি সার্থিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
"কিং সার্থে ! পুরুষ ত্র্বল অর স্থাম
উচ্চুক্ষ মাংস রুধির ওচ সায়ুনন্ধঃ।
শেত শিরো বিরল দন্ত রুশাঙ্গ রূপ
আলম্ব্য দণ্ড ব্রজ্ঞেহ সূথং খলস্তঃ।"

সারথি, এ এত ছর্বল কেন ? অল বল অল বীর্য্য কেন ? ইহার রক্তমাংস ও চর্ম্মে শুকাইয়া গিয়াছে কেন ? মন্তক শেত বর্ণ, দন্ত বিগলিত, অঙ্গ কুশ, ষ্টির আশ্র লইয়া কেন এত ক্ষে গমন ক্রিতেছে ?

मात्रथि विनन,--

"এষ হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ ক্ষীণেক্রিয়ঃ স্বত্থেতা বলবীর্যাহীনো। বন্ধু জনেন পরিভূত অনাথভূতঃ কার্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনে চ দারু ॥"

<sup>\*</sup> বৌদ্ধেরা বলে এবং "ললিত বিস্তর" নামকু বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ বৃদ্ধ প্রকৃত নহে, উহা বোধিসন্থের প্রভাব বা দেবমারা। বৃদ্ধদেবের ইচ্ছারুসারে দেবগণ প্রকৃপ মারামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তদীয় নেত্রপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাই প্রব্রুষ্ঠা করণের উপলক্ষ, এই অভিপ্রায়ে বৃদ্ধ না কি ঐ মারা চিস্তা করিয়াছিলেন।

কুমার! এই পুরুষ বৃদ্ধ হইনাছে, জ্বরা প্রভাবে জীর্ণ ও অভিভূত হইনাছে, ইহার ইক্রিরগণ এখন নিস্তেজ ও ক্ষীণ, এ এখন বলবীর্য্য বিহীন ও অত্যন্ত হুংখিত। এ এখন বন্ধু জন স্ত্রী পুত্র পরিবার কর্ত্বক পরিভূত —তিরস্কৃত, স্ত্তরাং অনাথ, বেমন বনস্থ জীর্ণ কাঠ অকর্মণ্য, এও এখন তদ্ধপ অকর্মণ্য।

বোধিদত্ত পুনর্কার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুলধর্ম এব অচমস্য হিতং ভণাহি অথচাপি সর্ব্ব জগতোহস্য ইয়ংহাবস্থা। শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথ ভূত মেতৎ শ্রুদ্ধা তথার্থমিহে যোনি সঞ্চিম্বয়িয়ে॥"

সারথি! শীঘ্র বল, ঐরপ হওয়া কি উহার কুলধর্মণ পথবা সকল জগতের ঐরপ অবস্থা পত্য কথা শীঘ্র বল, ভনিয়া আমি অনুরূপ যোনির (উৎপত্তি স্থানের) বিষয় ভাবিব।

**সার্থি প্রত্যুত্তর করিল,**—

"নৈতস্য দেব ক্লধর্ম ন রাষ্ট্রধর্মঃ সর্ব্বে জগস্য জর যৌবন বর্যয়াতি। তুভ্যংপি মাতৃ পিতৃ.বান্ধব জ্ঞাতি সঙ্খো, জররা অমুক্তং নহি অন্তগতি র্জগস্য॥"

কুমার! উহা উহার কুলধর্ম নহে, দেশধর্ম নহে, তোমার রাজ্যের ধর্মপ্ত নহে।
সকল জগতের ঐরপ অবস্থা হয়—জরা জায়মান মাত্রেরই যৌবন নম্ভ করিয়া থাকে।
তুমিও উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না এবং তোমার পিতা মাতা বন্ধু কেহই
জরা মুক্ত নহে। জগতের গতিই ঐরপ, অন্ত গতি নাই।

গুনিয়া বোধিসত্ব বলিলেন,—

"ধিক্ সারথে! অবুধ বাল জনস্য বৃদ্ধিঃ যদ যৌবনেন মদতজ্বরাং ন পশ্যো। আবর্ত্তরাশ্বিহরথং পুনরহং প্রচেক্ষ্যে কি মহু ক্রীড়রভিভির্জরয়াশ্রিতস্য ॥"

সার্থি! অবোধ মূর্থ জনের বৃদ্ধিকে ধিক! যেহেতু তাহা জরা না দেখিয়াই মাতিয়া উঠে। শীঘ্রথ ফিরাও, ক্রীড়া স্থথে আমার প্রয়োজন নাই। আমি পুনর্কার পুরপ্রবেশ করিব। জ্বরাগ্রন্থের আবার ক্রীড়া কি ?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কুমার সিদ্ধার্থের চিত্ত বৈরাগ্য অধিক উদ্দীপ্ত হইল।
কিয়ৎক্ষণ তিনি সমাধি অবলম্বন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন এবং সারথিকে বলিলেন, রথ ফিরাও, আমি ক্রীড়া স্থুখ চাহি না। স্বেদিন আর তাঁহার উদ্যানে
যাওয়া হইল না, প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া পুর প্রবেশ করিলেন।

ক্তিপয় অহ অতীত হইলে, পুনর্কার রাজ আজ্ঞায় কুমারের উদ্যান যাত্রা বিহিত इंडेन। পूनर्कात कुमात्र महा नमाद्वार आक्रीफ़ त्रूप आद्वारन शृक्तक नाका महा-नगरतत मिक्क पात्र मित्रा উদ্যানাভিমুখে निक्कान्छ इटेटनन এবং পথি মধ্যে পূर्व्वारभक्का অধিক প্রতিকূল নেত্রগোচর হইল। দেখিলেন,—এক ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য—তাহার সর্কাঙ্গ জর্জারিত—শরীর বিবর্ণ জরাপ্রভাবে অভিভূত-দেহ বলহীন-সকল শরীরে আপনার বিষ্ঠামূত্রে দ্রক্ষিত—ছ:থে নিমগ্ন—উত্থান শক্তি নাই—অতি কণ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বৃদ্ধদেব জানেন, তথাপি তিনি এই মৃতকল্প মহুষ্যকে দেখিয়া সার্থিকে জিজ্ঞাদা করিলেন,

> "কিং সার্থে! পুরুষ রূপ বিবর্ণ গাত্র**ঃ** সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি বিকলো গুরু প্রশ্নসন্তঃ। সর্বাঙ্গ শুষ উদরাকুল প্রাপ্ত কৃচ্ছ মৃত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎস নীরে ?"

সার্থি ! একি ! এ পুরুষকে ? রূপহীন ও বিবর্ণ গাত্র এ পুরুষ কে ? ইহার ইক্রিয় সকল এত বিকল কেন ? কণ্টে খাস প্রখাস ত্যাগ করিতেছে কেন ? ইহার অঙ্গ সকল শুষ্ক কেন ? এত ব্যাকুল এত কষ্টদশা প্রাপ্ত কেন ? কেন এ কুৎসিত বিষ্ঠা মূত্রে অনুলিপ্ত হইয়া কন্ত পাইতেছে ?

সার্থি বলিল,-

"এষোহি দেব পুরুষ: পরমং গিলানো ব্যাধী ভয়ং উপগতো মরণান্তপ্রাপ্ত:। আরোগ্যতেজহিতৎ বলবির্যাহীনো অত্রাণ বী প্রবারণো হুপরায়ণক।"

হে দেব! এব্যক্তি অত্যন্ত গ্লানিযুক্ত—ব্যাধিভরপ্রাপ্ত হইরাছে। ইহার মৃত্যু নিকট। এ পুরুষ আরোগ্য তেজ (কাস্তি) রহিত ও বলহীন হইয়াছে। ইহার আর আণ নাই এবং এ শীঘ্রই অনাশ্রয় হইবে।

ভনিয়া বোধিসত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্ন ক্রীড়া वाधिर्धयक हम जिल्ल त्यांतक्रभः। কো নাম বিজ্ঞপুরুষো ইম দৃষ্ট বস্থাং ক্রীড়া রতিঞ্জনয়েৎ শুভ সংজ্ঞিতাং বা ?"

অরোগিতা স্বপ্ন ক্রীড়ার স্থায় মিথ্যা। এরপ • ব্যাধি ভয় ও এরূপ খোর হুরবস্থা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া কোন্ অভিজ্ঞ প্রুষ ক্রীড়াকে ভাল বলিতে পারে, হুখ মনে করিতে পারে এবং ক্রীড়ায় রতি বা আসক্তি ক্ল্যাইতে পারে

मात्रि । तथ कितां ७ -- आमि छेगान की ज़ात्र गरिव ना।

এইরপ সে দিনও ভগবান্ বোধিসন্ধ প্রতিনিবৃত্ত হইরা প্ররপি প্র প্রবেশ করি-লেন। প্ররপি কতিপয় অহ অতীত হইলে প্রর্বার নগর যাত্রা অস্টিত হইল। সে দিন ভগবান্ বোধিসন্থ নগরের পশ্চিম দার দিয়া নিজ্রান্ত হইলেন, হইবা মাত্র সে দিন অধিকতর অনিষ্ট দর্শন হইল। দেখিলেন, সমুখভাগে রোরদ্যমান জ্ঞাতিগণ কর্তৃক এক শব-দেহ বাহিত হইতেছে। জ্ঞাততন্থ শাক্য রাজা তাহার মর্ম জ্ঞাত থাকিয়াও সার-থিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

> "কিং সারথে! পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহিতো উদ্বত কেশ নথ পাংগু শীরে ক্ষিপস্তি। পরিচারয়িত্ব বিহরস্তর স্তারয়স্তো নানা বিলাপ বচনানি উদীরয়স্তঃ ?''

সারথি ! ও কি ? কেন ঐ সকল পুরুষ এক নিম্পাল পুরুষকে খাটের উপর রাথিয়া লইয়া যাইতেছে ? কেনই বা উহারা রোদন করিতেছে, কেশ লুঞ্চন করিতেছে, মন্তব্দে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে, বক্ষে করাঘাত করিতেছে, এবং নানা প্রকার বিলাপ বাক্য বলিতেছে ?

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,——

"এবোহি দেব পুরুষো মৃত্যু জমুদীপে নিহি ভূম মাতৃ পিতৃ জক্ষাতি পুত্র দারাং। অপহায় ভোগ গৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংজ্ঞাং পরলোকে প্রাপ্ত, নহি জক্ষতি ভূম জ্ঞাতিং।"

রাজন ! এ পুরুষ মৃত হইয়াছে, এ আর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র দেখিবে না । এ ব্যক্তি ভোগ, গৃহ, পিতা, মাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, পুনর্কার এ জ্ঞাতিগণ দেখিতে পাইবে না ।

শুনিয়া বোধিসম্ব বলিতে লাগিলেন,—

"ধিক্ যৌবনেন জরম্বা সমভিক্রতেন আরোগ্য ধিক্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন। ধিক্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন ধিক পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রভিপ্রসঙ্গঃ।"

"যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধিন মৃত্যুঃ তথপিচ মহদ্দুংখং পঞ্চল্পনং ধরস্তো কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যান্থবদ্ধাঃ সাধু প্রতিনিবর্ত্তা চিস্তমিষ্যে প্রমোচং।" . থাহা জরায় অভিজ্ঞত হয়—গণিয়া যায়, তাদৃক্ যৌবনকে ধিক্! যাহা নানা প্রকার ব্যাধিতে পরাহত—তাদৃশ আরোগ্যকেও ধিক্! যাহা চিরস্থায়ী নহে: —ক্ল-ভঙ্গুর—তাদৃশ জীবনকে ও ধিক্! এবং পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞগণের রতি প্রসঙ্গকেও ধিক্!

যদি জরা না হয়, ব্যাধি না হয়, মৃত্যু না হয়, তথাপি মহান্ কৡ—য়হাতৄঃৠ—জীব কেন না পঞ্জয় ধারী। \* যখন জরা ব্যাধি না হইলেও তৄঃখ—তখন আর জরা ব্যাধি-এত্তের ত কথাই নাই। সারখি! রথ ফিরাও—আমি আর উন্মত্তার পথে ঘাইব না। আমি প্রতিনিবর্ত হইয়া উভয়য়পে মুক্তি চিন্তা করি।

এইরপে দে দিনও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তংপরে পুনর্কার একদিন পুর নির্যানকালে পণিমধ্যে এক প্রশান্ত ভিক্ষ্তি দেখিতে পাইলেন, † দেখিয়া সার্থিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

> ''কিং সারথে। পুরুষ শান্ত প্রশান্তচিত্তো নোৎক্ষিপ্তচকু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী কাষায়বস্ত্রবসনো স্থপ্রশান্তচারী পাত্র গৃহীত্ব ন চ উদ্ধৃত উন্নতো বা।''

সারথি! ঐ শান্ত ও শান্ত;চিত পুরুষকে ? উ্গাঁর চক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না——
ও সমদৃষ্টি যুক্ত এবং চারিহস্ত মাত্র দেখিয়া গমন করিতেছেন, উনি কে ? পরিধান কাষায়
বন্ধ, চর্যাায় স্থপ্রশান্ত, হস্তে একটী জলপাত্র মাত্র, উদ্ধৃত ও উন্নত নহেন—উনিকে ?

সার্থি বলিল,—

"এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্নু নামা অপহার কামরতয়ঃ স্থবিনীত চারি। প্রব্রু প্রাপ্তঃ সমমাতন ন এষ মাণো সংরাগদ্বেষ বিগতো তিষ্ঠতি পিগুচঁষ্যা।"

হে যুবরাজ! ঐ পুরুষ ভিক্ষু, উনি কাম ও রতি পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-চারী ইট্যাছেন। সন্থাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আত্মার সমত্ব ইচ্ছা করিতেছেন। উটার রাগ ও দ্বেয় কিছুই নাই, উনি কেবল মাত্র পিগুচর্য্যায় অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ শ্বাস মাত্র আহার ইচ্ছা করেন, অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এবার বোধিসত্ব প্রফুল মুখে বলিলেন,-

"দাধু স্থভাষিত মিদং মম রোচতে চ প্রব্রজ্য নাম বিহুভিঃ সততং প্রশস্তা। হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র স্থথ জীবিতং স্ক্মধুর মমৃতং ফলঞ্চ।"

<sup>\*</sup> এই পঞ্চ স্কন্ধ ও তদমূগত তৃঃখ বুদ্ধের ধর্ম নির্ণয় প্রস্তাবে বলা যাইবে।

<sup>†</sup> तीरक्षत्रा वतन, এ मृर्खि भाषा मृर्खि।

সাধু সার্থি! সাধু! উত্তম কথাই বলিয়াছ। ইহাতেই আমার কচি, ইহাই প্রশংস্য। বিদ্যান্ পুক্ষেরা প্রব্রজ্যাকে নিরস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। যাহাতে আত্মহিত পরহিত উভয়ই আছে, যে জীবন স্থ জীবন, যাহার ফল স্থমধুর ও অমৃত (অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়,) সেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্যাস অভিজ্ঞগণের সর্বাদা প্রশংস্য। রথ ফিরাও—
আমিও এই পথ আশ্রয় করিব।

শাক্যসিংহ আজ নিতাস্ত বিষণ্ধ—পুরনির্যান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিরস্তরিত বৈরাগ্য-ভার বহনের সঙ্কল ধারণ করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন তব্ ভাস্ত জ্ঞাত হইয়া নিতাস্ত খেদ প্রাপ্ত হইলেন, পুরমধ্যে ক্রমে হাহাকার কারিত, সস্তাপাগ্নি প্রজ্ঞাত হইল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যাহাতে পুর-বহির্গত হইতে না পারেন, পুনরপি তাহার দৃঢ় উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি রাজ-পুরুষদিগকে পুরব্রকার্থ ও পুত্রব্রকার্থ আদেশ প্রদান করিলেন, করিলে রাজপুরুষগণ কর্ত্তক নিম্লিধিত কার্য্য অম্ক্ষিত হইতে লাগিল।

"ভ্রস্যা মাত্রয়া বোধিসন্ত্রস্য পরিরক্ষণার্থং প্রাকারান্ মাপরতে স্থা। পরিথাঃ থানরতি স্থা। দ্বারানি চ গাঢ়ানি কাররতি স্থা। আরক্ষান্ দ্বাপরতি স্থা। শ্রাং খোদররতি স্থা। চতুর্ নগর দারের চ পুরো মহাসেনা ব্যহান্ স্থাপরতি স্থা। বোধি সন্ত্রস্যার্থং। য এনং রাত্রিন্দিবং রক্ষন্তি স্থা। যা বোধি সন্থোহভিনিক্রমিষাতীতি। অন্তঃপুরে আজ্ঞাং দদাতি স্থ মাস্থ কদাচিৎ সঙ্গীতিং বিচ্ছেৎস্যথা স্ত্রী মায়ান্চোপদর্শয়ত নিবর্গীত কুমারং যথামুরক্তচিত্রো ন নির্গচ্ছেৎ প্রব্রজ্যায়ৈ।"

বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ প্রাকার দকল উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইল। পরিথা সকল খানিত হইল, দার দকল দৃঢ় করা হইল, রক্ষি পুরুষ স্থাপিত হইল, নগর দারে দেনা-ব্যুহ স্থাপিত হইল—তাহারা দিবা রাত্র অতন্ত্রিত হইয়া বোধিদত্ত্বের রক্ষার্থ জাগরিত থাকিল। অন্তঃপুরমধ্যে আজ্ঞা প্রচার হইল যে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও যেন সঙ্গীত-বিচ্ছেদ না হয় এবং স্ত্রীমায়া প্রদর্শিত হউক। কুমার যাহাতে স্ত্রীমায়ায় বদ্ধ হইয়া নিবিষ্ট চিত্ত থাকে, প্রব্রজ্ঞার নিমিত্ত বহির্গমন নাংকরে, সতত তাহারই চেষ্টা করা হউক।

কৃথিত আছে যে, ঐ দিন শাক্য-মহানগর কুমারের নিজ্রম-শঙ্কায় অত্যস্ত ব্যাকুল হইয়াছিল এবং সর্বশাক্যগণ মিলিজ হইয়া দিবা রাত্র অতন্ত্রিত চিত্তে, ভীত, ত্রস্থ ও উদ্বিগ্ন চিত্তে অতিবাহন করিয়াছিল।

## शीदत्र-शीदत्र I·

কাছে এসে, আধ পথে কি ভাবিয়ে ফিরে যায়, মরমে উঠিয়ে সাধ, প্রকাশিতে মরে যায়। विन विन क्रि क्था, त्रजनी श्रेन ভোর, टिस्त टिस्त्—टिस्त थर्, टिल्थ এन चूम चात्र। বাতাসের সাড়া পেলে—চমকি দুরেতে যায়, মনে কি বুঝেনা মন — আপনা চেনেনা হায়! ফুটেছে মল্লিকা নব, ছুটেছে দক্ষিণা বায় প্রকৃতি কুম্বল মাজি, কুন্থমে সাজায় কায়। কোকিল কুহরে কুছ পরাণে প্রেমের ঘোর, বসস্তের অনুরাগে শীতের যামিনী ভোর। তবে—চরণের শত বাধা ফেল ফেল খুলে দুরে, অাঁখিতে রাখিয়া আঁখি, দেখ সারানিশি ভরে। (य कथा त्रायह जोका, वनार्शाय मृह्शीन, क्तप्र क्यात थूल थाए। जूल न ७ था।। আশার স্থপনে থেকে, বহিয়ে যে গেল বেলা কথন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা ? দিগন্ত আঁধার করে আসিছে তামদী নিশি এই বেলা ধীরে ধীরে গরাণেতে যাও মিলি।

ञी गित्रौक्तभाहिनी नानी।

# রফে বাট-পাড়।

যশহর জেলার অন্তঃপাতী প্রদানলিলা-স্রোত্ত্বতী চিত্রার তীরবর্ত্তী "তারাশী মাগুরা" নামক কোন এক সামান্য পল্লীতে এই স্থবিখ্যাত দস্থ্য জন্ম গ্রহণ করে। এই স্থানে অদ্যাপি রক্ষি মামুদের বাটীর ভগাবশেষ দৃষ্ট হয়, নড়াইল মহকুমা হইতে এই স্থান অনুমান প্রায় ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। স্থপ্রসিদ্ধ দীঘাপতিয়ার যশহর-জমিদারী কাছারি বুনাগাতি হইতে ১॥০ দেড় ক্রোশ দক্ষিণে। নিবিড় জঙ্গলময় স্থান এখনও চতুর্দিকে পরিধা পরিবেষ্টিত, আমরা এক সময় পরীক্ষাচ্ছলে পরিধার মধ্যস্থ জল

মাপিয়া দেখিয়াছিলাম চৈত্র মাদে ও উহাতে গা৮ হাত জল বর্ত্তমান থাকে। জঙ্গল ভেদ করিয়া অতি কটে প্রবেশ 'করিলে দেখিতে পাইলাম উহার মধ্যে এখন ও উচ্চ উচ্চ ভিটা আছে, দেখিলে বোধ হয় যেন বহু সংখ্যক গৃহ একদিনে বিনষ্ট ছইয়াছে। चार्त चार्त खुभाकात देष्टेक ७ पृष्ठे ६ हेन। এই মাগুরার নিকটবর্তী লোকে কহিয়া थारक, १२४न ७ के वांगेत मर्था तांख लांक लांकि रथना करत-ठाहारनत रकानाहन শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই স্থানের দস্ত্য ভীতি এত প্রবল যে এই বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনেও লোকে রাত্রিকালে এইস্থানে ঘাইতে ভয় করে। ইহার তিন দিকে বিস্তৃত মাঠ, তবে আজকাল "জহরপুর, ধেড়েঘাটা" প্রভৃতি কয়েকটা সামান্য গ্রাম বসিয়াছে। এই বাটীর অন্যূন ১॥ ক্রোশ পশ্চিমে "আগড়া" গ্রামে রফি মামুদের বংশাবলি অদ্যাপি বাস করিতেছে, ইহারা এখন ও এতদেশে খুর গণ্য-মান্য-মুশলমান। শুনিয়াছি এই গ্রামের "রমজান খাঁ" নামক জনৈক লাঠিয়াল ওরফে দস্তা, নড়াইল-জমিদার-বংশের আদিপুক্ষ মহাত্মা "কালীশঙ্কর" রায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিল। যংকালে কালীশঙ্কর "চাকলা ভূষণার" নাম্বে ছিলেন তথন একদিন বিখ্যাত রফি মামুদ তাঁহার কাছারি বাটীতে ডাকাইতি করিতে যায়, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারে না। প্রবাদ আছে কালীশঙ্করের পাচক ব্রাহ্মণ একদিন মামুরপুরে পিত্তবের একটা ঘড়া পাইয়াছিল, উহাতে ৫০০ শৃত মুদ্রা ছিল। দেশে এই কথা লক্ষাধিক মুদ্রা বনিয়া প্রচারিত হইল। এই জন্য দস্থা-দল কাছারি আক্রমণ করিলে এক জন লাঠিরাল তাহার বিপক্ষতা করিয়া প্রবেশ করিতে দেয় নাই,বছ ক্ষণ যুদ্ধের পর রফি মামুদ স্বয়ং উপস্থিত হইল, তথাপি কালীশঙ্করকে পরাস্থ করিতে পারিল না, তথন দস্থাপতি সম্ভুষ্ট হইয়া কালীশঙ্গরের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং উপঢ়ৌকন স্বরূপে বিখ্যাত "রমজান গাঁকে" (তাহার পুত্রকে) দিয়া গেল। এই ব্যক্তির লাঠির উপর ভরু করিয়া কাুলীশঙ্কর "ছাপ্লাল্ল মৌজা" অধিকার করিয়াছিলেন।

এদিকে রফি মামুদ সর্বাদ দহ্যতা অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইত। যশহর, নদীয়া, চিকিব পরগণা, বারাদাত প্রভৃতি প্রদেশ ইহার দহ্যতার তলে অবস্থিতি করিত। তংকালে দেশ একরপ অরাজক ছিল, ইংরেজগণ তথনও দেশে শান্তি বিস্তার করিতে পারেন নাই। সর্বত্রই চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল। সেই হইতেই অনেকানেক বিখ্যাত দহ্যের নাম আমরা বঙ্গের অনেক স্থানে শুনিতে পাই। রংপুরের স্থনাম-খ্যাত "দেবী চৌধুরাণী" ও "ভবাণী পাঠক'', নদীয়ার "বিখনাখ বাবু'', বারাদাতের "ক্ষেমি বাট পাড়নী'', বাখরগঞ্জের "হকি তুল্যা", বশহরের, "রিক মামুদ'', একই সময়ের লোক। ইহাদের অনেকের দঙ্গে অনেকের মিল ছিল। জন-প্রবাদের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় বিশ্বনাথ বাবু ও ক্ষেমি বাটপাড়নী রংপুরে দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠক নামে অভিহিত, সত্য মিথ্যা জানি না, আর পূজাপাদ বঙ্কিম বাবু তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। হান্টার গাহেবও দেবি বিষয় অনভিজ্ঞ। তবে শুনিয়াছি বিশ্বনাথ বাবু ক্ষেমি

বাট পাড়নী ও রফি মামুদ এক দল ভুক্ত। এক জন উপন্যাস লেখক রফি মামুদের নাম অনেক প্রাতন কালের গল্প মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক রফি মামুদ ইংরেজ শাসনের অল্পুর্কে প্রাত্ত্ ছিল। বঙ্গের ঐতিহাসিক সত্য অনেকাংশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা অনেকাংশ জন প্রবাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাই সত্য বলিয়া অমুমানিত হয়। এই রফি মামুদের বৃত্তান্ত অনেক স্থলে জন-প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল এবং কতক অংশ আধুনিক প্রমাণ সিদ্ধ। যে সময় যশহর প্রভৃতি পূর্ক্ত অঞ্চলে ইংরাজ রাজ্য-শাসন-প্রণালী বিস্তার করিল সেই সময় এই দস্থাদল-অধিপতি-গুলি কেহ তাড়িত, কেহ প্রাণে দণ্ডিত, কেহ প্লায়িত হইয়াছিল। শুনা যায় "আসায়গরের" মাঠে বিশ্বনাথ বাবুর কাশি হয় এবং এতদ বিষয়ে অনেক শ্লোক আছে, যথা \*

\* \* কি দশা যে হ'লো আশা নগরের মাঠে আশা ফুরাইল। বিষ্ণু বাবুর প্রাণ গেল হাপদে পড়িয়া,
ক্ষমি ঠাকুরাণী পলাইল ফিরিজি দেখিয়া,

ওরে রফি দেখে যা" ইত্যাদি প্রকার শ্লোক এখনও প্রাচীনদিগের মুথে শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি বর্ত্তমান কৃষ্ণগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেদনের ছই ক্রোশ পশ্চিমে যে মাঠ আছে উহার নাম আশালগর। পূর্ব অঞ্চলে লোকে গল্লচ্ছলে কহিয়া থাকে বিশ্বনাথ বাবু একদিন দস্থ্য-শ্রেষ্ঠ রফি মামুদকে বর্ত্তমান "বাগের হাট" মহকুমার নিকটবর্ত্তী হাউলি পরগণায় "থাঞ্জানীর" বাটী লুঠ করিতে পাঠাইয়াছিল। তথন বাথরগঞ্জের "হকিতুল্যা" তাহার গতিরোধ করে, কারণ তাহার খধিঞ্ত দম্মারাজ্য অন্যে অধিকার কেন করিবে—এই তার মর্ম্ম; ইহাতে স্পষ্ট োধ হইতেছে যে তৎকালিক দস্তারা এক এক জনে এক এক প্রদেশের কর্ত্তা ছিল। তাহারা সাধারণতঃ ক্পণের ধন লুঠন করিত। পত্রস্থারা অত্রে গৃহ স্বামীকে জানাইয়া তবে তাহার বাটাতে ডাকাইতি করিত—প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া দস্মতা কারত। অকারণে কাহাকেও প্রাণে মারিত না-কিন্তু একটু ঔদ্ধত্য ভাব প্রকাশ ক্রিলে মশালের আগুণে পর্যান্ত শ্রীর পুড়াইত। রফি মামুদ ডাকাইতি ক্রিত বটে, <sup>কিন্তু</sup> তাহার এই ঘোর কঠিন হুদুর মধ্যে সদতা প্রভৃতি উচ্চ প্রকৃতি ছিল। গুনি-যাছি এক দিন এক জন আহ্মণ, কন্যা-ভার গ্রন্থ হইয়া ভিক্ষা করিয়া কতকগুলি অর্থ শংগ্রহ করে, পরে বাটী আসিতে পথে রাত্র-হয়, সেই সময় লোকে ত্রাহ্মণকে কহিল "ঠিকুর সাবধান, রফে বাট-পাড় যেন ডাকাইতি করিয়া না লয়'' ত্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে যাই-েছিলেন। কিন্তু "বে যত ভয় করে তাহার ততাই ভয় হয়" এই কথা যথার্থ প্রমা-নিত হইল। "মেথানে বাবের ভয় সেই থানে রাত্র হয়" ত্রাহ্মণের ভাগ্যে তাহাই হইল। আসিতে আসিতে তিনি রফি মামুদের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তথন রফি জিজ্ঞাসা

করিল "কোথা যাইবে" ? রফির নাম করিয়া আহ্মণ বাপাস্ক করিয়া গালি দিল। রফি তথন কহিল ভয় নাই "আমার সলে আইস্, আমি রফি মাম্দ"। অমনি আহ্মণের শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু রফি মাম্দ তাহাকে রাত্রে নিরাপদে রাথিয়া আরো শতাধিক মুদ্রা দিরা বিদায় করিয়া দিল। এইরপ উচ্চ অস্তঃকরণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রফি মাম্দ প্রভৃতি দস্তাগণ অরাজকতার সময় দেশের ধন লুঠ করিয়াছে বটে, কিন্তু রুপণের ধন লইয়া দরিত্রকে বিতরণ করিয়াছে, জমিদারের লোকে প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করিলে তাহাদের শাসন করিয়াছে, তথন তাহারাই দেশের কর্ত্তা ছিল। এই জন্য এই সকল দস্তাদিগের নাম ইতিহাদে উঠিবার যোগা। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে লাঠিই প্রধান অস্ত্র ছিল তাহারি বলে দেশ শাসিত হইত, কিন্তু কালে সেই লাঠি বিলাসীর হাতের শোভার বস্তু হইয়াছে। দেশের সে অবস্থা নাই, সে সমস্ত লোকও নাই, সে তাবও নাই। এখন দেশে শাস্তি বিরাজ করিতেছে বটে, কিন্তু সেই ঘোর অশান্তির সময়ও বঙ্গদেশে স্থ ছিল দেশের সম্পত্তি দেশে থাকিত। হায় আর কি ঘরের টাকা ঘরে থাকিবে! দস্তারাও এখন আমাদের স্বরণীয় বাঙ্গালীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কেননা আত্মীয় আর পর এই প্রভেদ। রফি মাম্দ দস্যু বটে কিন্তু তবুও তাহার নাম করিলে এই তুর্বল-হাদয়ে কেন্সন এক প্রকার অন্যভ্তবনীয় আমাদে উপস্থিত হয়।

\*\*\*

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভটাচার্য।

#### সহজে গান অভ্যাস।

ত্ৰহ্মদঙ্গীত।

রাগ শ্রী—চোতাল।

ধন্য সেই সাধু সেই জ্ঞানী যে গুদ্ধ বৃদ্ধ সত্যে ধ্যায়ে নিয়ত। কত তার আনন্দ তাঁরে পাইয়ে অন্তরে॥

#### রাগত্রী—চৌতাল।

প্ত ব ত ৪

সা৽বি৽ — স্বারি — পা৽মা৽পা — ৽পা৽। পা — ম্বাপা — পাল্মাণ — । পা৽মা৽ —

ধ ভা সে ই সা ধু সে

১ ১ ৬ ৪ 

ধ — লী — ধ • মা • পা — । ধ • মা • গা — বি — • সা • । সা • বি • — স্বারি — পা • মা •

ই জ্ঞা নী ধে ত দ্ব

## কুড়ানো।

একজন বাঙ্গালী আর একজনকে সগর্বে বলিতেছিল "জান ভাই, আমাকে একদিন একটা লোক কেশববাবু বলে ভ্রম করেছিল—'' দিতীয় ব্যক্তি বলিল ''তবেত ভারী! আমাকে এক দিন একজন কি বলেছিল জান ?''

প্রথম। কি কি?

দিতীয়। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন এসে আমার মুথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বল্লে—হা হরি—তুমি যে—"।

একজন ইংরাজ ও একজন আমেরিকান—বাজি রাখিয়া গল্প করিতে বসিল—কে কত গল্প সাজাইয়া বলিতে পারে।

আমেরিকান তাহার গল্প শেষ করিলে ইংরাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন—"জান ভাই আমি আমেরিকা গিন্না দেখানকার অসভ্য-জাতি কর্ত্তক একদিন আক্রান্ত হইন্নাছিলাম। আমি দেখিলাম আমার সন্মুথে দাত সহস্র শস্ত্রধারী অসভ্য, ত্ত্কারে বিত্যুৎ বেগে আমার উপর আদিরা পড়িতেছে, আর আমার পশ্চাতে, কুলকিনারা বিহীন—সমুদ্র তর্জন গর্জন করিতেছে—-দেখিলাম সন্মুথেও মৃত্যু, পশ্চাতেও মৃত্যু – কি করিব ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলাম—"

আমেরিকান। (সৌৎস্থক্যে) তাপর কি করলে তবে ? কি করলে ! ইংরাজ। "কেন একজন বীর ব্রিটিনের ন্যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলাম। আমেরিকান হার মানিল।

দোতালার একটি ঘরে ছ্মছ্ম করিয়া মহা শব্দ হইতে ছিল, তাহার নীচের ঘরে বিনি বিসিয়াছিলেন তিনি ব্যাপার কি দেখিতে উপরে ছুটিয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একজন লোক মন্ত অবস্থায় দেয়ালে একটা করিয়া লাইন কাটিতেছে,আর হাঁচড় পাঁচড় করিয়া তাহার উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ও পড়িয়া যাইতেছে। আগস্তুক আসিয়া অবাক হইয়া ক্সিজাসা করিলেন—"ব্যাপারখানা কি ?" সে এড়ানস্বরে বলিল—
"একজন আমাকে বলেছে যে মাটার উপর সোজা একটা লাইন কেটে তার উপর দিয়ে যদি কেউ সোজা চলে যেতে পারে—তাহলে সে মাতাল হয়নি—আমি তাই পরীক্ষা করে দেখছি।"

সম্প্রতি জর্মানীতে এক মেলা হয়, তথায় এদেশীয় একটি বাবু নৃতন নৃতন ফেশনের পোষাক পরিয়া, স্থবর্থিত একগাছি ছড়ি হস্তে বেড়াইতেছিলেন। এক ভিকুক এক লাঠির উপর ভর দিয়া অতি কটে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার সম্মুখে আদিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা যাক্রা করিল। বাব্টি দয়াশীল, পকেট হইতে একটি রৌপ্য-মুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ, "মশাই কয়েন কি, ও কি খোঁড়া? ও আদত জােচেরের, আপনার ছড়িগাছটা দিনত আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি' বলিয়া নিকটবর্ত্তী জনৈক ভদ্রলাক তাঁহার হাত হইতে সেই ছড়ি গাছটি লইয়া ঐ ভিকুককে মারিতে উদ্যত হইলেন। যে ইতি পুর্কের প্রায়্ম নাড়তে পারিতেছিল না—সে ঐ ভদ্র লােকটির কথা শুনিয়াই দােড় মারিল, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিলেন। গোলমাল হইয়া উঠিল, বাব্টির নিকট বিস্তর লােক আদিয়া ভ্টিল। কিন্তু ঐ ভিকুককে মারিবার জন্য ভদ্রলােকর্রপী যে লােক বাব্টির হস্ত হইতে স্থবর্ণমণ্ডিত ছড়িগাছটি গ্রহণ করে সে আর ফিরিল মা। বাব্টি মাথা হেঁট' করিয়া গৃহে প্রত্যাগ্যন করিলেন।

# মহারাজা নন্দকুমার ও স্থপ্রীম-কোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহারাজা নলকুমারের অভিযোগপত্র কৌন্সিলে ফ্রান্সিদ্ সাহেব পেশ্ করিলে — হেষ্টিংদ দেই দময়ে তৎসম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাহাঁ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ক্রোধোমত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন—"ফ্রান্সিদ সাহেবকে দিয়া এই পত্র পাঠাইবার চেষ্টা করাতে নন্দকুমার অতিশয় ঔন্ধত্য ও প্রগল্ভতা দোষে দৃষিত হইয়াছেন। ফ্রান্সিদ্ সাহেবের পক্ষেও এই কার্য্য অসন্মান স্চক-তিনি রাজোর উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী হইয়া, প্রধান মন্ত্রী-সভার সদস্য হইয়া কি প্রকারে এই প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মপদোচিত-সন্মান কলুষিত করিলেন ? নিজে এই অভিযোগ পত্র হাতে করিয়া না আনিয়া যদি কোন হরকরা দ্বারা বোর্ডে এই কাগজ পাঠান হইত, তাহা হইলেই প্রকৃত আইনমতে কার্য্য হইত।" ফ্রান্সিদ এত-ত্ত্তরে যাহা বলিলেন,তাহাতে হেষ্টিংদের আপত্তি খণ্ডন হইল—তিনি বলিলেন ''নলকুমার ধনে, মানে, বংশগৌরবে, ও পদগৌরবে দেশের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিকট হইতে এই প্রকার অভিযোগ পত্র গ্রহণ করাতে কোন দোষই হইতে পারে না।" এ আপত্তি থণ্ডন হইলে মন্সন সাহেব নলকুমারকে তাঁহার প্রার্থনা মতে যথন সেই ভানে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করিলেন, তথন হেষ্টিংসের ক্রোধ-বহি গভীর গর্জনে জলিয়া উঠিল। তিনি বালকের ন্যায় কর্ত্তব্য বৃদ্ধি হীন হইয়া পজিলেন। তাঁহার মন্তিক ঘূর্ণিত হইল—বিকল চিত্তে সেই সময়ে ধাহা বলিলেন ও করিলেন —তাহাতে তাঁহার দোষ প্রমাণের পথ আপনা আপনি সরল হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন — 'ফলন সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্কেই আমি বণিয়া রাখিতেছি –এই মন্ত্রী দভার সম্বাথে আমি অপরাধীর ন্যায় কথনই বসিতে পারিব না ও নন্দকুমার আমার অভিযোক্তারূপে এইস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইবে—ইহাও আমি সহ্য করিব না। আমি জানি-কি করিলে আমার পদোচিত-সন্মান অক্ষত থাকিবে। এই বোর্ডের সদস্যগণ যে আমার অপরাধের বিচার করিতে সক্ষম \* ও আমি যে তাঁহাদের সন্মুথে অপরাধীর

<sup>\*</sup> কৌ সিলের মেম্বরগণের বিচারকরূপে উপবিষ্ট হইতে ক্ষমতা ছিল না বটে, তত্রাচ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুনিয়া যথার্থতা অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল; কিন্তু হেটিংস ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। ডাইরেক্টারদিগের নিম্নলিখিত উপদেশটি পড়িলে আমাদের বোধ হয় হেটিংসের কার্য্যে অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের বিলক্ষণ ছিল। হেটিংসের নামে না হইয়া যদি কৌ সিলের কোন গুদদ্যের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও হেটিংস প্রভৃতি তাহাতে অনুসন্ধায়করূপে উপবিষ্ট হইতে পারিত্রন। আদেশটি এই "They (The Govt: and Council) are directed immediately to cause the strictest enquiry to be made into all oppressions which might

ন্যায় উপবিষ্ট হইতে বাধ্য—ইহা **আমি কোন** ক্রমেই বিশ্বাস করি না।" ইহার পর তিনি কৌন্সিলের সভ্যগণকে এই কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য কটু ভর্ৎসনা করিলেন—তাঁহারা এই অভিযোগ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া যে একটি মানহানিকর-ব্যাপারে (Libel) হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাহাও বলিলেন। এই সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক ও মনোবৃত্তি সমস্ত আর ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল—মুতরাং এবারে তিনি নন্দকুমারের উপর গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"এই রাজ্যের প্রধান কর্মচারী ও আপনাদিগের উর্দ্ধতম পদবীর লোক হইয়া আমি এই হতভাগ্য ছুরাচারের সমুখে ष्म भारती है विकास कि আবার প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে ? এই নন্দকুমার নিয়শ্রেণীর লোকদিগের মধ্য হইতে সাক্ষ্য সংগ্রহ † করিয়া আমার চরিত্র ও কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—আমি কি এই সমস্ত নীচ প্রকৃতি লোকের সমক্ষে আমার চরিত্র সাফাই করিবার জন্য এই স্থানে বসিয়া বসিয়া জোবানবন্দী গুনিব—ইহা কি আপনাদের ইচ্ছা ? আপনারা যদি আমায় অপরাধী প্রমাণ করাইতে এত দূর বাস্ত হইয়া থাকেন, তবে একটি সমিতি সংগঠন করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন—নন্দকুমারকে এইস্থলে আনিয়া আমাকে অপরাধীরূপে বসাইয়া বিচার করিতে আপনাদের কোন ক্ষমতাই নাই। আমাকে অপমানিত করা ভিন্ন ইহার আরু অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।"

এই কথাগুলির অর্থ সোজা কথায় বুঝিতে গেলে এই বুঝায়—যে হেষ্টিংসের ন্যায় উচ্চকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রকার অপরাধ কথন প্রযুজ্য হইতে পারে নাও নন্দ-কুমারের ন্যায় নীচ লোকে তাঁহার ন্যায় উচ্চকর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ

have been committed either against the Natives or Europeans, and in the all abuses that might prevail in the collection of Revenues or any part of the Civil Government of the presidency, and to commit to the Directors all informations which they might be able to obtain relative there to, or any dissipation or embezzlement of Company's money."

Vide—35 Art of Instructions given to the Governor in Council by the Directors of the Hon'ble East India Company.

<sup>†</sup> হেষ্টিংস বলিয়াছেন নিম্নশ্রেণীর লোক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে—একথা সম্পূর্ণ-অমূলক। আমরা যদিণ্ডুল না বুঝিয়া থাকি, তবে নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। (১) বর্জমানের রাণী (রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের বিধবা পত্নী) (২) রাধা চরণ (নবাবের কর্ম্বচারী) (৩) মিঃগ্রাণ্ট (সিবিলিয়ান) (৪) মিঃফাউক (সন্ত্রান্ত কর্মচারী) (৫) কমলউদ্দিন। (৬) নরসিং ও কান্তবাবু (৭) গবর্ণরের খানসামাও নন্দকুমারের ও জগৎ চাঁদের নিজ ভ্তাগণ। ধরিতে গেলে ইহাদের প্রথম চারিজন কি মোহনপ্রসাদ অপেক্ষা নীচ ?

আনিতে পারে না। ুহেষ্টিংস নন্দকুমারের সম্বন্ধে উল্লিখিত কটু কটিব্য প্রয়োগ করিলে যথন সভাগণ তাঁহাকে স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, এই নন্দকুমারকেই তিনি পূর্ব্বে উপ-युक्त त्वार्थ विश्व खाक्रकार्या निरमां कित्रमाह्म ७ डेक्रभम् कर्मानात्री त्वार्थ वता-বরই সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, আজ সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট নীচ হইয়া পুড়িল— ইহা কি প্রকারে সম্ভব ? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বলিলেন—নন্দকুমারকে নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন হাত থাকিলে তিনি এরূপ কার্য্য করিতেন না; ডাইরেক্টার-দিগের আদেশ অনুসারেই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ডাই-রেক্টারেরা যে ব্যক্তির প্রতি কোন ছ্রহ ও গোপনীয় কার্য্যের জন্য বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, হেষ্টিংদ তাঁহাদের নিযুক্ত কর্মচারী হইয়া দেই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনে দ্বিধা করিতেন। এই প্রকার কার্য্য দারা যে নন্দ কুমারের কৃতিত্ব লোপ হইরা গেল, তাহা নথে। ভাইরেক্টারদিণের আজ্ঞানুসারে হেটিংস নন্দকুমারকে মহম্মদ-রেজার্থার দোযোদ্বাটন কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা স্বাকার করি। কিন্ত তিনি স্বেচ্ছায় কথন কি নন্দকুমারকে উচ্চ রাজকর্মে নিয়োগ করেন নাই ? মহারাজা নলকুমারকে যে সময়ে বাঙ্গালার নবাবের প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল—যে সময়ে তাঁহার পুত্র গুরুদাদকে নিজামতের নায়েবী প্রদান করিয়া নলকুমারের হস্তেই প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল—যে সময়ে তিনি নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতা দেখাইবার জন্য এক স্থদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া তাঁহাকে মহৎ চরিত্র দিয়াছিলেন, সে সময়েও কি ডাইরেক্টারেরা তাঁহাকে সেইরূপ করিবার জন্য উপদেশ পাঠাইরাছিলেন ? এই সকল কার্য্য কি তিনি স্বেছায় ও নিজের ঝুঁকিতে করেন নাই ? যে নল্কুমার কয়েক মাদ পূর্ব্বে তাঁহার নিকট অতিশয় বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন, আজ যে কি কারণে সহসাতিনি "হুরাচার" "হতভাগ্য" হইয়া উঠিলেন, ইহা অনুমান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সময়ে গুনিতে পাই ডাইরেক্টারেরাও নাকি নল্কুমারকে এই উচ্চ রাজকার্য্যের সমস্ত ক্ষমতা দিয়া নিযুক্ত করিতে নিধেধ করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকিলে তিনি কোন না কোন ভীষণ চক্রান্ত করিয়া বসিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান ভয়। কিন্তু হেষ্টিংস এ সকল কণায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার সহযোগীগবের আপত্তিতে মনোযোগ না দিয়া যথন স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে, নলকুমারকে এই উচ্চ ও স্থ্নীয় রাজ কার্যো নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তথন কি তিনি নন্তুমারকে "নীচ প্রকৃতি" ও "হতভাগ্য" ভাবিয়াছিলেন ? \* নন্দকুমার যদি তাঁহার বিকৃদ্ধে এই

<sup>\*</sup> বাগ্মী এড্মণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের নলকুমার সম্বন্ধে এই প্রকার রুঢ় বাক্য প্রায়োগের কথা লইয়া কি বলিয়াছেন—দেখুন।

<sup>&</sup>quot;If therefore Rajah Nundkumer was a man, who (if it not degrading

অভিযোগগুলি উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় হেষ্টিংদের দারা এই প্রকার নীচ ভাষায় কথন সম্বোধিত হইতেন না।

হেষ্টিংস সাহেব মহারাজ নলকুমারের বোর্ডের সম্মুথে উপস্থিত হইয়া জোবানবলী দেওয়ার সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। নন্দকুমার যেমন এক দিকে বিশিষ্ট প্রমাণাদি দারা গ্রণরের উৎকোচ লওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করিতে বদ্ধ-পরিকর स्ट्रेगाছिলেন—হেষ্টিংদও অন্যপক্ষে ঠিক বিপরীত ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। এ সময়ে সাহদীর ন্যায়-প্রকৃত বীরের ন্যায়-পদগৌরব ও আত্মদন্মান রক্ষার একমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতিযোগীকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান না করিয়া তিনি যথেষ্ট কাপুরু-ষতা দেখাইয়াছেন। যথন অভিযোগগুলি প্রথম কৌন্সিলে আনা হইয়াছিল—তথন তিনি বিনা আপত্তিতে তাহা গৃহীত ও পঠিত হইতে দিয়াছিলেন—এমন কি কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার সহিত তাহার আদ্যোপাস্ত শ্রবণও করিয়াছিলেন। কিন্তু যথন দেখিলেন অভিযোগগুলি বড় উপেক্ষণীয় নহে ও অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণের জন্য স্বয়ং অভিযোক্তা প্রমাণাদি লইয়া কৌন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত, তথন তিনি সেই অভিযোগ প্রমাণের পথে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ন্যায্য উপায়ে সহা-য়তা না লইয়া—বীরের ন্যায় আত্মসন্মান রক্ষার উপায় না করিয়া—কাপুরুষের ন্যায় নীচ মার্গের অনুসরণ করিলেন। এই সময়ে মন্তব্যের ভিতর ও বাক্বিতণ্ডা স্থলে হেটিংস সাহেব "আত্মসম্মান" (Self-respect) ও "পদগৌরব" (Dignity) এই ছুইটা কথা লইয়া বিষম গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—তাঁহার ন্যায় লোকে (मारी इटेल अन्मकू माद्रित नामित्र लाक अनिराण जानिक अ को जिल्ल क्रमाना সদস্যগণের সেই দোষের বিচার বা সমূলকতা অন্তসন্ধানে ক্ষমতা নাই। কিন্তু বিলাতে তাঁহার প্রভুগণ ঠিক ইহার বিপরীতই আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা ও উপদেশের বলে কৌন্সিলের মেম্বরেরা তাঁহার নামে আনীত অভিযোগগুলির বিচার ও অনু-সন্ধান করিতে যে সম্পূর্ণ সক্ষম—তাহা পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। ভবিষ্যতেও ডাই-রেক্টারেরা এ সম্বন্ধে কৌন্সিলের মেম্বরগণের কার্য্য-কলাপ সম্পূর্ণরূপে ন্যায় সঙ্গত

your Lordships to say) was equal in rank, according to the idea of his country to any Peer in this House, as sacred as a Bishop,—of as much gravity and authority as a judge—and who was the Prime Minister of a country in which he lived, with what face can Mr. Hastings call this man a "wretch" and say that he will not suffer him to be brought before him.

Vide—Burke's speeches in the Impeachment of W. Hastings before the House of Lords. Vol. XIII.

বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। \* আশ্চর্যোর বিষয় এই কাঁহার নিয়োগ কর্তারা কৌন্ধিলের সদস্যগণের তৎকালীন কার্য্য সম্বন্ধে বৈধতা স্বীকার করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নির্দোষী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু গবর্ণর সাহেব নিজে ই হাদের কার্য্য-প্রণালী অবৈধ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবিয়া ই হাদিগকে ও সেই সঙ্গে সজে অভিযোজাকেও যথেষ্ট কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতেও কি হেটিংসের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে বাকি থাকে!

হেটিংস সাহেব এই তর্কস্থলে "আয়ুসম্মান" ও "পদগৌরব" রক্ষা সম্বন্ধে যে অত্যা-শুর্গা যুক্তি অবলম্বন করিরাছেন, তাহা দেখিলেই বোধ হয় সেই সময়ে তাঁহার মনের ভিতর বালকের চপলতা বিরাজ করিতেছিল ও চিত্তের বিকৃতি হইয়াছিল। তাঁহার মতে ''আল্লদশান" "পদগৌরব" অপেকা গুরুত্বহীন। আল্লদশান রক্ষায় ততদূর ব্যস্ত না হইলেও চলে—কিন্তু "পদগৌরব" রক্ষা নিতান্ত আবশ্যকীয়। তাঁহার চরিত্রের বিক্রুদ্ধে সকলের সমক্ষে কতকগুলি অভিযোগ আনীত হইল, এইরূপ কার্য্যে তাঁহার আঘ্দলান যথেষ্ট আহত হইল—কিন্ত তিনি আহত-দলান রক্ষার্থে উদ্যোগী না হইয়া "পদগৌরব" রক্ষার্থে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পদগৌরবের অর্থও যাহা বুঝিয়া-ছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ কুযুক্তি পরিপুষ্ট। আত্মস্মানের সহিত পদগৌরবের যে অচেছদ্য সম্বন্ধ আছে এবং সমলে সময়ে পদগৌরব অপেকা আত্মসমান শ্লাঘনীয় হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াও তিনি তদ্রণ কার্য্য করেন নাই। যে অবস্থার লোক হউক না কেন তাহার বিরুদ্ধে এই প্রকার কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ দর্মদমক্ষে অভিযোক্তাকে ডাকিয়া তাহার অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করিতে বলিয়া থাকে, কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব তদ্রপ করিতে সাহসী হন নাই। মনের অগোচর পাপ নাই—তিনি অভিযোগগুলির সমূলকতা বা অমূল্কতার বিষয় মনে মনে বেশ জানি-তেন স্মৃতরাং স্বার্থ রক্ষার্থেও আত্মরক্ষার্থে সেই বিশ্বাদেই কার্য্য করিয়াছিলেন। সত্য কণা বলিতে গেলে—এই হলে তিনি আত্মরক্ষা ভিন্ন আত্মসন্মান ও পদগৌরব রক্ষার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

েইংস সাহেব যুক্তির মুথে পরাজিত হইয়া—পদোচিত ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার দারা-সহসা এই প্রকারে সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য দিনির কোন স্থবিধা হইল না। বারওয়েল সাহেব হেষ্টিংসের প্রিয়বন্ধ ও সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন, অনেক দিন পর্যান্ত কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে গবর্ণরের

<sup>\* &</sup>quot;That the powers and instructions vested in and given to General Clavering and other gentlemen in the council, were such as fully authorised them in every inquiry that seems to have been their object," (Burke's speeches before the Impeachment Committee.)

ন্যায় তাঁহার চরিত্র দম্বন্ধেও লোকে কাণাঘুদা করিত, স্থতরাং হেষ্টিংদ দাহেব দভা ভঙ্গ করিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিলেন—তিনি তাহার সমর্থন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। কৌন্সিলের অন্যান্য সভাগণ কিন্তু গবর্ণরের এই প্রকার কার্য্যে সহাত্মভূতি দেখাইলেন না। তাঁহারা বিলাত হইতে ডাইরেক্টার দিগের নিকট হইতে যে প্রকার উপদেশ ও ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তদম্পারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই ন্যায্য ক্ষমতার বলে তাঁহারা জেনারেল ক্লেভারিং সাহেবকে আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া সভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিলেন। সভার সম্থাথে নন্দকুমারকে ডাকিয়া আনা হইল। মন্সন সাহেব দ্বিভাষীর সাহায্যে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের জোবানবন্দী শেষ হইল এবং তাঁহার দাখিলি প্রমাণাদিতে দম্পূর্ণ সম্ভুষ্ট হইয়া বোর্ডের দদস্যগণ তং-সমুদায় দস্তবমত লিপিবদ্ধ করিলেন। নন্দকুমার গবর্ণর সাহেবকে যে উৎকোচ দিয়া-ছিলেন—তাহা ব্যতীত মণিবেগমের প্রাদত্ত উৎকোচাদির যথার্থতা সম্বদ্ধে অনুসন্ধান জন্য কৌন্সিলের পরামর্শ ক্রমে একটা সমিতি গঠিত হইল। Goring সাহেব সেই সমিতির অধ্যক্ষ হইয়া মুরশিদাবাদে এই বিষয়ের তথ্যান্স্দন্ধানের জন্য গমন করি-লেন। এই পর্যান্ত কৌন্সিলের সদৃস্যগণ ধীরে স্কল্ফে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই প্রকার ভাবে সহিষ্ণুতাবলম্বনে সমস্ত কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির প্রত্যেক অংশই পরিশেষে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা .অস্হিষ্ণুতা ও চপ্লতা অবলম্বনে কার্য্য-স্লোত বিভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এই ঘটনার কিয়দিবস পরেই মহারাজ নলকুমার চক্রাস্ত-অপরাধে হেষ্টিংসের দারায় প্রকারাস্তরে অভিযুক্ত হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এত দিন গোপনে গোপনে যে চক্রাস্তের মূলে জল সেচন করিতেছিলেন, তাহা এই मभारत कनवजी इहेन।

মুরসীদাবাদে মণিবেগমের নিকট হইতে যে সমস্ত অর্থ উৎকোচস্বরূপ গবর্ণর সাহেব লইয়াছিলেন, \* তৎসলগ্ন কোন অত্যাবশ্যকীয় বিষয় প্রমাণ করাইবার জন্য কৌনিল

<sup>\*</sup> মহারাজ নলকুমারের কথিত সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে—দেড়লক্ষ টাকা উৎ-কোচগ্রহণের কথা হেষ্টিংস সাহেব নিজমুখেই পার্লামেন্টে স্বীকার করিয়াছিলেন। House of Lords এর সন্মুখে তিনি বলিয়াছিলেন—"I will not pretend to deny, I never did deny that I accepted the usual entertainments (Ziafat) which were then usually given to the visitor by the visited."

Vide—The Trial of Moharaja Nundkumer, or the Narrature of a Judicial Murder. by H. Beveridge Esq. C. S.

হেষ্টিংস উপরোক্ত বিশ্বাদে কাজ করিলেও আমারা দেখাইব তিনি ডাইরেক্টারদের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপত্র (Covenant) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন,তাহার স্বত্য লজ্মন করিয়াছেন।

গবর্ণরের বেনিয়ান,রুক্ষকৃত্য বাব্ ও তাঁহার সদরমেট বাবু রুক্ষচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। ইহাদের অন্থপস্থিত হওয়ার সহিত হেষ্টিংসের বিশেষ স্বার্থ জড়িত ছিল। কাস্ত বাবু হেষ্টিংসের বেনিয়ান স্থতরাং তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। \* গবর্ণরের সমস্ত গোপনীয় কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল। রুক্ষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সদরমেট, স্থতরাং এই তুই ব্যক্তি কৌন্সিলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে জেরার মুখে সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহার যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে—এই ভয়েই তিনি তাহাদিগকে কোনমতেই বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দিলেন না। স্বার্থ রক্ষার জন্য—নিজের কল্মিত চরিত্র গোপন করিবার জন্য—তিনি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়া এই প্রকার সর্ব্বাংশে অন্যায় উপায় অবলম্বন করিলেন। পরের অধিবেশনে যথন ক্ষ্ফচরণ ও কাস্ত বাবুকে শান্তি দিবার জন্য বোর্ড

Vide—Hasting's letter to Mr. Goodlaw the collector of Rungpur, dated 19th Feb. 1783 in the Art Warren Hastings in Lower Bengal. P. 303.

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রকার প্রকৃতির লোকের হস্তে 'সেই সময়ে দেশের শাসন ভার দেওয়া হইয়াছিল। অথবা যথন ইহার শাসনকালের জলস্ত কীর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ চেৎসিংহের সর্ব্ধনাশ, নির্দোষী রোহিল্লাদের অকারণ উচ্ছেদ ও নিরপরাধিনী অসহায়া বেগমদিগের ধনাপহরণের কথা মনে হয়, তথন এপ্রকার কার্য্য অতিশয় শামান্য বর্লিয়া বোধ হয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আজ কালকার বাজারে কোন জ্মীদার কি এই প্রকার ধরণের অমুরোধ পত্র পাইতে পারেন ?

<sup>\*</sup> কান্ত বাবু হেষ্টিংসের কতদুর প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা নিম্ন লিখিত পত্রাংশ হইতে প্রমাণিত হইবে। রাণী ভবানীর বাহারবন্দ প্রগণার জমীদারী হেটিংস সাহেব অন্যায়-রূপে রাণীর সরকার হইতে কাড়িয়া লইয়া কান্ত বাবুকে বেনামীতে প্রদান করেন; অভিযোগ পত্রে পাঠক একথা শুনিয়াছেন। প্রজারা নৃতন অধিকারী কান্তবাবুকে প্রথমতঃ থাজনা প্রদান করিতে অস্বীকার করাতে হেষ্টিংস সেই সময়ে রঙ্গপুরের কালেক-চার Goodlawকে নিম্নলিথিত পত্র দিয়াছিলেন। পত্রথানি অতিশয় নূতন ধরণের বলিয়া এন্থলে উদ্ধৃত হইল। "Kanto Babu, my Dewan, having obtained my permission to visit the Pergona of Baharbund which is his Zamindari, the Ryots of which have proved very refractory in paying their rents-I request that you will afford him your protection and support in collecting the same-enforcing his authority or that of his agent or agents whom he may leave in the management. In the meantime as this is the season of heavy collection, and as he expects as the natural consequence of his endeavours to realise them, and to reduce the Ryots to their duty that they will appeal and complain to you-he requests and it is reasonable that you will suspend any inquiry therein until the month Baishak at which time his business will suffer little from it."

প্রস্তাব করিলেন – সেই সময়ে হেষ্টিংস বলিলেন —"I know that they received the summons sent them by Mr. Summer in the name of the Board, and the answers which were sent, being shewn me, I forbade their attendance." বোর্ডের সম্মুখে ষেরূপে স্পর্দ্ধা করিয়া হেষ্টিংস সাহেব এই প্রকার অসঙ্গতভাবে উত্তর দিয়াছিলন, চঃথের বিষয় এই যে, পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার নামে অভিযোগ সময়ে যথন এই সমস্ত কথা লইয়া ঘোরতর আলোচনা হইয়াছিল-তথন তিনি এই প্রকার সাহদ ও আক্ষালন দেখাইতে পারেন নাই। যাহা হউক অন্যায়রূপে সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করাতে লোকের মনে যে বিরুদ্ধ সন্দেহ উৎপাদিত হইয়াছিল-কাস্ত বাবু ও কৃষ্ণ বাবুকে কলিকাতা বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হইতে না দেওয়াতে লোকের দেই সন্দেহ সম্পূর্ণ প্রকার বৃদ্ধি পাইল। বস্তুতঃ এই সময়ে হেটিংসের ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই অপরাধী ছিলেন। নচেৎ এই প্রকারে চঞ্চলভাবে জলনিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় যে দে উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন না! হোষ্টংদ আত্ম-দম্মানের যে প্রকার ভ্রমাত্মক অর্থ বুরিয়াছিলেন—তাঁহার স্থবিজ্ঞ সহযোগী জেনারেল ক্লেভারিং ঠিক তাহার বিপরীতই বুঝিয়াছিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস বেমন সিবিল-গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহার সহযোগী ক্লেভারিংও তেমনি মিলিটারি-গবর্ণমেন্টের সর্ব্বোচ্চ-কর্মচারী ছিলেন। ক্লেভারিং তাঁহাকে ব্রাইবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছিলেন—তাহা অতিশয় সারগর্ভ ও স্বযুক্তি-প্রণোদিত—এতদমুসারে কার্য্য করিলে হেষ্টংদেরই সন্মান শতগুণে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইত-ক্সন্ত তিনি তদ্ধপ করিতে সাহসী হন নাই। নির্দোধী হইলে তিনি যে অবশ্য এইরূপ করিতে কোন প্রকার দিধা করিতেন না, তাহার আর সলেহ নাই। জেনারেল সাহেব হেষ্টিংসের পদগৌরব সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি থণ্ডন করিবার জন্য যথন তাঁহাকে বলিলেন—"গ্রব্র সাহেব আমাদের এই মন্ত্রী সভার প্রধান সদ্স্য-আমরা তাঁহার নিম্নপদ্ত রাজকর্ম্ম-চারী। তাঁহার বিরুদ্ধে এই দূষণীয় অভিযোগগুলি উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার নামের সহিত —আমাদের পদগৌরব কলন্ধিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা কিছু বিচা-রকরূপে উপবিষ্ট হইতে চাহি না-গবর্ণর সাহেব নিজেই কেন মহারাজ নন্দকুমারকে বোর্ডের সমক্ষে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করিতে বলুন না কেন ? এ প্রকারে অভিযোগ গুনিয়া সমূলকতা প্রমাণ করিতে নলকুমার অপারক হইলে—কেবল যে গবর্ণরের চরিত মেঘমুক্ত চক্রমার ন্যায় নির্দোষ হইবে এরপ নহে—আমাদেরও তাহাতে গৌরব বৃদ্ধি হইবে। নলকুমারকে এই স্থলে আনিবার কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই'বে – এইরূপ কার্য্য দারা এ সম্বন্ধে সমস্ত গোলযোগ একবারেই মিটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এখন তাহাকে উপস্থিত হইতে না দিলে গবর্ণর সাহেৰ স্বয়ং হয়ত আমাদের পরে দোষ দিতে পারেন—বে নন্দকুমারকে তাঁহার সমক্ষে

উপস্থিত হইয়া তাহার অভিষোগগুলির সম্লকতা প্রমাণ করিতে না দিয়া, স্বীয় চরি-ত্রের উৎকর্ষতা দেখাইবার একমাত্র অবসর হইতে আমরা তাঁহাকে বঞ্চিত্র করি-য়াছি। ভবিষ্যতে এই প্রকারে অভিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা বর্ত্তমানে আমরা নলকুমারকে আনিয়া পথ সরল করিতে ইচ্ছা করি। \* যদি নলকুমারের ও বর্দ্ধমানের মহারাণীর

\* নলকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময়েই যে কেবল হেটিংস তুই তিন বার সভা ভঙ্গ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে—বর্দ্ধমানের মহারাণী মহারাজা তিলোকচন্দ্রের বিধবা মহিষী তাঁহার ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীগণের নামে যে অভিযোগ আনেন, তাহার বিচারের সম্মেও হেটিংস সাহেব এই প্রকারে সভা ভঙ্গ করিয়া প্রমাণ সম্বন্ধে বাধা দিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে লিখিতেছেন—

"On the 10th instant an English letter containing an English Account was brought to the Board, in the name of Rani of Burdwan, charging me personally with having received the sum of 15000 Rs. as a present from Brojo kissore Ray. I objected in like manner—and again declared the meeting dissolved and left them. Mr. Barwell did the same"

Hastings letter—dated 26th March 1775 (Secret Deptt.) মহারাজ নলকুমারের অভিযোগের পূর্বেও পরে, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অন্য হুই একটা প্রধান অভিযোগ আসিয়াছিল—ইহার নধ্যে হুগুলীর ফৌজনারের ও বর্দ্ধানের রাণীর অভিযোগই প্রধান। বর্দ্ধানের মহারাজ্ঞী ১৭৪৪ খুঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে কৌলিলের সমক্ষে সর্ব্ব প্রথমে হোষ্টংসের প্রিয় মিত্র Graham সাহেবের নামে নালিশ করেন। রাণী এই সময়ে বর্দ্ধান হইতে কলিকাভায় আসিয়া অভিযোগগুলির সম্লকভা প্রমাণ করাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হেষ্টিংস খীয় বন্ধুর রক্ষার্থে বারওয়েলের সহিত মুক্তি করিয়া রাণীর কলিকাভায় আসার পথ বন্ধ করেন। ইতিমধ্যে গ্রেহাম সাহেব হেষ্টিংসের রূপায় অর্দ্ধ জয়ী হইয়া ভাঁহার নামে আনীত অভিযোগগুলির এক লম্বা চৌড়া উত্তর দেন। বলা বাছল্য অভিযোক্তা রাজ্ঞী বর্দ্ধমানৈ আটক রহিলেন। গ্রেহাম বলিলেন রাণীর অভিযোগ মিথ্যা—অতএব ইহা এইরূপ প্রমাণ হইয়া গেলে পাছে তিনি গাঢ়াকা দেন, তজ্জন্য ভাঁহাকে উপযুক্ত জামিন (?) দিতে হইবে। রাজক্যারকে রাণীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনার জন্য ভাঁহার নামে আর একটা অভিযোগ হইয়াছিল। হেষ্টিংসের প্রিয় বন্ধু ইম্পির সহায়ভায় সেটিও গোলন্যাল হইয়া যায়। ইহার পর গ্রেহাম বিলাতে পলায়ন করেন।

ইহার পর ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মানে বর্দ্ধমানের মহারাণীর অভিযোগের পুনর্কিচার আরম্ভ হয়। নন্দকুমারের অভিযোগ আনিবার ২।১ দিবদ পূর্ব্ধে এই অভিযোগ
আনা হয়। এবারে গ্রেহাম সাহেবের বিক্তুদ্ধে অভিযোগ নহে—স্বঃং হেষ্টিংদ ও তাঁহার
বেনিয়ান কাস্ত বাবু ও সদর মেট কৃষ্ণ বাবুর বিক্তুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ জন্য অভিযোগ
আনা হইল। বোর্ডের সম্মুথে ব্রজ্ঞকিশোর রায় (বর্দ্ধমান রাজ সংসারের দেওয়ান)
আদিয়া (১৪ই মার্চ্চ) থাতা পত্র দেখাইয়া স্বীকার ক্ষিতে বাধ্য হইলেন যে, তিনি কাস্ত
বাবুকে ৫০০০, ও কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশ্মকে ৫০০, টাকা উৎকোচরূপে দিয়াছেন কিন্তু
বিজ্ঞিনশোর প্রধান দেয় অর্থের (যাহা "Exhibit D" ক্রপে চিহ্নিত ছিল) বিষয়ে অস্বী-

অভিযোগগুলি সম্যক যুক্তি-যুক্ত ও সমূলক বলিয়া বোধ না হয়, তবে আমি সর্ক প্রথমে জগৎ সমক্ষে প্রচার করিব—যে গবর্ণর সাহেব আমাদের মন্ত্রণা-সভার ও রাজ্যের সর্কোচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্পূর্ণরূপে নির্দেশী ও নক্ষকুমার বিষেষবশতঃ নীচ-মনো-বৃত্তি চালিত ইইয়া এই অভিযোগ আনিয়াছেন।" এই প্রকার যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়াও হেট্টংস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যে যুক্তি বালকেরও বোধগম্য—ভাহা তাঁহার ঘুর্ণায়মাণ মন্তিকে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণেল মন্সন এই প্রকারভাবে আরও বুঝাইলেন, তথাপিও তিনি সাহস করিয়া নক্ষকুমারকে সমূর্থে আনিতে দিতে সাহস করিলেন না। নক্ষকুমারের মূর্ত্তি তাঁহার নিকট ক্যতান্ত-মূর্ত্তির মত বোধ হইল। যথন অন্যান্য সভ্যগণ মহারাজ নক্ষুমারকে সভাগৃহে আনিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেটা করিলেন, তথন হেটিংসের হৃদ্যের মধ্যে ভীষণ ঝাটকা বহিল—তাঁহার বিপুল মন্তিক বিশ্বন্ত হইবার উপক্রম হইল—তিনি যুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, বালকের ন্যায় সেচ্ছামার্গ স্বেলয়ন করিলেন। প্রভাব সমর্থিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলেই, নক্ষকুমার বোর্ডের সমূর্থে আনিযা তাঁহার দোষগুলি প্রমাণ করাইয়া দিবেন—স্ক্তরাং কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি সহসা সভা ভঙ্গ করিয়া স্বেলের কার্য্যক্ষত্র পরিত্যাগ করিলেন। প্রতার কার্য্যকের পরিত্যাগ করিলেন। ক্র ই সময়ে তাঁহার ছৎপিণ্ড যে প্রকার স্বেলের কার্য্যকরে পরিত্যাগ করিলেন।

কার করিলেন। ইহাতে লিখিত ছিল ''১৫০০০ হাজার টাকা হেষ্টিংস সাহেবকে দেওয়া ইল''। ব্রজকিশোর হেষ্টিংসের সমুখে ভরেই হউক বা অন্য কারনেই হউক একথা অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ মূহরী দয়ারাম বোড়াল বলিলেন "এই পনর হাজার টাকার কথা আমার নিজ হাতের লেখা—আমি দেওয়ানের আদেশে ঐ রূপ লিখিয়াছি''। ইহার পরে হেষ্টিংদ গোলবোগ দেখিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। এবারে ত নলকুমারের মত "miscreant" ব্যক্তি অভিযোগ আনে নাই, তবে তিনি সাহস অবলম্বন করিয়া মন্ত্রী সভায় বসিতে পারিলেন না কেন ?

<sup>\*</sup> হেষ্টিংস সাহেবের এই প্রকার অন্যায়রূপে সভা ভঙ্গ করার অযৌক্তিকতা প্রতিপর করিয়া তৎকালান কোম্পানির কাউন্সেল চার্লস সেয়ার সাহেব কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন—দেখুন। Sayer সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষের লোক ছিলেন—তিনি আবশ্যক মতে এসম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মত প্রদান করেন।

<sup>&</sup>quot;The meeting of the Council depends on the pleasure of the Governor and I think the duration of it must do so too; but it was as great a crime to dissolve the council upon base and sinister motives, as it would be to assume; the power of dissolving if he had it not. I believe he (Hastings) is the first Governor that ever dissolved a Council inquiring into his behaviour when he was innocent. Before he could summon three Councils and dissolve them—he had time fully to consider what would be

অসম্ভাবিত-ভাবে নিশ্পেষিত হইয়াছিল—বোধ হয় বছু বেগমের ধনাপহরণ ও নির্দোষী রোহিল্লাদের উপর অকারণ অত্যাচারের সমর্থন সময়ে তাহার একাংশও হয় নাই।

হেটিংস সাহেব যে প্রকৃত পক্ষে Dignity শব্দের ভ্রমাত্মক অর্থ ব্রিয়াছিলেন ও সেই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়াছিলেন—ভাহা তাঁহার সেই সময়ের ব্যবহার হইতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়। কান্ত বাবু ও ক্লফ বাবুকে বোর্ডের সন্মুথে উপস্থিত হইতে না দিয়া তিনি যে কেবল সদস্যগণের অবমাননা করিলেন, তাহা নহে—সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাই-রেক্টার সভা, এমন কি ইংলণ্ডাধিপ পর্যান্তও প্রকারান্তরে অপমানিত হইলেন। ভবিষ্যতে এই প্রকার অন্তায় ব্যবহারের জন্ম হেষ্টিংসকৈ যে যথেষ্ট পরিতাপ করিতে হইয়াছিল--তাহা তাঁহার বিরুদ্ধে মহাভিযোগের Impeachment এর সমস্ত বিবরণ হইতেই বিশেষ ক্লপে জানা যায়। একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বেশ্ উপলব্ধি হয় যে, অপরাধী ব্যক্তির ভায় হেষ্টিংস পদে পদে সন্ধুচিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন—সাহস করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি মনের উত্তেজিত অবস্থার দোষ ঢাকি-যার জন্ম যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহাতে ফুক্তির ও তীক্ষ দর্শিতার লেশমাত্র নাই <del>—</del> ভুয়োদর্শন নাই, কেবল ক্রিমুষাকারিতা ও মানদিক চঞ্চলতা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকাশ পাইরাছে। এই সময়ে অনেক বিষয়ে তাঁহার কাজে ও কথার নিল হর নাই—ভাল বুঝিয়া যে কাজ করিয়াছেন, দেই কাজই মন্দের দিকে গিয়াছে-সদসৎ বিবেচনা পরি-লুপ্ত হইয়াছে—আত্মন্তরিতা, ও প্রগণ্ডতা. তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের মর্মন্থলে প্রবেশ করিরাছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পদোচিত গুরুত হারাইরা অসম্মানের কার্যাকে প্রকৃত সম্মানকর ভাবিয়া—সভাকে মিথ্যা কলিম্লা-অভিন্যাক্রাকে ও সহোযোগী সদস্য-निगरक गानि निया ও नायासूनकारन्त्र खाटक छेटकरमा । कार्या निया-िकनिष्टे যে প্রকৃত অপরাধী – ইহাই লোকের মনে বিখ। জন্মাইয়া দিয়াছেন। 🕂 কেবলমাত্র

the result of such conduct, to convince every body beyond a doubt of his conscious guilt."

Vide—Charles Sayer - opinion—dated 7th January 1776. ইহার পর হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে আর ও কি প্রমাণ চাই ?

† বলা বাহল্য মহারাজা নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির প্রমাণ সম্বন্ধে হেষ্টিংস অত দ্র বাধা দিয়াছিলেন বটে—কিন্তু সেইগুলি একবারে মিথা। বলিয়া অস্বীকার করি-তেও সাহসী হন নাই। অভিযোগগুলির অপ্রাক্ততা প্রমাণ করান দ্রে থাক্—যথন তিনি সেইগুলিকে "অমূলক" বলিতেও সাহস করেন নাই, তথন ঠোহার চরিত্রের উপর আমাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ জন্মে। এই সময়ে হেষ্টিংসের সহযোগীরা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া বিলাতে Directorদের নিকট পাঠান। হেষ্টিংসও নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া ভাইরেক্দের এক স্থানীর্ঘ লিখেন। তাহাতে এই অভিযোগের কথাগুলি অমূলক বলিয়া স্বীকার করা দ্রে থাক্—সেই স্থলে গোলমাল করিয়া পাঁচ কথায় কাটাইয়া দিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছিলেন—"Those (meaning those Proceedings of

মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে নহে, বর্দ্ধমানের রাণী —মহারাজা ত্রিলোক চাঁদের বিধবা মহিবী—তাঁহার ও তাঁহার কর্মচারীর নামে উৎকোচ লওয়ার জন্ম যে অভিযোগ আনেন, তাহাতেও তিনি এইরপ প্রগল্ভতা, স্থির বৃদ্ধির অভাব ও সকল বিষয়ে বিশৃত্বলতা দেখাইয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদার খাঁজাহাম খাঁর আনীত অভিযোগের সময় এতদুর হুলস্থল উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতেও হেষ্টিংসের কার্য্যকলাপ পূর্ণমাত্রায় সন্দেহ-পরিপূর্ণ। এক কথায় এই তিনটা অভিযোগের অনুসন্ধান কার্য্যে প্রাণপণে বাধা দিয়া তিনি নিজ চরিত্রের নির্দোষিতা ও উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ বিলক্ষণরূপে জন্মাইয়া দিয়াছেন।

হেষ্টিংসের পূর্ব্বোক্ত সন্দেহজনক ও দোষপূর্ণ কার্য্য কলাপ হইতেই পাঠক বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্য রাজকার্য্যে রাজকর্মচারী নিয়োগ উপলক্ষে মহারাজ নন্দকুমার ও মণিবেগমের নিকট হইতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের উপর টাকা উৎকোচস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খঃ অব্দে হেষ্টিংসের অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহার সহিত তুলনায় তাহার ছই তিন বৎসর পরে তাঁহার অবস্থা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্থনামে ও বেনামে, তিনি নানা প্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কৌলিলের সদস্যেরা এই কথার উল্লেখ করিয়া ডাইরেক্টারদের এক পত্র লিথিয়াছিলেন। হেষ্টিংস সেই পত্রোজ্ঞবিত বিষয়ের অযথার্থতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার ১৬ই মে তারিথের পত্রৈ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্বোষকর। কৌন্সিলের সাহে-বেরা যথন লিথিলেন "হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গলার গ্বর্ণর হইয়া নানাবিধ অসঙ্গত উপায়ে

the Board and of the majority) relating to the allegations of Rajah Nundkumer, have been committed to the hands of your Attorney for the purpose of commencing a suitat Law against me, in the name of the Company for the recovery of the sums, said to have been received by me from Many Begum in the year 1772. I reserve my defence for the same channel not choosing to give my adversaries, an advantage by anticipating it, not to be speak your premature judgement on a cause thus depending." Vide-Hastings to the Directors. 25th March. 1775. আর এক হলে তিনি লিখিতেছেন (১৬ই মের পত্র) "Foiled in all their repeated attacks upon me, my adversaries have recourse to charge of rapacity a charge of all others most foreign to my nature." হেষ্টিংস সাহেব বথন সাহস করিয়া এতদূর বলিতে পারিয়াছিলেন —তথন যদি আর একটু সাহসাবলম্বনে বলিতেন—"এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি অভিবোক্তাকে এই স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার অভিবোগগুলি প্রমাণ করিতে বলিতেছি—" তাহা হইলে কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে অপরাধী বিবে-চনা করিতে পারিত না। কিন্তু <sup>চ</sup>হার ৰিক্**ত্ব** ব্যবহার করাতেই লোকের মনে সন্দেহ বদ্দশ হইয়া রহিয়াছে।

যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিয়াছেন—ইহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি'' ইত্যাদি—তথন হেটিংস সাহেব তাহার একটা সাফাই জবাব দিতে পারেন নাই। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিলেন "যদি কথন স্থযোগ হয় বা প্রয়োজন হয়, তবে ডাইরেক্টারদের আমি দেখাইব যে ক্রেভারিং প্রভৃতি সদস্যগণ আমার বর্ত্তমান ঐশর্য্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে''। যাহা হউক আমরা এক্ষণে প্রমাণ করিব যে তিনি এই প্রকারে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বত্ব লঙ্গন করিয়াছেন ও তজ্জন্য ধর্মে পতিত হইয়াছেন।

কোম্পানির রাজত্বের প্রথম বিকাশ সমহা হে কোন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান কর্ম-চারী এদেশে আসিতেন বা এদেশ হইতে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের এক এক খানি করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত। বোম্বে, মাক্রাজ ও কলিকাতায় এই প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের প্রধান স্থল ছিল। বাঙ্গলায় ক্লাইব সাহেব মেয়র কোর্ট হইতে তৎকালীন প্রতিজ্ঞাপত্রগুলি সহী করাইয়া লইয়া কর্ম্মচারীদিগকে নানা স্থানে নিযুক্ত করিতেন। ফোর্ট উইলিয়মের "মেয়রকোর্ট" হইতে যে covenant স্বাক্ষরিত হ**ইত,** তাহাই বাসলায় এবং অন্য প্রেসিডেন্সিতে বদ্লী হইলে তথায় কার্য্যকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। অন্যান্য প্রেসিডেন্সির সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ক্লাইব, বেরিলষ্ট, প্রভৃতি গবর্ণরগণ এই মেয়র কোটে শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব ১৭৬৯ খঃ অব্দে যথন মাক্রাজে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে তথায় এই প্রকার এক স্থুদীর্ঘ প্রতিজ্ঞাপত্র বা covenant এ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইংগর তিন বৎসর পরে তিনি বাঙ্গলার গবর্ণরী করিতে আইসেন। বলা বাছল্য যে এই তিন বৎসরের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাপত্রের মেয়াদ অতীত হয় নাই। ইহার পর ১৭৭৪ খৃঃ অন্দে Regulating Acts বিধিবদ্ধ হইলে তিনি আর একটা প্রতিজ্ঞাপতে সহী করেন। ২েইংগের পক্ষ সমর্থ-কেরা বলেন যে ১৭৬৯ খঃ অব্দের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্থাক্ষর করিয়াও দদি হেষ্টিংস উৎ-কোচাদি লইয়া থাকেন, তাহা ততদূর দোষণীয় নহে। থিত্ত অন্য পক্ষ এমন কি স্বয়ং হেষ্টিংসের নিয়োগ-কর্তারা পর্যান্ত বলেন যে, হেষ্টিংস সাহেব ১৭৬৯ সালের প্রতিজ্ঞাপত্রের স্থামুযায়ী কোম্পানীর নিকট সর্ব্যপ্রকার দায়িত্বে বিশেষ আবদ্ধ। এ সম্বন্ধে বড় বড় বাবসায়জীবিদের মত লওয়া হইয়াছিল; আমরা পর পৃঠায় তংকালীন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ একজন বিলাতি বারিষ্টার এই সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ভুত করিলাম। নিমে ১৭৬৯ সালের হেষ্টিংসের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা পত্রের যে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা হই-তেই পাঠক দেখিতে পাইবেন—এইরূপ কার্য্য দারা তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রতিজ্ঞা উল্লন্থন मिरिय (मायी इटेग्नाছिल्नन कि ना ? \*

<sup>\*</sup> Part of the covenant signed by Mr. Hastings in 1769 at Madras—
"The governor was among other things to covenant that he would not

কান্তবাবু ও কৃষ্ণবাবুর পরীক্ষার পর কৌন্সিলের সভাগণ গবর্ণুর সাহেবর নিকট এক-থানি Rosolution লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই রেজোলিউসনে লেখা হইল—"মহারাজ নলকুমারের আনীত অভিযোগের সমস্ত অংশ আলোচনা করিয়া ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়াতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে—যে হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানীর তহবিল হইতে উল্লিখিত অভিযোগোক্ত অর্থগুলি উৎকোচরূপে গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরাধী, অতএব আমাদের ইচ্ছা যে ঐ সমস্ত কোম্পানির প্রাপ্য টাকা তিনি তাঁহাদের তহবিলে পুনঃ প্রদান করেন।" বলা বাছল্য হেষ্টিংস এই প্রস্তাব আদেন গ্রহণার্ধ বিবে চনা করিলেন না—রোষ ভরে সেক্টোরীকে ফিরাইয়া দিনেন।

কৌন্সিলের দভারা এই সময়ে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন—তাহাতে যে ভূরোদর্শন, ও সহিষ্ণুতার অভাব ছিল—তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়ে ইহারা একটু ব্ঝিয়া চলিতে পারিলে ও কিয়ৎকাল পরে স্থপ্রীমকোর্টে এই মোকর্দামা পাঠাইলে হয়ত সেইখানেই হেটিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। হেটিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার জন্ত কৌন্সিলের সমস্ত কাগজ পত্র ও নন্দকুমারের জোবানবন্দী ও দলিলাদি—কোম্পানির এটর্ণির নিকট তৎক্ষণাৎ পাঠাইলেন। † উপযুক্ত উকীল দিয়া স্থপ্রীম-

upon any account or pretence whatever, directly or indirectly, accept, take or receive, or permit to be taken, accepted or received by any person for his use, or in trust for him any Jewels, Effects, Money or other Reward, Gratuity, Donation, Present, or thing whatsoever, either specially given, paid, or deposited, agreed or stipulated for-or secured by Bond, Bill, Note, Obligation, Promise or Assurance of any kind, or by other means or device whatsoever of-or from any King, Prince, Vezier, Monsubdur, Nabob Dewan, Fouzdar, Zamindar, or any other persons natural born subjects of the East Indies, China, Persia &c of what degree, nomination or quality whatsoever, or from any Agent, Servant, or Counsel or any of them, exceeding the value or amount (4000Rs) specified in the covenants with the said Company or that no other Emmolument or Advantage whatsoever should in any wise howsoever, directly or indirectly arise or accrue unto him." আর এক হলে লেখা আছে "He is to get. 25000 a year and that he should enjoy our principal houses, with its plate and furniture, both in town and country rent free"

† নন্দকুমারের আনীত অভিযোগের সহায়তায় কোম্পানীর অর্থোদ্ধারের জন্য হেষ্টিংস সাহেবের নামে স্থপ্রীমকোর্টে যে নালিস চলিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বড় বড় বিলাতী উকী-লের পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে Solicitor Genl. Wedderburn সাহেব ও Sergeant Adair ও Sayer সাহেবের মতই প্রধান। Sayer সাহেবের Opinionটী

কোর্টের সহায়তায় এই টাকা আদায় করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু জাঁহা-দের কার্য্যে এক বিষম বাধা পড়িল। এই সময়ে হেটিংসের সমস্ত চক্রাস্ত প্রায় শেষ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল—তিনি যোগাড় করিয়া **আত্মরক্ষার জন্য সহসা এই অভিযোগের** প্রধান সাক্ষ্য ও পরিচালক মহারাজ নলকুমারকে"চক্রান্ত অপরাধে" স্রপ্রীম্ কোর্টে অভি যক্ত করাইলেন। ইহার পরেই জাল অপরাধ আদিয়া জুটিল—স্থতরাং কার্য্য-শ্রোত বিভিন্ন দিকে অনিবারিত বেগে ফিরিল ও হেটিংদের অপরাধও প্রমাণ হইবার স্লযোগ ঘটিল না। উৎকোচ সম্বন্ধে এপর্যাস্ত যাহা বলা হইল, তাহাতেই পাঠক বেশ ব্রিয়াছেন—হেষ্টিংস প্রকৃত পক্ষে অপরাধী ছিলেন কিনা ? উৎকোচের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমরা মহারাজ নলকুমারের আনীত অন্য অভিযোগগুলির সমালোচনা করিব। রাণী ভবা-নীর সরকার হইতে থারিজ করিয়া বাহারবন্দ পরগণা হেষ্টিংস সাহেব যে কান্তবাবকে প্রদান করেন, তাহা মূস অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে হেষ্টিংস ডাইরেক্-টারদের যে উত্তর পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লিথিয়াছিলেন "রাণী ভবানী স্ত্রীলোকমাত্র. তাঁহার জমীদারীতে নানাবিধ গোলঘোগ উপস্থিত হইয়াছিল—তত্ত্বাবধারণার্থে ও স্কুশুঙ্খলা স্থাপনার্থে কাস্ত বাবুর হঙ্কে তাহা অর্পিত হইয়াছে ইত্যাদি''—এই উত্তর যে কতদূর যুক্তি সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। রাণী ভবানীর ন্যায় স্থতীক্ষ বুদ্ধিমতী প্রাতঃশ্বরণীয়া স্ত্রীলোককে ডিনি জমীদারীর শাসন করিতে অসমর্থ বলিয়াছিলেন, কিন্তু মনিবেগমের ন্যায় স্বল্পবৃদ্ধি স্ত্রীলোককে \* বাঙ্গণার নবাব নাজিমের স্বর্জস্ব ভারার্পণ করিতে কুঞ্চিত হন নাই। এই সম্বন্ধে হেষ্টিংসের নামে পার্লামেণ্ট মহা সভায় যে অভিযোগ উপস্থিত ইইয়াছিল,তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে তিনি দোষী প্রমাণিত ইইয়াছিলেন।

পালকীর ও অন্যান্য রাজোপহারের সম্বন্ধে মহারাজা নন্দকুমার যে অভিযোগ আনিয়া ছিলেন, তাহার উত্তরে হেষ্টিংস সাহেব বলিয়াছেন—"I am ashamed to reply to so futile an accusation"। মোটকথা পালকীথানি ভিনি ফিরাইয়া দেন নাই। এই অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন—অন্যান্য অভিযোগ সম্বন্ধে যদি ইহাপেক্ষা একটু সাহসের সহিত উত্তর দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধহয় তাঁহার

সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহা এই স্থনে উদ্ভ হইন—"As I am satisfied (with proofs) a discovery will not be injurious to his defence or integrity. It is my advice that a Bill be filed in the Supreme Court of Calcutta at the suit of the Company against Mr. Hastings—which he will be obliged to answer. The circumstance may put an end to all contest in Bengal and be of great use to the Company." এই সেয়ার সাহেব হেষ্টিংনের পক্ষের লোক।

<sup>\*</sup> মণিবেগম অতিশন্ন রূপদী ছিলেন। প্রথমাবস্থান্ন তিনি নবাবের নর্ত্তকী ছিলেন—
পরে নবাব তাঁহার রূপে মুশ্ধ হইন্ন। তাঁহাকে বেগমশ্রেণী ভুক্ত করেন।

চরিত্র চিরকালের জন্য নিম্বলম্বিত থাকিত। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ বুদ্ধি শাসনকর্তা যে এই সকল বিষয় ভাল করিয়া ব্ঝিতে পারেন নাই—ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

হেষ্টিংসের নামে নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া সমালোচনা করিলাম —মহারাজ নন্দকুমারের ও হেষ্টিংস সাহেবের প্রকৃত চরিত্র ইহাতে ক্তৃদ্র প্রক্টিত হইল—তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে আমরা মহা-রাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির বিবরণ প্রদান করিব। বলা বাছল্য এই অভিযোগগুলি স্থপীম-কোর্টে করা হইয়াছিল, কৌন্দিলের সহিত ইহার সংশ্রব ছিল না।

ক্ৰমশ:।

## মিটিল না তৃষা।

जाना निरंश (कन गांत्रव जिना, পূরিবে না যদি আশা ? ভালবাসা কেন হৃদয় ভরিল, মিটিবে না যদি তৃষা ? প্রাণ যারে চাম, যদি না পাইবে, দেখায় কেন রে তারে ? হেরিলে যাহারে মরণে জীবন, নাহি কেন পায় তারে ?

তৃষা এ জীবনে মিটিল না! অমৃতের স্রোত সম্মুথে পাইনু, বিশুমাত্র পিয়ে পাগল হইনু, **শ্ৰোত বহে গেল, রহিল না!** 

এবে ভ্রমি সদা মরুভূ-মাঝারে, সে স্রোত স্থরিয়া তৃষা আরো বাড়ে, বল হে বিধাতঃ বল জন্মান্তরে পাব কি ডুবিতে সে অমৃতদরে ? তৃষা যে আমার মিটল না!

এত শক্তি ধাতা কেন প্রেমে দিলে, নিরাশাই যদি কপালে লিখিলে? বিশ্বতি বা কেন দিলে না ? এযে হিয়া চিতা সদা বহিমান, নিবে যেতো, শান্তি পাইত পরাণ, ত্যা তারে আর দহিত না

শ্ৰীণীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

## কাহিনী।

পৃথিবীর মহা কোলাহলের এক প্রাস্তে একটা ভগ্নকুটার— প্রাচীন ইতিহাসের ছায়ার মত অতীতের একটা ভগ্নবশেষ। তাহার জীর্ণ শীর্ণ দেহথানি জড়াইয়া প্রতিদিন শত সহস্র আশালতা বর্দ্ধিত হইতেছে—তাহার মৃমুর্ প্রাণের শেষ বাসনাগুলিকে মরমের বাধনে বাঁধিয়া রাখিয়ছে। তাহার যৌবনের বিলাসিতা এখন ওধু স্মৃতির কোমল বাঁশীর স্বরে আধাে আধাে জাগিয়া রহিয়াছে—শেয়াবস্থার পারমার্থিক ভাবের থানিকটা ছায়া তাহার মুথে মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার দেয়ালে একটু সেওলা কবিত্বের মাধুরীর মত একটুথানি ঘুমস্ক স্বপনের ছায়া। আর তাহার গ্রিয়মাণ মুথথানির উপরে মরণের চিরআনন্দময়ী প্রতিমার একটুকু ক্ষীণ হাসি।

এই ক্ষীণ হাসির ছায়ায় ছায়ায় বছদিন হইতে একটা ক্ষুত্র প্রাণ বর্দ্ধিত হইতেছে—
বড় বৃষ্টি রৌজের হর্দান্ত অত্যাচারের মধ্য দিয়া ক্ষীণ আশার মত প্রতিমুহুর্ত্তে অল্প অল্ল
করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। ছলনার স্থতীত্র কটাক্ষের মত তাহার মরমের
চারিদিকে সহস্র কণ্টক বৃক্ষ —তাহার ক্ষীণ মরমের অস্ত্যেষ্টি সৎকারের জন্য সহস্র প্রসারিত বাছ। এই সকল কণ্টক বৃক্ষের মধ্য হইতে কোন প্রকারে সে স্ব্যালোক দেখিতে
পাইয়াছিল —মন্থ্রের ছলনাময়ী ভালবাসার মধ্য দিয়া মরমের ভালবাসার হঃথময়ী
ছায়া দেখিয়া নীরবে এক কোঁটা অশ্রু বিস্কোন করিতে পারিয়াছিল।

কূল ঝরিয়া পড়ে—জীবন ফুরাইয়া যায়—কাহিনী ঘুমাইয়া থাকে। ঘুমস্ত কাহিনীথ সমরে সময়ে জাগিয়া উঠে—ছই চারিটা গভীর মর্মাজেদী দীর্ঘ নিখাসের মধ্য দিয়া এক একবার দেখা দেয়। সংসারের অনস্ত হথের মধ্যে কৃছিনীর মর্মাজেদী দীর্ঘপাসে একটুকু ছংথের ছবি ফ্টিয়া উঠে—অনস্ত হথের কঠ যেন ধীরে ধীরে থানিকটা মুছিয়া যায়। প্রাণে গুধু কল্পনার এক আধটু থেলাধূলা লাগিয়া থাকে।

কাহিনী অনস্ত — তৃঃথমর জগতের ভগাবশেষ পর্যান্ত। সেথানেই কাহিনীর শেষ।
শেষ! অনন্তের সীমা! না, কাহিনীর শেষ আছে — তবে মান্ত্বে তাহার শেষ পার
না। তাহার শেষ স্থে — তাহার সীমা তৃঃথের শেষ পর্যান্ত। স্থের কাহিনী নাই।
স্থের বৈঠকী গল্প আছে — মোসাহেবের থোষামোদ আছে। তৃঃথের শুধু কাহিনী —
গলা তরক্তের স্তেহমাথা গীতগুলির মৃত্ কল্লোল — লাজুক উষার রক্তিম রাগের কোমল
চ্ছন — সাঁবের আকাশের স্লিগ্ধতার স্থান-করান বায় — মৃতপ্রান্ত রজনীর শেষ আশা।

হংথের জগতের সেই ক্ষ প্রাণটীর পরে হ্একটী কাহিনী ঝরিয়া পড়িয়াছে— সন্ধ্যার থানিকটা ক্ষিত্রিত জাগিয়া উঠিতেছে। সেধানে বসিয়া 'বউ কথা কও' দ্রিয়গণ ভাবে ভাঙ্গা গলায় অতীতের একটু স্থৃতি ফুটাইয়া দিতেছে—সংসারের বিলাসিতার মধ্যে

ঔদাস্যের মাধুরীটুকু প্রকাশ ক্রিতেছে। পাপিয়ার উন্মন্ত প্রাণ সেই 🚁 প্রাণের ছায়ার পানে চাহিয়া গান বন্ধ করিতেছে—সহাত্তুতির স্বরে আপনার জীবন-কাহিনী বলিয়া উডিয়া যাইতেছে।

কুত্র প্রাণ সেইই কুত্র। মরণের পথে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইতেছে—প্রতি মুহুর্ত্তে অৱ অর করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। সংসারের শত সহস্র হিংসা তাহার পানে তির্যুক্ কটাকপাত করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে—বলিতেছে "শীঘ সরিয়া পড়— অস্ত্রেষ্টি সংকারের স্থব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না"। ক্ষীণ প্রাণ তাহাতে ভারাজি নছে, কিন্তু ভগবান তাহাতে অসম্বর্ত। হিংসা তাঁহার নামে শিহরিয়া উঠে, মুহুর্তের জন্য সরিয়া যায় —মরিয়া যায় না —অন্ততঃ যাইতে চাহে না। ক্ষীণের পানে হিংসার প্রথর দৃষ্টি।

এখনও সে সেই কুদ্র-হিংসার প্রথর লক্ষ্য। হিংসা এক মনে দিন গণিতেছে-দিন वृक्षि পাইতেছে ना। कूरुकिनी आभाद वर्षा वनीयान रहेया हिश्मात काय প্রতিদিন বৃদ্ধিত হইতেছে। মারাবিনী হিংদা মহুষ্যের সম্ভানের মহুষ্যত্ব হজম করিয়া ফেলিতেছে। মানব সন্তান তাহার পদলেহনে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।

সেই প্রাচীন ক্টীরের এখানে সেখানে জীবনের থানিক থানিক ইতিহাস--মর-ণের গুলু হাসি। তাহার বটের "শ্যামল স্নেহে" মরণ, তাহার পুকুরের জলে মরণের ছারা, তাহার কাঁটাবনে মরণের দৌরভ। একটা কুন্ত মাছরাঙ্গা বটের ছারার প্রতি-পালিত। তাহার জীবনের একটুকু হাসি সেই ক্ষীণ প্রাণটীর উপরে লুটাইয়া পড়ি-য়াছে - শুকতারার নিভ নিভ কাহিনীর স্থমমী রাগিণীতে ক্ষীণ প্রাণ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

त्म এथन । त्रहेरे, किन्न ना, विक त्रहे नहि । त्र के त्र वाननाक व्रंकिराह-ছর্বল বলিয়া পাইতেছে না। তাহার মরম ছিন্ন তন্ত্রী। মরণের স্থরে এত দিন এক একবার তাহার মরম বাজিয়া উঠিত, এখন আর তাহা বাজে না। ছিন্ন তারে দে এক একবার ঝন্ধার দেয় —জীবনের সমস্ত বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া যায়। সেই ক্ষীণ প্রাণ যথন প্রথমে মর্ক্তোর ছায়ায় দেখা দেয়, তথন চারিদিকে কত হাহাকার, কত মূর্জিমান আশার নৈরাশ্য, কত ত্ষিত চাতকের তৃষিত হিয়ার কাতরতা। দে হাহাকার থামিয়া গিয়াছে, নিরাশার স্থানে নৃতন নৃতন পেঁচময়ী আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তৃষিত হিয়াকে প্রবোধ দিবার জন্য নৃতন নৃতন সাস্থনা আমদানি হইয়াছে। ঘটনার পর ঘটনা, মুহুর্তের পর মুহুর্ত্ত-চাটুকারের আমদানি রপ্তানির মত আসিয়াছে -গিয়াছে। যে ঘটনার বাহার স্বার্থ ছিল, ভাহারই নিকট সে ঘটনা রহিয়া গিয়াছে, যাহার কোনও স্বার্থ ছিল না, তাহার নিকট ভাহার হিসাব নাই।

বোগ শোক মৃত্যুর মধ্য দিলা পৃথিবী কতবার ঘুরিয়া গেল, কত হতভাগার মর্ম-ভেদী দীর্ঘনিখাসে তাহার শ্যামল ছায়া পড়িয়া অঞ আকারে হতভাগ্যের আশাগুলি ঝরাইয়া দিল্ল অবশেষে মৃত্যুর প্রদারিত ক্রোড়ে আনন্দের উৎদে লাত হইয়া হতভাগা সেইখানেই আশ্রয় বইল। সংসারের উপর দিয়া এইরূপ সাত সহত্র বিপ্লব চলিরা গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মানব দেহের ছাড়ে ছাড়ে সেই সকল বিপ্লবের আংশিক ছায়। পড়িয়াছে। ধ্বংসশীল জগতের কুত্র কুত্র ধ্বংসের উপর কত নৃতন নৃতন জগৎ উঠিয়া माँ भारताह । दनहे कृष थान जाननात की नेंद्वत यथा निया दकान थकादत 'की वत्नत প্রবাহ রক্ষা করিতেছে, তাহার ধ্বংসের উপর অনেক নৃতন আশার উৎপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু দে এখনও দম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই, মরণের একটানা স্রোতে ভাদিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সাগরে উপস্থিত হয় নাই।

দে ক্ষুদ্র নিতান্তই ক্ষীণ। তাহার ধন নাই 'আমার' বলিবার কিছুই নাই। কোনও জিনিষে তাহার অধিকার নাই, স্মতরাং দে সংসারে নিতান্তই গরিব। সে যাহা থায় — তাহা তাহার নিজের নহে, সংসারে সে একজন ভিশারী। তাহার একমাত্র ভিক্ষা— প্রেম। ঈশবের নিকট হইতে মনুষ্য প্রেম পাইতেছে, সে প্রেম জগতে বিভরণ করুক। ভিথারী মন্থয়ের দারে দারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে "আমাকে একটু প্রেম দাও তোমাদের যে প্রেম আছে, তাহার কণামাত্র প্রেম ভিথারীকে ভিক্ষা দাও"। ভিথারী व ज़ शतिव, ज्ञावात्मत्र निक्षे इटेरज रम रा रा रा भारे बारह, जारा वृक्षि अधू निरम्त कना সে তুলিয়া রাখিয়াছে, তাই আজ পথে পথে প্রেম ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। প্রেম জগতে বিতরণ করিতে সে বুঝি শিথে নাই, তাই আজ সে নিজের প্রেম খুঁজিয়া পাই-তেছে না, যাহাদিগকে সে প্রেম বিতরণ করে নাই, তাহাদেরই ছয়ারে প্রেম ভিক্ষা চাহিতেছে।

কিন্তু না—ঐ দেখ তাহাকে কে প্রেম দিতেছে, তাহার রৌদ্র-তপ্ত মুখের উপরে ঐ দেখ মহুব্যের প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। এ ভিক্ষা তাহাকৈ কে দিল ? যাহাদের ছ্য়ারে সে প্রতিদিন প্রেমের জন্য হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহাদেরই বুঝি কেছ উহার নিকট ঋণী ছিল, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিল ? না,—বাঁহার নিকট সে চিরদিনই थगी, मानत्वत्र मत्था याँशांत्र निक्छे त्म वित्रमिन जिक्का ना कतियां अध्याशाहिता एक, তাঁহারই নিকট প্রেম পাইল।

সেই প্রাচীন কৃটীর—অশান্তির মধ্যে সেখানে কেমন একটা শান্তি! সেখানে 🏖 যে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, তাই সেথায় এখনও জীবন আছে। উষার মাধুরীর মত তাহার বৃদ্ধ নারিকেল গাছগুলি এখনও কেমন সন্ধীব। তাহাদের হৃদরে ওদাস্যের ছায়া পড়িয়াছে, পাতায় পাতায় জ্যোৎসাময়ী রজনীর গুত্র রেথাগুলি জন্মের মন্ত लीन रहेशा शिशारह। সংসারের সকল বস্তুই বুরি এইরূপে লীন হইয়া যায়—এইরূপেই বুঝি আত্মা পরমাত্মায় লীন হয় ? না—আত্মা কথনও পরমাত্মায় লীন হইরা যায় না, দিখর হইতে পারে না। সংসারের সহত্র অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার নামই

মুক্তি। আমাদের আত্মা অনস্ত কাল ঈশবের অধীন থাকিবে, তাহাই তাহার আনন্দ। ভগবানের নামে দকল অশাস্তির নিবৃত্তি হয়। আমরা তাঁহার নাম লইরা আমাদের আশার বন্ধনে প্রাণের বন্ধনে জরাজীর্ণ কুটারটীকে রক্ষা করিতে পারিব—এরূপ সম্ভাবনা আছে। সেই কুদ্র প্রাণ সেই কুটারের প্রেমের ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, মরণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সে এই যে এতদিন ধরিয়া অর অর প্রেম পাইয়াছে, তাহারই থানিকটা কুটারের প্রেমে মিলাইয়া যাইবে। শাস্তি সেই প্রেমের মিলনের পুণ্য ভূমি হইবে।

দিনের পর দিন —মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর কাটিয়। যাইতেছে। নববর্ষের নৃতন আশা লইয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র কুদ্র বিভাগগুলি ক্ষীতবক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, আপন আপন রক্ত-পিপাসা মিটাইবার জন্য রণৢদেবীর পদতলে কোটী
কোটী নরবলি দিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। পৃথিবীর এই সকল মুদ্ধবিগ্রহের এক প্রাস্তে একটী ভয় আশা দাসত্বের লোহনিগড়ে বদ্ধ হইয়া মরমের অঞ্জ্ঞল মরমেই মুছিয়া ফেলিতেছে। পাশব-বলের অধীনে তাহার দেহ জর্জারিত। সে
এখন নিজ্যের রক্ষার ভার নিজ্যের ক্ষণ্ণে কৃষ্টিত।

এই ভগ্ন আশার মৃতপ্রায় রাগিণীতে দেই কুদ্র প্রাণের একটুকু ঘুমস্ত ছায়া। পক্ষণাতময় সংসারের স্বার্থপরতার জটিল গোলক ধাঁধায় পড়িয়া কুদ্র প্রাণের শেব আশা গুলি ঝরঝর—শুধু কি যেন একটা অদৃশ্য. শক্তি সেই আশাগুলিকে ঝরিতে দেয় না। শৈশবের উপকথাগুলি ধীরে ধীরে দেই প্রাণের গায়ে লাগিয়া যায় "নাত ভাই চম্পা" "স্তুও রাণী তুও রাণী" "চিল মা" প্রভৃতি মিলিয়া তাহার আশাগুলিকে ধরিয়া রাখে। শৈশব-স্বপনের ভূতের নাচন মেঘের মত সেই প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। ঠাকুর-মার প্রেমপূর্ণ মুঝ্বানি স্থৃতিতে ধীরে ধীরে খেন ফুটিয়া উঠে। নীরবে মরম হইতে এক ফোটা অঞ্চ ঝরিয়া পড়ে।

নীরবে অতীতের স্থৃতিতে প্রাণ ছাইয়া ফেলে, অতীতের গান, অতীতের কথা, অতীতের স্থু হংথ প্রাণে মিলাইয়া যায়। মনে পড়ে সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি আধো আধো ভাঙ্গা গলায় আপনার মনে কত কথাই কহিত, কত গানই গাহিত। তাহাদের অলক্ষ হাসি, তাহাদের অপূর্ণ বাসনা, তাহাদের স্বাভাবিক সরলতা কি স্কলর! হায়! তাহাদের মধ্যেও আবার মৃত্যু, তাহাদের শ্রামল প্রাণের উপরেও মৃত্যুর আধিপত্য। তাহারা বুঝি এ অগতের উপযুক্ত নয়, জীবন-সংগ্রামের মহাকোলাহলের সহিত যোঝার্থি করিবার যোগ্য নয়। তাহারা নলনের—তাহারা স্বপনের—মরণের। মরণের আনল্ল উপভোগ করিবার তাহারাই যোগ্য। বিষয়-বাসনা তাহাদিগকে জীবনের দাস করিয়। ত্লে নাই। তাহারা মরণের। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ঘাইবার ক্রন্য তাহা-

দিগের সরল ভাবই একমাত্র পথ। মরণ জীবনের সার্টুকু, আমরা বাহাকে বলি অনস্ত জীবন। আর আমাদের এই যে অসাড় ভাব—সংসারের দাসত্ব—ইহাই মৃত্যু। শিশু প্রাণে যেন ইহার ছারা না পড়ে।

সেই ছোট ছোট ছেলে মেরেগুলি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, শ্রিয়মাণ ভাবে সময়
সয়য় প্রাণে কেমন মাধুরী ঢালিত। তাহাদের একটা বুঝি কোন্ অজ্ঞানা দেশে
চলিয়া গিয়াছে, ছোট ভাইটীর করণ অ'াথি ছটীতে আপনার ছায়াটুকু রাখিয়া সংসারের গহন বন হইতে গৃহ পানে ছুটিয়াছে। তাই কি ? না পথহারা হইয়া ভাইটীকে
পাইবার আশায় ছুটিতে ছুটিতে কোন্ অজানা দেশে গিয়া পড়িয়াছে। বিধাতা! তোমার
এ কবিত্ব বুঝিয়া উঠা য়য় না--জগৎ-সমস্যা মহুয়েয় পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ
হয় না। মহুয়্য বুঝি এই সমস্যা পূরণ করিতেই আসিয়াছে, অনস্কলাল ধরিয়া এই
সমস্যাই পূরণ করিবে। পারিবে কি? কে জানে!

ছেলেবেলা ইইতে ভাই বোনে কেমন থেলা করিয়া বেড়াইত, স্নেহের ভাইটাকে প্রাণের চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া ফেলিয়া মেয়েটা কেমন একটু চাপা হাসি হাসিত, ভাঙা গলার ছোট ভাইটা দিনির কাণে কাণে কত কথাই বনিত। আজ আর দিনি নাই, শ্না সংসারে আজ সে একেলা—তাহাকে প্রাণের চুম্বন দিবার বুঝি আর কেহ রহিল না। হিংসার কুটিল ক্রাড়টা প্রতিনিমেষে ছিন্ত অন্তেষণ করিতেছে, তাহার সরল প্রাণেরাজ্য বিস্তারের স্থবিধা পাইতেছে না।

দ্রে—আরও দ্রে। তথন সেকুল প্রাণ পৃথিবীতে আসে নাই। করনার যেন থানিক থানিক তথনকার বিশ্বতি জাগিয়া উঠে। আজিকার এই ক্ষুদ্র প্রাণের উপরে সেই জাগ্রত বিশ্বতিগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে। পতিব্রতা সীতা দেবীর মান-মুখ স্বামীর কঠোর আজ্ঞার মধ্য দিয়া যেন বাহির হইতেছে। শকুস্তলার বন-ফুলের মালার গরে স্কুত্রপাণ ভরিয়া গিয়াছে।

নীরবে সেই প্রাচীন কুটারের ছায়ায় এতদিন সেই প্রাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল, জীবনসংগ্রামের মহা আড়ম্বরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি স্থের স্বপ্ন দেখিতেছিল।
এখনও সে সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এখনও ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহার
সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আকাশকু স্থম-কল্পনা শুকাইয়া আসিয়াছে। এত দিন কি এক
মহা স্বপ্নে ভোর হইয়া সে জলের আশায় মরুভূমে ঘ্রিতে ছিল। এখন সে সব চলিয়া
গিয়াছে। এখন সে সংসারের ছলনাময়ী মায়া যেন কতকটা বুঝিয়াছে।

জীবনের মহা নাটকের একটা ক্ষুদ্র গর্ভাশ্বও শেষ হইল না। সমস্তটাই বাকি। একটুখানি মাত্র অভিনয় হইয়াছে। যবনিকা এখন পড়িবার সময় নয়—জনেক দেরি। কিন্তু ঐ কাহারা তাড়াতাড়ি করিতেছে, এইখানেই যবনিকা ফেলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যন্ততা প্রকাশ করিতেছে। একটুকু অপেকা কর, একটুকু—একটুকু। আর না। স্জোরে ব্বনিকা পড়িরা গেল, তাড়াতাড়িতে সমস্তটা পড়িল না, থানিক দুর আদিয়া আট্কাইয়া গেল।

ত্রীবলেক্সনাথ ঠাকুর।

# হেঁয়ালিনাট্য।\*

তিনকজি, নেপাল, ভোলা এবং নীলমণি হাসিয়া কুটিকুটি।

#### ধীরাজ বাবুর প্রবেশ।

ধীরাজ। এত হাস্চ কেন ? কেপ্লে নাকি!

তিনকড়ি। (দুরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) দেখ্চেন না রসিকরাজ বাবু আস্চেন।

· ধীরাজ। তা ত দেথ্চি এক্টি বাবু আস্চেন, কিন্তু তাতে হাস্বার কি কারণ হয়েচে ?

নেপাল। উনি ভারি মজার লোক!

ভোলা। ভা-আ-রি মজার লোক।

নীল। ব-ড্ড মজার লোক!

তিন। তবে ওঁর একটা গল্প বলি—গুরুন। সে দিন আমরা এই কটিতে মিলে হাস্তে হাস্তে রসিক বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আস্চি, চোরবাগানের মোড়ের কাছে— হা হাহা।

नौन। हाहाहाहा

(जाना। शैशैशी।

जिनकि । व्राविक्त, कांत्रवांशास्त्र—हा हा।

নেপাল। রোসো ভাই, আমি কাপড় সাম্লে নিই। হাস্তে হাস্তে বিল্কুৰ্ আক্লা হয়ে এসেচে।

তিনকড়ি। বুঝেচেন ধীরাজ বাবু, আমাদের এই চোরবাগানের মোড়ের কাছে — সে কি আর বলব ! সে ভারি মজা।

ধীরাজ। আছো, পরে বোলো। আমি এখন আসি।

ভোলা। নানাওনে যান্না। সে ভারি মজা! বলনাভাই, গলটো শেষ কর না। তিনকড়ি। বুঝেচেন ধীরাজ বাবু—

ধীরাজ। নাবল্লে কি করে বুঝব বাপু ?

গত মাদের হেঁয়ালি নাট্যের কোন উত্তর নাই।

তিন। -বলি ওছন। মোড়ের কাছে এক বেটা গরুর পাড়ির গাড়োয়ান-হা হা হা-(ভোলার প্রতি) কি হে কি নিয়ে যাচ্ছিল ?

ভোলা। পাথুরে কয়লা।

তিনকজি। হাঁ-পাথুরে কয়লাই বটে। রসিক বাবু তাকে দেখে --হা হা হা । (जकत्व मिलिया हामा)।

তিনকড়ি। রসিক বাবু তাকে দেখে—(নেপালের প্রতি) কি ছে কি বল্লেন ?

নেপাল। হাহা। সে ভারি মঞ্জার কথা (ভোলার প্রতি) কিন্তু কি কথাটা বল (मिथि।

ভোলা। মনে পড়চে না কিন্তু সে ভারি মজা! বুকেচেন ধীরাজ বাবু –সে ভারি মজা!

নীল। একটু একটু মনে পড়চে এই পাণুরে কয়লা নিয়ে কি একটা বলেছিলেন। त्निशान। आहा कि वन दृश् शाथूद्र क्यना नित्य आवात्र कि वन्द्वन! ताथ করি আমাদের দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছিলেন, তিনি তা ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা কন না।

ভোলা। কিন্তু আমার মনে হচ্চে তিনি গুরু ছটোর সঙ্গে আর কার সঙ্গে জুলনা দিয়ে কি একটা বলেছিলেন।

তিন। তাও হতে পারে। যাই হোক্সে ভারি মঙ্গা! (সকলে মিলিরা হাক্স)।

#### রসিক বাবুর প্রবেশ।

রদিক। কিছে এখেনে যে এত হস ধাতুর আমদানী।

नौल। इम शाजूरे वर्षे, हा हा हा !

তিন। (ধীরাজ বাবুর প্রতি) একবার কথাটা গুরুন! হস ধাতু--হা হা হা।

ভোলা। ধীরাজ বাবু ওন্চেন। কেখন চনৎকার বলেন। হদধাতু--আবার वामनानी १

नील। शीतांक वांतू-- .

ধী। আমে বুঝেছি।

त्निभाग। धीतां वात्-

ধী। তোমরা আর অধিক কষ্ট পেরোনা। আমি এক রকম বুঝেছি। রসিক। ভেগ্নীদের কোন নতুন খবর পেয়েছ।

নী, নে, ভো, এবং তি। হী হী হো হো হাহা।

ধী। ভেগ্নীকি।

তি। আর সকলে ভগী বলে কিন্তু রসিক বাবু বলেন ভেগ্নি! হাহাহা!

थी। रकन, উनि कि वांत्रना कारनन ना ?

তি। আপনি এর মজাটা বৃষ্চেন না ! ভগীত সবাই বলে কিন্তু ভেগী ! হাহাহা !

ता, धीतांक वात्- ७न्टिन्! (७ शी! वमन कथा आंत्र कांधां ७ ७ त्तरहन!

ভো। ধীরাক্স বাব্—কথাটা বেঁকিরে বলে কি মজাই হয়েছে! ভগী ত যে ইচ্ছে সেই বল্তে পারে কিন্তু রসিক বাবু ছাড়া ভেগী শব্দ কারু মাথায় যোগায়! বলত ভাই তিনকড়ি, ভেগী কথা কথনও তোমার মাথায় যোগাত!

তি। না ভাই। বরাবর ভগীই বলে আসচি এবং লিখে আস্চি!

রুসিক। বুঝেছ ভোলা আজ এক কাণ্ড হয়ে গেছে। ভেগ্নী সভার সভিয় এবং সভাপেছী—

# তি, ভো, নে এবং নী। হো হো হী হী হোঃ হোঃ হাঃ । দামোদর এবং চিস্তামণির প্রবেশ।

मा ও हि। (माश्रद्ध) कि कि कि हन, कि कथां हा हन !

তিন। রসিক বাবু বল্ছিলেন, ''ভেগী সভার সভিয় এবং সভাপেত্নী'' হাহা হো হো।

দা। এ ভারি মজা! এটা আপনাকে লিখ্তে হচ্চে! আমাদের কাগজে লিখুন্। বারা হুটো করে প্রসা দের ভারা ভারি হাস্বে।

চি। রসিক বাবু এটা লিখে ফেলুন। ভগীরা ভারি জন্দ হবে।

তিন। ধীরাজ বাবু বুঝেচেন ?

ভোলা। পেত্নী কেন বলেন ব্ৰেচেন। থেমন ভেগী তেমনি পেত্নী। হা হা হা। নেপাল। ওর মঙ্গাটা বোঝেন নি ধীরাজ বাবু। আসল কথাটা হচ্চে পত্নী কিন্তু রসিক বাবু—

ধীরাজ। দোহাই তোমাদের আমাকে আর বেশি বুঝিও না! যতটা আবশ্যক ভার চেয়ে অধিক বুঝেছি।

ভো। কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে রসিক বাবু বল্চেন সেইটে বুঝ্তে পারেন নি বলে ধীরাজ বাবু হাস্চেন না।

ধী। সেইটে বুঝ্তৈ পেরেচি বলেই হাস্চিনে বাপু। কেন না আমি ও ভদ্রলোক, আমারও ভগ্নী স্ত্রী কলা আছে।

রসিক। (দামোদরের প্রতি) তোমরা বল্চ যথন তথন লিথ্ব। কিন্তু এ সব চণ্ডমুণ্ড্র বধের পালা, একেবারে সারে গামা পাধানি, তেরেকেটে মেরেকেটে ছাড়া আর কথানেই, ঠিক ঘাস ডিঙ্গিরে ঘোড়া খাওয়া আর কি! বুঝেছ!

नकल এकवात्का। व्यक्ति वहे कि! (हाहा हाहा)

তিন। বুঝেচেন ধীরাজ বাবু ?

थी। ना वाव किছू वृक्षि नि।

নে। ধীরাজ বাবু বুঝেচেন ত ?

थी। ना वाश्र, कि कथा खला वतन वृत्नूम ना।

তিন। কথা নেই বৃষ্লেন, ওর মজাটাত ব্ৰেচেন ? কথাত আমরাও বৃঝি নি।
দামোদর ও চিস্তা। বুঝেচেন রসিক বাবু, ও কথাগুলোও দিখ্তে হবে। ওতে
লোকে আরো বেশি হাসবে।

রসিকবাব্। (ধীরাজ বাব্র প্রতি) আপনার মুখে হাসি নেই যে! হাস্লে কোন হানি আছে কি ?

ধী। তা রাগ করিবেন না, আমি হাস্বার চেষ্টা করচি।

চি। আপনি বুঝি ভাতাদের কেউ হবেন ?

রসিক। ভাতাও হতে পারেন, ভর্তাও হতে পারেন।

मा, ि, जि, तन, त्जा, नी। (हाटक जीनि मिशा) वाहवा वाहवा,

#### कि मका ! हाहा हाहा हिहि।

मा। এটাও विश्रवन। ভाति मका श्रव। (धौतां क्रित श्रव्यानामा)

নী। (ধীরাজকে ধরিয়া)। মশায় যান কোথায় १

ধী। বুকে টার্পিন তেল মালিষ করতে যাই, রসিক বাবু বড্ড বলেচেন! (প্রস্থান।)

চি। ভারি জব্দ। লোক সমাজে ও আর মুখ দেখাতে পারবে না। খুব পাঁচ কথা ভনিয়ে দিয়েচেন !

विषय । शांष्ठ कथा आव त्यानानुम कहे। आफ़ांहे थानाव त्वाय कथाहे कहेनि ! ·

(লোক সমাগম। অত্যস্ত ভিড়। রসিক বাবুকে ঘিরিয়া

#### সকলের অবিপ্রাম হাস্য।)

দামোদর ও চিস্তামণি। ওকথাটাও লিথ্তে হবে! ওটা টুকে রাখুন, ব্ঝেচেন রসিক বাবু।

## मः किन्छ मगारलाइना।

সাবিত্রী। সাবিত্রী লাইবেরীর বাৎসরিক অধিবেশনের কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। লাইবেরী সংস্থাপন নিশ্চয়ই একটি হিতামুষ্ঠান এবং বৎসরের মধ্যে একদিন সেধানে লেখা পড়া ধাঁহারা জানেন এবং সমাজের বিষয় ভাবেন, এমন কভিপয় দেশীয় লোক একত্রিত করাতে অনেক উপকার হইবারই সন্তাবনা। কিন্তু যে পদ্ধতিটি ছয় বৎসব মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে একটি কীর্ন্তি বলিতে সহসা সাহস হয় না। কিন্তু আশা করা যাইতে পারে যে কালে তাহা একটি কীর্ন্তিতে পরিণত হইবে। দত্ত পরিবার স্থাশিক্ষিত, স্কুল্যাত। তাঁহাদিগের এই নৃতন শুভ অনুষ্ঠানটি স্থায়ী হইলে সাহিত্যের অনেক সাহায্য হইতে পারে।

"দাবিত্রী" নাম দিয়া কতিপর প্রবন্ধ যাহা সাবিত্রী লাইবেরীর বাৎসরিক অধি-বেশনের সময় পঠিত হইয়াছে, তাহা পোবিন্দ বাবু একত্র করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে গুলি পাঠ্য এবং মধ্যে মধ্যে তাহাতে গঞ্চীর চিস্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ বাবুর স্থচাক সম্পাদন কার্য্য সাহিত্য সমাজের ধন্যবাদোপযোগী। সাবি-ত্রীর লেখকগণ সকলেই স্থপরিচিত। আমরা প্রবন্ধগুলি পড়িয়া অনেক কথা ভাবি-য়াছি, অনেক নৃতন চিস্তা অনুসরণ করিয়া নৃতন ভাব দেখিতে পাইয়াছি এবং সেই জন্য দীর্ঘ সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশরের—বিষয় "বাঙ্গলা সাহিত্য"। হঃশের কথা যে তাহাতে নৃতন বড় কিছুই পাইলাম না। ছই চারি কথায় সাহিত্যের ইতিহাস দেওয়া কঠিন কিন্তু সাহিত্যের উন্নতির কিংবা অবনতির মূল কারণগুলি এবং ইতিহাস বোধ হর অনেকেই দিতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডিত। তাঁহার নিকট আমরা একটু অধিক আশা করি। ১৮০০ সালের প্রথমেই ভারতবর্ষে কোথা কি হইতেছিল, তাহার সবিস্তার উল্লেখের কোন প্রয়োজন দেখিলাম না। তাঁহার কাছে যে ছই একটি নৃতন কথা জানিলাম, তাহার সত্যাসত্য নির্ণর করিবার কোন উপায় নাই।

"সে সময়ের (অর্থাৎ ১৮০০ সালের) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশের জন্য বিশেষ চিস্তিত ছিলেন"। প্রমাণ জন কতক পণ্ডিতের নাম, কিন্তু তাহা কি যথেষ্ট ? আমাদের দেশে একটা বিশাস আছে যে কোনরূপ রচনা ক্রনা না করিতে পারিলে চলে না। ইতিহাস যদি স্বপ্ন-মূলক হয়, কবিতার দশা কি হইবে ? আমার মনে হয় যে উপরের কথাটি কল্পনা-মূলক । পরে আবার শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হাস্যজনক। "ঠাহারা (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা) ধর্ম বলে বলীয়ান্ ছিলেন—তাঁহাদিগের সাহস ও অকুতোভিছিল"। গৌরবের কথা কিন্তু সাহসের যে ক্রম্ম কারণটি দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত

ভেতো तकम। "ठाँशांनिरात महिक मर्त्वना ७०। १० अम झांब शांकिछ।" धर्म दम नरह, মনের বল নহে, সামাজিক বল নহে, স্ক্রু কারণটি শারীরিক বল—৩০।৭০ ছাত্রের শারীরিক বল। ত্রই এক ছত্র পরেই **আবার দেখিতে পাই বে "দাহিত্যের উন্নতি** তাহাদিগের ব্যবসায় ছিল না।" দে যাহা হউক এ কয়েকটি কথার অর্থ কি ? "ওাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্য ব্যবসামী ছিলেন না"। আজ কালকার সাহিত্য দেখিলে মনে হর বটে যে তাহার সহিত বিদ্যার কোনই সম্পর্ক নাই কিন্তু ভাই বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে কণাগুলির স্বার্থকতা দেখিতে ইচ্ছা করে। বীমস্ সাহেব কি একজন এতই বড় লোক বে বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার মতের উদ্লেখ আবশ্যক ? বড়ই লজ্জার কথা। আর এক কথা-বাঙ্গলা লেথকদিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেক্সনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচক্র মজুমদার, রাজনারায়ণ বস্তু, রামদাদ সেন, প্রভৃতির নাম করেন নাই কেন ? তাঁহারা কবিতা কিম্বা উপন্যাস লেখেন না বলিয়া কি ? ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে শান্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় একটা বিশাস আছে যে, বিদ্যা এবং সাহিত্য থানিকটা विवामी।

দিতীয় প্রস্তাব, "আমাদের অভাব" লেখক ঐপূর্বচন্দ্র বস্থা, অনেক কথা আছে, কিন্তু নৃত্ৰ কিছুই নাই, কিংবা পুরাতন কথা নৃত্ন ভাবেও নাই।

পরের ছইটি প্রবন্ধ প্রীযুক্ত চক্রনাথ বস্ত্র মহাশবের। "হিন্দু পত্নী" এবং "হিন্দু বিবা-হের বয়স ও উদ্দেশ্য" পড়িয়া কলনার বৈচিত্রা, কবিত্ব শক্তি, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং তর্ক করিবার অভূত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছঃথের বিষয় এত বল, এত প্রতিভা অসত্য প্রচারে নষ্ট হইয়াছে। স্বীকার করি যে "হিন্দু পত্নীর" সামাজিক অবস্থা অতি উন্নত ছিল, কিন্তু তাই বালয়া চক্রনাথ বস্থ মহাশ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবই সত্য স্বীকার করি না—এমন কি তাহার অধিকাংশ অস্তা বলিতে বাধ্য হইতে হয়। হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অতি স্থন্দর, অতি উচ্চ দরের—ইহা বলিতে অনেক বাজে কথা আছে। যে কয়েকটি শ্লোক মহু হইতে উদ্ভু, তাহার উপর অত কথা দাজাইয়া বলা তাঁহার ভাল দেখায় না। যিনি মুকু পড়িয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া সেই শ্লোকগুলিকে বাছিয়া লইয়া সত্য রক্ষা করিয়া হিন্দু রমণীকে অতদুর উচ্চ পদবী দিতে পারেন। আবার যিনি সংস্কৃত ছাড়া অন্য দেশের ভাষা এবং অন্য জাতীয় ইভিহাস জানেন, তিনি কেমন করিয়াই হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি দেখিয়া পৃথিবীতে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নৃতন রকমের এবং অদ্বিতীয় বলিতে পারেন। জানিয়া গুনিয়া বলিলে সত্যের অবহেলা করা হয়—সত্যের অবমাননা করা হয়। হিন্দু পদ্ধতিকে উন্নত করিতে গিয়া নিজকে অবনত করিতে হয়। চক্রনাথ বস্ত্র মহাশয় লাটানদিগের নিয়মাদি জানেন কি না-জানি नी, किन्न विवाह मद्यस्क हिन्नुनिर्शत महिन्न जोहानिर्शत कानहे अल्ब नाहे विनात অত্যুক্তি করা হয় না।

দান ও গ্রহণ পদ্ধতি রোমে একই রকম ছিল। হিন্দু বিবাহে যেমন হোম একটি প্রধান ক্রিয়া, রোমেও সেইরূপ।

(ডाইब्ब्रिड व्यव काष्ट्रिनियान विधि ७७ : > ८१४)

কাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, সে বিষয় হিন্দু এবং রোমান নিয়ম প্রায়ই এক। সম্প্রদান একবার মাত্র।

> সক্কদংশোনি পত্ততি সক্কৎ কন্যা প্রদীয়তে। সক্কদাহ দদানীতি ' ত্রীণ্যেতানিস্বতাং সক্কৎ

> > (মহু, ৯অ-৪৭)

অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার, সামুদিগের এই তিন কার্য্য একবার।

বোমান আইন (বিধি ১৩ঃ ১, অধ্যায় ৩)

"যদি কেহ কন্যা একবার সম্প্রদান করিয়া অন্যকে বিবাহ দেন, তাহাকে বিধিমত : শাস্তি দেওয়া যাইবে।"

"কন্ধুকুর্তা কন্যাটিকে বরকে দান করেন" দিল্ এবং রোমান নিয়ম। "সে দানের গুণে কন্যা বিরের ভার্যা হন না, বরের সম্পত্তি হন মাত্র।" এ কথা রোমানদিগের পক্ষেও সম্পূর্ণ সত্য—এমন কি ইংরাজী আইনের দেই এক কথা। চন্দ্রনাথ বাবুর তাহা জানা উচিত ছিল।

"ৰান্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বেব কারণ"। রোমেও তাহাই। (স্বাইনঃ ২ঃ ১৩২)

মন্থতে পুরুষ অর্থে —জায়া, আজা, অপত্য। রোমে (Pater) (পেটর অর্ধাৎ পিতৃ)
যাহা সংস্কৃত শাস্ত্রে পুরুষ তাহা অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, অপত্য। সংক্ষেপে রোমে ''পিতা''
এবং আর্য্যাবর্ত্তে ''পুরুষ'' উভয়েরই অর্থ এক — অর্থাৎ পরিবার।

যদি সব বিষয়েই হিন্দু এবং রোমান বিবাহ পদ্ধতি এক হইল, তাহা হইলে চন্দ্রনাথ বাবুর হিন্দুদিগের অদিতীয়ত টুকু যুচিয়া গেল, তাহাদিগের পদ্ধতির মাহাত্ম্যের অংশী ছুটিয়া গেল, অনেক বক্তৃতা ব্যুপ হইল।

স্থানাভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা স্থানীর্ঘ সমালোচনা করিতে পারিতেছি না, গুদ্ধ এ : জিজ্ঞাসা করি যে লেখক

১ম। কোন সময়ের হিন্দিগের সামাজিক অবস্থার কথা বলিতেছেন ?

২য়। হিন্দু অর্থে ব্রাহ্মণ কি ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কোন সম্প্রদায় বিশেষের কুণা ?

- ৩য়। এই হিন্দুরা,ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে. কতদিন কি ভাবে ছিলেন ?
- ৪র্থ। তাঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র এবং সামাজিক নিয়ম বিষয়ে কেমন করিয়া জানা যায় ?
- ৫ম। হিন্দু অর্থণি হিন্দু পতি বহু বিবাহ কারতে পারগ কি না ?
- ७। । मू श्री वार मृज विाय-कातक मिरा त हरक वा कि ना ?
- ৭ম। হিল্ল জ্রীর যতদূর শপথ করিতে ২য় হিলুপতীর তাহা হয় কি না ?
- ৮ম। হিন্দুধর্ম নিজের জন্য না দমাজের জন্য। যদি নিজের জন্য হয়, তাহা হইলে বিবাহ পদ্ধতি দারা কেমন করিয়া প্রোপকারের কথা স্প্রমাণ হয় ?

৯ম। হিন্দ স্ত্রী পরিত্যজা কি না পূর্ব বুঝি এবং যতদ্র জানি, তাহাতে প্রথম চারিটি প্রের সন্তোষজনক উত্তর অসভন—অর্থাৎ যে হিন্দু সমাজের কথা আজ কাল এত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার এব সাময়িক অন্তিত্ব বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। নিজের পাঁচটি প্রশের সত্য উত্তর চক্রবাব্র হিন্দু ধর্ম ব্যাখ্যার বিপরীত।

"অকালকুমাণ্ড" ও "হাতে কলমে" রবীক্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখা। প্রথমটি সাহিত্যে সত্য ভাব ও সত্য কথার অভালেক উপর লিখিত। দ্বিতীয়টি "জাতীয়েত্বর" মিথ্যা কত্টুকু, তাহার উপর ৩.ে সমালোচনা। লেখা অতি স্কুলর ও হৃদয়গ্রাহী, তাহা বলা আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহাতে এল অধিক উপস্থিত সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা আছে যে, তাহার স্থায়ী ভাব কম দাভ না গিয়ছে। যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ কালে উপস্থিত, তাহা ভিন্ন অন্য অনেক লোকে রক্ষ্মি বাবুর লেখা পড়িতে ইচ্ছুক, সেই জন্যই তাহাকে স্থায়ী ধরণে লিখিবার জন্য অলুবোধ করিতে ইচ্ছা হয়।

"সোনার কাটি—রপাব কাটি" এবং " দানায় সোহাগা শ্রীযুক্ত বিজ্ঞক্তনাথ ঠাকুর মহাশরের লেখা। বিলাত ফেরতকে অন্যায় খানিকটা গালি দিয়াছেন। তবে মনে থাকা উচিত যে, কিছু দিন পূর্কে বিলাত ফেরত দশীয় লোক খানিকটা বিলাতী ছিলেন। এখন ইলবার্ট বিলের কথা অনেকেই ও বার দেশীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে যাহা হউক শ্রম্কের লেখকের মথে গালি শোল পায় না।

"হিন্দু বিধবার আব। , বিবাহ হওয়। ভি.িক কি না ?" এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষর-চল্ল সরকার মহাশ্রের।

পণ্ডিতবর আচার্য্য ব্রাক্ষন শ্রীযুত্ত ক্ষরচন্দ্র বিদ্যাদাগর নহাশরের উত্তর হিন্দু বিধবীর বিবাহ হওয়া উচিত, অতএব হিন্দু দমাজে অসবর্ণদিগেব কথা বলিতেছি না, তাঁহার কথা অনেক লোকে শ্রদার সহিত গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সরকার মহাশয়ের কথার মূল্য তাহার পার্শে বড়ই কম।

শেষ চারিটি প্রবন্ধের লেথক শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে এবং এক জন মহিলা। শেষ তিনটি বেশ হইয়াছে।

সাবিত্রী অনেকেই পাঠ করিয়া ভৃপ্তি লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ

নাই। আজ কাল সামাজিক চিস্তা বাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের পুত্তকথানি পড়া নিতান্ত আবিশ্যক।

প্রীত্মাণ্ডতোষ চৌধুরী।

বিষাদ সিন্ধু। মহরম পর্বে। মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।—প্রায় এক হাজার বৎসর হইতে চলিল, মুসলমানগণ আসিয়া বঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তৃঃথের বিষয় এত দীর্ঘকালেও বঙ্গবাদী হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম ইতিহাস কাহিনী সমাক অবগত নহেন; যা জানেন ও। ভাসা ভাসা উপরি উপরি মাত্র। যদি মুসলমানগণ বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী হইয়া তাঁহাদের ইতিহাসাদি খাঁট বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল উক্ত অভাব দূর করিতে পারেন, এমন নহে—এই স্থত্রে উভয় জাতির মধ্যে ক্রমে একটা স্থাতা স্থাপন হইতে পারে। তাই বিষাদ সিন্ধু পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গলা বেমন পরিক্ষার, ঘটনাগুলি যেমন পরিক্ষান্ট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি স্থল্পরক্ষেপ চিত্রিত হইয়াছে। ইতি পূর্বের একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়—ক্ষা।

লেখক বিষাদ সিন্ধুর দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন। আমরা আ!গ্রহ-সহকারে তাহার আপেক্ষায় রহিলাম। আশা করি এইরূপে তিনি তাঁহাদের ধর্ম ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা কাহিনী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়া সেমন্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবেন।

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী। দিতীয় ভাগ। অর্থাং দাম্পত্য প্রণয়, গৌরাল এবং ক্বন্ধ বিষয়ক গ্রামা গীতি, কীর্ত্তন, রহস্য ও বিবিধ বিষয়ক গান সংগ্রহ। শ্রীনবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্ব সংগৃহীত।

এই পুস্তক থানিতে পুরাতন ও আধুনিক কিছু কম সাত শ গান আছে। গানগুলি সবই প্রায় বাছা বাছা। এইরূপ নানা ভাবের উৎকৃষ্ট বিক্ষিপ্ত সঙ্গীত একত্র প্রকাশ করিয়া সংগ্রহকার যে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

বইখানি সম্বন্ধে একটি কেবল আমাদের কথা আছে। সংগ্রহকার ইরাতে একটু অফুসন্ধানের অভাব দেখাইয়াছেন। আমাদের জানা অনেকগুলি গান—এমন কি যাহা ইতিপূর্বেই রচয়িতার নাম পর্যান্ত বক্ষে ধরিয়া পুন্তকাকারে বাহির হইয়া গিয়াছে— তাহাও অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ অবস্থায়—এবং অজ্ঞাত লেখক নাম পাইয়া সঙ্গীত মুক্তাবলীতে সিমিবেশিত হইয়াছে। সংগ্রহকার সেই গানগুলি লোকের মুখে আধা খ্যাচড়া শুনিয়া পুন্তকে সমিবেশ করিবার পরিবর্ত্তে যদি পুন্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এরূপ বিক্তত দশা হইত না। দৃষ্টান্তব্রের গ্রহ একটা আমরা তুলিয়া দিই।

#### সঙ্গীত মুক্তাবলীতে<del> —</del>

বলি গো সজনী যেও না যেও না তার কাছে।
সথি বেও না যেও না।
স্থাথে সে রয়েছে স্থাথ সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোল না।
সে যদি আমায় ভাল না বাদে,
পায়ে ধরিলেও বাদিবে না।

সংগ্রহকার বলিয়াছেন ইহার লেখক অজ্ঞাত। অথচ আসল গানটি রবিচ্ছায়াতে ছাপা হইয়া গিয়াছে, গানটি এই।—

#### খট-একতালা।

বলি গো সজনি যেওনা যেও না,
তার কাছে আর যেও না যেও না—
স্থাথে সে রয়েছে, স্থাথ সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলোনা বোলোনা।
আমারে যথন ভাল দে না বাসে—
পারে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি
মোর তরে তারে দিও না বেদনা।

#### দঙ্গীত মুক্তাবলীতে—

এ স্থ বসন্তে দই কেনেলো এমন আপনহারা বিবশা আহা মরি,
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোলে পড়ি।
হাসে চক্র ঘুমস্ত জোছনা, হাসি ঢালে
মল্লিকা স্থরভি রাশি রে। বোলে পাপিয়া
পিউ পিউ রবে, কুজে কোয়েলা কুছ কুছ রবে কুজে কুজে।
আয় কুজে ফুটস্ত মল্লিকা তুলি গাঁথি,
ছজনে মিলিয়ে গানে গানে পোহাইব স্থা রজনীরে।
আশ্রমতীতে আছে—

এ স্থথ বসস্তে সই, কেনেলো এমন আপন হারা, বিবশা আহা মরি,
কুস্তল আলু থালু এলায়ে কপোল পরি।
হাসে চক্ত ঘুমস্ত জোছনা হাসি, ঢালে মল্লিকা
স্থরভি রাশিরে, বোলে পাপিয়া পিউ পিউ,

কুজে কোমেলিয়া কুছ কুছ রবে, কুঞ্জে কুঞ্চে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি
ও মুখ শশীরে, যদি গাহে পাখী, তবে কেন স্থি নীর্বে রহিবি হার !
আর কুঞ্জে ফুটস্ক মাল্ডী তুলি,

আর কুঞ্জে ফুটস্ত মালতী তুলি, গাঁথি মালিকা ছজনে মিলিয়ে গানে গানে পোহাইব সজনি রজনীরে।

#### সঙ্গীত মুক্তাবলীতে---

চক্র শ্ন্য তারা শ্ন্য মেঘার নিশীথ চেরে
দ্রভেদ্য অন্ধকারে হৃদর রয়েছে ছেরে।
ভয়ানক স্থাভীর, বিষাদের এ তিমির
আশারো বিজলি রেখা উজলে না এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে, পৃজিহু জন্ম ধরে,
মর্মজেদী যাতনার অশ্রুজল দিরে।

🍇 গানটি বসস্ত উৎসবে আছে। ইহার শেষের ছ-লাইন সঙ্গীত মুক্তাবলী একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে, তাহা এই—

> দিয়াছি হৃদয় প্রাণ, সকলি ত বলিদান, একটু মমতা তবু পাইমু না ফিরিয়ে।

পুস্তক থানিতে কোন কোন দীর্ঘ গানের অন্তিত্ব আবার মোট ছলাইনেই লয় পাই-রাছে; সে সব এথানে উঠাইয়া আর আমরা সমালোচনা অধিক দীর্ঘ করিতে চাহি না। পুস্তক থানির দিতীয় সংস্করণের সময় সংগ্রহকার যদি এই সমালোচনার প্রতি দৃশি রাথেন, তাহা হইলে ইহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

### পঞ্জাব ভ্রমণ।

৬

#### মূলতান পথে।

ম্লতান লাহোর হইতে পশ্চিম দক্ষিণে একশ ক্রোশ। ২৬ মাইল পথ রেলে চলিলে রায়্য়িও ্টেশন। ইহার ১৬ মাইল দক্ষিণে কস্বর নগর। লোক প্রাদি — কস্বর রামের পুত্র কুশ কর্ভৃক সংস্থাপিত। লাহোর সম্বন্ধে প্রবাদ — লাহোর লও বা লব কর্ভৃক সংস্থাপিত। কস্বরে প্রাচীন দালানাদির ভ্যাবশেষের অন্ত নাই। এককালে বোধ হয় এখানে বহু লোকের বসতি ছিল। বারটা ছুর্গের ভ্যাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কস্বরের চতু দিকেই যেমন মসজিদ, সমাধি মন্দির ও আর আর প্রকাও প্রকাও বাজীর ভ্যাবশেষ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় — প্রাচীন কস্বরের বেইন ৪া৫ মাইলের কম ছিল না। টাকী হইতে চীনাপটীর পথে হোরেন্সঙ্গ এক মহানগরীতে এক মাস কাল অবস্থান কর্রোছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। জেনেরাল কনিংহম্ কস্বকেই সেই মহানগরী মনে করেন। গঞ্চদশ শতাকী হইতে এখানে অনেক পাঠান বাস করিতেছে। তাহার পূর্কের রাজপুত্রেরা এখানে বাস করিত। ১৮০৭ খৃষ্টাক্ষে শিথেরা পাঠানিদিগকে পরাজিত করিয়া কস্বর অধিকার করে। কস্বরের পাঠান আরে শিথদিগের মধ্যে বহু বর্ষ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ লইয়া অনেক গ্রামা-কবিতা ও গান আছে।

কস্বের ১৪ মাইল দক্ষিণে ফিরোজপুর। এখানে কতকগুলি ইংরেজ দৈন্য থাকে। পঞ্জাবে নাকি ইংরেজের এত বড় অস্ত্রাগাঁর (arsenal) আর নাই। ফিরোজপুর বিশেষ প্রাচীন নগর নয়। চতুর্দশ শতাকীর মধ্য ভাগে ফিরোজ সা টোগ্শক্ ইহা হাপন করেন। মুসলমানদের সময়ে ফিরোজপুর মস্ত বড় সহর ছিল। এখানকার প্রাচীন ছর্গে ইংরেজেরা তাঁহাদের কমিশ্যারিয়েট্ বিভাগ সংস্থাপন করিয়াছেন। আইন আক্বরিতে লেখা আছে শতক্র ফিরোজপুরের পূর্ব্ব দিক দিয়া বহিয়া যাইত। এখন শতক্র ফিরোজপুরের পশ্চিমদিক দিয়া বহিয়া যাইতেছে। শতক্র-সমরে (Sutlej campaign — ক্যাম্পেনের একটা ভাল প্রাক্ষালা কথা পাইলাম না— আমার জ্ঞানে বাঙ্গলায় War, campaign, battle, action সকলই সমর বা যুদ্ধ) যে পব ইংরেজ মরেন, তাঁহাদিগের একটি স্মৃতি-গির্জা (Memorial church) এখানে আছে। বিজোধের সময় বিজোহীরা তাহাকে ভূমিয়াৎ করিয়াছিল। পরে পুননির্মিত হইয়াছে। ১৮৪৮ সালে লর্ড অক্ল্যাণ্ড ফিরোজপুরে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধাভিনয় করেন। মহারাজা রণজিৎ গিংহ আমন্ত্রিত হইয়া দে যুদ্ধাভিনয় দেখিয়াছিলেন।

প্রথম শিথ সমরের অুদ্ধক্ষেত্রগুলি সকলই ফিরোজপুরের নিকটে। ফিরোজপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বের মৃদ্কি। প্রথম শিখ সমরের মৃদ্কিই প্রথম যুদ্ধ। ১৮৪৫ সালে ১৮ই ডিসেম্বর এ যুদ্ধ হয়। গবর্ণর জেনেরেল সার্ হেনরি হার্ডিঞ্জ আর সেনাপতি সার্ হিয়ু গর্ফ সেনাপতিত্ব করেন। এ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৫০ জন সেনা নায়ক (officer) ও ৮।৯ শ हेमना निरुष्ठ रेय । গবর্ণর জেনেরেলের দেহ-রক্ষকগণ প্রায় সকলেই হত হইয়া-ছিল। ফিরোজপুরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বের ফিরোজ সার যুদ্ধ ক্ষেত্র। ২১ শে ও ২২ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ মুদ্কির যুদ্ধের হু দিন পর এথানে আবার ইংরেজ ও শিথে যুদ্ধ হয়। এখানে ইংরেজেরা ২০০০ দৈন্য হারান। শতাধিক দেনানায়ক হত ও আহত হয়। শিথদিগের নাকি ৮০০০ দৈনা নষ্ট হয়। তুলি সিংহের হস্তে—সত্য মিথ্যা জগদীশ্বর জানেন। গবর্ণর জেনেরেল নাকি যুদ্ধের পূর্বক্ষণে "জিত'ব না হয় মর'ব" সঞ্চল করিয়া আপন পুত্রের হাতে বুকের উপর হইতে ঘড়িও নক্ষত্র (Star) খুলিয়া দেন। প্রসি-<del>য়ার প্রিন্স</del> ওয়াল্ডিমার ও আরো জন কতক জর্মান এই যুদ্ধক্ষেতে উপস্থিত ছিলেন। ফিরোজপুরের ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে শতক্র তীরে প্রথম শিথ সমরের তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধ ক্ষেত্র। আমি সোত্রায়োনের যুদ্ধ ক্ষেত্রের উল্লেখ করিতেছি। ১০ই কেব্রুয়ারি (১৮৪৬ সাল) এথানে যুদ্ধ হয়—শিথেরা পরাজিত হয়। সোবায়োনের যুদ্ধ অতি ভয়ক্ষর যুদ্ধ। প্রত্যুবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়—দ্বিপ্রহরে শেষ হয়। শতক্র-বক্ষে যে নৌ-দেতু ছিল, ক্থিত আছে শিথ দর্দার তেজ দিংহ তাহা প্লায়নের আশা নষ্ট ক্রিবার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া কেলেন। শিথেরা এ যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেথাইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত নায়কাভাবে, ইংরেজ কামানের বলে অবশেষে তাহারা পরাজিত হয়। এমনি তাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিল যে, যথন কোন আশা রহিল না, তথনও কেহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল না, শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। একজন ইং-রেজ সেনানায়ক যিনি সে যুদ্ধে ছিলেন, বলিয়া গিয়াছেন যে ইংরেজ সৈন্য সোত্রা-ম্মোন ক্ষেত্রে ভয়ানক নৃশংসতা করিয়াছিল। ১৩১৪ হাজার শিথ বীর এই যুদ্ধে প্রাণ-জ্যাগ করে। ব্রিটিশ সৈন্য শতদ্র পার হইয়া লাহোর অধিকার করে।

রায়ুয়িও ছাড়াইলে চাঙ্গামাঞ্চা নামে একটা ষ্টেশন আছে। নামটা অছুত বলি-য়াই তাহার উল্লেখ করিলাম। তবে এথানে এ কথাটা বলা যাইতে পারে যে পঞ্জাবী ভাষায় 'চাঙ্গা' মানে ভাল, উৎকৃষ্ট। লাহোর হইতে মূলতান পথে ৮০ মাইল দুরে ওকারা স্টেশন। এথান হইতে যোল মাইল দক্ষিণে শতক্র-তীরে দীপালপুর। মোগলদিগের সময় দীপালপুর এই জেলার প্রধান নগর ছিল। পাঠানদিগের সময়ে দীপালপুর অতি স্থরক্ষিত (fortified) ছিল। লোক কথা এই যে শ্রীচাঁদ নামে कान वाकि मीभानभूत तहना करतन। तानी काकिनन '७ ताका हानीत त्थम-কাহিনী এখানে মিরাসী বা ভাটেরা গাইয়া বেড়ায়। তৈম্রের আক্রমণের সময়ে মূলতানের পরে দীপালপুরের সমান নগর আর এ প্রাদেশে-ছিল না। তথন নাকি দীপালপুরে ৮৪ টা বুরুজ, ৮৪টা মস্জিদ ও ৮৪টা পাতকুয়ো ছিল।৮৪টা পাতকুয়ো একটা সহরে থাকা যে কি আশ্চর্য্যের বিষয়—বুঝিতে পারিলাম না। এখন দীপালপুর একটি কুজ সহর। ফিরোজসা টোগ্লক্ দীপালপুরকে বড় ভাল বাসিতেন—অনেক সময় দীপালপুরে আসিয়া বাস করিতেন। তিনি দীপালপুরে একটি মস্জিদ ও জলপ্রগালী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাবর লাহোর অধিকার করিয়া দীপালপুর আক্রমণ করেন। তখন দীপালপুর স্থবিস্তৃত ও সমৃদ্দিশালী নগর ছিল। এখানে বাবা লালায়শ্ রায়ের মন্দির নামে একটি মন্দির আছে। ক্ষত্রিয়েরা লালা যশ রায়কে দেবতার মত সন্মান করে। জেনেরেল কনিংহমের মতে টোলেমির উল্লিখিত দৈদাল নগর আর দীপালপুর অভিয়। রাজা দেব পাল ইহার সংস্থাপনা করেন। যে সব প্রাচীন মৃদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, দীপালপুর ইন্ডোসিকীয়দিগের সময়েও স্থারিচিত ছিল।

দীপালপুরের ৩০।৪০ মাইল পূর্দের মূক্তানর (মূক্তিনর) নামে শিথদিগের একটা তীর্থ স্থান। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে শুক হরগোবিন্দ দিলীশ্বরের সেনার সঙ্গে এক যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। তাঁহার স্মরণার্থে এখানে জালুয়ারি মাসে শিথদিগের একটা মহা ধন্মোৎসব হয়। একটি সরোবর আছে, তাহাতে যাত্রীরা স্নান করিয়া মুক্ত হয়। এই সরোবর নির্মাণ রণজিং দিংহ আরম্ভ করেন; পাটীয়ালার মহারাজা কতক নির্মাণ করেন; ইংরেজ তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। সরোবর খণন না বলিয়া নির্মাণ বলিলাম বলিয়া যেন কেহ আমার উপর রাগ না করেন। পঞ্জাবে লোক সরোবর নির্মাণই করে বটে।

ওকারার ৮ মাইল আগে পাকপট্টন রোড প্রেশন'। পাকপট্টন নগর এখান হইতে ২৩ মাইল দ্রে। শতক্র এক সময়ে এই নগরের পাদদেশ চুম্বন করিয়া বহিত—এখন শতক্র ১০ মাইল দ্রে সরিয়া পড়িয়াছে। মধ্য আসিয়া হইতে ডেরাইস্মাইলখাঁ ও ডেরাগাজীখাঁ হইয়া যে ছই প্রধান বর্ম ভারতবর্ষে প্রেশে করিয়াছে, তাহারা আসিয়া পাকপট্টনে মিলিত হইয়াছে। এখানেই শতক্র পার হইবার প্রধান স্থান। মাম্দ ও তৈম্র এখানে শতক্র পার হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন্বাতৃতাও এখানেই পার হইয়াছিলেন। তৈম্র মূলতান অধিকার করিয়া পাকপট্টন অধিকার করেন। তৈম্র নৃশংস ও লুগুনপ্রিয় হইলেও পাকপত্তনকে ধ্বংস বা লুগুন করেন নাই। এখানে বাবা ফরিছ্দীন শক্রগঞ্জ নামে একজন অতি বিখ্যাত ফকীর ছিলেন—তাঁহারই স্কৃতির অপমান করিবেন না বলিয়া পাকপট্টনের প্রতি রূপা করেন। "শক্রগঞ্জ" কথাটা শুনিয়া পাঠক বোঁধ হয় কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ফকীর জী নাকি মাটীকে যখন ইছে। তথনই শক্রায় পরিণত করিতেন—তাই তাঁহার উপাধি শক্রগঞ্জ। আর এই

বাবা ফরীদ নাকি তাঁহার সময়ের ঠগদিগের মহাপ্রভু ছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের ঠগদিগের উপর ইঁহার প্রভুষ ছিল। ঠগদিগের ছারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা অন্তুত ঘটনা ঘটাইতেন। অনেক লোকে মনে করে তাঁহার ক্ষমতা দিল্লীখরেরও অধিক ছিল। দক্ষিণ পঞ্জাববাসীদিগকে তিনিই মুসলমান করেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনা যায়। বাবাজীর সম্মানার্থে প্রতিবংসর মহরমের সময়ে একটা মেলা হয়। বাবাজীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার একটি অনুচচ ও অপ্রশস্ত দার আছে, তাহার নাম স্বর্গ-দার। মহরমের সমুয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহার। এই দার দিয়া প্রবেশ করি:ত পারে, তাহাদের স্বর্গের টিকেট একেবারে কেনা হইয়া যায়। প্রবেশের সময় ভিড়ে অনেকের প্রাণ হানি হইতে গুনা গিয়াছে। তাহারা টিকেট পায় কি না, কেহ বলিতে পারে না। বাবাজীর চতুর্বিংশতিতম বংশধ্র এখন বাবাজীর মন্দিরে রাজত্ব করিতেছেন।

লাহোর ও মূলভানের মধ্য পথে ম•টগমেরি। এখানে সাহীয়াল নামে একটি কুজ প্রাম ছিল। সার রবার্ট মন্টগনেরির নামে ইহার নাম মন্টগমেরি হইরাছে। মন্টগ-মেরি এখন একটা জেলার প্রধান নগর; যদিও এখনো অতি কুদ্র নগর। মণ্টগমেরি হইতে মূলতানের দিকে যতই যাওয়া 'ষায়, ততই দেশটা । মরুভূমির মত। যে মহা মক্র পুর্বে যোধপুর ও বিকানীর হইতে পশ্চিমে সিন্ধু ও শতক্র পর্যান্ত বিন্তৃত, এই প্রদেশ তাহারই পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মণ্টগমেরি হইতে দশ মাইল দ্রে ইরাবতীর প্রাচীন তীরে (ইরাবতী এখন দূরে দরিয়া পড়িয়াছে) বভনীর উচ্চ ভগ্ন ছুর্গ। ইহা কাহার নির্মিত –কেহ জানে না। বহু শতাব্দী গত হইল ওয়ালী বভন্নী নামে একজন মুসলমান ইহার মেরামত ও অংশতঃ পুনর্নির্মাণ করেন—তাই নাম বভন্নী কেলা। ইংারই নিকটে একজন গাজীর গোরস্তান আছে। গাজী বলিতে ধর্মার্থে যে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেয়, তাহাকে বুঝায়। এই সমাধিস্থানকে নওগজা সমাধিস্থান কহে। মূলতানেও এরপ নওগজা সমাধিকেত আছে। নওগজা বলিবার মানে এই যে, লোকের বিখাস এই সব গাজীরা এক এক জন নয় গজ লম্বা ছিলেন।

হরপ্লা ষ্টেশন মণ্টগমেরি হইতে ১০ মাইল। হরপ্লা ষ্টেশনের নিকটে রাভীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন হরপ্লা নগরীর ভগাবশেষ। হরপ্লা অতি স্থবিস্তৃত নগরী ছিল। এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। জেনেরেল কনিংহয় অনুমান করেন চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েনসঙ্গ পোফাটোলো নামে যে নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, হরপ্পা সেই পোফা-টোলো। হরপ্লা তথন অসংখ্য লোকের বসতিস্থান ছিল। হরপ্লা কথন বা কিরূপে বিনষ্ট হয়, জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন সেকেনর শাহা মালীদিগের যে সব নগর আক্রমণ করেন, হরপ্লা তাহারই মধ্যে এক মালী নগর। তাঁহার সেনাপতি মালী নগরগুলি সমস্তই ধ্লিসাৎ করিয়াছিলেন। কেহ অমুমান করেন আরব সেনা-

পতি মহম্মদ কাশীম যথন অন্তম শতান্দীর প্রথম ভাগে দিকু দেশ ও পঞ্চনদ আক্রমণ করেন, তথন হরপ্লার বিনাশ হয়।

হরপা ছাড়াইলে ১১ মাইল আগে চিচাওয়াট্নি নামে একটা ষ্টেশন। এথান হইতে ঝঙ্গে যাইতে হয়—ঝঙ্গ এথান হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে ৫৬ মাইল দ্রে। •মাল থাঁ নামক এক জন দিয়াল বংশীয় রাজপুত কর্তৃক পঞ্চদশ শতান্দীতে ঝঙ্গ নগর সংস্থাপিত হয়। সিয়াল বংশীয় রাজপুতেরা মুদলমান ছিলেন—ইহাঁরা বহুকাল ঝঙ্গে রাজ্ত্ব করেন। রণজিৎ দিংছের হাতে ই হাদিগের রাজত্ব যায়। ঝঙ্গ জিলায় হীর ও রঞ্জা নামে ছই বীর বন্ধুর বীরম্ব ও সৌহার্দ্দের কাহিনী লইয়া অনেক গ্রাম্য-গীতি ও কবিতা আছে। ঝঙ্গ জেলা অনুর্বার-চাব বাদ বড় একটা নাই। বাদিন্দারাও জেলার কোন অংশের বাসিন্দা নয়, ইহারা অধিকাংশই পশুপাল—গো মেষ চরানই এদের জীবিকা বা ব্যবসায়। গোমেষ লইয়া আজ এখানে, কাল ওখানে করিয়া বেড়ায়। ইংরেজিতে প্যাস্টরেল নমাড্ জাতি বলিলেই এই ঝঙ্গের পশুপালদের চরিতা, আচার বাবহার সব বর্ণন হইত।

ঝঙ্গ নগর হইতে «২ মাইল দূরে চিনীয়ট নামে নগর। চিনীয়ট অতি প্রাচীন নগর। লোকপ্রবাদ এই মে চন্দন নামে এক গাজকুমারী ছিলেন। তাঁচার শীকা-রের বড় সথ ছিল-তিনি পুরুষের কাপড় পরিয়া শীকারে বাছির হইতেন। একদা তিনি শীকারাবেষণে যাইতে যাইতে চক্রভাগা-তীরে একটি অতি রমণীয় স্থানে উপ-স্থিত হন। সেখানে তিনি এই চন্দনট বা চিনীয়ট নগর নির্মাণ করেন। চিনীয়টের আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড় আছে। রাণী চল্দনের সময়ে নাকি পশ্চিম দিকের পাহাড়ের পদ চুম্বন করিয়। চক্রভাগা বহিয়া যাইত। এই পাহাড়ের উপরে শাহা জনালের বিখ্যাত মন্দির। চিনীয়ট হইতে ২০ মাইল দূরে কেরাণা পাহাড়। এখানে শাহাবরহামের সমাধি মন্দির, এবং নবাব সাত্লা খাঁ তাহীমের মসজিদ দেখিবার উপ-যুক্ত বটে। শাহাবরহামের সমাধি মন্দির বিভিন্ন রঙ্গের মার্কলে নির্মিত। নবাব গাত্লা খার মসজিদ অতি চমৎকার স্থনর। চিনীয়টের রাজমিস্ত্রীরা তাহাদের শিল্প নৈপুণোর জন্য বিখ্যাত। রণজিৎ সিংহ তাঁহার অমৃতসরের স্থবর্ণ মন্দির নির্মাণ করি-বার জন্যে এথান হইতে কারীগর লইয়া যান। শাজিহানও অনেক কারীগর এথান হইতে তাজ নির্মাণের জন্যে লইয়া যান।

চিচাওয়াটনির ১৪ মাইল উত্তরে কোট্ কমালীয়া নগর। এথানকার অধিকাংশ বাদিলা ধরাল ও কাঠীয়া জাতীয়। কাঠীয়ারা সেকেলর সাহের সমসাময়িক কাঠী-য়ানদের বংশীয় হইবে, কেহ কেহ মনে করেন। মালীদিগের বিরুদ্ধে সমর যাতা। ক্রিয়া সেকেন্দ্র শাহা সর্ব্ব প্রথমে কোট্ কমালীয়া আক্রমণ ও অধিকার করেন। এখানকার তুর্গ আক্রমণ করিবার সময়েই নাকি সেকেন্দর শাহা আহত হন ও আঘাতে ক্রোধান্ধ হইয়া কোট্ কমালীয়ার ছুর্গাশ্রিতদিগের একটি পর্যাপ্ত প্রাণে বধ করিয়া উদ্দীপ্ত প্রতিহিংদা চরিতার্থ করেন।

ঝঙ্গ ও গুজরানওয়ালা জেলার সন্মিলন স্থানে সঙ্গটাওয়ালাটিবা নামে একটা পাহাড়ী জায়গা আছে। সেথানে একটা প্রাচীন নগরীর ভগাবশেষ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন এখানেই ব্রাহ্মণদিগের 'সকল' বৌদ্ধদিগের 'সগল' ও গ্রীক ইতিহাস-লেখকগণের 'সঙ্গল' নগর ছিল। লোক কথা—রাজা কুশ এখানে এক দিন প্রেয়সী পত্নী প্রভাবতীকে লইয়া জীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় সাতটা রাজা বহু সৈন্য লইয়া প্রভাবতী হরণো-দেশ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করে। কুশ নির্ভয়ে হস্তী চালাইয়া এই অগণিত সেনার সমুখীন হইলেন; হইয়া কি করিলেন ?—কেন একটা বিকট চাৎকার করিলেন, ত্রিভ্বন কাঁপিয়া উঠিল, রাজা সাতটা উর্দ্ধানে পালাইল। সেকেন্দর শাহা সকল বা সঙ্গটাওয়ালা অধিকার করেন। হোয়েনসঙ্গ যথন সকলে উপস্থিত হন, তথন সেখানে বৌদ্ধ সয়্যাসীদের একটা আশ্রম আর ছটা স্তুপ ছিল—একটা অশোকের নির্ম্বিত।

চিচোয়াটনী ছাড়াইলে ২০০টা ষ্টেশনের পর ছুল ফ্রেশন। এথান হইতে ১০ মাইল উত্তর পশ্চিমে ইরাবতী তীরে তুলম্বা গ্রাম। তুলম্বা এক সময়ে স্থবিস্তৃত নগর ছিল। তুলম্বা যে অতি প্রাচীন সহর, জেনেরেল কানিংহমের মতে তুলম্বার ভগ্ন ছর্মোচনর অতি প্রাচন হর্ম্মাদির ভগ্নাবশেষে দেখা যায়। তুলম্বার ২০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আটারীর ভগ্ন ছর্মা। সেকেন্দর শাহা এ প্রদেশে যে "ব্রাহ্মণদের মহানগরী" অধিকার করিয়াছিলেন, পুরাতত্বজ্ঞেরা বলেন সে নগরী এখানেই সংস্থিত ছিল। তুলম্বার ২৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে শরকোট নামক স্থান। এখানেও বহু বিস্তৃত নগরের ভগ্নাবশেষ। এখানে স্থবিস্তৃত ও অতি উচ্চ একটা মৃৎপিণ্ড বা স্তৃপ আছে—চতুর্দ্ধিক প্রাচীর বেষ্টিত; ৬০৭ মাইল দ্র হইতে দেখা যায়। জেনেরেল কানিংহম শরকোটকেও মালী নগরী সমূহের এক নগর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

# বসন্ত সঙ্গীত।

ফুটিল ফুল, অলি আকুল,
কোকিল কুল কুহরে;
মলয় বায়, পরশি বায়,
লতিকা-কায় শিহরে।
মুকুল মুঞ্জে, ভ্রমরা গুঞ্জে,
কুসুম কুঞ্জে ফুটিল,

হিত্রিত শাখী, গাইছে পাখী, কলিকা অঁথি থুলিল। নৃতন গান, নবীন তান, উথলে প্রাণ সজনী, মধুর হাস, স্করভি-রাশি, বিশদ শশী-যামিনী। শ্রীগিরীক্রমোহিনী দাসী।

# কাফ্রিজাতির বিবাহ-পদ্ধতি।

কাফ্রি জাতিদিগের মধ্যে বহু বিবাহ মতান্ত প্রচলিত। প্রায় সকলেরই একাধিক পত্নী আছে। অধিক পত্নী থাকা এদেশে একটা সন্মানের চিহু। কাফ্রিদিগকে গরুর বিনিময়ে পত্নী ক্রম করিতে হয়---গরুই কাফ্রিদিগের প্রধান ধনের চিহু। গাচার যত গরু আছে, সে তত ধনবান, স্কুতরাং ধনের পরিমাণ অনুসারে পত্নীর সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। রাজার পত্নীর সংখ্যা নাই। ধনবান নহিলে অধিক বিবাহ করা অসম্ভব। কন্যার রূপ গুণ অনুসারে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সচরাচর একটা কন্যার মূল্য স্বরূপ ১০।১২টী গরু প্রদত্ত হয়। কন্যা যদি বিশেষ স্থানরী হয়েন, তবে স্থল বিশেষে দৌ-ভাগ্যবান পিতা ৫০টী গরুও লাভ করিয়া থাকেন। কাফ্রি কন্যারা এইরূপে ক্রীত পত্নী হওয়াতে কোন অপমান মনে করে না, বরং নিজেকে মূল্যবান বলিয়া গর্বিতা হয়। যাহার স্বামী যত অধিক মূল্য প্রদান করে, লোক স্মাজে তাহার গর্ব তত অধিক। ক্সার পিতা কন্যার সম্বন্ধ স্থির ও মূল্য নির্দারণ করেন। কথনও কথনও অর্থ লোভী পিতা কন্যাকে কিছু না বলিয়াই তাহার বিবাহ দেন, কিন্তু সাধারণতঃ কন্যার সন্মতি অনুসারে বিবাহ হইয়া থাচক। যখন কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে থাকে, তথন পিতার অহুমতি অনুসারে পরিবারস্থ অন্য সকলে কন্যার নিকটে সর্বাদা বরের গুণ কীর্ত্তন করে। সম্বন্ধ স্থির হইরা গেলে —বর পিতার যাচিত গো সংখ্যা প্রদানে সম্মত হইলে, বরকে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার বন্দোবস্ত হয়। কন্যার সন্মতি ক্রমে নির্দ্ধিষ্ট দিবদে বর যথাসাধ্য স্কুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া কন্যালয়ে উপস্থিত হয়েন। কন্যা-ক্তা বরকে সমাদরে অভার্থনা করিয়া পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সহিত আলাপ করা-ইয়াদেন। কিছুক্ষণ পরে কন্যা আগমন করেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন না— গৃহদারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে বরের প্রতি চাহিয়া থাকেন। তার পর কন্যার ইচ্ছাফু-সারে কন্যার ভ্রাতা বরকে কন্যার সম্মুথে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুদোষ্ঠব প্রদর্শন করিতে বলেন। বর প্রথমতঃ লজ্জার ভাগ করেন কিন্তু কন্যার মাতার উত্তেজনায় ও ভগিনীদের বিজ্ঞপ বাক্যে অবশেষে উঠিয়া দাঁড়ান। কন্যা থানিকক্ষণ বরের সন্মুখ ভাগ দেখিয়া পুনরায় ভ্রাতার দ্বারায় বরকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইতে বলেন। এইরূপে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বরকে পুনরায় বসিবার নিমিত্ত অনুমতি দিয়া ক্সা দেখান হইতে চলিয়া যান। কৌতৃহল-উদ্দীপ্ত পরিবারবর্গও কন্যার মত জানিবার নিমিত্ত তাহার অনুসরণ করেও মত জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কন্যা এত অল্প সময়ে সহসা উত্তর প্রদান করেন না, তিনি এখনও বরকে চলিতে দেখেন নাই—বরের হাঁটা না দেখিলে কোন মত দিবেন না। তার পর দিন সকালবেলা বেচারী বর আবার আসিয়া সম্দয় লোকের সম্মুথে তাঁহার চলন-সেচিব প্রদর্শন করেন। চারিদিকে লোকে

তাঁহার প্রশংসা করে। তার পর কন্যার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। কন্যার পদন্দ হইলে বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট দিনে কন্যা ও কন্যা যাত্রীরা বরের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। যাইবার পূর্বেক কন্যাকে নানা প্রকার বেশ ভূষায় সজ্জিত করা হয়। কন্যার সমস্ত মস্তক মৃত্তন করা হয়, কেবল মাঝথানে এক গোছা চুল থাকে। এ চুলগুলিও ছোট ছোট। মোম প্রভৃতি দ্রব্যের সাহায্যে শৃকরের লোমের মত সোজা সোজা দাঁড়ান ভাবে এই চুলগুলি রাথা হয়, তাহার চারিপাশের মস্তক লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। কন্যার গায়ে নানা প্রকার চর্কি মাথান হয়। চর্কি ঘদিয়া ঘদিয়া কাফ্রিরা গা এত উচ্ছল করে যে, ঠিক বার্ণিদ করা কাল চামড়ার মত দেখায়। এইরূপ দেখিতে হইলে তাহারা অত্যন্ত সম্ভষ্ট হয়। তাহার পর সঙ্গতি অনুসারে কন্যাকে অলঞ্চারে ভূষিত করা হয়। কাফ্রি-দের অলঙ্কার পুঁতি। যার যত টাকা আছে. দে তত পুঁতি কেনে। যে নিতান্ত দ্রিদ্র সে গাছের ফলের মালা গাঁথিয়া পরে। বস্ত্র প্রায় থাকে না, কোমরে একটা ছোট চামড়ার কৌপীন মাত্র পরিধান করে। কন্যা যাত্রীরা সকলে যথাসাধ্য এইরূপ সজ্জা করিয়া নাচের অন্ত্করণে চলিতে চলিতে বরের বাটীতে উপস্থিত হয়। পুরুষেরা অস্ত্র সাজ্জত হইয়া যায়। প্রথম বরের কন্যার মাতাকে একটা বৃষ উপহার দিতে হয়। এই বৃষ্টী তৎক্ষণাৎ নিহত ও থান্যে পরিণত হয়। তারু পর বর কন্যার পিতাকে একটী বৃষ উপহার দেন। এই বৃষ্টী লইয়া ইহারা অনেকক্ষণ মজার খেলা করে। এই বৃষকে 'অমকুইলসো' বলে। প্রথমতঃ পুক্ষ বর যাত্রীরা "দাও আমাদের অমকুই লসো—আমরা চাই অমকুইলসো" বলিয়া গান গাহিতে গাহিতে বরের গৃহদ্বারে উপ-স্থিত হয়। কন্যা-কর্ত্তা তথন বরের নিকট গফ চাহেন—বর ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করেন 'থ্যামার গরু নাই'' পিতা বলেন "তবে কন্যা লইয়া চলিলাম।'' বর থানিক-कर्म परत नुकारेशा थारकन, अनस्र श्वीरनारकता छाँशारक पत रहेरा वाहित रहेशा আসিতে অনুরোধ করে, বর তথন অন্ত দার দারা গৃহ হইতে পলাইবার চেষ্টা করার ভাণ করেন কিন্তু মেয়েদের হাতে ধরা পড়িয়া হাসিয়া গরু বাহির করেন। এবার কন্যার ভগিনীরা বরকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলেন "এ বিশ্রী গরু আমরা লইব না, ভাল গরু দাও", বর বলেন "আর ভাল গরু নাই।" কিছুক্ষণ এইরূপ ক্রতিমঝগড়ার পর কনাার পিতা গরুটী গ্রহণ করেন — গোলযোগ মিটিয়া যায়। কন্যা বরের বাটীর সন্মুথে আগমন করেন। এই বার নাচের পালা। প্রথমতঃ বর এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুরা মাটীতে উপবেশন করেন, কন্যাযাত্রীরা তাঁহাদের সম্মুথে নৃত্য করেন। তাঁহাদের নৃত্য সমাগু হইলে তাঁহারা উপবেশন করেন এখং বর পক্ষীয়েরা তাঁহাদের সম্মুখে 'নৃত্য আরম্ভ করেন। উভয় দলেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গান গাওয়া হইয়া থাকে। বর পক্ষীয়দের গানের মর্ম্ম কন্যাকে কর্ক্ শ কথা বলা; তাঁহারা বলেন—কন্যা দেখিতে কি কুৎসিৎ। বরের কি আশ্চর্য্য দয়া যে এই কন্যাকে বিবাহ করিতেছেন এবং তাহার জন্য এত

অধিক মূল্য প্রদান করিয়াছেন—ইত্যাদি। কন্যা পাছে গর্বিতা হয়, তাই এরপ বলা হইয়া থাকে; কিন্তু কন্যাপক্ষীয়েরাও চুপ করিবার লোক নহে, তাহারা কন্যার পিতা মাতাকে বলে তাঁহাদের কন্যা রত্ন বিশেষ, তাহার রূপ গুণ অতুলা; একন্যা এত অল্ল মূল্যে এরপ বরকে দেওয়া নিতাস্তই শোচনীয়! তাহার স্বামী তাহার যোগ্য নহে। এজন্য বরের বিশেষ লজ্জিত হওয়া উচিত ইত্যাদি। উত্তয় দলই জানেন উভয়ে রঙ্গ করিতেছেন। কেহই কাহারও কথা বিশ্বাস করেন না। উভয় পক্ষীয় লোকদের নাচ হইয়া গেলে বরের সম্মুথে কন্যা নৃত্য আরম্ভ করেন। নৃত্য করিতে করিতে কন্যা কখনও বরের চুল ধরিয়া টানেন, কখনও বরের মুখে পদ্ধূলি নিক্ষেপ করেন. এইরূপে বেচারী বরের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া কন্যা প্রতিপন্ন করেন যে এখনও তিনি স্বাধীন, বরের তাঁহার উপর কোন হাত নাই। এই নৃত্য শেষ হইয়া গেলে বর আর একটা বুষ উপহার প্রদান করেন। এতক্ষণ বিবাহ সম্পন্ন रय नारे, এতক্ষণও কন্যার পিতা रेচ्ছা করিলে বিবাহ না দিয়া কন্যা ফিরাইয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু এই বুষ গ্রহণ করিবার পরেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল-কন্যা বরের স্ত্রী হইল। এই বৃষকে 'কন্যার বৃষ' বলে। কন্যার বৃষ্টীও তৎক্ষণাৎ খাদ্যে পরিণত করা হয়। বুষ উপহার দিয়া বর কন্যার'হাত ধরিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। এইবার কন্যার পিতা কন্যাকে একটা বুষ উপহার দেন। তার পর সকলে পান ভোজনাদি করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। এইরূপে কাফ্রি জাতিদিগের অভুত বিবাহ প্রথা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

# জীবনের লীলা ফুরালো।

শিশির জড়িত যথা লৃতা-জাল, চাক শিওকাল ক্ষণ শোভাময় কোলে কোলে স্থথে কাটিল! ভব-রাজ্য ভরি জগতের স্নেহে বাজিতে লাগিল মোহন বাশরী, শিশুর পরাণ ভুলিল ! বর্ষ চারি পাঁচ হেরি স্বপ্নবৎ অপূর্ব্ব জগৎ, জীবময় এই শৈশবের ঘোর ভাঙিল।--জীবনের উষা ফুরালো।

স্থ হঃথ ময় বাল্যকাল যায় হেদে থেলে কেঁদে—আশার শাথায় তক্ণ-মুকুল ফুটিল। তব অঙ্গে ঢালি কল্পনা-কুহেলি मङ्गीगर्ग (मनि कड (थना (थनि, কাঁচে মণি-শোভা ধরিল! থেলি কত রঙ্গে যার তার সঙ্গে, ভাবি সম ভাব শার্দিল কুরঙ্গে, বিশ্বাদে হাদ্য ভরিল।

**मिरम ब्रब्सी** ये यात्र आरम বগতের চিত্র তত প্রাণে ভাসে, নব রসে প্রাণ তিতিল। এই বন্ধভাব, এই ভালবাসা, আবার কলহ—ফিরে মিষ্ট ভাষা, वियोग विवाश चूहिल ! या (मिथ नग्रत कित्र जात्रि मज, রন্ধন খেলন পূজা বার ত্রত-ध्वांचदत्र छति निश्रित ! ভবরাজ্য যেন কত মনোহর ! অত্রময় এই জগত স্থলর नवन পরাণ ধাঁধিল। জননী সহায়-প্রাণে নাহি ভয়। व्यक्त नुकारत यस कति अत्र, অভয়ে নেহারি অখিল। এ সুথের কাল ক'দিনের তরে কিশোর জীবনে মেঘ রৌদ্র ক'রে শরতের মত ফুরালো ! জীবন-প্রবাহ বহিল। तिथा निम এरव छक्रव योजन, যুবার নয়নে অমরা-কানন হ'য়ে ধরাতল সাজিল ! ভবরাজ্যময় আশার বাগান ফুটিল কতই-প্রফুল পরাণ জীবনের তরু হাসিল; নব নব ফুল, নৰ নৰ পাতা. कृटि डाल डाल नव नव अथा. জগৎ সৌরভে ভরিল ;---कीवन-ध्यवार हृष्टिन।

প্রণয় স্বপনে 'আশার ছলনে পেলো কিছুকাল মুদ্রিত নয়নে, रेक्षान कर्य ছाड़िन; শীত গ্রীমতাপ বরিষা প্রথর দেখা দিল ক্রমে জীবন ভিতর-স্থাতে গরল মিশিল ! • व्यवस्त्रत कृत, ८ व्यम-निमर्भन, मित्न मित्न ७ अ— मित्न जमर्भन. কৌটা-পুট হ'তে সরিল। কত আশা-লতা আশার মঞ্জরি দিবদ রজনী পড়ে ঝরি ঝরি,---७क-अञ्चितिन त्रिका! योवत्नत्र नीना क्त्रातना। (भरव (ओएकाल नीवन कीवन. ঝঞ্চা বায়ু ঘাত, ঘন বরিষণ,— त्रवि-ছবি মেখে ডুবিল! निজরপে ধরা দিল দরশন, চারিদিকে মাঠ বিকট ভীষণ, कीवन-व्यालका निवित । ভব-রাজ্যময় ছায়ার পুতলি হাসিতে কাঁদিতে নির্থি কেবলি,— শ্বতি-রশ্মি থালি রহিল। ছিল যে পরাণী অস্কর সমান. বিশ্ব পুরে যার গুনে আশা-গান, वांमत्नत त्वम धतिन ;---कीवत्वत्र नीना क्ताता! শ্রীহেমচক্র বন্দ্যোপাধ্যার।

## বীর কাহিনী।

#### ফরাসী বীরত্ব।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে "মেড অব্ অরলীন্স্" ভিন্ন আরও একটা ফরাসী বীরছের কাহিনী আছে। তাহাও আমাদের পরিচিত স্থতরাং সংক্ষেপে হুই চারি কথা বলিয়াই আমরা "ক্যালে অধিকার" কাহিনী শেষ করিব।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ বর্ষ্ঠ ফিলিপকে ক্রেসি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ক্যালে আক্রমণার্থে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। এডওয়ার্ড ক্যালে পৌছিয়া ক্যালে-রক্ষক সার জিয়ান ডি ভিনের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করি-লেন। দৃত যাইয়া সার জিয়ান ডি ভিনকে এডওয়ার্ডের হত্তে তুর্গ সমর্পণ করিতে বলিল। সার জিয়ান বলিলেন—তিনি ফরাসীরাজের ভূত্য, তাঁহার অনুজ্ঞায় ক্যালে রক্ষা করিতে-ছেন-ফরাসী রাজের অনুমতি ভিন্ন তিনি কাহারও হত্তে নগর সমর্পণ করিবেন না। এই উত্তর পাইয়া এডওয়ার্ড নিজ বলে ক্যালে অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। ক্যালের চতুর্দ্দিক স্থানূত প্রাচীর-বেঞ্চিত। সে সময়ে কামানের চলন ছিল না, স্থ**তরাং দে প্রাচীর** ভগ্ন করাও সহজ কর্ম নহে, ইংরাজেরা যুদ্ধের কোন উদ্যোগ করিল না। **ক্যালের বাহিরে** প্রাচীরের চতর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এইখানে তাহারা ছোট ছোট বাড়ী রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিয়া বাজার হাট বসাইয়া আপনাদের একটি কুল্র রাজ্য স্থাপন করিল। যেথান হইতে যাহা দ্রব্যাদি আসিত, এই বাজারে আনীত হইত—নগরেক্ক মধ্যে ইংরাজেরা কোন দ্রব্য যাইতে দিত না। এই সকল দেথিয়া নগরাধ্যক্ষ সার জিয়ান ডি ভিন বৃঝিলেন যে এডওয়ার্ড ক্যালে আক্রমণ করিয়া রুণা পরি**শ্রম নষ্ট করিবেন না** এইরূপে নগর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করিবার পথ রোধ করিয়া নগরবাসীগণকে অনাহারে ক্লিষ্ট করিয়া নগর অধিকার করিবেন। সার জিয়ান ডি ভিন এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের এক উপায় দেখিতে পাইলেন। ফরাসীরাজ নিশ্চয়ই আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন—তিনি সেই আশা করিতে লাগিলেন। সাহাই হউক কর্ত্তব্য সাধন করিতে দৃ ্ প্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে নগরের থাদ্য দ্রব্য প্রার্থা আসিল, নগরে কুধিত লোকেরা হাহাকার করিতে লাগিল, তথন অনন্যোপায় হইয়া সার জিয়ান ডি ভিন একদিন ১৭০০ লোককে নগর বহিষ্ণত করিয়া দিলেন। নগরে রাথিয়া আর কি করি-বেন, নগরে থাকিলে নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণতাাগ করিবে, ববং শত্রুরা যদি দয়া করিয়া প্রাণনষ্ট না করে, তবে তাহারা আর কোথায় যাইয়া কোনরূপে প্রাণধারণের উপায় ক্রিতে পারিবে। ১৭০০ ক্ষ্থিত বালক বালিকা নর নারী কাঁদিতে কাঁদিতে নগর বাহিরে শত্ৰু সন্মুখে উপস্থিত হইল।

ইংরাজেরা তাহাদিগকে এরণ ক্রন্সনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কারণ বলিলে এডওয়ার্ড দয়া-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে সকলকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া নির্কিন্নে যথেচ্ছা স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। তাহারা শক্রকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহার কিছু দিন পরে এক দিন অবশিষ্ট নগর বাসীরা সানন্দে দেখিল নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সৈত্যসহ ফরাসীরাজ উপস্থিত হইয়াছেন। উদ্ধারের আশায় কুৎপীড়িত লোকেরা আহলাদে মগ্ন হইল - কিন্তু এ আনন্দ বেশী দিন রহিল না। ফরাসীরাজের নগরে প্রবেশ ক্রিবার ছইটী পথ ছিল। এক জল পথে, আরু একটী স্থল পথে, কিন্তু তাহাতেও একটি সেতু পার হইতে হয়। ইংরাজেরা জল প্রেও ও সেত্র উপর উভয় স্থানেই সৈতা রাথিয়া দিয়াছেন, যুদ্ধ না করিয়া যাইবার পথ নাই – সেখানে যুদ্ধ করাও ফরাসীদের পক্ষে স্থবিধাজনক নহে। ফরাসীরাজ এডওয়ার্ডকে বলিলেন—নগর হইতে বাহিরে আদিয়া যুদ্ধ কর। এডওয়ার্ডস বলিলেন তিনি একমাস বসিয়া সময় নষ্ট করিয়াছেন, এখন শত্রুর কথায় বাহির হইয়া গিয়া যুদ্ধ করিবেন না, যদি ফরাসী রাজের ইচ্ছা হয়—এই থানে আসিয়া যুদ্ধ করুন। ফরাসীরাজ আর কোন উত্তর না করিয়া. নগুরুবাসীদিগের উদ্ধারের উপায় না করিয়া, বিশ্বাসী অন্তুগত প্রজাদিগতে বিপদে ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মারান এবং মেইল নামক হুই জন নাবিকের অসা-ধারণ সাহসে ও নির্ভীকতাতে নগববাসীরা এত দিন কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ভাহারা ইংরাজনের মধ্য দিয়া রাত্রে জলপথে নগরে খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিত। অনেক বার ইংরাজের হস্তে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিল ততাচ তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই। কিন্তু আজ কয়েক দিন ধরিয়া তাহাদের পথ এরপ স্থুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে যে, তাহারা খাদ্যদ্রব্য আনিতে পারে নাই। ফিলিপও কোন উপায় ন ক্রিয়া চলিয়া গেলেন। मিরাশ-হাদয় আহার-হীন নগরবাসীরা অগত্যা নগর সমর্পণ করিতে মূনস্থ করিল। সার জিয়ান ডি ভিন নগর প্রাকার হইতে শক্রদের সহিত कर्णापकथन कतिवात मानम ध्वकांन कतिरलन। এডওয়ার্ড, লর্ড ব্যাদেট ও সার ওয়া-ন্টার মনী নামক ছুই জন নাইটকে তাঁহার সহিত কথোপকগন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। নগরাধ্যক বলিলেন যদি এডওয়ার্ড নগরবাসীদিগকে নির্নিল্পে প্রস্থান করিতে দেন, তবে তিনি এডওয়ার্ডের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

সার ওয়াণ্টার মনী বলিলেন—নগরবাদারা ছর্গ সমর্পণ করিতে এত বিলম্ব করাতে রাজা ক্র্ম ইইয়াছেন, তিনি কোনরপ অঙ্গীকার প্রাদান করিবেন না। নগরবাসীদিগের প্রতি তাঁহার যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করিবেন। সার জিয়ান বলিলেন রাজাকে বলিবেন যে আমরা সকলেই মনুষ্য—সকলেরই সাহস আছে। আমরা কর্ত্তব্য পালনের জন্য, প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য এতদিন নগর সম্বর্গণ করি নাই। আমা-দের নগরে যুদ্ধক্ষম লোক অতি অল্পা, সেই জন্য তোমাদের হস্তে নগর সমর্পণ করা ভিন্ন

আহার খীন নগরবাদীগণকে রক্ষার মন্য কোন উপায় দাই, কিন্তু তিনি যে আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন, আমরা মহুষ্য হইয়া এ বাক্যে স্মত হইয়া নগর সমর্পণ করিতে পারি না। আমি প্রার্থনা করিতেছি—দয়া করিয়া রাজার নিকট যাইয়া নগরবাসীগণকে নির্কিন্নে নিষ্কৃতি প্রদান করিবার অন্থরোধ কর। আমার বিশ্বাস দ্য়ালু হৃদ্য রাজা এ কথায় কর্ণপাত করিবেন।

তাঁহারা যাইয়া রাজাকে এ কথা বলিলেন, সভাস্থ সকলে রাজাকে দয়া করিতে অন্তরোধ করিলেন। ক্রদ্ধ রাজা প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, অবশেষে অনেক অমুরোধের পর বলিলেন "যদি নপরের প্রধান ছয় জন লোক অনার্ত পদে, অনার্ত মন্তকে (ইউরোপে অত্যন্ত অপমানের চিহ্ন) গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়া নগরের চাবি হস্তে লইয়া তাঁহার সন্থে উপস্থিত হয়, তবে তিনি অন্যান্য নগরবাসীগণকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন। এই ছয় জন লোকের প্রতি তাঁহার যেরপ ইচ্ছা ব্যবহার করি-বেন।"

সার ওয়ান্টার মনী সার জিয়ান ডি ভিনকে এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন-একট অপেক্ষা করুন, আমি থানিক পরে ইহার উত্তর দিব। সার জিয়ান ডি ভিন সেথান হইতে যাইলা নগর মধ্যস্থ বাজারে সমুদ্র নগরবাদীগণকে সমবেত করিয়া রাজার এই আদেশ ওনাইলেন। চারিদিকের ক্রন্দনের মধ্য হইতে একজনের স্বর ওনা গেল। নগরের প্রধান ধনী জমীদার ইউস্টাস সেণ্ট ডি পিয়ার উঠিয়া বলিলেন—"রক্ষার কোনরূপ উপায় থাকিতে এতগুলি লোক অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, ইহা অত্যন্ত ছঃথের বিষয়। আমার বিশ্বাস নিজ-প্রাণের পরিবর্ত্তেও ইহাদের প্রাণ রক্ষা করিলে ष्ट्रेयंत मञ्जूष्टे इटेरवन। এই ছয় জনের মধ্যে আমাকে প্রথম উৎদর্গ করিলাম।" তাঁহার কথা শেষ হইলে চারিদিক হইতে নগরবাদীগণ তাঁহার পদে লুটিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। জিয়ান ডিয়ার, জ্যাকোয়েন, উইসাণ্ট ও তাঁহার ভ্রাতা এবং অন্য হুই জন এই ছয় জন লোক ক্রমে ক্রমে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিলেন। সকলেই বিশেষ সম্রাপ্ত ও ধনবান। সার জিয়ান ডি ভিন এই জয় জনকে লইয়া সার ওয়ান্টার মনীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অমুরোধ করিলেন যেন তাহাদের প্রতি রাজার দয়া উদ্রেকের চেষ্টা করেন। সার ওয়ান্টার মনী তাহাতে প্রতিশ্রত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া এডওয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্মুর্থে নত জাতু হইয়া প্রার্থনা করিল "মহারাজ অাপনার আদেশক্রমে অন্যান্য নগরবাসীগণের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের উপর দয়া প্রকাশ করুন।" সভাস্থ সমুদয় লোক <sup>এক</sup> বাক্যে রাজাকে তাহাদিগের প্রতি দয়া করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রাজা আদেশ করিলেন-তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে।

সার ওয়ান্টার মনী প্রভৃতি আরও অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার আদেশ ন্তির রাখিলেন। হত্যাকারী আনীত হইল। এই সময় রাণী ফিলিপা উঠিয়া বন্দীদিগের সহিত নত জাতু হইয়া রাজার সমুথে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ, আমি বিপদে .সম্পদে তোমার অনুসরণ করিয়া স্ত্রীর ধর্ম পালন করিয়াছি, কিন্তু কথনও তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করি নাই। আত্র আমি প্রার্থনা করিতেছি—ঈশবের অনু-রোধে, দয়ার অনুরোধে, আমার অনুরোধে এই লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন क्ता" ताका कि कुक्रन कान कथारे विलालन ना, नीतरव तानीत निरक ठारिया तरिलन, তার পর বলিলেন "রাণি আমি তোমার কথা কথন অবহেলা করিতে পারি না, এই ছয় জন লোককে আমি তোমাকে দান করিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা কর।"

রাণী সানন্দে তাহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া নব বস্তে সজ্জিত क्तिया এवः व्यर्थ छेशशंत्र निया विनाय क्तित्वन। त्य इय अन वीत-शन्य त्ना, দেশবাসীদের জন্য প্রাণ বিদর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, রাণীর রূপায় তাঁহারা প্রাণলাভ করিলেন।

ফরাসী ইতিহাসে আরও অনেক বীর-কাহিনী আছে। জাতীয় বিপ্লবের সময়ে অনেকে দেশের জন্য অকাতরে প্রধ্ণ-দিয়াছেন, কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়-তাহাদিগের কাহিনীতেই একখানি পুস্তক হয়, সেই জন্য সে কথা আর আমরাবলিব না।

এইথানেই ফরাদী বীরত্ব শেষ করিলান।

## ক্ষাণ কবি বার্ণ্।

আমার বন্ধু বাবু আভতোষ চৌধুবী যদি বার্নের কবিতা ও জীবনের কথা পাড়িয়া ছেন, আমিও সে সম্বন্ধে গোটা ছুই কথা বলিব। বার্স্ ও তাঁহার কবিতা আঙ বাবু ভালবাদেন; কিন্তু তাঁহার লেখাটা পড়িলে মনে হয় তিনি যেন সে ভালবাসার জন্য লোক সমাজের নিকট কতকটা সঙ্গৃচিত ও লক্ষিত আছেন। মৃতটা প্রশংসা আগু বাবু বার্ণ্দকে করিতে চাহিতেছেন, লোকে কি বলিবে ভাবিয়া যেন ততটা করি-তেছেন না। তিনি যেন মনে করিতেছেন—সমস্ত পৃথিবী বার্ণ সকে অতি হুরাচার ও তাঁহার কবিতাকে অতি হের অপ্রুপ্ত বলিয়া জানে। সে দিন আরু এখন নাই, বার্ণের মৃত্যুর পরেই তাঁহার যে স্কল জীবন-বিবরণ প্রকাশ হয়, তাহাতে এ ভাবটা ছিল বটে, আর তথন থাকার কারণও ছিল। একজন রুষক সন্তান, যাহার জীবন ক্ষিকার্গ্যেই অতিবাহিত হইরাছে, যে কালেজ দূরে যাউক, কোন উচ্চশ্রেণীর স্কুলেও

বিদ্যা শিক্ষা করিতে 'পারে নাই, যাহার কবিতা'হল চালনা সময়ে চিত্ত-পটে লিখিত হইত, তাহাকে কোন ভদ্র (Respectable) ব্যক্তি একেবারে মহাজন বা মহাকবি বলিয়া পূজা দিতে পারে? মনে মনে ইচ্ছা – পূজা দিই; কিন্তু বাধ বাধ ঠেকে—যদি ভদ্র ব্যক্তিরা আমায় ঠাট্টা করে। এই জন্যেই ডাক্তার ক্লারিও মিষ্টার ওয়াকর তাঁহাদের বার্ণ সের জীবন চরিতে এতটা মুক্লিগিরি করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বলিতে ভরদা পান নাই—বার্ণদ কত বড়, আর তাঁহারা কত ছোট। এখন আর স্ফুচিত হইয়া বার্সের রাজত স্বীকার করিবার কারণ নাই। কে আছে এখন যে ইংরেজি জানে অথচ বার্ণসের কবিতা পড়ে না, পড়িয়া কাঁদে না হাসে না, বার্ণ সকে গীত-গুরু বলিয়া মানে না ? বার্প ইংরেজ গীতি-কবিদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইংরেজ গীতি-কবি বলিতে স্কচ্ ও আইরিষ গীতি-কবিও বুঝিতে হইবে। বার্ণসের বেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত, তাহাদিগের তুল্য দঙ্গীত ইংরেজিতে অতি বিরল। যে বিষয়ে তিনি কবিতা লিখিতেন, দে বিষয়েই তাঁহার কবিতা অতুলন হইত। তাঁহার প্রেমের গীতগুলি কামনায় দীপ্ত; তাঁহার হাসি ঠাটার কবিতাগুলি হাসি ঠাটা মূর্ত্তিমান; তাঁহার নিরাশার গানগুলি অন্ধকারে হৃদয় ছাইয়া ফেলে। তিনি বিদ্ধপেও অতি ভয়ানক ছিলেন, 'Holy Willie's Prayer" "The Holy Fair" বাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার কবিতা বিদ্ধপে কি ভয়ানক শক্তিশালিনী ছিল। তবে কাহাকেও ব্যথা দিয়া বিজ্ঞপ করার তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ৩। ও টাই এ রকমের কবিতা আছে। আর "Holy Willie's Prayer" যে বিড়াল তপস্বীর কুকীর্ত্তির উপরে বিজ্ঞপ, তিনি ও রকম বিজ্ঞপের উপ-যুক্তই ছিলেন বটে। বিশুদ্ধ হাসি ঠাটা বার্ণদের কেমন আসিত, তাঁহার "Halloween" "Address to the De'il" "The jolly beggars". প্রভৃতি কবিতা পড়িলে জানা যায়। বার্ণদের হাসির কবিতা একটা অবিশান্ত হাসি। "Tam'o shanter" পড়িতে পড়িতে প্রত্যেক ছত্তে হাসিতে পাঁজরা বেন ফাটিয়া যায়। De'il বা devilcক সম্বোধন করিয়া অনেকেই কবিতা লিখিয়াছেন; কিন্তু সকলই—অতি গান্তীর্য্যের সহিত কবিতা দারা मज्ञ जात्न आह कतिशाष्ट्रन। किन्न वार्ग जांशाय लहेशा य कि मजा कतिशाष्ट्रन, তাহা কে বর্ণনা করিবে। বার্ণ্স হুরাচারের যে হুরাচার তাহাকেও একেবারে মন্ত্রাত্ব-শূন্য বা দয়ার অপাত্র মনে করিতেন না। সয়তানকে সম্বোধন করিতে গিয়াও তিনি বলিতেছেন—

> Hear me, auld hangie, for a wee, An' let poor damned bodies be; I'm sure sma' pleasure it can gi'e, E'en to a de'il.

To skelp an' scaud poor dogs like me;

An' hear us squeel !

বার্ণসের মন এমন উদার যে সম্নতানেরও যে নির্দোষ ও ছঃখীকে কট দিয়া স্থ হয়, ইহা.তিনি মনে করিতে চাহেন না "Address to the de'il" এর শেষ ছত কটা वरे।--

> "But fare you weel, auld Nickie-ben! Oh, wad ye tak' a thought and men'! Ye aiblins might—I dinna ken—

Still ha'e a stake-

I'm wae to think upo' you den,

Ev'n for your sake !"

সয়তানের জন্যেও রাণ্দের প্রাণে বেদনা। শেষ কথা বাণ্স তাকে এই বলিলেন-"তোমার ভাল হৌক। আহা, তুমি যদি একবার একটু বোদে ভাবতে, আর চরিত্রটা শোধরাতে, তোমারও আমার মনে হয় পরিত্রাণের একটা Stake বা chance হোতো। তোমার ফি হবে, মনে করে আমার বড়ই ছঃখ,হচেচ।''

বার্নের একটা অসাধারণ ক্ষমতা এই ছিল তিনি যথন যে ভাবের কবিতা লিখিতেন, সে ভাবটাই যেন মূর্তিমান হইয়া তাঁহার ভাষায় প্রকাশ পাইত। হাসির কবিতায়, বা বিজ্ঞপের কবিতায়, বা প্রেমের কবিতায় তিনি যেখানে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা পড়িলে মনে হয় সে ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা সে দে স্থানে একেবারেই ব্যবহৃত হইতে পারিত না—দে ভাষা ভিন্ন দে ভাব অন্য ভাষায় প্রকাশিতই হইতে পারিত না। তাঁহার কবিতায় এমন একটি ছত্র নাই যাহা বুঝিতে কাহাকে কষ্ট হয়—স্থের কথা বা ছঃথের কথা, হাদির কথা বা কান্নার कथा, तारात्र कथा, विकारभत कथा - श्रमस्त्रत कथा, श्रमस्त्रत श्राভाविक ভाষায় ছলে গাথা হইয়া বাহির হইয়াছে। কট্ট কল্পনার কথা বা ভাষা কোথাও নাই। এখনকার কবিদের মধ্যে অর্থশূন্য অস্পষ্ট বা অপরিক্ষুট কবিতা লিথিবার একটা রোগ জন্মিয়াছে। যত অপরিক্ষুট, যত অনিশ্চিতার্থ কবিতা লিখিতে পার, ততই তুমি উচ্চদরের কবি। যত অস্পষ্ট (vague, ও অনিশ্চিত (indefinite) তোমার কবিতার মানে, তত তাহার গান্তীর্য্য (profoundness) ! এই রোগের জন্মদাতা শেলী। শেলী অতি বড় কবি ; কিন্তু তাঁহার পূজকেরা যদি সরলভাবে বলিত, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইত যে শেলীর অর্দ্ধেক কবিতার কোন মানে নাই, অথবা কাহারও বোধগ্য্য মানে নাই, তাঁহার শিষ্যেরা তাহাকে ছাড়াইয়াছেন। ব্রাউনিঙ্গের কবিতার মানে কে বুঝিতে পারে? পারিবেই বা কি করিয়া ? লেখকের চোখের সমুখেই কোন মানে থাকিত না, কবিতায়

মানে হইবে কি করিয়া। তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না তাঁহার কোন কবিতার কোন স্থানেরই মানে নাই। বার্পের ভাষা যে তাহার ভাষ ও অর্থের এরপ অম্পামিনী হইত, তাহার কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ সারল্য (absolute sincerity) হৃদয়ে যে ভাবে আন্দোলিত হইত, সে ভাষাট প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, আর সে ভাষটির মে স্থাভাবিক ভাষা, তাহাতেই তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। একটা উৎকট কল্পনা বা একটা অনর্থ, অফুট গাস্তীর্য্যে তাহাকে কথনও জড়াইবার চেটা করিতেন না। আমার কথার প্রমাণার্থে আমি ছচারটি কবিতা বা গান উদ্ধৃত না করিয়া পারি না। মেরি মরিসনকে উদ্দেশ করিয়া বার্ণ্স গাইতেছেন—

OH Mary, at thy window be,

It is the wish'd, the trysted hour!

Those smiles an' glances let me see,

That make the miser's treasure poor:

How blythely wad I bide the stoure,

A weary slave frae sun to sun,

Could I the rich reward secure,

The lovely Mary Morison.

Yestreen when to the trembling string,

The dance gaed thro' the lighted ha',

To thee my fancy took its wing,

I sat, but neither heard ror saw.

Tho' this was fair, an' that was braw,

An' you the toast of a' the town,

I sigh'd, an' said, amang them a',

"Ye are na Mary Morison.

Oh Mary, canst thou wreck his peace,
Wha for thy sake wad gladly die?
Or canst thou break that heart of his,
whase only faut is loving thee?
If love for love thou wilt na gi'e,
At least be pity on me shown;

A thought ungentle canna be The thought o' Mary Morison.

এক অভাগিনী বে সত্য সত্যই তাহার প্রেমিকের (Lover) বিশ্বাস্থাতকতার ভগ্ন জনবে প্রাণত্যাগ করে, তাহার হইয়া বার্ণসূ এই অপূর্ব্ব গান গাইয়াছেন ;—

> Ye flowery banks o' bonnie Doon, How can ye bloom sae fair! How can ye chant, ye little birds, An' I sae fu' o' care!

Thou'll break my heart, thou bonnie bird,

That sings upon the bough;

Thou minds me o' the happy days

When my fause luve was true.

Thou'll break my heart, thou bonnic bird
That sings beside thy mate;

For sae I sat, an' sae I sang.
An' wistna o' my f

Aft ha'e I rov'd by ' nnie Doo.

To see the woodbine twine,
An' ilka bird sang o' it's lu

And sae did I o' mae.

Wi' lightsome heart I pu'd a rose,
Frae aff its thorny tree;
An' my fause luver staw the rose,
But left the thorn wi' me.

ৰাণ্স তাঁহার প্রণায়নীয় নিকট হইতে চিরাদিনের জন্য বিদায় সইতেছেন;
AE fond kiss, and then we sever;
Ae fareweel, alas! for ever!
Deep in heart-wrung tears I'll pledge thee,
Warring sighs and groans I'll wage thee.

Who shall say that fortune grieves him, While the star of hope she leaves him? Me, nae cheerfu' twinkle lights me; Dark despair around benights me.

I'll ne'er blame my partial fancy,
Naething could resist my Nancy;
But to see her was to love her;
Love but her, and love for ever.
Had we never lov'd sae kindly,
Had we never lov'd so blindly,
Never met—or never parted,
We had ne'er been broken-hearteu.

Fare thee weel the first odd facest;

Fare the weel, thou best and dearest!

Thine be ilka joy and treastere,

Peace, enjoyment love, and pleasure!

As fond kiss, and then we seve;

As fareweel, mas! for ever!

Deep in heart-wrung tears I'll pleage thee,

Warring sighs and groans I'll wage thee!

তিনটিমাত্র গান আমি উদ্ভ করিয়াছি, সে তিনটিই প্রেমের গান। এরকম রক্ষ আরো অনেক আছে।

"To Mary, in heaven," "Highland Mary," "My Nannie, O" "The poor and honest lodger," "Logan brads" "John Anderson, my jo," "The blue eyed lassic," ইত্যাদি আরো কত বৃত অতুল্য প্রেম-সঙ্গীত আছে। শেবের গীত ছটি আমি নীচে দিতেছি। তাহারা বে আর গীতগুলির অপেকা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি তাহাদিগের জন্য এখানে হান করিতেছি, তাহা নয়। তাহারা প্রেম সঙ্গীত হইলেও আর আর প্রেম সঙ্গীত হইতে ভির রক্মের, "John Anderson, my jo" বে শ্রেণীর প্রেম সঙ্গীত, সে শ্রেণীর প্রেম সঙ্গীত বোধ হয় কবিতার-সংসারে আর একটিও

নাই। তবে তাহার আগে আমি Blue eyed lassieকে পঠিকের সমুধে থাড়া করিব।

I Gaed a waefu' gate yestreen,

A gate, I fear, I'll dearly rue;
I gat my death frae twa sweet een,
Twa lovely een o' bonnie blue.
Twas not her golden ringlets bright;
Her lips like roses wat wi' dew,
Her heaving bosom, lily-white—
It was her een sae bonnie blue.

She talk'd, she smil'd, my heart she wil'd;
She charm'd my soul—I wist na how;
An' aye the stound, the deadly wound,
Cam' frae her een sae bonnie blue.
But spare to speak, and spare to speed;
She'll aiblins listen to my vow:
Should she refuse, I'll lay my dead
To her twa een sae bonnie blue.

এখন আমি, "John Anderson my jo" এখানে দিতেছি। বার্দ্ধক্যে স্ত্রীর যৌবনের কথা, প্রণারের কথা মনে পড়িয়াছে: স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন—

John Anderson, my jo, John,

When we were first acquent,

Your locks were like the raven,

Your bonnie brow was brent;

But now your brow is beld, John,

Your locks are like the snaw;

But blessings on your frosty pow,

John Anderson, my jo.

John Anderson, my jo, John, We clamb the hill thegither, An' mony a canty day, John,

We've had wi' ane anither;

Now we maun totter down, John,

But hand in hand we'll go,

An' sleep thegither at the foot,

John Anderson, my jo.

পাঠক বলুন "John Anderson, my jo, John"—এর মত প্রেমের গান আর কোন কবি গাইয়াছেন কি না। কবিকুলের রাজা বাহারা, তাঁহারাও প্রেমের গান গাইতে যুবক প্রণয়ী ও যুবতী প্রণয়ণীর প্রেমের গানই গাইয়াছেন—যেন এ পৃথিবীতে মানুষের হৃদয় যৌবনেই কেবল প্রেম আকাজ্জা করে—প্রেমের তরঙ্গ যেন মানুষের হৃদয়ে যৌবন গত হইলে আর ক্রীড়া করে না! বার্ণয়ের মনুষ্য হৃদয়ের অভিজ্ঞতা এরপ অসম্পূর্ণ ছিল না। তিনি জানিতেন প্রেমই মনুষ্য হৃদয়ের ভিত্তি—প্রেমের স্রোত বার্দ্দের উত্তাল উন্মন্ত হইয়া না বহিলেও বহিতে থাকে—নীরবে মধুরে বহিতে থাকে। যৌবনের সে উন্মাদ প্রেম স্মরণ করিয়া কোন্ দম্পতী না বার্দ্দের ছংথের অঞ্চ ও স্থথের হািদি সন্মিলিত করিয়াছেন ?

"Blue eyed Lassie" কবিতাটিই বা কি সরল, স্থান্তাবিক ও মধুর।
I gat my death frae twa sweet een
Twa lovely een o' bonnie blue.

যথন বার্স বলিতেছেন—

She talk'd, she smil'd, my heart she wil'd, She charm'd my soul—I wist na how;

তথন আমরা যেন দেখিতে পাইতেছি আমাদের চোথের সমুথে দাঁড়াইয়া একটি বার তের বৎসরের ছণ্ট মেয়ে একটি লাজুক ছেলেকে জালাতন করিতেছে—মৃত্ব হাসিয়া কাছে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে, কাছে আসিলে থিল্থিল্ করিয়া উচ্চে হাসিয়া লাফাইয়া সরিয়া যাইতেছে।

প্রণয়ে ডুবাইয়া মহাপাতকী প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অভাগিনীর প্রাণে বে ভীষণ ব্যথা, তাহার কি ভাষায় অভিব্যক্তি আছে। মহুষ্যের ভাষায় নাই—বার্ণসের মত মহাময়ুষ্যেরাই কেবল সে গভীর ছঃখও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। তাহার দৃষ্টাস্ত বার্ণসের উদ্বৃত "Banks o' bonnie Doon"। একেবারে ভাঙ্গা হাদয়ের ব্যথা এমনি চিত্রিত হইয়াছে যে গড়িতে পড়িতে পাঠকের প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়—পাঠক যেন দেখিতে পায় অভাগিনীর হাদয়ের গ্রন্থিলী একটি একটি করিয়া ছিঁড়িতেছে।

বিচ্ছেদে পৃথিবী হঃধময়। কে কবে ভালবাসার জনকে পাইয়াছে ? প্রেমের প্রথম

अक्ष काहात करव भून हरेग्राहि १ रन विष्कृतित नमम यथन जारन, आन याहात ज्यास ভরা, বাঁহার জন্যে হৃদয়ে বেদনা সমুক্ত সমান, যথন জাঁহার নিকট চিরবিদায় লইবার সময় আদে, তখন প্রাণে যে ব্যথা তাহা কে ব্যক্ত করিতে পারে ? বার্ণ্ বাহা কি ভাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনেক গানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ শ্রেণীর একটি গান মাত্র আমি তুলিয়াছি।

"Ae fond kiss, and then we sever,"

এ গীতের তুলনা নাই। মহুষা জীবনের যে প্রেমের ছঃধান্ত নাটক প্রত্যছ অভিনীত হইতেছে, সে নাটক আমরা এই চারিট ছত্তে পড়িতে পাই।

> Had we never loved so kindly, Had we never loved so blindly, Never met, or never parted, We had ne'er been broken-hearted.

> > ক্ৰমশঃ

শ্ৰীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যার।

### জ্যোৎশ্বা রাতে।

আজি এ জোছনা রাতে, মধুর বসস্ত বাতে, কবেকার কথা পড়ে মনে ! সাদা মেঘ ভেসে যায়. চাঁদ থানি হেসে চায়. **छल छल यधूत अश्रत** ! সমুখে তটিনী বয়, উপকৃল বালুময়, চারিদিকে রজত-তুকাণ! গুত্রতার নাহি তুল, জলে স্থলে সব ভূল মান কেন হ একটি প্রাণ ?

ওপারে দিগন্ত কায় এঁকেছে তরুর ছায়. শুভ্ৰতা হোতায় কাল-কায়া। ও যেন গো জোছনার অাধার হৃদয়-ভার, হায় এ কি ৷ জগতের আয়া ? অ'গোরেতে টিপ টিপ— करत्र इ अकि मीभ ; আকাশে অগণ্য তারা ভার। বিমানের গুজ-কারা. তকুর জলদ ভায়া **उ**िनीत क्रमत्र (मानात्र। •

প্ৰবাহিত হৃদি মাঝে বিখের মহিমা রাজে, গরবিনী উথলিত কায়, আনন্দে আপনা ভূলে সহস্র তরঙ্গ তুলে निकल्म रात्र हत्न यात्र। একাকিনী কূলে কুলে মেয়ে ছটি এলোচুলে আন মনে কোন্ গান গায় ? मैं ए वहां द्वार्थ एकतन, চমকি यूवक জেলে মুগ্ধ আঁখি একদিটে চায় ! বনাস্তে বিরহী পাথী কুহ কুহ উঠে ডাকি, স্তব্ধ নিশা সঙ্গীত আৰুল। কাটার বেদনা ভূলে স্থের নিশ্বাস তোলে অভাগিনী বাবলার ফুল।

স্থবীস মাখান গান পরশি পরশি প্রাণ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়; কোন অনন্তের তীরে— > হারাধন খুঁজি' ফিরে-কে জানে কেন রে নাহি পার! কেমনে পাবে রে ফের এ পার যে অনন্তের,---অন্য পারে সে রতন ভায়। व्याला हेक् पृत्त पृत्त নয়নের পথে ঘুরে— ধরিতে স্থপন ভেঙ্গে যায়। এই সেই মধু যামি ছিত্ব দোঁহে-একা আমি! • • 'একা তুমি' দশ দিশি গায়! তাই এ জোছনা রাতে, মধুর বসন্ত বাতে নয়ন আপনি ভেদে যায়।

# কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।

বৃদ্ধিগম্য বিষয় বৃঝিতে না পারিলে লোকে লজ্জিত হয়! হয় বৃঝিয়াছি বলিয়া ভাণ করে, না হয বুঝিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায়। কিন্তু ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। কবিতা ব্ঝিতে না পারিলে ক্বির প্রতিই লোকের অশ্রদ্ধা ক্ষে, তাহাতে আত্মাভিমান কিছুমাত ক্ষ্ম হয় না। ইহা অধিকাংশ লোকে মনে করে না যে, যেমন গছীর তত্ত্ব আছে তেমনি গভীর ভাবও পাছে। স্কলে সকল তত্ব বুঝিতে পারে না, সকলে সকল ভাবও ব্ঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয় লোকের যেমন বৃদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবৃক্তারও তারতম্য আছে।

মুদ্ধিল এই, ষে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোন ক্ষতি হল্ম না, কিন্তু সাহিত্যে ষ্ডটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশী বলিবার যো নাই। তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে পোলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আদিয়া হয়ত ব্ঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া হয়ত ঝরিয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের ঘারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্য ছাবা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।

একটা হাসির কথা বলিলাম তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে হয়, দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য প্রমাণ করিতে পারি না। করুণ উক্তি গুনিয়া যদি না কাঁদ তবে গলা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদাইতে হয় আর কোন উপায় নাই। কপালকুগুলার শেষ পর্যান্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাদা কর "তার পরে" তবে দামোদর বাবুর নিকটে তোমাকে জিমা করিয়া দিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। সাহিত্য এইরূপ নিতান্ত নাচার। তাহার নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ যদি না থাকিত, যদি কেবলি তাহাকে পথিকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত তবে অধিকাংশ স্থলে দে মারা পড়িত।

জ্ঞানদাস গাহিতেছেন—"হাসি মিশা বাঁশি বায়।" হাসির সহিত মিশিয়া বাঁশি বাজিতেছে। ইহার অর্থ করা যায় না বলিয়াই ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্যা প্রচ্ছন হইয়া আছে। বাঁশির স্বরের সহিত হাসি মিশিতে পারে এমন যুক্তিহীন কথাকে বলিতে পারে ? বাঁশির স্বরের মধ্যে হাদিটুকুর অপূর্ব আস্থাদ যে পাইয়াছে দেই পারে। ফুলের মধ্যে মধুর দন্ধান মধুকরই পাইয়াছে, কিন্তু বাছুর আদিয়া তাহার দীর্ঘ জিহবা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি তাহার বৃস্ত তাহার আশপাশের গোটা পাঁচ ছয় পাতামুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে এবং সানন্দ মনে হাম্বারব করিতে থাকে তথন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অন্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় এমন কে আছে।

কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাৰকে ব্যক্ত করিতে পারে না .কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। ুসে স্থলে সেই অনভিব্যক্ত ভাষাই এক মাত্র ভাষা। এই প্রকার ভাষাকে কেহ বলেন "ধুঁয়া কেহ বলেন ছায়া, কেহ বলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা, এবং কিছু দিন হইল নব জীবনের প্রদান্ত সন্ধাদক মহাশর কিঞিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে "কাব্যি" নাম দিয়াছেন। ইুহাতে কবি अथवा नवजीवत्नत मम्भावक काशत्क अत्वाव त्व अत्रावाच ना । উভः त्वत्र रे अवृत्हेत्र त्वाव বলিতে হইবে।

ভবভূতি লিথিয়াছেন "দ তদ্য কিমপি জব্যং বো হি বদ্য প্রিয়োজন:।" দে তাহার कि-जानि-कि द्य यात्रात्र श्रियक्रन । यनि दक्तन मात्र ভाষात निक निया एनथ, जटत देश ধুঁয়া নয়ত কি, ছায়া নয়ত কি ! ইহা কেবল অপ্টেতা, কুয়াধা। ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিবার ক্ষমতা যদি থাকে ত দেখিবে ভাবের অস্পইতা নাই। তুমি যদি বলিতে "প্রিয়জন অত্যন্ত আনলের সামগ্রী" তবে ভাষা म्लेष्ठ रहें मत्नर नारे, उत्त रेशांक हामा अथवा धूँमा, अथवा कावि। विनवांत्र मछावना গাকিত না, কিন্তু ভাব এত স্পষ্টি ইইত্না। ভাবের আবেগে ভাষায় এক প্রকার বিহ্বলতা জন্মে ইহা সহজ সত্য, কাব্যে তাহার ব্যক্তিক্রম হইলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়।

সীতার স্পর্শস্থে মাকুল রাম বলিয়াছেন "সুথমিতি বা তুঃথমিতি বা।" কি জানি ইহা স্থে না ছ:খ় এমন ছারার মত ধুঁরার মত কণা কহিবার তাৎপর্বা কি ? যাহা হয় একটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত। স্পষ্ট কণা অধিকাংশ স্থলে অত্যাবশ্যক ইহা নবজীবন সম্পাদকের সহিত একবাকো স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এন্থলে আমরা স্পষ্ট কথা শুনিতে চাহিনা। যদি কেবল রথচক্র আঁকিতে চাও তবে তাহার প্রত্যেক অর স্পষ্ট আঁকিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যথন তাহার ঘূর্ণাগতি আঁকিতে হইবে, তাহার বেগ আঁকিতে হইবে তথন অরগুলিকে ধুঁয়ার মত করিয়া দিতে হইবে, ইহার অন্ত উপায় নাই। সে সময়ে যদি হঠাং আবদার করিয়া বস আমি ধুঁয়া দেখিতে চাহি না আমি অরগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে চাই, তবে চিত্রকরকে হার মানিতে হয়। ভবভূতি ভাবের মঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রাণা করিতে গিয়াই বলিয়াছেন "স্থমিতি বা ছঃখ মিতি বা।" নহিলে স্পেইকথায় স্বথকে স্থ বলাই ভাল, তাহার আরে সন্দেহ নাই।

বলরামদাস লিখিয়াছেন -

"यांव हतांत यांव हननि. আধ নধুর হাস।"

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পঠতা তাহা নহে—অর্থের দোষ। 'আধ চরণ'' অর্থ কি ? কেবল পায়ের আধ্যানা অংশ ? বাকি আধ্যানা না চলিলে সে আধ্যানা চলে কি উপায়ে ? একেত আধখানি চলনি, আধখানি হাদি, তাহাতে আবার আধ খানা চরণ; এগুলো পূরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয় ত অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে বা বলে বলুক —উপরিউদ্ধৃত ছটি পদে পরিবর্ত্তন চলে না। ''আধ চরণে আধ চলনি'' বলিলে ভাবুকের মদে যে একপ্রকার চলন স্কুস্পষ্ট হইয়া <sup>উঠে</sup>, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

অত্যস্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকাদমেত উদ্ভ করি। "বাঙ্গলার মঞ্চল

কাব্যগুলিও জলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্রা ছঃখবর্ণনা —যে কথন ছঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

> তুঃথকর অবধান, তুঃথকর অবধান। আমানি থাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।"

এই তুটি পদের ভাষ্য করিয়া লেথক বলিয়াছেন—'ইহাই সার্থক কবিষ; সার্থক কল্পনা: সার্থক প্রতিভা।" পড়িয়া সহসা মনে হয় একথাগুলা হয় গোঁড়ামি, না হয় তর্কের মুখে অত্যক্তি। আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্রা সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যন্স কোথায়। হুটো ছত্র কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই। ইহার মধ্যে অনেকথানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অঞ্-জল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয়, তবে "তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে" সে ত আরও কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়ত ভাষ্য-কারের করুণরদ উদ্বেলিত হইরা উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্বেও দকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, খাহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর কোন নাম দিন। যিনি ভঙ্গী করিলা কথা কংহন, তিনি না হল ইহাকে কাবু বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে !

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথা । १३ কোথাও অস্পাই, সম্পাদক এবং স্মালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দর্থান্ত এক অন্দোলন করিলেও ভাহার ব্যতিজ্ঞ হইবার যো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যে তেনান, দূর অসপ্ত ন প্র, বেগ অস্ত্র অচলতা স্পষ্ট, মিশ্রন অস্পষ্ট স্বাভন্তা স্প্রিট আগ্রেগ্রিট সমস্তহ এই সমস্তই পরিছার সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে পাকিতে গালে কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকের। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্য রদের প্রতি মনোযোগ করেন। "আমানি খাবার গ্রন্থ বিধামান" ইছা স্পুষ্ট বটে কিন্তু কাব্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপতির

> স্থি, এ ভ্রাবাদ্র, মাহ ভাদ্র भूगा मिलत (मात-

म्लंडें उत्र कावा उत्र । इंश त्कवन वर्गना वा क्यांत क्या मां ब नेत्र, त्कवन একটুকু পরিকার উক্তি নহে, ইহার মধ্য হইতে গোপনে বিরহিনীৰ নিশাস নিশ্সিত इहेशा आभारतत कत्र मार्ग कतिराज्छ।

> শিশু কাল হৈতে বঁধুর সহিতে পরাণে পরাণে লেহা।

ইহা ভনিবামাত্র হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে—স্পষ্ট কথা বলিয়া বে, তাহা নহে; কাব্য বলিয়া। কিন্ত জিজ্ঞানা করি ইহাও কি সকলের কাছে স্পষ্ট ? এমন কি অনেকে

নাই বাঁহারা বলিবেন, "আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাদ, এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায় ? ইহাতে হইল কি!" ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়ত অনেক সমালোচকের "কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব" করিবে এবং "শিরায় শিরায় রীণু রীণু" করিতে থাকিবে ! ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড় ফড় ছট্ফট্ বিষ ছুরি এবং দড়ি কলদী না লাগাইলে আনেকের কাছে হয়ত ইহা যথেষ্ট পরি ফ ুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়ত ধুঁয়া এবং ছায়া এবং "কাব্যি" বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট বাঁহাদের আবশ্যক ুউ'হাদের পক্ষে কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাহার। কাব্যের সৌরভ ও মধু উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বাষরণের "জ্লন্ত" চুলিতে হাকডাক ঝালমস্লা ও থরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া থাইবেন !

যাহার। মনোরুভির সমাক অলুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন বেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগং আছে। সেই আতজগং জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত বাজ্যে বাদ করে। তাই তাহার সকল কলা জগতের সঙ্গে মেলে না। এই জন্য মান-বের মুগ হটতে এমন অনেক কণা ধানি । যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত, াখাব্ঝা গার্না অথচ বুঝা ল্যা: ্।হাকে, ছায়ার মত অনুভব করি অথচ প্রত্য-হেও অপেকা অধিক সতা বলিলা বিখান করি। সেই সর্ক্তব্যাপী অসীম অতি-জণতের রহস্য কার্যা মুখন কোন কবি প্রামান করতে চেষ্টা করেন, তথন তাঁহার ভাষা নহজে তেল্যা তথ্য উদ্ধানে কাল কেলা কৰলি ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া আর, ে অসীমের সমূদ , বন করিয়া অপার আনন্দ লাভ কবে!

পুনর্লার ব্রিতেতি বুর্লিসানর ক্ষদ্র মন্তিক্ষেত্র ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্যার তাহা : ূহ। স্মালোচকেরা যাহাই মনে করুন প্রকৃতি অতিবৃহৎ, অতি-মহৎ, সর্ব্যত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেকা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণোর অপেক্ষা অপ্রামাণাই অধিক। অতএব যদি কোন প্রকৃত কবির কাব্যে ছারা দেখিতে পাওরা যায় তবে বৃদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই দিদ্ধান্ত করেন যে তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যাময়ী রহস্যচ্ছায়া।

প্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

## হেঁয়ালি নাট্য।\*

অচ্যুত, অপূর্ব্ব, উমেশ, কার্ত্তিক ও খগেন্দ্র বাবু আদীন।

अहुउछ। अकरम्य अथरना अलन ना। कि कता यात्र!

কার্ত্তিক। আমি ভারি বিপদে পড়েচি, গুরুদেব ছাড়া কেউ তার মীমাংসা কর্ত্তে পারবে না। আমার নাম কার্ত্তিক—আমার শ্যালার নাম কার্ত্তি, এখন আর্থাশাস্ত্রের নির্মান্থসারে আমার স্ত্রী আমার শ্যালাকে কীর্ত্তি বলে ডাক্তে পারে কি না—এটা স্থির করে না দিলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বাস করাই দার হয়েচে। তার উপরে আবার আমাদের গরলা বেটার নাম ক্তরিবাস—এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে যে কৃত্তিবাস গোয়ালাকে যদি আমার স্ত্রী বাস্থদেব বলে ডাকেন তা হলে কোন আধ্যায়িক নিয়মের কোন ব্যাঘাত হয় কি না। কেবল তাই নয়—আমাদের বাড়িতে কার্ত্তিক পূজা হয়—আমার স্ত্রী দে সময়ে কার্ত্তিককে নাত্তিক বলে থাকেন—এপ্রকার নাম ধারাপ করবার দক্ষণ দেবতার এবং তাঁর মা তুর্গার কোন অসম্ভোষের কারণ ঘটে কি না এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্বা। আমারও অত্যন্ত ভাবনার কারণ পড়েচে। আমি এ ক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথ দেবকে কুল দিয়ে এসেছিলেম এখন এই গর্ম্মির দিনে কুলগুলো বাদ দিয়ে যদি কেবল মাত্র কুলের ঝোলটুকু খাই তাতে জগন্নাথদেবের কোন আপত্তি আছে কি না! এটি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

অচ্যত। আমি সে দিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, আমাদের শাস্ত্রমতে ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ, অর শ্রেষ্ঠ না অরপায়ী শ্রেষ্ঠ! এই অতিশয় কঠিন প্রশ্নের তিনি এমনি এক গভীর উত্তর দিয়েছিলেন যে তথন যদিচ আমরা সকলেই জলের মত বুঝেছিলেম, কিন্তু এখন আমাদের কারো এক্টি কথাও মনে পড়চে না।

উনেশ। আমার যতদ্র মনে আছে আমার বোধ হয় তিনি বলেছিলেন অরও শ্রেষ্ঠ নয়, অরপারীও শ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু আরেকটা কি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেইটি যে কি মনে পড়চেনা।

অপূর্ক। না না, তিনি বলেছিলেন অন্নর্গ শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অন্নই বা কেন শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীই বা কেন শ্রেষ্ঠ,সেটা তথন বুঝেছিলুম কিন্তু এখন বুঝ্তে পার্চিনে। কার্ত্তিন। আমার মনে হচ্চে—তিনি অন্ন কিন্তা অন্নপায়ী ১,যন্ধে কোন কথা বলে-

<sup>\*</sup> গত ফাল্পন মাসের হেঁরালি নাট্যের উত্তর "হানি"। শ্রীসূক্ত অনস্তলাল ঘোষ ও শ্রীসূক্ত অনঙ্গ মোহন দাস ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

नरं नि-छिनि এমন একটা कथा বলেছিলেন যা अब नमस्त्र थाएँ ना, अबशायी मध-ন্ধেও থাটে না—দেটা কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেই প্রয়োগ হতে পারে।

থগেন্দ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে যে কে শ্রেষ্ঠ, আমার সহজ বুদ্ধিতে পূর্ব্বে তা এক প্রকার ব্বেছিলুম কিন্তু গুরুদেবের কথা গুনে আমি এই বুঝ্লুম যে পূর্বের আমি কিছুই বুঝিনি এবং গুরুদেব যা বলেন, তাও কিছুই বুঝ্লুম না।

অচ্যত। যাহোক্ দেও পরম লাভ!

#### (বদন চক্রের ছুটিরা গৃহে প্রবেশ।)

বদন। (ইাপাইতে হাঁপাইতে) শুক কোথায় গেলেন? আমাদের শিরোমণি মশায় কোথায় ? বল না ৫২ কোথায় গেলেন তিনি ?

অচাত, অপূর্ব, উমেশ, কার্তিক, ও থগেল বাবু। কেন ? কেন ?

বদন। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার মনে এক প্রশ্ন উদর হল, তিনি ছাড়া তার মীমাংসা কে করে দেয়! কাল থেকে আমি আহার নিদ্রা প্রায় এক রকম ত্যাগ করেছি। কি হবে ভেবে পাচ্চিনে।

কাত্তিক। তাইত অবস্থা বড় থারাপ দেখ্চি। বিষয়টা কি বল দেখি।

বদন। বিধয়টা কি জান ? কাল হঠাৎ মশারা ঝাড়তে ঝাড়তে আমার মনে এক তর্ক উপস্থিত হয়েচে যে এত দেশ গাক্তে জটায়ু কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়্ল ? (মতান্ত চিন্তারিত) জটায় যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়ল তার অর্থ কি, তার কারণ কি, এবং তার তাৎপর্যাই বা কি! এর মধ্যে যদি কোন রূপক থাকে, তবে তাই বা কি ? যদি কোন অর্থ না থাকে তাই বা কেন ? যদি কারণ থাকে তবে তা দৈব কারণ না ভৌতিক কারণ, না কোনরূপ স্থগভীর আধ্যাত্মিক কারণ ?

कार्छिक। विषय्रो भक्त वरहे। আগে শিরোমণি মশার আञ्चन!

অচাত। ধনা, আমাদের মধ্যে বদন বাবুই ধন্য — তাঁর মনে এমন সকল মহৎ গভীর এবং অবশামীমাংস্য প্রশ্নের উদয় হয় !

থগেক্র। (ভয়ে ভয়ে) ঠিক বল্তে পারিনে কিন্তু আমার বোধ হয়, জটায়ুর মৃত্যুর এক মাত্র কারণ হচ্চে, যুদ্ধের সময় রাবণ তাকে এমন গুরুতর আফ্রাঘাত করেছিল যে সেই অস্ত্রাঘাতের প্রভাবে তার আর অধিক দিন বেঁচে থাক্বার তেমন স্থবিধে र्ग ना।

বদন। আরে রাম, ওকি একটা উত্তর হল নাকি! ওত সকলেই জানে। কার্ত্তিক। ও ত আমিও বল্তে পারতুম।

অচ্যত। তানয়ত কি!

ष्मशृर्स । ও त्रकम উত্তরে कि মন সম্ভুষ্ট হয় ?

উমেশ। ও ত ইস্কুলের ছেপের মত উত্তর হল।

বদন। ও রকম বাজে উত্তর চাইনে—আমি একটা প্রকৃত উত্তর চাই—এক্টা শাস্ত্রদঙ্গত শাস্ত্রদত্মত উত্তর চাই।

(বদন পুনশ্চ চিন্তান্বিত—এবং খগেন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ।)

অচ্যত। (শশবান্ত হইয়া) ঐ যে আমাদের গুরু আস্চেন!

উমেশ। ঐ যে শিরোমণি মশায়!

कार्त्तिक ও अश्रव। आशा आगारमत अर्केरमत !

বদন। (দহদা সচকিত) আঁটা গুরুদেব আসচেন্—আঃ বাচ্লুম গুনে আমার মনের আর্কেক সংশয় দূর হয়ে গেল!

শিরোমণি মশায়ের প্রবেশ। সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।

শিরোমণি। স্বস্তি – স্বস্তি।

বদন। গুরুদেব কাল রাত্রে মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে আ্যার মনে এক্টি অতাস্ত ছুরুহ প্রশের উদয় হয়েচে। মীমাংসার জন্য শীচরণ স্লিধানে এস্ছি।

গুরু। প্রকাশ করে বল।

বদন। বিহগরাজ জটায়্ রাবণের সঙ্গে যুদ্দে কেন নিহত হলেন ? (অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক) আমাদের থগেন্দ্র বাবু (থগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত লঙ্জিত ও কুঞ্জিত) বল্ছিলেন অস্তাঘাতই তার কারণ!

গুরু। বটে ! হাঃ হাঃ— আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতই উত্তর হরেচে ! শাস্ত্র চর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল জটায়ুর মৃত্যু হল কেন উত্তর— হল অস্ত্রাঘাতে ! এ কেমন হল জান, কাশিধামে বৃষ্টি হল আর থড়দহে আমার গোলার ধান গুকিরে গেল ! হাঃ হাঃ হাঃ। (সকলে মিলিয়া হাস্য)

অপূর্বন। ঠিক তাই বটে। আজে আজ কাল এই রকমই হয়েচে—বুঝেচেন শিরোমণি মশায় 4

অচ্যত। শাস্ত্র চর্চার অভাবে কোন বিষয়ের প্রকৃত উত্তর কেউ জান্তে চায় না— উমেশ। এবং জান্তে চাইলেও পাওয়া বীয় না!

গুরু। আছো, বাপু থগেক্র, তুমি ত অনেক বিজ্ঞান শিথেছ এবং ইংরাজি পড়েছ তুমিই বল দেখি—অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা না মল কেন—রাবণের সঙ্গেই বা তার যুদ্ধ হল কেন, আফ্জুল্ খার সঙ্গেই বা তার যুদ্ধ না হল কেন—অত কণায় কাজ কি জটায়ুনা মরে না হয় রাবণই মর্ত তাতে ব্যাঘাত হল কেন?

### -(ব্দন পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবিত)

অচ্যুত ও অপূর্ব্ন। (অত্যন্ত চিন্তাশীলতার দহিত) তাইত! এত দেশ থাকুতে জটায়ু মরে কেন!

উমেশ। কি হে থগেক্স— একটা জবাব দাও না! তোমাদের রস্কো সাংহেব কি লেখেন !

কার্ত্তিক। তোমাদের টিন্দ্যাল সাহেব কি বলেন গুনি—আফ্জুল্ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না হয়ে রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন ?

অচ্যুত। রক্তপিত্ত রোগে •না মরে অন্ত্রাঘাতেই বা জটায়ু মরতে গেল কেন্ ? এম্নিই কি তার দায় পড়েছিল। তোমাদের হক্স্লি সাহেব এ বিষয়ের কি মীমাংসা করেন গুনিই না!

গুরু। বল ত বাপু! দেখি তোমাদের কালেজের বিদ্যেতে কি দাঁড়ায় ?

থগেজ । (নিতান্ত আধমরা হইয়া) গুরুদেব, আমি মৃঢ়মতি আমি না বুঝে এক্টা কথা বলে ফেলেছি ! শেষ কালে প্রশ্নটা যে এতই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, সেটা আমি হঠাৎ ঠাহর কর্ত্তে পারিনি! আমাকে মাপ করুন। এক্ষণে আপনার মুখ হতে এর একটা প্রকৃত উতর শোন্বার জভে আমরা সকলে উন্থ হয়ে আছি। আমাদের বাদনা পূর্ণ করুন !

গুরু। এক কথায় ত বলা যায় না! তোমরা বল্চ, রাবণের দঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু মল কেন ? এক কথায় এর উত্তর দিই কি করে!

সকলে। তাত বটেই! তাত বটেই!

গুরু। প্রথমে দেপ্তে হবে "রাবণেরই" সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন? তার পরে দেখ্তে হবে রাবণের সঙ্গে "বৃদ্ধই" বা হয় কেন! তার পরে দেখ্তে হবে—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে "জটায়ুই" বা মরে কেন—তার পরে সব শেষে দেখ্তে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু "মরেই" বা কেন ? কথাটি সামান্য কিন্তু একটি প্রশ্নের ভিতরে কতগুলো প্রশ্ন বাস করে একবার ভেবে দেখ! একটি সারমেয় শিশুর গাত্রে সহস্র কীটশাবক যেরূপ বাস করে এও সেইরূপ!

(বদ্ন হাল ছাড়িয়া দিয়া স্থগভীর চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান।)

অচ্যত। (থগেক্তকে ঠেলিয়া) শুন্চ থগেক্ত বাবু?

অপূর্ন। কি থগেদ্র বাবু, মুথে যে কথাটি নেই ?

উমেশ। বলি ও থগেক্ত বাবু—ওর মধ্যে এক্টাকথার জবাব দাওনা!

কার্ত্তিক। থগেন্দ্র সাহেব এ সময়ে তোমার কেমিষ্ট্রির বইথানা গেল কোথায় হে! ভায়া ওসব ছাড়—দেখ্চত ওতে কোন উত্তরই পাওয়া যায় না! এখন্ কিছুদিন শাস্তা-লোচনা কর।

### (খগেন্দ্র আরক্ত মুখচ্ছবি এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।)

গুরু। তবে একে একে সকল কটার উত্তর দিই—তোমরা অবহিত হয়ে শ্রবণ কর। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্চে "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে" নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে?

বদন। (গভীর দীর্ঘ নিখাদ ফেলিয়া) আ: বাচলুম। এ ছাড়া আর কোন উত্তর হতেই পারে না।

শুক । যদি বল "নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে" একথার অর্থ কি, তাৎপর্য্য কি, তা হলে সরল করে বুঝিয়ে বলি — নিয়ত ছই হচ্চে নিয়তির শুণ, এবং নিয়তের শুণই হচ্চে নিয়তি তা যদি হয় তা হলে নিয়ত কালবর্ত্তী যে নিয়তি তাকে পুনশ্চ নিয়ত নিয়ন্ত্তিক পারে এমন দ্বিতীয় নিয়তির সন্তাবনা কুতঃ! কারণ কি না নিত্য যাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়ন্তা অতএব রাবণেরই সঙ্গে যে জটায়ুর যুদ্ধ হবে এতে আর বিচিত্র কি!

সকলে মিলিয়া। এতে আর বিচিত্র কি !

বদন। অহো, এতে আর বিচিত্র কি!

গুরু। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই। দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরো কঠিন--কারণ কিনা---

বদন। তবে থাক্ শিরোমণি মশার— অথে প্রথম প্রয়ের উত্রটি ভালরপ জীর্ করি, তার পরে কাল দ্বিতীয় প্রয়ের মীমাংসা কর্বেন।

অচ্যত। কিন্তু কি চমৎকার উত্তর!

অপূর্বা। কি সরল মীমাংদা!

কার্ত্তিক। কি পরিষ্কার ভাব।

উমেশ। কি গভীর শাস্ত্রজান !

বদন। (শিরোমণি মহাশয়ের মুথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া) গুরুদের আপনার অবর্ত্তমানে আমাদের কি দশা হবে।

(শিষাগণ শোক সম্বরণে অক্ষম।)

## মহারাজা নন্দকুমার ও স্থ্প্রীম কোর্ট।

#### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

#### (চক্ৰাস্ত অপরাধ)

মহারাজা নলকুমারের নামে স্থপ্রীম কোর্টে ছইটি অভিযোগ উপস্থিত হয়,একথা আমরা পূর্বেল উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমটি চক্রান্ত অপুপরাধ" বলিয়া সাধারণে জানিত। কমল উদ্দিন্ত আলি খাঁ নামক এক মুদলমান (প্রকারান্তরে স্বয়ং হেটিংস সাহেব) এই মোকর্জামার বাদী। মহারাজ নলকুমার, রায় রাধা চরণ, জোসেক্ ফাউক সাহেব, ফ্রান্সিস্ ফাউক সাহেব এই মোকর্জামার প্রতিবাদী। এই চক্রান্ত মোকর্জামার বিস্তারিতরূপে সমালোচনা করিতে আমাদের তত্ত্বর ইচ্ছ। নাই, কেননা মহারাজ নলকুমার ইহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষী প্রমাণিত হইয়াছিলেন। তবে প্রকৃত ঘটনাটি কি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

২০ এ এপ্রেল তারিথে এই অভিযোগের সম্লকতা অনুসন্ধান করিবার জন্য স্থ্রীম-কোট প্রথম অধিবেশন করেন। ইহার পূর্ল দিবদে (অর্থাৎ ১৯ এপ্রেল ১৭৭৫) যে ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহার স্থল মর্ম্ম এই—উপরোক্ত কমল উদ্দিন বেলা প্রায় নয় ঘটকার সময় উদ্ধানে হাঁফাইতে হাঁফাইতে গবর্ণর সাহেবের বাটাতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের অধীনে হিজলীর নূন গোলার ইঙ্গারদার ছিল। সামান্য অবস্থা হইতে মহারাজা নলকুমারের অনুকল্পায় ও সহায়তায় এই ব্যক্তি যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে—তাঁহারই অনুগহে নবাব জাফর আলির দরবার হইতে "আলি খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হয়। কমল নিজ মুথেই স্বীকার করিয়াছে—"মহারাজ নলকুমার আমাকে বাল্যাবস্থা হইতেই পালন করিয়া আসিয়াছেন—পরে মধ্যে তাঁহার সহিত অবনিবনাও হওয়াতে আমি তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করি।"

যাহা হউক এই কমল উদ্দিন গবর্ণরের বাটীতে এই প্রকার ভাবে উপস্থিত হইরা তাঁহাকে বলে যে, "মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ ও ফাউক সাহেবরয় তাঁহার (গবর্ণরের) বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করিতেছিলেন, তথায় আমাকে সেই বিষয়ে লিপ্ত করিবার জন্য জবর্মদন্তিতে আমার নিকট হইতে ছই খানি আরজী লিখাইয়া লইয়াছেন ও তাহাতে আমার স্বাক্ষর করাইবার জন্য আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া বল প্রয়োগও করিয়াছেন। আমি এই মাত্র তাঁহাদিগের হাত ছাড়াইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইন্যাছি। দোহাই লাট সাহেব আমি কিছুই জানি না, দোহাই কোম্পানী আমি এই বিষয়ের বিচার প্রার্থনা করি।" কমল উদ্দিন আলি খাঁ সাহেব এই প্রকারে করুলার ভাষায় তাহার কাহিনী শেষ করিল। গবর্ণর সাহেব তাহাতে গলিয়া গেলেন। তিনি কমল উদ্দিনকে বলিলেন "আমার নিকট এক্ষণে এ বিষয়ের কোন বিচার হইতে পারে না।

তুমি বোধ হয় জান—কোম্পানী স্থবিচার দিবার জন্য এক "বড় আদালত" (Supreme Court) স্থাপন করিয়াছেন, দেইস্থলে তুমি বিচার প্রার্থী হইলে তোমার আশা পূর্ব হইবে।" হেটিংস সাহেব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিবে, এ অভিনয়ের জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্থতরাং কমলকে তাহার সমস্ত অভিযোগের সহিত একথানি অনুরোধ লিপি দিয়া তাঁহার প্রিয় সহাধ্যায়ী ও বন্ধ্ সার ইলাইজা ইম্পি সাহেবের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। একটি কথা বলিয়া রাখি—এই সময়েই কৌজিলে নন্দকুমার কর্ত্বক গ্বর্ণরের বিক্লছে অভিযোগ উপস্থিত হই-য়াছিল ও এ সম্বন্ধে ভয়ানক হলস্থল চলিতেছিল।

কমল উদ্দিন গাঁ এই প্রকারে বিচার প্রার্থনায় নাছোড়বালা হইয়া ইম্পি সাহেবের বাটাতে উপস্থিত হইল। তখন অপরাহু হইয়া আসিয়াছে, সে দিন স্কতরাং
কিছুই করা হইল না। ইম্পি সাহেব আদ্যোপান্ত অভিযোগটি স্থির কর্ণে শুনিলেন ও
সেই দিবস সন্ধার পরে, তাঁহার সহযোগী প্রাতাদিগকে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইতে
লিখিলেন। সন্ধার পর সহযোগী প্রাতারা উপস্থিত হইলে—প্রধান বিচারপতি কমলের অভিযোগ গ্রহণার্হ বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের সকলের সম্মতি অন্থসারে সেই দিবস রাত্রেই কয়েকথানি আদালতের সহীনোহর সম্বলিত পত্র লিখিয়া
গ্রন্থর সাহেব—মহারাজ নলকুমার, রায় রাধাচরণ, রাজা রাজবল্লভ, ভানসিটার্চ, বারওয়েল ও জোজেফ্ ফাউক প্রভৃতিকে পর দিবস প্রাতে তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইতে
লিখিলেন। পর দিবসে তাঁহারা তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলে জোবানবলী
লওয়া হইল। ইহার পরে স্প্রীমকোর্টে প্রকৃতত্বপে মোকর্জামার বিচার আরম্ভ হইল।
স্প্রীমকোর্টে কমল যে জোবানবন্ধী দিয়াছিল, তাহা বিশেষ কৌত্হলকর বলিয়া আমরা
তাহার সংক্ষেপ মর্ম হইতেই পাঠকক্ষে চক্রান্ত অপরাধের মূল ঘটনাটি দেখাইব। কমল
উদ্দিন \* স্প্রীমকোর্টের সন্মুখে বলিতেছে—''আমি চৈত্র মানে আমার পুত্রের বিবা-

<sup>\*</sup> কমল উদ্ধিন কি প্রকার সত্যবাদী, তাহা নিম্ন লিখিত কারণগুলি হইতেই প্রমাণ হইবে। প্রথম কারণ এই—স্বয়ং হেষ্টিংস প্রথমে তাহার উপর আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু Col. Macleancক বিলাতে লিখিতেছেন—"Mr. Graham knows the character of Kamaluddin—I do not: but do not suppose that he is possessed of a preternatural spirit of constancy or of integriy. I can hardly expect therefore that he will hold out to the next Assizes." (Hastings to Messrs. Graham and Maclean, Dated F. W. 29th April.) দ্বিতীয় কারণ এই—তাহার অভিযোগ মিথা। বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। তৃতীয় কারণ এই—উদার-চেতা, স্বাধীন প্রকৃতি স্বয়ং জ্বোরেল সাহেব তাহাকে, "infamous creature" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চতুর্থতঃ—এই চুক্রান্ত অভিযোগ ইহার পূর্ব বৎসরের ডিসেম্বরে এই কমল উদ্ধিন কর্ড্ক আনীত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ প্রমাণাভাবে মিথা। বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

হের জন্য মহারাজের নিকট তিন হাজার টাকা কর্জ করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে মহারাজ নক্কুমার আমায় বলিলেন "কমল! তুমি কি শুনিয়াছ যে আমি প্রকাশ্যভাবে গ্রথবের বিক্লমে "বরামদের" অভিযোগ আনিয়াছি"। আমি উত্তর করিলাম—"হাঁ মহারাজ তাহার কতক কতক অবগত হইয়াছি বটে"। তিনি বলিলেন "গ্রেহাম সাহেবের সহিত আমার ভয়ানক শক্রতা, ইহার পর গ্রণ্রও আমার শক্র হইয়া উঠিলেন, তিনি একদিন বিনা কারণে উত্তেজিত হইয়া (গ্রেহামের মন্ত্রণায় ?) আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন ও আমার যথাসাধ্য অনিষ্ঠ করিবেন विनयां ७ जर तम्थारेतन । जामि निक्नाम रहेना काउँक मारहरवत मञ्जाम ७ कर्डवा বোধে, অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহার (গবর্ণরের) বিরুদ্ধে "বরামদ" দাখিল कतिलाम। आगात निष्कत निक्छे इटेएज वा मिनिटनश्मत निक्छे इटेएज शवर्गत य সমস্ত টাকা লইয়াছিলেন, তাহার কথা এই বরামদে উল্লিখিত আছে। আমার বিখাস এ সম্বন্ধে আমি গবর্ণরকে সমাক দোষী প্রমাণ করাইয়াছি—তুমি কি বল ?" আমি উত্তর করিলাম "মহারাজ এ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ভালই করিয়াছেন। किछ এकটা कथा এই—জগতের লোকে পরে বলিবে যে মহারাজ নক্তুমারের ন্যায় এক জন বড় লোকে এই দামান্য অর্থের জন্য এই প্রকার অভিযোগ আনিয়াছিলেন। ইহা বড়ই লজার কথা।" মহারাজা ইহা গুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"দে কথা যাক কমল — তোমার টাকার জন্য একথানি খত সহী করিয়া দাও, আমি টাকা দিতেছি।" আমি প্রতিজ্ঞাপত্র সহী করিলাম ও টাকা লইয়া চলিয়া আসিলাম।"

"ইহার কিয়দিবস পরে, থালসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব বলিয়া ভয় দেথাইবার জন্য আমি ছই থানি আরজী লিথিয়া মহারাজ নন্দকুমারের কাছে পাঠাইয়া৽ দিলাম। রাধাচরণের হাতে আরজী ছই থানি দিয়া তাহার মর্ম মহারাজকে ব্রুথইয়া দিতে বলিলাম। রাধাচরণকে আরও সেই সময়ে বলিলাম—"আপনি এই আরজী ছথানি এক্ষণে রাথিয়া দিন, ইহাতে য়াহা লিথিয়াছি তাহার মধ্যে মিথ্যা কথা অনেক আছে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে ভয় দেথাইবার জন্য এইরূপ করিয়াছি। যদি ভবিষ্যতে আবশ্যক হয়, তবে সত্য ঘটনাপূর্ণ আরজী লিথিয়া দিব ও কার্য্য শেষ হইলে মহারাজ নন্দকুমারকে ৪০০০, টাকা ও আপনাকে ২০০০, টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ জাহাকে ১০০০ টাকার মেহর নজর দিলাম। ইহার পর বাটীতে ফিরিয়া আদিলাম।"

"তাহার পরদিন পুনরায় মহারাজার রাটীতে গেলাম—তিনি দেওয়ান খানায় বিসিয়াছিলেন—আমায় দেখিয়া বলিলেন "কমল কাল রাধাচরণের নিকট তুমি তৃই-খানি আরজী রাখিয়া গিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি, তুমি কেন একেবারে সেই আরজী কৌন্সিলে পেশ্কর না? আমি জেনারেল সাহেবকে তোমার জন্য অমুরোধ করিব। ইহাতে বিনা ক্রেশে তুমি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে টাকা কড়ি বুঝিয়া পাইবে। আমিও গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকিয়া এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিব। আর একটা কথা—রাধাচরণের সঙ্গে গিয়া তুমি ফাউক সাহেবের সহিত পুনঃ সন্দিলিত হওনা কেনু? তাঁহার সহিত তোমার পুর্বে মনোমালিন্য দ্র হইয়া গেলে তিনিই হয়ত জেনারেল ফ্রান্সিন্ ও কর্ণেল সাহেবকে তোমার জন্ত অনুরোধ করিতে পারেন। তিনি তোমাকে পুর্ণিয়ার পূর্বে কথিত চাকরীও করিয়া দিতে পারেন। আমি বলিলাম, "আপনার সহিত গিয়া আমি তাঁহার নিকট পুনঃ শ্লিলিত হইতে ইচ্ছা করি। যাহা হউক আজ আমি যাইতে পারিব না, কাল রাধাচরণ বাবুর সহিত ফাউক সাহেবের বাটীতে যাইব।'' তৎপর দিনে আমি কথামত রায় রাধাচরণের সহিত ফাউক সাহেবের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

"আমি তাহার পর দিন রায় রাধাচরণের সহিত ফাউক সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দ্বিতলের বারাগুায় ফাউক সাহেব কৌচের উপর শয়ন করিয়া কি পুস্তক পড়িতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বদিতে বলিলেন, আমিও প্রথামত তাঁহার নিকট নজর ধরিলাম, তিনি তাহা একবার মাত্র স্পর্শ করিলেন। ইহার পর রাধাচরণের সহিত তিনি কাম্রার মধ্যে প্রবেশ ক্রিলেন। ফিরিয়া আংসিয়া আমাকে ফাউক সাহেব আতর, গোলাব জল ও পান দিলেন—এবং বলিলেন "কমল আমি মহারাজার भूष তোমার অনেক স্থগাতি ভনিয়াছি, মহারাজ। তোমাকে যাহা করিতে বলেন, তাহা করিলে তোমারই ভাল হইবে। আমি তাহা হইলে তোমাকে পুর্ণিয়ার চাকরী করিয়া দিব ও অন্যান্য বিষয়ে তোমার আরও স্থবিধা করিয়া দিব।'' আমি সে দিন একথার কোন প্রকার উত্তর না দিয়া বাটী ফিরিয়া আদিলাম। আমার কাজ কর্ম এই সমরে বড় মন্দ হইরা গিরাছিল, স্কুতরাং আমি ইহার পর ছই দিন আর বাটীর বাহির হইলাম না। তৃতীর দিবসের সন্ধ্যাকালে মহারাজার বাটীতে গেলাম। আমি বলিলাম "কল্য আমার কোন বিশেষ কাজের জন্য হুগলী যাইতে হইবে, আমি তজ্জন্য অদ্য মহারাজের নিকট বিদায় লইতে আদিয়াছি।" মহারাজা বলিলেন "তুমি গত অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাদে যে আরজী গবর্ণরের সরকারে দাখিল করিয়াছিলে, তাহা আমায় দিয়া যাও।'' মামি বাটীতে কিরিয়া গিয়া যতদুর মনে ছিল সেই আরঞ্জীর একথানি থসড়া করাইলাম, সেই থদড়ার উপর আমার মোহর করিয়া তাহা মহারাজাকে দিয়া গেলাম। ইহার পর আমি হুগলী হুইতে ফিরিয়া আদিলাম, কলিকাতায় আদিয়া শুনি-लाम-नमन डेम्पिन आमात इहेगा शकारशादिन निश्दहत महिल ममछ शालमान मिछी-ইয়া রাথিয়াছে। আমি মহারাজা নলকুমারের নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম ও আমার আরজী তুই খানি ফেরত চাহিলাম। তিনি এঁতত্ত্তরে বলিলেন— "তোমার দহিত টাকার সম্বন্ধে যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তদম্যায়ী কার্য্য

করিলে আরজী ফিরাইয় দিব।" আমি বলিলাম "গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট ছইতে আমার প্রাণ্য টাকার এক কপর্দ্দকও পাই নাই, পাইলে আপনাকে প্রতিজ্ঞামত অর্থ প্রদান করিব।" আমি আরও বলিলাম—"যদি ইহাতে আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি রসীদ বা থত লিখিয়া ইহার যথার্থতা দেখাইতেছি।" মহারাজা এই সময়ে বলিলেন—"সে আরজী আমার নিকটে এক্ষণে নাই—রাধাচরণ আমার অজ্ঞাতসারে তাহা ফাউক সাহেবকে দেখিতে দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আমি আপনাকেই আরজী দেখিতে দিয়াছিলান—ফাউক সাহেবের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।"

আমি ক্ষুদ্ধ চিত্তে এই সমস্ত কথা বলিলে মহারাজা আমায় বলিলেন—"কমল ইহাতে তঃথিত হইও না। ফাউক সাহেবের নিকট তোমার আরজী থাকাতে কোন ক্ষতি নাই। তুমি একটা কাজ কর না কেন—তাহা হইলে আরজী ফিরাইয়া দিব—ফাউক সাহেবের বিরুদ্ধে গবর্ণরের মন্ত্রণাক্রমে যে আরজী থানি তুমি লিথিয়াছিলে, তাহার সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়া দাওনা কেন "আমি গবর্ণরের ও গ্রেহাম সাহেবের উত্তেজনায় এই প্রকার আরজী লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এরূপ করিলে ফাউক সাহেবও তোমার উপর বথেষ্ট সম্ভুষ্ট হইবেন ও তোমাকে পুর্ণিয়ার কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।" আমি তথন কিছ না বলিয়া অনন্যোপায় হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আবার মধ্যাত্নে গিয়া মহারাজার সহিত দেখা করিয়া একথানি লিখিত আরজী তাঁহার হত্তে দিলাম। তিনি পালী হইতে নামিয়া দরখান্ত পড়িতে পড়িতে উপরে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি বলিলেন-এথানি ভাল হয় নাই, পুনরায় লিখিতে হইবে। অদ্য সন্ধ্যাকালে তুমি আমার বাটীতে তোমার মুন্সীকে লইয়া আসিও। আমি রোষ ভরে সেই আরজী থানি ছিল্ল করিয়া চলিয়া আদিলাম। সন্ধ্যার সময় নিজের মুক্সী লইয়া গেলাম'। মহারাজের মুন্সী দোমান সিংও সেই স্থানে আসিল। একথানি থস্ডা আর্জী হইলে তাহা মহা-রাজাকে দেখান হইল। তিনি আদ্যোপান্ত পড়িয়া তাহার ছই এক স্থান নিজ হস্তে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। এই সময়ে হঠাৎ আমার উদরের মধ্যে বেদনা উপস্থিত হংল, আমি বলিলাম, "আমার বড় অস্ত্র্থ করিতেছে, আর বদিতে পারি না— আপনি পরে আরজী আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন।" আমি বাটী চলিয়া আসি-লাম। রাত্রি একপ্রহরের সময় জামার মুন্সী ও মহারাজার ভূত্য দেখ ইয়ার মহম্মদ আমার বাটীতে আসিল। ইয়ার মহম্মদ বলিল, মহারাজা নন্দকুমার এই দর্থান্তে শীলমোহর করিবার জন্য তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। আমি ইয়ার মহম্মদকে বলিলাম, তোমার মহারাজার সহিত আমার এমন কোন লেখা পড়া নাই যে আমাকে এই আরজী সহী করিতে হইবে, আমি এরপ করিব না। ইয়ার মহম্মদ একথা গুনিয়া চলিয়া গেল। প্রদিন আমি ফাউক সাহেবের বাটীতে গেলাম। দেখিলাম রায় রাধা-চরণ ফাউক সাংহবের পুত্র ফ্রান্সিস্ সাহেবের ঘরে বসিয়া আছেন। আমি গিয়া কাছে

বিদিলাম রায় রাণাচরণ বড় ফাউক সাহেবের ঘরে উঠিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমি যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরে আসিলেন। এমন সমরে অকুর মানা আসিয়া আমায় বলিল বড় ফাউক সাহেব তোমায় ডাকিতেছেন। আমি তাহার সঙ্গে গেলাম।

সাহেব বিছানায় শুইয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্মুথে এক কেদারায় উপবেশন করিলাম। ফাউক সাহেব আমাকে প্রথমে নানাবিধ মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিলেন। তৎপরে আরজীথানি বালিবের নিম হইতে বাহির করিয়া তাহা শীল করিবার জন্ম আমার অনুরোধ করিলেন। এই সময়ে ফাউক সার্হেবের ছুই জন ফিরিঙ্গি খানসামা, ও বাঙ্গালী ভূতা দেই স্থানে উপস্থিত ছিল। আমি বলিলাম, মহারাজার সহিত আমার अभन कान वत्नावस रय नारे त्य, जाहात्ज वाधा हहेया आभाव भीन कतित्ज हहेत्व ? कां छेक नारहर कुछ इहेबा बिक्काना कदिरानन—"मत्रथारल र्य "भतीर পর ওয়ার আদালত গুস্তার" কথাগুলি লেখা আছে, কাহার উদ্দেশে ঐগুলি লিখিত হইয়াছে" ? ফাউক সাহেব ভয়ানক রাগিয়াছেন দেখিয়া আমি গলায় কাপড় দিয়া অনুনয়ে সাহেবকে বলিলাম—"ধর্মাবতার আমি গরীব লোক, আমাকে এই প্রকারে নষ্ট করিলে আপ-নার কি ইষ্ট লাভ হইবে ৷ আরজীতে যাহা লেখা আছে তাহা সমস্ত মিথাা, আমি উহাতে শীল সংযোগ করিতে পারিব না।" ফাউক সাহেব এই সময়ে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে একথানি বই তুলিয়া লইলেন \* ও আমাকে "কুতাকা বাচ্ছা'' ইত্যাদি নানাবিধ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে লাগিলেন। আমি আর সহু করিতে না পারিয়া আরজী দহী করিতে স্বীকৃত হইলাম। সাহেব ধীরে ধীরে বই থানি রাথিয়া দিলেন। এই সময়ে আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতেছিল। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে আরজী সহী করিলাম। সাহেব বলিলেন, এই সমস্ত লোককে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিতে দাও। আমি দ্বিকুক্তি করিলাম না। আর একথানি ফর্দ বাহির করিয়া তিনি বলিলেন ইহাতে সহী কর। সেই ফর্দে লেথাছিল "আমি বারওয়েল সাহেবকে তিন বৎসরের মধ্যে ৪৫০০০ টাকা, গবর্ণরকে উপহার স্বরূপ ১৫০০০ টাকা, ইদিয়া জন্পকে (ভান্ সিটার্ট সাহেবের পার্সী নাম) ১২০০০, রাজা রাজবল্লভকে ৭০০০, ও কাস্ত বাবুকে ৫০০০ টাকা দিয়াছি।" তিনি দফায় দফায় টাকাগুলি পডিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—অমুককে অমুক টাকা দিয়াছ কি না ? আমি "হাঁ" দিয়া গেলাম ও ফর্দে সহী করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিলাম। সিঁড়ির নীচে সমসের বে<sup>গের</sup> সহিত আমার দেখা হইল। সমদের বলিল তুমি কাঁপিতেছ কেন ? আমি বলিলাম ফাউক সাহেব আমার উপর অভায় জ্বরদক্তি করিয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন।

<sup>\*</sup> বইথানির নাম "Churchill's Voyages."

এই সময়ে রায় রাধাচরণ ও ছোট ফাউক সিঁড়ির বারান্দার উপর হাসিতে হাসিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেথিয়া বলিলাম, আপনার পিতা বলপূর্লক যে আরজী গুলি আমায় জ্বরদন্তিতে দহী ক্রাইয়াছেন, তাহা আমায় প্রত্যর্পণ করুন, নচেৎ আমি কৌন্সিলের সমক্ষে এজন্য নালিশ করিব। ফাউক সাহেব আমায় দ্রাঁড়াইতে বলিয়া পিতার কাছে গেলেন। ফিরিয়া আদিয়া একতাড়া কাগজ দেখাইয়া বলিলেন ইহার ভিতর তোমার সমস্ত আরজী আছে, কাল সকালে এখানে আসিও, মহারাজা এখানে ঐ সময়ে আদিবেন—তথন তাঁহার,ও তোমার ইচ্ছামত আরজী ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আমি নিরুপায় হইয়া গতে ফিরিয়া আসিয়া সদর উদ্দিনের বাটাতে গিয়া তাহাকে এই সমন্ত কথা জ্ঞাপন করিলাম। তাহার পর সদর উদ্দিনকে বলিলাম যদ্যপি ফাউক সাহেব আমাকে এই সমস্ত আরজী ফিরাইয়া না দেন, তবে কল্য ভূমি ভানসিটার্ট ও বারওয়েল সাহেবকে এই সকল কথা জানাইও। আমি সন্ধ্যার সময় মহারাজা নন্দকুখারের বাটীতে গেলাম। মহারাজা তথন কোন গোপনীয় কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বাহিরে আদিয়া দেওয়ানখানায় বদিলে আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলাম। তিনি ফাউক সাহেবের এই প্রকার ব্যবহারে অতিশয় কুদ্ধ হইয়াছেন-এরপ ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে ফাউক সাহেবের বাটীতে গেলাম। উপরে না উঠিয়া সিঁজির নীচে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে দেথিলাম মহারাজা ও রাধাচরণ নীচে নামিয়া আসিয়া পান্ধীতে প্রবেশ করিলেন। আমি মহারাজাকে বলিলাম আপনি আমার উপায় কি করিলেন ? তিনি বলিলেন অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম – ফাউক সাহেব কোন মতেই আমার কথা গুনিলেন না। মহারাজা পানীতে উঠিয়া প্রস্থান করিলে আমি নিরাশ হইয়া, ভয়াকুল্টিতে, "দ্যোহাই কোম্পা-নীর আমি কিছুই জানি না, ফাউক সাহেব, মহাধাজা ও রাধাচরণ এই প্রকার জবর-দস্তিতে আমার নিকট হইতে এই প্রকার "বরামদ" । লিথাইয়া লইয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতেও যন্ত্রণার চোটে পায়জামা ছিড়িয়া থণ্ড বিথণ্ড করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে দৌড়াইয়া আদিলাম। ইয়ার মহম্মদ ও নীলু দিং আদিয়া আমার হাত ধরিল। আমি জোর করিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পান্ধীতে উঠিলাম। রাজা রাজবল্লভের তোষাথানার কাছ বরাবর আসিয়া দেখি যে তথনও আমার লোকেরা ফাউক সাহেবের ও মহারাজার লোকের সহিত বচসা ক্রিতে করিতে ছুটতেছে। আমি গবর্ণরের বাটীতে আদিয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলাম, পরে গরিব পরওয়ার আদালতে গিয়া বিচারকদের সম্মুথে নিয়মিতরূপে অভিযোগ করিলাম"। চক্রাস্তটি কি-পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহা যে কতদূর সত্য ও সারগর্ভ তাহা বিচারেই

<sup>†</sup> বড় লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগের নাম "বরামদ"

প্রকাশ পাইয়াছে। মহারাজ ন'লকুমার, ফাউক ও রায় রাধাচমণ সকলেই এই মোকদামায় নির্দোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হন —ও কমল উদ্দিন মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে ও এইখানেই এই মোকদামার শেষ হয়।

#### জাল অপরাধ।

১৭৭৫ খৃঃ অন্দের ৬ই মে তারিখে মহারাজ নলকুমার—মোহন প্রদাদ, কমলউলিন, ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির সাক্ষোর জালের জালকারী বলিয়া সহসা গত ও কারা নিক্ষিপ্ত হয়েন। চক্রান্ত মোকর্দামায় কমলউদ্দিন যেমন সহসা গিয়া প্রথমে গবণরকে, ও তৎপরে স্কুপ্রীম কোর্টের জজেদের তাহার অভিযোগ বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল, এ মোকর্দামায় মোহনপ্রসাদও তদ্রুপ করিয়াছিল। জজ লিমেন্টার এই সময়ে ব্যাহনতে of the Peaceএর কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার নিক্টেই মোহনপ্রসাদ শেগমে বিচার প্রার্থী হয়। ইনি এবং হাইড সাহেবই চিফ জ্প্তিসের সহিত প্রাম্শ করিয়া মহারাজা নল কুমারের জাল অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সহস্ফ কারাত হকুম প্রদান করেন। \*

বাল্য কাল হইতে আমরা শুনিরা মাদিতেছি মহারাজ নক্কুমার জাল অপ্রাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণ দণ্ডে ₹ণ্ডিত হন। কিন্তু দেই বহস্মর জাল অপ্রাধটি যে কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ংপ্রভাগ বালাকী দাস পে নামক কলিকাতার ও মুরশীদাবাদের একজন স্থাসিদ্ধ বিণিক ইংলোক পরিত 'গ করেন। মরিবার পূব্দে বালাকা সীয় স্ত্রী, কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পদ্মমোহন দাস নামক এক নিকট সম্পর্কীয় আগ্নীয়ের উপর সমর্পণ করিয়া মহারাজা নিক্র্যারকে অন্তরোধ করেন, "আমার অবর্ত্ত্যানে আপনি আমার স্ত্রী কন্যাদিগের সংবাদাদি লইবেন ও আমায় বেমন বরাবর অন্তর্গহ করিয়া আসিয়াছেন, ইহাদিগকেও তদ্রপ করিবেন।" বালাকী একথানি উইল করিয়া গেলেন; এই উইলের স্বভান্যাকী গলামিছ্ ও তাঁহার ভাতা হিন্ধুলাল ট্রী বা তত্ত্বাবধারক্রপে নিযুক্ত হইলেন। পদ্মমোহন দাস এই উইলের বলে বিষয়ের সহিত সংলিপ্ত সমস্ত অনাদায়ী টাকা আদায় করিবেন, তাহার উপর বিবেচনান্ত্রদারে কমিশন পাইবেন। এতদ্বাতীত তিনি বালাকীর অন্যান্য সমস্ত ক্ষিক্ত্রের ভার পাইলেন। সম্পত্তির অব্

<sup>\*</sup> জাল মোকর্দানায় যে সমন্ত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া জজেরা. মহারাজাকে অভিযোগার্হ বিবেচনা করিয়া কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা দেন, তাহার কোন Record নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই, চক্রাস্ত মোকর্দ্ধানাগুলি অতি সামান্য হইলেও তাহার সম্বন্ধে এইরূপ Preliminary Record আছে, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ জাল মোকর্দ্ধার প্রথম বিচারের কোনমাত্র ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহাতে কি সন্দেহ উপস্থিত হয় না?

শিষ্টাংশ তাঁহার বিধবা পত্নী কন্যার মধ্যে ও অন্যান্য দাতব্য ও দৈবকার্য্যে তাঁহার নির্দেশ মত বিভাজিত হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। উইল করিবার পূর্ব্বে বালাকী পদ্মমোহন দাসকে স্বীর বিষর কর্মের আমমোক্রার নিযুক্ত করেন ও মোহনপ্রসাদ এই সময়ে পঙ্গাবিষ্ণুর ইচ্ছাত্মসারে তাঁহার মোক্রার নিযুক্ত হন। মোহনপ্রসাদের এই প্রকারে নিযুক্ত হওয়ার কথা বালাকীর উইলে উল্লিখিত আছে। উইলথানি আদ্যোপান্ত উদ্ভূত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতে ইচ্ছাছিল—কিন্ত স্থান সংক্ষেপ বলিয়া তাহাতে বিরত হইলাম। বালাকীর মৃত্যুর পর চির-প্রচলিত প্রথা মত, তৎকালীন "মেয়র কোর্টে" তাঁহার উইলের "Probate" লওয়া হইল (৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৯)।

বালাকীর সম্পত্তির অধিকাংশই বাহিরে পড়িয়াছিল—কোম্পানী তাঁহার নিকট প্রায় তুইলক্ষ টাকা ধারিতেন। তিনি উইলে যে সমস্ত আদেশ প্রদান করিয়া গিয়া ছিলেন –তাহা স্কৃষিদ্ধ হওয়া অনেকাংশে এই টাকা আদায়ের উপর নির্ভর করিত। মহারাজ নল চ্যার তাঁহার প্রধান মুক্তবির বা Patron ছিলেন। বালাকী মৃত্যুর পূর্বেই ভাহাকে এই টাকাগুলি গবর্ণর সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য অন্থ-রোধ করেন। কিন্তু কার্যা গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় াতি মাস পরে মহারাজ ননক্ষমার, পলবোধন দাস ও গলাবিফুকে সঙ্গে লইয়া বেলভেডিয়ারে (বর্তুমান বেলভেডিয়ারের ঠিক পশ্চাতেই) গবর্ণর সাহেবের বাটীতে উপ-ন্তিত হন। এই স্থান মহারাজ নন্দকুমারের সহায়তায় টাকাগুলি প্রধানতঃ নোট এবং কোম্পানীর কাগজেল দারা আদায় করিয়া গঙ্গালত পদ্মোহনকে এই টাকাগুলি বালা-কীর বিধবাকে প্রদান করিতে উপদেশ দেন। বালাকীর বিধবা পত্নী এই অসম্ভাবিত অভুগ্রহে আপাায়িত হইয়া কুত্ত চিত্তে বলিলেন—''মহারালা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, বলিতে গেলে তাহার ঘারাই আনার' এই প্রচুর অর্থাগম হইল, স্থুতরাং দর্কাণ্ডে আমি তাঁহার সহিতই মৃত্যাদার দেনা পাওনা পরিশোধ করিব—ইহার পর অন্যান্য মহাজনদিগের সহিত তদ্ধপ করা হইবে।" বালাকীর বিধবার এই কথাই ভাঁহার তত্ত্বাবধারকেরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিলেন ও সর্বাত্তে মহারাজার দেনা পরিশোধ জনা তাঁহার বাটীতে গ্মন করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে পদ্মনোহন দাস —গঙ্গাবিষ্ণু মোহনপ্রসাদ ও ক্ষজীবন দাস (মূহুরী) কে দঙ্গে লইয়া মহাবাজার বাটাতে উপৃত্তিত হইলেন। বালাকী তাঁহার নিকট যে টাকা ধারিতেন, তৎপরিবর্ত্তে জামিনস্বরূপ প্রয়োজন মত থত বা তমস্থক দিয়াছিলেন। এই দকল তমস্থকের দেনা পরিশোধ করিয়া বালাকীর তাক্ত সম্পত্তিকে দায় মুক্ত করাই এই আগমনের উদ্দেশ্য। মহারাজা—গঙ্গাবিষ্ণু ও পদ্মনাহন দাসকে কয়েকথানি দলিল বা তমস্থক প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার একথানি ১০,০০০ টাকার ও নাগরীতে লিখিত, একথানি পট্টক ও আর তিন থানি পার্সী তমস্থক। ইহার মধ্যে একথানি

পারসী তমস্থক ৪৮০২১ টাকার হইবে। ইহা ভিন্ন "দরবার খরচা"র \* জন্য প্রায় ৩৫০০০ হাজার টাকার ত্রইখানি বিল দেখান হইল। 'দরবার খরচা'র এই বিল ত্রখানি দেখাইবার প্রধান কারণ এই যে উল্লিখিত টাকাগুলি আদায় করিতে গবর্ণর সাহেবকে' প্রায় ৩৫০০০ টাকা ঐ বাবদে দেওয়া হইয়াছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের দাবি অনুসারে বালাকী দাসের অন্যতম উত্তরাধিকারীরা, পদ্মমোহন দাস ও তত্ত্বাবধারক গঙ্গাবিষ্ণু উল্লিখিত তমস্থকগুলি ফিরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্তে তাঁহাকে সেই দলিলের তুল্য মূল্যের কয়েকখানি কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিলেন। বালাকী দাসের মূত্রী ক্ষম্ব জাবন দাস এই কাগজগুলি 'ধাতায় জমা করিয়া মহারাজার কর্ম্মচারী চৈতন্যনাথের হস্তে দিল। মহারাজা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল ভাবিয়া উল্লিখিত তিনখানি পারসী তমস্থকের (চলিত প্রথান্মসারে) মাথা ছিড়িয়া বালাকীর কর্ম্মচারীদের অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বিনা আপত্তিতে ও বিনা সন্দেহে সেইগুলি ফিরাইয়া লইয়া দম্বর মত কাজ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই কয়েকথানি ছিল্ল শীর্ষ তমস্থকের মধ্যেই একথানি জাল তমস্থক বলিয়া পরে উল্লিখিত হয় ও ইহার জন্যই ভবিষ্যতে মহারাজা নন্দকুমার বীভৎস চক্রান্ত বেষ্টিত হইয়া ইহলোক হইতে অপস্তত হন। আজ্ঞ এই ছিল্ল শীর্ষ পারসী তমস্থকথানি হাইকোর্টের অন্ধতমসারত প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কৌতুহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে তাহা একদিন দেখিয়া আসিতেও পারেন।

পদ্মমাহন, গঙ্গাবিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই বিনা আপত্তিতে ও বিনা সন্দেহে সেই খত গুলি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রভ্যাবর্ত্তন করিলেন। এইগুলির সম্বন্ধে ষদ্যপি এই সময়ে কোন প্রকার সন্দেহ তাঁহাদের মনে উদিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সাধ্যমতে তাহার প্রকৃত কারণান্তসন্ধান করিতেন। কেহ কেহ বলেন পদ্মমোহনের—মহারাজা নন্দকুমারের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া এইগুলে বিশ্বাস্থাতকতা করা অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বালাকীর বিধবা পত্নীর ন্যায় পদ্মমোহন দাসেরও এই আদায়ী টাকার উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের উভয়েরই এই সমস্ত অনাদায়ী টাকা আদায় হইলেই লাভ আছে। বালাকীর উইলাত্সারে সমস্ত দেনা পত্র বাদে বিধবা উইলের স্বত্বাত্মারে তাঁহার নিজ অংশ ও পদ্মমোহন দাস উদ্বৃত্ত টাকার উপর শত-

<sup>\* &</sup>quot;Durbar Expenses" বা "দরবার থরচা" শব্দের একটি গৃঢ় অর্থ আছে। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে বড় বড় রাজ কর্মচারীরা গোপুনে গোপনে যুষ থাইতেন ও কথন কথন প্রকাশ্য নজরাদি লইতেন। কোম্পানির সহিত কোন বিশেষ কার্য্য শেষ করিতে হইলে তাঁহাদের কর্মচাবীদের পূজা না করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধি হইত না। এই প্রকারে বড়লোকের সহায়তা লইবার জন্য যে টাকা প্রদান করা হইত, তাহাকে "দয়বার খয়চা" বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

করা পঁচিশ টাকা ও কোন কোন হলে দশ টাকা কমিশন পাইবেন। কোম্পানীর নিকট হইতে আদায়ী টাকার উপর তাঁহার দশ টাকা কমিশন বরাদ ছিল। এ প্রকার স্থলে যে পরিমাণে টাকা দেনা প্রভৃতি বাদে বিষয়ের সম্বন্ধে উদ্ভ হইবে, তাহা হইতেই তিনি উপযুক্ত কমিশন আদায় করিয়া লইবেন। নলকুমারকে,যে সমস্ত টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহার উপর এই প্রকারে ১٠১ হিঃ কমিশন ধরিলে পদ্ম-মোহনের প্রায় চৌদ্দ হাজারের উপর টাকা পাওনা হয়। এ প্রকার স্থলে আপনার লাভের ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত ক্রিয়া মহারাজা নন্দকুমারের সহায়তা করা পদ্মমোহনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অন্য কারণ এই—পদ্মমোহন দাস বালাকীর পরমান্মীয়, বিশেষ তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। স্নতরাং এ প্রকার স্থলে সামান্য লাভের প্রত্যাশায় কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ বা বিশাস্থাতকতা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ছংথের বিষয় এই, জাল অপরাধের বিচারের সময় পদ্মোহন জीविত ছিল না। পল্নমোহনের জীবিতাবস্থায় এই অভিযোগের বিচার হইলে আমরা হয়ত প্রকৃত ঘটনাটি বুঝিতে পারিতাম। পল্লমোহনের সহিত মহারাজার এ সম্বন্ধে বে কোন বড়বন্ত ছিল না, তাহার অন্য প্রমাণ এই—শতদিন পদ্মমোহন জীবিত ছিলেন, তত-দিন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেই সিবিল কোর্টে মহারাজা নলকুমারের নামে ক্ষতিপুরণের জন্য প্রথম নালিশ রুজু করা হয়।

বালাকীদাদের বিধবা যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন এই তমস্থকের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে কেহ সাহস করেন নাই। কোম্পানীর নিকট হইতে আদায়ী টাকার মধ্যে উল্লিখিত সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া কেবলমাত্র ৬০০০০ বাট হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিল। যদি থতথানি প্রকৃত পক্ষে জাল হইত বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সারগর্ভ সন্দেহ হইত, তাহা হইলে বালাকীদাসের উত্তরাধিকারীরা ও টুষ্টারা কথন বিনা আপত্তিতে অতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। থতথানি যে প্রকৃত ছিল, এই বিখাদ দৃঢ় হইবার সারও কারণ এই—এই প্রকার গোলমাল ও সন্দেহের পরও ৩। ও বৎসর মধ্যে অতিবাহিত হইয়া গেল, অথচ এ সম্বন্ধে আদালতের সাহায় লইয়া বা অন্য কোন প্রকারে সন্দেহের মূলোৎপাটন করিয়া স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষা করার কথা কাহারও মনে উদিত হইল না। পদ্মমোহনের জীবদ্দায় তিনি নিজের হাতে খাতাপত্রে এই সমস্ত হিসাব প্রিকার করিয়া লিখিয়া ভবিষাৎ কাজকর্ম্মের গোড়া বাধিয়া দিলেন, তথন এই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য কোন অনুষ্ঠানই করা হইল না; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই এই সমস্ত পরিষার বিষয়ের মধ্যে মোহনপ্রসাদের জন্য গোল বাধিয়া উঠিল। অন্যান্য সরিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া মোহনপ্রসাদ মহা-রাজার নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল कार्या शक्नाविकृत रकान विरमय महाक्ष्णु हिन ना। मत्नर नारे विवाह रखेक

বা অন্য কারণেই হউক, গঙ্গাবিষ্ণু এ বিষয়ের জন্য মহারাজার নামে আদালতের সাহায্য লওয়ার কোন আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য ছই একজন সিরিকেরা ও উত্তরাধিকারীরা মোহন প্রসাদের উত্তেজনায় গঙ্গাবিষ্ণুকে এই কার্য্যে ব্রতী করিল। মোহনপ্রসাদের ইহাতে বিশেষ স্বার্থ ছিল—এই সমস্ত টাকা আদায় করিতে পারিলে সে শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন পাইবে—অন্যান্য সরিকদের সহিত এ বন্দোবন্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। ছই পক্ষ হইতেই তাহার লাভের আশা ছিল। এই প্রকার আন্দোলনে ভীত হুইয়া হয়ত মহারাজা তাহার সহিত কোন প্রকার বন্দোবন্ত করিতে পারেন, প্রথমে সে ইহাই ভাবিয়াছিল; স্কৃতরাং সেই আশায় পদ্মমোহনের মৃত্যুর পরে জোগাড় যন্ত্র করিয়া মোহনপ্রসাদ তৎকালীন দেওয়ানী আদালতে মহারাজার নিকট হইতে পূর্ব্বাক্ত টাকা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নালিশ উপস্থিত করিল।

এই সময়ে দেওয়ানী আদালতে Palk সাহেব নামক একজন উদ্ধৃত স্থভাব প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কোন কারণে আদালত অবমাননা ঘটাতে ইনি মহারাজা নলকুমারকে কারাগারে প্রেরণ করেন। মহারাজা একরাত্রি মাত্র কারাগারে ছিলেন এবং স্বয়ং হেষ্টিংস সাহেব ভাঁহাকে এই সময়ে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। ছঃথের বিষয় এই, জাল মোকর্দামায় যে সময়ে মহারাজা স্থপ্রীমকোটের আজ্ঞায় কারাবদ্ধ হন, সেই সময়ে তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য হেষ্টিংস সাহেব পূর্বকার মত কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সময়ে নলকুমার তাঁহার প্রধান শক্র হইয়াছিলেন—নচেৎ তিনি যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার স্থবিধা করিতে পারিতেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। \*

যাহা হউক এই সময়েও মোকর্জামার কোন চুড়াস্ত নিষ্পত্তি হইল না। ইহার পর বাউটন রুজ্ নামক একজন জজ্ দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হইলেন। বাউটন সাহেব মোকর্জামাটির কাগজ পত্র সমস্ত নাগরীতে লিখিত বলিয়া ও মূল অভিযোগের জটিল অর্থ কোন মতে সরল করিতে না পারিয়া উভয় পক্ষকেই রফা করিতে পরামর্শ দেন। সিবিল কোটে যে মোকর্জামা হইয়াছিল, তাহাতে জাল করার কোন কথারই উল্লেখ

<sup>\*</sup> এ সম্বন্ধে হেটিং দের প্রাণের বন্ধু ইম্পি স্বৃরং পার্লামেন্টের সমক্ষে এজাহার দিতে দিতে কি বলিয়াছেন—দেখুন।

<sup>&</sup>quot;It was in evidence that Mr. Palk, judge of the Adalat had confined (NandoKumer) and that it was notorious that Mr. Hastings had ordered him to be released. This is of itself was sufficient to prevent any Native inhabitant of Calcutta from commencing a prosecution against him. শেবের যুক্তির খণ্ডন আমরা পরে করিব।

ছিল না। স্থতরাং এ সময়ে এ ঘটনা এক প্রকারে মিটিয়া যায়। ১৭৭৪ অবদে স্থপীম-কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ছই চারি জন বুকোদর গোছের উকীল আসিয়া জ্টিতে লাগিলেন। শিকার অন্বেষণ তাঁহাদের প্রথম কার্যা হইল। মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের পর হইতেই হেটিংস সাহেব নন্দকুমারের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়ছিলেন। দেওয়ানী আদালতের ব্যাপার তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। স্থতরাং মোহন প্রসাদকে ডাকিয়া সেই পুরাতন ব্যাপার নৃতন করিয়া মহারাজা নন্দকুমারকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল কার্যা যথন এক প্রকার সমাধা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে মহারাজা গ্রণব্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে স্থপীমকোটে তাঁহার নামে উপযুগ্পরি জাল ও চক্রান্ত ছইটে মোকদামা আনা হইল।

মহারাজ নন্দকুমার (১৭৭৫ খৃঃ) ৬ই মে শনিবার রাত্রি দশ ঘটিকার জজেদের আজ্ঞান্থারে সহসা কারানি দিপ্ত হয়েন। তাঁহার ন্থার উচ্চপদস্থ বাক্তি সহসা এইরপে কারানি দিপ্ত হইলে দেশের লাকে অতিশয় ভীত ও আশ্চর্য হইল। জজ লিমেন্তার ও হাইড এই সময়ে জিষ্টস্ অব্ দি পিসের কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহারা মোহন প্রসাদ, কমল উদ্দিন ও অন্যান্য কয়েক বাক্তির সাক্ষ্য লইয়া মহারাজাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিতে তৎকালীন সরিফের উপর জাের পরওয়ানা দিলেন। ধ্বেই সময়ে ম্যাক্রেবি সাহেব কলিকাতার সরিফ ছিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত থাকাতে তাঁহার সহকারী টলক্ষে সাহেব মহারাজাকে জজেদের আজ্ঞান্যারে কারাবদ্ধ করেন।

কারাগারে গিয়া হিন্দু মহারাজা অন্ধ জল পরিত্যাগ ক রিলেন— সেই সর্বজাতিপূর্ণ, কোলাহলময় কারাগারে দেবার্জনা ও সন্ধ্যা আহ্নিক তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইল। তিনি পর দিবসেই তাঁহার উকীল Jarret সাহেবকে আদালতে জজেদের নিকট এই কথা জানাইতে বলিলেন। এই সময়ে Farrer নাহেব নন্দু মারের কাউ-

পরোয়ানার নকল)

<sup>&</sup>quot;To the sheriff of the Town of Calcutta and Factory of Fort William in Bengal and to the Keeper of His Majesty's Prison at Calcutta."

<sup>&</sup>quot;Receive unto your custody the body of Moharaja Nund Kumer herewith sent you, charged before us upon oaths of Mohun Persad, Kamaluddin Khan and others with feloniously uttering as true, a false and counterfeit writing obligatory knowing the same to be false and counterfeit in order to defraud the Executors of Balaki Das diceased and him safely keep until he shall be discharged by due course of Law. (Vide—Touchett's Petitions—Genl. App.)

ন্সেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন এই প্রকারে অনাহারে থাকিলে চির-স্থী মহারাজা কয়দিন টিকিবেন ? তিনি Jarret সাহেবকে নলকুমারের জন্য Habeas corpus এর প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। Habeas corpus অনুসারে সম্ভবতঃ মহারাজার অবরোধ স্থল পরিবর্ত্তন হইতেও পারে; অথবা জজেরা ইহা স্বীকার করিলে জামিন লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেও পারেন। ফারার ভাবিলেন জজেরা তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে তিনি মহারাজাকে জামিনের উপর থোলশা দিতে অথবা কলিকাতার নূতন ছর্বে কঠিন প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও শারীরিক স্বচ্ছন্দ অনেকট্য বজায় থাকিবে। ইহাতেও সম্ভবতঃ যে কোন আপত্তি হইবে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল—জজেরা তাহার প্রার্থনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। ইহার পর কি হইল, এহলে তাহার আর পুনরুলেথ করিতে চাহি না-পূর্ব্বেই ভারতীর নবম খণ্ডে এই সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছি। হেষ্টিংস সাহেব ও ইম্পি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই মহারাজার এই অদীম কারাযন্ত্রণা আইন-সঙ্গত উপায়ে উপশম করিতে পারিতেন, ইহাতে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্লাস হইত না। কিন্তু তাঁহারা কেহই তদ্রপ করেন নাই। কাস্ত বাবুকে যথন তুড়ুম লাগাইবার কথা হয়, তথন হেংষ্টিদ সাহেব "তাঁহার মানহানি হইবে"বলিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্ত ছঃথের বিষয় এই, তদ-পেক্ষা শতগুণে ধন মান সম্পন্ন, নবাবের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমারের মান রক্ষার জন্য তিনি এ প্রকার কোন কথা বলিতে চেষ্টা করেন নাই।

এই ঘটনার পর ৮ই জুন মোকর্দানার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারের প্রথম দিনেই জুরী নির্বাচন স্থারম্ভ হয়। এই সময়ে মহারাজা তাঁহার লায় সমাবস্থাপর সম্রাম্ভ দেশীর জুরীর দ্বারা বিচারিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়া তজ্ঞনা অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইম্পি সাহেব "চার্টার" ও "বিলাতী আইনরের" দোহাই দিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন। ইহার পর যে জুরী নির্বাচিত হইল, তাহারা সকলেই ইংরাজ ও ফিরিসী। তাহাদের মধ্যে এক জনও দেশীয় জুরী নির্বাচিত হয় নাই। এই জুরীর নির্বাচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই সাক্ষাং বা পরস্পরা সম্বন্ধে গবর্ণরের বা ইম্পির সহিত লিপ্র ছিলেন। স্কতরাং ইহাদের হস্তে স্থবিচারের আশা করিয়া মহারাজা কতদ্র ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক বেশ্ ব্রিতে পারেন। আজকালকার দিনেও যথন এই প্রকার পক্ষপাতপূর্ণ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়, তথন যে হি বিশৃজ্ঞালার সময়ে ইহা একটি ত্র্লভ দৃশ্য হইবে, এরূপ কথন আশা করা যাইতে পারে না। আজকাল জুরীদের মধ্যে অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী থাকিলেও যথন ইংরাজ সভ্যেরা কুসংস্কার ও জাতীয় বিদ্বেয়-পরবশ হইয়া দেশীয় অপরাধীকে অপরাধী করিতে পারিলে ছাড়েন না, তথন সেই অক্তমসার্ত বিশৃজ্ঞানপূর্ণ প্রাচীন কালে বৈ মহান

রাজা এক দল ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ান জুরীর হাতে স্থবিচার পাইয়াছিলেন, তাহা স্থপ্তে ভাবিতে পারা যায় না।

জুরীর ফোরম্যান রবিন্দন সাহেবের আচার ব্যবহার দেখিরা আমাদের মনে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, জুরীরা প্রথম হইতেই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলের। যথন ফারার সাহেব নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দণ্ডাক্তা প্রচার হইবার পর তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য ও দয়া প্রার্থনার জন্য রবিন্দনের নিকট একথানি দর্থাস্ত তাঁহার সহীর নিমিত্ত প্রেরণ করেন, তথন রবিন্দন ইম্পিকে সেই দর্থাস্ত দেখাইয়া ফারারকে যথেষ্ট তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। ফারারের সহিত রবিন্দনের এই সময়ে যে সমস্ত চিটিপত্র চলিয়াছিল, তাহা হইতেই বেশ উপলব্ধি হয় যে, রবিন্দন অতিশয় সন্ধীর্ণমনা ও নিষ্ঠুর হ্লয় ছিলেন। স্থাবিধ্যাত কাপ্রেন

রবিসন্কি প্রকার ধরণের লোক ছিলেন—দেখুন। দণ্ডাক্তা ত্রিত রাথিলে বা **मुखाई वाल्डिय मुख्यांत क्यारेया मिवाय जना मुयाशयय रहेया अलूट्यांव क्यिटन ट्य** জুরীদের পূজামত পরিবর্ত্তন করা হইল,এমত নহে। ক্ষমা ও বিচার যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রবিন্সন সাহেব অবশ্য একথা বুঝিতেন। তত্তাচ তিনি ফেরার সাহেবের পত্তের উত্তরে লিখি-বোৰ-Mr. Robinson's compliments to Mr. Farrer-and begs him to reflect the nature of a British Juryman's oath and opinion, which must have been such, at the time of giving their verdict as can never with propriety be altered—Monday. 31st July 1775. ফেরার সাহেব আবার এই পত্রের উত্তরে যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিলেন। রবিন্সন্ উত্তর দিলেন"—I must in this case, judge and act from my conscience, and at the same time, I can not help remarking that the offering such a petition for me to sign, very much hurts my feelings, especially as it is on a subject, which in my opinion no person has a right to interfere in. (1st. Aug 1775.) রবিন্সন্ এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বটে— কিন্তু Ellrington নামক জ্বী সভ্য নন্দকুমারকে "দ্যার" জন্য অন্তুরোধ করিয়া দর্থান্ত সহী করিয়াছিলেন। এই প্রকার দয়া মায়াহীন, পশু প্রবৃত্তি জ্রীর ফোরম্যান যে স্থবি-চার করিয়াছিলেন, তাহা কে বিশ্বাস করিবে ? প্রকৃত পক্ষে রবিন্সনের কি Conscience ছিল বলিয়া বোধ হয় ? যে জ্বীর বিচারের উপর অপরাধীর জীবন নির্ভর করিতেছিল — যাঁহারা কঠোর দায়িত্বে ত্রতী হইয়া শপথ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের বিচার করাই যাঁহাদের কার্যা, সেই জুরী নন্দ কুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ইম্পিকে স্দ্বিচারের জন্য প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন দিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ এই - From declaring how much we esteem ourselves indebted to the pairs you have bestowed during the course of the late tedious and important. Trial, in patiently investigating the evidence, and tracing the truth throughout all the intricacies of perjury &c.... ইহাতে ফোরমাান রবিন্সন সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করিয়া and prevarication. এ প্রকার জুরীর হস্তে মহারাজা যে ন্যায্য বিচার পাইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা বাতুল ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবে না।

প্রাইস্ সাহেবের মতে রবিকাক হেষ্টিংসের অতিশয় প্রির মিত্র। রবিকানের ন্যায় লোককে যে জুরীরা তাহাদের ফোরম্যান নির্বাচিত করিয়াছিল, তাহাদের তীক্ষ দর্শিতা ও সৃক্ষ বিচার ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। জুরীর অনান্য সভ্যগণ অতি সামান্য লোক ছিলেন। তাঁহাদের নাম কেহ কথন শুনে নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার Weston প্রভৃতি জন কয়েক ফিরিঙ্গি ছিলেন। এপ্রকার জুরীকে "ব্রিটিশ জুরী" বলিয়া ইম্পি যে কি প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হেষ্টিংস সাহেব যে এই জাল মোকর্দামায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁহার প্রথম কারণ দেখুন— বেলি সাহেব তাঁহার প্রাইবেট্ সেক্রেটারি। Farrer ও Robinson এর কথ্যে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের পর যাহা কিছু লেখা লেখি হইয়াছিল, তাহা সমস্তই বেলির দারা চিফ্ জাষ্টসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। একথা জনশ্রতি নহে—সমসাময়িক, স্পষ্টবক্তা, প্রাইস্ যিনি বিচারের আগাগোড়া বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই একথা লিথিয়াছেন। জ্রীর ব্যব-হার যে আন্যোপাত্ত বিশুখাল ও সন্দেহজনক ছিল ও আসামীর পক্ষে তাঁহার। নিতান্ত অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব। সমস্তওলি তুলিতে গেলে স্থান সংকুলান হইবে না। বুলাকী দাদের শীলমোহর প্রমাণ করাইবার জন্য আসামী তাঁহার সহস্ত লিখিত কতকগুলি নাগরী ও পার্মী চিঠি সাক্ষ্য স্থরূপ গৃহীত হইবার জন্য কোর্টে দাখিল করেন। এই চিঠি ও শীল সংযুক্ত কাগজগুলি দলিল স্বরূপে গৃহীত হইলে যে, বুলাকীর শীল প্রকৃত বলিয়া প্রমাণ হইত ও ফরিয়াদীর নির্দোধিতা প্রমাণ বিষয়ে যথেষ্ট স্থবিধা হইত, তাহা বলা বাছল্য। আসামীর বারিটার ফেরার সাহেব এই চিঠিগুলিকে দলিলম্বরূপ গৃহীত হইবার জন্য জুরীকে বিশেষরূপে করুণার ভাষায় অনুরোধ করেন। জুরীও এই প্রকার অনুরোধে চটিয়া গেলেন, আরও ইহা ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সহ্য হইল না—তিনি ফেরারের উপর চাট্যা গিয়া বলিলেন—"This is a manner in which the Jury ought not and shall not be spoke to. The prisoner ought not to suffer from the intemperance of his advocate. You, gentlemen of the Jury, ought not to receive any prejudice to the prisoner on that account, nor from the papers themselves &c." বলা বাহল্য সেই পত্রগুলি সন্দেহের উপর অগ্রাহ্য করা হইল। সন্দেহের কারণ এই পতের উপর বৃলাকীর মোহর ছিল বটে কিন্তু সহী ছিল না। এরপ বিখাস যে সম্পূর্ণ অমাত্মক, তাহা দৈএরমতাক্ষরীণ প্রণেতার নিম্নলিথিত কথাগুলি হইতে বেশ প্রমাণ হইতে পারে। তিনি লিখিতেছেন <del>- '</del>'সমান সমান অবস্থাপন্ন লোকেরা পতাদি লিথিবার সময়ে কেবলমাত্র খানের উপর স্বস্থ শীল সংযোগ করিয়া দিতেন। কথন কথনও বা তাহার উপর "বেইজ" এই কথাটি লিখিয়া দেওয়া হইত। নিমু অবস্থাপন লোককে লিথিতে হইলে পত্রের নিম্ন ভাগে শীল সংযোগ ক্রা হইত"। বুলাকীর পত্রের

খামের উপর শীল সংযোগ ও তাঁহার নাম স্বাক্ষর না থাকা স্থতরাং যে তংকালীন প্রথাসঙ্গত, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই প্রচলিত প্রথার কথা হয়ত জুরীরা আদৌ জানিতেন না—অথবা জানিলেও তাহাতে আছা প্রদর্শন করেন নাই। এ প্রকার জুরীর হস্তে
বিচার কি প্রকার স্ক্র হওয়া সন্তব, তাহা স্থির বৃদ্ধি পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।
একটি কথা বলিয়া রাখি, এ কথা সকলেরই মনে স্বভাবতঃই উদিত হইতে পারে—যদি
নন্দক্মার এই চিঠিগুলি জালই করিতেন কা অন্য চিঠি লইয়া এই থামের ভিতর প্রিয়া
দিয়া প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যথন তিনি এতদ্র করিয়াছিলেন,
তথন জোগাড় করিয়া নামগুলি সহী করাইবার বন্দোবস্ত করিয়া এই ব্যাপার
সন্পূর্ণ করিতে পারিতেন; তাহা হইলে ত কোন আপত্তি হইতে পারিত না। কিয়
প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে, এইগুলি প্রকৃত চিঠি, জুরী কেবল অন্যায় করিয়া পক্ষপাতদ্বিত হইয়া এই প্রকার কার্য্য করিয়াছেন।

কি প্রকার জুরীর দারা মহারাজার বিচার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছি। এক্ষবে প্রধান Interpreter বা দিভাষীর কথা বলিব। সেই সময়ে ইন্টারপ্রিটার না হইলে কোম্পানীর আদালতের কার্য্য কেন –কোন কার্য্যই চলিত না। বড় বড় কর্মচারীদের প্রাইবেট সেকেটরী ছিল; ওাঁহারা দেশীয় ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁহা দের দারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইত। অন্যাক্ত স্থলে দিভাষীর কার্য্য তত দূর দায়িত্ব পূর্ণ নহে; কিন্তু আদালতে ঠিক তাহার বিপরীত। প্রথমত: উভর পক্ষের সমস্ত কথা-গুলি নিস্বার্থভাবে স্থান আগ্রহের সহিত প্রকৃতরূপে অমুবাদ করিয়া ধর্ম বিশাসে জলকে ও জুরীকে বুঝাইতে হইবে – কিছুরই এক চুল তফাৎ হইবার যো নাই। ইহাতে দেশীয় ভাষায় দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। নন্দকুমারের বিচারের সম্য় যিনি (ইলিয়ট সাহেব) দিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার দক্ষতার বিষয়ে আমাদের নানা সন্দেহ হয়—তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই—ইলিয়ট যে সময়ে আদা-লতের ইণ্টারপ্রিটারি করিয়াছিলেন, দেই সময়ে তাঁহার বরস ২০1২২ বংসরের অধিক ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ স্যুর গিলবার্ট (পরে লর্ড মিণ্টো) পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন-ইলিয়ট সপ্তদশ বর্ষ বয়দে হোষ্টংদের বাঙ্গলায় আসিবার পর বাঙ্গলায় আইদেন। কোর্টের প্রধান ইন্টারপ্রিটার চেম্বার্স সাহেব এই সময়ে অমুপস্থিত ছিলেন, স্কৃতরাং ইম্পি বিশেষ আগ্রহের সহিত এই অজাত-শ্বশ্রু, অপরিণত-বয়স্ক, অবিজ্ঞ যুবককে এই কঠোর ব্রত পালনে নিযুক্ত করিলেন। যদিও প্রতিভাবলে ইলিয়টের এই সময়ে পারদীও হিলুম্ভানী প্রয়োজন মত শিকা করা সম্ভব হয়, তথাচ সেই শিক্ষা যে সম্পূর্ণ, তাহা আমরা বিশাস করিতে পারি না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল অতি অল্ল বয়সে গ্রীক্ লাটিন শিথিয়া-ছিলেন বটে, किन्दु তাহা সম্ভব হইলেও ইলিয়টের পারদী ও হিন্দু होনী সম্পূর্ণ শিক্ষা ষতি অসম্ভব। ইংরাজের নিকট পারদীতে ও গ্রীক্ লাটনে বিশেষ প্রভেন। এ প্রকার

ऋल देनियुष्ठे मारहद रा छाँहाक कार्या समुखात ও निर्जूत मुलापन कतियाहित्तन, ইহা অসম্ভব। জাঁহার ব্যাথ্যার হুই এক স্থলে কৃতকগুলি ভুল দেখা গিয়াছে। তাহা হুইতেই বোধ হয় তিনি আগাগোড়া গলদ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ—এই ইলিয়ট সাহেব এই সময়ে হেষ্টিংসের প্রাইবেট্ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ইলাইজা ইম্পির ৰাটীতে থাকিতেন ও ইম্পি তাঁহাকে পুত্ৰবং স্নেহ করিতেন। ইম্পি নিজমুখে পার্লামেন্টে শ্বীকার করিয়াছেন—"Elliot almost made a part of my family, and that no secret of my heart was unrevealed to him."—এই জনাই বোধ হয় মহারাজ नक्क्मात त्याक्षामात धार्यस्य देशियाते विश्वायीत कार्या कता मधास त्यात्रकत আপত্তি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই আপত্তি ইলিয়ট-বৎসল ইম্পির প্রাণে বাজিল। তিনি ফারারকে গম্ভীরম্বরে ক্রকুটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এ আপত্তি করিল ? ইলিয়ট নবীন যুবক—সবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, তিনি উচ্চবংশ-জাত ও কার্যাদক্ষ-জামার মতে তাঁহার এই সমস্ত গুণরাশির জন্য কেহ তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি স্কুতরাং ইলিয়টের দিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি।" ইলিয়াট এই সব বেগতিক দেখিয়া প্রথমে অসমত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে চিফ জষ্টিসের পীড়াপীড়িতে স্বীকার করিলেন। ফারার বেগতিক দেখিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"এই আপত্তি আমার নিজের আপত্তি নহে—কাহারও উপদেশক্রমে আমি এইরূপ করিয়াছি।" ইহা দারা তাঁহার মান্সিক তুর্বলতার যথেষ্ট পরিচর পাওয়া যায়। এইরূপ তুর্বলতা তিনি মোকর্দামার আগা গোড়া দেখাইয়াছিলেন।

বোধ হয় কোন বিবেচক মনুষাই এ প্রকার স্থির দিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না যে এই ইলিয়ট হইতে দিভাষীর দায়িত্বপূর্ণ কার্যা স্থচাকরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমে ভাঁহার দিভাষীর কার্যা করা সম্বন্ধে আসামী এই প্রকার আপত্তি করিয়া তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। ইহাতে ইলিয়টের রোষাগ্নি প্রজ্ঞলিত হওরা ও প্রতিহিংসা প্রভৃতির উদ্রেক হওয়া অবশ্য সমন্তব নহে। ইহাও সন্তব—স্থবিধা পাইলে তিনি এই প্রকার প্রতিহিংসা লইতে ছাড়েন নাই। এই ইলিয়ট সাহেবই পরে ইম্পির আদেশানুসারে বিলাতে জাল নোকর্দামার আদ্যোপান্ত বিবরণ ছাপাইয়া জর্জেদের জন্য সাফাই গাহিতে গিয়াছিলেন। অনেক বাদ সাদ দিয়া ও কোন কোন হলে প্রকৃত ঘটনা লোপ ও পরিবর্ত্তন করিয়া যে এই বিবরণী মুদ্রিত হইয়াছিল—ইহা ফারার, রুস প্রভৃতি সকলেই মুক্ত কণ্ঠে পার্লামেণ্টে, স্থীকার করিয়াছেন। যে ইলিয়ট গ্রণ্রের ও প্রধান জজের সহিত এতদ্র সংশ্লিষ্ট, তাঁহার হত্তে আসামী কতদ্র বিচার ও স্থবিধা লাভ করিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

এ সকল কথা এক্ষণে ছাড়িয়া দিয়া প্রধান আবশ্যকীয় কথাটি নীমাংসা করিতে

চেষ্টা করিব। মহারাজা স্থ প্রীম কোর্টে (2 Geo. II., C. 25) বিধির মর্মানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমেই jurisdiction লইয়া আপত্তি উঠিয়াছিল-কিন্ত জজেরা সে আপত্তি আদতে শুনিলেন না। উল্লিখিত দিতীয় জর্জের বিধি সেই नमरत ननकुमारतत रमाककामात विठायी विषय अयुका कि ना, देश गरेता, अरकरमत মধ্যে প্রথমে মত বিভিন্নতা হইয়াছিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইম্পি, হাইড ও লিমেষ্টার প্রভৃতি জজেরাই ভুল ব্রিয়াছিলেন। নলকুমারের মোকর্দামা যে উল্লিখিত ধারার মর্মাত্রধায়ী চলিতে পারে না, এ বিষয়ে ইম্পির অন্যতম সহযোগী স্যার রবার্ট চেম্বার্স সাহেবের বিলক্ষণ সন্দেহ জিনায়াছিল। চেম্বার্স যথাসাধ্য ইহাতে **আ**পত্তি করিয়াছিলেন-কিন্তু শেষে ইম্পির মতই গ্রাহ্য হইল। এই ধারার মন্দ্রাত্মসারে বিচার না করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় হয় বলিয়া তিনি চেম্বার্সের আপত্তিতে বড় একটা মনোযোগ দিলেন না। চেম্বার্সের যুক্তিপূর্ণ আপত্তি ইম্পির পদোচিত कमठांत मूर्थ व्यवनार्रा जानिया (शन। व्यामता त्रियाहेव हेल्लि याहा द्वियाहितन, তাহা ভূল, এবং চেম্বার্সই ঠিক বুঝিয়াছিলেন। কোন আইনের ধারা অহুসারে এই অপরাধের বিচার চলিতে পারে, এই তর্ক উপস্থিত হইলে চেম্বার্স সাহেব Indictment তলব করিলেন। তিনি বলিলেন "আমার মতে বিতায় জর্জের ধারা **অমুসা**রে এই মোক-দামা কথনই চলিতে পারে না। পার্লামেণ্ট এই আইন কেবল যে ইংল্ণের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিখাদ। ইংলণ্ডে তৎকালীন বাণিজ্য বিস্তৃতি ও ঐখর্য্য বুদ্ধির সহিত নানা প্রকার জালিয়াতি ও অন্যান প্রতারণা সর্বলাই ঘটতে থাকে—এই জনাই পার্লেমেণ্ট তাহাতে বাধা দিবার জন্য উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বর্তুমান অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের তংকালীন অবস্থার তুলনা কথনই করা

<sup>\*</sup> আ'হ্ৰেয়ের বিষয় এই,বাঙ্গালার কথা দূরে থাক্—এই আইন তথন স্কট্লণ্ডেও প্রচলিত ছিল না—"The most noted instance of interferance in extra—Judicial cases, of criminal process was the trial and the execution of Nundkumer for forgery. Nund kumer—a Hindu, a Bramin of the highest caste, was tried, condemned, and hanged on a Statute against forgery (2nd Geo. II. C. 25) so strictly confined and appropriated to England, that by the last clause, it is specially provided, that—nothing in this Act contained to extend or to be construed to extend to that part of Great Britain called Scotland"

Robert Bisset's life of Burke Vol 11. P. 202,

কর্ণেল ফুলারটন পার্লামেণ্টে ব্লিয়াছিলেন—If it was legal to hang Nund-kumer on the Statute of Geo. II. against Forgery, it would be equally just and proper to hang the Nobob of Bengal, or the Great Mogul, and all his Court on the Statute of James the First against Bigamy.

ষাইতে পারে না ইংলণ্ডের আর্চার ব্যবহার বাঙ্গলার আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এলিজাবেথের পঞ্চম বিধি ও দ্বিতীয় জর্জের দ্বিতীয় বিধির মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থার সহিত বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই সকল কারণে আমার আপত্তি এই যে দ্বিতীয় জর্জের ধারা অনুসারে অভিযোগ পত্র সংগঠিত না হইয়া এলিজাবেথের পঞ্চম বিধি অনুষায়ী ইহা সংগঠিত হউক। আমার মতে এই Indictment পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেওয়া হউক।" কিন্তু ইন্পের ইহাতে মন টলিল না, তিনি নিজে যাহা ব্রিয়াছিলেন—তাহাই অভ্রাপ্ত ভাবিলেন।

দ্বিতীয় জর্জ্জের ধারার সমর্থন করিয়া অভিযোগের বিচার হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে ইম্পি যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা ভ্রম-সঙ্কুল। পার্লামেণ্টে তিনি এই ভ্রম ব্ঝিতে পারিয়া ছিলেন। ইম্পির ন্যায় আমরা উচ্চদরের বারিপ্টার নহিও আইনঘটত তর্কাদি ব্ঝিবার ততদূর স্পর্ধাও রাখি না—কিন্তু মোটের উপর, ইতিহাসের সত্যের উপর ও তৎকালীন ঘটনাবলীর উপর বিশ্বাস করিয়া যতদূর ব্ঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় ইম্পি ভ্রম ব্ঝিয়াছিলেন। এই ভ্রমে পড়াতেই তিনি নিরপরাধীর জীবন দণ্ড করিয়া মহাপাতক গ্রন্থ হইয়াছেন। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে পার্লামেণ্টে যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহা সকলেই জ্বানেন। তিনি যে নক্তুমারের জ্বাল মোকর্দামার আদ্যোপান্ত পক্ষপাত করিয়াছিলেন ও বন্ধুর মনোরক্ষার্থে, \* তাঁহাকে বিপদ ও অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন—তাহা স্থির বৃদ্ধি স্যর গিলবট ইলি-

<sup>\*</sup> ইম্পি স্থামকোটের প্রান জন্ম নিযুক্ত হওয়াতে হেটিংস সাহেব তাহাতে কতদ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন দেখন—"Advices from England seldom afford either pleasure or pain unmixed but the news of your late appointment to preside over the High Court of Justice constituted by Parliament affords me every cause of satisfaction without a circumstance of regret to allay it \* \* I need not say how much I rejoice in the prospect of seeing so old a friend independently of the public advantages which that friendship cemented (if it required it) by the same connections can not fail to produce in the conduct of such affairs as are likely to fall to our respective or common lot. With respect to my own situation I shall say nothing till we meet but that I shall expect from your friendship such assistance as the peculiar rircumsances of my new office and connections will enable you effectually to afford me for prevention and the removal of the embarrassments which I fear I am unavoidably to meet with."

এত আশা যে ভবিষ্যতে নিক্ষণ হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না।

মটের মর্মপর্শী বক্তৃতায় ও শত বৎসর পরে তীক্ষদর্শী বেভারিজের স্বযুক্তিতে বিশেষরূপে পরিক্ষৃত হইয়াছে। স্যর গিলবার্ট ইন্পির অভিযোগের পর দিনে তাঁহার পত্নীকে লিথিয়াছিলেন— "আমরা যদিও কল্য পার্লামেণ্টে পরাজিত হইয়াছি, তথাপি তাহাতেই আমাদের জয়লাভ হইয়াছে। ইন্পির স্বপক্ষে ৭০টি ভোট ও বিপক্ষৈ ৫৫টি হইয়াছে। এই তিয়াত্তর জনের মধ্যে ২০ জন ইন্পির শুভায়্ধ্যায়ী বন্ধু ও তাঁহার সহিত বিশেষরূপে লিপ্ত। স্যর জর্জ কর্ণওয়াল ও স্যর পি, ফ্রান্সিন্ এ বিষয়ে আদতে ভোট দেন নাই—কিন্তু তাঁহারা আমাদের স্বপক্ষে। ইন্পির আত্মীয়বর্গ বাদ দিলে ভোট সংখ্যা আমাদের অনেক নিমে আদিয়া পড়ে।" বস্ততঃ ইন্পির আত্মীয়বর্গ নিজ মুখেই পরে স্বীকার করিয়াছিলেন—"বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি সামান্য অপরাধীর স্থায় পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই তাঁহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে।"

দ্বিতীয় জর্জের বিধি বাঙ্গালায় —বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রযুজ্য কি না—তংদস্বন্ধে ইম্পি কেন ভুল বুঝিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কলিকাতার সম্বন্ধে এই আইন প্রযুজা হইবার সম্বন্ধে ইম্পির প্রধান যুক্তি এই-কলিকাতা একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ও রাজধানী। ইহা সতা বলিয়া ধরিলেও তাঁহার ভ্রম দেথিতে পাওয়া যায়। যে বৎসরে এই অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল, তথন (১৭৬৫) কলিকাতায় রাজধামী ছিল না। অন্যান্য স্থলের ন্যায় কলিকাতায় বাণিজ্ঞা চলিত বটে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুরশীদাবাদে রাজধানী ছিল ও মুরশীদাবাদের অবস্থা কলিকাতার অপেকা বাণিজ্য বিষয়ে অনেক উন্নত ছিল। আদালত ও অন্যান্য রাজকার্য্যস্থল মুরশীদা-বাদেই ছিল। প্রতি বৎসর ইংরাজের ও নবাবের প্রধান ও স্পৃহনীয় কার্য্য "শুভ পুণাছ" মুরশীদাবাদেই হইত। ১৭৭২—৭০ খৃঃ অবেদ হেষ্টিংস সাহেব নৃতন বন্দোবস্ত অনুসারে কলিকাতায় আদালত উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতাকে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন—"একদিন হয়ত এই নগরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইলে আমি রোমান সমাট অগষ্টদের ন্যায় গৌরব লাভ করিব।" ইহার ছই বৎসর পূর্বেক কলিকাতায়, এমন কি সমস্ত বাঙ্গালায় মহা ছুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে—তাহার শোচনীয় পরিণাম আজও লোকে ভূলিতে পারে নাই, স্কুতরাং ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পর কলিকাতা প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল না। ডাইরেক্টারেরা একথা নিজ পত্রেই স্বীকার ক্রিয়াছেন। এরূপ স্থলে কি যুক্তিতে ইম্পি কলিকাতাকে প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া দিতীয় জর্জের আইন খাটাইলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে দলিলথানির কার্য্য ইইয়াছিল। ঐ সময়ে ধরিলেও কলিকাতার বাণিজ্য-প্রধান অবস্থা প্রমাণ হয় না। ১৭৭০ সালের ত কথাই নাই—মহা ছর্ভিক্ষে লোকে থাইতে পায় না—বাণিজ্যের ক্রি এ সময়ে নিতাস্ত অসম্ভব। ১৭৭২ সালে ক্লিকাতায় প্রথম রাজধানী হইল। এ সময়ে কিছু ক্লিকাতা একেবারে প্রধান বাণিজ্য

স্থান হওয়া সম্ভব নহে। তবে যদি ইম্পি জবরদন্তিতে ১৭৭৫ সার্লের কলিকাতার অবস্থা ধরিয়া এই বিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া চক্রাস্ত করিয়া নন্দকুমারের প্রাণ বধ করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য—তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। ইম্পি প্রধান জজ বলিয়া তাঁহার Casting Voteএর ক্ষমতা ছিল। তিনি চেম্বার্সের সহিত মিশিলে অন্যান্য জজেরা বড় একটা কিছু করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করেন নাই। এরপ না করিয়া তিনি যে বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন, পার্লামেন্ট সভায় তাহা বিশেষ প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারই কোন বন্ধু (মিনি তাঁহার স্থাপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ও তাঁহার ন্যায় একজন বড় বারিষ্টার) বলিয়াছেন "আমরা যদি এই সময়ে বিচার করিতাম, তাহা হইলে অপরাধীকে এলিজাবেথের ধারায় বিচার করিতাম ও দণ্ডাজ্ঞার পর তাহা কিয়২কাল স্থাগিত রাখিতাম।"

রাধাচরণ মিত্রের মোকদামার কথা উঠাইরা ইম্পি সাফাই গাহিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—নলকুমারের পূকে রাধাচরণ মিত্র নামক এক জন বাঙ্গালীর জাল অপরাধে প্রাণ দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল। কিন্তু ডাইরেক্টারেরা এ বিষয়ে ইংল্ডাধিপের ক্ষমা প্রার্থনা করাতে রাধাচরণের প্রাণদণ্ড স্থািত হয়। রাধাচরণের মোকদামার সহিত্য নলকুমারের মোকদামার চের বিভিন্নতা। রাধাচরণ একজন আরমানীকে জাল করিয়া ঠকাইয়াছিল বলিয়া মেয়রকোর্টে তাহার বিচার হয়। জাল করা তথন দেশীয়েরা একটা বিশেষ অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিত না। কিন্তু য়থন মেয়রকোর্টে তাহার প্রাণদ্ভাজ্ঞার হুকুম বাহির হইল, তথন দেশের ছােট বড় সকলেই স্তন্তিত হইল। একথানি মুক্তিপূর্ণ দর্রথান্ত বিলাতে পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল। দেশীয়েরা এই সময়ে যে বিলাতা লাইনের ধারে বারিত না, তাহা এই দরখান্ত হইতেই বেশ প্রমাণ হয়। ইম্পি বলিয়াছেন, কলিকাতার লোক বিলাতা আইনের মর্ম্ম অবগত ছিল ও তাহা পদল করিত—একথা সম্পূর্ণ মিথাা। বেরিলপ্ত সাহেব (গবর্ণর) এবিষয়ে কি বলিয়াছেন—দেখিলেই এ বিধান দূর হইবে। \* ইহার কয়েক বংদর পরে স্থাসিদ্ধ সার উইলিয়ন

<sup>\*</sup> The amazing extent of public and private credit in great Britain has induced our legislators to punish forgery with death. Under this law a Native of Bengal was condemned in the year 1766. But so extravagant did the sentence appear, where experience had never suggested the principle: such the disproportion in their eyes between the punishment and crime that the principal inhabitants of Calcutta expressed their astonishment and alarm in a petition to the Governor and Council, and upon a proper representation Radha charan received a pardon. মহারাজা স্বয়ং এই দ্বখাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জাল অপরাধের কি দণ্ড — তাহা তিনি এই সময়ে (১৭৬৫)

জোষ্প জাল মোকর্দামায় এই প্রকার আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিলেন। জোষ্পের ও বেরিলষ্টের অণেক্ষাইম্পি যে অধিক বৃদ্ধিমান ছিলেন, ইহা আমরা আদৌ বিশাস করি না।

মহারাজার নামে অভিযোগগুলি কুড়িট দকায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। Indictmentখানি একটি নৃতন ধরণের জিনিস। ইহাতে এতগুলি ধারার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু জাল দলিলখানি থত কি প্রমিদারা নোট, তাহা দ্বির করিতে না পারাতেই এই বিভাট ঘটয়াছে। জন্শতি এই—স্বয়ং লিমেস্টার এই Indictment এর খস্ড়া করিয়া দেন। যিয়ি বিচারক তিনিই অভিযোগপত্রের বিষয়গুলির খসড়া করিয়াছিলেন; ইহাতেই কেমন একটা সন্দেহ হয়। লিমেস্টারের এইরূপ খসড়া করার কথা বাজে লোকের মুখে শোনা হয় নাই,ডেপুটী সরিফ্ টলফে —যিনি নন্দকুমারকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—তিনিই পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন "নন্দকুমারের মৃত্যুর পর লিমেস্টারের হাতের লেখায় আমি Indictmentএর এক খণ্ড দেখিয়াছি, এই লিমেস্টারেই নন্দকুমারের বিচারের প্রথম দিনকে লক্ষ্য করিয়া বিলাতে পত্র লিথিয়াছিলেন—"No doubt of his (Nandokumer's) guilt remaining in the breast of either of us apon the evidence on the part of the crown a commitment in the usual form was made out." এই লিমেস্টার ও তাঁহার অন্য সহযোগী হাইডকে জিয়য়তীতে নিযুক্ত করাইবার জন্য বিলাতে ইম্পি ব্রাসাধ্য চেষ্টা ক্রিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। স্বতরাং ইহারা যে তাঁহার বিশেষ বাধ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি প্

জাল মোকর্দানায় কনবেশ ছত্রিশ জন ছোটবড় সাক্ষার জোবানবন্দী গ্রহণ করা ইইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ফরিয়াদির পক্ষে প্রধান সাক্ষা ৮ জন। (১) কমল উদ্দিন
ইহাদেন মালি (কমলের ভৃত্য) (৩) খোজা প্রিক্রসন্ (৪) সদর উদ্দিন (নন্দক্মারের
চিরশক্র গ্রেহাণ সাহেবের মুন্সী) (৫) মোহনপ্রসাদ (৬) মহারাজা নবক্ষ (৭) সব্ত পাঠক
(৮) ক্লজীবন দাস। মূল দলিল (Jewels Bond); বুলাকীর মোজার নামা—ও উইলের
প্রোবেট পত্র, মহারাজা নন্দক্মারের প্রদত্ত রসিদ —ও শিলাবতের লেখা কতকগুলি
কাগজ পত্র প্রধান দলিলরূপে ফবিয়াদি পক্ষ আদালতে দাখিল করেন। মোকর্দামাটীর
প্রারুপ্ত সমালোচনা করিতে গেলে ভারতীর ন্যায় ক্ষুদ্র কলেবর মানিক পত্রিকার

জানিতে পারিয়াছিলেন। এ সমস্ত জানিয়া ভনিয়া জালকরা কি নিতান্ত সম্ভব বলিয়া বোধ হয় १

১০৮৬ খৃঃ কালীপ্রদাদ ঘোষ,বনাম ইংলগুধিপ 'ও ১৮০০ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপ্রদাদ শ্রীমানি বনাম ইংলগুধিপ, ও ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে মার্টিরস্মাবিন, বনাম ইংলগুধিপ মোকর্দামা গুলিতে (জাল) প্রাণ দণ্ড না হইরা অন্য প্রকার শারীরিক দণ্ড হইয়াছিল। স্থান নাই বিশিষা দেওলি তুলিতে পারিলাম না।

জাতি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। স্থতরাং মোটামুটি ছই চারিটা কুথা বলিরা ঘটনাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা দেখিব।

Exhibit A. অর্ধাৎ মূল দলিলে (বালাকীর তমস্থক) তিন জন সাক্ষীর নাম সংযোগ আছে। প্রথম মাতাব রায়, দ্বিতীয় শিলাবত, তৃতীয় মহম্মদ কমল। আসামী পক্ষ বলেন—দলিলের এই তিন জন সাক্ষীই. মৃত ও দলিলথানি প্রকৃত, ইহার প্রমাণও তাঁহারা দেখাইতে পারেন। করিয়াদির পক্ষ বলেন—মাতাব রায় বলিয়া কোন সাক্ষীছিল না—শিলাবত বলিয়া এক জন ছিল বটে কিন্তু সে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে ও মহম্মদ কমল এখনও বর্ত্তমান। এই মহম্মদ কমলই তাহাদের মৃতে চক্রান্ত মোকর্দ্দামায় কমল উদ্দিন খাঁ। এই প্রকারে ফরিয়াদি পক্ষ কমলকে বড় আবশ্যকীয় সাক্ষী করিয়া তুলিয়াছেন। স্থতরাং কমল উদ্দিনের সম্বন্ধে তৃই চারিটী কথা বলিতে হইল।

যদি ফরিয়াদি পক্ষের কথা বিখাস করিতে হয়, তাহা হইলে কমল মহয়দ ও কমল উদ্দিন খাঁ একই ব্যক্তি ধরিতে হইবে। আসামী পক্ষ একথা অপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষ্যও দেওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু জুরী ও জজেরা তাহা বিখাস করেন নাই। মোক্র্দিমার রিপোর্টে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাও সস্তোষকর না হইলেও সন্দেহকর বটে। ইলিয়ট য়য়ং জজেদের আজ্ঞানুসারে বিলাতে গিয়া এই রিপোর্ট ছাপাইয়া নন্দকুমারের মোকর্দামা সম্বন্ধে ইম্পির ও অন্যান্য জজেদের সাফাই গাহিয়া আদেন। য়য়ং ফারার ইহার অসম্পূর্ণতার কথা পার্লামেন্টে বলিয়াছেন—য়তরাং ইহার উপর বিখাস করিয়াও কোন প্রকারে প্রমাণের আশা করা যায় না। এই সকল কারণে মহম্মদক্মলের ব্যাপারটি একটি প্রকৃত Mystery। এ রহস্যোদ্ঘাটন আজও পর্যন্ত হইল না মহাত্মা বেভারিজ ও সদাশ্র স্যর গিলবার্ট ও এ ঘটনা টুকুর সন্দেহময় আবরণ ঘুচাইতে পারেন নাই।

ফরিয়াদী পক্ষ দলিলখানিকে জাল বলিতে সাহস করেন নাই। মোহরগুলি বে জাল—অর্থাৎ প্রকৃত মোহরের জাল প্রতিকৃতি, একথা বলাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা কেবল এই মাত্র অভিযোগ করিতেছেন—দলিলে যে সমস্ত গাক্ষার শীল সংযোগ আছে, তাহা তাহাদের প্রকৃত শীল মোহর বটে—কিন্তু মহারাজা তাহা অন্যায় উপায়ে হস্তগত করিয়া তাহার উপর ছাপ মারিয়াছেনও তাহার উপরে "আলাবদ্" অর্থাৎ "আমি স্বাক্ষর করিলাম" এই কথা লিখিয়াছেন; ইহাতেই দলিলখানি জাল বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দলিল সহায়ে তিনি মৃত বুলাকীর ষ্টেট্ হই তৈ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছেন—স্কতরাং তিনি এই প্রকার অন্যায় পথ ও তঞ্চকতা অবলম্বনে ব্লাকীর উত্তরাধিক্রীগণের ক্ষতি করাতে বিশেষ দণ্ডার্হ। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু নাত্র বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা তীক্ষদর্শী বেভারিজ সাহেবের এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ-এ প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে এই দলিলখানি আদে। জাল নহে,

কেবল চক্রান্তের মধ্যে মহারাজ নল কুমারকে ফেলিয়া অন্যায় উপায়ে রাজনৈতিক গৃঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য গোলে মালে ইহাকে জাল থাড়া করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করান হইয়াছে। \*

প্রথম ও প্রধান সাক্ষী কমল উদ্দিনের সম্বন্ধে আমরা গুটিকত কথা বলিব। যে দ্লিলখানি জাল বলিরা কথিত হইরাছিল, তাহাতে মহম্মদ নলের একটি শীল ও তাহার উপরে "সামি স্বাক্ষর করিলাম" এই ক্ষেকটী কথা লেখা ছিল। সাক্ষী কমল উদ্দিন বলে—সে নিজে ঐ শীলের ছাপ উক্ত ত্রমন্থকের উপর দেয় নাই ও তাহার উপরে "আমি স্বাক্ষর করিলাম" একথাও লেখে নাই। মহারাজা অন্যায় উপায়ে এই শীল হস্তগত করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন। কমল উদ্দিন কি প্রকার সত্যবাদী, জাল মোক্দানাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়ছে। এই জাল দলিলের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়াও কমল নানাবিব গোলমালের কথা বলিয়াছে। সে বলে ১৭৬০ অন্ধে মহারাজা

<sup>💌</sup> ভারতার পাঠকগণের মধ্যে ধাহারা শ্রীযুক্ত H. Beveridge মহোদয়ের নাম জানেন না, ভাষাদের জন্য গুটিকয়েক কথা বলিব। বেভারেজ সাহেব একজন উচ্চ-দরের বতদশী ও প্রাচান াস্বিলিয়ান। "কলিক্তা রিভিউ"এর একজন বিখ্যাত লেখক ভ বাঙ্গালা জাতির অতিশ্য হিতৈয়া। আমরা বাল্যকাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি মহা-বাজা নৰ্কুমার জাল অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজু মহামা ,বভারিজ বৃত্তকাল ব্যাপী পরিশ্রমের পর আমাদের দেখাইলেন "নন্দুরুমার যে দ্লিল গুল অপরাধে প্রাণ দণ্ডিত হয়েন, তাহা প্রকৃত জাল নছে—কেবল রাজনৈতিক গুঢ উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইম্পি প্রভৃতি জলগণ এই প্রকার গঠিত ও লোমহর্যণ কাষ্য করিয়া-ছেন।" তিনি যে বাদালা সমাজের চির্কুভজ্ঞতার পাত্র, তাই। আরু কাহাকেও বুঝা-ততে ২হবে না। বাজালার শাহতানার মহারাজা,নক্রমারের চারত রক। করিয়া তিনি ্য ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পরিবত্তন করিলেন, কেবল তাহা নহে -- মেকলে এই নলকুমার-বাপোরে আমাদের জাতি দাধারণের চরিলের উপর যে তীক্ষ বিষাক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত করিয়া দিয়াছেন, মহাপ্তঃকরণ বেভারিজ ভাহাতে আজ অমৃত ণিঞ্চন করিলেন। আমান এই নলকুমার লিখিবার সম্বন্ধে ভাহার নিকট বছমূল্য প্রাচান কাগন্ধ পর্যাদ সম্বন্ধে অনেক সাহাব্য পাইয়াছি ও ইহার আইন-ঘটত অংশ ভাল তিনিহ আমার স্বল করিয়া বুঝাইর। দিয়াছেন। সম্প্রতি বহু কাল পরে Sir James Stephen গত বংসর "Story of Nunkumer" নামে ছই এও পুত্তক লিথিয়াছেন— স্বজাতি সাধার মুগ্ধ হইয়া ন্যায় অকায় ভূলিয়া গিলা সাধ্যমতে, নন্দকুমারকে দোধী ক্রিয়া নরহস্তা ইন্পির চ্রিত্র রক্ষা ক্রিতে চেষ্টা ক্রিয়াছেন। এই James Stephenকে পাঠক বোধ হয় বেশ চিনেন। ইনি বর্ত্তমানে বিলাতী কুইন্স কোর্টে জঞ্জিরতী ক্রিতেছেন। বিলাতের লোকে তাঁহাকে Mr. Justice Buziuz বলিয়া আদ্র করিয়া ভাকে। ইনিই আমাদের দেশে বর্ত্তমান কঠোর বিধিপূর্ণ পেনাল কোড প্রচলন করি-গাছেন। ইহাঁর পুস্তক যে ভ্রম পরিপূর্ণ ও অস্থা-প্রণাদিত, তাহা মহাত্মা বিভারিত্ব नित পদে দেখাইয়াছেন।

যখন মুঙ্গেরে ছিলেন, তখন নবাবের নিকট একথানি আরজী পাঠাইবার ইচ্ছা হওয়াতে দে মহারাজাকে স্বীয় মোহর ও আরজীথানি লিথিয়া পাঠাইরা দেয়। কমলের মতে মহারাজা এই সময়ে স্থযোগ পাইয়া তাহার শীল হস্তগত করিয়া উক্ত তমস্থকের উপর ছাপ মারেন। কমলের দ্বিতীয় কথা এই—সে পূর্ব্বে মহম্মদ কমল বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। ১৭৬১ খঃ অবেদ "বাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার তিন চারি বৎসর পরে বাঙ্গালার নবাব নাজিম উদ্দোলার অনুমতি পাই য়া তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ करत। कमलात निक रेजियांत्र मराउ रत ১१७० थुः अरमत रक्त दा मार्क मार्म, অর্থাৎ মহারাজার নায়েব দেওয়ানী ছাড়িয়া দিবার ১০।১৫ দিন পূর্বে হইতেই এই উপাধি ব্যবহার আরম্ভ করে। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাদে অর্থাৎ কমলের নৃতন উপাধি ব্যবহার করিবার প্রায় ছয় মাদ পরে বুলাকীর তমস্থক লিখিত হয়। এ প্রকার স্থলে ইহা কি সম্ভব যে মহারাজা সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া অকর্মণ্য ও পরিত্যক্ত শীল ব্যবহার দারা একখানি দলিলে কমলের নাম অন্যায়রূপে মুদ্রাহ্বিত করিবেন 
 তাহার নাম যে মহম্মদ কমল ছিল, এ সম্বন্ধে সে একথানি নলকুমারের পত্রও দেখাইয়াছিল—একথা আমরা কেবল বর্ত্তমান Reportএ দেখিতে পাই। নল-কুমারের কৌন্সিলি ফারার সাহেব পার্লামেণ্টে এ প্রকার চিঠির কথা আদে স্বীকার করেন নাই। কমলের নিজের জোবানবন্দীমতে সে মোহনপ্রসাদের নিকট তাহার কোম্পানীর নিকট হইতে ফারম জমা করিয়া লইবার হুই তিন মাস পূর্ব্বে অর্থাং মার্চ্চ অথবা এপ্রিলের (১৭৭২) শেষাশেষি নন্দকুমার কর্তৃক তাহার মোহর জাল করার সংবাদ পাইয়াছিল –সে নিজ মুখে স্বীকার করিতেছে –কোম্পানীর নিকট তাহার প্রতিভূ হইবার জন্য দে ইহার পরে মহারাজা নন্দকুমারকে অন্তরোধ করিতে গিয়াছিল। যে ব্যক্তি তাহার নাম জাল করিয়া সর্কনাশ করিতে উদ্যত, তাহাকে জামিন স্বরূপে খাড়া করিবার চেষ্টা করা কমলের পক্ষে কতদূর সম্ভব, ইহা আমরা ব্রিতে পারি না। ছঃখের বিষয় মহারাজা এই সময়ে কমলের জামিন হইতে স্বীরুতও হন নাই। এই প্রকারে নিরাশ হওরাতে কমলের যে প্রচুর মন্মণীড়া হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই কমল, আবার হেষ্টিংদের প্রিয়তম ও বিশ্বস্ত বেনিয়ান কান্ত বাবুর সহিত কারবার ও তাহার জীবিকা উপার্জ্জন ব্যাপারে বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিল। এই প্রকার নীচ-চরিত্রের লোক যে ছেষ্টিংসের মনোরক্ষার্থে ছিথা। সাক্ষ্য দিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? গঙ্গাবিষ্ণু ১৭৭২ খৃঃ অবেদ মোহনপ্রসাদের মুথ হইতে শুনিয়াছিলেন যে, কমল উদ্দিন এই দলিলে স্বাক্ষর করে নাই। যদি এই দলিল প্রকৃত জাল হইত, তাহা हरेल कि भन्नाविष्ट्र मिविल कार्टित साकर्कामात्र **এই कमल**क माक्ता मानिट्यन ना ? এ রহস্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সন্দেহের বিষয় এই যাহাদের সিবিল কোটে সাক্ষ্য মানা হয় নাই. তাহাদেরই স্থ প্রীমকোটে সাক্ষ্য দিতে আনা

হইয়াছিল। যদি দৰিলখানি প্রকৃত জাল হইত, •তাহা হইলে গলাবিষ্ণু প্রভৃতি অবতগুলি টাকা একেবারে বিষয় হইতে বাহির করিয়া দিয়া এত দিন ধরিয়া চুপ क्तिया थाकिত ना। यथन अधीमत्कार्टि साहनश्रमान धरे साक्नीमा छेशश्रिक करत, তথন গন্ধাবিষ্ণু রুগ ও শ্যাগত। মোহনপ্রসাদই যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছে। গঙ্গাবিষ্ণু আদালতে উপস্থিত হইলে বোধ হয় অনেক রহস্য প্রকাশ হইত। কমল যেমন বলিয়াছে যে, মাধব রায় বলিয়া কোন লোক ছিল না —তেমনি রূপনারায়ণ চৌধুরী ও তেজ রায় আসিয়া নি:দলেহরপে দেখাইয়াছেন যে, মাধব রায় বলিয়া একজন লোক প্রকৃতই বর্ত্তমান ছিল:। মোহনপ্রসাদের সম্বন্ধে কেবল এইমাত বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, সে এই তমস্থকথানিকে সম্পূর্ণ জাল বলিয়া অভিযুক্ত করিতে আদৌ সাহদী হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাহার প্রধান সন্দেহ ও আপত্তি এই –বুলাকীর শীলের উপর "আমি স্বাক্ষর করিলাম" একথা তাঁহার স্বহস্তে লেখা না থাকাতে তাহার বিখাস-এই দলিল জাল। মীর আসাদ আলির সাক্ষ্য হইতে বেশ প্রমাণ হয় যে তম-স্থকের শীলটা বুলাকার প্রকৃত শীল। তাহার উপর বুলাকীর স্বহন্তের স্বাক্ষর নাই বলিয়া নোহনপ্রদাদ যে সাপত্তি করিয়াছেন, তাহা ফরিয়াদি পক্ষের নিজ সাকী মহারাজা নবকৃষ্ণ হইতে. প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজা তাঁহার জোবানবন্দীর এক স্থলে বলিয়াছেন "যে স্থলে উভয় দলের মধ্যে এক দল নাগরী ও অন্য দল পারদী বা বাঙ্গলা জানে, সে প্রকার স্থলে দলিলের উপর স্বহস্তে স্বাক্ষর না করিয়া থালি শীল মারিয়াদিলে তাহা প্রকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়।" ইহাতে সম্ভবতঃ মোহন প্রসাদের আপত্তি ভাদিয়া যায়। আরও ফরিয়াদীর পক্ষই মহ'রাজ নন্দকুমারের হাতের লেখা ও মোহর প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার শীলসংযুক্ত বালাকীর ক্তকগুলি রিসিট্ আনিয়া কোটে দাখিল করে। ইহাতে মহারাজার নাম স্বাক্ষর আদৌ ছিল না, কেবল শীল সংযোগ ছিল। ইহা যথন প্রাকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে আদালত অগ্রসর হইয়া-ছিলেন—তথন বালাকীর তমস্থকের বেলায় কেন তদ্রপ করা হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফরিয়াদি পক্ষের অনাানা সাক্ষীর মধ্যে মহারাজা নবকৃঞ, সদর-উদ্দিন ও থোজা প্রিত্র্যসূ যে আসামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে—তাহার অনেক কারণ আছে। বহুকালপূর্নের গোকুল সোনারের ভগিনীর বল পূর্ব্বক সতীত্ব নাশ করীতে মহারাজ নব-ক্ষের নামে আদালতে যে মোকর্দামা উঠে, তাগতে নন্দকুমার নিঃসহায় গোকুল সোনারকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই জনা নবক্লফ সেই সময় হইতেই নলকুমারের শক্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। সদরউদিন নন্দকুমারের পরম শক্র গ্রেহামের মুন্দী থোজা প্রিত্রাস্ হেষ্টিংসের একজন মুথাপেক্ষী লোক, হহারা সকলেই যে সাধামতে ফরিয়াদি পক্ষ সমর্থন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। আর একটী সাক্ষী কৃষ্ণ-জীবন দাস। এই ব্যক্তি যতক্ষণ ফরিয়াদির পক্ষে (১৫ বার) সাক্ষ্য দিয়' ছল, ততক্ষণ

ইন্পি হহার কথা বিধাস করিয়াছিলৈন, কিন্তু যাই মহারাজা "করান্ত নামার" কথা প্রমাণ कतारेवात बना रेशांक बाखान कतितन, बमनि এर वाकि विक बिष्टितत मत्न, "मिथां-কথা" ও "উন্মত্ত প্রলাপ" বকিতে লাগিল! ইম্পির এই ব্যবহার কি সন্দেহ-জনক নয় ৭ Defence থক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয় জনই প্রধান। (১) বাবু রূপনারায়ণ চৌধুরী (২) তেজ রায়, (৩) জয়দেব চৌবে, (৪) লালা দোমান দিং, (৫) ইয়ার মহম্মদ, (৬) মনোহর নিত্র, (৭) রামলাল দাদ, (৮) মীর আসাদ আলি, (১) আত্মারাম দাদ, (১০) নিমাই मांग हेळानि। हेशात्व माथा अग्राप्त होरत, हेठळना नाथ, लाला मामान ७ हेगात मह-স্থাদ দলিলের প্রকৃততার সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। মীর মাসাদ ও রূপনারায়ণের কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি। মনোহর মিত্র প্রকাশ্য আদালতে বলিয়াছিলাম—"মোহন প্রসাদ আমাকে মহারাজার বিক্লন্ধে বলিবার জন্য অনেক টাকা দিয়া প্রলোভন দেখাইয়া-ছিল ও অন্যান্য তুই একটি মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিতে বলিয়াছিল।" কিন্তু ইহার विकृत्क त्कान माकार नित्व त्मारन अमान त्कान तहे। वक्त यह नारना-হরের কণা অবিশাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে রকার কথা উঠাতে মোহনপ্রসাদ মধ্যে বলিরাছিল "I can not desist for so many English Gentlemen' একবার সত্য বলিয়া 'বরিলে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটা বিরুত চক্রান্ত ২ইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়।

এইফণে আমরা দেখাইব যে ১৭৭৫খঃ অন্দের মে নামের পূর্ণের মহারাজা নন্দ চুনারকে অভিযুক্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৭৭৪ খৃঃ মহারাজার বিরুদ্ধে দেও-শ্বানী আলালতে একটি মোক্দানা আনা হয়। এই সময়ে Driver সাহেব মোহন-প্রসাদ ও গখাবিষ্ণুর উকাল ছিলেন। মেয়রকোট হইতে বালাকীর কাগজ পত্র ফিরাইয়া লইয়া দেওয়ানা আদালতের মোকর্দামা চালান হইবে, এই উদ্দেশ্যে মোহন ও গঙ্গাবিষ্ণু মেয়রকোর্টে আবেদন করে। এই সময়ে যে কৌজদারী মোকর্দানা রুজ করিবার জন্য ড্রাইভার সাহেব তাঁহার মকেলদের কাগজপত্র মেদ্ররকোট হইতে উঠাইয়া লইবার জন্য পরামর্শ দেন নাই, তাহা ইম্পি জুরীদের চার্য্য দিবার সময় প্রকারান্তরে ও ড্রাইভার নিজ সাক্ষে প্রমাণ করিয়াছেন। হাউদ অব্কমন্সে স্বয়ং ইম্পিই বলিয়াছেন "Palk যথন নন্দকুমারকে দেওয়ানী মোকর্দামার সময়েঁ আদালত অব্যাননার জন্য কারাক্ত্র করেন, তথন হেটিংস তাহাকে স্বীয় ক্ষমতায় ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে দকলেই বৃথিতে পারিল নলকুমারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আনা বুথা; স্তরাং এই স্থায়ে কাগজ পত্র মেয়র কোর্ট হইতে বাহির করিয়া লওয়া নোহনপ্রসাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।" মেয়রকোর্ট হইতে কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া বে ফৌজদারী মোকর্দামা ক্লজু করিতে বিলম্ব ইইয়াছিল, একথা নিতাত অসম্ভব। ফরিয়াদীদের নিকট সমস্ত কাগজ পত্রের এক

একখানি কাপি ছিল এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে পুনরায় সমস্ত দলিলের নকল লইতে বা তাহা আদালতে বিদিয়া দেখিতে অনায়াদেই পারিতেন। এ প্রকার স্থলে বখন এ সম্বন্ধে দেরি করা হইয়াছিল, তখন স্পঠই বোধ হয় ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাজাকে অভিযুক্ত করিবার কোন চেটাই কয়া হয় নাই। মোহন প্রসাদকে তখন জিজ্ঞাদা কয়া হইল "এই দমস্ত ঘটনা জানিয়া শুনিয়া ভূমি তখন শীঘ্র মভিয়োগ করিতে চেটা কয় নাই কেন।" মোহন প্রদাদ উত্তর দিল—"মৃত বুলাকীর বিষয় কার্য্যে আমার ক্ষমতা তখন অয় ছিল, পদ্মোহন দাদ প্রকৃত প্রেভু ছিলেন।" এত্বলে মোহন প্রদাদ ময়য় কোটের দলিলাদি প্রাপ্তির বিলম্বের ওজর করিতে পারে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই প্রকার অই গঙ্গাবিয়্ছু তখন বিলক্ষণ সবল ছিলেন। তিনি যখন জানিয়া শুনিয়া এই প্রকার অভিযোগের কোন চেটা করেন নাই, তখন ইহার প্রকৃততা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়।

হেষ্টিংস যে তলে তলে চক্রান্তের কল টিপিরাছিলেন ও এই ব্যাপারে বিশেষ লিপ্ত-ছিলেন, তাখার কতকগুলি পরিক্ষুট প্রমাণ পাওয়া যায়। নলকুমারকে ইহলোক হইতে সরাইবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতেই তিনি এই প্রকার নরহনন কার্য্যে বভী হুইয়াছিলেন। নদ্কুনারের সহিত হেষ্টিংসের শত্রুতা কতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। এই শক্রতার চোটে ও কৌন্দিলের প্রতিযোগিতায় ছেষ্টিংসকে এক সময়ে পদত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেও হইরাছিল --কিন্তু যাই নল-কুমার অভিযুক্ত হইলেন, তিনি অমনি চাপিয়া। বদিলেন। নন্দুমারের কারানিক্ষিপ্ত হইবার কয়েক দিন পরেই (১৮ই মে) তিনি বিলাতে প্রিরবন্ধুন্ন গ্রেহান ও ম্যাকলিন্কে পদ্ম লিখিতেছেন —"The visit to Nundkumer when he was to be prosecuted for a conspiracy and the elevation of his son to the first office of the Nizamut, when the old gentleman was in gaol and in a fair way to be hanged were bold, but successful expedients. স্থামকোর্ট কলিকাতার বদিতে না ব-সিতে যথন তিনি ইম্পিকে আশাপূর্ণ পত্র লিথিয়াছিলেন (পূর্ব্বে দেখুন) যথন বিচার-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয়বন্ধ, সহপাঠী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ বিচারকর্মপে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, যুখন তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি ইলিয়ট দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিল্পেন ও ওভারুধ্যায়ী ববিস্ন্ জুরীর কোরম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং নলকুমারের নামে এই মোক-দামা পূর্বে তিনি নিজেই অভিযোগ করিলাছিলেন, \* তথন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হয়

<sup>\*</sup> এ সম্বেদ্ধ স্থাৰিজ Clavering প্ৰাভৃতি কি লিখিয়াছেন দেখুন। "If Mr. Hastings had been careful of his own honor, we think he would not have appeared rimself as the prosecutor of his accuser, and that he would have exerted his influence with Mohun persad to suspend the other prosecution, until he had proved the falsehood of the charges brought by Nundkumer. As

ক্ষিনিই এই কার্যের মূল-বক্ত-পরিচালক। এ সহর্কে আরও প্রমাণ দেখাইতে পারি-ক্ষিত্র-কিন্তু স্থান সংক্ষেপে ছঃখিত ভিত্তে তাহা হইতেত নিবৃত্ত হইলাম।

ক্ষানিকার্ট ইইতে মহারাজার প্রাণদণ্ডাক্তা প্রচারিত ইইলে তিনি প্নরার কারাণারে প্রেরিত ইইলেন। ইতি মধ্যে প্রাণদণ্ডাক্তা স্থাতি রাধিবার জন্য করেক-বালি আবেদন পত্র কৌজিলের ও অপ্রেরের নিকট প্রেরিত ইইরাছিল। আবেদন ক্রিনিবের মধ্যে বাললার নবাব, বাবু শক্ষ্নাথ রার (মহারাজার প্রভাত পূত্র) রার রাষ্ট্রের ধ্যে বাললার নবাব, বাবু শক্ষ্নাথ রার (মহারাজার প্রভাত পূত্র) রার রাষ্ট্রের ও জন্যান্য করেক ব্যক্তি ছিলেন। ত্রনা বাহল্য কলেরা ইহাতে কোন প্রকার মকোবোগ প্রদান করেন নাই। স্বতরাং নির্নারিত দিখনে কুলীবাজারের সন্নিকটে বধ্যক নির্নাণ করিয়া গৃঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন বজ্ঞে মহারাজার জীবন আহতি দিয়া এই ব্যাপারে সংলিপ্ত সকলেই তৃপ্তি লাভ করিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিবর্গ দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাঠক গত বৎসরের ভারতী দেখুন। ত্রুহলে পুনরাইন্তি ক্রিবার ইচ্ছা নাই। মহারাজ নক্ষ্মার এই প্রকারে অবিচারে জন্যার উপারে, ইহলোক ইইতে মণ্ডত ইইলেন বটে —এই পাপ মর্ক্তো ন্যার বিচার না পাইয়া ক্রিনি সেই সম্রাটের স্যাট—বিচারকের বিচারক —জগৎপাতার মঙ্গলমর রাজ্যে প্রবেশ ক্রিকার ভাহার নিকট বিচার প্রার্থনা ক্রিলেন। বলা বাহল্য ভাহার প্রার্থনা সম্পূর্ণ

things are now circumstanced the world may perhaps conclude, that the man was too formidable a witness to be suffered to appear &c. अत्र इत्त निर्देश्य—It may be made known, however, to the English nation that the forgery of which the Rajah was accused, have been committed several years ago that in the interim he had been protected and employed, by Hastings, his son was appeinted in the first office of the Nabob's household and that the accusation which ended in his destruction, where produced, until he came forward with a charge against him.

বহারাজা বে নির্দোষী ছিলেন—তাহা নিম্ন লিখিত আবেদন পত্র হইতে জানা বার। ইহার ভাব এ প্রকার সরল, ও কথাওলি এতদ্র প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হুইবাছে—বে ইহার স্বাংশে সভ্য বলিরাই আমরা বিখাস করি। সৃত্যুর ছই চারি দিন পুরেল তিনি এই ক্রমান্ত কৌজিলে পাঠাইরাছিলেন। "The Forgery of the Bond of which I am accused never proceeded from me \* \* I am unjustly put to death—I will with my family demand justice in the next life \* \* in my last moments again request that you gentlemen will write my make particularly to the just king of England. I suffer but my innocence will certainly be known to him." মহারাহার মৃত্যুর পর দিবলে ফ্রান্সিস লিখিয়া-ছিলেন—Nundkumer may have been a most nefarious sooundrel—but by God! he spoke truth else why were they in each a hurry to hang him i!!

দ্বশে পূর্ব ইইরাছিল। - বাঁহারা ওড়েই মিনিটার হলের ভীৰণ ব্যাপার ও হেটিপ্রের ব্যাপার পরিবাদের কথা ও পার্লাহেন্টর সমকে সার ইলাইজা ইল্পির লাভ্রী ও অবয়ার নার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা বেশ ব্রিতে পারিবেন—হেটিংস ও ইল্পি উলিটিনের অতীত জীবনে তাঁহার (নক্ষুমারের) উপর যে সমন্ত অত্যাচার ক্রিয়াছিলেন ভবিষ্যতে তাহার জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট শান্তি ভোগ ক্রিতে হইরাছিল।

বাঙ্গালীর শীর্ষ স্থানীর মহারাজা নক্ষার একণে সেই মকলময় রাজ্যে বিশ্বনিক করিতেছেন, তাঁহার বংশেরও কেহ বর্তমান নাই। জন্যায় ও অবিচার কলছিত ভাষার রাজনৈতিক চরিত্র পরিস্ফুট করিতে আমরা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পরিশ্রম করিলাম, তাহা সার্থক হইল কি না—বাজালী পাঠকই তাহার মীমাংসা করিবেন।

**এইরিসাধন মুখোপাধ্যার** ।

## পুরস্কার।

নিবাধই নিবাদী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাদদন্ত মহাশ্য যে ইংরাজি পদ্যটির বাদাশা অনুবাদ জন্য অগ্রহারণ মাদের ভারতীতে বিজ্ঞাপন দিতে অমুরোধ করিরাছেন ভারতীর একজন গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার সেই পদ্যটির সর্বোৎকৃষ্ট অমুবাদ রচনার জন্য প্রকার প্রাপ্ত হইলেন। পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে উক্ত কবিতার একটি অমুবাদ আছে, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম কোন কোন পাঠক পদ্য পাঠের সেই অমুবাদ অবিকল রাখিরা কেহ বা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া নিজের বলিয়া আমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। পদ্য পাঠের সেই অমুবাদ, শ্রিযুক্ত বাবুণ্ছেমচন্দ্র চট্টোপান্ধ্রারের অমুবাদ, এবং একটি বালিকার রচিত অমুবাদ ভারতীতে প্রকাশ করিলাম। পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিবেন যে বালিকার অমুবাদই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিছ তিনি প্রকার গ্রহণে সন্মত নহেন এই নিমিন্ত উক্ত প্রকার হেমচন্দ্র বাবু পাইবেন, বাবু বরদান্ধর সিংহের রচিত অমুবাদটিও উত্তম হইয়াছে।

বালিকার রচিত অমুবাদ।
কাল আর নদী ধার সমান গমনে
চঞ্চল প্রবাহে বহি বার ছই মনে,
নীরব সঞ্চারে দৌহে ধীরে চলে পার
রাখিতে না পারে ভারে ধনে কি কথার,
একবার চলে গেলে আর নারি কিরে
চরনে বিলীন লোকে মহা নিয়ু নীরে,

যদিও সমান সব মাণে দুই জনে
এক জগাদৃশ বাজে ভাবৃক্তের মনে,
বিকলে বহে না নদী—নদীমনী দেশে
শন্যের মুকুট পরি,ধরা উঠে হেনে,
মহান হলর ওধু শোভা করে জাল
না করে বতন বেই সে গভে জ্ঞান।

#### পুরস্কার প্রাপ্ত অসুবাদ।

দদী আর কলিগতি উভয়ি সমান,
আবিরাম স্রোতে দৌহে করিছে পরান;
তাহাদের অতি মৃছ নীরব গমন,
বিভব বা স্ততি গানে না মানে বারণ;
উভয়েই চলে গেলে ফিরান না যায়,
শেষে এরা মহাসিল্ল গর্ভেতে ল্কায়;
উভয়ে যদিও একে অনোর মতন,
প্রভেদ বুঝিতে পারে চিন্তাশীল জন,
তাটনী বহেনা বুণা; যেখা নদী রাশি,
প্রাচ্র্যা-ভ্বিত ভ্মি মুখে ধরে হাসি!
যে কাল, উদার চিতে বিভব মিলায়,
অবজ্ঞায়, পশ্চাতে যে মক্ত রেণে যাম।

बीर्ट्यहत् ५८द्वाशाशाश

## প্রীযুক্ত বাবু বরদাশক্ষব সিংহের রচিত অনুবাদ।

নদী আর দন্যের একই গমন
অবিরাম স্রোতে করে উভয় ভ্রমণ;
শক শুনা পদক্ষেপে পলাইয়া বায়,
উৎকোচ প্রার্থনা নারে রোধিতে ভাহার;

একবার গত হলে ফ্রের নাক আর,
অবশেষে গ্রাদে ছরে সমুদ্র অপার;
একের সাদৃশ্য বটে অপরের সনে,
কিন্তু ভেদ উদে এক ভাবুকের মনে;
রুধা নাহি বহে নদী, নদী বহু যথা,
প্রাচুর্য্য ভ্রণে ভূমি হাসে কিবা তথা;
কিন্তু কাল, বাহে ঋদ্ধ মহত হদর,
অনাদৃত ঘোর মক পিছে রেখে যার।

পদ্য পাঠের উদ্ধৃত।
নদী সার কলৈ গতি একই সমান,
অস্থির প্রবাহে করে উভরে প্রয়াণ-ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হর,
কিবা ধনে কি ভবনে কলেক না রয়।
উভয়েই গত হলে আর নাহি ফেরে
ছক্তর সাগর শেষে গ্রাহে উভয়ের।
সর্ল মংশে একরূপ যদিও উভয়,
তি ভারত চিত্তে এক ভেল জ্ঞান হয়।
বিফলে বহেনা নদী, যথা নদী ভরা-নানা শ্যা শিবোরত্রে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল সদান্ধা ক্ষেত্রের শোভাকর
উপেকায় রেথে যায় মক্র ঘোরত্র।

#### वर्गत (भारत निरंतमन।

ন্তন বংসর আগত প্রায়, ন্তনে পুরাতন সাজে না, তাই একেবারে কিছু অধিক মাত্রার দিয়া এ বংসরের 'নন্দকুমার' এই বংসরেই শেষ করিলান। 'স্থানাভাব বশতঃ কোন গল্প এ সংখ্যার গেল না, ভরসা করি, সে জন্য পাঠক মহাশ্রগণ কিছু মনে করি-বেন না, ন্তন বংসক্ষে ঠোহারা প্রচুর গল্প পড়িতে পাইবেন।

## বিজ্ঞাপন।

## আহকগণের প্রতি নিবেদন।

বৎসর শেষ হইরা গেল। গ্রাহক মহালরগণ অভ্তাহ পূর্কক ১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকের অগ্রিম মূল্য এবং তাহার পূর্কের মূল্য বাকী থাকিলে তাহাও পাঠাইরা বাধিত করিবেন। টাকা পাঠানর সমর মনিঅর্ডারের কুপনে তাহার্দিগের নামের-নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যক। পত্রিকার মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে, তাহাই গ্রাহক-নম্বর এবং পত্র ও মনিঅর্ডারের কুপনে তাহারই উল্লেখ প্রয়োজন। আনামী বৈশাধ হইতে নামের নম্বর পরিবর্ত্তিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র, মুখোপাব্যায়। "ভারতী ও বালক" কার্যাধাক্ষ।

#### শ্ৰীপ্ৰিয়নাথ শান্তী কৃত গ্ৰন্থ।

উদ্গীথা—ইহা উপনিষদের সত্য লইয়া বাঙ্গলা পদ্যে লিখিত। ইহা একাগ্রভার সহিত পাঠ করিলে লোকের গভীর বন্ধজান জন্মে। ডাক মাগুল সহ মূল্য ।১০ আনা। বোক্সাধর্ম্ম গীতা—ইহা মহর্ষি দেবেক্সনাথ ঠাকুরের মহোচ্চ উপদেশের পদ্যাক।

ইহা ব্রীলোকেরও সহজ পাঠা। এই উপদেশ শুনিয়াই কেশব বাবুল ন্যার লোকদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্ম। মূল্য ডাক মাগুল মহ কাগজের মলাট ১০০। ভাল বাঁধা ১॥৮০। এই হুই গ্রন্থ কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের কার্যাধ্যক্ষ, বোড়াসাঁকো,৬ নম্বর ধারকানাথ ঠাকুরের গলি প্রীযুক্ত বহুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং চুঁচড়াত গ্রন্থকার নিকট পাওয়া যায়।

নৃতন কবিতা-পুস্তক! নৃতন কবিতা-পুস্তক!

## কড়িও কোমল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ডাক মাস্থল দহিত এক টাকা নাত্র।

ইহাতে শতাধিক কবিতা আছে। এত বড় গীতি কাব্য বালালায় আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার অতি অয়মাত্রই কবিতা গামরিক-পত্রাদির্তে পূর্বেপ্রকাশিত হইরাছিল।

প্রায় সকলগুলিই নৃতন!

রবীক্ত বাবুর কবিছ শক্তির কি পরিচয় দিতে হইবৈ ? পিপেলস্ লাইব্রেরী—৭৮ নং কলেজন্ত্রীট, কলিকাতা।

> একবার পাঠ করুণ। অতি চমৎকার! অতি চমৎকার! বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন।

২৫০ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। মূল্য ১১ টাকা, ডাক মাণ্ডল / জানা। ইহার বর্ণন এত মনো-হর বে, পাঠকগণ ডাহা নবেলের ন্যার পাঠ করিয়া আমোদ প্রাপ্ত হইবেন।

এই পুঁতক বোড়াসাঁকো, বারানসী বোবের ব্রীট, ১৪৮ নং সংস্কৃত ভিপ্রিক্টরীজের ৫৫ নং কলেজ ব্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও ৩-১ নং কর্মগ্রাক্স ব্রীট বেসল মেডিকেল লাইবেরিতে পাওরা বার।

# সকল প্রকাম বাদ্য যন্ত্রের অ্যমদানি কারক

উহতি সাধিত बात्रस्मि क छैन।



উন্নতি সাধিত হারমনি ফুটস্।

#### नगम मूला।

•	चक्रिंड,	> ইপ যুক্ত	বাক্স মধ্যে	8० होका।
٥	ক্র	B	ঐ (উৎকৃষ্ট)	00, 31
.0	ď	ত ষ্টপ	ð	16,21
୍ଧା	ক্র	১ ইপ	É	18 100
· '0	A .	૭ ષ્ટેબ	<u>.</u> এ	२६, छ।

## মূতন হ্যাবও ফুট্স।

बांक्रका ध्वर हिन्दूशानी १९ वाकाहेवां वित्नव छेशरगागी।

जांगोंक्रिशंत मृत्नात जानिका प्रियान हेरात नाम ও अञ्चान ममछ जाना याहेर्द भूरनात्र छानिका भन्न निभित्नहे दिना वाद्य आश हहेरवन।

স্থলভ ভাষোলিন (বেহালা), স্থলভ ভারোলিন (বেহালা)।

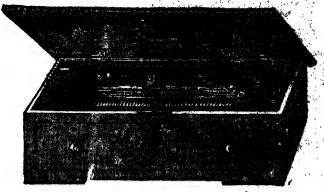
ভাষোণিন বেহালা	(বাক্স	ও ছড়ি	ব্যভীত)	·	প্রতিটা	व हो	411
<b>a</b>	(ছড়ি	সাইত বি	কৰ বান্ধ বাতী	ভ)	ঐ	>00	7
<b>.</b>	(	<b>@</b>	ঠ	) উৎকৃষ্ট	D	24,	4
<b>&amp;</b>	(	3	<b>&amp;</b> .	) Š	B	00,	ই
et sw 💩	(	<b>3</b>	বাক্স সহিত	)	B	8-1	?
<b>3</b>	Ć.	4	<b>a</b>	<b>)</b> .	ঐ	601	\$
'was '\f	<b>**</b>	নভ ক্ৰে	টি—স্থলভ ক	वं है।			
		न्ध	ाम मूला।				.•

क्र स्निर्मितः, नर्सख अनंश्नित, जानन यक्षण रख नाम गरिक নোঝানো কৰেট (in E 6) ৰাম সা हर् डीका। হারবৈদানিরম १८, होका इहरड

### शाक्स ४० (स्राप्नानि ।

## "কলিকাতা মিউলিকাল ভিলো"

रमगीत नद वाका हैवात विकेषिकान बाका।



করিবছেন, তংগ্রতি সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আহ্বান করিতেছেন এবং ইত্র অপেকা ভাগ জিনিগ ভারতবংধ যে আর কথনই বিক্রপ্রার্থ আলে নাই—ভাহাও মুক্ত কঠে বলিতে তাহাদিগের কোন সঙ্গোচ নাই।

धर मकल यद्ध (य (य शर वाह्म, जाश छेरकुढे मन्नोजभातमर्भी वाक्निश कर्क्स मत्मानोज श्रेमारक, धवर जाशाया देशांक मण्यूर्वक्रण निर्द्धांच विद्या चौकांत करत्ना।

আমাদিগের মিউজিক্যাল বাজের বিশেষ তালিকা দেখিলেই মূল্য ও অক্তান্ত বিষয়ণ আনিতে পারিবেন। উক্ত তালিকা পত্র লিখিলেই বিনা খরচে প্রাপ্ত ইইবেন।

হ্যারক্ত ফুটস্ হারমনি ফুটস্ (বাক্স হারমোনিয়ম)				वांद्याक्षे। ১२०% होका हहेटळ—				
					8.			
<b>कांद्रयानिवय</b>	(ফুল সা	<b>हें क</b> )			>2.	,	198 - 1	
ভাগোলিন	***	• • •	***		20%	80		
ক্লারিওনেট	•••			. *	>6		*	

দৰ্শতাৰ বাদ্য বন্ধ প্ৰচুত্ৰ পৰিমাণে দৰ্শনা মন্ত থাকে। প্ৰাক্তিৰ দুলেইছ ভালিকা কোম্পানি ডাক্মান্তল দিয়া পাঠাইছা থাকেন।

হ্যারন্ড এও কোম্পানি।

ৰাণ্য বল্ল'ও তংগংকাত পুত্ৰকালি আনহানি-ছাত্ৰক।

• নং জেনহোনী হয়। ক্লিকাজা।

## मृना शासि।

্রল, বনাজি এছবার বৈনপুরী 📢 " বাব্ প্রকাশচক্ত সরকার ভবানীপুর ১২ পাৰ মোহনকিশোর রাষ 21.0/ · যিশেদ এম, ষোষ বাবু পাণনাণ পণ্ডিত ভবানীপুর ্ৰাজকুমার রার ভবানীপুর অর্ব-,, काली अम्म राज्याणाः द्वतिनी अत्र , , नवष्ठक मिञ म्यानश्व মিশেদ্সাহা ,, हाद्दालहक निःह ब्राप्त दानिवन ार्न॰ পাবনা 🖫 👉 ्र वाद् मीननाथ वत्नामाधाय क्रिकाङ। 🦂 बिर्मित थ, मी, छछ और छै नि, मी, চাট্টপোशाम এकवात वाटगत अर्न-,, প্রাণ্ডনাথ রায় বহরমপুর शार्जानः শৈ, এন বস্তু একরার काव हलानाथ (बाव বাৰু সংগ্ৰেক্সার বন্ধ বীরভূম জীমতা মহারাণী ষেণ্মনী কাশিমবাজার গাৰ্ निवर्ध भीत বাবু সভীশচনা বহু বাংলাধর উমেশ্রন্ত সার্যাল 🔻 বহরমপুর ১১ কালকাতা ১১ ,, পুৰচ্ন খোষ সিমলা পাহীড় ्भान्। वहस्य मूर्पानीयात्र ,, द्याः नोत्याहन प्रख ধ্যোপাৰচন্দ্ৰ মলিক কলিকাতা ১১ কেত্রেছন মুখোপাধ্যার ঐ खानकीनाथ हर्ष्ट्रोशाः कनिकाका 🕮 হবিগঞ্জ কালীপ্রসর দাস रुरवन्तरम् निःइ

## অমরসিংহ।

'উপস্থাস।

### শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রবীত।

२-> मर एवं ब्रानिम क्रिके दिनिकारित नाइट्यतित वधान वाव् श्रक्ताम क्रिक्शानात्वव जिल्लाक नेकाक मुख्यानद्व भाषता गांव। मुना ১, এक क्रीका।

